দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

সমগ্র রচনাবলী
দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রথম খণ্ড

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং
জীবন-কথা ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সংগীতে-কাব্যে-নাটকে-প্রহসনে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বর্তমান বৎসরে বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে বহুস্থানে তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তির জয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভা পুনর্বিচারের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক সময় দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় বলেছিলেন : "ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপলক্ষণকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

'সাহিত্য সংসদ' দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনাকে দু'খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছেন। দুটি খণ্ডেই তিনটি করে বিভাগ থাকবে · (১) নাটক ও প্রহসন, (২) কবিতা ও গান এবং (৩) গদ্যরচনা। যতদূর সম্ভব এখানে কালগত পারম্পর্য রক্ষা করা হয়েছে। বানান বিষয়ে যথাসম্ভব মূলের বানানই অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা ও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ঐ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাবলীর আলোচনা থাকবে। তাছাড়া উক্ত ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ ও কাব্যরীতি, দ্বিজেন্দ্রসংগীত এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও গুণগ্রাহী কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর একখানি তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন। আর একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন নবকৃষ্ণ ঘোষ। উপাদান সম্পর্কে দুটি গ্রন্থই মূল্যবান। এই দুটি গ্রন্থ থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান লেখকের 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থটিও ভূমিকা রচনায় সাহায্য করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে অনেক প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় উৎসাহিত করেছেন আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয়। গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিনি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনা সংগ্রহ করার ও পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। কারণ তাঁর অনেক রচনাই এখন দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্য সংসদের পক্ষে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দান করেছেন। বর্তমান সংস্করণকে সুষ্ঠু রূপদানের জন্য তাঁর এই আন্তরিকতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সাহিত্য সংসদের শ্রীযুক্ত গোলোকেন্দু ঘোষের সহানুভূতি ও আন্তরিকতাও আমাকে উৎসাহিত করেছে। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত ও প্রীতিভাজন শ্রীমান সনৎকুমার মিত্রের সাহায্য ব্যতীত এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শ্রীযুক্ত গুপ্ত তথ্য ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

চৈত্র ১৩৬৭   **রথীন্দ্রনাথ রায়**

সূচীপত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : জীবন-কথা

(১৮৬৩ – ১৯১৩)

ভূমিকা : রবীন্দ্রজীবনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের মধ্যে যিনি কাব্যপ্রত্যয়ে ও কাব্যরীতির অভিনবত্বে বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখেছেন তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রবীন্দ্রনাথের সেই মুখর জয়যাত্রার দিনে তাঁর সমকালীন কোনো কবির পক্ষে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব কবি-শক্তিকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন। উত্তরকালে তিনি প্রধানত নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য ও শিল্পস্বাতন্ত্র্য নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে (১৮৬৩–১৯১৩) তাঁর রচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেম ও সৌন্দর্যস্বপ্নের রোমান্টিক গীতিকাব্য, হাস্যরসাত্মক কাব্যসংগীত, অভিনব ছন্দ ও কাব্যরীতি, বিচিত্রধর্মী নাটক ও প্রহসন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণের দ্বারা তিনি বঙ্গভারতীকে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পী-জীবন আলোচনা করতে হলে তাঁর দেশকাল ও ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং এই পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্যসাধনাকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কারণ যেকালে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন তখন বাঙালীর এক আত্মসম্প্রসারণের যুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর নবজাগ্রত চেতনা জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় এই সমাজজীবনের চিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি ব্যক্তিত্ব-ভাস্বর। তাঁর কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন একই বিধাতার রচনা, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। দান্তের কাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক সময় মন্তব্য করেছিলেন "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।" দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা যায়।

জন্ম ও বংশপরিচয় : ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯এ জুলাই (১২৭০, ৪ঠা শ্রাবণ) নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। কুলক্রমাগত নিয়মানুসারে বহুদিন থেকেই এই বংশ "চক্রবর্তী দেওয়ান"-এর বংশ বলে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে রাজসভা বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন :

> চক্রবর্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।
> রায় বক্সি মদনগোপাল মহামতি॥

ভারতচন্দ্র-বর্ণিত এই মদনগোপাল রায় কার্তিকেয়চন্দ্রের প্রপিতামহ ছিলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁকে রাজ-সেনাপতি ও তাঁর অগ্রজ রামগোপালকে 'দেওয়ান' বলা হয়েছে। মদনগোপাল রায়বক্‌সি উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর বংশধরেরা 'রায়' উপাধি আজ পর্যন্ত ধারণ করে আসছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বনামধন্য পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তৎকালের কৃষ্ণনাগরিক সমাজে একটি প্রতিষ্ঠানে (Institution-এ) পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী, উন্নতচরিত্র, সুরসিক ও সুকণ্ঠ গায়ক। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু, মধুসূদন

প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনে তখনকার কালের জ্ঞানী গুণীরা সমবেত হতেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী'কাব্যে জলাঙ্গী নদীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুদেব, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্;
সুললিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী।

কার্তিকেয়চন্দ্র বাংলা, ফার্সি ও ইংরেজি সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত'-এর আদর্শে 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' নামে তিনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' বাংলা সাহিত্যের আত্মচরিত রচনার আদিপর্বে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই দুটি গ্রন্থেই তৎকালীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যথার্থই লিখেছিলেন :

> With the glorious exception of Babu Rajendra Lal Mittra, the writers of our day have not up to this time turned their attention in this direction....We hail Babu Karticeya Chundra Roy as a pioneer in this unexplored but interesting field. It is very gratifying to find that he has made the best use of the opportunities with his long connection with one of the most ancient and distinguished families of Bengal afforded. The Chronicles of the Rajahs of Nuddea form an important contribution to the history of Bengal and on some particular periods of their history they throw a flood of light. (*Hindoo Patriot, October*, 4, 1875)

১৮২৫ সালে তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামক একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'আত্মজীবনচরিত'-এ বলেছেন :

> প্রথমে আমি কেবল ভালবাসার গীত রচনা করিয়াছিলাম, পরে আত্মীয় বিশেষের প্রীত্যার্থ রামচরিত, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া মাতৃস্নেহ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য-প্রণয়, ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি কয়েক বিষয়ে কতিপয় গীত রচনা করি। তাহার পর ঋতু-বিশেষে গাইবার জন্য বসন্ত, বর্ষা, হোরির ও শুভকর্মোপলক্ষে গাইবার নিমিত্ত বিবাহ, পুত্রলাভ, জন্ম-তিথি বিষয়ের কতকগুলি গীত হিন্দী-গানের আদর্শে প্রস্তুত করি। (**আত্মজীবন-চরিত, নূতন সং (১৩৬৩), পৃঃ ১৮৮-৮৯**)

চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্বিতা, বিদ্যানুরাগ, সংগীতানুরাগ প্রভৃতি গুণ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। পিতার চরিত্রের আদর্শেই দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্গাদাস চরিত্রটি রচনা করেন। 'দুর্গাদাস' নাটকের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন : "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছি, সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতামহকুল শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশ। তাঁর মায়ের নাম ছিল প্রসন্নময়ী দেবী। তিনি ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর অধস্তন নবম বা দশম পুরুষের কন্যা। স্বামী-পুত্র-পরিজন ও আশ্রিত-অভ্যাগতদের সেবা করে তিনি আদর্শ হিন্দু গৃহিণীর জীবনযাপন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত অবস্থান কালেই তাঁর পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটে।

বাল্যকাল ও ছাত্র-জীবন : দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বাল্যকাল কৃষ্ণনগরেই অতিবাহিত হয়। শৈশবে ও বাল্যকালে তিনি একাধিকবার মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। একবার শৈশবে ধাত্রীর কোল থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকরূপে আহত হন, আর একবার ঢেঁকির উপর

থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেন। বাল্যকালে দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে মাতুলালয় গিয়েছিলেন। ডাক্তারেরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যভাবে সেবার তিনি রক্ষা পান। স্বরচিত জীবনচরিতের মধ্যে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

পারিবারিক পরিবেশ দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের সাত পুত্রের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজেরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য। তাঁর তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্-এ, বি-এল্ এবং ষষ্ঠ অগ্রজ হরেন্দ্রলাল রায় বি-এল্ সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল এক সময় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন, তাঁর সম্পাদিত 'পতাকা' পত্রিকাও এক সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাতের পত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এক সময়ে 'নবপ্রভা' নামক একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বড়দা' রাজেন্দ্রলাল রায় মেহেরপুর আদালতের পেশকার ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর ছিল অসামান্য অধিকার। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

> তিনি এই অতি অল্পকালের মধ্যে আমাকে এমনি আশ্চর্য কৌশলে ও বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে ইংরাজি ভাষায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলিলেন যে, সেই গোড়ার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই আমি অতি অনায়াসে, নিতান্ত অসুস্থ শরীর লইয়া এবং তেমন মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে পারিয়াও, পরে এম্-এ পরীক্ষায় তবু যা হোক একটু সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।
>
> (**দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৭০**)

হরেন্দ্রলালের স্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাঙাবৌদি' মোহিনী দেবীও বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন। বলাবাহুল্য, পারিবারিক জীবনের এই বিদগ্ধ পরিবেশ ও কৃতবিদ্য অগ্রজদের উৎসাহবাক্য ও সস্নেহ আনুকূল্য দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন রচনায় সহায়ক হয়েছিল।

সেকালে কৃষ্ণনগরে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশের অন্যতম কেন্দ্র ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। কার্তিকেয়চন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে এই পরিবেশের বর্ণনা করেছেন। মার্গসংগীতের অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন গড়ে উঠেছিল। সেকালের কৃষ্ণনগরের এই সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : "... দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের মুখে অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন অতি সুকণ্ঠ ও সংগীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাংলা হিন্দী দু-ভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভা-সমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধ হয় কণ্ঠসংগীত তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা করেছিলেন। আরও দু-চারজনের মুখে অতি মিষ্টি গান শুনেছি, তাঁদের নামও মনে আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ টাকার বৃত্তি লাভ করেন। ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণশীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ছাত্রজীবন সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেছেন :

> তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। সে বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের 'টেস্ট' (Test) বা 'বাছাই' পরীক্ষায় বিখ্যাত অধ্যাপক রো সাহেব ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। যথাকালে পরীক্ষার্থিগণের কাগজগুলি দেখা শেষ হইলে, রো সাহেব জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—"এ ক্লাশে দ্বিজেন্দ্রলাল কোন্ ছাত্রটির নাম, আমাকে একবার দেখাইয়া দিন।" জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহার ভ্রাতাকে দেখাইয়া দিলে, রো সাহেব দ্বিজেন্দ্রলালের সমক্ষেই

বলিলেন,—"আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সঙ্গে জানাইতেছি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এবার যেরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহা যে-কোনও ইংরাজ ছাত্রের পক্ষেও পরমগৌরবের বিষয়বস্তু হইত।

—(দ্বিজেন্দ্র [illegible], পৃ ৬৯)

ছাত্র-জীবনে তিনি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন, তাই বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত তিনি আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ্-এ ও হুগলী কলেজ থেকে তিনি বি-এ পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম্-এ পরীক্ষার বছর তিনি আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি দেওঘর যান। সার্ আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছেন :

> এই সময়ে পূজ্যপাদ রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ।...আমিই সেখানে দ্বিজুকে প্রথম আলাপ করাইয়া দিই। তাহার পর তিনি সতত দ্বিজুর কাছে আসিতেন, গান-গল্প-আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত স্নানাহারের কথা মনে থাকিত না।...দ্বিজু প্রিয়দর্শন ও গৌরবর্ণ ছিল, গানে সুকণ্ঠ এবং সেই গান আবার নিজেই রচনা করিত। কাজেই রাজনারায়ণবাবু তাহার নিজগুণে তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমরা তখন দুই ভাই-বোনে মিলিয়া একসঙ্গে বসিয়া ইংরাজি কবিতা পড়িতাম, আর শেলী, বায়রন, কীটস হইতে অনুবাদ করিতাম।
>
> (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭৩-৭৪)

পাঠ্যাবস্থাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' [প্রথম ভাগ] প্রকাশিত হয় (১৮৮২)।

বিলাত-প্রবাস : এম্-এ পাশ করার পর দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ু পরিবর্তনের জন্য ছাপরা জেলার রেভেলগঞ্জ মুখার্জি সেমিনারীতে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর চতুর্থ অগ্রজ নরেন্দ্রলাল রায় সেখানে হেড্মাস্টারের কাজ করতেন। দু'মাস পরে গভর্নমেন্ট তাঁকে জানালেন যে, তিনি যদি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যেতে ইচ্ছুক হন তো, সরকার তাঁকে নিজ ব্যয়ে বিলাত পাঠাতে রাজি আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতা-মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিলাত-যাত্রা করেন (এপ্রিল, ১৮৮৪)। বিলাত-প্রবাসকালে তিনি 'বিলাতের পত্র' জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'পতাকা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এই পত্রাবলীতে দ্বিজেন্দ্রলালের মননশীলতা, বিশ্লেষণশক্তি, পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও স্বাজাত্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুভাগ্য ছিল। বিলাত-প্রবাসের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিচারপতি সার্ আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরবর্তীকালে লর্ড সিংহ), জেলা-জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, পরবর্তী কালের বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু প্রমুখ গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠতা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসকালের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি, বিলিতি সংগীত শিক্ষা, দ্বিতীয়টি, ইংরেজি কাব্যের প্রকাশ। সিসিস্টার কলেজে দ্বিজেন্দ্রলালের সহাধ্যায়ী বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বলেছেন :

> তারপর সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম,—দ্বিজু একজন Embryo (কোরক) কবি—ইতিপূর্বে 'আর্যগাথা' রচিয়া স্বদেশের কবিজগতে প্রবেশ লাভ করিয়া আসিয়াছেন। গীতবাদ্যেও যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ তাহাও শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। একদিন কথায় কথায় গল্পচ্ছলে তিনি বলিলেন—যাঁহার কাছে তিনি গান শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সে রমণীটি তাঁহার নাকি সুরের সংস্কার ও ভরাট গলার চর্চা করার জন্য তাঁহাকে বহুবার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন সেই অনুরোধের পরিণামে, পরে যে কি ফল ফলিয়াছিল, আজ বঙ্গবাসী কাহারও অজ্ঞাত নাই।
>
> (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৮)

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'Lyrics of Ind' নামক ইংরেজি কাব্যের প্রকাশ। এই কাব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন :

> বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।
>
> (আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭)

বিলাত প্রবাসকালে তিনি সেখানকার বিখ্যাত রঙ্গালয়ে প্রায়ই অভিনয় দর্শন করতেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখে, রঙ্গালয় ও অভিনয় সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়। উত্তরকালে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে লেগেছিল।

কর্মজীবন ও সামাজিক উৎপীড়ন : দীর্ঘ তিনবছর পর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। বিদেশে যাত্রার প্রাক্কালে পিতৃদেব তাঁকে সামাজিক অসুবিধার কথা বলেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর বাইরে সন্তোষ প্রকাশ করলেও কার্যত সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে স্বজনবৃন্দ সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি আহত হলেন। কেউ কেউ নাকি তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য দ্বিজেন্দ্রলাল ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সামাজিক উৎপীড়ন ও নির্মম আচরণ দ্বিজেন্দ্রলালের সংবেদনশীল তরুণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার বহ্নিজ্বালাময় রূপ 'একঘরে' পুস্তিকায় (১৮৮৯) আত্মপ্রকাশ করেছে। তৎকালীন 'সমাজ-সংরক্ষক'দের প্রতি অব্যর্থ-লক্ষ্য বিষবাণ বর্ষিত হলেও খণ্ডকালের সামাজিক উত্তেজনার মধ্যেই এর আবেদন সীমাবদ্ধ। সাময়িক উত্তেজনায় ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি ভাষা ও ভাবগত সংযম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন : "ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায়ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধদংশন, ইহার ভাষা অগ্নি-দাহের জ্বালা।"—(একঘরে)

দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারী কার্যে যোগদান করেন (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৬)। ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন, তাতে সাহেব খুশী হতে পারেন নি। ফলে ভাল চাকরি তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। জরিপ-জমাবন্দীর কাজ শেখার জন্য প্রায় তিনমাস তিনি মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ছিলেন। চাকরি-জীবনে উপরওয়ালাদের সঙ্গে একাধিকবার তাঁকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে উপস্থিত হতে হয়। একবার বর্ধমান-রাজের সুজামাটা পরগণায় তাঁকে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার করে পাঠানো হয়। উক্ত পরগণার প্রজারা সরকারী লোকদের হাতে নানাভাবে উৎপীড়িত হচ্ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যাচারিত প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এর প্রতিকারের চেষ্টা করেন। বলাবাহুল্য বর্ধমান মহারাজার কর্মচারী ছোটলাট সাহেবের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য তাঁর উপরওয়ালা ডিরেক্টার সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বপক্ষেই মত দেন। কিন্তু ছোটলাট তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নানাভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন :

> এই সময় স্যার চার্লস এলিএট্ বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট-গবর্নর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া, উক্ত বিষয়ে তদন্ত করিতে স্বয়ং মেদিনীপুরে আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে অযথা ভর্ৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেল্‌মেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই।...এই উত্তর শুনিয়া ছোটলাট আমার পূর্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারদিগের কর্তব্য

বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন এবং তাহাই আইনে ('সেটেল্‌মেণ্ট ম্যানুয়েলে'র নোটের ভিতর) ঢুকাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন।

(স্বরচিত জীবনী : জন্মভূমি, কার্তিক, ১৩০৪)

দ্বিজেন্দ্রলালের কর্মজীবন কোনোদিনই সুখের হয় নি। উপরওয়ালাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মনের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিচয় তাঁর বহু রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি এক সময়ে চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। দাস্যবৃত্তি ও তোষামোদকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তাই কর্মজীবনে তাঁর পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে প্রায় ৭।৮ বৎসর তিনি আবগারী বিভাগের প্রথম পরিদর্শকের কাজ করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে প্রায় আড়াই বছর তিনি "ল্যান্ড রেকর্ডস ও এগ্রিকালচারে"র সহকারী ডিরেক্টারের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন : স্ত্রী-বিয়োগ : ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর বিবাহ হয়। সুরবালা দেবী দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ-প্রসঙ্গেও একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন :

> কৃষ্ণনগরের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণনগরের কোন এক প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এ বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সহসা চলিয়া গেলেন। যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেলে আমরা ভ্রাতাগণ দ্বিজু ও নবোঢ়া বধূকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া আসিলাম; দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।
>
> **(নব্যভারত : শ্রাবণ, ১৩২০)**

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠেছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখেই কেটেছিল। রূপবতী ও গুণবতী স্ত্রীর স্পর্শে তাঁর সাংসারিক জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'সুর-ধাম' নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী দিলীপকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কন্যা মায়াদেবী। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হয় (২৭ মার্চ, ১৯১৬)। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের উপর তাঁর পত্নীর প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক :

> সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে তিনি যেমন 'একঘরে' নক্‌শার ভিতর দিয়ে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নব-পরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস গীতি-কবিতার স্ফটিক-পাত্রে স্বর্ণ-মদিরার মত বিহ্বল ও উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-জীবনে এই দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নাতুর কবিচিত্ত, আর একদিকে সামাজিক অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ। কখনও-কখনও এই দুটি বিরুদ্ধ ধারা একত্রিত হয়ে কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই দুটি ধারাই কবির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। পত্নী সুরবালার প্রেম ও দাম্পত্য-রস ও অপর কোটিতে সামাজিক নির্যাতন—এই দুটি ব্যাপার একত্রিত হয়ে কবিমানসের এই স্বরূপ-ধর্মকে তীব্রতর ও ত্বরান্বিত করেছে।...দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের সহজ ও অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমস্বপ্ন ও সুখ-মাধুর্যময় দাম্পত্য-জীবনকেই কাব্যমণ্ডিত করে তুলেছে।
>
> **(দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃ ১৫)**

ষোল বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্যজীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহসন, ব্যঙ্গ-কবিতা, হাসির গান, কাব্যনাট্য, রোমান্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টির প্রাচুর্যে কবিজীবন তখন পূর্ণোচ্ছ্বসিত। সৃষ্টিসাফল্যের এই চরম মুহূর্তেই এলো নিদারুণ আঘাত। একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করে সুরবালা দেবীর মৃত্যু হল (২৯ নভেম্বর, ১৯০৩)। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সরকারী কাজের জন্য মফঃস্বলে গিয়েছিলেন। তারযোগে সংবাদ পেলেন যে স্ত্রী মরণাপন্না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁকে জীবিত দেখতে পারেন নি। স্ত্রীবিয়োগের এই মর্মান্তিক আঘাত থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মলাভ করেছে। তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ও বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আন্তরিক ও গভীর মর্মবেদনায় কবিতাগুলি হৃদয়স্পর্শী :

> এই ত ছিল দেবীমূর্তি; আলাপ, বিলাপ, হাস্য, রোদন,
> কর্ছিল ত কাছে,
> কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি! দাবী কর্ছি,
> বল কোথায় আছে?
> এই যে ছিল, গেল কোথায়? দেখা হবে আবার, কিম্বা
> এ চির-বিচ্ছেদ?
> আমি পার্লাম না ক; তবে তুমি করে দাও হে প্রভু
> এ রহস্য-ভেদ।

(অষ্টাদশ চিত্র, আলেখ্য)

পূর্ণিমা-মিলন ও ইভনিং ক্লাব : দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও মজলিশী মানুষ ছিলেন। অনেক জ্ঞানী, গুণী, সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যরসিক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে ও নানা আলোচনায় দুঃসহ ব্যথা ভুলে থাকতে চাইতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে এক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একখানি চিঠিতে জানিয়েছেন :

> এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে।.. আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশশুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া, এক-এক স্থানে এক-একবার প্রতি 'পূর্ণিমা' উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা-মিলন'। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলা-মেশা, ভাব-বিনিময়, প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যেমন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ—এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও!) ব্যবস্থা থাকিবে।
>
> **(দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী,** পৃ ৪১০-১১)

দ্বিজেন্দ্রলালের ৫নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাসভবনে (১৩১১ খ্রীস্টাব্দের দোল-পূর্ণিমার সায়াহ্নে) 'পূর্ণিমা-মিলন'-এর প্রথম অধিবেশন বসে। 'পূর্নিমা-মিলন' প্রায় দু'বছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হওয়ার পর এই অধিবেশন ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বল্পায়ু হলেও তৎকালীন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসেবী বাঙালির একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। 'পূর্ণিমা-মিলন'কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আরো অনেকের বাড়িতে পূর্ণিমা-মিলনের অধিবেশন হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্য-বন্ধু ললিতচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র), ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু, ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, 'রসরাজ' অমৃতলাল বসু, সারদাচরণ মিত্র, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালক ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ণিমা-মিলনের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ললিতচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ডাক্তার কৈলাস বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে পূর্ণিমা-মিলনের জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল 'এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ' গানটি রচনা করেন। ঐ অধিবেশনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্য থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি আবৃত্তি করে শোনান। ষষ্ঠ অধিবেশনে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ঐ অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল "সাধে কি বাবা বলি" গানটি গেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরচিত ইংরেজি হাসির গান গেয়েছিলেন। পূর্ণিমা-মিলনের দোললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "শুভ্রকেশ লালে লাল" হয়ে উঠেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'ইভনিং ক্লাব'-এর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'কলিকাতা ইভনিং ক্লাব'-এর দু'জন উৎসাহী সভ্য—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের বিশেষ অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল এই সংস্থার সভাপতি হতে রাজি হলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সভাপতিত্বে ইভনিং ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নন্দকুমার', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক এই ক্লাবের সভ্যরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। তাঁরা 'কলিকাতা সংগীত-সমাজে'র সারস্বত সম্মেলন উপলক্ষে 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাট্যকাব্যের 'কিয়দংশ দক্ষতার সঙ্গে' অভিনয় করেছিলেন। 'সীতা' নাটকের অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

ইভনিং ক্লাব আগে ছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের নবনির্মিত গৃহ 'সুরধাম'-এর নিচের তলায় স্থানান্তরিত হল। 'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে 'বঙ্গনারী' পর্যন্ত তাঁর শেষদিকের নাটক-গুলি এইখানে বসেই লেখা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর 'ইভনিং ক্লাব' উঠে যায়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও দেশাত্মবোধ : শৈশব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের মনে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'আর্যগাথা' [প্রথম ভাগের] কবিতাগুলির একটি অংশ দেশপ্রেম-সম্পর্কিত কবিতা। পরবর্তী কালের রচনায় এই ভাব আরো পরিস্ফুট হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর দেশপ্রেমের দীপ্তি শতশিখায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা দেবকুমার রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন :

> সেদিন ১৬ই অক্টোবর, ৩০এ আশ্বিন,—বাঙ্গালীর সেই চিরস্মরণীয় 'অরন্ধন' ও 'রাখী-বন্ধনে'র পুণ্যাহ। সেদিন সকাল বেলায়—৯॥০ কি দশটা বাজিয়াছে এমন সময়ে—"কুন্তলীনের" 'হেমমোহন বসু (এইচ্ বোস) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়া 'ব্যস্ত-সমস্ত'-ভাবে তাঁহাকে বলিলেন—'আজ সকালে গোল দীঘিতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। সেখানকার জন্য একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই—ছাপতে হবে।' বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্দণ্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ-পোনের মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্যরকমের উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান—ঠিক যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইহা 'কুন্তলীন' প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্ণ কালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং একটি দলের নায়ক হইয়া, বাগবাজার পশুপতি বাবুর সুবিশাল গৃহ-প্রাঙ্গণে গমন করিলেন; এবং সেই সম্মিলিত, প্রমত্ত জন-সমুদ্রের মধ্যে স্বরচিত সঙ্গীতসুধার সঞ্জীবনী স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন।
>
> **(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩১১)**

স্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তপ্ত মুহূর্তে দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সংগীত ও ঐতিহাসিক নাটক জাতীয় জীবনের অবরুদ্ধ বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এই ভাব নবচেতনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল :

Some of the dramas of Dwijendra Lal Roy reflected the national spirit in a most imposing manner and there was hardly any important town or village in Bengal in which one or other of his works was not staged. When presented on the stage these dramas led to popular excitement, so much so, that the Government thought it fit to suppress some of them. The national songs composed during the period by Dwijendra Lal Roy, Rabindranath Tagore, Sarala Devi Choudhurani, Mr. A. P. Sen and the late Rajani Kanto Sen smote on the heart of the people as a giant's harp, awakening out of it a storm and a tumult such as had never been known through the long centuries of her political serfdom.

(Life and Times of C. R. Das—The story of Bengal's self expression: Prithwis Chandra Roy. pp 41-42)

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল : দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের শেষ অধ্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক বিতর্ক ও মতানৈক্য এই শতাব্দীর প্রথম দশকের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মতান্তর তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা-সংক্রান্ত নয়, ইহার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ মনোবৃত্তি রুচিবোধের ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে।" (রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৭) উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দিক থেকেই সাহিত্যে রবীন্দ্রানুগ ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রবিরোধী একটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রবিরোধী দলের প্রধান পত্রিকা ছিল দুটি—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বেই রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

অথচ এক সময় দ্বিজেন্দ্রলাল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন, তখন তাঁকে বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই পরিচিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'বিরহ' প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। প্রহসনটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীতও হয়েছিল। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন : "সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই একান্ত পরস্পরের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল।" (দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ২৬২)। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, এই নীরবতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত হয়নি (রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮২)।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের মূল কারণ। "রবীন্দ্রনাথের আত্মভাব-মুগ্ধ কল্পচারণা, সংকেত-ব্যঞ্জনার আলোছায়া ও সুগভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলালের সমর্থন পায় নি; কারণ কবিমানসের দিক থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন মার্গের পথিক।" ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়, তাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ তীব্রতর আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ছিল দুটি : প্রথমত, রবীন্দ্রকাব্য দ্বিজেন্দ্রলালের মতে অস্পষ্ট, দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন। বছর দুই, দুই কবির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র এক সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশ করেন (বাণী, কার্তিক ১৩১৭)। তাতে অনেকেই এই বিরোধ অবসানের আশা করেছিলেন। অবশ্য সমর্থকদের মধ্যে তখনও মসীযুদ্ধ চলছিল। ঘটনাটি

চরমে উঠল দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়' প্যারডি রচনার পর থেকে। এই প্যারডিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অশোভনভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে কশাঘাত করার স্বপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল যতই যুক্তি দেখান না কেন, রঙ্গালয়ের দর্শকেরা কেউ সেদিন এই ব্যক্তিগত আক্রমণকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের মনেও একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল : "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।" (সূচনা : ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০)। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় ছ'মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

শেষজীবন ও মৃত্যু : ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁকুড়ায় বদলি হন। সেখানে তিন মাস কাজ করার পর তিনি বদলি হন মুঙ্গেরে। বাঁকুড়া থেকে মুঙ্গের যাত্রাকালে কলকাতায় এসে তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যালভার্টের চিকিৎসাধীন হয়ে তিনি এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য এক বছর ছুটি নিতে বাধ্য হন। চাকুরির উপর তিনি কোনো দিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাছাড়া দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের চাকুরির জীবন সুখের হয়নি, স্ত্রীবিয়োগের পরে এই বেদনা চরমে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষজীবনের মানসিক অবস্থা একখানি চিঠিতে ফুটে উঠেছে :

> জীবনপথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারদিক থেকে শুধু ঔদাস্য ও অবসাদ যেন আমায় ঘিরে ফেলছে। 'সংসার অসার' আগে বিচারে ও অনুমানে বুঝতাম,—এখন প্রতি পদে হাড়ে হাড়েই বুঝছি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সার এখন আর তিলার্ধ নাই। তবে, কেন—কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মরি?
>
> **(গয়া থেকে দেবকুমারকে লিখিত চিঠি, ১৩ জানুয়ারি, ১৯০৭)**

অবসর গ্রহণ করার কিছুকাল আগে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশ করার ভার নিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে সহায়তা করার জন্য সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রথম সংখ্যার জন্য (আষাঢ়, ১৩২০) 'সূচনা' অংশ লিখেছিলেন, তাছাড়া ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের পূর্বেই তিনি সন্ন্যাস রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেন (৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা)। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা পরে "শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায়" "সুরধামে" তাঁর মৃত্যু হয়।

> সেদিন শনিবার—পূর্ব হইতেই কথা ছিল যে, সেদিন দ্বিজেন্দ্র ও প্রসাদদাসবাবু, রাত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'ভীষ্ম' নাটকের অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে যাইবেন।...প্রসাদদাসবাবুকে বাটিতে গিয়া রাত্রে থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পাঠাইলেন। প্রসাদদাসবাবুকে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্র তাঁহার 'সিংহলবিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতে লাগিলেন; সেদিন বেলা দুইটা হইতে দ্বিজেন্দ্র ঐ পাণ্ডুলিপিখানি দেখিতেছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি দেখিতে দেখিতে দ্বিজেন্দ্র যেমন ঢালা বিছানায় তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই, দুই হাত মস্তকের উপর সোজা করিয়া দিয়া তাকিয়ায় শুইয়া তিনি আলস্য ভাঙিলেন। তাঁহার বাটিতে অবস্থিত ইভনিঙ ক্লাবের দুইজন সভ্য যুবক ঠিক সেই সময় আসিয়া, পার্শ্বের কক্ষে বিলিয়ার্ড খেলিতে আসিলে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিলেন। কয়েক মিনিট পরেই তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, দ্বিজেন্দ্র ভগ্ন ও জড়িতস্বরে 'boy' বলিয়া ডাকিলেন। সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহারা ত্বরিতপদে আসিয়া দেখেন, দ্বিজেন্দ্র অচৈতন্য হইয়া গিয়াছেন।

> চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ক্রমে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, তাঁহার শ্বশুর সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সপুত্র (ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার) আসিলেন। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রের আর জ্ঞান হইল না। তিনি একবার মাত্র 'মণ্টু' বলিয়া জড়িতস্বরে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে ডাকিয়াছিলেন—সেই তাঁহার ইহজীবনের শেষ কথা; তাঁহার বিলুপ্ত সংজ্ঞাও আর ফিরিয়া আইসে নাই।
>
> **(দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ ৩৬১)**

মৃত্যুর পরে : দ্বিজেন্দ্রলালের এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুদ্‌বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২০) তার বিপুল জনসমাবেশ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

পরিষদের কার্যবিবরণী (১৩২০) থেকে জানা যায় : "অপরাহ্ণ ৩টা হইতেই লোক-সমাগম আরম্ভ হয়। প্রায় ৪টার সময় পরিষদের বিরাট সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বিভিন্ন তলের তিনটি পৃথক অধিবেশনেও বিরাট জনসঙ্ঘের স্থান-সংকুলান অসম্ভব হওয়ায় নিকটস্থ পরেশনাথের বাগানে সভা করিবার প্রস্তাব হইল।...কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরেশনাথের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। তিন সহস্রেরও উপর লোকসমাগম হইয়াছিল। পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষেও এত লোকসমাগম হয় নাই।" একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় : "সেই জনতার বন্যা দেখিয়া স্বর্গীয় সাহিত্যিক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ের সম্পাদক) বন্ধুবর আমাকে বলিয়াছিলেন,—'আর সভার দরকার কি? এই ত হয়ে গেল! আর কি চান?' সত্যই সেই বিপুল জনসঙ্ঘ দর্শন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গুণগ্রাহীদের মন, সেই বিষাদ বেদনার সময়েও এক অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।" (দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ. ৩৬৬)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। ১৩২০ সালের ৯ই শ্রাবণ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে আর একটি স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমসাময়িক বহু পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-প্রতিভা ও [illegible] কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়কার পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রশস্তিমূলক কয়েকটি কবিতাও প্রকাশিত হয়। টাউন হলের স্মৃতিসভায় ললিতচন্দ্র মিত্র-রচিত যে গান গাওয়া হয়, তা 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' হলেও সকলকে মুগ্ধ করে :

> যদিও তোমার নিত্য বিরহে, নেহারি কেবল আঁধার ঘোর,
> কেটে যাবে মেঘ তোমারি গরিমা, মোহের রজনী করিবে ভোর।
> আমরা পূজিব প্রতিমা তোমার—মানুষ আমরা নহিত মেষ,
> জ্যোতি তোমার, ধর্ম তোমার, সাধনা তোমার ব্যাপিবে দেশ।
>
> **(ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২০)**

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাহিত্য-সাধনা

নাটক ও প্রহসন

ভূমিকা : দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও গীতিকার হিসাবেই সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা অসামান্য। বাংলা নাটকের মধ্যে তিনি উন্নত রুচির একটি পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই বলেছেন :

> ...দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে কেবল রসচর্চার বিষয় না করিয়া—ভাবের জীবনোদ্যম-সুলভ রূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার দ্বারা রঙ্গমঞ্চের নাট্যাদর্শ—তাহার একদিকের দুর্নীতি-মধুর লঘু-লাস্যের স্রোত এবং অপর দিকে সেই জীবনাবেগবর্জিত মধ্যযুগীয় ভক্তিবিহ্বলতা ও পাপপুণ্য-সংস্কারের তামসিক আদর্শ—সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্যশিল্পের আদর্শ উন্নত ও রুচি মার্জিত করিয়া এবং নাটক রচনায় কাব্যসঙ্গত কারুকলার দ্বারা শিক্ষিত-সমাজকে নাট্যানুরাগী করিয়া, তিনি সেই যুগের অবোধ ভাবাতিরেককে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বসাধনার পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—জাতির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা জানি।
>
> (সাহিত্য-বিতান : দ্বিতীয় সং, ১৩৫৬ পৃ ৯০)

নাট্যসাহিত্য ও অভিনয় সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই উল্লেখ করেছেন :

> বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক শৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর *Cato* এবং Shakespeare-এর *Julius Caesar*-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।
>
> বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।
>
> (আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে প্রহসনের মাধ্যমে। তাঁর সর্বপ্রথম প্রহসন 'কল্কি-অবতার' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালকে প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন রচনার কাল বলা যায়। এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

> প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি-অবতার' —একখানি প্রহসন গদ্যে-পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া 'বিরহ' নাটক রচনা করি। তৎপরে উক্তরূপ 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি এবং উহাও স্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।
>
> (আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)

সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি-অবতার (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) : দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'কল্কি-অবতার'। নাট্যকার নামটির সঙ্গে 'সমাজ-বিভ্রাট' যুক্ত করে বর্ণিত বিষয়কে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'একঘরে' নক্‌শায় বর্ণিত সমাজবিদ্রূপের তীব্রতা এখানেও আছে। নকশাটিতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তীব্রতর, ক্ষেত্রও সংকীর্ণ, কিন্তু প্রহসনটির ক্ষেত্র অনেক বেশি বিস্তৃত। 'একঘরে' নিন্দিত হয়েছিল, কিন্তু 'কল্কি-অবতার' অভিনন্দিতই হয়েছিল। নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে (পৃ ৬৮) লিখেছেন : "একঘরে পাঠ করিয়া কবির হিন্দুসমাজস্থ

আত্মীয়রাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'কল্কি-অবতার' পাঠ করিয়া রক্ষণশীল সমাজের নেতা 'বঙ্গবাসী'ও লিখিয়াছিলেন—"এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর হয় নাই।"

প্রহসনখানিতে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, পণ্ডিত ও বিলাত-ফেরত—এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপের শরজাল বর্ষিত হয়েছে। যখন এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও বিতর্ক চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে, তখন ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হলেন। কল্কির এই মধ্যস্থতায় বিবদমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন স্থাপিত হল। কল্কিদেব তাঁদের দিলেন বিশ্বাস, প্রেম ও মনুষ্যত্বের মন্ত্র :

> কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টি'কে থাকে
> বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজটাকে রাখে।

'কল্কি-অবতার' স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবতা ও মানুষ—প্রভৃতি আপাতবিরোধী বিচিত্র উপকরণে রচিত হয়েছে। দেবলোক ও মানবলোক এখানে একই সমাজভুক্ত। বিদ্রূপাত্মক রচনার এই পদ্ধতি অবশ্য নূতন নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকের ভূমিকায় অবশ্য এর কৈফিয়ৎ দিয়াছেন :

> স্থানে স্থানে দেব-দেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায় নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবী বিষয়ক একটু একটু কথার অবতারণা অপরিহার্য। কারণ, হিন্দুসমাজ ধর্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে। আর তাহা না হইলেও, বঙ্কিমবাবু ও দীনবন্ধুবাবুর লেখনীপ্রসূত দেবদেবীবিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই এবং যখন "ছিঃ মা কালী তামাসাও বোঝ না" এরূপ রহস্য আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন এ দীনের দুই স্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা 'রাগের কথা।' অতি বিশুদ্ধ হিন্দুও জগন্মাতাকে 'পাষাণী', শ্যামকে 'লম্পট' বলেন, অথচ পূজাও করেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্যগুলি কি নিরীহ।

এই কৈফিয়ৎ ছাড়া নাট্যকার আরো বলেছেন যে, তিনি এখানে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আঘাত করেন নি—সমাজের সর্বশ্রেণীর দোষত্রুটিকেই তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন। লেখকের এ কৈফিয়ৎ মিথ্যা নয়। কারণ বিদ্রূপের তীব্রতা যতই থাক না কেন, বিদ্রূপের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হওয়ার জন্য উপভোগ্য হয়েছে। চরিত্রগুলি পূর্ণতর নয় 'স্কেচ'ধর্মী। রাজার কুলপুরোহিত বিদ্যানিধির পরিকল্পনাটি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে। এই 'সুরসিক' পণ্ডিতটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'কল্কি-অবতার' প্রহসন হিসাবে উচ্চশ্রেণীর নয়। সংলাপ দুর্বল, চরিত্রও সব সময় অনিবার্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য প্রহসনের মত 'কল্কি-অবতার'-এরও প্রধান ঐশ্বর্য এর হাসির গানগুলি। সংগীতাংশ বাদ দিলে প্রহসনটি নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত। হাসির গান রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালেরই আর একদিক তাঁর প্রহসন। সংলাপবৈচিত্র্য, চরিত্র ও ঘটনার উদ্ভট সমাবেশ থেকে তাঁর হাস্যরস উদ্ভূত হয় নি—স্বতঃস্ফূর্ত হাসির গানই তাঁর প্রহসনগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। প্রথম অভিনয়, দ্বিতীয় অভিনয়—প্রকৃতপক্ষে দুটি অঙ্কের স্থান অধিকার করেছে। আলোচ্য প্রহসনে সত্যিকারের কোনো অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নেই। অবশ্য প্রহসনের কাহিনীভাগ অকিঞ্চিৎকরই হয়ে থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও একটি বাঁধন থাকা উচিত। 'কল্কি-অবতার'-কে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কৌতুকচিত্রের সমষ্টি বলা যায়, চিত্রগুলি ঘনবদ্ধ হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন গতিবেগের সৃষ্টি করেনি। ফলে প্রহসনটির গতিবেগ (action) মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয়েছে। সরব ও উচ্চকণ্ঠ হাসি খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যের মধ্যে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে তা বিচ্ছিন্ন চিত্র হিসাবেই উপভোগ্য হয়েছে। সুতরাং 'কল্কি-অবতার'-কে পূর্ণাঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন কতকগুলি প্রহসন না বলে কতকগুলি কৌতুকচিত্রের সমষ্টি বলাই অধিকতর সঙ্গত। 'কল্কি-অবতার'-এর সর্বশেষ সমবেত সংগীতটির মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনদর্শনই উদ্ঘাটিত হয়েছে :

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ'
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

'কল্কি-অবতার' প্রহসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত বিধি অতিক্রম করে ছন্দের ক্ষেত্রে যে অভিনবত্ব তিনি আনতে চেয়েছিলেন, তার সর্বপ্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় 'কল্কি-অবতার' প্রহসনটির প্রস্তাবনায়। এখানে লেখকের বক্তব্য ও বক্তব্যের রীতি দুই-ই লক্ষণীয় :

গদ্য কি পদ্যয় আগে বেশ চৌদ্দয়
চেনা যেত, কি প্রকারে হোল আবার অদ্য এ?
বেল্লিকামি, বেয়াদবি, বেআক্কেলি সদ্য এ;
'এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কানের উপর বিশ্বাস?'
হয়ত বলতে পারেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘ নিশ্বাস।
এর উত্তর "ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পড়তে স্বাভাবিক নিঃসন্দো;
থাকলেই বা একটুখানি বেল্লিকামির গন্ধ।

বলাবাহুল্য, নিতান্ত কৌতুকছলে প্রহসন রচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল এক অভিনব কাব্যরীতি আবিষ্কার করেছেন। পরবর্তী কালের রচনায় এই রীতির পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়।

বিরহ (১৮৯৭) : দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ'। এই প্রহসনটি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। উৎসর্গপত্রে তিনি হাস্যরস ও প্রহসনের স্বরূপধর্ম সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন :

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহোদয় করকমলেষু।

বন্ধুবর!

আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল।

সব বিষয়ের দুটি দিক আছে।—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও আপনার পূর্ববর্তী কবিগণ বিরহবেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি—"মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী" হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুইপ্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক, সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক, প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু অধিকমাত্রায় দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি অপ্রাকৃত—অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য। স্নায়ু বিশেষের উত্তেজনার দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও চিমটি কাটিয়া করুণরসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর! হাঃ হাঃ হাঃ বা মুখভঙ্গী করিয়া হাসানর নাম ভাঁড়ামি, এবং ওগো মাগো বলিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্যমাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণ গান মাত্রই ন্যাকামি নহে। স্থানবিশেষে উভয়ই উচ্চ সুকুমার কলার বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো। তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য হইলে আমার শ্রম সফল বিবেচনা করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'কল্কি-অবতার' প্রহসনে সামাজিক বিদ্রূপের সুরটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'বিরহ' 'বিশুদ্ধ প্রহসন'—এর মূল রস বিদ্রূপ (Satire) নয়, কৌতুক (Fun)। আখ্যায়িকাবিন্যাসকে এখানে ঘোরালো ও জটিল করে তোলা হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে একটি উপকাহিনী যোগ করে

লেখক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটি জটিলাবর্তের সৃষ্টি করেছেন। প্রহসনটি হাস্যরস সংলাপ ও চরিত্র থেকে উৎসারিত হয় নি, ঘটনার ঘোরপ্যাঁচ ও উদ্ভটত্বই হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। প্রৌঢ় গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর তৃতীয় পক্ষের কুরূপা স্ত্রী নির্মলার কৌতুককর দাম্পত্য কলহ দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত করা হয়েছে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বিরহের জ্বালায় গোবিন্দর খাওয়া বেড়ে গেল, ক্রমশ তিনি স্থূলকায় হতে লাগলেন। রূপসী শালিকার জন্য ফটো তোলার আগ্রহের মধ্যে স্থূলবুদ্ধি গোবিন্দ-চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। ইন্দুভূষণ ও চপলার ষড়যন্ত্রই কাহিনীর মধ্যে গতিসঞ্চার করেছে। ইন্দুভূষণ-প্রেরিত ফটোতে নির্মলার চেয়ারের ঠিক পিছনে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে স্ত্রীর বন্ধু শরৎ হালদার-বেশী গোলাপীর ছবি গোবিন্দকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। ভৃত্য রামকান্তকে নিজের পুনর্বিবাহের মিথ্যা খবর দিয়ে গোবিন্দ সুকৌশলে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি রামকান্ত ভাগীরথীর ঘাটে গোলাপীর কাছে প্রণয়নিবেদন করতে গিয়ে মুনিবের কৌশলের কথা সব বলে দিয়েছে। গোলাপীর কাছে চপলা ব্যাপারটা জানতে পেরে, পুরুষবেশ ধরে সে গোবিন্দকে এমন করেই ঠকিয়েছে যে, এক প্রফুল্ল হাস্যাবেগের মধ্যে কাহিনীর মিলন-মধুর উপসংহার ঘটেছে।

নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন যে তিনি এখানে 'বিরহের হাস্যকর অংশটুকু' দেখাবেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। নাটকের প্রথম দিকে দু-তিনটি দৃশ্যে বিরহের হাস্যকর অসঙ্গতির কথা থাকলেও সমগ্র প্রহসনের পক্ষে উক্ত অংশ নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়েছে। স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে গোবিন্দের মনে অমূলক সন্দেহ থেকে আরম্ভ করে হৃদয়নাথ চৌধুরী-বেশে চপলার আবির্ভাব পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে বিরহের কোনো হাস্যজনক অংশ দেখানো হয় নি। জটিল ঘটনাবৃত্ত রচনা করতেই প্রহসনরচয়িতার যেন সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে—তাঁর আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়েছে। দ্বিতীয়ত, রামকান্ত-গোলাপীর কাহিনী প্রয়োজনাতিরিক্ত-রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে, ফলে নাট্যকারের আসল উদ্দেশ্য অনেকখানি চাপা পড়েছে। নাট্যকারের অভিপ্রায়কে গৌণ করে প্রহসনের শেষদিকে উপকাহিনীর বৈচিত্র্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইদিক থেকে বিচার করলে 'বিরহ' নামকরণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। গোলাপী চরিত্রটির মধ্যেও অসঙ্গতি আছে—চাষার মেয়ে বলে তাকে চেনা যায় না। বোকামিতে-চালাকিতে মেশানো রামকান্তের চরিত্রটি ভালো ফুটেছে। প্রহসনটির দৃশ্যসংস্থানের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে—কৃষ্ণনগরে গোবিন্দের বাড়ি, হাঁসখালিতে চূর্ণী নদীর একটি নিভৃত ঘাট, হুগলীর একটি ঘাটের সমীপবর্তী পানের দোকান, হুগলীর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির অন্তঃপুর প্রভৃতি চারটি দৃশ্যান্তর আছে। প্লটকে জটিল করার জন্যই দৃশ্যবৈচিত্র্যের অবতারণা করা হয়েছে। অন্তঃপুরিকাদের তাস খেলা দৃশ্যটি সম্ভবত 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র অনুরূপ দৃশ্যটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রহসনটিতে গানগুলিই কৌতুকরস জমিয়ে তুলেছে। 'এস এস বঁধু এস'-র মত কীর্তনের প্যারডি রচনা করে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'বিরহ' প্রহসনটি 'রোমান্টিক কমেডি'র লক্ষণাক্রান্ত।

প্রায়শ্চিত্ত (১৯ জানুয়ারি, ১৯০২) : 'প্রায়শ্চিত্ত' 'বহুৎ আচ্ছা' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। আলোচ্য প্রহসনটি সমাজবিদ্রূপমূলক। তিনি প্রহসনটি উৎসর্গ করেছেন বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন : "বিলাতফের্তা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে—তাহা তোমাকে স্পর্শ করে নাই।" বিলাতফেরত সমাজের 'অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা'র চিত্র আঁকাই প্রহসনটির উদ্দেশ্য। প্রহসনটির মধ্যে তিনটি কাহিনী গ্রথিত হয়েছে : সস্ত্রীক নব্যহিন্দুদের কাহিনী, ইন্দুমতী সরোজিনী ও বিনোদবিহারীর কাহিনী ও চম্পটি সাহেবের কাহিনী। বিলাতফেরত সম্প্রদায়ের আচার আচরণের আতিশয্য, নব্যহিন্দুদের স্ত্রীশিক্ষা দেওয়ার উৎকট প্রচেষ্টা ও শিক্ষিতা মহিলাদের শিক্ষার নামে কুশিক্ষাকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

বিলাতফেরত চম্পটি ও নব্যহিন্দুদের উৎকট সাহেবিয়ানার সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ-ব্যাপারটিকে যুক্ত করে কাহিনীর মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থলিপ্সু, হীনচরিত্র ও ব্যর্থ ব্যারিস্টার চম্পটিকে ও ধনী বিধবা ইন্দুমতীর উৎকট রোমান্সগ্রস্ততাকে সমভাবেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিনোদবিহারী ও সরোজিনীর ষড়যন্ত্রই চম্পটি ও ইন্দুমতীকে শিক্ষা দিয়াছে। একদিকে যেমন উগ্র সাহেবিয়ানার পরিণাম দেখানো হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নব্যহিন্দুদের ও তাঁদের স্ত্রীদের মতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় যে, চম্পটি একেবারে খাঁটি হিন্দুতে পরিণত হয়েছে—তার হাতে এক হুঁকো। তর্কপঞ্চানন তাকে গোময় ভক্ষণ করে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। নাটকের শেষদিকে পরিবর্তিত চম্পটির মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন : "দেখছি যে বিলিতি চালের চেয়ে বাঙগালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা। বাঙগালীর বাঙগালীয়ানাই বহুৎ আচ্ছা।" কিন্তু চম্পটির এই পরিবর্তনকে নিতান্ত আকস্মিক মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে চম্পটি যখন ইন্দুমতীকে পরিত্যাগ করেছে, তখন তার কথার মধ্যে আর যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, মনেপ্রাণে বাঙালী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় নি। চম্পটির এই পরিবর্তনকে কার্যকারণসম্মত করে তুললে উপসংহার আরো সঙ্গত হত। দ্বিতীয়ত, প্রেম ও বিবাহসম্পর্কিত মাত্রাতিরিক্ত রোমান্সকে কটাক্ষ করা হয়েছে। চম্পটি বলেছে : "আমি দু'বার বিয়ে করেছি—একবার প্রেমের জন্যে, আর একবার টাকার জন্যে. দু'বার ঠকেছি। Logically দাঁড়াচ্ছে যে বিয়ে করাটাই mistake." রোমান্সরোগগ্রস্তা নায়িকা ইন্দুমতীর উৎকট প্রেমোন্মাদনাকেও পরিহাস করা হয়েছে। ইন্দুমতীর উৎকট আচরণ ও উক্তি প্রবল হাস্যবেগ সঞ্চার করে : "চম্পটি! চম্পটি! চম্পটি! [মুখ ঢাকিয়া]—আহা কি মধুর নাম। চেহারার উপযুক্ত নামই বটে।...আর গলার আওয়াজ ঠিক যেন—একেবারে চটি জুতো। আর নাক। আঃ কি নাক।—চম্পটি হে, তোমার পোষাক ভালো, নাম ভালো, গলার স্বর ভালো—কিন্তু সবচেয়ে ভালো তোমার নাকটা।"

শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা নায়িকা চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি বর্ণনা বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনেই লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'অলীকবাবু' (১৮৭৭) প্রহসনের হেমাঙ্গিনী চরিত্রে সর্বপ্রথম এইজাতীয় চরিত্র এঁকেছিলেন। পরবর্তী কালে অমৃতলাল বসু তাঁর একাধিক প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ও চরিত্র এঁকেছেন। তবে অমৃতলালের প্রহসনে বিদ্রূপের ঝাঁজ অনেক বেশি। দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে "ইন্দুমতীর গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান"—নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কারণ ঠিক তার আগেই সে চম্পটির কাছ থেকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাতা হয়েছে. এ সময় তার পক্ষে গান গাওয়ার মত মানসিক অবস্থা থাকা সম্ভব নয়।

'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনের ভূমিকা পড়ে মনে হয়, নিজের এই সৃষ্টি সম্পর্কে নাট্যকারের একটি উচ্চধারণা ছিল। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা'য় লিখেছেন :

> প্রায়শ্চিত্ত পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ক্লাসিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ পুস্তকখানিকে অভিনয়ের পক্ষে অতি দীর্ঘ বিবেচনা করিয়া অভিনয়কালে প্রথম সংস্করণের কতক অংশ বর্জন করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে আমিও উক্ত অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। একটি নূতন গীতও এই নূতন সংস্করণে প্রকটিত হইল। তাহা অভিনয়কালে গীত হয় না।
>
> অনেকে এই পুস্তকখানিকে প্রহসনরূপে অভিহিত করেন। আমার বিবেচনায় সেটি একান্ত ভ্রম। হাস্যবহুল নাটক মাত্রই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে Moliere-এর Comedyগুলিও প্রহসন। আমি এই গ্রন্থে বিলাতফের্তা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটি ছবি দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা অতিরঞ্জিত নহে। সেই ছবির backgroundটি অতিরঞ্জিত বটে। কিন্তু মূলকেন্দ্রীয় ছবিটি ব্যক্তিগত না হইলেও প্রকৃত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এ পুস্তকখানি বিশ্বজ্জনসমাজে সমধিক আদর পাইয়াছে। তাহার নিমিত্ত আমি উক্ত সমাজের নিকট কৃতজ্ঞ।

লেখকের এই উক্তি থেকে মনে হয় যে তাঁর মতে 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসন নয়, কমেডি। শুধু তাই নয়, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমেডি রচয়িতা মোলিয়েরের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। কিন্তু

মোলিয়েরের প্রহসনগুলিকে 'হাস্যবহুল নাটক' বললে তাঁর প্রতিভার প্রতি অবিচারই করা হবে। তাঁর 'জীবনবোধের সার্বভৌম গভীরতা' রচনাগুলিকে তথাকথিত লঘুরসের প্রহসনেই পরিণত করেনি, উচ্চাঙ্গের কমেডিতে পরিণত করেছে। মোলিয়েরের কমেডি সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে :

> It is comparatively easy to attain those broad farcical effects which fill the groundlings with hilarity. But true comedy is a difficult business, harder even than tragedy, because, in art as in life, laughter is so perilously akin to tears....The author must seize and fix the universal and eternal truth which lies at the root of human conduct. This Moliere achieved. He does more than reflect life; he interprets its hidden significance. It is just because he extracted this rare essence from his own soul and from his experience of the world about him, that his great comedies are immortal.
>
> [*Molierè's Comedies* (Everyman's Library) Edited by F. C. Gren, Vol. I, Introduction, Pages XII-XIII]

বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্পর্কে এ বিচার প্রযোজ্য নয়। মোলিয়েরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও, আসলে এটি উচ্চতর কমেডি নয়, প্রহসনই। অবশ্য হাসির গানগুলির আবেদন যথার্থই উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত'-ই সবচেয়ে নাট্যগুণ-সমৃদ্ধ।

পাষাণী (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০) : প্রহসন বাদ দিলে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম নাটক 'পাষাণী'। তিনি নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন :

> যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় নাট্যসাহিত্যের স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তুগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।
>
> **(আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)**

'পাষাণী'-কে নাট্যকার 'গীতি-নাটিকা' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু 'পাষাণী'কে গীতিনাট্য না বলে কাব্যনাট্য আখ্যা দিলে অধিকতর সঙ্গত হত। নাটকখানি উৎসর্গ করেছেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস-কে। পুরাণকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে তিনখানি নাটক লিখেছিলেন, সেগুলির মধ্যে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গিরিশচন্দ্র-অনুসৃত ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতাকে অনুসরণ করেন নি। যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি পুরাণ-কাহিনীকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এর অলৌকিক আবরণ উন্মোচিত করেছেন। তাই তাঁর পুরাণাশ্রয়ী নাটকগুলিতে দেবদেবীর অলৌকিক জীবনাচরণের কথা নেই, আছে নরনারীর বাস্তবজীবনের মানবীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কাহিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী ও সংস্কারমুক্ত 'পুরাণের নব-রূপায়ণ' পদ্ধতিটি চরম রূপ লাভ করেছিল।

বলাবাহুল্য পুরাণকে বিকৃত করার অপরাধে নীতিবাগীশ মহলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' ও 'সীতা' নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তিনি বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের প্রতি এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

> ...কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত "পাষাণী" নাটকের সমালোচনায় কহিয়াছিলেন যে, আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অনুসরণ করি নাই—যেহেতু, অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরাণিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বলিয়া ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্মীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা

> হইলে তিনি দেখিতেন যে, বাল্মীকির অহল্যা শুধু ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; দেবরাজ কিরূপ তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া ("দেবরাজকুতূহলাৎ") কামরতা হইয়াছিলেন।...আমি শুধু আধুনিক দায়িত্বশূন্য সমালোচনার উদাহরণস্বরূপ উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

নাট্যকার তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দিলেও তিনি যে রামায়ণ-কাহিনী সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। নাটকে গৌতম বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যখন প্রবাস-যাত্রা করেছেন সেই সময় অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। নাটকে বিশ্বামিত্র চরিত্রটি অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করেছে। নাটকের শেষাংশে নাট্যকার নিজস্ব কল্পনার উপরেই বেশি নির্ভর করেছেন। গৌতমের অভিসম্পাত বিবরণটি নাট্যকার মোটেই গ্রহণ করেননি। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, গৌতম ইন্দ্র ও অহল্যার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁদের দুজনকেই অভিসম্পাত দিলেন। ঋষিশাপে ইন্দ্র 'বিফল' হলেন এবং অহল্যা 'নিরাহারা' ও 'ভস্মশায়িনী' হলেন (রামায়ণ। বালকাণ্ড, অষ্টচত্বারিংশ সর্গ : ২৭-৩০ সংখ্যক শ্লোক)। পরে রামলক্ষ্মণ মিথিলাগমনকালে যখন গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হলেন, তখন অহল্যার মুক্তি ঘটল। রামলক্ষ্মণ অহল্যার পাদবন্দনা করলেন, অহল্যাও 'সমাহিতচিত্তে তাঁদের সংবর্ধনা করে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আতিথ্য করলেন।' গৌতম অহল্যার সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাহিনীটিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবধর্মী ও মনস্তত্ত্বসম্মত করার চেষ্টা করেছেন। অভিশাপ বৃত্তান্তটি তিনি পুরাণানুযায়ী বর্ণনা করেন নি—সম্ভবত; তাঁর কাছে এই ব্যাপারটি অবাস্তব ও অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকে গৌতমের আশ্রম প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়েই ইন্দ্র ও অহল্যা স্থানান্তরে যাত্রা করেছে। কৈলাস পর্বতের নির্জন শিখরে ইন্দ্র ও অহল্যার সুখ-সম্ভোগ, ইন্দ্রের আসক্তিতে ভাঁটা পড়া, অহল্যাকে পরিত্যাগকালে অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত, আহত ইন্দ্রকে গৌতম ও চিরঞ্জীবের শুশ্রূষা, পতি-পুত্র-বিরহিত আশ্রমে মনোবিকারগ্রস্তা অহল্যার প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণ অনুমোদিত নয়।

'পাষাণী' নাটক রচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রামায়ণ-কাহিনীর যে পরিবর্তন করে-ছিলেন, তাতে তাঁর মনোজীবন ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক অপরাধ ও পাপ সম্পর্কে তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অহল্যার ব্যাভিচারকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু নৈতিক প্রতিবিধানের মধ্য দিয়ে শাস্ত্র-সংস্কারকেও তিনি প্রাধান্য দেননি। অহল্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানকে তিনি তাঁর মনোজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-জর্জরিত অর্ধোন্মাদনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। গৌতমের পবিত্র ভালবাসা ও ইন্দ্রের কামলুব্ধতা—এই দুয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই দেখা দেয় নি। এমনকি, ইন্দ্রের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের পরেও স্বামীর প্রেম তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় নি, তার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে প্রেমিকের প্রত্যাখ্যানজনিত নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া। প্রত্যাখ্যাতা অহল্যার হৃদয়স্পন্দনের মধ্যে গৌতমের প্রতি আকর্ষণটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে নাটকীয় উদ্দেশ্য সার্থকতর হয়ে উঠতে পারত।

গৌতম-অহল্যা-ইন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে নাট্যকারের রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই জয়যুক্ত হয়েছে। নাট্যকার অহল্যার যৌবনবেদনার ছবিটিকে সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। তাঁর অতৃপ্ত যৌবন-বেদনার একটি সঙ্গত কারণ দেখানো হয়েছে। বৃদ্ধ গৌতমের জ্ঞানপিপাসু আত্মমগ্ন চিত্ত অহল্যার মনকে কোনদিন পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। মাধুরীর কাছে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

> তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্রবিশারদ, তিনি
> ধার্মিক। মাধুরী! কিন্তু রমণীহৃদয়
> তাঁর প্রার্থী নহে সখি। থাক কাজ নাই
> নিষ্ফল বিলাপে আর। বুঝিবি না তুই।
> অথবা কি ফল অনুতাপে? [সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস]

অহল্যার পদস্খলনকে নাট্যকার কোন আকস্মিক ব্যাপার করে তোলেন নি, অহল্যার অতৃপ্ত

যৌবনবেদনা ও তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষার একটি মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে ইন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকারেই অহল্যা বলেছেন : "আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর।" এখানে অহল্যার মনে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুহূর্তের জন্যও উদিত হয় নি। মদন ও রতির আবির্ভাব ঘটিয়ে অহল্যার মনে তাদের প্রভাবকে দেখালেও, এই অংশটি আকস্মিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

অহল্যাকে নাট্যকার প্রণয়মুগ্ধা নারী হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন। যুগযুগান্তরের সংস্কারকে অতিক্রম করে তিনি নারী-পুরুষের বিষমুতময় স্বৈরিণী প্রেমকেই চূড়ান্ত করে তুলেছেন। নাট্যকারের সংস্কারমুক্ত নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি অহল্যাকে 'দেবী' বা 'তপস্বিনী' করতে চান নি—তিনি নারী, এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইন্দ্রের কাছে পরিচয়দানকালে অহল্যা বলেছেন :

> মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শুদ্ধ নারী,
> কোন নাম নাহি মোর।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকে তাঁর বাধাবন্ধনহীন রোমাণ্টিক কবিস্বপ্নই জয়যুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য পুরাণের প্রচলিত নীতি-নির্দেশ অস্বীকার করার জন্য এ নাটকের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। এমনকি কবির জীবিতকালে কোনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয় নি :

> একবার ষ্টার থিয়েটারে নাটিকাখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। উক্ত থিয়েটারে তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, ঐ নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন—নতুবা নহে।...দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতবাবুর কথামত নাটিকার পাত্রপাত্রীদের নাম বদলাইয়া দিতে সম্মত হয়েন নাই। কবির জীবিতকালে ঐ নাটিকাখানি কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ন্যাই। কেবল একবার রাণাঘাটের পালচৌধুরী মহাশয়দের উদ্যোগে স্থানীয় Happy Club কর্তৃক উহা অভিনীত হয়। রাণাঘাটে অভিনয়স্থলে দ্বিজেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।
>
> **(দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ ১০০)**

'পাষাণী'র কোন কোন অংশে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় থাকলেও, নাটক হিসাবে এর দুর্বলতা অস্বীকার করা যায় না। গভীর নিশীথে সদ্যোজাগ্রত পুত্র শতানন্দকে কামমোহিতা জননীর নিষ্ঠুর হত্যা-প্রচেষ্টা, আত্মগ্লানিতে বক্ষে ছুরিকাঘাতের সংকল্প, ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাতের রোমাঞ্চকর ঘটনা—প্রভৃতি উত্তেজক দৃশ্যগুলি নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী ও আকস্মিক। কিন্তু চিরঞ্জীব-মাধুরীর উপকাহিনী যুক্ত হয়ে নাটকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। দস্যু চিরঞ্জীব মহর্ষি গৌতমের প্রভাবে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, মিথিলার বারাঙ্গনা মাধুরীও গৌতমের সান্নিধ্যে এসে পরিবর্তিতা হয়েছে। নিষ্কাম প্রেমসাধনা, পাতিব্রত্য ও সেবাব্রতই মাধুরীর কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। চিরঞ্জীব চরিত্রের আপাত-রসিকতার অন্তরালে একটি গভীর দিক আছে। "এই নাটকে পৌরাণিক ভাবাদর্শ নেই সত্য, কিন্তু নাট্যকারের সামাজিক আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে। পরপুরুষাসক্তা ব্যভিচারিণী নারীও ক্ষমার অযোগ্যা নয়, এমন কি বারাঙ্গনাকেও সমাজ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করলে তার মধ্যে আদর্শ পত্নীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতীয় সামাজিক ভাবাদর্শ 'পাষাণী' নাটকের মূল বক্তব্য। সুতরাং রামায়ণ-কাহিনীর ছায়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজস্ব সমাজচিন্তাই পরিবেশন করেছেন।"

তারাবাই (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩): দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটক 'তারাবাই'। এই নাটকখানি তিনি "মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়ের করকমলে" উৎসর্গ করেন। নাট্যকার ভূমিকায় লিখেছেন :

> এই নাটকের উপাদান টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণকবি দ্বারা রাজপুতদিগের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে। "when they assemble at the feast after a day's sport, or in a sultry evening

spread the carpet in the terrace to inhale the leaf or take a cup of Kusumla, the tale of Prithwi recited by the bards in the highest treat they can enjoy."

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এ মহিমাময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই।

আমি যদিও নাটকের মূল বৃত্তান্ত "রাজস্থান" হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ নাটক ইতিহাস নহে। কোন কোন সমালোচক এইরূপ অনৈক্য লইয়া অনেক কালি ও কাগজ খরচ করেন দেখিয়া এ কথাটি বলা দরকার হইল।

গ্রন্থখানি ছাপাইতে ছাপাইতে দেখিলাম যে, লিখিত নাটকের কলেবর উচিত সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তজ্জন্য মুদ্রিত পুস্তক হইতে সঙ্গ সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য বাদ দিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ করায় বর্ত্তমান নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন উক্ত দৃশ্যটি (এবং চতুর্থ দৃশ্যে 'তা বটেই ত') গীতটি পুস্তক হইতে বাদ দেন।

নাট্যরচনার কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পরীতি আছে। ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করতে হলে তাই কোনো কোনো স্থলে কিছু কল্পনার সাহায্যও নিতে হয়। কিন্তু নাট্যকারের এই উদ্ভাবনী শক্তি যদি মাত্রাতিরিক্তরূপে সুলভ রোমান্স ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা ক্ষমতার অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। 'তারাবাই' নাটকের আখ্যায়িকাবিন্যাস শিথিল। টড্ বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ঘটনাকে *(Annals of Mewar (Chapter VIII)* : *Annals and Antiquities of Rajasthan* (*Vol I*) পঞ্চমাঙ্ক নাটকে রূপ দিতে গিয়ে বহু অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও অবান্তর চরিত্রের সংযোজন করতে হয়েছে। তার ফলে পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের কাহিনী কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনীই এই নাটক রচনায় নাট্যকারকে প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু নাটকে পৃথ্বীরাজ কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারেন নি—বিশেষ একটি চরিত্রের একাধিনায়কত্বের অভাবে নাটকটি কেন্দ্রশূন্য ও বিক্ষিপ্ত-কলেবর। শুধু "সঙ্গ-সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য"-ই নয়, একাধিক সঙ্গতিহীন দৃশ্য সংযোজিত হয়ে শুধু নাটকের কলেবরবৃদ্ধিই করেছে।

পৃথ্বীরাজের চরিত্রের উপর লক্ষ্য রেখেই নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু এই চরিত্র কোথায়ও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। পৃথ্বীরাজের কতকগুলি রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ ও দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা আছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কোনো চরিত্র বিকশিত হয়নি। পৃথ্বীরাজের চেয়ে তারাবাইয়ের চরিত্র ভালো ফুটেছে। তার চরিত্রে রাজপুতরমণীসুলভ যে শৌর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় আছে, তা দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণিত অনুরূপ চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরুষবেশে তারাবাইয়ের শিকারযাত্রা তার ব্যক্তিত্বভাস্বর চরিত্রটিকেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তারার প্রেমের মধ্যেও সেই বলিষ্ঠতাই আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ইতিহাসানুমোদিত। তারাবাইয়ের কোনো কোনো উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার উক্তির ছায়াপাত ঘটেছে :

আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত
আমি মাত্র তারা।—দোষ আছে গুণ আছে।

তারার প্রতি পৃথ্বীরাজের অমূলক সন্দেহ, ভগিনীপতি প্রভুরাওকে অপমান করা, প্রভুরাওয়ের ষড়্‌যন্ত্রের সাফল্য, পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ও তারাবাইয়ের আত্মহত্যা প্রভৃতি কাহিনী কোনো নাটকীয় গতিধর্মের অনিবার্য পরিণতি নয়। [illegible] মধ্যে নিয়তির নিষ্ঠুর সংকেতই প্রাধান্য লাভ করেছে।

'তারাবাই' নাটকের মধ্যে সূর্যমল ও তাঁর পত্নী তমসার চরিত্রটি সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূর্যমল চরিত্রটির মধ্যে [illegible] সঙ্গে বাৎসল্য ও ভ্রাতৃপ্রেমের এক তীব্র দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ সূর্যমল যদিও ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তবু মেবারের রাণা

হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বিচলিত করেনি। তাঁর চরিত্রে সদ্‌গুণের অভাব ছিল না। তবু তাঁর মনের গহনে ছিল এক সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পত্নী তমসার প্ররোচনা সূর্যমলের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করেছে। সূর্যমল-তমসা-কাহিনী শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী অনুকরণ ছাড়া নাট্যকার কোনো বিষয়েই শেক্সপীয়রের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না। ম্যাকবেথ বা লেডী ম্যাকবেথ, কোনো চরিত্রেরই সমুন্নতি বা ঐশ্বর্য রক্ষা করা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সূর্যমল দুর্বলচিত্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত, তমসার পরিবর্তন আকস্মিক ও অতি-নাটকীয়। তার ব্যভিচার-কাহিনী পরিকল্পনায় নাটকের কোনো গৌরববৃদ্ধি হয়নি, বরং সুলভ চমক সৃষ্টি করেছে। শুরতানের আলস্যপ্রিয় চরিত্র ও সপার্ষদ প্রভুরাওয়ের নিম্নশ্রেণীর বিলাস ও কৌতুকের চিত্র নিতান্ত বিশেষত্বহীন। যমুনা রক্তমাংসের মানবী নয়।

'তারাবাই' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হলেও, পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সঙ্গে এর কোনো তুলনা হয় না। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে যে ভাবগাম্ভীর্য, আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত মহিমার ছবি পাওয়া যায়, 'তারাবাই' নাটকে তা অনুপস্থিত। কিন্তু 'তারাবাই' নাট্যকারের অপরিণত রচনা হলেও, এই নাটকেই তিনি সর্ব-প্রথম রাজপুতনার গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এই নাটকেই তাঁর টড্‌ রসিকতার দীক্ষা ঘটেছে।

'তারাবাই' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষর ছন্দকে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন :

> প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank Verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। 'তারাবাই' প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই,—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না।
>
> **(আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)**

রাণা প্রতাপসিংহ (৮ মে, ১৯০৫) : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রধানত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপরেই নির্ভরশীল। অবশ্য 'তারাবাই' নাট্যকাব্যটির মধ্যেই সর্বপ্রথম তাঁর ঐতিহাসিক নাটকরচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তখনো তিনি তাঁর নিজস্ব শৈলী আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবু টডের কাহিনী তাঁকে এমন এক জগতের সন্ধান দিয়েছিল, যা তাঁর মনোজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল হয়েছিল। পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি কাব্যসংলাপ সম্পূর্ণ বর্জন করে কাব্যধর্মী গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূলে যুগজীবনের প্রভাবও অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় বাঙালী চিত্তের যে অভিনব জাগরণ হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অতীতকে তিনি যুগজীবনের সমস্যার সঙ্গে সমন্বিত করে নূতন ধরনের ঐতিহাসিক নাটক পরিবেশন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে যখন নাট্যকার নাটক রচনা করেন, তখন ইতিহাসকে শুধু তথ্যপঞ্জী হিসাবে গ্রহণ না করে, তাকে মানব-জীবনরহস্যে মণ্ডিত করে তোলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল, তাদের ভাবাদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। এই যুগের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ স্পষ্টতর রূপ লাভ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও স্মরণীয়। বাংলা নাটকে

দীর্ঘকাল শেক্সপীয়রের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা চলেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ পূর্ববর্তী নাট্যকারেরাও পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি অনুশীলন করেছেন। গিরিশচন্দ্রও শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই পাশ্চাত্ত্য রীতি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছে। নাটকীয় গতিবেগ, চরিত্রসৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়ণ, ট্র্যাজিক রস-সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য নাটকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। শেষ-জীবনের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি শেক্সপীয়রের অধিকতর সমীপবর্তী হয়েছিলেন। 'প্রতাপসিংহ' নাটক থেকেই এই যুগের সূত্রপাত ঘটেছে।

'প্রতাপসিংহ' উৎসর্গ করেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। নাট্যকার উৎসর্গপত্রে লিখেছেন : "বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের গুরু, রসিক, উদার ও ভাবুক চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের স্মৃতিস্তম্ভোপরি এই প্রীতিমাল্য সভক্তি সম্মানে অর্পিত হইল।" 'প্রতাপসিংহ' নাটকের আখ্যায়িকাও দ্বিজেন্দ্রলাল টড থেকে নিয়েছেন। নাটকের মূল কাঠামোটিতে ঐতিহাসিক বিশুদ্ধির অভাব নেই। রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠোর সংকল্প থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরের কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটক প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) নাটকের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন :

> এই প্রতাপচরিত্র লইয়াই বঙ্গবাণীর অক্লান্ত সেবক সাহিত্যরথী স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "অশ্রুমতী" নাটক রচনা করেন। নটকুলেশ্বর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর ভাষায় আমরা বলিতে পারি, অশ্রুমতী নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু প্রতাপ-চরিত্র "জ্বালাইয়া" দিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে অপর কাহারও সেই চরিত্র লইয়া নাটক লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা সেই পরিচিত চরিত্রকেও নূতন করিয়া আঁকিয়াছে। (**দ্বিজেন্দ্রলাল**, পৃ ১৪০)

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকখানির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কোনো তুলনাই হয় না। প্রথমত, 'প্রতাপসিংহ' নাটকের পটভূমিকা বিস্তৃততর; দ্বিতীয়ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনার স্থান অনেক বেশি; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বস্তভাবে ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন। তৃতীয়ত, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের দিক থেকেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকখানি সমৃদ্ধতর। তবে একথাও সত্য যে, প্রতাপসিংহ চরিত্র তেমন পরিস্ফুট হতে পারেনি। দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের আতিশয্য চরিত্রটির মানবসত্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। ঐতিহাসিক প্রতাপসিংহের অন্তরালে মানুষ প্রতাপসিংহের ব্যক্তিচরিত্র নাটকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

শক্তসিংহের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার সর্বপ্রথম জটিল চরিত্রসৃষ্টির দিকে প্রবণতা দেখিয়েছেন। শক্তসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও নাট্যকার নিজস্ব দৃষ্টির সাহায্যে চরিত্রটির রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তিনি যুক্তিবাদী, এমনকি যুক্তির দ্বারা তিনি দেশের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যকেও অস্বীকার করতে চান : "জন্মভূমি? আমি তার কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি বলেই তার প্রতি আমার কর্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্তাম! (১।১) শক্তসিংহ উন্নতহৃদয় বীর, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও উদ্ধত; তিনি বিদ্বান ও দার্শনিক। তাঁর দর্শন নাস্তিকতার দর্শন। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের শাসনকে তিনি অস্বীকার করেছেন, এমনকি প্রেমের মত সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকেও তিনি যুক্তিবাদী মনের দ্বারা বিশ্লেষণ করতে ছাড়েন নি—নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণাও সংশয়বাদী দার্শনিকের ধারণা : "এই ত নারী। নেহাৎ অসার! নেহাৎ কদাচার! আমরা লালসায় মাত্র তাকে সুন্দর দেখি। শুধু নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার" (৪।১)। দৌলতউন্নিসার প্রেম ও প্রতাপসিংহের দেশপ্রেমের আদর্শ শক্তসিংহের জীবনে নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁর জীবন ও মৃত্যু দুয়ের মধ্যেই বৈচিত্র্য আছে। প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর মত তাঁর জীবনানুযায়ী আকস্মিক মৃত্যুদৃশ্যও পরিকল্পিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে নিয়ে নাট্যকার তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট চিন্তাকেই রূপ দিয়েছেন।

শক্তসিংহের চরিত্র ছাড়াও আরো একাধিক চরিত্রে নাট্যকার সমাজ, ধর্ম, প্রেম, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। ইরা, মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসা—এই তিনটি কাল্পনিক নারী-চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের মতবাদের বাহন। ইরা রক্তমাংসের নারী-চরিত্র নয়, নাট্যকারের এক বিশিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতীক। ইহার কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মনুষ্যত্ব, পরোপকারবৃত্তি ও বিশ্বপ্রেম অনেক বড়। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে: "না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ করবে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতি নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।" ইরা চরিত্রটি পরবর্তী নাটক 'মেবার-পতন'-এর মানসী চরিত্রের পূর্বাভাস। দৌলতউন্নিসা চরিত্রের মধ্যে প্রেমের বিশ্ববিজয়িনী মহিমা উদ্ভাসিত হয়েছে। মেহেরউন্নিসাকে প্রথম দৃষ্টিতে চঞ্চলা ও প্রগল্ভা মনে হতে পারে, কিন্তু তার চরিত্রের মধ্য দিয়েও নাট্যকার তাঁর নিজের কথাই বলেছেন। শক্তসিংহ ও দৌলতউন্নিসার বিবাহ ব্যাপারকে সে তার সংকীর্ণচিত্ত পিতাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। ধর্ম ও সমাজের চেয়ে যে মানুষ বড়, এই হল তার বক্তব্য : "ধর্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহংকারে, লালসায়, বিদ্বেষে তাকে বিকৃত করেছে।...মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে তারা ভিন্ন ভিন্ন নয়।" মানসিংহ চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করলেও তার মুখ দিয়ে নাট্যকার হিন্দু-সমাজের অনুদারতা ও সংকীর্ণতার কথা বলেছেন।

যোশী চরিত্রের মধ্যে রাজপুত রমণীর আভিজাত্যবোধ, তেজস্বিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। পৃথ্বীরাজের বিলাসপ্রিয় কবিচিত্তকে যোশীই তার সংকল্প-কঠোর চরিত্রের দ্বারা উদ্বোধিত করেছে। যোশী নামটিই শুধু কাল্পনিক, কিন্তু তার চরিত্ররূপ ও বেদনাময় পরিণতি সম্পূর্ণরূপেই টড্ থেকে গৃহীত। শক্তসিংহের বিবাহ ব্যাপারটিকে আকবরের মত প্রতাপসিংহও সুনজরে দেখতে পারেন নি। প্রতাপসিংহের মত দেশপ্রেমিকও যে বংশমর্যাদার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, নাট্যকার তা স্পষ্ট করে তুলেছেন। আকবর গুণগ্রাহী, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের ভূমিকায় আকবর চরিত্র সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন : "অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায়রূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি ঐরূপই বুঝিয়াছি। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুও ঐরূপই বুঝিয়াছিলেন।" টডের কাহিনীতেও আকবরের ইন্দ্রিয়লালসার কাহিনী আছে—যোশীর বেদনাময় পরিণতির জন্য আকবরের ইন্দ্রিয়লালসাই দায়ী। দ্বিজেন্দ্রলালের আকবর প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ, কিন্তু "রিপুর অধীন হইলে তিনি জঘন্য কার্য করিতে পারিতেন।"

'প্রতাপসিংহ' নাটকে কয়েকটি গুরুতর অসংগতি আছে। মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসা চরিত্রদ্বয়ে এই অসঙ্গতি সবচেয়ে উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। হল্দিঘাটের যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরিকার পক্ষে শক্তসিংহের শিবিরে প্রবেশ করে অবিবাহিত প্রৌঢ় পুরুষের কাছে অবাধে প্রেম নিবেদন করা যেমন অবাস্তব, তেমনি অসংগত। কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য সুলভ লঘু কৌতুক ও রোমান্সের সঙ্গে এই আদর্শদীপ্ত নাটকখানির কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই। মেহেরউন্নিসার সঙ্গে আকবরের কথোপকথন যে স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে, তাতে তাকে পিতাপুত্রীর সংলাপ বলে মনে হয় না। পিতার সঙ্গে কন্যার এই জাতীয় কথোপকথন নিতান্ত অসঙ্গত ও রুচিবিগর্হিত। পিতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ও প্রতাপসিংহের গিরিগুহায় আশ্রয় অনুসন্ধান অর্থহীন ও উৎকট। সম্ভবত, নাট্যকার মেহেরউন্নিসার প্রেমের ভিতর দিয়ে 'নিষ্কাম ভালবাসা'র নিগূঢ় তত্ত্ব ফোটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাটকে কোথায়ও তা ফুটে উঠতে পারে নি। ইরা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি—নাটকীয় চরিত্র হিসাবে তার অনেক ত্রুটি আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক নাটকের মত 'প্রতাপসিংহ' নাটকে অতিনাটকীয়তা থাকলেও দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব বেশি উৎকট হয়ে ওঠে নি। নাটকখানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘসংলাপযুক্ত ও

বিবৃতিধর্মী হয়েছে। নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গতিধর্মের তেমন তীব্রতা নেই। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি নূতন পথ দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তখনো তিনি ইতিহাসকে জীবনরহস্যে মণ্ডিত করতে পারেন নি।

দুর্গাদাস (৫ নভেম্বর, ১৯০৬) : 'প্রতাপসিংহ' নাটকের পরেই টডের 'রাজস্থান' কাহিনীর 'মারবাড়ের ইতিহাস' অবলম্বন করে 'দুর্গাদাস' নাটক রচিত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় এই নাটকে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা অনেক কম। অতিরিক্ত ঘটনার ভিড়ে ও অনাবশ্যক দৃশ্য-সংযোজনে নাটকখানির কেন্দ্রীয় ঐক্য বহুধা-বিচ্ছিন্ন। তার ফলে নাটকের মূল অভিপ্রায়টি অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিধাগ্রস্ত ও গৌণ হয়ে পড়েছে। নাটকটির মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অজিত সিংহের জন্ম থেকে (১৬৭৯) ঔরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) এবং তারও কিছুকাল পর পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনার বিস্তৃতি। ঔরংজীবের রাজত্বকালের শেষার্ধ নানাকারণে ভারত ইতিহাসের এক সংঘাত-জটিল অধ্যায়। এই ঘটনাপ্রধান ঐতিহাসিক কালকে নাট্যকার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবেই রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক যুগকে কোনো একখানি নাটকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। নাট্যকার মোগল, মেবার, মারবাড়, মারাঠা —এই চারটি কেন্দ্রের উপরেই সমভাবে দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে কেন্দ্রগত ঐক্য রক্ষিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মুখ্য-গৌণ ঘটনা-নির্বিশেষে নাটকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আকবরের কাহিনীকে, জয়সিংহ-কমলা-সরস্বতীর ঘটনাকে, শম্ভুজীর আখ্যায়িকাকে নাটকে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, রানা জয়সিংহের পারিবারিক ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের বা নাটকের বিন্দুমাত্র সংযোগ পর্যন্ত নেই। প্রতাপসিংহ নাটকে নাট্যকার একটি বিশেষ কেন্দ্রেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু দুর্গাদাস নাটকে নাট্যকারের দৃষ্টি সপ্তদশ শতাব্দীর ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ভারত ইতিহাসের প্রবল বাত্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

নাট্যকার দুর্গাদাস চরিত্রকে নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাসের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোথাও তিনি তেমন পরিস্ফুট হন নি। এর কারণ দুটি : প্রথমত, অতিরিক্ত ঘটনা ও অনাবশ্যক চরিত্রের ভিড়; দ্বিতীয়ত দুর্গাদাস চরিত্রে আদর্শবাদের আতিশয্য। অসাধারণ যুদ্ধচাতুর্য, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আভিজাত্যবোধ, প্রভুভক্তি, আশ্রিতবাৎসল্য, কর্তব্যবোধ, সুমহান দেশপ্রেম প্রভৃতির দ্বারা তিনি এই রাঠোর বীরের চরিত্রকে ভূষিত করেছেন। এই সর্বগুণান্বিত চরিত্রটির মধ্যে মর্ত্যের মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখেছেন : "দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটক পাঠ করিয়া তাঁহার বন্ধু মনস্বী 'লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস মহাশয় বলেন যে, দুর্গাদাস চরিত্র "Bundle of qualities" হইয়াছে, যদি গুণের সঙ্গে weakness-এর উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে চরিত্র আরও ফুটিত।" (দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৫৩-১৫৪)। নাটকখানি নাট্যকার তাঁর পিতাকে উৎসর্গ করে লিখেছেন : "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরারাধ্য পিতৃদেব 'কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।" নাট্যকার 'ভূমিকা'য় নাটকটিকে ট্রাজেডি বলতে চেয়েছেন : "ইহার 'ট্রাজেডিত্ব' চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার 'ট্রাজেডিত্ব' ঐ এক কথায়—'ব্যর্থ হয়েছে—পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে।' কিন্তু দুর্গাদাসের মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পক্ষে ট্রাজেডি ঘটা সম্ভব নয়। 'Perfectly blameless hero'-কে এরিস্টটল ট্রাজেডির নায়কের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। ট্রাজেডির নায়কচরিত্রে একটি 'particular fault' থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, দুর্গাদাস চরিত্রের মধ্যে তেমন কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই—তাঁর জীবনের পরিণতি বাইরের ঘটনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—এ পরিণতি কোনো গভীর

অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পরিণাম নয়। তৃতীয়ত, '[illegible] উপাসনার নিষ্ফলতা,' 'আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতা', কিংবা 'প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরাজয়'—এর কোনোটিই দুর্গাদাস চরিত্রে পরিস্ফুট হয় নি। একমাত্র শেষদৃশ্যে দুর্গাদাসের ভাবনার অবকাশ এসেছে, কিন্তু তা ট্রাজেডির সমুচ্চতা লাভ করে নি।

ঔরংজীব পরধর্মদ্বেষী, ইসলামধর্মের সংরক্ষক; রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিরও তাঁর অভাব ছিল না। তবে পরবর্তী কালে 'সাজাহান' নাটকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ঔরংজীবের চরিত্র আঁকা হয়েছে। ঔরংজীব সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন : "ঔরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যেরূপ টড্ ও অর্ম করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সরল ধার্মিক মুসলমানরূপে কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার অত্যাচার অত্যধিক গোঁড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের দৃঢ়-সঙ্কল্পপ্রসূত।" ঔরংজীবের শেষজীবনের বিষাদময় পরিস্থিতি নাট্যকার খানিকটা ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজের কতকগুলি ভ্রান্ত নীতির জন্য বিশাল সাম্রাজ্যের চারদিকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। পুত্র আকবর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। মেবার ও মারবাড়ের সম্মিলিত শক্তির কাছে তিনি পর্যুদস্ত ও শক্তিমান দুর্গাদাস ও দিলীর খাঁর দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছেন। মারাঠা শক্তিও সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। নাটকে ঔরংজীব ক্ষমতাপ্রিয়। গুলনেয়ারের হাতের একটি ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন।

নাট্যকার গুলনেয়ার চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গুলনেয়ার ঐতিহাসিক নাম নয়। গুলনেয়ার সম্ভবত কামবক্সমাতা উদিপুরীমহল। উদিপুরী সম্পর্কে মোগলযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন 'A low animal type of partner.' তিনি উদিপুরী সম্পর্কে আরো বলেছেন : "She retained her charms and influence over the Emperor till his death, and was the darling of his old age." (*A Short History of Aurungzeb*, page 14) যশোবন্ত সিংহের বিধবা রানীর পূর্বকৃত এক অপরাধের জন্য প্রতিহিংসা গ্রহণে অসমর্থ হয়ে কারাগারে দুর্গাদাসের প্রতি প্রণয় নিবেদন যেমন অনৈতিহাসিক তেমনি অসঙ্গত। দুর্গাদাসকে দর্শনমাত্রেই তাঁর প্রেমে পড়া মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রণয়ীকে প্রেম নিবেদন করতে এসে এই কামাতুরা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গী হয়েছে কামবক্স, যে তাঁরই গর্ভজাত পুত্র। পিতামহী গুলনেয়ার ও পৌত্রী রাজিয়া পরস্পরের ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা নিতান্তই দৃষ্টিকটু হয়েছে। রাজিয়া চরিত্রের কোনো নাটকীয় সার্থকতা নেই। কাহিনীর গঠনশৈথিল্য অবান্তর দৃশ্য ও চরিত্র-সংযোজন নাটকের স্বাভাবিক গতিধর্মকে ব্যাহত করেছে।

'দুর্গাদাস' নাটকেও নাট্যকারের নিজস্ব চিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণীকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। প্রভুভক্ত কাশেম ও দিলীর খাঁর চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাঁর এই তত্ত্বটিকে রূপ দিয়েছেন। দিলীর খাঁ বলেছেন : "হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক, দেখি সম্রাট! সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখনও দেখে নাই।" বলাবাহুল্য এ কথা মোগল-সেনাপতি দিলীর খাঁয়ের নয়, এ কথা স্বদেশী আন্দোলনের বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর একটি উদার আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর নাট্যকারের ভাগ্যে নিন্দা ও প্রশংসা দুইই জুটেছিল। 'নব্যভারত' (চৈত্র, ১৩১৩) লিখেছিলেন :

> ...সর্বত্রই রুচিমার্জিত, ভাববিশুদ্ধ, লিপিচাতুর্য সুন্দর, কবিত্ব অসাধারণ—পড়িবার সময় মনে হয় যেন ধর্মগ্রন্থ পড়িতেছি; মনে হয় যেন আত্মত্যাগ মন্ত্রের এক জীবন্ত ইতিহাস পড়িতেছি; মনে হয় যেন স্বদেশভক্তির এক উজ্জ্বল কাহিনী পড়িতেছি।...পুস্তকখানির কি বীরত্ব, কি স্বদেশপ্রাণতা, কি নিঃস্বার্থতা, কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা—এ সকলের যেন আদর্শ। যাহা চাই তাহা পাইয়াছি। বাস্তবিক বলিতেছি—দ্বিজেন্দ্রলাল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

জনৈক সমালোচক, এই নাটকে মুসলমানদের খর্ব করে হিন্দুদের বড় করা হয়েছে, এই অভিযোগও করেছেন। নাট্যকার ভূমিকায় এর জবাব দিয়েছেন।

মেবার-পতন (২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৮) : 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যার সূত্রপাত, 'মেবার-পতন' নাটকে তারই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ঘটনার দিক থেকে 'মেবার-পতন'-কে 'প্রতাপসিংহ' নাটকের পরিশিষ্ট বলা যায়। কিন্তু দু'খানি নাটকের আস্বাদন স্বতন্ত্র। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে চরিত্র-গুলির মাধ্যমে নাট্যকারের আদর্শবাদ ধ্বনিত হয়েছে বটে, কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রাধান্য লাভ করে নি। অপরপক্ষে 'মেবার-পতন' নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারধর্মিতাই মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। নাট্যকার গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন মধুসূদনকে : "যিনি মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে ও গীতিকাব্যে বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন; যিনি ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিত্রাঙ্কনে দীনা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন; যিনি বিদ্যাবত্তায়, প্রতিভায়, মনীষায় বঙ্গসন্তানের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন; সেই অমিতপ্রভাব, অক্ষয়কীর্তি অমর—মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।"

নাট্যকার নাটকের ভূমিকায় এর মূল বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন :

> মদ্রচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র, রানা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষচরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম। আবার তারাবাই ও নূরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্য-চিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। তভিন্ন সে নাটকগুলিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম, এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমি হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই—নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক।

'মেবার-পতন'-এর পটভূমিকা এক সূর্যকরোজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত জীবনের অপরাহ্নিক বেদনার ছায়ায় ভরে উঠেছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যে ঐতিহাসিক যুগজীবনের চিত্র স্পষ্টোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এখানে তা অনেকখানি বর্ণবিরল। মেবারপতনের দুর্যোগঘন পটভূমিকা, অস্তগমনোন্মুখ স্বাধীনতাসূর্যের শেষ রশ্মি নাট্যকার নিজের ভাবসত্যের দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। প্রতাপসিংহের কীর্তিভাস্বর জীবনের সংগ্রামশীল অধ্যায়ের মধ্যে জাতীয় জীবনে যে দুর্বার প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, অমর সিংহের সময় তা ভাটায় পরিণত হয়েছে। রণক্লান্ত জাতি দীর্ঘ সতেরো বছরের যুদ্ধবিমুখ জীবন অতিবাহিত করার পর নিশ্চিন্ত আলস্যে তার সেই দুর্জয় প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মোগল আক্রমণে রাজস্থানের ভাগ্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, স্বয়ং রানা যুদ্ধবিমুখ। গোবিন্দ-সিংহের উৎসাহব্যঞ্জক বাণী, চারণীব্রতধারিণী সত্যবতীর অতীত মহিমার গান, অজয়সিংহের আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি ঘটনা সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তিতে বিলসিত হয়েছে। পতনোন্মুখ মেবারের অন্তিম অধ্যায়টিকে নাট্যকার হৃদয়বেদনার গাঢ় রসে অভিষিক্ত করেছেন। গোবিন্দসিংহ বলেছেন : "আমার এই ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্ত্বকে আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে। আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষরশ্মি। এখন দেখছি একটা ম্রিয়মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।"

কিন্তু ঐতিহাসিক অংশটি ছাড়াও নাটকের আর একটি দিক আছে। বিশ্বমৈত্রীর মহামন্ত্র নাটকটির বিষাদমন্থর পরিণতিকে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার মন্ত্রে স্পন্দিত করে তুলেছে। মহাবৎ

খাঁয়ের সঙ্গে যুদ্ধে মেবারের পতন, অজয়সিংহের মৃত্যু, পরিবর্তিতচিত্ত সগরসিংহের মৃত্যুবরণ, পুত্রশোকে অর্ধোন্মাদ গোবিন্দসিংহের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি ঘটনা নাটকের মধ্যে এক মৃত্যু-পাণ্ডুর ছায়া সঞ্চারিত করেছে। কিন্তু নাট্যকারের আদর্শবাদ এই পতনের মধ্যেও নূতন করে বাঁচার মন্ত্র আবিষ্কার করেছে। নাটকের শেষে মানসীর উক্তি ও চারণীদের গানের মধ্যে নাট্যকারের জীবনদর্শনই ঘোষিত হয়েছে :

> কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ'।
> গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥

কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী—এই তিনটি চরিত্রকে নাট্যকার তিনটি নীতির প্রতীক হিসাবে রূপ দিয়েছেন। বিশিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতীক হওয়ার জন্য তিনটি নারীচরিত্রের কোনো চরিত্রেই পূর্ণতর মানবী সত্তা প্রকাশিত হয় নি। তিনটি চরিত্রের মধ্যে মানসী চরিত্রই সবচেয়ে অবাস্তব। অজয়সিংহের সঙ্গে তার সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। এই একটিমাত্র সম্পর্কের সূত্র ধরেই মানসী চরিত্র খানিকটা বাস্তব হয়ে উঠতে পারত। একমাত্র পঞ্চমাঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে মানসীর স্বগতোক্তি থেকে অজয় সম্পর্কে মানসীর প্রেমচেতনার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় : "নিষ্ঠুর আমি! কখন মুখ ফুটে বলিনি। যখন যেদিন আমার কণামাত্র অনুকম্পার ভিখারী হয়ে আমার মুখপানে দীন নয়নে চেয়েছিল—আমার শুদ্ধ একটি সকরুণ দৃষ্টিপাতের জন্য পিপাসায় ফেটে মরে যাচ্ছিল, তবু আমার মুখ ফোটেনি। তাই আমার অজয় অভিমান করে চলে গিয়েছে। আমার সেই গর্ব চূর্ণ করে, পদতলে দলিত করে চলে গিয়েছে। অজয়—আজ যে তোমার পায়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে; আজ যে হৃদয় চিরে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে।"—অজয় জীবিত থাকতে মানসীর কণ্ঠে আদর্শবাদ ও প্লেটোনিক প্রেমের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। মাত্র একটি সংলাপেই মানসী মানবীতে পরিণত হয়েছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের ইরা চরিত্রে নাট্যকার যে তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, মানসী চরিত্রে তারই পূর্ণতর রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের গান ও ঐতিহাসিক নাটক স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনাকে শিল্পরূপ দিলেও এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাই উচ্ছ্বাসসর্বস্ব সংকীর্ণ দেশপ্রেমকে তিনি মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন নি। ২রা মে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাঁদি থেকে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখেছিলেন :

> আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি,—যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের নগণ্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুক না কেন—আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব।...আমি 'দেশ' চিনি না, বিদ্বেষ মানি না; আমি চাই শুধু বীর্যবল—ব্রহ্মচর্য; চাই শুধু সত্যনিষ্ঠা; চাই শুধু আসল, খাঁটি, ধ্রুব ও নিটোল ধর্মবল, আর ঐ এক কথায় মনুষ্যত্ব।

তাই জাতীয়তার চেয়ে তিনি মনুষ্যত্বকে অনেক বড় করে দেখেছেন। কল্যাণীর দাম্পত্যপ্রেম ও সত্যবতীর দেশপ্রেম মানসীর বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। মানসী কল্যাণীকে বলেছে : "তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা করেই সুখী।" মানসী সত্যবতীকেও বলেছে : "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক! দেশের স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুষ হোক।" মানসী চরিত্রটির উপর নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের সুভদ্রা চরিত্রের প্রভাব আছে। মানসী চরিত্র পরিকল্পনায় স্কুটারির হাসপাতালে আর্তসেবাপরায়ণা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। নারী চরিত্রের মধ্যে একমাত্র রুক্মিণীর চরিত্রই বাস্তবসম্মত। রুক্মিণীর চরিত্রে স্বামী-কন্যা নিয়ে বিব্রত বাঙালী গৃহিণীর চরিত্রই আত্মপ্রকাশ করেছে। তার সঙ্গে নাট্যবর্ণিত আখ্যানের কোনো যোগ নেই। তাই তার এই স্বল্পায়ত ভূমিকাটিতে একটি আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

অমরসিংহের চরিত্রের মধ্যে উদ্যম ও দৃঢ়তার অভাব আছে, প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ

করে তিনি দেশের শান্তি নষ্ট করতে চান না। তাঁর চরিত্রে পূর্বাপর-একটি বিষণ্ণতা ও নিশ্চেষ্টতা লক্ষণীয়। আসন্ন সংকটকালে দেশের দুঃখ-দুর্ভাগ্য চোখের সম্মুখে দেখেও তাঁর মনে কোনো তীব্র প্রতিকারবাসনা জাগে না—যেন তিনি ভাগ্যচক্র ও বিরুদ্ধ পরিবেশের কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে নিয়েছেন। রানার চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার সম্পূর্ণরূপে টডের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু চরিত্রটিকে নাটকীয় রসমণ্ডিত করতে পারেননি। 'মেবার-পতন' নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে মহাবৎ খাঁ ও গোবিন্দসিংহ চরিত্রের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মহাবৎ খাঁর চরিত্রের মধ্যেও নাট্যকারের সমাজচিন্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে। মহাবৎ খাঁর স্বদেশদ্রোহিতাকে মেবার-পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হলেও এর আর একটি দিককেও অস্বীকার করা যায় না। মহাবৎ হিন্দু সমাজের অনুদারতা ও সংকীর্ণচিত্ততার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত 'একঘরে' দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিক প্রবণতাগুলিই এখানে তত্ত্বরূপ ধারণ করেছে।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে গোবিন্দসিংহ সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোবিন্দসিংহ হলদিঘাটের বীর, প্রতাপসিংহের প্রিয়তম সহচর, মেবারের বীরযুগ ও কুলগৌরবের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কুল-গৌরব ও দেশপ্রেমিকতার জন্য তিনি পুত্রকন্যাকেও পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হন নি—গোবিন্দসিংহ যথার্থই Last of the Romans. অমরসিংহ চরিত্রটি নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্যে গোবিন্দসিংহ চরিত্রটি সবচেয়ে লক্ষণীয়। পুত্র-হারা গোবিন্দসিংহের উন্মাদনা শাজাহান চরিত্রের পূর্বাভাস বলে মনে হয়। ছবিওয়ালীর দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ও কল্যাণীর উদ্ধার দৃশ্যটিতে 'আনন্দমঠ'-এর প্রভাব আছে।

'মেবার-পতন' নাটকের মধ্যে উদ্দেশ্য প্রবল হয়ে নাট্যশিল্পকে দুর্বল করেছে। নাটকটির গতিধর্ম কোথাও তেমন সক্রিয় নয়, নাটকের কাহিনী-বিন্যাসও তেমন ঘনবদ্ধ নয়। চরিত্রগুলির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে নাট্যকারের প্রচারপ্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট চরিত্রের উক্তিতে অনেক গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু সে জিজ্ঞাসা চরিত্রটিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত মতামতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মেবার-পতন নাটকের চরিত্রগুলিকে নাট্যকারের নিজস্ব মতামত সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে। এই নাটকে প্রকৃতপক্ষে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। অমরসিংহ কর্মকুণ্ঠ ও নিষ্ক্রিয়। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ইতিহাস অংশের নায়ক হলেও তাঁর কোনো সচেতন কর্মপ্রয়াস নেই। দার্শনিক অংশের নায়িকা মানসী মানবী নন, অশরীরী আইডিয়া। 'মেবার-পতন' নাটকের সংগীত-সংস্থাপন-কৌশল প্রশংসনীয়। 'মেবার-পাহাড়', 'ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর' প্রভৃতি সংগীত নাটকটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

'মেবার-পতন' নাটকে মেবারের পতন আখ্যায়িকাটি কেন্দ্রীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। নাট্যকার পতনোন্মুখ মেবারের মহিমোজ্জ্বল চিত্র রচনা করেছেন। কিন্তু এইটিই নাটকের শেষ কথা নয়। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে দেশপ্রেমের যে আদর্শ রূপায়িত হয়েছে, তা বৃহত্তর ভাবাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত হয় নি। শক্তসিংহের বিবাহ-ব্যাপারে প্রতাপসিংহের অনুদারতা থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। 'মেবার-পতন' নাটকে দেশপ্রেম, বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজিত মুহূর্তে বাংলাদেশে দেশপ্রেমের বন্যা এসেছিল। কিন্তু সেই দেশপ্রেমের প্রবল ও প্রচণ্ড আবেগ অনেক সময় বৃহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই আত্মঘাতী ও সংকীর্ণ দেশপ্রেম থেকে যে কতখানি সরে এসেছিলেন, তার সর্বোত্তম প্রমাণ 'মেবার-পতন' নাটক। এই নাটকে তাঁর মানস পরিবর্তনের সুর পরিস্ফুট হয়েছে। এ সম্পর্কে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়ের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> He was my father. So naturally I followed intimately the psychic changes in his life with deep sympathy and reverence. I began to revere his patriotism, too, the first fire of which had made him famous in the Swadeshi days when he wrote patriotic dramas one after another. He was a poet and a man of outstanding nobility of character. But he was, as an artist, highly sensitive to his circumambient atmosphere. It was

then the heyday of Bengali Patriotism and he caught its contagion, a contagion we should avoid today. But in those days we took militant patriotism at its face value and so persuaded ourselves that it was the panacea for all the evils our flesh was heir to. We know better now. But in the first flush of our patriotic adolescence we had all devoutly believed in the gospel of nationalism (which came, ever since, to suck mankind down into real hell with the pledge of a phantom heaven) and had burned with hatred of everything foreign. How easy, alas, to glare at others as the respository of iniquity forgetting our blackest sins!

It was at this point that Dwijendralal grew suddenly and utterly sick of patriotism. It was at this turning point of his life that he wrote *Fall of Mevar.* And it was only then that we, his deep admirers, discovered that patriotism was a false guide.

[Translator's Note, page VIII-IX : *Fall of Mevar*]

দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের পরিবর্তনের দিক থেকে নাটকটি মূল্যবান। নাটকটিতে নাটকের চেয়ে তত্ত্ব বড় হয়ে উঠেছে। 'মেবার-পতন' নাটক সম্পর্কে সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

এই কাব্যের 'মেবার পাহাড়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটি হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে পাকে এমন অপরূপ আলোক, মধুর তরঙ্গভঙ্গ এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটি সুমার্জিত দীপ্তি আছে যে, ভারতীয় জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, উহাকে তাঁহার এই যুগের সর্বগুণ-ঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়। (বঙ্গবাণী, পৃঃ ১৫১)

সাজাহান (৮ আগস্ট, ১৯০৯) : দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সর্ববাদিসম্মত। মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তার দিক থেকেও বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই নাটকটি অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছে। নাটকখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হয়েছে। মোগল যুগকে অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল যে পাঁচখানি নাটক (প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার-মতন, নূরজাহান, সাজাহান) রচনা করেন, তাতে ভারত-ইতিহাসের কিঞ্চিদধিক শতবর্ষের ইতিহাস রূপায়িত হয়েছে। এই পাঁচখানি নাটককেও প্রকৃতিধর্মের দিক থেকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম তিনখানি নাটকে আদর্শবাদের প্রাধান্য—তাতে রাজপুত ইতিহাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পরের দু'খানি নাটকে মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর, ও সাজাহানের রাজত্বকালের ঘটনার উপর জোর দিয়ে তাঁদের পারিবারিক জীবনের জটিলতাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। এই ধারা লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, তিনি 'ক্লাসিক্যাল নাটক' থেকে ধীরে ধীরে 'ঐতিহাসিক ট্রাজেডি'র গভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রথম তিনখানি নাটকে যেমন তিনি আদর্শবাদের জ্যোতির্লোকে প্রবেশ করেছেন, তেমনি শেষ দু'খানি নাটকে প্রবেশ করেছেন অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল জটিল জীবনের মর্মমূলে। 'নূরজাহান' নাটকের ট্রাজেডির মধ্যে তীব্রতা ও জটিলতা অনেক বেশি। অপরপক্ষে 'সাজাহান' নাটকে ট্রাজেডির ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লক্ষণীয়।

'সাজাহান' নাটকে নাট্যকার ইতিহাসকে অধিকতর বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। সাজাহান নাটকের আরম্ভ হয়েছে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়। দৈহিক অসুস্থতার জন্য তার কিছুদিন আগে সাজাহান দিল্লী থেকে আগ্রা আসেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সাজাহান অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থাও নাটকে যথাযথভাবে বিবৃত হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকা ইতিহাসসম্মতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকের প্রথমেই দারা সাজাহানকে বলেছেন :

"সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে, কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয় নি। কিন্তু মোরাদ গুর্জরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।" এ সম্পর্কে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন :

> By the middle of November Shah Jahan had recovered sufficiently to be told of important matters which had hitherto been kept from him. ...Soon afterwards equally alarming news arrived from Gujrat. There Murad had crowned himself on 5th December, and formed an alliance with Aurangzeb. [*A Short History of Aurangzeb* 2nd edn. P. 54]

সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে সমস্ত ঘটনা ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, তার একটি জীবন্ত চিত্র এই নাটকে পাওয়া যায়। সুজার বিরুদ্ধে জয়সিংহ ও সোলেমানের যুদ্ধ ও ঔরংজীব-মোরাদের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁর যুদ্ধ এবং তার ফলাফল সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসসম্মত। দারা, সুজা ও মোরাদের শোচনীয় পরিণতিও ইতিহাস-অনুমোদিত। নাটকের পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দিলদার কাল্পনিক চরিত্র হলেও একেবারে সত্যবর্জিত এ কথা বলা যায় না। দারার মৃত্যুর পূর্বে ঔরংজীব যে গোপন বৈঠক করেছিলেন তাতে দানেশমন্দ খাঁন দারার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল:

> That evening Aurangzeb held a private consultation with his ministers about Dara's fate. Danishmand Khan (Bernier's patron) pleaded for his life, but Shaista Khan, Muhammad Amin Khan, Bahadur Khan, and the princess Raushanara from the harem demanded his death for the good of Church and State. [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭৮-৭৯]

নাটকের শেষ দৃশ্যে সাজাহান ঔরংজীবকে ক্ষমা করেছেন—এ ঘটনা অনৈতিহাসিক নয় : "During the last days of Shah Jahan, her entreaties had conquered his just resentment and he had at last signed, after many previous refusals, a pardon to Aurangzeb for the wrongs he had done to his father. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১৩—১১৪)। নারীচরিত্রের মধ্যে মহামায়া ও পিয়ারা কল্পিত চরিত্র হলেও সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরোধী বলা যায় না। মহামায়া চরিত্রে রাজপুতরমণীসুলভ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও শৌর্যের দীপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সুজার নৃত্যগীতপ্রবণ লঘু চরিত্রটি সম্মুখে রেখেই তিনি সংগীতপ্রিয়া সুরসিক পিয়ারা চরিত্রটির পরিকল্পনা করেছেন। ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, পরিবেশ-রচনা ও নাটকীয় ফলশ্রুতি—সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে 'সাজাহান' নাটকের ঐতিহাসিক যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না।

তবু নাটক ও ইতিহাস এক বস্তু নয়। ইতিহাসের তথ্যরূপকে নাট্যকার মানবীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে জীবন্ত করে তোলেন। শেক্সপীয়র প্লুটার্কের সুবিখ্যাত 'জীবনী' গ্রন্থ অথবা হলিনসেডের 'কাহিনীমালা'-কে নূতন করে প্রাণরসসমৃদ্ধ করেছিলেন। সাজাহানের রাজত্বের শেষদিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ব্যাপার নিয়ে তাঁর পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে যে বিরোধ ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে নাট্যকার একাধিক চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অঙ্গীভূত করে তাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাই মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশে চরিত্রগুলি বিদ্যুতের মত স্ফুটোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'সাজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও মানব-জীবনকে সমন্বয় করেছেন। 'রাজসিংহ' আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার পথে মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও, রথের চূড়া যে-গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে সেই গগন-পথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।
>
> [রাজসিংহ, আধুনিক সাহিত্য]

'সাজাহান' নাটকের নামকরণের যাথার্থ্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নাটকটি যে একখানি ট্রাজেডি এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ নেই, কিন্তু কার ট্রাজেডি এবং কি জাতীয় ট্রাজেডি —প্রধানত এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 'প্রধান চরিত্র', 'কেন্দ্রীয় চরিত্র' ও 'নায়ক'—এই তিনটি শব্দকে স্থূলে ও সাধারণভাবে প্রয়োগ করার ফলেই নানা মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যকার যে চরিত্র অবলম্বন করে তাঁর মূল অভিপ্রায়টি রূপায়িত করার চেষ্টা করেন, তিনিই হচ্ছেন নায়ক। নাট্যকারের অভিপ্রায় ও নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁকে ঘিরে পল্লবিত হয়ে থাকে, তিনি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রও বটেন। সুতরাং নাটকের নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রায় একার্থবোধক। কিন্তু নাটকের মধ্যে এমন এক বা একাধিক চরিত্র থাকতে পারে, যিনি বা যাঁরা ঔজ্জ্বল্যে ও চারিত্রিক বিশিষ্টতায় নায়কচরিত্রের চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। কিন্তু 'উজ্জ্বলতম চরিত্র'ই যে নাটকের নায়ক চরিত্র হবে এর কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এইজন্য 'প্রধান চরিত্র', 'উজ্জ্বলতম চরিত্র' ও সর্বাপেক্ষা 'ক্রিয়াশীল চরিত্র' নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র নাও হতে পারেন।

'সাজাহান' নাটকের নায়ক চরিত্র সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। নাটকটির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে এই মতবাদগুলির সতর্ক আলোচনার প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীলেখক নবকৃষ্ণ ঘোষ দারার মৃত্যুর উপরেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন :

> দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্রাজেডি—চূড়ান্ত ঘটনা। দারার [illegible] সহিত নাটকের শেষ যবনিকা পতিত হওয়া উচিত ছিল। সাজাহান বিদ্রোহের পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন। দারাই সিংহাসন ও জীবন দুইই হারাইলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয়ের উপরই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত এবং তাঁহার মৃত্যু-ঘটনায় মন এরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় যে, নাট্যকারের প্রভূত গুণপনা সত্ত্বেও পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে অবহিত হইবার আর ধৈর্য থাকে না। [সাহিত্য, মাঘ, চৈত্র ১৩১৭]

সমালোচকের মতে দারার ভাগ্যবিপর্যই 'সাজাহান' নাটকের চরম ট্রাজেডি।' কিন্তু 'সাজাহান আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন।' এই মন্তব্য যেমন অসঙ্গত তেমনি অনৈতিহাসিক। সাজাহানের বন্দিদশা সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন :

> On the departure of Muhammad Sultan, the eunuch Mutamad became all in all and treated Shah Jahan with great harshness and neglect. "He sometimes allowed it to be seen that he treated Shah Jahan as a miserable slave."...
>
> The correspondence between Shah Jahan and his son became intolerably bitter. At last the old monarch bowed to the inevitable and like a child that cries itself to sleep, he ceased to complain.
>
> [*A Short History of Aurangzeb*, Pp. 110-111]

নাটকের পূর্বাপর লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভাগ্যবিপর্যয় আসলে সাজাহানের। রোগগ্রস্ত স্থবিরপ্রায় সাজাহানের শেষজীবনে ভাগ্যবিপর্যয়ের যে নির্মম ঘটনাবলী ইতিহাস-পাঠককে বেদনায় অভিভূত করে, দারার ভাগ্যবিপর্যয় ও শোচনীয় পরিণতি তার মধ্যে অন্যতম। নাট্যকার দারার ভাগ্যবিপর্যয় ও তাঁর মৃত্যুদৃশ্যকে চূড়ান্তরূপে শোকাবহ করে তুলেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দারার দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ সাজাহানের ট্রাজেডিকেই গভীরতর ও বিস্তৃততর করে তুলেছে। দারার পরিণতির মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বসম্ভূত বেদনা নেই—তাঁর চরিত্রে ট্রাজেডির নায়কোচিত কোনো ঘাত-প্রতিঘাত নেই।

সমালোচক দারার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের যবনিকাপতন প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু দারার মৃত্যু হয়েছে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। তারপরেও আর একটি অঙ্ক আছে। প্রধানত দারার মৃত্যু স্নেহপ্রবণ ভাগ্যহত সাজাহানকে অর্ধোন্মাদ করে তুলেছে। পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে দারার মৃত্যুসংবাদ শুনে সাজাহানের চিত্তবিকারের একটি চমৎকার ছবি আঁকা হয়েছে। দারার মৃত্যু পর্যন্তও সাজাহানের মানসিক অবস্থা তেমনভাবে বিপর্যস্ত হয়নি—কিন্তু দারার মৃত্যুর

পর সাজাহান তাঁর মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছেন। দারার মৃত্যুর পরেও এই জাতীয় দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল।...পঞ্চমাঙ্কের যে দুটি দৃশ্যে সাজাহানের ভূমিকা আছে (৫।৩, ৫।৬) তাদের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাজাহানের অন্তর্জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণাম এই দুটি দৃশ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ট্রাজেডি সাজাহানেরই, দারার মর্মান্তিক পরিণাম তাকে স্ফুটতর করেছে মাত্র। দারার পরিণাম 'প্যাথাটিক্', কিন্তু 'ট্রাজিক' নয়"।

"ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও 'সাজাহান' নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন ও জাহানারা নামকরণের পক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন :

> সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা। ট্রাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের খুব সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। জাহানারা সর্বাপেক্ষা স্ফুট ও বলিষ্ঠ ভূমিকা। নাটকটির নাম জাহানারা হইলে বোধ হয় ঠিক হইত। [**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০) পৃ ৩৯০।**]

ডাঃ সেনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়, তবু তাঁর মূল অভিপ্রায়টি অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় না। 'স্ফুট' ও 'বলিষ্ঠ' ভূমিকা হিসাবেই তিনি 'জাহানারা' নামটি সমর্থন করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায়, নির্ভীকতায়, সেবাপরায়ণতায় জাহানারা চরিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু জাহানারা কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়িকা নন। তা ছাড়া নাটকটি জাহানারার সুখ-দুর্ভাগ্যকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়নি।...শুধু 'স্ফুট' ও 'বলিষ্ঠ' চরিত্র হিসাবেই জাহানারার দাবি স্বীকার করা সংগত নয়।"

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় সাজাহান চরিত্র সম্পর্কিত ডাঃ সেনের মন্তব্যকে সমর্থন করে, ঔরংজীবকে সাজাহান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়কের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন :

> সাজাহানের নামে নামকরণ হইলেও, সাজাহান এই নাটকের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রভাবশালী চরিত্র নহেন।...প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিতেছেন, তিনি ঔরংজীব।
>
> [**বাংলা নাটকের ইতিহাস, তৃতীয় সং, পৃ ২৭৩**]

ডক্টর ঘোষের মতে সাজাহান চরিত্রটি 'চলমান ঘটনার নিরুপায় দ্রষ্টা, শক্তিমান স্রষ্টা নহেন।' তাঁর মতে ঔরংজীবই সবচেয়ে ক্রিয়াশীল চরিত্র এবং তিনিই সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়—'সাজাহান' নাটকে নাট্যকারের অভিপ্রায়টি ঔরংজীব কতখানি পূরণ করেছেন? নাটকটি যে ট্রাজেডি এ বিষয় কোনো মতানৈক্য নেই। নাটকটিকে যদি ট্রাজেডি আখ্যায় চিহ্নিত করা যায়, তা হলে সমালোচকের মতানুযায়ী ঔরংজীবকে সেই ট্রাজেডিরসের মূলাধার বলতে হয়। সমালোচক তাঁর স্বপক্ষে দুটি যুক্তি দিয়েছেন :

> সাজাহান, দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ—এতগুলি লোকের করুণ ট্রাজেডি কেবল একটিমাত্র লোকের জন্য ঘটিয়াছে। অথচ নাট্যকার তাঁহাকে একেবারে নির্ব্বন্ধ হৃদয়হীন পিশাচ করিয়াও অঙ্কন করেন নাই।...ঔরংজীবের সূক্ষ্ম শাণিত বুদ্ধি বারবার জয়লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ জয় হইয়াছে হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদনে, এই বিষয়টি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। [**পূর্বোক্ত গ্রন্থ ২৭৩-৪**]

"ঔরংজীব চরিত্রে কোনো করুণরসাত্মক আবেদন নেই, যতটুকু অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিবেকবুদ্ধির সংগ্রাম আছে, তা ট্রাজেডির নায়কের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ঔরংজীবের শাঠ্য ও হীন রাজনৈতিক চক্রান্তজালের মধ্যেও নাট্যকার বিবেকের দংশন দেখিয়েছেন। কিন্তু এই চিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। হত্যাকে বিচার নাম দিয়ে ঔরংজীব নিজের দোষ ক্ষালন করার চেষ্টা করেছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দৃশ্যের পূর্বে ঔরংজীবের এই জাতীয় দ্বন্দ্বের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। মোটকথা, ঔরংজীব চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু সে দ্বন্দ্ব এতই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী যে তা ট্রাজেডির নায়কের উপযুক্ত নয়। এমন কি দারার মৃত্যুও যে তাঁর মনে খুব গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, এ কথাও বলা যায় না। সর্বশেষ দৃশ্যে ঔরংজীবের অনুশোচনার চিত্র আছে বটে, কিন্তু তা ঔরংজীবের সংলাপের

চেয়ে, সাজাহানের স্নেহদুর্বল উক্তির মাধ্যমেই প্রধানত প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং ঔরংজীব চরিত্রের "হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদন" যেমন তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণাম নয়, তেমনি যতটুকু আছে, তাও সাজাহানেরই পুত্রস্নেহদুর্বল মনের অনিবার্য প্রতিফলনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া, কাহিনীর মধ্যে প্রথম গতিসঞ্চার করেছেন সাজাহান, ঔরংজীব নন। নিরুপায় হয়েই অগত্যা সাজাহান তাঁর বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। এর ফলে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, ঔরংজীব তাঁর কার্যক্রমের দ্বারা তাকেই আরো দ্রুত করে তুলেছেন। নাটকের প্রথমেই সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের দ্বৈতসত্তা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে এই দুটি সত্তাই নির্মমভাবে আহত হয়েছে এবং যিনি আঘাত হেনেছেন, তিনি তারই পুত্র ঔরংজীব। সাজাহানের এই অসহায়চিত্তের বেদনাময় অভিব্যক্তিকে অবলম্বন করেই নাটকখানি রচিত হয়েছে। সুতরাং ট্রাজেডির নায়ক ঔরংজীব নন, সাজাহান।"

[রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থের ৩১৭—৩২০ থেকে উদ্ধৃত]

কিন্তু সাজাহানের ট্রাজেডি সম্পর্কেও কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন থাকে : প্রথমত, সাজাহান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'নিষ্ক্রিয় সাক্ষী', তাঁর চরিত্রে ক্রিয়াশীলতার অভাব। দ্বিতীয়ত, ট্রাজেডির নায়কের পতনের জন্য দায়ী তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। সাজাহান তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য কতখানি দায়ী, এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। তৃতীয়ত, নাটকের শেষে পরম স্নেহে সাজাহান তাঁর অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং সাজাহানের ট্রাজেডি কোথায়? এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করতে হলে সাজাহানের ট্রাজেডির দু-একটি মৌলিক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়।

ট্রাজেডির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ আছে। শেক্সপীয়রের চারখানি শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির (হ্যামলেট, ওথেলো, কিং লীয়র, ম্যাকবেথ) মধ্যেও রূপগত তথা স্বরূপগত পার্থক্য কম নয়। উচ্চতর ট্রাজেডির মধ্যে জীবনেরই পরম রহস্য উদ্ভাসিত হয়। তাই বহুবিচিত্র জীবনের মত ট্রাজেডিও বিচিত্র হতে বাধ্য। প্রসিদ্ধ সমালোচক ব্রাডলে শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়র' নাটকের সমালোচনার প্রথমেই স্বরূপবৈচিত্র্য প্রসঙ্গে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন :

> The reader of Hamlet, Othello or Macbeth is in no danger of forgetting, when the catastrophe is reached, the part played by the hero in bringing it on. His fatal weakness, error, wrong-doing continues almost to the end. It is otherwise with King Lear. When the conclusion arrives, the old King has for a long while been passive. We have long regarded him not only as "a man more sinned against than sinning", but almost wholly as a sufferer, hardly at all as an agent.

ম্যাকবেথ, হ্যামলেট জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে লীয়র চরিত্রের পার্থক্য আছে। তাঁর পরিণামের জন্য নিজের বার্ধক্য ও ভ্রান্তিমূলক কার্যকলাপ দায়ী হলেও, আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিষ্ক্রিয়—একটার পর একটা দুঃখভোগ তিনি করেই চলেছেন। 'কিং লীয়র' নাটকের সঙ্গে 'সাজাহান' নাটকের অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু ট্রাজেডি পরিকল্পনার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে শেক্সপীয়র-প্রদর্শিত রাজা লীয়রের ট্রাজেডি পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সাজাহানকে 'tragedy of suffuring' বলা যায়। দ্বিতীয়ত, সাজাহান passive চরিত্র, কিন্তু বাহ্য নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও সাজাহান চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব নেই—তা ছাড়া, দুর্বলতা তাঁর ট্রাজেডিকে সক্রিয় করে তুলেছে। স্মরণ—

> No mere suffering or misfortune, no suffering that does not spring in great part from human agency, and in some degree from the agency of sufferer, is tragic, however pitiful or dreadful it may be.
>
> [*Oxford Lectures on Poetry* (1923) Page 81, A. C. Bradly.]

নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সাজাহান চরিত্রের দ্বৈতসত্তা প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে পিতা

সাজাহানের স্নেহদৌর্বল্য, অন্যদিকে সম্রাট সাজাহানের কর্তব্যনিষ্ঠা—এই দুয়ের সংঘাত সাজাহানের চিত্তে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, তাই দিয়েই নাটকের সূত্রপাত হয়েছে। স্নেহাধিক্য সত্ত্বেও সন্তান অবাধ্য ও দুর্বিনীত। জাহানারার বিক্ষুব্ধ উক্তিতে ও দারার সময়োচিত অনুরোধে পিতা সাজাহানের মধ্যে সম্রাট সাজাহান জেগে উঠেছেন : "তবে তাই হোক! তারা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট।" সাজাহান একই সঙ্গে পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যেই ছিল এক মারাত্মক ত্রুটি। সাজাহান স্নেহ দিয়ে তার 'উদ্ধত বিজয়ী পুত্র'কে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা দুইই ঔরংজীবের কাছ থেকে নির্মম আঘাত পেয়েছে। আগ্রাদুর্গের পতনের জন্য 'human agency' ঔরংজীব যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী 'agency of the sufferer' অর্থাৎ সাজাহান। সাজাহান নিজেই স্বীকার করেছেন : "সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি।"

সাজাহানের এই ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর অপরিমেয় স্নেহই বুদ্ধিভ্রংশের কারণ হয়েছে। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে বন্দী সাজাহান একটির পর একটি আঘাতে, জর্জরিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর অন্তর্জীবনের অসহায় আর্তধ্বনি নাটকখানির আবহাওয়াকে অশ্রুগম্ভীর করে তুলেছে। সাজাহান চরিত্র বাইরের দিক থেকে নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু চরিত্রের অন্তঃস্থলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভাব নেই। নাটকের শেষে সাজাহান ঔরংজীবকে মার্জনা করেছেন। এই নাটকের শেষে সাজাহানের মৃত্যু হয়নি, এমন কি স্পষ্টত কোনো বিপত্তিজনক সমাধান হয় নি। কিন্তু তার জন্য সাজাহান চরিত্রের ট্রাজিক-ব্যঞ্জনা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। একদিকে দারা, সুজা ও মোরাদের পিতা সাজাহান পুত্রবিয়োগের বেদনায় অধীর, অন্যদিকে সেই পুত্রঘাতী ঔরংজীবের প্রতি তাঁর পিতৃহৃদয়ের অপার মমতা। ঔরংজীবও যে তাঁর পুত্র! সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে এই ভেদ সৃষ্টি করে নাট্যকার সাজাহানের দ্বিধা-বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়কারী চিত্র এঁকেছেন। শেষ দৃশ্যে ঔরংজীবকে মার্জনা করার সময় সাজাহানের এই বিভক্ত বাৎসল্য-বৃত্তির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটি লক্ষণীয় : "না, আমি আর সম্রাট হয়ে বসতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তার মুকুট তোমার।—আর মার্জনা! ঔরংজীব—ঔরংজীব! না, সে সব মনে করব না! ঔরংজীব!—তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।"—এই দৃশ্যে ঔরংজীবের প্রতি কোনো সহানুভূতি জাগে না। কিন্তু ঔরংজীবকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে পিতা সাজাহানের ট্রাজেডিই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। সাজাহানের এই স্বল্পায়ত উক্তিটি তাঁর অন্তর্জীবনের রহস্যকেই উদ্ঘাটিত করেছে।

ঔরংজীব চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের এক অসামান্য সৃষ্টি। আপাতবিরোধী ভাববৃত্তির সমন্বয়ে চরিত্রটি জটিল হয়ে উঠেছে। সিংহাসনের জন্য যে কোনো প্রকার দুষ্কর্ম করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু প্রয়োজন হলে বা বেগতিক দেখলে মক্কা বা খোদার দোহাই দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এমন কি জাহানার তীব্র আক্রমণে যখন সমস্ত পরিবেশ ঔরংজীবের বিরুদ্ধে, তখনো তিনি বাক্‌চাতুর্য, উপস্থিতবুদ্ধি ও কপট অভিনয়ের দ্বারা এই সংকটময় পরিস্থিতি অতিক্রম করেছেন। ঔরংজীব রাজনৈতিক কূটকৌশলে সিদ্ধ, যে কোনো বিরুদ্ধ পরিবেশকে আয়ত্তে আনার জন্য বুদ্ধির তাঁর অভাব হত না। নাট্যকার ঔরংজীব চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সঞ্চার করেছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার সময় তাঁর চরিত্রদ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। পঞ্চমাঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে ঔরংজীবের পাপাচরণ প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ছবি আছে—"দারার ছিন্ন শির," "সুজার রক্তাক্ত দেহ" ও "মোরাদের কবন্ধ" ঔরংজীবের সামনে ছায়াছবির মত ভেসে উঠেছে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াধর্মী উত্তপ্ত চিন্তার আলোড়ন বিস্তৃতিতে ও গভীরতায় ট্রাজেডির নায়ক-সুলভ মর্যাদা পায়নি। এই দৃশ্যটি ম্যাকবেথের ছায়াছবি, বা ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাদর্শন কিংবা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মাদর্শন দৃশ্যের মত গভীরার্থদ্যোতক নয়।

সাজাহানের চার পুত্রের চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। দারা

অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হয়েছে। দারা পিতৃভক্ত সন্তান, সন্তানবৎসল পিতা ও পত্নী-প্রেমিক স্বামী। দর্শন-উপনিষদে তাঁর পাণ্ডিত্য থাকলেও জীবনযুদ্ধে তিনি তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুদৃশ্য বেদনার সঞ্চার করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু শোকাবহ ও করুণরসাত্মক হলেও ট্রাজিক হয়ে উঠতে পারেনি. তবে সেই করুণ সংবেদন সাজাহানের ট্রাজেডিকে বিশদ করায় সাহায্য করেছে। 'সাজাহান' নাটকে জাহানারার চরিত্রটি অগ্নিরেখায় অঙ্কিত। সাজাহানের অতিরিক্ত স্নেহদৌর্বল্যের পাশে জাহানারা যেন তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা একটি ভারসাম্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন : "পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহেরই অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও করতে হবে।" জাহানারাই সাজাহানের কর্তব্য-পরায়ণ সম্রাটসত্তাকে উদ্বোধিত করেছেন। বন্দী পিতার মুক্তির জন্য তিনি ঔরংজীবকে অনুনয় করেন নি, তিনি প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে শ্লেষতীক্ষ্ম বাক্যবাণে জর্জরিত করেছেন। জাহানারা বীরাঙ্গনা—প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক আছে কিন্তু এর জন্য তাঁর নারীসুলভ স্নেহমমতা বিন্দুমাত্র সংকুচিত হয় নি। রুগ্ন পিতার রোগশয্যায় তিনি কল্যাণময়ী মাতার মতই তাঁকে সেবা করেছেন, মাঝে মাঝে দুর্বলচিত্ত পিতাকে স্নেহশাসনও করেছেন।

'সাজাহান' নাটকের দিলদার আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। দিলদার প্রথমে ছিলেন মোরাদের বিদূষক। পরবর্তী কালে তিনি ঔরংজীবের সভাসদের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। নাটকের শেষদিকে দিলদার ঔরংজীবকে তাঁর প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী মির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ হাজী। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি 'পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে' জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজা বাদশাহের অপদার্থ সভাসদ, ভাঁড়জাতীয় চরিত্রের স্থূল রসিকতার দ্বারা হাস্যরসসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এই বিশেষত্ববর্জিত চরিত্রগুলিও যাত্রার বিদূষক শ্রেণীর চরিত্রেরই এক একটি উন্নত সংস্করণমাত্র। দিলদার চরিত্রটি এর একমাত্র ব্যতিক্রম।

দিলদারকে একটি 'সিরিয়ো-কমিক' চরিত্র বলা যায়। 'এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী' বিদূষকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। দিলদারের ব্যঙ্গের আড়ালে আছে এক গভীর সত্যদৃষ্টি। দিলদারের হাস্যরসাত্মক সংলাপের মধ্যে আছে বাক্‌চাতুর্য (wit), সুকঠিন শ্লেষবাক্য (pun) ও বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি (satire) স্থূল হাস্যরস ও অতিরঞ্জিত ভাঁড়ামি দিলদার চরিত্রে অনুপস্থিত। দিলদার তাঁর নানা উক্তির মধ্য দিয়ে নানাপ্রকার আভাসে ইঙ্গিতে তৎকালীন আবর্তসংকুল রাজনৈতিক জীবনেরই বিচিত্র ভাষ্য রচনা করেছেন। নির্বোধ মোরাদকে তিনি নানাভাবে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মূর্খ মোরাদ কোনোদিনই তা বুঝতে পারে নি। দিলদার বলেছেন : "আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্যপরিহাস করতে যাই, সে ব্যঙ্গের ধূম হয়ে ওঠে। মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে হাসে।" ঔরংজীবের সভাসদ হয়েও দিলদার ঔরংজীবকেও তীক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তি ও সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। দারার মৃত্যুদৃশ্যে দিলদারের ছদ্ম-আবরণ অপসারিত হয়েছে—এক মুহূর্তে 'এক করুণাকাতর মৃত্যুভয়হীন অনাসক্ত সন্ন্যাসীর মূর্তি' আত্মপ্রকাশ করেছে। পাপী ঔরংজীবের বিবেক জাগিয়ে দিয়েছেন দিলদার—বিদায়-মুহূর্তে ভারত-ঈশ্বর ঔরংজীবের ঐশ্বর্যকে পদাঘাত করতেও তাঁর বাধে নি। 'সাজাহান' নাটকের দিলদার বিদূষক, সভাসদ, অনাসক্ত দ্রষ্টা, ঔরংজীব চরিত্রের তীক্ষ্ম সমালোচক ও করুণাকাতর হৃদয়বান দার্শনিক। কোনো কোনো সমালোচক দিলদার চরিত্রের উপর 'কিং লিয়র' নাটকের 'ফুল্' চরিত্রের প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন। 'ফুল্' রাজা লীয়রকে তাঁর কন্যাদের সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন; ঔরংজীব সম্পর্কে মোরাদকে দিলদার সতর্ক করেছিলেন। স্বরূপত, দুটি চরিত্রের মধ্যে কোনো তুলনাই হতে পারে না। 'ফুল্' লিয়রের ট্রাজেডির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রাডলে বলেছেন : "Imagine the tragedy without him, and you hardly know it. To remove him would spoil its harmony, as the harmony of a picture would be spoiled if one of

সাজাহানের ট্রাজেডির সঙ্গে দিলদারের কোনো যোগ নেই। তাছাড়া, দিলদার চরিত্রটি ক্রমশ তার রহস্যময় দ্বৈতব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে—'কমিক' উপাদান ধীরে ধীরে শূন্যতায় মিলিয়ে গিয়ে একটি 'সিরিয়াস' চরিত্রেই পরিণত হয়েছে। এই চরিত্র রচনায় নাট্যকার বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

কবিতা ও গান

আর্যগাথা (১ম ভাগ) ৫ মার্চ, ১৮৮২ঃ আর্যগাথা (১ম ভাগ) দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

> বিলাত যাইবার পূর্বে 'আর্যদর্শন', 'নব্যভারত' ইত্যাদিতে লিখিতাম।...বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমার বিশেষ আসক্তি ছিল। আমার পিতা একজন সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি যখন ভৈ'রো, আশোয়ারি ইত্যাদির সুর ভাঁজিতেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতাম। শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। 'আর্যগাথা'-য় [১ম ভাগ, ইং ১৮৮২] প্রকাশিত নক্ষত্রবিষয়ক গীতটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি।...১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল "দেবঘরে সন্ধ্যা" নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা 'নবভারতে' [ইং ১৮৮৩] প্রকাশিত হয়।
>
> [নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭]

নিতান্ত অল্পবয়স থেকেই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ও গীতিকার-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল, এই গ্রন্থখানি তার প্রমাণ। 'আর্যগাথা'র ভূমিকায় কবি দুটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। 'আর্যগাথা'র সাংগীতিক মূল্য সম্পর্কে কবি বলেছেন :

> 'আর্যগাথা'র সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধেই প্রায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি গীতই সম্পূর্ণ শাস্ত্রতঃ সুরে গেয়। সঙ্গীত স্বরে, কবিতা ভাষায়, একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আমরা গাইবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিলিত করি। আমি যদি গীতগুলি প্রতি পাঠকের নিকট গাইয়া বেড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে গীতের সৌন্দর্য, অসৌন্দর্য স্বরের উপরই অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সেজন্য ইহাদের ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না। যাহা হউক, ইহার জন্য গীতগুলি গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।
>
> 'আর্যগাথা'র ভিন্ন ভিন্ন গীতে, মধ্যে মধ্যে বিরোধী ভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ থাকা কর্তব্য যে, 'আর্যগাথা' কাব্য নহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সমুদ্ভূত ভাবরাজি ভাষায় সংগ্রহ।

দ্বিতীয়ত, ভূমিকায় কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও নির্দেশ করেছেন :

> যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, 'আর্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সংকুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে।

'আর্যগাথা'-র গান ও কবিতাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (ক) প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা (প্রকৃতি-পূজা), (খ) ঈশ্বরবিষয়ক কবিতা (ঈশ্বর-স্তুতি), (গ) বেদনানুভূতির কবিতা ([illegible]) ও (ঘ) দেশপ্রেমমূলক কবিতা (আর্যবীণা)। "দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যে জীবন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, থাকা সম্ভব ছিল না—এ যেন একটি অস্পষ্ট নীহারিকার জগৎ। তাই 'নক্ষত্র', 'আকাশ', 'জ্যোৎস্নাস্নাত গগনে মেঘখণ্ড', 'মেঘ', 'কাননকুসুম' প্রভৃতি নিয়ে আপন মনের একটি কাব্যজগৎ গড়ে তুলেছেন। কবি তখনো মানবজগতের মধ্যে প্রবেশ করেন নি।

প্রকৃতির কবিতা হিসাবেও এদের কোনো স্বতন্ত্র রূপ নেই—একটি অস্পষ্ট ছায়া-গোধূলির রাজ্য—কবির অপরিস্ফুট মানসলোকের ও ছায়াময় অস্তিত্বের স্বপ্নসহচর মাত্র।"

'প্রকৃতি-পূজা' অংশের কোনো কোনো কবিতায় বিহারীলালের কাব্যের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি থাকলেও বিহারীলালের কবিতার ধ্যাননিবিষ্টতা ও নির্জন মনের স্বাক্ষর এখানে অনুপস্থিত। কবির অন্তরের বেদনা ও বিষণ্ণতা প্রকৃতির দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি সুগভীর আকর্ষণ কবিচিত্তের ভাব-ভূমিকে স্নেহ-প্রীতি, বেদনা ও ঐক্যানুভূতির বিচিত্র বর্ষণে অভিসিক্ত করেছে। 'বিষাদোচ্ছ্বাস' অংশটিতে কবিমনের বিষণ্ণতা আরো পরিস্ফুট হয়েছে। 'ঈশ্বরস্তোত্র' কবিতাগুচ্ছের কোনো আধ্যাত্মিক গভীরতা নেই, সুলভ নীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে। 'আর্যবীণা' অংশের সাঁইত্রিশটি গানে দেশপ্রেমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পরবর্তী কালে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকে ও দেশপ্রেমমূলক বিখ্যাত সংগীতগুলিতে তিনি যে আদর্শ-বাদের কথা বলেছেন, গানগুলি তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থেই পাশাপাশি দুটি মনের অস্পষ্ট ছায়া বিদ্যমান। একটি হল তাঁর বহির্মুখী গীতিধর্মী কবিচিত্ত, আর একটি হল তাঁর সামাজিক মন—যে মন দেশের অধঃপতনের কথা ভেবে বেদনাতুর হয়, যে মন জাতীয় জীবনের জড়ত্বকে পাঞ্চজন্য ধ্বনিতে উদ্বোধিত করতে চায়। অবশ্য প্রথম কাব্যে অনুভবের চেয়ে ভাবাতিরেকের প্রাবল্য অনেক বেশি। বিহারীলাল ও হেমচন্দ্র দুজনার প্রভাবই পাশাপাশি চলেছে, সমুদ্রসম্পর্কিত কবিতায় বায়রনেরও প্রভাব আছে, 'আর্যবীণা' অংশে মুরের 'আইরিশ মেলোডিজ'-এরও দু'একটি গানের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখনো তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র খুঁজে পান নি।...'আর্যগাথা' পূর্ণশক্তির কাব্য নয়, কাব্যকৌতূহল মাত্র...এর বেশি এ কাব্য আর কিছু দাবি করে না।
>
> **[দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, পৃ ১৩-১৪, রথীন্দ্রনাথ রায়]**

আর্য্যগাথা (২য় ভাগ) ২০ ফেব্রুআরি ১৮৯৩ : 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে দশ বছরেরও বেশি ব্যবধান। এই দশ বছরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। কবি ভূমিকায় লিখেছেন :

> দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আমি আর পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরস্থ-পরিদর্শক বিস্মিত বালক নাই।—
>
> আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল;
> উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো।
>
> মলয়ানিলসম্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।
>
> এই দশ বৎসর বঙ্গভাষাও কত অমূল্য রত্নে অলংকৃত হইয়াছে। যখন আর্যগাথা প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গভাষায় অধিক নূতন সংগীত গ্রন্থ ছিল না। তাই বুঝি সে আদর পাইয়াছিল। আজ দেশে গীতের ছড়াছড়ি। এই বিচিত্র উজ্জ্বল নাট্যমন্দিরে, শত প্রাণোন্মাদী গীতধ্বনির, শত কোমল বেণুবীণাঝংকারের ভিতর, আজ এই পুরাণ সুর কি কেহ শুনিতে চাহিবে?

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগে বেদনার চেয়ে বিলাস ছিল বেশি, সাধের চেয়ে সাধ্য ছিল অনেক কম। তখন কবি ছিলেন অনভিজ্ঞ, জগতের 'দূরস্থ-পরিদর্শক' মাত্র। কিন্তু দশ বছর পরে কবি ত্রিশ বছরের বিবাহিত যুবক। প্রকৃতির ছায়াচ্ছন্ন জগতে তিনি আর বিচরণ করেন না, তিনি মানব-লোকে প্রবেশ করেছেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্বতঃ-স্ফূর্ত ও অকৃত্রিম গীতিধর্মিতা। দ্বিজেন্দ্রলালের মানসলোকে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি ছিল, তাই বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের নিবিড় উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ কাব্যের মূল উৎস নারীপ্রেম—পত্নী সুরবালা দেবীই এই কাব্যের সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির কেন্দ্রস্বরূপিণী। 'আর্যগাথা'-র কয়েকটি কবিতায় গীতিধর্মিতার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এক তন্দ্রাতুর সুখালস্যময় অনুভব কবিতা ও গানগুলির উপরে এক সূক্ষ্ম সুরের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। কবির স্বপ্নবিহ্বল মনের এমন সুরধর্মী ও আত্মতন্ময় প্রকাশ তাঁর

পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যেও দুর্লভ। বিশ্বপ্রকৃতিও প্রেমের রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আবার প্রকৃতির প্রসাধন-বৈচিত্র্যে কবি তাঁর প্রেয়সীকে নূতন আভরণে সাজিয়ে তুলেছেন। "রক্তমাংসের *মানবী ও বাসনালক্ষ্মী—দুজনকেই কবি একই হৃদয়াবেগের দ্বারা আরতি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব সময় যেন 'সরুমোটা' দুটি তার এক হয়ে ওঠে নি।* রক্তমাংসের মানবীসত্তা যখন জ্যোতির্ময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছে, তখনি কবিমনের লিরিকপ্রবণতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু যেখানে গৃহিণী সুরবালার মানবীসত্তাই কবিদৃষ্টিতে বড় হয়ে উঠেছে, সেখানে কাব্যসৌন্দর্য খণ্ডিত হয়েছে। লিরিকের মৃদু-মূর্ছনাও অন্তর্হিত হয়েছে।"

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনায় (সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০১) রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর আলোচনায় প্রথমে 'বিশুদ্ধ কাব্য' ও 'বিশুদ্ধ সংগীত'-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন :

> বিশুদ্ধ কাব্য ও বিশুদ্ধ সংগীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাঁহারা কখনো কখনো একত্র মিলিয়া থাকেন। সংগীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সংকুচিত করিয়া লন, কাব্যে আপন বিচিত্র অলংকার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সংগীতও আপন তালসুরের উদ্দামলীলাভঙ্গকে সংবরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য করিয়া থাকেন।
>
> হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সংগীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে-একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি তাহা এ-দেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এ-দেশে সংগীতের অবতারণা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাব্যও সুর-সহকারে সর্বসাধারণের নিকট পঠিত হইত। বৈষ্ণব কবিদিগের গানগুলিও কাব্য—কেবল চারিদিকে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার জন্য সুরগুলি তাহাদের ডানাস্বরূপ হইয়াছিল। কবিরা যে কাব্য রচনা করিয়াছেন সুর তাহাই ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

'আর্যগাথা'-র রচনাগুলিকে লেখক দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : "ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুরতালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলি সাহিত্য সমালোচনার অধিকারবহির্ভূত। আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ —যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে।" রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রকাব্য থেকে উদ্ধৃতি-সহযোগে তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করেছেন। যে সমস্ত কবিতায় গীতিরসের আস্বাদন ব্যাহত হয়েছে, সেখানে কাব্যরীতি ও ভাষা অনেক সময় অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। "যে সমস্ত কবিতায় প্রচলিত ছন্দোবিধি ও মসৃণ সুকুমার বাণীভঙ্গিকে কবিতার ভাষায় পরিণত করা হয়েছে সেখানে গীতিধর্মের ললিত লীলাস্পন্দন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা ঘটে নি— সেখানে অল্প-বিস্তর সংকেত-ব্যঞ্জনাও আছে। কিন্তু যেখানে কবিতার মধ্যে গদ্যাত্মক কাব্যরীতি, সংলাপাত্মক ভঙ্গি ও যুক্তির ভাষা এসে পড়েছে, সেখানে কবিতার স্বচ্ছন্দ লিরিকপ্রবাহ উপল-বন্ধুর কাব্যভূমিতে নানাভাবে প্রতিহত হয়ে একটি তীক্ষ্ণাগ্র তির্যকরূপ লাভ করেছে।" কিন্তু বিশুদ্ধ লিরিক হিসাবে 'আর্যগাথা'র কয়েকটি কবিতার কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য।

'আর্যগাথা' কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি গীতিধর্মী হলেও কখনো কখনো যুক্তিপ্রধান গদ্যাত্মক ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তিকে আর এক পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবু বিশুদ্ধ লিরিক ও প্রেমগাথা হিসাবে বিচার করলে 'আর্যগাথা'র শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য। এই কাব্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যাদের দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমগীতিকা বলা যায়। উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ, চিরন্তন প্রেমরহস্যের গভীর উপলব্ধি এই প্রণয়সংগীতগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে এর অনেকগুলি গান তিনি নাটকে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একটি বিখ্যাত গানে :

> আয়রে বসন্ত তোর ও
> কিরণ-মাখা পাখা তুলে।

নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির
গানের পাতা গানের ফুলে।

শুধু পূর্বরাগের হৃদয়োচ্ছ্বাসই নয়, অতীত প্রেমের স্মৃতি ও বেদনানুভূতিও প্রকাশিত হয়েছে :

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে;
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা
আবার জাগিছে প্রাণে।

যৌবন-বেদনার লীলারূপই নয়, প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধিও এই কাব্যের প্রেমগীতিতে ঝংকৃত হয়েছে :

তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।

নিবিড় মিলনের মধ্যেও সুগভীর বিরহের অনুভূতি জেগে থাকে। এ যেন বৈষ্ণব কবি বর্ণিত সেই 'দুহুঁ কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' কবিতাটির শেষাংশে কবি ব্যক্তিহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে এক অসীম ও শাশ্বত প্রেমের ব্যঞ্জনার সঙ্গে মিশিয়ে বিশ্বব্যাপক করে তুলেছেন।

'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যের প্রথমাংশে (কুহু) যেমন মৌলিক কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে, তেমনি এই কাব্যের দ্বিতীয়াংশে (পিউ) কবি কয়েকটি "অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজি স্কচ ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ" করেছেন। বিলাতপ্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতি গানের চর্চা করেছিলেন। বিদেশী গানের অনুবাদেও দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার মৌলিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। কাহিনীমূলক গাথা, কবিতা, প্রেম ও লৌকিক জীবনাশ্রয়ী কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা প্রভৃতি বিচিত্রবিষয়ক কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। গ্রাম্য গাথাগুলিতে স্থানিক ও আঞ্চলিক পরিবেশ পরিবর্তন করে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সহজ কাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে। *Auld Robin Gray, We're a Noddins, Caller Herring, Won't you buy my pretty flowers', Erin ob Erin* প্রভৃতি গানের অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য অনুবাদগুলির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই একথা বলা যায় না। *Under the green wood tree*-র মত সুবিখ্যাত গানের অনুবাদে আড়ষ্টতা আছে—গানটির অন্তর্নিহিত লিরিসিজম্ তাই পরিস্ফুট হতে পারে নি। *Home, Sweet Home*-ও খুব রসোত্তীর্ণ অনুবাদ নয়, আড়ষ্টতা আছে। *Rule Britannia*-ও খুব ভালো অনূদিত হয়নি—প্রকাশরীতির মধ্যেও গদ্যাত্মক ভঙ্গি প্রবল হয়ে উঠেছে। এই অনুবাদ-সংগীতগুলির ভাষা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি। তবে একথা ঠিক যে অনুবাদ সংগীতগুলির মধ্যে অনুবাদক ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় পাওয়া যায়।

আষাঢ়ে (ডিসেম্বর ১৮৯৯) : 'আষাঢ়ে' দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কাব্য হলেও একে আকস্মিক বলা যায় না। গীতিধর্মিতার অন্তরালে দ্বিজেন্দ্রমানসে যে শৈলবন্ধুর কংকরময় একটি অংশ ছিল, 'আর্যগাথা'র মাঝে মাঝে তার উগ্র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে—সেখানে গান নেই, আছে সংলাপাত্মক গদ্য, আছে যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণী ভাষা। 'আষাঢ়ে" কাব্য সম্পর্কে আর একটি কথাও মনে রাখার প্রয়োজন। 'আষাঢ়ে' প্রকাশের আগে 'হাসির গান'-এর কয়েকটি গানও লেখা হয়েছিল। সেই গানগুলি অবলম্বন করে 'আষাঢ়ে' প্রকাশের আগেই তিনি দুখানি প্রহসন লিখেছিলেন—'কল্কি-অবতার' (১৮৯৫) ও 'বিরহ' (১৮৯৭)। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের মানসলোক বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিল। 'আষাঢ়ে' কাব্যকে তাই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার পক্ষে আকস্মিক বলা যায় না।

'আষাঢ়ে' কাব্যের বিষয়বস্তু ও কাব্যরীতির সংকেত এর 'ভূমিকা'র মধ্যেই নিহিত আছে :

> "আষাঢ়ে"র গল্পগুলি প্রায় সবই ইতিপূর্বে সাধনা, সাহিত্য ও প্রদীপে বাহির হইয়াছিল। অদ্য সেই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি একত্রে প্রকাশিত হইল।
>
> এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু, যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?

'আষাঢ়ে'-র গল্পগুলি একজাতীয় নয়; এদের মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় আছে। 'কেরাণী' কবিতায় চাকুরিজীবনের বিড়ম্বনা ও রূক্ষ বাস্তবের ছবি এঁকেছেন। এই ছন্দোহীন রোমান্স-বর্জিত জীবনের প্রতিটি অসংগতি হাস্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। 'অদলবদল' কবিতার কৌতুকরস সৃষ্টি হয়েছে ঘটনাসংস্থানের কৌতুককর অসংগতি থেকে। 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' গল্পটিতে নববিবাহিত হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রার কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাস পড়ে হরিনাথের মনে যে রোমান্স-রসের উদ্রেক হয়েছিল, তা বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হয়েছে। দাড়ির কাহিনী যুক্ত করে কবি এই কাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা' কবিতাটির মূল রসকেন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত। গল্পটির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের কোনো গভীর সংযোগ নেই। বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে এর মূল্য থাকলেও ব্যঙ্গগল্পের সংহত রূপের অভাব আছে। 'কর্ণবিমর্দন কাহিনী' দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে বিষয়ের অসঙ্গতি হাস্যরসকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আষাঢ়ে' কাব্যটির মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুকরস ছাড়া সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও আছে। 'শ্রীহরি গোস্বামী', 'বাঙ্গালী মহিমা', 'ভট্টপল্লীতে সভা', 'নসীরাম পালের বক্তৃতা', 'কলিযুগ', 'শুকদেব' প্রভৃতি কবিতার মূলরস স্যাটায়ার। 'ডেপুটি-কাহিনী' ও 'বাঙ্গালী মহিমা'তেও বিদ্রূপ আছে, কিন্তু বিদ্রূপের চেয়ে সেখানে কৌতুকই বড় হয়ে উঠেছে।

এই কাব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি ইংরেজি ব্যঙ্গকাব্যের কাছে ঋণস্বীকার করেছেনঃ "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends-এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি।" [আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ, নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭]। রেভারেণ্ড রিচার্ড হ্যারিস বারহাম (১৭৮৮-১৮৪৫) রচিত 'ইনগোল্ডসবি লিজেণ্ডস্' ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৮৪০) ইংরেজি সাহিত্যের ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু 'আষাঢ়ে'-র সঙ্গে ইংরেজি কাব্যখানির কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু দুটি বিষয়ে ইনগোল্ডসবির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মিল আছে। ইনগোল্ডসবি সামাজিক অসঙ্গতি দূর করতে চেয়েছিলেন—তবে অন্যভাবে—

> Had they come from other hands, some of the *Legends* might more easily have incurred the charge of irreverence; but *Ingoldsby* is the work of a dignified, respected and christian-heart clergyman, whose only concern at the end of his life was that his purpose should be recognised for what it was—an honest endeavour to combat error and imposture in an age of scientific doubt and unrest.
>
> [The Ingoldsby Legends. Edited by John Tanfield and Guy Boas. Introduction, Page X]

ইনগোল্ডসবি প্রসিদ্ধ গাথা ও কাহিনীকে লঘুভঙ্গিতে বলেছেন। ইনগোল্ডসবির moral-এর অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কোনো কোনো কবিতার শেষে মর্মার্থ যোগ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার টেক্‌নিক্ সর্বত্র সমানভাবে সার্থক না হলেও তার 'শোষণশক্তি'র অসামান্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ থেকে চলতি ভাষা,

আঞ্চলিক ভাষা, এমন কি 'স্ল্যাং' পর্যন্ত কবি ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া ইংরেজি, হিন্দী, আরবি-ফারসি, সংস্কৃত নানাজাতীয় শব্দের বিচিত্র মিশ্রণে তিনি এই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন, ছন্দের ছাঁচের মধ্যে ঢেলে সবগুলিকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়েও তিনি ইনগোল্‌সবিরও অনুসরণ করেছেন। বারহামের কাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> With Barham the fantastic rhyming is part of his facile versification. True, he generally used a loose metre, designed for portmanteau purpose: but even so, his verses has an ostrich stomach. Legal jargon, current slang, quotations in four or five languages, and untractable proper names, all drop into his scurrying pace. Occasionally he soleves the problem by splitting a word at the end of the line.
> [The Ingoldsby Legends: Edited by John Tanfield and Guy Boas, Introduction. Pp. XIII—XIV]

বলাবাহুল্য এর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই 'আষাঢ়ে' কাব্যের কাব্যরীতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' কাব্য প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের এক সমালোচনা লেখেন (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫) এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি যে আলোকপাত করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা, আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়, তাহার পর পরিণতি সহকারে পুরাতন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়া আপন মর্মগত নূতনত্বকে বহিঃস্থিত পুরাতনের উপর দ্বিগুণতর উজ্জ্বল আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। "আষাঢ়ে"র গ্রন্থকর্তা যতগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, সকলের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে কবিতাগুলি তিনি ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নূতনত্বের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস কবিও তাঁহার অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে হাস্যলোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।

প্রবন্ধটির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> তাছাড়া সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে "আষাঢ়ে" রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে সকল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।

হাসির গান (১৮ জুলাই ১৯০০) : 'হাসির গান' পুস্তকাকারে পরবর্তী কালে প্রকাশিত হলেও এর অনেকগুলি 'আষাঢ়ে' প্রকাশের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। 'হাসির গান'-এর জনপ্রিয়তা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন :

> বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐসকল গান আমার স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।

'আষাঢ়ে'র হাস্যরস অপেক্ষা এই গ্রন্থের হাস্যরস পরিণত ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই দুই হাস্যরসাত্মক কাব্যের তুলনা করলে বলা চলে—

> 'আষাঢ়ে' বিদ্রূপ-কৌতুকের প্রথম জলোচ্ছ্বাস—প্রথম বর্ষার আকস্মিক যৌবন-সঞ্চারের একটি প্রগল্‌ভ ও দুর্বিনীত আবেগ, তাই অসম পদক্ষেপের স্খলনচিহ্নও সেখানে অনুপস্থিত নয়। 'হাসির গান' কবির বিভিন্ন বয়সের সংগীত-সংকলন—বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রসবৈচিত্র্যে রচয়িতার অনন্যসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। 'হাসির গান'-এর কোনো কোনো রচনায় যৌবনের

> উচ্ছলতার সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের স্থিরদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। তাই 'হাসির গান' হাসির গান হয়েও যেন আরো-কিছু—হাসি ও অশ্রু যেন এক এক সময় সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়।
>
> [দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ১২১]

'তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য সংবাদ', 'রাম-বনবাস', 'দুর্বাসা', 'কালোরূপ', 'কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ' প্রভৃতি গানে দ্বিজেন্দ্রলাল সুকৌশলে কালগত অসংগতি সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাস-পুরাণ সম্পর্কে যাঁর স্বল্পতম জ্ঞানও তিনিও পড়তে পড়তে হাস্যকর অসংগতির সঙ্গে বহুবার ধাক্কা খাবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল উৎকট-মধুর, লঘু-গুরু, সম্ভব-অসম্ভব, আপাত-বিপরীত রসগুলিকে একই পাত্রে পরিবেশন করেছেন।

কতকগুলি গানে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অসংগতিকে কশাঘাত করা হয়েছে। 'Reformed Hindoos,' 'বিলাতফের্তা,' 'চম্পটির দল,' 'নতুন কিছু করো,' 'নবকুলকামিনী,' 'বদলে গেল মতটা' প্রভৃতি কবিতায় ও গানে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সমকালীন দেশকালের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসেন তখন বাঙ্গালায় ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল।...'ন্যাকামি'র প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের humour বা ব্যঙ্গের এদেশে আমদানি করিয়া, দেশীয় শ্লেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া বিলাতী ঢঙের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিল।
>
> [সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০]

বিলাত ফেরত সমাজের অসংগতির ছবিগুলি কবি ইংরেজি-বাংলার খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করে সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। সামাজিক 'উলট-পুরাণ' সম্পর্কে চমৎকার একটি মন্তব্য—"বিলাত-ফের্তা টানছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্যি।" একটি উপমার বিদ্যুচ্চমকে বৃদ্ধ ভণ্ড ধর্ম-ধ্বজীর মনের গোপন অন্তঃপুর আলোকিত হয়েছে—"ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসেছেন আহ্নিকে।" 'নবকুলকামিনী'দের আচরণগত অসংগতিও ব্যঙ্গকবির তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ফুটে উঠেছে। 'ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম'—এই মন্ত্র যারা সার করেছে, তাদের নিবীর্যতাকে তিনি করেছেন নির্মম পরিহাস! ধর্মধ্বজী ভণ্ডদের যখন তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন—"আর মুরগী খাইনা, কেন না পাই না, হয় যদি বিনা খরচেই"—তখন স্পষ্টবাদী কবির এই শ্লেষোক্তিতে হাস্যবেগ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। শৌখীন ও বাকসর্বস্ব দেশসেবক, ধর্মধ্বজী ভণ্ড, ফাঁকিবাজ, ধাপ্পাবাজ, উৎকট ভাবপ্রবণ, প্রাচীন পন্থী ও নবীন পন্থী, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। আত্মম্ভরি কবি (কবি), অলস কর্মহীন অপদার্থ (কি করি), ধর্মের মুখোশপরা প্রতারক (গীতা) প্রভৃতি সম্প্রদায়কে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি মলিয়েরের নাটক ও প্রহসনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গভীরভাবের অনেক বিখ্যাত গান ও কবিতা অবলম্বন করে তিনি প্যারডি রচনা করেছেন। 'হাসির গান'-এর 'এস এস বঁধু এস' কবিতাটি একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি। 'আমরা ও তোমরা' ও 'তোমরা ও আমরা' কবিতা দু'টি রবীন্দ্রনাথের 'তোমরা ও আমরা' (সোনার তরী) কবিতার সার্থক প্যারডি।

কতকগুলি হাসির গান প্রেম, পরিণয় ও নরনারীর রোমান্সকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে। প্রেমসম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণা ও ভাবপ্রবণতাকে নিয়ে তিনি রঙ্গ ও ব্যঙ্গ দুই-ই করেছেন। প্রেমের তথাকথিত রঙীন আবরণ ভেদ করে তিনি এক গদ্যাত্মক বাস্তব অসংগতিও নিজে দেখিয়েছেন। বিয়ের পর যাকে উর্বশীর মত মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে মোহপাশ ছিন্ন হওয়ার

ফলে কিভাবে রোমান্সের স্বর্গলোক থেকে পতন হল তারও কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন কবি :

> দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে আরো পরিচয়,
> উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়;
> বরং শেষে মাথার রতন লেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
> বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হতে হল পতন—
> রচেছিলাম যাহারে
> ভাবলাম বাহা বাহারে।

কিন্তু নির্মম ব্যঙ্গবিদ্রূপই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মূলসুর নয়, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে একটি সহানুভূতিপ্রবণ আবেগময় কবিচিত্ত ছিল। তাঁর হাস্যরস সূক্ষ্ম [illegible] উপরে নির্ভরশীল নয়, তাঁর হাসি স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সশব্দ। জীবনের সত্য, নিষ্ঠুরতম করুণতম সত্য, তাঁর হাসির মধ্যে যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন তারই আলোকে আমাদের মুখচ্ছবির বিবর্ণতা ধরা পড়ে, তখন হাসতে গিয়ে নিজেরই হাসির শব্দে অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। 'জগৎ', 'পৃথিবী,' 'সংসার' প্রভৃতি কবিতায় ব্যঙ্গরস বা হাস্যরসের ছদ্ম-আবরণের মধ্য দিয়ে কবির জগৎ ও জীবনের কতকগুলি সত্যানুভূতির অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। 'যেমনটি চাই তেমন হয় না' —জীবনে এর চেয়ে সত্য আর কি আছে? দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের বহু উপকরণই স্থূল, কিন্তু সেই দৈনন্দিন জীবনের স্থূল উপকরণগুলিকেই তিনি উন্নত শিল্পমর্যাদা দিয়েছেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। 'হাসির গান' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই ক্লাসিক গ্রন্থটি সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> ...ভণ্ডামি ও বোকামির পিছনে রহিয়াছে চিরন্তন মানবাত্মা, সে আত্মা শিশুর মত অসহায় ও সরল, একটু কৃত্রিম বা খাঁটি আনন্দ, সৌন্দর্য, উল্লাস দিয়া খেলাঘর সাজাইতে সর্বদাই ব্যস্ত। এই খেলাঘর বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া যাইতেছে, সেইজন্য মানুষের চিরন্তন ক্রন্দন। এই ক্রন্দনের রোল 'হাসির গানে'র প্রতি মূর্ছনায় ও ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে।
> [দ্বিজেন্দ্র[illegible] হাসির গান : অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য']

গদ্য রচনা

ভূমিকা: সুরকার, কবি ও নাট্যকার হিসাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কিন্তু কবিতা, গান ও নাটক ছাড়াও তিনি পত্রসাহিত্য, রসরচনা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। কবিতা, গান ও নাটকের তুলনায় বিচিত্র শ্রেণীর গদ্যরচনাবলী পরিধিতে ও সাহিত্যিক মূল্য-বিচারে অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানস ও দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য বিচারের পক্ষে এই জাতীয় রচনার মূল্য নিতান্ত কম নয়।

একঘরে (২ জানুয়ারি, ১৮৮৯): বিলাতযাত্রা ও বিবাহ অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলালকে যে সামাজিক প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছিল, তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এই নক্‌শাখানি রচনা করেছিলেন। তিনি প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। এই রচনায় তাঁর ক্ষুব্ধ অভিমান সমস্ত সংযমের বাঁধ অতিক্রম করেছিল। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' (ভাদ্র ১২৯৭) পত্রিকায় পুস্তিকাটি প্রশংসিত হয়েছিস :

> পূর্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দু সমাজকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, বইখানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল ভাঙিল। ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু তাহা অসঙ্গত অমূলক শ্লেষবাক্য নহে। বইখানি পড়িলে মনে হয় হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্মপীড়িত হইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা গালি দেওয়া নহে, তাঁহার ইচ্ছা সমাজের চক্ষুদান। তবে বইখানিতে বেশ একটু খাঁটি হাস্যরস আছে

এবং কলমের জোরও বেশ একটু দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন।

কালিদাস ও ভবভূতি (১০ আগস্ট, ১৯১৫): 'কালিদাস ও ভবভূতি' ১৩১৭-১৮ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখকের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় এই গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ বলেছেন :

> ...স্বর্গীয় পিতৃদেব মাসিক পত্র—'সাহিত্যে' "কালিদাস ও ভবভূতি"—অর্থাৎ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' ও 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনা বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমালোচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল এবং সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন বারে প্রকাশিত স্বতন্ত্র অংশগুলি তিনি একত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

'কালিদাস ও ভবভূতি' দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত মানসের রচনা। এই দুই কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাঁর এই প্রাসঙ্গিক আলোচনা-গুলিও মনস্বিতার পরিচয় দেয়। কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত সাহিত্যের যুগলরত্ন। স্বভাবতই এই দুই কবির প্রতিভা সমালোচকদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে অনেকেই নানাদিক থেকে এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমালোচনার চেয়ে বিস্তৃততর ও পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থে তিনি কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তরচরিত অবলম্বন করে উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আখ্যায়িকা-বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, নাটকত্ব, কাব্যসৌন্দর্য, রসবৈচিত্র্য, ভাষা-ছন্দ-অলংকার অতিপ্রাকৃত সন্নিবেশ প্রভৃতি নানাদিক থেকে তিনি নাটক দুটির বিচার করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক আখ্যায়িকা বিশ্লেষণ করেছেন। সমালোচকের মতে গান্ধর্ববিবাহ, অভিজ্ঞান ও দুর্বাশার অভিশাপবৃত্তান্তের দ্বারা কালিদাস দুষ্মন্তকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। ভবভূতিও সীতানির্বাসন ও শূদ্রকহত্যাব্যাপারে রামচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব দোষ-মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সীতানির্বাসন ব্যাপারে প্রজানুরঞ্জনরূপ কর্তব্যকেই দায়ী করা হয়েছে। ভবভূতির রামচন্দ্র কৃপা করে তরবারির দ্বারা শূদ্রককে শাপমুক্ত করেছেন। সমালোচকের মতে এর প্রধান কারণ হল, অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলা। তিনি এখানে শেক্সপীয়রের নায়ক চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এ কথাও ভেবে দেখতে হবে যে, ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য ঠিক একবস্তু নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল শকুন্তলার মিলনান্ত পরিণতি সমর্থন করলেও উত্তরচরিতের রাম ও সীতার মিলনকে সমর্থন করতে পারেন নি।

কালিদাস ও ভবভূতি গ্রন্থের 'নাটকত্ব' অংশটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই অংশে দ্বিজেন্দ্রলাল সংক্ষেপে নাট্যতত্ত্বের কতকগুলি মূলসূত্র আলোচনা করেছেন। ঘটনার ঐক্য, ঘটনার সার্থকতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কবিত্ব, চরিত্রচিত্রণ, স্বাভাবিকতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে ঘটনার ঐক্য, চরিত্রসৃষ্টি ও অন্তর্বিরোধ চিত্রণে শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত নাটক বিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্য নাট্যবিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু দুষ্মন্ত চরিত্র বিচারে যে অন্তর্বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন, তা পাশ্চাত্ত্য নাট্যসূত্রানুযায়ী প্রথম শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কালিদাস ও ভবভূতির নারীসৌন্দর্য বর্ণনার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সূক্ষ্মরসবোধ ও পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—"কালিদাসের রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিন্তু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপবর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতিঃ।" হাস্যরসের রীতিনীতি সম্পর্কেও দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। হাস্যরসের মধ্যে তিনি প্রধানত তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন—ব্যঙ্গ, পরিহাস ও হিউমার।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কালিদাস ও ভবভূতি' একটি মূল্যবান সংযোজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার যে নূতন-ধারা, নূতন বিচারপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা গ্রন্থটি তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ ১৩১৪) প্রকাশের পর থেকে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কবিকৃত বিচার ও ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্যপথ। গ্রন্থটির শেষদিকে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১২৮৮) ও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা সম্পর্কিত আলোচনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন :

> আমার শিক্ষা, বুদ্ধি ও ধারণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি। কেহ বা বলিয়াছেন, এই নাটকে দেখান হইয়াছে, প্রেমে কাম মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, তপস্যা তাহা সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুইখানি নাটকের শতপৃষ্ঠা-ব্যাপিনী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন।...আমি এইরূপ কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি, এবং আংশিক সাদৃশ্যকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও ব্যাখ্যা বিবেচনা করি না।

[সংসদ সং, পৃ ৬৮৮]

দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পীমানসের মধ্যে একটি প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি যুক্তিনিষ্ঠ মন ছিল, তিনি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ করতে চান নি। দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণ প্রধান—সেখানে বস্তুবিশ্লেষণই প্রাধান্য লাভ করেছে, লেখকের 'মনের মাধুরী' প্রধান হয়ে ওঠে নি। যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও মৌলিক চিন্তার সুস্পষ্টতায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনা গ্রন্থটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী: বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু কিছু রচনা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলি কোনো গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ডের মধ্যে এরূপ আটটি রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরচিত জীবনী 'জন্মভূমি' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩০৪) প্রকাশিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে দ্বিজেন্দ্রজীবনের দু'একটি মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' (নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭) প্রবন্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের প্রচুর তথ্যে সমৃদ্ধ। 'অভিনেতার কর্তব্য' (নাট্যমন্দির, ভাদ্র, ১৩১৭) প্রবন্ধে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনয়-সম্পর্কিত নির্দেশনা মূল্যবান। 'কাব্যেনীতি' (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য। এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সংগীত থেকে উদাহরণ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ করেন। এই প্রবন্ধকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। প্রিয়নাথ সেনের 'চিত্রাঙ্গদা' (সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৬), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'কাব্যে সমালোচনা' (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৬), ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৬) এই বাদ-প্রতিবাদকে মুখরোচক করে তুলেছিল।

চৈত্র ১৩৫৭

রথীন্দ্রনাথ রায়

পাষাণী

পুরুষ-চরিত্র

মহর্ষি গোতম। রাজর্ষি জনক। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। মহারাজ দশরথ। শতানন্দ (গোতমের পুত্র)। চিরঞ্জীব (গোতমের শিষ্য)। ইন্দ্র। মদন। শ্রীরাম। শ্রীলক্ষ্মণ। বশিষ্ঠ। বসন্ত। অন্যান্য দেবতাগণ, তাপস বালকগণ, যোগিগণ, পুরবাসিগণ, পুরোহিতগণ, ভৃত্য, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

অহল্যা দেবী (গোতমের স্ত্রী)। শচী (ইন্দ্রের স্ত্রী)। রতি (মদনের স্ত্রী)। মাধুরী (গোতমের শিষ্যা ও চিরঞ্জীবের স্ত্রী)। অন্যান্য দেবীগণ, তাপস বালিকাগণ ও পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ কক্ষ। কাল—প্রভাত।
জনক ও বিশ্বামিত্র কক্ষ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন

বিশ্বামিত্র। রাজর্ষি জনক! এই ব্রাহ্মণত্ব? এত
করে দর্প বিপ্র জাতি এই সম্পদের?
হেলায়, ইঙ্গিতে, আমি তুচ্ছ তপস্যায়
লভিয়াছি তাহা; সম হেলায় তাহারে
বিনা ক্ষোভে অনায়াসে পথের কর্দ্দমে
ছুড়ে ফেলে দিতে পারি।

জনক। বিশ্বামিত্র ঋষি
করিও না অহঙ্কার! লভিয়াছ যদি
ব্রাহ্মণত্ব তুমি, তাহা বিপ্রের বিনয়ে
আপনার গুণে নহে! জানিও তথাপি,—
যদিও ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার আসন
ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে।

বিশ্বামিত্র। প্রমাণ?

জনক। "প্রমাণ?"
যাও ঋষি এক দিন গোতম-আশ্রমে
নদীর অপর পারে; পাইবে প্রমাণ!

বিশ্বামিত্র। মহর্ষি গোতম? পত্নী অহল্যা যাঁহার
অনিন্দ্যসুন্দরী! গৃহী তাঁহার আসন
আমার উপরে?

জনক। বহু উর্দ্ধে বন্ধুবর!
দেখিও চাক্ষুষ।

বিশ্বামিত্র। সত্য? উত্তম! দেখিব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—তপোবনাভ্যন্তরস্থ বন্য-বীথী। কাল—প্রভাত।
পরিব্রজমান তাপস বালকবালিকাগণ

তাপস বালকবালিকাদিগের গীত

বনের তাপস মোরা থাকি বন ভবনে,
কান্তারে, প্রান্তরে, শ্যামপুষ্পিত উপবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি',
জাগায় মোদের ঢালি' স্বরসুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর ছায় বোসে থাকি, চাহিয়া,
দেখি নদী বহে' যায় কুলুরবে গাহিয়া;
সায়াহ্নে প্রকৃতি আসি, অধরে মধুর হাসি',
শুনান অমর গীত মৃদুমন্দ পবনে।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। এখানে কে আছিস্?

তাপস বালকবালিকাগণ। এই যে আমরা।

চিরঞ্জীব। হুঃ, তোরা ত ভারি লোক! যাঃ—

তাপস বালকবালিকাগণ যাইতে উদ্যত

চিরঞ্জীব। আচ্ছা দাঁড়া, তোদের দিয়েই হবে। আরে শোন্ শোন্।

তাপস বালকবালিকাগণ। কি?

চিরঞ্জীব। ওরে কি করি বল্‌তে পারিস্? একটা বড় ধোঁকায় পড়িছি।

১ম তাপস বালক। কি ধোঁকা মহাশয়?

চিরঞ্জীব। ধোঁকাটা হচ্ছে এই যে, ধপাস্ কোরে পড়ে, কি পোড়ে ধপাস্ করে?

২য় তাপস বালক। এ ত ভারি ধোঁকার কথা বটে।

৩য় তাপস বালক। তা মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন?

চিরঞ্জীব। করেছিলাম।

৩য় তাপস বালক। মহর্ষি কি বলেন?

চিরঞ্জীব। মহর্ষি কিছুই বলেন না।

২য় তাপস বালক। আর আপনি?

চিরঞ্জীব। আমারো ঐ মত।

৪র্থ তাপস বালক। তবে আর মীমাংসা হবে কি কোরে?

চিরঞ্জীব। ঐ ত গোল। দর্শন শাস্ত্রের কোন ব্যাপারেই মীমাংসা হয় না। ওরে তোরা একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনবি?

তাপস বালকগণ। শুনি।

চিরঞ্জীবের গীত

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিণ।
দিনের পরে রাত্তির আসে, রেতের পরে দিন॥
গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম শীতকালেতে ঠাণ্ডা;
একের পিঠে দুইয়ে বারো, দুই আর একে তিন।
শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া আর গরু ডাকে হাম্বা,
হাতির উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন।

২য় তাপস বালক। বাঃ এ ত ভারি দর্শন-শাস্ত্র দেখ্‌ছি!

চিরঞ্জীব। কেমন! কথাগুলো ঠিক কি না।

তাপস বালকগণ। খুব ঠিক, খুব ঠিক।

চিরঞ্জীব। আমি ভেবে ভেবে বের করেছি।

২য় তাপস বালক। বলেন কি ম'শয়?

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র [চিরঞ্জীবকে] এই কি মহর্ষি গৌতমের তপোবন?

চিরঞ্জীব। [বিশ্বামিত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া।] কি রকম বোধ হয়?

বিশ্বামিত্র। ঐটি কি মহর্ষির আশ্রম?

চিরঞ্জীব। নয় ত কি ওটা তাড়ির দোকান বোলে বোধ হচ্ছে?

বিশ্বামিত্র। একটু সোজা ভাষায় উত্তর দিলেই বা।

চিরঞ্জীব। নাই বা দিলাম।

বিশ্বামিত্র। মহর্ষি কোথায়?

চিরঞ্জীব। কেন সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি বাপু।

বিশ্বামিত্র। প্রয়োজন আছে, তিনি এখন আশ্রমে আছেন কি?

চিরঞ্জীব। না, তিনি বাঘ শীকার কর্ত্তে বেরিয়েছেন।

বিশ্বামিত্র। তুমি ত ভারি মুখর! কে তুমি?

চিরঞ্জীব। তুমিই বা কে?

বিশ্বামিত্র। আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

চিরঞ্জীব। আমি—অর্শী চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

বিশ্বামিত্র। অর্শী কি রকম?

চিরঞ্জীব। এই অর্শ হয়েছে। তার বেশী এখনো হয় নি। কিন্তু অর্শটা যেরূপ অধিক মাত্রায় দাঁড়িয়েছে, তাতে মহর্ষি হবার বড় বিলম্ব নাই।

বিশ্বামিত্র। কি? আমার সংগে পরিহাস?

চিরঞ্জীব। নাঃ, পরিহাস কর্ব্বার সম্পর্কটা এখনো হয় নি।

বিশ্বামিত্র। দেখো! আমাকে দেখ্‌ছো?

চিরঞ্জীব। তা দেখ্‌ছি বৈ কি।

বিশ্বামিত্র। কি রকম দেখ্‌ছো?

চিরঞ্জীব। একবারে নবকার্ত্তিকটি! শরীরটি বর্ত্তুলাকার! মস্তকটি লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশী! মুখের রং দাড়ির সংগে টক্কর দিয়ে চলেছে।

বিশ্বামিত্র। দেখো! আমার মনে ক্রমে ক্রোধের উদয় হচ্ছে!

চিরঞ্জীব। তা নিজের ঐ রকম কেচ্ছা শুনে, ক্রোধের উদয় না হোয়ে কি প্রেমের উদয় হবে?

বিশ্বামিত্র। অভিশাপ দিয়ে তোমাকে ভস্ম কোরে দেবো না কি?

চিরঞ্জীব। মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তোমাকে তুলো ধুনে দেবো না কি?

বিশ্বামিত্র। নাঃ, ভস্ম কোরেই দিতে হোল দেখ্‌ছি। হর হর হর হর হর।

পরিক্রমণ

চিরঞ্জীব। রাম রাম রাম রাম রাম

বিপরীত দিকে পরিক্রমণ

বিশ্বামিত্র। রাম নাম কচ্ছিস্ যে?

চিরঞ্জীব। রাম নাম কল্লে, শুনিছি ভূতের ভয় থাকে না।

বিশ্বামিত্র। আমি কি ভূত নামাচ্ছি?

চিরঞ্জীব। নয় ত কি বিয়ের মন্ত্র পড়ছিস্?

বিশ্বামিত্র। তুই অতি অর্ব্বাচীন। যাঃ

গলে ধাক্কা দিলেন

চিরঞ্জীব। বটে! তবে আয় না দেখি।

বিশ্বামিত্রকে প্রহার আরম্ভ

গৌতমের প্রবেশ

গৌতম। এ কি চিরঞ্জীব? এ কি?

চিরঞ্জীব। [অপ্রস্তুত ভাবে] অ্যাঁ এই মহর্ষির সঙ্গে একটু কুস্তি কচ্ছিলাম।

গৌতম। [বিশ্বামিত্রকে] আপনি কে?

বিশ্বামিত্র। আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

চিরঞ্জীব। শুনলেন ম'শয়? মহর্ষির ঐ রকম চেহারা হয়? আজকাল সবাই মহর্ষি?

বিশ্বামিত্র। আপনি কি গৌতম ঋষি?

গৌতম। ভৃত্যের নাম গৌতম।

চিরঞ্জীব। এ্যা—"ভৃত্য" কি?

গৌতম। চিরঞ্জীব! এ'র পদধূলি লও, ইনি একজন অতি তেজস্বী মহর্ষি।

চিরঞ্জীব। এ্যা!—তাই নিয়েই ত ও'র সঙ্গে আমার ঝগড়া।

গৌতম। ইনি আপনার তেজোবলে মহর্ষি। আমি এ'র কাছে কীটাণুকীট। তুমি এ'র প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছো। নতজানু হোয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করো।

চিরঞ্জীব। বলেন কি? [বিশ্বামিত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া কৌতূহলে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে সস্নেহে দু তিন চাপড় দিয়া] ম'শয় কিছু মনে কর্ব্বেন না।

[প্রস্থান।

গৌতম। [[illegible]] মহর্ষি! ইনি আমার শিষ্য। এ'র ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্ব্বেন। এ'র বিষয়ে পরে বল্‌ব। আপাততঃ দয়া কোরে আমার আশ্রমে চলুন। জানি না কোন্ পুণ্যবলে আজ প্রভাতে আপনার মত সাধুদর্শন হ'ল।

বিশ্বামিত্র। [স্বগতঃ] এত বিনয়ী? [প্রকাশ্যে] চলুন।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মহর্ষি গৌতমের তপোবন। কাল—মধ্যাহ্ন।

ভ্রাম্যমানা অহল্যা

অহল্যার গীত

আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে,
কত গীতে, সুগন্ধে, শোভাতে,
আহা যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি কি গান গাইছে পাপিয়া।
আজি প্রভাত কনক মহিমোজ্জ্বল
শান্ত সুনীল গগন,
তার চরণে নিলীন মধুর ধরণী
কিরণমুগ্ধ মগন,
আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে
মম হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মাধুরীর প্রবেশ

অহল্যা। এসেছিস্ এতক্ষণে?—ধন্য তোর
পূজা! স্তব্ধ দ্বিপ্রহর দিবা। আয় লো মাধুরি
বসি গিয়া সুশীতল বটবৃক্ষতলে!

মাধুরী। চল, দেবি।

অহল্যা। আবার ও রূঢ় সম্বোধন!
"দেবি?" আমি গুরুপত্নী বটে। শিষ্যা তুই
তথাপি আমার তুই চির প্রিয় সখী;
আয় সখি, দুই দণ্ড নিস্তব্ধ নিভৃতে
কহিব প্রাণের কথা আজি উচ্ছ্বসিয়া
ছাপিয়া হৃদয়-পাত্র যাইতেছে মোর
নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা। তাই ডাকিয়াছি!
বোস্ এইখানে। শোন্ [উপবেশন।]

মাধুরী। বল প্রিয়সখি! [উপবেশন।]

অহল্যা। বলিব। অপেক্ষা কর্। কিম্বা কি
বলিব সকলি জানিস্ তুই—

মাধুরী। কিছুই জানি না।

অহল্যা। তবে শোন্। মনে আছে, বিবাহ আমার
হইয়াছে কত দিন?

মাধুরী। পঞ্চবর্ষ হবে!

অহল্যা। সত্য। সখি আজি সেই বৈশাখী
পূর্ণিমা।
তখন ছিলাম দশবর্ষীয়া বালিকা,
আজি আমি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী;
মনে পড়ে সেই দিন! বুঝি নাই যবে
মর্ম্ম বিবাহের। ভাবিতাম সঙ্গোপনে,

সার্থক হইবে জন্ম পুণ্য-পরিণয়ে।
এত দিনে বুঝিয়াছি ভ্রম।

মাধুরী। ভ্রম! ভ্রম!
সার্থক নহে কি জন্ম তোমার সুভগে?
যার ধর্ম্মপ্রাণ শিব শম্ভু সম পতি
নহে তার জীবন সার্থক?

অহল্যা। দেখ্ চেয়ে—
শুধু, চেয়ে দেখ্ সখি, এ রূপ, মাধুরি।
শুধু, চেয়ে দেখ্ গলে এই পুষ্পমালা;
হয় নি কি অধোমুখী এ বক্ষ পরশে
লজ্জায়? নিশ্চয়, শুধু, মন্দার ব্রততী
যোগ্য হইবার ভূষা এ মৃণাল ভুজে!
দেখ্, বেড়িয়াছে মোরে এ কৌশেয় বেশ
কত না আগ্রহে!

মাধুরী। দেখিতেছি।

অহল্যা। ব্যর্থ নহে
এ রূপ, এ যৌবন, জীবন?—জগৎ
নীরস বিস্বাদ নহে? কভু ভাবি মনে,
ছিলাম না সুখিনী কি কৌমার জীবনে
এর চেয়ে? আপনারি ছিলাম সঙ্গিনী;
পরাইতে নিজগলে গাঁথিতাম হার।
তুষিতে আপন চিত্ত গাহিতাম গীত।
বেড়াতাম শৈলপ্রান্তে, কান্তারে, প্রান্তরে,
মঞ্জু কুঞ্জে, নির্ঝরের শ্যাম উপকূলে;
বেড়াতাম কুড়াইয়া পুষ্প রাশি রাশি।
দেখিতাম দেবী-মূর্ত্তি স্বচ্ছ সরোবরে
উঁকি মারি। আসিলে বসন্ত কুহরিয়া
নাহি শিহরিত দেহ। মনের উল্লাসে
তুলিতাম চম্পকের কিশোর মুকুলে—
নিষ্প্রভ যেন সে মোর অঙ্গুলি পরশে।
প্রচন্ড নিদাঘে ঘুরি ঘনবনচ্ছায়ে
কত সুখে খাইতাম বনফল পাড়ি'।
ভর্ৎসিতেন পিতা মোরে—"এত মধুরাশি
গৃহভরা, কোথা যাস্ কুড়াইতে ফলে?"
উড়াইত কৃষ্ণকেশ বর্ষার শীকর-
স্নিগ্ধ মন্দ বায়ু; মুগ্ধা চাহিতাম তাহে
ফিরাইয়া বক্র আঁখি; চাহিতাম পরে
কৃষ্ণমেঘে, দেখিতাম শুধু সে ধূসর।
—মধুর শৈশব কাল! [দীর্ঘ নিঃশ্বাস।]

মাধুরী। এ কি চিন্তা সখি!
মহর্ষি গৌতম-পত্নী তুমি ভাগ্যবতী
যে গৌতম ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বিভবে,
তত ঊর্দ্ধ্বে অন্য নর হতে, ঊর্দ্ধ্বে যত
নক্ষত্র খদ্যোত হ'তে।

অহল্যা। বলিতে পারি না,
তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্রবিশারদ, তিনি
ধার্ম্মিক মাধুরি! কিন্তু রমণীহৃদয়
তাঁর প্রার্থী নহে সখি। থাক্, কাজ নাই
নিষ্ফল বিলাপে আর। বুঝিবি না তুই।
অথবা কি ফল অনুতাপে? [সুদীর্ঘ
নিঃশ্বাস]
নাহি জানি
কেন আজি হৃদয় কাতর; কেন আজি
ডাকিয়াছি তোরে আমি শুনাতে প্রাণের
নিহিত বেদনা। থাক্।—দেখলো মাধুরি
শুকায়ে গিয়াছে এই যূথিকার হার,
নব হার দে না গাঁথি'। দে না ভালো কোরে
বাঁধি এ দক্ষিণ করে ব্রততী-বলয়,—
যেতেছে খুলিয়া।

মাধুরী। এস আরো কাছে এস!
কেন দেবি এত বেশভূষা? অভূষিতা
তুমি প্রিয় সখি সব চেয়ে মুগ্ধকরী
জানো না কি তাহা? পদ্মপত্রে কোন্ মূঢ়
রঞ্জে বর্ণ তুলিকায়? বিদ্যুৎ আলোকে
কে দেখায় বাতি দিয়া?

অহল্যা। [দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ] হায় প্রিয়সখি!

শতানন্দের প্রবেশ

শতানন্দ। মা! মা!

অহল্যা। কি বৎস?

শতানন্দ। দাদা আমাকে মেরেছে। দিদি, দাদা আমাকে কেবল মারে কেন?

মাধুরী। দাদা ভারি দুষ্টু। তুমি তার কাছে যেও না।

অহল্যা। তুই বুঝি দুষ্টুমি করিছিলি?

শতানন্দ। না। আমি বল্লাম দাদা সন্দেশ খাবি? অমনি দাদা ঠাস্ কোরে আমাকে চড় মাল্লে।

অহল্যা। [সহাস্যে] বেশ মিথ্যে কথা শিখ্‌ছিস্।

মাধুরী। কোন্ জায়গায় মেরেছে? এস ফুঁ দিয়ে দি।

শতানন্দ। এই জায়গায় মেরেছে, এই জায়গায় মেরেছে, এই জায়গায় মেরেছে

[এইরূপ বলিয়া বহু স্থান নির্দ্দেশ করিল।]

মাধুরী। এস হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

[কথাবৎ কার্য্য।]

গীত

আপন মনে কি যে বলে, আপন মনে কি যে গায়।
আপন মনে হেসে হেসে, ঢোলে ঢোলে চোলে যায়॥
হাসিতে তার মাণিক ছড়ায়, অশ্রুতে তার মুক্তা গড়ায়,
নয়নকোণে অশ্রুকণা দেখ্‌লে কি আর থাকা যায়।
আদর কোরে সোহাগ ভরে বুকের 'পরে নিই গো তায়॥

শতানন্দ। মা, বাবা কোথায়?

অহল্যা। আমি জানি না। তিনি কোথায় জানিস্ মাধুরি?

মাধুরী। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তপোবন দেখাতে নিয়ে বেরিয়েছেন।

শতানন্দ। এ বিশ্বামিত্র কে মা?

অহল্যা। ও তোর বাবার মত একজন ঋষি।

শতানন্দ। কিন্তু তার গায়ে এত লোম কেন মা?

অহল্যা। জানিনে। যাঃ—

[শতানন্দের প্রস্থান।

অহল্যা। জানি না কি পাপে তোর
মিলেছে মাধুরি
এ হেন পাশব স্বামী।

মাধুরী। নিন্দা করিও না,
পায়ে ধরি, আমি তারে ভালবাসি।

অহল্যা। সখি!
জ্বালাস্ নে। তারে ভালো বাসিস?
কি গুণে?
মাধুরি জানি না তুই স্বেচ্ছায় কিরূপে
করেছিস্ বিবাহ তাহারে?

মাধুরী। মহর্ষির
আদেশে; স্বেচ্ছায় নহে। করিতে সাধনা
নিষ্কাম বিবাহধর্ম্ম। কহিলেন তিনি
"বিবাহ বিলাস নহে; প্রেম লিপ্সা নহে।
পতিপত্নী পণ্যদ্রব্য নহে; বাছিবার,
মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার বস্তু নহে।
বিবাহ কর্ত্তব্য। প্রেম নিষ্কাম সাধনা।"

অহল্যা। মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা!
হায় বিড়ম্বনা—
ভালবাসা সাধনার বস্তু? নিয়মিত
আদেশে? কূপের মত খনন করিয়া
তুলিতে হয় কি তারে? না মাধুরি, প্রেম
গৈরিক উৎসের মত পাষাণ ভেদিয়া
আপনি নিঃসৃত হয়! [সদীর্ঘ নিঃশ্বাস]
চল গৃহে যাই।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গৌতমের আশ্রমের বহির্ভাগ।
কাল—মধ্যাহ্ন।

বিশ্বামিত্র ও চিরঞ্জীব আসীন

বিশ্বামিত্র। বড়ই কৌতুককর তোমার কাহিনী।

চিরঞ্জীব। বড়ই কৌতুককর! ভাবিলাম, ঋষি
আসিতেছে জনকের প্রাসাদ হইতে,
ধ্রুব, কিছু হস্তে আছে। পরে ঋষি যবে
গাত্র হ'তে খুলি পট্ট উত্তরীয়খানি,
রাজর্ষির উপহৃত স্বর্ণ কমণ্ডলু,
বস্তু দুটি দিল নিঃসঙ্কোচে, হাস্যমুখে
ভূমিপৃষ্ঠশায়ী নিঃসহায় শত্রুকরে—
অবাক্—মহর্ষি—আমি অবাক্ বিস্ময়ে!

বিশ্বামিত্র। কাহার আঘাতে তুমি পড়িলে
ভূতলে?

চিরঞ্জীব। রাজ-প্রহরীর। মহর্ষির পিছে পিছে
আসিতেছিল সে ভৃত্য গোপনে, অজ্ঞাতে!
না জানিত ঋষি তাহা, আমিও তাহাকে
লক্ষ্য করি নাই। পরে যবে মহর্ষির
গলদেশ ধরিয়াছি সবলে, অমনি
প্রহরীর কষাঘাতে স্খলিত চরণে
আমি ত 'পপাত'! ভৃত্য আসিয়া বসিল
পৃষ্ঠোপরি যেন অশ্বাসনে। পরিশেষে
মহর্ষি দয়ার্দ্রকণ্ঠে কহিল তাহারে
"ছেড়ে দাও; মুক্ত কর দস্যুরে প্রহরী।"
ছাড়িয়া দিল সে। ঋষি উন্মুক্ত করিয়া
পট্ট উত্তরীয়, আর স্বর্ণ কমণ্ডলু,
দিল অনায়াসে মম হস্তে সেই ক্ষণে।
কহিল গৌতম পরে "দস্যু আরো যদি
থাকিত আমার, আরো দিতাম। দুর্লভ
স্বর্ণ, কিন্তু সুখ অতি সুলভ সহজ।
তাহা যদি চাও দিব প্রচুর। আসিও
আমার আশ্রমে বন্ধু"—সে গদ্গদস্বরে
অপারকরুণাস্নিগ্ধপ্রেমার্দ্র ভাষায়

মানিলাম পরাজয়। সেই দিন হোতে
মহর্ষির শিষ্য আমি। এমনি নির্ব্বোধ
বানাইয়া দিল ঋষি। সেই দিন হোতে
নিজ্জীব হইয়া আছি আমি তপোবনে
শীতে ভুজঙ্গের মত। তথাপি কখন,
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অসতর্ক ক্ষণে,
সে পাপ প্রবৃত্তি। ইচ্ছা করে সঙ্গোপনে,
মহর্ষির গলশিরা রুদ্ধ করি তারে
পাঠাই শমনালয়ে, যদিও তাহাতে
বিন্দুমাত্র লাভ নাই, যেহেতু গৌতম
একান্ত দরিদ্র, ঋষি!—অতি নিঃসম্বল।

বিশ্বামিত্র। আর ওই যুবতীটি। উনি কে?

চিরঞ্জীব। মাধুরী?
তাহার কাহিনী সত্য, কি বলিব ঋষি!
বিষম কৌতুককর। শুনিবেন?

বিশ্বামিত্র। শুনি।

চিরঞ্জীব। মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল বারাঙ্গনা
এ নারী; একদা কুহকিনী কি কুক্ষণে,
কুচক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া মহর্ষির
রোধিল সরলবর্ত্ম রূপের প্রভায়,
কলকণ্ঠে, শুভ্রহাস্যে, সুবাস নিঃশ্বাসে।
নিষ্ফল প্রয়াস।—নারী পড়িয়া ঋষির
চরিত্র আবর্ত্তে, ছাড়ি বেশ্যাবৃত্তি, ছাড়ি
হর্ম্ম্য অলঙ্কার, শত সহস্র প্রণয়ী,
হইল ঋষির শিষ্যা। শেষে এক দিন,
আমি যে কুৎসিৎ ভীষ্ম বীভৎস আকার,
আমারে মাধুরী আসি করিল বরণ,
কি জানি কি মনে করি।' মহর্ষি! সে দিন,
সমস্ত দিবস ধরি ক্রমাগত আমি
করিলাম অট্টহাস্য—মিলিয়াছে ভালো,—
চোর পত্নী বারাঙ্গনা। সেই দিন হ'তে,
মাধুরী আমার পত্নী, আমি তার স্বামী।

বিশ্বামিত্র। গৌতমের বিবাহের পূর্ব্বে
এ ঘটনা?

চিরঞ্জীব। তার বহুপূর্ব্বে।—ঋষিবর!
এই দিকে
আসিছেন সস্ত্রীক গৌতম।

বিশ্বামিত্র। সত্য বটে।

গৌতম ও অহল্যার প্রবেশ

গৌতম। মহর্ষি চরণসেবা করিতে এসেছি
আজ্ঞা কর!

বিশ্বামিত্র। অন্য কিছু চাহি না গৌতম!—
বড়ই নিস্তব্ধ, শান্ত, পবিত্র, সুন্দর,
আশ্রম তোমার! কিন্তু একান্ত নির্জ্জন।
চিরদিন ভালো লাগে বন্ধুবর?

গৌতম। লাগে।
আজন্ম মধুর এই নির্জ্জন আশ্রম,
মিশ্রিত আমার এই জীবনের সনে।
জানো না মহর্ষি প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পথে,
প্রতি শিলাখণ্ডে, কত নিহিত কাহিনী।

বিশ্বামিত্র। ভালো নাহি লাগে পুরী,
প্রাসাদ, তোরণ,
রথ, গজ, বাজী, পণ্য বীথিকা সুন্দর?

গৌতম। না সখে,—তাহার চেয়ে ভাল লাগে
শ্যাম প্রান্তর, মঞ্জুল বন, বিহঙ্গ, নির্ঝর।

বিশ্বামিত্র। [অহল্যার প্রতি] তোমারো কি
তাই দেবি?

অহল্যা। ভর্ত্তার ইচ্ছায়
ভার্য্যার সম্মতি।

বিশ্বামিত্র। সত্য! আমি ভালবাসি
আশ্রম হইতে কভু প্রাসাদে বসতি।
জীবন বৈচিত্র্য বিনা একান্ত নীরস।

গৌতম। তোমার সকলি প্রভু অসাধ্য সাধনা।
কখন নিরত দীর্ঘ তপস্যায়। কভু
মিশি জনস্রোতে সাধো পরহিতব্রত
সে তপস্যাবলে! আর আমি আত্মপর
করি স্বীয় সুখচিন্তা। কি আর বলিব
কত শিখিলাম বন্ধু তোমার নিকটে।
ধন্য বিশ্বামিত্র তব তপস্যা মহিমা!

চিরঞ্জীব। ধন্য বটে! কে জানিত ঘন
লোমাবৃত
এ কৃষ্ণচর্ম্মের নীচে এত বড় ঋষি!

বিশ্বামিত্র। [গৌতমকে] একান্ত দরিদ্র তুমি?

গৌতম। একান্ত দরিদ্র।

বিশ্বামিত্র। জানো রাজা দশরথে?

গৌতম। শুনিয়াছি নাম।

বিশ্বামিত্র। তাঁহার প্রাসাদে মম নিত্য
গতিবিধি—
আমার সহিত চল সে অযোধ্যাধামে।

গৌতম। কেন?

বিশ্বামিত্র। দিব রত্নরাশি।

গৌতম। রত্ন? কি করিব?

বিশ্বামিত্র। নিতান্ত নির্ব্বোধ তুমি!
ধন রত্ন দিয়া
দুর্লভ সুস্বাদ খাদ্য, মহার্ঘ ভূষণ,
রম্য উপবন, হর্ম্ম্য, কাম্য বারাঙ্গনা
ক্রয় করা যায়।

গৌতম। তাহা চাহিনা। নির্জ্জনে
সামান্য আয়াসলব্ধ বন্য ফল মূলে
পরিপুষ্ট হয় দেহ। পরিধান করি
অজিন বল্কল যাহা পাই। অনুপমা
সুকুমারী সাধ্বী পত্নী অহল্যা। জীবনে
কিছুরি অভাব নাই। ধন রত্নরাশি
কি করিব আমি?

বিশ্বামিত্র। [স্বগত] এত নির্লোভ ব্রাহ্মণ?
অথবা অতুলরূপলাবণ্যা সুন্দরী
বাছিয়া লয়েছে, তাই এত উদাসীন
বাহ্য সম্পত্তির প্রতি? কি অভাব তার
যার গৃহে হেন পত্নী?

চিরঞ্জীব। তাকাইছে দেখ
প্রভুপত্নী পানে;—যেন এক্ষণি ইঁহাকে
ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা,—ও ব্যাদান দিয়া
প্রেরণ করিতে তারে সন্দেশের মত
বিপুল উদর গর্ত্তে।

বিশ্বামিত্র। [অহল্যাকে] চাহ না বান্ধবি
স্বর্ণ অলঙ্কার, মণি মুক্তা,—সাজাইতে
ও সুগৌর বরবপু? কাঞ্চন বলয়
খচিত হীরকে? স্বর্ণ মুকুট ললাটে?
রজত নূপুর? মণি খচিত কেয়ূরে?
মুক্তাহার শুভ্রকণ্ঠে?

চিরঞ্জীব। ক্ষমা কর ঋষি,
কেন মিথ্যা রোপিতেছ কলহঅঙ্কুর
দম্পতীর মধ্যে, দিয়া সমক্ষে পত্নীর,
অপ্রাপ্য মহার্ঘ রত্ন গহনার, হেন
সুদীর্ঘ তালিকা!

গৌতম। চল যাই বন্ধুবর
আশ্রম ভিতরে। তপ্ত উড়িতেছে ধূলি।

বিশ্বামিত্র। হাঁ মহর্ষি, চল [অহল্যাকে] চল
বান্ধবি। উত্তম!
[স্বগত] পরীক্ষা করিতে হবে এ পত্নী
বিয়োগ,
সহিত সক্ষম কি না গৌতম।

চিরঞ্জীব। [পশ্চাৎ যাইতে যাইতে] হুঁ চল
চিরঞ্জীব অনাহূত।—এত বড় ঋষি
এ কৃষ্ণ চর্ম্মের নীচে?—আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!
[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—তপোবনের প্রান্তভাগ। কাল—মধ্যাহ্ন।
তাপস বালকদ্বয়

১ম তাপস বালক। এ বিশ্বামিত্র ঋষিটা শুনছি ভারি তেজস্বী।

২য় তাপস বালক। কি রকম?

১ম তাপস বালক। ও ছিল একটা ক্ষত্রিয় রাজা। তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছে।

২য় তাপস বালক। রেখে দাও তোমার ব্রহ্মর্ষিত্ব। ওকে দেখে ত আমার ভক্তি হয় না।

১ম তাপস বালক। আমাদের না হোক, আমাদের মহর্ষি ত এঁ'র গুণে মুগ্ধ! ইনি শুনছি বিশ্বামিত্রের তপোবলের কথা শুনে তপস্যার জন্য প্রবাসে যাচ্ছেন।

২য় তাপস বালক। সত্যি না কি?

অপর এক তাপস বালকের প্রবেশ

৩য় তাপস বালক। ওহে চিরঞ্জীবের ভারি মজা হয়েছে।

২য় তাপস বালক। কি রকম?

৩য় তাপস বালক। কি একটা খেয়ে আবোল তাবোল বক্‌ছে। ঐ যে এই দিকেই আস্‌ছে।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। বাঃ বাঃ বিশ্বামিত্র ঋষির পেটে এত গুণ! কি সোমরসই বানিয়েছে বাবা! আমাদের মহর্ষিটা নেহাইৎ মূর্খ!

১ম তাপস বালক। সে কি মশয়?

চিরঞ্জীব। আরে ভাই, বিশ্বামিত্র সোমরস বানিয়ে তাকে দিলে, তবু বেটা খেলে না। আরে সোমরসই যদি না খাবি ত মহর্ষি হ'তে গেলি কেন? ওরে আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য হব।

২য় তাপস বালক। বলেন কি ঠাকুর?

চিরঞ্জীব। হাঁ—হব! তবে একটা কথা যে, ঋষিটা দর্শন শাস্ত্র জানে না। ঐ দর্শন শাস্ত্রটার ওপর আমার ভারি ঝোঁক্।

৩য় তাপস। বটে!

চিরঞ্জীব। ওরে, একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনবি?

৩য় তাপস। শুনি?

চিরঞ্জীব। গীত।

ভূচর খেচর এবং জলচর,
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
মাতগ কুরগ পন্নগ উরগ ভুজগ পতগ বিহগ তুরগ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর।
যে আছো যেখানে, তুলে দুটি কাণে, শোন এই গানে,
কিন্তু তার মানে, কি হোল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান, মদ্য খেলেই সদ্য প্রমাণ,
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ঙ্কর।

চতুর্থ তাপস বালকের প্রবেশ

৪র্থ তাপস। এ কি চিরঞ্জীব ঠাকুর, এ রকম যে?

১ম তাপস। চিরঞ্জীব ঠাকুর একটু র'ঙে আছেন।

২য় তাপস। ওঁর অংগভংগী যদি এতক্ষণ দেখ্‌তে!

৩য় তাপস। আর যে গান গাইলেন!

চিরঞ্জীব। তোরা ভারি গোল কচ্ছিস্‌। তাকিয়ে দেখ্‌!

৩য় তাপস। কি দেখ্‌বো মহাশয়?

চিরঞ্জীব। দেখ্‌—আমি সশরীরে স্বর্গে উঠ্‌ছি। বিশ্বামিত্র ঋষি বল্লে যে "এই সোমরস পান কল্লে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়—একটু খাবে চিরঞ্জীব?" আমি বল্লাম "কৈ দাও দেখি; কিন্তু বিশ্বামিত্র ঋষি, তোমার আমার স্বর্গে যেতে হলে সশরীরে না গিয়ে পথে শরীরটা বদলে গেলে লাভ ভিন্ন লোকসান নেই; এ চেহারায় স্বর্গে গিয়ে যে কোন সুবিধা হবে তা ত বোধ হয় না;"—বোলে ত খেলাম। যেই খাওয়া, সেই মাইরি ভাই—চেপ্টা পৃথিবী গোল দেখালো, আকাশটা চেঁচিয়ে হাসতে সুরু কোরে দিলে, পাতালটা পরী সেজে নাচ্‌তে লাগ্‌লো, আর আমি সশরীরে স্বর্গে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

২য় তাপস। বটে! তা হ'লে অবস্থাটা সঙ্গিন বল্‌তে হবে।

চিরঞ্জীব। সঙ্গিন নয় দাদা রঙিন। বলিহারি সোমরস! দেখ্‌ছিস্‌ তোরা?

৩য় তাপস। কি দেখ্‌বো ম'শয়?

চিরঞ্জীব। [মদিরা পাত্র দেখাইয়া] কি রূপ!—কি স্বচ্ছ! কি তরল! কি সফেন! মরি মরি! ওরে তোরা একটু একটু খাবি?

১ম তাপস। আজ্ঞে না।

চিরঞ্জীব। একটু দেখ্‌না চেকে। ইতে কটু তিক্ত অম্ল মধুর কষায় সব রকম রসই আছে।

২য় তাপস। না ম'শয়।

চিরঞ্জীব। খেতিস্‌ যদি বেশ কত্তিস্‌।

৩য় তাপস। না ঠাকুর।

৪র্থ তাপস বালক। তুমি ওটুকু খেয়ে ফেল। দেখি কি রকম ঢং বদলায়।

চিরঞ্জীব। হুঁ। বেটারা মনে মনে হাস্‌ছিস্‌ বোধ হচ্ছে।

তাপস বালকদিগের হাস্য

চিরঞ্জীব। এই যে প্রকাশ্যেই হেসে ফেল্লি।

চিরঞ্জীবের গীত

আমি বুঝি সং?
তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে
আমার বেজায় নতুন ঢং।
ভাবছো আমার টল্‌ছে পা?
—মিথ্যে কথা—মোটেই না।—
(শুধু) ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ,
বাহির কচ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি?
ইচ্ছে কোরে শুদ্ধভাষা গুছিয়ে বল্‌ছি নি,—
বোসে রৈলাম হোয়ে গোঁ,
(কোচ্ছে মাথা ভোর্‌-র ভোঁ)
তোমরা যত হাস্‌ছো তত হচ্ছি আমি রেগে টং।

উগ্রভাবাপন্ন

১ম তাপস বালক। মাল্লে রে—

২য় তাপস বালক। খেলে বুঝি—

৩য় তাপস বালক। পালা পালা—

৪র্থ তাপস বালক। ওরে বাবারে—

[তাপস বালকদিগের পলায়ন]

চিরঞ্জীব। যা বেটারা নরকে পোচে থাকবি।

পুনরায় গীত

ফেলেছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির কচ্ছি রং বেরং।

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। এ কি প্রভু?

চিরঞ্জীব। [হতাশ ভাবে] যাঃ—নেশা ছুটে গেল! আর সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হোল না। তুই এ সময় এলি কেন?

মাধুরী। মদ খেয়েছো?

চিরঞ্জীব। মদ কি রে? সোমরস—স্বয়ং বিশ্বামিত্রের তৈরি।

মাধুরী। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার তৈরি হলেও ও মদ।

চিরঞ্জীব। আচ্ছা না হয় মদ—হোলেই বা মদ।

মাধুরী। ছিঃ মদ খেয়ো না প্রভু। মহর্ষি গৌতম ত খান না।

চিরঞ্জীব। মহর্ষি গৌতম একটা ভণ্ড, ষণ্ড, গণ্ডমূর্খ। আমি এখন তাকে পেলে বেশ দু'ঘা দিয়ে দি! আর তাকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন তার বদলে এই তোকেই [প্রহার] দু'ঘা দি। [প্রহার।]

মাধুরী। আর না, আর না, তোমার পায়ে পড়ি।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। চিরঞ্জীব! ছিঃ!

চিরঞ্জীব। "ছিঃ" কি?

বিশ্বামিত্র। লজ্জার কথা!

চিরঞ্জীব। কি "লজ্জার কথা?"

বিশ্বামিত্র। নিজের স্ত্রীকে মার্চ্চ।

চিরঞ্জীব। নিজের স্ত্রীকে মার্ব্ব না ত কি পরের স্ত্রীকে মার্ত্তে হবে?

বিশ্বামিত্র। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত? ছিঃ ছিঃ!

চিরঞ্জীব। এ স্ত্রীলোক নয় এ পুরুষের বাবা।

বিশ্বামিত্র। কেন? তোমার স্ত্রীর অপরাধ কি?

চিরঞ্জীব। সে খোঁজে তোমার দরকার কি? দেখ বিশ্বামিত্র ঋষি, তুমি ব্রহ্মর্ষিই হও আর দেবর্ষিই হও, যদি এ রকম বেমক্কা রকম পতি-পত্নীর মধ্যে এসে তাদের ন্যায্য দাম্পত্যকলহে বাধা দাও ত এই—দেখ্‌ছো—

একখণ্ড ভগ্ন বৃক্ষশাখা কুড়াইয়া লইয়া ঘুরাইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিতে লাগিল।

গৌতমের প্রবেশ

গৌতম। এ কি চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব। এ্যাঁ, এ্যাঁ—তাই ত—

বিশ্বামিত্র। চিরঞ্জীব সোমরস পান কোরে একটু বেতরিবৎ হয়েছে।

চিরঞ্জীব। এ্যাঁ—তা—সে সোমরস, ঋষি বিশ্বামিত্রেরই তৈরি।

গৌতম। মাধুরি কাঁদছো যে?

বিশ্বামিত্র। চিরঞ্জীব একে গুরুতর আঘাত করেছে।

চিরঞ্জীব। করিছি না কি? সে কার দোষ? আপনিই ত আমাকে সেধে সেধে খাওয়ালেন। আমি কোনমতেই খাবো না—তা ক্রমাগত—"চিরঞ্জীব খাবি? চিরঞ্জীব খাবি?" আমি কতক্ষণ টিঁকে থাক্‌বো? রক্তমাংসের শরীর ত!

বিশ্বামিত্র। আমি পরখ কচ্ছিলাম তোমার মনের বল কতদূর।

চিরঞ্জীব। কেন? সেটা না জান্‌লে কি আপনার ঘুম হচ্ছিল না?

গৌতম। চিরঞ্জীব! শপথ কর যে আর কখন মদিরা সেবন কর্ব্বে না।

চিরঞ্জীব। এ্যাঁ—স্বয়ং বিশ্বামিত্র যখন খান—

গৌতম। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যা শোভা পায় তোমার তা পায় না। আবর্জ্জনা অগ্নির গায়ে লাগে না, কিন্তু তাতে জল পঙ্কিল হয়। শপথ কর এ কাজ আর কর্ব্বে না।

চিরঞ্জীব। এ্যাঁ—তা—বেশ—তবে তাই।

[প্রস্থান।

গৌতম। মাধুরি আমি প্রবাসে চল্লাম। তোমার গুরুপত্নীকে দেখো।

মাধুরী। আমি প্রাণপণে তাঁর সেবা কর্ব্ব। কবে ফির্‌বেন?

গৌতম। ঠিক নাই। সম্ভবতঃ বর্ষকাল পরে। আমি এখন তোমার গুরুপত্নীর কাছে বিদায় নিয়ে আসি। [বিশ্বামিত্রকে] বন্ধুবর, প্রস্তুত হন, আমি শীঘ্র আস্‌ছি!

[সকলের ভিন্নদিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—তপোবনের প্রান্তভাগ। কাল—প্রভাত।
অহল্যা একাকিনী

অহল্যার গীত

হীরা কি আঁধারে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে হায়!
অবহেলা অনাদরে প্রেম লো শুকায়ে যায়।

গুণীর পরশ বিনা গানে কি শিহরে বীণা?
কুহরে কোকিল কি লো, বিনা সে মলয় বায়?
নিরাশা, বিয়োগ, ভয়, প্রেমের মরণ নয়,—
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায়।

গৌতমের প্রবেশ

গৌতম। অহল্যা!
অহল্যা। [চমকিয়া] কে? এ কি প্রভু!
এ বেশে এখানে?
গৌতম। আসিয়াছি প্রিয়তমে বিদায় লইতে।
অহল্যা। বিদায় লইতে? বটে—বুঝেছি।
উত্তম।—তবু, কোথা যাইতেছ?
গৌতম। সুদূরে প্রবাসে।
অহল্যা। কেন?
গৌতম। তপস্যায় রত রহিব প্রেয়সি।
অহল্যা। তপস্যা? কাহার? কেন আলয়ে
বসিয়া হয় না তপস্যা?
গৌতম। শত সহস্রবন্ধনে
মায়ায় জড়িত, নিত্য সংসার চিন্তায়
জর্জ্জরিত গৃহাশ্রমে,—তাই প্রিয়তমে
একাকী নির্জ্জনে দূরে—পশে না যেখানে
মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি—নিস্তব্ধ নিভৃতে
করিব তপস্যা চর্য্যা।
অহল্যা। যাও।
গৌতম। দাও প্রিয়ে
বিদায় প্রসন্ন মনে!
অহল্যা। শুনি, কার কাছে—
আমারে রাখিয়া যাবে?
গৌতম। সতী সাধ্বী রহে,
পতিস্মৃতি ধ্যান করি'।
অহল্যা। প্রভু, ধ্যান করি'
মিটে না আকাঙ্ক্ষা। হায় মিটে কি পিপাসা
পুষ্করের চিত্রপটে! হা নির্ম্মম জাতি!
কঠিন পুরুষ!—নিত্য, বিয়োগে, মিলনে,
আমরা করিব ধ্যান তোমাদের স্মৃতি:
তোমরা যখন ইচ্ছা আসিবে যাইবে,—
স্বাধীন তরঙ্গসম সহিষ্ণু-সৈকতে।
কেন আসো। ধ্যান করি' রমণীর রূপ
পারো না থাকিতে দূরে? জীর্ণ দেহ যবে,
বার্দ্ধক্যের শেষ দশা, বাছিয়া তথাপি
কেন লও পল্লবিত তরু ক্রোড় হ'তে
স্ফুটন্ত কুসুম কলি?—সে নাচে, সে হাসে,
সে বর্দ্ধিত হয় মাতৃস্তন্যরস পানে।
দেখিয়াই নাহি সুখী হও স্বার্থপর
কি হেতু?
গৌতম। অহল্যা! বিপ্র আমি। চিরদিন
রহিব কি প্রেয়সীর অঞ্চল ধরিয়া
বিপ্রের কর্ত্তব্য ভুলি?
অহল্যা। [উঠিয়া] যদি না থাকিবে,
বিবাহ করিলে কেন? বাঁধিলে আমার
কৈশোর, তোমার শীর্ণ বার্দ্ধক্যের সনে—
দেখ চাহি এই মুখ পানে—এই নব
উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উচ্ছ্বসিত রূপ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয়;—
দেখিছ?—বাঁধিলে কেন নব সুকোমল
কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বল্লরী
নীরস বিশুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে? [ক্রন্দন]

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। [স্বগত] ঠিক তাই—
যাহা ভাবিয়াছি। জানি ঘটাবে বিভ্রাট
ওই লোমাবৃত ঋষি। [প্রকাশ্যে]
মহর্ষি! দাঁড়ায়ে
বহির্দ্বারে বিশ্বামিত্র ঋষি, মহর্ষির
অপেক্ষায়—প্রস্তুত।
গৌতম। প্রেয়সী তবে যাই।
অহল্যা। তুমি যাও, তুমি থাকো—একই কথা
প্রভু
অহল্যার। তোমার হৃদয়ে নাই স্নেহ!
তোমার অধরে নাই সুধা! তপস্যার—
শুষ্ক কর্ত্তব্যের জন্য তোমার জীবন;
আমার জীবন চাহে সম্ভোগ। তোমার
জীবনের ব্রত পুণ্য সঞ্চয়; আমার
কার্য্য ব্যয়। ভিন্নরূপ গতি দুজনার
ভিন্ন দিকে। এ জীবনে হইব না মোরা
কভু সম্মিলিত। যাও। বাড়িবে না তাহে
আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ।
গৌতম। [স্বগত] সত্য কথা! ঘুচিল না এ
বিচ্ছেদ প্রিয়ে।
[নিষ্ক্রান্ত।
অহল্যা। এত রূপ! এ পূর্ণ যৌবন! সব বৃথা?
ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলি না হায়
এ স্ত্রৈণ স্থবির মূঢ় গৌতমে?—হা ধিক্!
চলিয়া গেল সে দৃঢ় চরণে? চাহিয়া
শুষ্কনেত্রে, যেন গাঢ় অনুকম্পাভরে

মোর পানে? হা রমণি! করিস্‌ না তুই
দুর্ব্বল নিষ্ফল এই রূপের গৌরব।

[প্রস্থান।

স্থান—নন্দন ভবন। কাল—প্রভাত।
সপারিচরবর্গ ইন্দ্রদেব আসীন

অপ্সরাদিগের নৃত্য গীত

আমরা—এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।
আমরা গানের মতন, হাসির মতন,
কুসুমগন্ধ রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউর মতন, এসে যাই।
আমরা—অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা—সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী,
আমরা—শরত ইন্দ্র ধনুর বরণে,
জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
বিজলির মত চকিত চাহিয়া, ক্ষণিক হেসে যাই।
আমরা—স্নিগ্ধ, কান্ত, সুশান্তিশান্তি ভরা,
আমরা—আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা—শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,
মলয়ে, তিমিরে, কিরণে,—নিখিলে,
স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে, স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এই ছোকরা!

চন্দ্র। দেবরাজ!

ইন্দ্র। আর এক পেয়ালা।

চন্দ্র। [আর এক পূর্ণ পাত্র ইন্দ্রকে দিলেন।]

ইন্দ্র। পবন!

পবন। দেবেন্দ্র!

ইন্দ্র। আচ্ছা স্বর্গমর্ত্ত পাতালে ত তোমার অবারিত গতি।

পবন। আজ্ঞে!

ইন্দ্র। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর কর্ত্তে পার্ব্বে?

পবন। আজ্ঞে, যদি পারি ত পার্ব্ব।

ইন্দ্র। আচ্ছা বেশ। বল দেখি—স্বর্গের মত রাজ্য, ইন্দ্রের মত রাজা, শচীর মত নারী, আর সুধার মত মদ, কোন জায়গায় দেখেছো কি না?

পবন। আজ্ঞে নাঃ।

ইন্দ্র। তুমি ত টকাশ কোরে বোলে ফেল্লে আজ্ঞে নাঃ। ভালো কোরে শুনেছো?

পবন। শুনিছি বৈ কি?

ইন্দ্র। কিসের মত কি বল্লাম বল দেখি?

পবন। [স্বগতঃ] মুস্কিলে ফেল্লে দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে]—এ—এই—স্বর্গের মত নারী, সুধার মত রাজা, ইন্দ্রের মত রাজ্য, আর শচীর মত মদ।

ইন্দ্র। দূর্—তোমার স্মরণশক্তি খুব প্রখর বোলে বোধ হচ্ছে না।

পবন। আজ্ঞে নাঃ।

ইন্দ্র। না, তোমার মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছে, আর খেয়ো না [সুরাপাত্র সরাইলেন] বরুণ!

বরুণ। বজ্রপাণি!

ইন্দ্র। এ প্রশ্নের উত্তর কর্ত্তে পারো?

বরুণ। না প্রভু।

ইন্দ্র। তুমি যে শুন্‌বার আগেই হাল ছেড়ে দিলে। বৈশ্বানর!

বৈশ্বানর। জীমূতবাহন!

ইন্দ্র। বলি, একটা প্রশ্ন করি?

বৈশ্বানর। আজ্ঞে নাই বা কল্লেন!

ইন্দ্র। রবি!

রবি। আমি এখনো উঠিনি দেবরাজ!

ইন্দ্র। তাও ত বটে এখন যে রাত্তির। চন্দ্র!

চন্দ্র। এই যে [সুধাপাত্র সম্মুখে ধরিলেন।]

ইন্দ্র। বেশ তৈরি ছোকরা!—দেখ পবন! বুঝছো না কথাটা? উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নেহাইৎ পুরোণো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পবন। নেহাইৎ।

ইন্দ্র। একটা বেশ যুতসৈ নারীর নাম কর্ত্তে পারো, যাতে জীবনে একটু বৈচিত্র্য হয়?

পবন। পারি; কিন্তু সে সব গেরোস্ত ঘরের মেয়ে।

ইন্দ্র। হোক্‌ গেরোস্ত ঘরের—সুরূপা হলেই হলো।

পবন। তা যদি বলেন, আর স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্তে নাম্‌তে রাজি থাকেন, তা হলে' একটি রমণীর নাম কর্ত্তে পারি যার তুলনা ত্রিভুবনে নেই।

ইন্দ্র। কে সে?

পবন। মিথিলায় মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যাদেবী।

বরুণ। বড় শক্ত জায়গা। দাঁত বসে না।

ইন্দ্র। [সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন]।

পবন। কিন্তু সে বিষয়ে একটা সুবিধা আছে।

ইন্দ্র। কি রকম?

পবন। মহর্ষি প্রবাসে।

ইন্দ্র। বটে বটে?—তবে ত কেল্লা ফতে।—ওরে কেউ মদনকে ডেকে নিয়ে আয় ত!—পবন, তুমিই একবার যাও না!

পবন। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। চন্দ্র, ঢালো না ভাই!—এ প্রস্তাবটা মন্দ নয়।—কি বল বৈশ্বানর?—এই, অপ্সরাদের আর একবার ডাকো না কেউ!

বরুণ। এই আমিই ডেকে আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। বৈশ্বানর!

বৈশ্বানর। আজ্ঞে!

ইন্দ্র। তুমি যে ভারি গম্ভীর হোয়ে রৈলে?

বৈশ্বানর। এ্যাঁ—তা—কি জানেন—আমার স্বভাবই ঐ রকম।

ইন্দ্র। সত্যি না কি?—ঐ যে মদন আস্‌ছে।

মদনের প্রবেশ

মদন। প্রণাম হই দেবরাজ!

ইন্দ্র। এই যে এয়েছো—বেঁচে থাকো।

মদন। আজ্ঞে হাঁ। বেঁচে থাক্‌বার আমার গোড়াগুড়ি সম্পূর্ণই মতলব ছিল; কিন্তু দেবরাজ তাতে বড় অবসর দিচ্ছেন না।

ইন্দ্র। কেন?

মদন। এই দিবারাত্রই লোকের সর্ব্বনাশে ফির্‌ছি।

ইন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ?

মদন। এই, অমুকের স্ত্রী বের কোরে আনা, অমুকের সতীত্বনাশ, অমুকের তৃতীয়বার বিয়ে দেওয়া।

ইন্দ্র। সে সব ত অতি সহজ শিকার। বিধবা বালিকার সর্ব্বনাশ করা, স্বৈরিণীকে বেশ্যা করা, অসহায়ার ব্যভিচার করানো—এ সব ত আমিও পার্ত্তাম।

মদন। আর কি কর্ত্তে বলেন?

ইন্দ্র। যথার্থ সতীর সতীত্বনাশ কর্ত্তে পারো?

মদন। না সেটা মহাশয়ের একচেটে।

ইন্দ্র। তামাসা রাখো। ঐ কার্য্যটা কর্ব্বার জন্য তোমাকে ডাকিইছি।

মদন। তা আমি আগেই আন্দাজ করিছি। এখন জিজ্ঞাসা করি ভাগ্যবতীটি কে?

ইন্দ্র। [জনান্তিকে] মহর্ষি গৌতম-রমণী অহল্যা।

মদন। বড় শক্ত জায়গা।

ইন্দ্র। নৈলে আমি কি তোমাকে ফলার খাবার নিমন্ত্রণে ডেকে পাঠিইছি?—শোন—একটা সুবিধা আছে।

মদন। কি সুবিধা?

ইন্দ্র। মহর্ষি এখন প্রবাসে।

মদন। তবে ভস্ম না হয়েই কার্য্য উদ্ধার কর্ত্তে পার্ব্ব পার্ব্ব বোধ হচ্ছে যেন!—কিন্তু. কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখবেন।

ইন্দ্র। কি?

মদন। গীত

যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে,
(একদিন) সে জন কাঁদেই কাঁদে।
প্রথমে দুদিন ভারি হাসি,
পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি
(রকম) ভারি গোলযোগ বাঁধে।
প্রথম আরাম চুলকে ঘামাছি
শেষে করে জ্বালা সে ত,
রগড়াতে রগড়াতে রগড়াতে
লেবু হয়ে যায় তেত;
প্রথমে মাথায় তুলে নাচি,
পরে ঘেঁষিনাক কাছাকাছি;
শেষে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,
(রকম) সোনামণি কালাচাঁদে।

ইন্দ্র। তা পরে যা হবার হবে। এখনকার কাজ ত এখন কর।

মদন। তথাস্তু।

ইন্দ্র। চন্দ্র।—

চন্দ্র। সুরেশ্বর!

ইন্দ্র। আর এক পেয়ালা।

অপ্সরাদিগের প্রবেশ

ইন্দ্র। এয়েছ বাছারা! একটা খুতসৈ রকম ধর দেখি। দেখ এমন একটা গান গাইবে

যা'তে মনে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়। গাও বেহাগ—
আর নাচো তেওট্।

অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত

ঢালো অমিয়া ঢালো সুধাকর,
আকুল তৃষা অতি অধীরা;
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত
ঢেউ—ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর বসন্ত সিক্ত সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা
মুরলি নন্দন ভবনে;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত
বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত,
মন্মথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অহল্যার কুটীর। কাল—সায়াহ্ন।
একাকিনী অহল্যা আসীনা

অহল্যা। কি ঘোর বরষা! গাঢ় আচ্ছন্ন আকাশ
ধূসর জলদজালে। অবিরল নামে
জলধারা। পরিব্যাপ্ত আকাশ মেদিনী
এক অবিশ্রান্ত জলপ্রপাতঝঙ্কারে।
—এস বর্ষা, শীকরশীতলবায়ুস্নানে,
সুকুমারী! সুশ্যামল কর, স্নিগ্ধ কর,
নিদাঘবিশুষ্ক তপ্ত বসুধা, সুন্দরি।

গীত

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে
দশ দিক তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে
রাখিতে রাখিতে নাহি পারি।
চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন
গরজনে কাঁপে হিয়া সখি রে—
ঝর ঝর অবিরল ঝরে জল ধারা,
ঝর ঝর চোখে বহে বারি।
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে,
বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে
শূন্যে নয়নে রহি চেয়ে;
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত বাসনা কত
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে সখি রে—
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা,
—ধিক ধিক জনম আমারি।

রতির প্রবেশ

অহল্যা। কে তুমি?
রতি। অতিথি।
অহল্যা। ভুক্ত কিম্বা উপবাসী?
রতি। উপবাসী নহি, পিপাসিত।
অহল্যা। পিপাসিত?
বর্ষার অশ্রান্তবৃষ্টিপ্রপাতে প্লাবিত
প্রান্তর কান্তার অরণ্যানী—আর তুমি—
তুমি পিপাসিত?—এ কি রূঢ় পরিহাস?
রতি। পরিহাস নহে। সত্য। পুষ্কর সরিৎ
স্নিগ্ধজলপূর্ণ; কিন্তু তাহে চাতকের
মিটে কি পিপাসা?
অহল্যা। এ কি পরিহাস ছাড়ি',
ধরিলে কি প্রহেলিকা?
রতি। দেখিয়াছ কভু
আপনার রূপরাশি মুকুরে বিম্বিত?
অহল্যা। দেখিয়াছি।—আপাততঃ কি চাহ
সুন্দরি?
রতি। চাহিয়া থাকিব শুধু ওই মুখপানে
তাপসি!
অহল্যা। রমণী তুমি—
রতি। কিবা যায় আসে?
বিশ্বের সম্পত্তি রূপ—বিশ্বের বিস্ময়।
অহল্যা। কি নাম তোমার?
রতি। রতি।
অহল্যা। নিবাস?
রতি। ত্রিদিবে।
যাইতেছিলাম আমি এই পথ দিয়া
মিথিলায় কোন প্রয়োজনে—অকস্মাৎ
নামিল অশ্রান্ত জলধারা; নিরুপায়
আশ্রম বাহিরে তাই নিলাম আশ্রয়।
দেখিলাম তব মূর্ত্তি সহসা, অমনি
রহিলাম চিত্রার্পিত, নিস্পন্দ বিস্ময়ে।
কি তোমার নাম সখি!
অহল্যা। অহল্যা তাপসী।
রতি। বড় ভাগ্যবতী আমি; স্বর্গে শুনিয়াছি
অহল্যার নাম।—নামে আবার বরষা।
দিবে স্থান দয়া করি' আজি এ আশ্রমে?
অহল্যা। কৃতার্থ হইব। আমি প্রোষিতভর্ত্তৃকা;
অভ্যাগত তুমি,—এত সৌভাগ্য আমার।
আশ্রম ভিতরে চল।
রতি। চল প্রিয়সখি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গৌতমের তপোবন পথ। কাল—সন্ধ্যা।
মদন ও বসন্ত

মদনের গীত

ফুলমালা গলে পরি, ফুলরেণু গায়ে মাখি,
ফুলসাজ পরি কেশে, ফুল বেশে তনু ঢাকি।
ফুলধনু ধরি করে, হানি হৃদে ফুলশরে,
ফুলবাসে ছেয়ে আসে অলস অবশ আঁখি।
ফুল খেলা, ফুল বঁধু, পান করি ফুলমধু,
ফুলদল'পরে শুয়ে, ফুলপানে চেয়ে থাকি।

মদন। কি ভাব্‌ছ বসন্ত?

বসন্ত। ভাব্‌ছি প্রভু, এত মিছে কথাও কৈতে পারেন!

মদন। কি মিছা কথা সখে!

বসন্ত। অন্ততঃ ভেতরের কথাগুলো সব চেপে গেলেন।

মদন। কি প্রকার?

বসন্ত। এই মুখে বেশ বোলে গেলেন "ফুলে নব তনু ঢাকি" কিন্তু তার নীচে ত দেখ্‌ছি মহাশয়ের খাসা মখমলের পোষাক।

মদন। শুদ্ধ ফুলে কি তনু ঢাকে সখে, না শীত কাটে?

বসন্ত। আমিও ত তাই বল্‌ছিলাম। তা যদি হতো ত লোকে তুলোর চাষ তুলে দিয়ে ফুলের চাষ কর্ত্তো।

মদন। আচ্ছা তার পরে? আর কি মিছা কথা?

বসন্ত। তারপরে "ফুলধনু"। ফলের ধনু তৈরি কর্ত্তে পারে এ সাধ্য বিশ্বকর্ম্মারও নাই। পেছনে একখানি বাকারি চাই।

মদন। আচ্ছা আর কি?

বসন্ত। আর "ফুল খেলা"। ফুল নিয়ে খেলা করা অবিশ্যি এমন কিছু শক্ত নয়, যদিও মহাশয়কে বোধ হয় আমি ডান্ডাগুলি খেল্‌তে দেখেছি।

মদন। সে ছেলেবেলায়।

বসন্ত। তবে যে কেবল ফুলমধু পান কোরে ঐ বাস্তবিক বর্ত্তুলাকার শরীরটি ঐ ভাবে পরিপুষ্ট হচ্ছে না, এটা আমি শপথ কোরে বল্‌তে পারি।

মদন। ওহে—বোঝ না—

বসন্ত। আর ফুলের পানে চেয়ে থাকা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের ন্যায় আপনার আরো দু চারটে কাজ কর্ত্তে হয়।

মদন। ওহে ওগুলো কবিতা। তুমি বুঝি কাব্যকলা বোঝ না?

বসন্ত। আজ্ঞে না। কাব্যকলা পড়িনি, কিন্তু মর্ত্তমান কলা খেয়েছি। আর শপথ কোরে বল্‌তে পারি যে, ভালো পাকা মর্ত্তমান কলার কাছে কাব্যকলা কি চিত্রকলা কোন কলাই লাগেন না।

মদন। এ সমস্ত কবিতা—ঐ যে শিকার আস্‌ছে। তোমার কোকিল, মলয় সব তৈরি?

বসন্ত। সব প্রস্তুত—দেখ্‌বেন? [অদূরে কোকিল ডাকিল।]

মদন। বাঃ বাঃ! এ কোকিলের আওয়াজে যদি অহল্যাদেবী না ধরা পড়েন ত তাঁর শরীর ইঁট সুরকি দিয়ে তৈরী করা। পাখী বটে! চল এখন অন্তরালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

যাইতে যাইতে মদনের গীত

আছে একটা ভারি কালো পাখী,
ও তার আছে দুটো কালো পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাগুন চৈতে তর বদ্ অভ্যেস ডাকা।
তার ডাক শুনে প্রাণ হা হুতাস করে,
বিরহিনীরা সব আছড়ে পড়ে,
প্রাণকান্ত বিনে সে পাখীর স্বরে
তাদের জীবনটা ঠেকে বড় ফাঁকা ফাঁকা।
ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে
গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে;
ভাগ্যিস নয় সে পাখী বারোমেসে;—
নইলে মুস্কিল হোত বেঁচে থাকা।

[প্রস্থান।

অহল্যা ও রতির প্রবেশ

রতি। হায় সখি, এত রূপ, এ ভরা যৌবন,
এ বসন্তকালে!—শুদ্ধ একবার, সখি,
জীবনে, যৌবন আসে; আর সে যৌবন
চিরদিন নাহি থাকে।

অহল্যা। বুঝি, সব বুঝি,
কিন্তু কি করিব? আমি অভাগিনী অতি!

রতি। মণির আদর রত্নবণিক বিনা কি
বুঝে শাখামৃগ? রত্নে দিও না ছড়ায়ে
অরণ্যে। সার্থক কর এ রূপ যৌবন।
চিরদিন রহিবে না। তবে আসি সখি।

বড় ভাগ্যবতী আমি পাইলাম দেখা
পথে হেন অপ্সরাসম্ভব রূপরাশি।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আহা! কি মধুর! [উপবেশন]
মঞ্জুরিত নবশ্যাম
নিকুঞ্জ; গুঞ্জরে ভৃঙ্গ; রঞ্জিত সুন্দর
পল্লবিত বন্যবীথী সন্ধ্যার কিরণে।
সুদূরে তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে
অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
বন্ধুরকান্তার দিয়া। স্তব্ধ অরণ্যানী।—
শুধু দূরে আম্রবনে ললিত উচ্ছ্বাসে
কুহরে কোকিল এক, করি বিকম্পিত,
পুষ্পিত অটবী। আসে মন্থর হিল্লোলে
বসন্ত সমীর; চাহে নিস্পন্দ বিস্ময়ে,
কুরঙ্গ শাবক এক গ্রীবা বক্র করি'
স্তব্ধ অটবীর পানে। সবার উপরে
এক গাঢ় নীলাকাশ নিস্পন্দ, নির্ম্মল,
সদ্যোমেঘমুক্ত, নত চুম্বিতে ধরার
সুখস্মিত বিম্বাধর—রক্তিম লজ্জায়।
কে বলিবে এ বরষা! কে বলিবে ছিল
কল্য সমাচ্ছন্ন করি' ও নীল আকাশ
প্রাবৃটের ঘন ঘটা? বসন্ত বরষা
মধুর মিশ্রণে যেন রচিয়াছে এক
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাজ্য;—আহা কি মধুর!
এত মুগ্ধকর চিত্র দেখি নাই আমি
বহুদিন। এত স্নিগ্ধ বহে নাই বুঝি
বহুদিন শীতল সমীর। ডাকে নাই
কোকিল কখন এত অধীর আগ্রহে।

গীত

আজি মোর প্রাণ কি চায়।
জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল বাসনায়॥
আজি এ অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,
কোন অজানিত টানে, কার পানে ভেসে যায়।

—উঠে চাঁদ! মরি মরি! বন অন্তরালে
পূর্ণ জ্যোৎস্না! একদিকে শান্ত গরিমায়
সূর্য্য হয়ে অস্তমিত, অপর আকাশে
উঠে চন্দ্র স্নিগ্ধ হাস্যে। লয়েছে উভয়ে
বিভাগ করিয়া যেন দিগন্তবিতত
উজ্জ্বল আকাশরাজ্য। দিবা অবসানে
আসে ওই তারাময়ী স্তব্ধ নিশীথিনী
শ্রান্তি পরে শান্তিসম, শুষ্ক কার্য্য 'পরে
শিথিল স্বপ্নের মত।—ওই—ও কে—গায়।

সজ্জিত তরণীতে আরূঢ়া অপ্সরাদিগের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান

গীত

বেলা বয়ে যায়।
ছোট মোদের পানসী তরি সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার, বকুল যূথী দিয়ে গাথা সে;
রেশমি পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্‌ছে তরি দুল্‌ছে তরি, ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক নূতন প্রেমে ভোর,—
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে নেশার ঘোর;
বাঁশীর ধ্বনি হাসির ধ্বনি উঠ্‌ছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বল্‌ছে আকাশ সাঁঝের তপনে;
পূর্ব্বে ঐ ঘুম্‌ছে চন্দ্র প্রেমের স্বপনে;
কচ্ছে নদী কুলুধ্বনি বচ্ছে মৃদু মধুর বায়।

অহল্যা। একি অপার্থিব গীত? পুলকে
আবেশে
রোমাঞ্চিত হয় তনু। হৃদয়ে জাগিয়া
উঠে কি বাসনা?—আর রাখিতে না পারি
বাঁধিয়া প্রবাহ।—হায় বুঝেছি আমার
বিফল যৌবন, এই নারীজন্ম বৃথা।
বেলা গেল;—যাই তবে শূন্যগৃহে ফিরি'।

[গমনোদ্যত]

—কে যায় সুগৌর যুবা, শিরে জটাভার,
বন্যপথ দিয়া শ্লথ চরণবিক্ষেপে?
কে এ? কভু দেখি নাই। সুঠাম সুন্দর
দীর্ঘ দেহ; প্রসারিত বক্ষ; পরিহিত
অজিন; চরণভঙ্গ লঘু; কিন্তু তার
মুখখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ভাসে দেহ'পরে
প্রস্ফুটিত পদ্মসম, শৈবাল বেষ্টিত
কোমল মৃণাল বৃন্তে। কে এ? ডেকে দেখি—
কে পান্থ?

তাপসবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ডাকিলে মোরে, কে তুমি তাপসি?
অহল্যা। বলি, কোথা যাবে?
ইন্দ্র। মিথিলায়। কত দূরে
মিথিলা নগরী? মোরে দয়া কোরে দেবি
পথ বোলে দাও যদি।
অহল্যা। পান্থ, বহু দূরে
সে স্থান দুর্গম। সন্ধ্যা আগত। তাপস!
মদীয় আশ্রমে যাপ নিশীথ। প্রভাতে
যাইও সেথায় কল্য।
ইন্দ্র। কে তুমি?

অহল্যা। তাপসী।
ইন্দ্র। নাম?
অহল্যা। অহল্যা।—না সখে!
মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শুদ্ধ নারী
কোন নাম নাহি মোর। না সখে, কি নাম
যেতেছি ভুলিয়া। নাম? জানিও সন্ন্যাসী
শুদ্ধ সন্ন্যাসিনী আমি।
ইন্দ্র। সত্য কোরে বল,
খুলে বল; প্রহেলিকা বুঝি না, কে তুমি?
অহল্যা। সত্য বলিব কি প্রিয়? হাঁ, সত্য বলিব,
আমার আশ্রমে চল।
ইন্দ্র। না, না, যাইব না।
অহল্যা। হাঁ যাইবে তুমি! মুখে স্পষ্ট ব্যক্ত
তাহা।
কপট! আশ্রমে চল। [অস্ফুটস্বরে]। সত্য
বলিতেছি, আমি তব দাসী, তুমি মোর
প্রাণেশ্বর।
[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

মদন ও রতির পুনঃ প্রবেশ ও নৃত্য গীত

উভয়ে। এমনি কোরে আমরা মজাই কুল।
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টেরই মূল।
মদন। আমি বুকে হানি পুষ্পশর;
রতি। আমি আনি বক্ষে বক্ষ, অধরে অধর;
মদন। বিছায়ে দি' পাতার শয়ন;
রতি। ছড়ায়ে দি' ফুল।
মদন। প্রেমের শ্বাসে দিইছি সুবাস, প্রেমের
ভাষে গান;
রতি। অধর কোণে দিইছি মধু, নয়ন কোণে বাণ;
মদন। আমি করি সৃষ্টি স্বর্গলোক;
রতি। আমি করি বৃষ্টি সুধা—মিলন-সম্ভোগ;
মদন। উড়ায়ে দি' আঁচলখানি;
রতি। এলায়ে দি' চুল।
মদন। দেবতা জানে আমার প্রতাপ, মানুষ কিবা
ছার;
রতি। আমি কিন্তু বোলকলা পূর্ণ করি তা'র;
মদন। আমি কেবল রটাই প্রেমের জয়;
রতি। আমি শুধু প্রেমের বিপদ ঘটাই ভুবনময়;
উভয়ে। আমাদেরই সৃষ্টি করা বিধির বিষম ভুল।
[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চিরঞ্জীবের আশ্রমের বহির্ভাগ।
কাল—সায়াহ্ন।

মাধুরীর দ্রুতপদসঞ্চারে প্রবেশ

মাধুরী। কি আশ্চর্য্য! কি অন্যায়! কি
লোমহর্ষণ ব্যাপার! কি করি? কার পরামর্শ
নেই? একবার তপোবনান্তরে যাব না কি?
না। অন্য তাপসদের কাছে এ কুৎসা এখন
ভেঙ্গে কাজ নেই। দেখি যদি আমরাই এর
কোন প্রতিবিধান কর্ত্তে পারি। স্বামীর সঙ্গে
পরামর্শ করা যাক্! ঐ যে উনি যাচ্ছেন।
প্রভু একবার এদিকে এস!

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। কি রে ডাকছিস্ না কি?
মাধুরী। হাঁ একটা কথা আছে।
চিরঞ্জীব। কথাটা কি খুব দরকারী?
মাধুরী। ভারি দরকারী।
চিরঞ্জীব। তবে এখনি বোলে ফেল্।
আমিও একটা ভারী দরকারী কাজে যাচ্ছি।
মাধুরী। প্রভুপত্নী কোথায়?
চিরঞ্জীব। আশ্রমে।
মাধুরী। কি কচ্ছেন?
চিরঞ্জীব। কি আর কর্ব্বেন? চোখ
রগড়াচ্ছেন। সেই পুরোণো গল্প।
মাধুরী। কোন্ পুরোণো গল্প?
চিরঞ্জীব। বুড়োবুড়ীর গল্প। জানিস্
নে বুঝি?—তবে শোন্।

গীত

বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাক্ত।
বুড়ী ছিল বেজায় বৈষ্ণব বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি
পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্ত।
হঠাৎ একদিন "দুত্তর" বোলে,
কোথায় বুড়ো গেল চলে;
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে কল্লে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানিক পরে বুড়ো ফিরে এলে ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে
তারে ভারি খুসী রাখ্ত।
ঝগড়া ঝাঁটি গেল থেমে;
মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশী,
বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্ত।

চিরঞ্জীব। আচ্ছা মাধুরী! আমি একটা
ভারি ধোকায় প'ড়েছি।
মাধুরী। কি ধোকা?
চিরঞ্জীব। ধোকা হচ্ছে এই,—তুই কি
আমাকে ভালবাসিস্?

মাধুরী। হাঁ, বাসি।

চিরঞ্জীব। হুঁ দেখে তাই বোধ হয় বটে।

মাধুরী। তবে আর ধোক্কা কি?

চিরঞ্জীব। ঐ ত ধোক্কা।—আচ্ছা খুব ভালবাসিস্?

মাধুরী। খুব বাসি।

চিরঞ্জীব। আমি কিন্তু তোকে কিছু ভালোবাসিনে।

মাধুরী। একদিন বাস্‌বে।

চিরঞ্জীব। উঁহু—বোধ হয় না। [সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িল] তোকে আমি কোন রকমেই ভালোবাস্‌তে পারিনে।

মাধুরী। কেন? আমি জাতিতে গণিকা বোলে?

চিরঞ্জীব। না তুই জাতিতে স্ত্রীলোক বোলে।—তুই অসার, অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য স্ত্রীলোক। আমার মতন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার তোর মত একটা ক্ষুদ্র মেয়ে মানুষকে ভালোবাস্‌তে পারে না।

মাধুরী। তোমার যেমন ইচ্ছা। তুমি আমায় ভালোবাসো না বাসো, আমি চিরদিন তোমায় ভালবাস্‌বো।

চিরঞ্জীব। ঐ ত স্ত্রীলোকের দোষ। বেজায় নাছোড়্‌বন্দ্।

মাধুরী। আচ্ছা সে কথা যাক্—প্রভুপত্নীর আশ্রমে সম্প্রতি কিছু লক্ষ্য করেছো?

চিরঞ্জীব। করিছি।

মাধুরী। কি?

চিরঞ্জীব। সাপ, ব্যাং, টিয়া, বুলবুলি, তেলাপোকা, টিকটিকি—

মাধুরী। না না—নতুন কিছু?

চিরঞ্জীব। হরিণটার একটা ছানা হয়েছে!

মাধুরী। না গো ও সব নয়! নতুন কোন ব্যক্তি।

চিরঞ্জীব। ব্যক্তি?

মাধুরী। হাঁ।

চিরঞ্জীব। ব্যক্তি?—কৈ, না?

মাধুরী। একজন এসেছে।

চিরঞ্জীব। পুরুষ মানুষ, না মেয়ে মানুষ?

মাধুরী। পুরুষ মানুষ। একজন সুন্দর সুগৌর যুবা প্রত্যহ অর্দ্ধরাত্রে আসে, আর প্রত্যূষে চোলে যায়।

চিরঞ্জীব। বটে? বটে? এ ত রগড় মন্দ নয়।—কোথা থেকে আসে আর কোথায় চোলে যায়?

মাধুরী। দূরে নদীবক্ষে একখানা সজ্জিত তরণী দেখ নি?

চিরঞ্জীব। দেখিছি যেন।

মাধুরী। সেখান থেকে আসে আবার সেই খানেই চোলে যায়।

চিরঞ্জীব। বোঝা গেছে। বাবা, চিরঞ্জীব শর্ম্মা এত মূর্খ নয়।—যাবে কোথা? স্ত্রীজাতির চরিত্র ত, তা রেশমী সাড়ীই পরুন, আর গাছের ছালই পরুন,—স্ত্রীচরিত্র যাবে কোথা? যাবে কোথা?

মাধুরী। এখন তোমায় একটা কাজ কর্ত্তে হবে।

চিরঞ্জীব। কি কর্ত্তে হবে বল্ দিখি নি! আমার যে রকম গায়ে শক্তি, সেই রকম যদি মাথায় বুদ্ধি থাক্‌ত, তা হলে বোধ হয় আমি একটা বুদ্ধিমান্ লোক হতে পার্ত্তাম।

মাধুরী। কর্ত্তে হবে এই—এই লোকটার সন্ধান নিতে হবে। কে সে? কোথায় তার নিবাস? তার অভিপ্রায়ই বা কি?

চিরঞ্জীব। সে কে, আর কোথায় তার নিবাস, তা জানিনে বটে; কিন্তু তার অভিপ্রায় যে কি তা বেশ টের পাওয়া গেছে। এ রকম অবস্থায় সব পুরুষজাতির একই রকম অভিপ্রায় হয়ে থাকে।

মাধুরী। সে কাল প্রত্যূষে যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাবে, তুমি তার পিছু পিছু যাবে। গিয়ে—

চিরঞ্জীব। তা আমাকে দিয়ে হবে না। আমি পিছু পিছু গিয়ে তাকে ধর্ত্তে পার্ব্বো না। ধর্ত্তে হয় ত সম্মুখ সমরে। [উগ্রভাবাপন্ন]

মাধুরী। না প্রভু। মহর্ষি গৌতমের পবিত্র আশ্রমে একটা কুকীর্ত্তি কোরে কাজ নাই।

চিরঞ্জীব। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ [হুঙ্কার।]

মাধুরী। দোহাই তোমার। এখানে নয়। যুদ্ধ কর্ত্তে হয় ত, তপোবনের বাহিরে গিয়ে। আজ শেষরাত্রে একটু সজাগ থেকো।

চিরঞ্জীব। আমার ত আজ সমস্ত রাত ঘুম হবে না।—বেশ বেশ! সুখবর! এ রকমে জীবনের একটু বৈচিত্র্য হয়।

মাধুরী। শতানন্দ কাঁদে কেন? ঐ যে আস্‌ছে।

রোরুদ্যমান শতানন্দের প্রবেশ

শতানন্দ। দিদি!

মাধুরী। কি দাদা?

শতানন্দ। মা আমাকে মেরেছে।

মাধুরী। কেন?

শতানন্দ। তা জানি না। আর বলেছে, আজ রাতে আমাকে তার কাছে শুতে দেবে না। [ক্রন্দন।]

চিরঞ্জীব। তা যে মা তোকে মারে, তার কাছে তুই শুতে যাস্‌ কেন রে ছোঁড়া?

মাধুরী। বোঝ না, সে যে প্রাণের টান।—চল দাদা আমার সঙ্গে খেলা কর্ব্বে এস!

[মাধুরীর শতানন্দকে লইয়া প্রস্থান।

চিরঞ্জীব। হুঁ হুঁ সাধে কি বলি,—"স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে।" যাবে কোথা। স্ত্রীচরিত্র ত—যাবে কোথা?

জনৈক তাপসের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ [হুঙ্কার]।

তাপস। কি ঠাকুর! হঠাৎ এত উগ্র যে?

চিরঞ্জীব। আমার ক্রোধের উদয় হ'য়েছে!

তাপস। কেন?

চিরঞ্জীব। সে খোঁজে তোর দরকার কিরে বেটা? [প্রহারোদ্যত] বেরো আমার আশ্রম থেকে।

তাপস। বেরোচ্ছি। একটা সুখবর দিতে এলাম,—

চিরঞ্জীব। সুখবর? [সাগ্রহে] কি? কি?

তাপস। মহর্ষি গোতম ফিরে আস্‌ছেন।

চিরঞ্জীব। কবে?

তাপস। এই সপ্তাহখানিকের মধ্যে!

চিরঞ্জীব। কেন?

তাপস। তাঁদের তপস্যা হোল না। সেখানে রাক্ষসের বিপর্য্যয় রকম অত্যাচার। বিশ্বামিত্র গিয়েছেন মহারাজ দশরথের কাছে নালিশ কর্ত্তে; আর গোতম ফিরে আস্‌ছেন।

চিরঞ্জীব। নেহাইৎ অপদার্থ। এই গোতমটা নেহাইৎ অপদার্থ—স্ত্রী ছেড়ে থাক্‌তে পাল্লে না আর কি? বোঝা গেছে। নেহাইৎ অপদার্থ।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—অহল্যার কুটীরাভ্যন্তর। কাল—শেষরাত্রি।

ইন্দ্র ও অহল্যা

অহল্যা। তুমি ইন্দ্র? তা জানিলে আগে,
কে করিত
আপন হৃদয়েশ্বর তোমারে মায়াবী?

ইন্দ্র। কি দোষ আমার?

অহল্যা। শত দোষ। শুনিয়াছি
তুমি শঠ, ব্যাভিচারী, লম্পট।

ইন্দ্র। বিশ্বাস
করিও না সে অখ্যাতি।

অহল্যা। সত্য কোরে বল—
ভালোবাসো অহল্যারে?

ইন্দ্র। [কর দুটি ধরিয়া] অনিন্দ্য সুন্দরী!
আমার হৃদয়েশ্বরী!—নন্দন কাননে
কিশোর মন্দার পুষ্প বসন্ত সমীরে
ঢালে না সুগন্ধ এত, যে গন্ধ তোমার
অস্ফুটপ্রণয়বাণীমিশ্রিতনিঃশ্বাসে।
ত্রিদিব ভাণ্ডারে মোর এত সুধা নাই,
ও রক্ত অধরে যত। [চুম্বন]। সজল বিদ্যুৎ
এত স্নিগ্ধতীব্র নহে, তব আলিঙ্গন
যত স্নিগ্ধ প্রিয়তমে! [আলিঙ্গন]

অহল্যা। সত্য?

ইন্দ্র। সত্য কথা।

অহল্যা। হায় যদি পারিতাম করিতে বিশ্বাস
এই বাক্য!

ইন্দ্র। কেন নহে?

অহল্যা। তব সভাস্থলে
নৃত্য করে বারাঙ্গনা।

ইন্দ্র। তাহারা নর্ত্তকী,—
প্রণয়িণী নহে।

অহল্যা। শচী মহিষী তোমার।

ইন্দ্র। ইন্দ্রাণী মহিষী মাত্র, প্রণয়িণী নহে।

অহল্যা। [সহসা]। না না ফিরে যাও!
এখনো ফিরিতে পার.
এখনো ফিরিতে পারি! যাহা হইবার
হইয়াছে। জানিবে না কেহ। যাও ফিরে।

ইন্দ্র। যাইব প্রেয়সি কিন্তু সঙ্গে যাবে তুমি।
চল এইক্ষণ। তীরে সজ্জিত তরণী।
চল।

অহল্যা। না, হৃদয়েশ্বর! কেন কর মোরে
মজ্জিত গভীর পঙ্কে? গোতম-রমণী

আমি।
ইন্দ্র। কেন মিথ্যা এ প্রবোধ! বহুদূরে
আসিয়াছ! আর চাহিও না ফিরে ফিরে।
এখন অহল্যা ইন্দ্র অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে
বদ্ধ আমরণ। চল, রাখিব তোমারে
মর্ম্মররচিত হর্ম্ম্যে, পুষ্প সুবাসিত
কনকপালঙ্কে। দিব হীরক গঠিত
অলঙ্কার; দাস দাসী। তদুপরি আসি
করিবে চরণসেবা দেবেন্দ্র আপনি
প্রত্যহ।
অহল্যা। [কম্পিতস্বরে] শপথ কর,
সত্য ভালোবাসো?
ইন্দ্র। তথাপি সন্দেহ? ভালোবাসি?
হায় প্রিয়ে!
অধীর আগ্রহ এত, জ্বলন্ত বাসনা,
বুঝ নাই প্রাণেশ্বরী?—
অহল্যা। —চল ঝাঁপ দিব
কলঙ্কসমুদ্রে আজি। ফিরে যেতে চাহি
কিন্তু হায় ফিরিতে সামর্থ্য নাই! চল।
—কিন্তু পুত্র শতানন্দ?
ইন্দ্র। তারে রেখে যাও
লালন করিবে শিষ্যদম্পতী তাহারে।
—এখনো রজনী আছে। চল।
অহল্যা। কোথা যাব?
ইন্দ্র। স্বর্গে।
অহল্যা। না না স্বর্গে নহে।
ইন্দ্র। কেন প্রাণেশ্বরী?
অহল্যা। জিজ্ঞাসিছ "কেন?" নিত্য লজ্জায়
রক্তিম
হইব না,—পথে ঘাটে ত্রিদিবে যখন
অঙ্গুলি বাড়ায়ে মোরে কহিবে সকল
দিব্যাঙ্গনা—"ওই ভ্রষ্টা গৌতমরমণী"?
ইন্দ্র। দিব রাখি নিভৃত নিলয়ে, দূরে। কেহ
জানিবে না।
অহল্যা। না বল্লভ! তার চেয়ে চল—
কোন দূর নিরালয় দ্বীপে, উপকূলে,
অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গে,—পশেনি যেখানে
মনুষ্য নিঃশ্বাস; নাহি পশিবে শ্রবণে
আপন অখ্যাতিগাথা; যেখানে ভুঞ্জিব
পরস্পরে নি[illegible]।
অলক্ষ্যে নিভৃতে সুখে। সেখানে বুঝিব
বিশ্ব জনশূন্য, শুদ্ধ তুমি আমি আছি।
ভাসায়ে যাইব যুগে যুগে নিরবধি
ক্ষুদ্র মিলনের তরী, অকূল গভীর
প্রেমের সমুদ্র, তার গাঢ় স্বচ্ছ নীল
ফেনিল হিল্লোলে।
ইন্দ্র। অত্যুত্তম! চল যাই
এ মুহূর্ত্তে। শতানন্দ সুপ্ত। অরণ্যানী
নিস্পন্দ নীরব!
অহল্যা। বৃষ্টি পড়িতেছে।
ইন্দ্র। শুভ।
রজনীর অন্ধকারে শীকরশীতল
নিস্তব্ধ প্রহরে, মৃতবৎ অচেতন
ঘুমায় নিখিল বিশ্ব। শীঘ্র এস।
অহল্যা। চল।
শতানন্দ। মা! মা!
অহল্যা। জাগিয়াছে পুত্র।
ইন্দ্র। পড়েছে ঘুমায়ে
আবার বালক! চল এইক্ষণে। বিলম্ব কি!
অহল্যা। চল তবে।
শতানন্দ। মা! মা কোথা!
ইন্দ্র। স্থির হ, বালক—
অহল্যা থামাও পুত্রে। নহিলে নিষ্ফল
করিবে এ আয়োজন।
অহল্যা। থাম্ শতানন্দ।
শতানন্দ। মা ও কে? মা যাও কোথা?
ইন্দ্র। বিফল করিল
এত আয়োজন, ওই হতভাগ্য শিশু।
অহল্যা। কি করিব?
শতানন্দ। মা—মা ক্ষুধা—
ইন্দ্র। কর কণ্ঠরোধ।
শতানন্দ। মা ক্ষুধা।
অহল্যা। আবার?—তবে দিতেছি মিটায়ে
[illegible] ক্ষুধা।
গিয়া শিশুর কণ্ঠরোধ
ইন্দ্র। স্তব্ধ হইয়াছে
পাপাত্মা জন্মের তরে শীঘ্র চোলে এস।
অহল্যা। একি! করিলাম হত্যা আপন সন্তানে?
ইন্দ্র। বাহিরে ডাকিছে কাক। এস
[বহির্গমন।
অহল্যা। চল যাই—
বুঝিয়াছি। তবে আমি নামিয়া এসেছি
নরকরাজত্বে! তবে বিদায়—বিশ্বাস,
নির্ভর, মমতা, পুণ্য।—আয় নেমে আয়

পাপের করাল রাজ্য প্রগাঢ় তিমিরে!

প্রস্থানোদ্যত

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। শতানন্দ কাঁদে কেন?—প্রভুপত্নী তুমি
এ বেশে? কোথায় যাত্রা করিছ প্রত্যূষে?
অহল্যা। ধরা পড়িয়াছি।
ইন্দ্র। [বাহিরে]—এস শীঘ্র চোলে এস।

বাহিরে শব্দ

ইন্দ্রকে ধরিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। তবে পলাতক যাবে কোথা?
ইন্দ্র। ছাড় জীব!
প্রাণে যদি মায়া থাকে।
চিরঞ্জীব। হাঁ চন্দ্রবদন!

উভয়ে যুদ্ধ। চিরঞ্জীবের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ ও চিরঞ্জীবের পতন

অহল্যা। একি একি!
ইন্দ্র। শীঘ্র চোলে এস প্রাণেশ্বরি।

[অহল্যার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া নিষ্ক্রমণ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—জনকের প্রাসাদ কক্ষ। কাল—প্রভাত।
জনক, গোতম, চিরঞ্জীব, শতানন্দ

গোতম। প্রবাস হইতে ফিরি' বন্ধু দেখিলাম—
আশ্রম কুটীর জনশূন্য। নিরুদ্দেশ
অহল্যা প্রেয়সী। মৌন আনম্র বিষাদে
আমার কুটীর চূড়া; কুটীর প্রাঙ্গণে
শষ্প গুল্ম তাহাদের রাজ্য পুরাতন
করিতেছে অধিকার।
চিরঞ্জীব। চরিতেছে ঘুঘু!
গোতম। সন্নিহিত নিম্ববৃক্ষশিখরে বাদুড়
রহিয়াছে নীড়। বন নিস্তব্ধ, মলিন।
আশ্রমে প্রবেশমাত্র উঠিল চীৎকারি'
বিরাট পেচক এক! বাহিরিয়া গেল
দেখিয়া আমারে। ডাকিলাম চীৎকারিয়া
"অহল্যা"—উত্তর দিল "অহল্যা" সুদূরে
বনপ্রতিধ্বনি উপহাসি'। বাহিরিয়া
আসিল তখন শিষ্যা মাধুরী। কহিল
কেহ সে আশ্রমে নাই। শিষ্য চিরঞ্জীব
আহত কুটীরে। শতানন্দ প্রিয়তম
পরিত্যক্ত মৃতবৎ, বাঁচিয়াছে বহু
শুশ্রূষায়! নিরুদ্দেশ অহল্যা।
জনক। করিলে
অন্বেষণ গোতমীর?
চিরঞ্জীব। বহু অন্বেষণ,
বন হ'তে বনান্তর। কোনই সন্ধান
মিলিল না।
জনক। তার পর?
চিরঞ্জীব। কহিলাম আমি
সস্ত্রীক সংসার যদি না করিতে পারো
কেন এই বিড়ম্বনা—উদ্বাহবন্ধন?
গোতম। সত্য চিরঞ্জীব।
চিরঞ্জীব। প্রভু শুনিলেন যবে,
অহল্যা উড্ডীয়মান লম্পটের সনে।
কহিলেন "অসম্ভব"। কহিলাম আমি
"এ শাস্ত্রসঙ্গত প্রভু—প্রোষিতভর্তৃকা
দোষ নাই"—তবে কিন্তু রাজর্ষি! লম্পট
কি ছুঁড়িয়া মারিল আমারে নাহি জানি।
অদ্ভুত সে প্রহরণ অগ্নিসম তেজে।
গোতম। রাজর্ষি! জীবনে আর অনুরাগ
নাই—
সংসারে প্রবৃত্তি নাই। চলিলাম আজি
ছাড়ি' বনগ্রাম শিষ্যদম্পতীর সনে।
জনক। কোথা যাবে প্রিয়বর?
গোতম। সুদূরে কৈলাসে
শুনিয়াছি সে পর্ব্বত অতি মনোহর,
অতীব নির্জ্জন! দিব সকল কামনা
সকল সাধনা চিন্তা একান্ত আগ্রহে
বিশ্বনিয়ন্তার পদে।
জনক। নিজ তপোবনে
কর না তপস্যা?
গোতম। পারিব না প্রিয়বর!
সুখস্মৃতিসম মম রম্য তপোবন
সতত জাগায়ে দিবে অতীত কাহিনী।
জনক। বড়ই করুণ বার্ত্তা।
গোতম। বুঝি এ বেদনা
বিভুর মঙ্গল বিধি। ভুলিয়াছিলাম
বিশ্বেশ্বরে এত দিন, মায়ায় জড়িত,
আত্মসুখরত। বুঝি দয়াময় প্রভু
ছিন্ন করি' সে বন্ধন লইলেন টানি'
আমারে তাঁহার পানে!—ধন্য বিশ্বপতি!
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

[উদ্দেশ্যে প্রণাম]

—সখে!

বালকে, জীবনাধিক পুত্রে, সমর্পণ
করিলাম তব করে, রাজর্ষি! দেখিও।
জনক। পুত্রবৎ করিব লালন।
গৌতম। প্রাণাধিক!
শতানন্দ! চলিলাম। বুঝি আমি তোর
বড়ই নিষ্ঠুর পিতা! আশৈশব তুই
পিতৃমাতৃস্নেহসুখে বঞ্চিত। ছাড়িয়া
গিয়াছে জননী তোর! আমিও নির্ম্মম
চলিলাম ছাড়ি'। বৎস চলিলাম! কভু
আমারে করিস্ মনে। না, না, ভুলে যাস্,
ফেলে দিস্ বক্ষ হ'তে টানি উপাড়িয়া
নিষ্ঠুরজনকস্মৃতি। ভাবিস্ বালক,
তুই পিতৃমাতৃহীন। [চুম্বন]
গেলাম রাখিয়া
অভিন্নহৃদয়বন্ধু তোমার আশ্রয়ে।
চলিলাম বৎস! [চুম্বন] বন্ধু দেখিও
বালকে!
অসহায় শিশু—আর কি বলিব—তুমি
জান সব। প্রিয়বর দেখিও। আমার
প্রাণের অধিক শতানন্দ সুদর্শন!
চলিলাম বৎস! [চুম্বন] রাজর্ষি করিও
ক্ষমা
দুর্ভাগ্য অক্ষম বৃদ্ধ গৌতমে!
জনক। জানি না,
তোমার এ ভাগ্য কেন? অথবা সুহৃৎ
এই তীব্র যন্ত্রণায় কিনিতেছ তুমি
অনন্ত অক্ষয় পুণ্য।
গৌতম। চলিলাম তবে।
চিরঞ্জীব। "চলিলাম" "চলিলাম"
এক শত বার
করার সদর্থ বুঝি, প্রভু যাইবার
ইচ্ছা নাই? কে মাথার দিব্য দিয়া তবে
কহিয়াছে "যাও যাও"।—থাকো না এখানে?
গৌতম। না না চিরঞ্জীব চল! মাধুরী কোথায়?
চিরঞ্জীব। করিছে ক্রন্দন বহির্দ্দ্বারে! চিরকাল
স্ত্রীজাতির প্রিয়কার্য্য।
গৌতম। তবে বৎস যাই!
যাই বন্ধু!
জনক। এস প্রিয়বর!
গৌতম। একবার
আর একবার চুম্বি। বৎস প্রাণাধিক!
একটি চুম্বন তুই দিবি না পিতারে?

শতানন্দ চুম্বন করিল

গৌতম। একবার "বাবা" বোলে ডাক্, শুনে
যাই!
শতানন্দ। বাবা! বাবা! বাবা!
গৌতম। না, যাইতে পারিব না আমি।
রহিব সংসারী।
চিরঞ্জীব। তাহা পূর্ব্বে হ'তে জানি। [বসিল]
গৌতম। হা অবোধ! হা নিষ্ঠুর! বালক!
বালক!
কেন ডাকিলি ও তোর মধুমাখা স্বরে?
কোথায় যাইব?—বৎস প্রিয় প্রাণাধিক!
কি করিলি তুই?—না না থাক্—যাই, যাই।
বালক! মায়াবী শিশু! কে তুই? কেহ না।
[সবেগে প্রস্থান।
চিরঞ্জীব। এরূপ ব্যাপার কিন্তু কভু দেখি
নাই।
[প্রস্থান।
জনক। গৌতম তোমার নাহি তুলনা জগতে!
বৎস শতানন্দ! চল যাই অন্তঃপুরে।
[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজা দশরথের সভাকক্ষ। কাল—প্রভাত।
দশরথ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, রাম ও লক্ষ্মণ

বিশ্বামিত্র। দাও মহারাজ পুত্রদ্বয়ে! পুনরায়
যাচ্ঞা করি।
দশরথ। বুঝিব কি অমিতপ্রভাব
বিশ্বামিত্র মহর্ষি অক্ষম নিবারিতে
রাক্ষসের অত্যাচার?
বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণ যদ্যপি
করিবে সমর, ছাড়ি' তপস্যা অর্চ্চনা,
কোন্ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?
দশরথ। সত্য কথা, প্রভু;
দিতেছি সেনানী কিম্বা আপনি যাইব
বধিব রাক্ষসে যুদ্ধে। উহারা বালক;
কিরূপে যুঝিবে দুর্দ্দান্ত রাক্ষস সহ?
ক্ষমা কর।
বিশ্বামিত্র। নরপতি! ক্ষত্রিয় ভূপতি
কাতর সমরক্ষেত্রে পুত্রে পাঠাইতে?
উত্তম! ক্ষত্রিয় তুমি?
দশরথ। উহারা বালক।

বিশ্বামিত্র। বারম্বার এক কথা—
"উহারা বালক!"
জানো না কি দশরথ, যে দিন ক্ষত্রিয়
সক্ষম ধরিতে অস্ত্র, সে দিন হইতে
যুদ্ধই ব্যবসা তার, যুদ্ধই কামনা,
যুদ্ধ চিন্তা জাগ্রতে নিদ্রায়।
দশরথ। শিশুদ্বয়
অস্ত্রবিশারদ নহে মহর্ষি—
বিশ্বামিত্র। —হা ধিক্!
"ক্ষত্রিয় দ্বাদশবর্ষ বয়সে অক্ষম,
অশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে"—এ কথা বলিতে
হইল না অপমানে কুণ্ঠিত রসনা,
রক্তিম কপোল? যদি সমরে অক্ষম,
হইবে নিহত যুদ্ধে। কি করিব? যদি
সমরে অক্ষম, তবু ক্ষত্রিয় ইহারা,
আশা করি ভীরু নহে।
দশরথ। জানো ঋষিবর!
বহু তপস্যার ধন এই পুত্রদ্বয়।
বিশ্বামিত্র। রাখো নরপতি অনুনাসিকা
কাকুতি,
দিবে কি না দিবে?
বশিষ্ঠ। পূর্ণ কর নরপতি—
ঋষির প্রার্থনা। যবে মহর্ষি সহায়
ভয় নাই।
দশরথ। গুরুদেব! তবে তাই হোক্।
নিয়ে যাও পুত্রদ্বয়ে মুনিবর। আজি
তোমার আশ্রয়ে প্রভু দিলাম সঁপিয়া
প্রাণাধিক শ্রীরাম লক্ষ্মণে।—নিয়ে যাও।
বিশ্বামিত্র। কৃতার্থ, ভূপতি!—সত্য কথা,
মহারাজ
জানি শিশুদ্বয় নহে শস্ত্রবিশারদ
অতিরিক্ত পিতৃস্নেহে। ভর্ৎসিয়াছি তাই
তোমারে এক্ষণে। করিতেছ অবহেলা
অন্যায় বাৎসল্যে পিতৃ কর্ত্তব্যে ভূপতি!
আসিয়াছিলাম, সত্য, চাহিতে তোমার
সেনানীসাহায্য; কিন্তু দেখিলাম আসি',
অশিক্ষিত যোগ্য তব রাজপুত্রদ্বয়;
যুদ্ধ বিনা যুদ্ধশিক্ষা অসম্ভব। তাই
চাহিতেছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে। চিন্তা নাই;
আমি শিক্ষা দিব, আমি রহিব নিকটে।
তাহারা পিতার বক্ষে ফিরিবে কুশলে।
দশরথ। তাই হোক ঋষিবর! [স্বগতঃ]
তথাপি রহিল
ভরত শত্রুঘ্ন। ভাগ্যবশে সভাস্থলে
তাহারা অনুপস্থিত। ঋষির অজ্ঞাত
তাহাদের অস্তিত্ব। [প্রকাশ্যে] মহর্ষি!
তাই হোক।
[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বনাভ্যন্তরস্থ পথ। কাল—গোধূলি।
চিরঞ্জীব ও মাধুরী

চিরঞ্জীব। তুই আমার সঙ্গ ছাড়্বিনে?
মাধুরী। না প্রভু।

চিরঞ্জীবের গীত

হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহাচুক্।
অস্তির চাহিতে নাস্তি বেশী, সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য॥
আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্থলের চাইতে সিন্ধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু॥
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী, ধর্ম্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশী, পূজার চাইতে মন্ত্র॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশী, মণির চাইতে কর্দ্দম।
স্বল্প ক্ষান্তির পরেই ভার্য্যার তর্জ্জন গর্জ্জন
দুর্দ্দম॥

তুই ফিরে যা, এখনো বল্‌ছি।

মাধুরী। কেন আমি তোমার কি অনিষ্ট কচ্ছি?

চিরঞ্জীব। অনিষ্ট?—সমূহ অনিষ্ট। তুই ক্রমাগত আমার পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিস্। ফিরে যা! যাবি নে?

মাধুরী। না।

চিরঞ্জীবের হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ও পুনরায়
গীত

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়, ব্রহ্মার থলি ফর্সা।
বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা॥
ভর্ত্তার চাইতে ভার্য্যা বড়, ভর্ত্তা বাড়ীর কর্ত্তা।
কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে ভার্য্যা ভর্ত্তার ভর্ত্তা॥
শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি।
ভক্তের জন্য শক্তি যোগান মহত্তর ব্যক্তি॥
পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়, যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী।
সে স্ত্রী পরিত্যজ্য, ও তার কপালেতে অগ্নি॥

তবু গেলি নে? কথা শুনিস্ নে কেন? ঐ ত তোর দোষ।

মাধুরী। ঐ আদেশটি কোরো না প্রভু! তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। যেখানে তোমার গতি, সেখানে আমার গতি। শাস্ত্রে বলে স্ত্রী ছায়ার মত পতির অনুগমন কোর্ব্বে।

চিরঞ্জীব। তা হলে বল্‌তে হবে যে শাস্ত্র অনুসারে পতির অবস্থাটা ভয়ঙ্কর শোচনীয়। যেখানে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পাহারা?—একটু নিরবিলি নেই? পতি এমনই কি পূর্ব্বজন্মে পাপ করিছিল? এখনো ফিরে যা! নৈলে ভালো হবে না বল্‌ছি। যাবি নে?

মাধুরী। না!

চিরঞ্জীবের গীত

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো, ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।
দাস্যের চাইতে অনেক ভালো গলে রজ্জুবন্ধন॥
মুক্ত শত্রু বরং ভালো, নয় তা ভণ্ড মিত্র।
আসল প্রেমের চেয়ে ভালো কাব্যে প্রেমের চিত্র।
গুপ্ত প্রেমের পরিণামে আছেই আছে শাস্তি।
বিবাহ যে করে, মূর্খ সে যৎপরোনাস্তি॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো, বলে সর্ব্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধল্লে ছাড়ে তবু, ধল্লে ছাড়ে না স্ত্রী॥

দ্যাখ্‌ তুই যে ভূতের মত আমার ঘাড়ে চেপেই রৈলি? যদি ফিরে না যাস্‌ ত তোকে এই জায়গায় গলাটিপে ধোরে মেরে ফেলে পুঁতে রেখে যাবো। গৌতম অনেক আগিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এয়েছে। রাস্তা জনশূন্য।

মাধুরী। আমি এমনই কি অপরাধ করিছি?

চিরঞ্জীব। তুই পিশাচী ডাইনী। তোর স্নেহে, তোর আগ্রহে, তোর সেবায়, দিবারাত্র আমাকে জড়াবার চেষ্টায় আছিস্‌। আমাকে যাদু কচ্ছিস্‌, মন্ত্র কচ্ছিস্‌। আমার সর্ব্বনাশ হবার যোগাড় হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে আমি তোকে একটু একটু ভালো বাসি। কৈ আগে তো বাসতাম না?

মাধুরী। তা ভালো বাস্‌লেই বা। স্ত্রীকে স্বামী ভালো বাস্‌বে, ইতে দোষ কি?

চিরঞ্জীব। আবার তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে।—ফিরে যাবি নে?

মাধুরী। না।

চিরঞ্জীব। ওরে মস্ত বাঘ খেলেরে—

মাধুরীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দৌড়িয়া পলায়ন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কৈলাস শিখর। কাল—সন্ধ্যা।
অহল্যা একাকিনী

অহল্যা। ভ্রমিলাম বহু স্থানে!
—পুরে, জনপদে,
ক্ষেত্রে, কুঞ্জে, উপবনে, পর্ব্বতশিখরে।
কিন্তু সুখ!—কোথা সুখ?—হৃদয় ভেদিয়া
নিত্য উঠে এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।
আকুল অধীর চিত্ত অনন্ত বিষাদে
ছেয়ে আসে। মিলনের তীব্র সুরাপানে,
ক্ষণেক ভুলিয়া থাকি এ তীক্ষ্ন যন্ত্রণা।
আবার জাগিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া
পাপের বিরাট মূর্ত্তি।—চাহিয়া সহসা
দেখি এক ভীম গর্ত্ত—যার তল নাই,
যার মধ্যে আলো নাই, শব্দ নাই; যার
করাল ব্যাদান আছে নিত্য নিরন্তর
আমারে করিতে গ্রাস।
এই পরিণাম!
এই জন্য করিয়াছি ঘৃণ্য ব্যভিচার,
পুত্র হত্যা, আমি পাতকিনী। কর্ণে বাজে—
আজিও সে অন্তিম ক্রন্দন। "মা মা"—এ কি
ডাকিলি আমারে পুত্র! না, এ প্রতিধ্বনি!
এ কল্পনা।
কল্পনা? না এ কল্পনা নহে;—
এ কল্পনা নহে।—পৃথিবীর গর্ভ হতে
আকাশের প্রান্ত হতে, আসে এ ক্রন্দন।
দিবার প্রখর দীপ্তি সমাচ্ছন্ন করি';
গাঢ়তর করি' গাঢ় নৈশ অন্ধকার;
ছাপিয়া, কর্কশ করি, সঙ্গীত-সুস্বর;
পর্ব্বত বিদীর্ণ করি; শূন্য ভিন্ন করি;—
উঠে সে ক্রন্দন।—সেই করুণ কাতর
রুদ্ধ শব্দ, হস্ত তুলি নীরব কাকুতি;—
জননীর কাছে সন্তানের হস্ত তুলি
নিষ্ফল জীবন ভিক্ষা।—অহো জগদীশ!
এত অন্ধ হয় নারী; এতই নির্ম্মম
হয় মাতা, পড়িলে কামের প্রলোভনে?
—আবার ডাকিলি পুত্র? এই যাই। আজি
করিব সে পাপ ধৌত আপন শোণিতে।
এই যে ছুরিকা।—দীপ্ত, শাণিত, সুন্দর,
ক্ষুদ্র অস্ত্র!—এত ক্ষুদ্র এত ভয়ঙ্কর!
মধুর প্রণয়ীসম আজি এস নেমে

বক্ষের ভিতরে প্রিয়তম!—পান কর
অহল্যার তপ্ত রক্ত; বিশ্ব পৃষ্ঠ হ'তে
মুছে দাও অহল্যার নাম!—শতানন্দ
আবার ডাকিলি? যাই, দাঁড়া, এই যাই—

বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত। পশ্চাৎ হইতে মদন আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল

অহল্যা। কে তুমি?
মদন। ক্ষমিও দেবি! তব পদতলে
রাখিলাম অস্ত্র এই। পরিবর্ত্তে তার
ধর এই সুধাপাত্র পূর্ণ বিম্বাধরে!

রতির প্রবেশ

রতি। কি করিছ মূঢ় নারী! এ বসন্ত কাল;
এখন বাতাস; ওই স্বচ্ছ নীলাম্বরে
পূর্ণ চন্দ্র; এ পুষ্পিত কুঞ্জ;—একি সখি,
আত্মহত্যা করিবার উপযুক্ত স্থান,
উপযুক্ত কাল? ছি ছি!!
হাঁ যখন নামে
ধূসর আকাশ হ'তে চূর্ণ বারিকণা,—
সূর্য্যালোকহীন এক পঙ্কিল দিবস;
গদ্যময় অপরাহ্ণ; ডাকে না কোকিল;
দীর্ঘশ্বাস ফেলে উষ্ণ সজল বাতাস;
শূন্য মাঠ, ক্ষেত্রে জল, রাস্তায় কর্দ্দম;
—হাঁ তখন আত্মহত্যা কর, ক্ষতি নাই;
অন্ততঃ সে এত রূক্ষ এত বিসদৃশ
ঠেকে'না কাহার চক্ষে।
মদন। এ বসন্ত কাল,
এ সৌন্দর্য্যরাশি, আর এ ভরা যৌবন,
এর সঙ্গে আত্মহত্যা?—একি শোভা পায়?
এ কি সহ্য হয়?—এ যে খাঁটি হাস্যরস—
একান্ত অভদ্র কাজ!
রতি। এ মরণ সখি,—
আছেই ত এক দিন। আপনিই আসে,
ডাকিতে হয় না। কতটুকু এ জীবন?
কেন, কিবা প্রয়োজন, সংক্ষিপ্ত করিয়া
স্বতঃই সংক্ষিপ্ত বস্তু? যত দিন প্রাণ,
সম্ভোগ করিয়া লও, যেরূপ সম্ভব।
অহল্যা। সত্য কহিয়াছ বন্ধু সত্য করিয়াছ
প্রিয় সখি! দাও সুরা—যাই, জ্বলে' যাই—
দাও সুরা। নিভাই এ তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালা।
[সুধাপান]
আবার! [পান] আবার! [পান] সত্য
কহিয়াছ সখি
"সম্ভোগ করিয়া লও।" পরে? তার পরে?—
যা হবার হবে। সম্ভোগ করিয়া লও।
—আবার ডাকিলি শতানন্দ? যা যা তুই
মূঢ় শিশু। পুত্র? কোথা পুত্র?—পুত্র নাই
কখন ছিল না পুত্র; কে বলিবে আমি
করিয়াছি পুত্রহত্যা। করি নাই। ঢালো
আবার মদিরা; পান কর [পান] নাচো,
গাও—

মদন ও রতির গীত

ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, আস্‌ছে ভেসে
মলয় বায়।
সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায়॥
বনের মধ্যে কোকিল পাখী, থেকে থেকে
উঠছে ডাকি;
শিরীষ আম্র মুকুল গন্ধ ভেসে আস্‌ছে তায়।
এমন দিনে, এমন বায়ে, এমন সময় এমন ঠাঁয়ে,
আপন মনের মানুষ বিনা প্রাণ ধোরে কি
থাকা যায়॥

অহল্যা। অত্যুত্তম! অত্যুত্তম! আহা মরি মরি!
প্রাণেশ্বর! কোথা প্রাণেশ্বর! এনে দাও
বল্লভে মদন; বক্ষে জাগিয়ে লালসা।
যাও ডেকে আনো তাঁরে, যাও রতিপতি—

ইন্দ্রের প্রবেশ

অহল্যা। [সাগ্রহে] কোথা ছিলে এতক্ষণ
ছাড়ি অহল্যারে
নিষ্ঠুর প্রণয়ী; এস পার্শ্বে প্রিয়বর!
কেন এত চিন্তাকুল আজি?
ইন্দ্র। নাহি জানি।
অহল্যা। চিন্তা কর দূর! আমি নিকটে তোমার,
তথাপি মলিন মুখ? দেখ, কি সুন্দর
হাসিছে পূর্ণিমা জ্যোৎস্না! মনে পড়ে প্রিয়
সেই দিন?
ইন্দ্র। কোন্ দিন?
অহল্যা। যে দিন প্রথমে
তুমি আসি' দাঁড়াইলে, হে সুন্দর পাপ!
নেত্রপথে অহল্যার। ঠিক ওই খানে;
ওই শান্ত শুভ্র চন্দ্র স্বচ্ছ নীলাম্বরে:
একটি ভাস্বর তারা চন্দ্রমার পাশে;
এইরূপ শ্যামলা ধরণী; এইরূপ
বহিতেছিল সুমন্দ মধুর উচ্ছ্বাসে
স্নিগ্ধ বসন্তের বায়ু; এইরূপ দূরে—

ইন্দ্র। থাক্ সে দিনের কথা। বলিতে এসেছি
নিদারুণ বার্ত্তা এক।
অহল্যা। কি? কি সমাচার?
ইন্দ্র। অহল্যা যাইতে হবে আমারে এক্ষণ।
অহল্যা। কোথা যাবে?
ইন্দ্র। যাব স্বর্গে ফিরি'।
অহল্যা। স্বর্গে? কেন?
এই নহে আমাদের স্বর্গ?—করে কর,
বক্ষে বক্ষ, অধরে অধর। শিরোপরি
প্রসারিত অনন্ত নিখিল, পদতলে
উচ্ছ্বসিত শ্যামবিশ্ব—এই স্বর্গ নহে?
না না নাথ, স্বর্গরাজ্য লুপ্ত হয়ে যাক
সৃষ্টি হ'তে। স্বর্গে আমি চাহি না যাইতে।
ইন্দ্র। তুমি যাইবে না। আমি যাইব একাকী।
অহল্যা। একাকী? একাকী? আর—আমি?
ইন্দ্র। আর তুমি
ফিরে যাও মিথিলায় আপন আশ্রমে।
অহল্যা। এ অপূর্ব্ব পরিহাস!
ইন্দ্র। পরিহাস নহে,
সত্য বাণী। অহল্যা কি বলিতে হইবে?
বুঝ নাই?
অহল্যা। কি বুঝিব? কিছু বুঝি নাই—
ইন্দ্র। —তবে শোন। এতদিন ভুঞ্জেছি তোমারে,
মিটেছে লালসা মম! আর নাহি চাহি।
বুঝ নাই নিম্নগামী প্রেমের প্রবাহ,
উদাস সম্ভোগ, শ্লথ আগ্রহ সম্প্রীতি?
নিভেছে লালসাবহ্নি, মিটেছে পিপাসা।
অহল্যা। শুনিতেছি ঠিক! শুনিতেছ হে
পর্ব্বত?
শুনিতেছ বৃক্ষ গুল্ম লতা? শুনিতেছ
সমীর, নির্ঝর, নীল অসীম আকাশ?
"নিভেছে লালসাবহ্নি, মিটেছে পিপাসা?"
জানি না জাগ্রত আমি অথবা নিদ্রিত।
স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? "মিটেছে
পিপাসা"
মিটে কি জগতে প্রভু প্রেমের পিপাসা?
আমার ত মিটে নাই। সত্য, দেবরাজ
মিটেছে তোমার আজি প্রেমের পিপাসা?
ইন্দ্র। অহল্যা বালিকা নহ তুমি। বুঝ না কি
যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম এতদিন,
তাহা প্রেম নহে, তাহা লিপ্সা?
অহল্যা। সত্য? সত্য?
প্রেম নহে?—তাহা লিপ্সা?
শুনিতেছি ঠিক্?
দেখি, দেখি,—কিছুই যে বুঝিতে
পারি না—
তুমি ইন্দ্র? আর আমি অহল্যা?
—এ কথা,—
এতদুর ঠিক্? কিম্বা সব স্বপ্ন? কিছু
বুঝিতে পারি না!—অহো!—ঘুরিছে
মস্তক।

একটি বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মান

ইন্দ্র। অহল্যা ফিরিয়া যাও!
অহল্যা। কোথায়?
ইন্দ্র। স্বদেশে।
অহল্যা। স্বদেশে? কাহার কাছে?
ইন্দ্র। ভদ্রে, এত দিনে
ফিরিয়াছে আশ্রমে গোতম!
অহল্যা। কি বলিছ?
করিছ কাহার নাম? সেই পুণ্য নাম
আমাদের মধ্যে করিও না উচ্চারণ;
সে পবিত্র নাম ওই পঙ্কিলনিঃশ্বাসে
করিও না কলুষিত। সংজ্ঞা হারাইব।
ক্ষিপ্ত হয়ে যাব।—ধরি' চরণে তোমার,—
ভিক্ষা মাগি'—শুদ্ধ করিও না উচ্চারণ
সেই নাম।—"ফিরে যাব তাঁর আলিঙ্গনে?"
সত্য?—ধন্য দেবরাজ!—ধন্য বিবেচনা!
কিরূপে কহিলে এই হাস্যকর বাণী?
লম্পটের পাপস্পর্শ হতে নিঃসঙ্কোচে
ফিরে যাব মহর্ষির পুণ্য আলিঙ্গনে?
ধরিব সে মহর্ষির পবিত্র জিহ্বায়
তোমার উচ্ছিষ্ট বারি?—জানো না?
—যে দিন
ছাড়িয়াছি পুণ্যাশ্রম ঘৃণ্য অভিপ্রায়ে,
সেই দিন ছাড়িয়াছি সে আশ্রম পুনঃ
স্পর্শ করিবার স্বত্ব? যেই দিন পাপ
লম্পটের সনে নামিয়াছি সুগভীর
নরকগহ্বরে, সেই দিন পরিত্যাগ
করিয়াছি, স্বর্গে প্রবেশের অধিকার!
ইন্দ্র। অহল্যা, অহল্যা, শুন,
অহল্যা। —সেই দিন হ'তে,
সে নরকে, আমরণ তুমিই আমার
সর্ব্বস্ব, হৃদয়েশ্বর, জীবনবল্লভ।

আপনাকে ঘৃণা করি, তব সহবাসে—
সহস্র ধিক্কার দিই,—তথাপি, তথাপি,
তোমারেই বাসিয়াছি ভালো; ভালবাসি:
জীবনে মরণে তুমি মোর প্রাণেশ্বর।

ইন্দ্র। অহল্যা এ বৃথা যুক্তি! আমি স্বর্গপতি
দেবেন্দ্র; মানবী তুমি। প্রেম কি সম্ভবে
তোমার আমার মধ্যে?

অহল্যা। যদি না সম্ভবে,
কেন ভুলাইলে কুলবধূ? কেন তবে
শান্ত পুণ্যাশ্রম হ'তে টানিয়া আনিলে?
ছিলাম আপন ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ল'য়ে।
কেন দেখা দিলে তুমি পূর্ণিমাকিরণে,
কোকিল ঝঙ্কারে, স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে
কেন ভুলাইলে মোরে ষড়যন্ত্র করি?
ফাঁদ পাতি' ধরিলে এ বন্য হরিণীরে?
আদর করিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইয়া
দুদিন, তাহার পরে তার গলদেশে
বসাইতে ছুরি?

ইন্দ্র। অতি নিষ্ফল প্রলাপ!—
অহল্যা ফিরিয়া যাও।

অহল্যা। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] শোন
প্রিয়তম!
কিছু বলিবার আছে [হস্তধারণ]

ইন্দ্র। ছাড়ো,—হস্ত ছাড়ো!

অহল্যা। এতদূর? যাও তবে নির্ম্মম নিষ্ঠুর!
যাও স্বর্গে ফিরি'।—ভুলে যাও অহল্যারে।
না দেবেন্দ্র! পারিবে না ভুলিতে তাহারে।
যাও স্বর্গে ফিরি। কিন্তু জানিও সুরেশ
রহিবে আমার স্মৃতি মিশিয়া তোমার
হৃদয়শোণিতে চিরদিন। যাও, যাও,—
আহারে নিদ্রায় যেন শিহরিয়া উঠ
দেখিয়া ভৈরবী ছায়া আমার প্রত্যহ;
যাও স্বর্গে ফিরি'। আমি রহিব তোমার
অনন্ত দুঃস্বপ্ন সম অনন্ত জীবনে।

ইন্দ্র। উত্তম অহল্যা! তবে যাই [প্রস্থানোদ্যত]

অহল্যা। [সহসা ধরিয়া পদতলে পড়িয়া]
কোথা যাও?
যাইও না প্রিয়! এখনো যুবতী আমি;
দশ বর্ষ ধরি' পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্রসুধা; পাত্রে চেয়ে দেখ
আরো আছে। আরো দিতে পারি। দেখ চেয়ে
এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছ: এই শুভ্র
কুন্দ দন্তপাতি; এই সুগোল সুঠাম
তন্বী দেহলতা; এই লালসা বিহ্বল
আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু; রক্ত বিম্বাধর;
পীন বক্ষ,—যত চাহো দিব, যত চাহ
পান কর।—যাইও না।

ইন্দ্র। নিষ্ফল কাকুতি—
চলিলাম!

অহল্যা। —সত্য? যাবে? কোথা যাবে শঠ?
ভুলাইতে অন্য কুলবধূ? সুখী হবে
লেপিয়া ললাটে মোর কলঙ্ককালিমা?
ভাসাইয়া দিয়া মূর্খ আমারে অকূলে?
নির্ম্মম লম্পট! যাবে? যাবে? এই যাও,
স্বর্গপতি—যাও, কিন্তু নহে স্বর্গে ফিরি'।

কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের স্কন্ধে
আমূল আরোপণ

ইন্দ্র। ওঃ [পতন] কি করিলি রাক্ষসী
পিশাচী নারকী!

মদন। শাস্ত্রেই আছে—"যঃ পলায়তি স
জীবতি।"

[মদন ও রতির পলায়ন।

অহল্যা। —এই হস্তে বধিয়াছি আপন সন্তানে,
রুদ্ধ করিয়াছি তার তপ্ত ধমনীর
দ্রুত রক্তস্রোত; আজি,—লইয়াছি. আজি
এই হস্তে, এই রক্তে তার প্রতিশোধ!
—দেখিয়াছ এতদিন রমণী প্রেমিকা
দেবরাজ? দেখ আজি রমণী ভৈরবী!
হাঃ হাঃ! এইখানে মরো, এইখানে পচো।
করুক ভক্ষণ বন্য শৃগাল শকুনি।

[উন্মাদবৎ অট্টহাস্য করিয়া নিষ্ক্রান্ত।

ইন্দ্র। পিশাচী—ঘাতকী—অহো—

গৌতম ও চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। এই যে এখানে।
অসাড়—সর্ব্বাঙ্গে রক্ত—হাঁ এই ত চাই—
ঘাতকটা গেল কোথা?

গৌতম। দেখি নাড়ী দেখি—
এখনো জীবিত। চল আশ্রমে লইয়া

চিরঞ্জীব। দেখি যদি বাঁচাইতে পারি।

[উভয়ে ইন্দ্রকে বহন করিয়া প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শচীর কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।
দেবীগণসহ শচী আসীনা

শচী। তা আমি কি কর্ব্ব?

অঞ্জনা। তা সত্যিই ত তুমি কি কর্ব্বে?

কালিন্দী। কিন্তু কথাটা ত ভালো নয়। পাঁচটি বছর স্বামী নিরুদ্দেশ।

অঞ্জনা। পাঁচ পাঁচটি বছর। সোজা কথা কি দিদি!

শচী। তা আমি কি কর্ব্ব?

অঞ্জনা। তা সত্যিই ত—তুমি কি কর্ব্বে?

স্বাহা। লোকে কিন্তু ভাই কাণাকাণি

অঞ্জনা। কর্চ্ছে বৈ কি। লোক কি আর রেয়াৎ কোরে চল্‌বে দিদি?

শচী। করুক কাণাকাণি।

অঞ্জনা। হাঁ—কাণাকাণি কল্লে ত বয়ে' গেল।

বারুণী। কিন্তু স্বামীর একটা খোঁজ খবর কর্ত্তে হয় ত বাছা?

অঞ্জনা। তা আর হয় না? খোঁজ খবর একটা কর্ত্তে হয় বৈ কি।

শচী। তা এ ত তাঁর এমন কিছু নতুন নয়।

অঞ্জনা। তা আর এমন নতুন কি?

কালিন্দী। তবু ত বাছা, স্বামী।

অঞ্জনা। স্বামী বোলে স্বামী! দস্তুর মত বাদ্যি বাজিয়ে ধান দুর্ব্বো দিয়ে বিয়ে করা স্বামী।

স্বাহা। হাঁ একটা খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।

অঞ্জনা। তা হয় না? খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।

শচী। তা খোঁজ আবার নেবো কি?

অঞ্জনা। হুঃ—কিসের খোঁজ?

বারুণী। কোথায় যে ডুব মাল্লে।

অঞ্জনা তাহাতে এক নিরাশব্যঞ্জক অংগভংগী করিল

কালিন্দী। মদন আর রতি তার সঙ্গে যখন ঘুর্‌ছে তখন এ একটা কেলেঙ্কারি না হয়ে যায় না।

অঞ্জনা। কেলেঙ্কারি বোলে কেলেঙ্কারি! একেবারে ঢি ঢি!

স্বাহা। এই যে বল্‌তে বল্‌তে!—

শচী। কে?

স্বাহা। রতি।

অঞ্জনা। হাঁ রতিই ত বটে।

কালিন্দী। নাঃ—রতি না!

অঞ্জনা। কোথায় রতি!

বারুণী। হুঁ রতিই বটে।

অঞ্জনা। রতি না হয়ে যায় না।

কালিন্দী। উঁহুঃ রতি না।

অঞ্জনা। সেই খবরটা আগে—

রতির প্রবেশ

শচী। কি লো রতি!

অঞ্জনা। কি লো! এত দিন পরে যে!

কালিন্দী। একলা না কি?

স্বাহা। তীর্থযাত্রায় যাওয়া হয়েছিল না কি লো?

বারুণী। বলি—দেবরাজের খবর কি?

অঞ্জনা। সেই খবরটা আগে—

রতির গান

আমি শুধু প্রেমের ব্যাপারী।
আর কিছুর কি তক্কা রাখি, আর কিছুর
কি ধার ধারি।
বিম্বাধরে সুধারাশি, কুন্দ দাঁতে মুচ্‌কি হাসি,
কালো তারায় চাউনি মিঠে,—করি ইরির
দোকানদারি;
তার বিষয়ে দুটো কথা শুনতে চাও ত
বলতে পারি।
বেণী বাঁধা কৃষ্ণ কেশে, লম্বা কোরে পৃষ্ঠদেশে,
যদিও সে অনেক সময়ই পরের ধনে পোদ্দারি;
কালো রঙে ফর্সা সেজে, যতদূর হয় ঘোষে মেজে,
পোরে রঙিন শাড়ী সঙিন, পুরুষ কেমন
ভোলায় নারী;
তারির বিষয় শুন্তে চাও ত দুটো কথা
বল্‌তে পারি।
চোখে কাজল ঈষৎ রেখায়, বাঁকা টেনে
কেমন দেখায়,
কালো ঠোঁটে আল্‌তা দেওয়া, আমার কর্ম্ম
সর্কারি;
নয়ন নীচু কর্ত্তে জানা, আঁচল খানি বুকে টানা,
সময়মাফিক বাহির করা ছটাক খানিক অশ্রু-বারি;
এ সব বটে কতক জানি, এ সব কতক কৈত্তে পারি।

শচী। এখন রঙ্গ রাখ্‌ দেখি!

অঞ্জনা। হ্যাঁ—এখন কি ভাই রঙ্গ কর্ব্বার সময়?

রতি। নয় ত কখন সময়?

অঞ্জনা। তাও বটে। এখন কর্ব্বে না ত আর কখন কর্ব্বে?

কালিন্দী। সে স্ত্রীলোকটার নাম কি?

রতি। অহল্যা। অহল্যা।

বারুণী। দেবরাজ কোথায়?

রতি। তাঁর ফিরে আস্‌বার অবস্থা ঠিক নয়।

স্বাহা। কি রকম?

শচী। হেঁয়ালী রাখ্‌। খবর শুনি।

রতি। সে অনেক কথা। বল্‌ছি, অগ্রে ভেতরে চল্‌তে আজ্ঞা হয়।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শতানন্দের গৃহের সম্মুখস্থ মিথিলার রাজপথ। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। অহল্যা দণ্ডায়মানা

অহল্যা। এই সে মিথিলা। সেই উচ্চ সৌধচূড়া,
সেই রাজপথ, সেই জনস্রোত বহে
পিপীলিকা-শ্রেণী-সম অশ্রান্ত উদ্যমে।
যাই গিয়া বসি ওই দারু বৃক্ষতলে।
বিক্ষত চরণে রক্ত পড়ে। চক্ষে ছুটে
স্ফুলিঙ্গ বহ্নির। অহো বিধাতা!
[উপবেশন] কে ওই
আসিছে সমুচ্চ কোলাহলে?—পুরবাসী।

কতিপয় পুরবাসীর প্রবেশ

১ম পুরবাসী। না সর্ব্বৈব মিথ্যাকথা!

২য় পুরবাসী। শতানন্দ ঋষি
স্বয়ং এ শুভ বার্ত্তা দিলেন আমারে।

৩য় পুরবাসী। কোন্ শতানন্দ?

২য় পুরবাসী। গৌতম মহর্ষি-পুত্র।

১ম পুরবাসী। কবে?

২য় পুরবাসী। কল্য প্রভাতে।

৩য় পুরবাসী। মহর্ষি বিশ্বামিত্র?

২য় পুরবাসী। বিশ্বামিত্র।

৩য় পুরবাসী। সঙ্গে দশরথ-পুত্রদ্বয়?

১ম পুরবাসী। আসিছেন সত্য?

২য় পুরবাসী। সত্য!

৩য় পুরবাসী। শুভ!!

১ম পুরবাসী। অতি শুভ!!!
চল যাই প্রচারি এ বার্ত্তা রাজপুরে।

[পুরবাসিগণের প্রস্থান।

অহল্যা। [উঠিয়া] একি সত্য আমি স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি!
শতানন্দ জীবিত!—জীবিত! পরমেশ!
ভিক্ষা দাও যেন এই বার্ত্তা সত্য হয়।

আর একদল পুরবাসীর প্রবেশ

১ম পুরবাসী। পুরুষের ধর্ম্ম? ইন্দ্র প্রমাণ তাহার!

২য় পুরবাসী। নারীর সতীত্ব? তার অহল্যা প্রমাণ।

৩য় পুরবাসী। দুর্ভাগ্য গৌতম!

৪র্থ পুরবাসী। ধিক্ অহল্যা দুর্ম্মতি!

৩য় পুরবাসী। করিও না অহল্যার নাম
উচ্চারণ প্রতিবেশী।

২য় পুরবাসী। নারকী—

৪র্থ পুরবাসী। পিশাচী।

৩য় পুরবাসী। ব্যভিচারিণী।

অহল্যা। [অগ্রসর হইয়া] কে তোমরা পুর-
বাসী দ্রুত রসনায় কর অহল্যার কুৎসা?

৩য় পুরবাসী। এ আবার কে রে?

২য় পুরবাসী। তাই ত রে—পেত্নী না কি?

১ম পুরবাসী। না, ছিন্নবসনা
পাণ্ডুরা পলিতকেশী বল মা, কে তুমি?

৩য় পুরবাসী। কে তুই?

অহল্যা। যাহার নাম মুক্ত অশ্রদ্ধায়
করিতেছ ব্যক্ত রাজপথে। পুরবাসী—
আমিই অহল্যা।

২য় পুরবাসী। এ কি বলে?

৩য় পুরবাসী। সত্য নাকি?

৪র্থ পুরবাসী। এ অহল্যা বটে।—মার্ মার্—

২য় পুরবাসী। মার্ মার্।

১ম পুরবাসী। ছেড়ে দাও অসহায়া স্ত্রীলোকে।

৩য় পুরবাসী। অসতী

২য় পুরবাসী। দুর্ব্বৃত্তা অহল্যা এই—

৪র্থ পুরবাসী। মার্
পাপীয়সী—

অহল্যা। নহি পাপীয়সী, নহি দুর্ব্বৃত্তা অসতী।
আগে শোন ইতিবৃত্ত।
২য় পুরবাসী। মার্,
৩য় পুরবাসী। মার্ মার্। [প্রহার]।

শতানন্দের প্রবেশ

শতানন্দ। কি করিছ পুরবাসী! একি অত্যাচার
দুর্ব্বলা নারীর প্রতি।
২য় পুরনারী। দুর্ব্বৃত্তা অসতী—
শতানন্দ। কেন?—কি করেছে নারী—
[অহল্যাকে]
মা তোমার নাম?
অহল্যা। অহল্যা আমার নাম।
শতানন্দ। অহল্যা!—তাপসী?—
গৌতম-রমণী?—
অহল্যা। সত্য। গৌতম-রমণী।
শতানন্দ। পুরবাসী ঘরে যাও; শাস্ত্রীয় বিধান
করিব এ তাপসীর।
৩য় পুরবাসী। শূলে দিতে হবে—
৪র্থ পুরবাসী। না না মহাশয়! বহিষ্কৃত কোরে দাও
মস্তক মুণ্ডন করি নগর বাহিরে।
শতানন্দ। করিব কর্ত্তব্য যাহা। ব্রাহ্মণীর প্রতি
দণ্ডদান ব্রাহ্মণের অধিকার!—যাও।
[পুরবাসিগণের প্রস্থান।
শতানন্দ। অহল্যা তোমার নাম? কি চাহো তাপসী
মিথিলা নগরে?
অহল্যা। পুত্র শতানন্দে!
শতানন্দ। পুত্র
শতানন্দে? প্রয়োজন?
অহল্যা। কে তুমি যুবক?
পরিচিতসম মুখমণ্ডল,—সুন্দর
সুগৌর, সুভঙ্গ, দীর্ঘদেহ?—কণ্ঠস্বর
যদ্যপি বিশুষ্ক, রুদ্ধ, গদ্গদ,—তথাপি
যেন পরিচিত। মনে হয়—মনে হয়—
কে তুমি যুবক? তুমি—তুমি কি—
শতানন্দ। হাঁ আমি
শতানন্দ।
অহল্যা। তুমি? তুমি? [অগ্রসর হইলেন]
শতানন্দ। [পশ্চাৎপদ হইয়া] কি বলিতে চাহো?
অহল্যা। কি বলিতে চাহি?—বৎস—
আলিঙ্গন করিতে উদ্যত
শতানন্দ। ক্ষান্ত হও নারী!
উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন নাই। পরিত্যাগ
করিয়াছ বহুদিন পুত্রে বৎস বলি'
সম্বোধন করিবার অধিকার।—যাও—
পাইবে না শতানন্দে—যাও ফিরে যাও—
যাও স্বর্গে, ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে—
মর্ত্তে কি নরকে—শতানন্দে পাইবে না।
—অভুক্তা কি তুমি নারী? এই পথ দিয়া
যাও ওই দেবালয়ে; পাইবে আশ্রয়,
ভক্ষ্য ও পানীয়।—ওই উঠেছে ঝটিকা
ঘনাইয়া আসে অন্ধকার।—চলে' যাও।
গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ও দ্বাররোধ
অহল্যা। অসীম করুণাময় তুমি পুত্র?—অহো
কেন দীর্ণ হইলে না ধরিত্রী শতধা?
—এ কি বক্র নিয়ম তোমার মহেশ্বর?
আমি কলঙ্কিনী সত্য। কিন্তু কার দোষে?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণ-লতিকারে
নীরস পাষাণস্তূপে? কে বা প্রলোভনে
ভুলাইয়া অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী?
কে তাহারে নিক্ষেপিল করিয়া সম্ভোগ
শূন্য পাত্র সম, পান করি' তীব্র সুরা?
নহে সে নির্ম্মম ক্রূর পুরুষ? তথাপি
শুধু আমি দোষী একা সমাজ বিচারে?
—বহ প্রভঞ্জন। নেমে এস জলধারা
গর্জ্জ মত্ত হুঙ্কার অশনি! ঢেকে এস
দশ দিক কাল নিশীথিনী। কেহ নহ
নির্ম্মম, যেমতি ক্রূর পুরুষ নির্ম্মম।
—বহ বহ ঝঞ্ঝা কর চূর্ণ ধূলিসাৎ
এই অরাজক রাজ্য।—ভৈরব-উল্লাসে
দাঁড়ায়ে দেখুক তাহা অহল্যা পাষাণী।
[উন্মাদিনী অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কৈলাস পর্ব্বত। কাল—প্রভাত।
গৌতম ও চিরঞ্জীব

দূরে যোগীদিগের গান

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা;

মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো!
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নিঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন
তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।

গৌতম। কি মহান্ দৃশ্য!—দূরে নিশ্চল নীরব
শুভ্র তুষারের স্তূপ; উপরে অসীম
নীলিমা-প্রসার; নিম্নে নিশ্চল কঠিন
ধূম্র পর্ব্বতের স্তর—দিগন্ত বিস্তৃত
দৃঢ় প্রস্তরের ঢেউ। দৃশ্য,—কি মহান্
কি নিস্তব্ধ, কি উদার, সুন্দর, গম্ভীর!

পুনরায় গীত

সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা!
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা;
যেই দিকে চাই এ নিখিলভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভবগরিমা।

গৌতম। হেন স্তব্ধ রম্যতম গভীর নির্জ্জনে,—
মনুষ্যের সন্ধি হয় প্রকৃতির সনে;
লঘু হয় চিত্ত; সর্ব্ব বিবাদ ভঞ্জন
হয়। জীবন সার্থক হয়; দূরে যায়
ক্ষোভ, পরিতাপ; ঘুচে যায় মৃত্যু ভয়।

পুনরায় গীত

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই, মা ঈশ্বরী!
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা।
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।

গৌতম। আর দুঃখ নাই; আর চিন্তা নাই; আর
লিপ্সা নাই—ঈর্ষা নাই; দ্বেষ নাই; আমি
পিতার নয়নতলে, জননীর ক্রোড়ে
লভিয়াছি অনন্ত বিরাম। বসি' আজ
এ সমুচ্চ শৃঙ্গোপরি, দেখিতেছি চাহি'
পদতলে, পৃথিবীর স্পন্দন, কোলাহল,
ক্ষুদ্র লোভ, ঘৃণ্য হিংসা,—অনন্ত বিস্ময়ে।
—কি ভাবিছ চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব। ভাবিতেছি প্রভু
দুরূহসংস্কৃতভাষাবিজ্ঞানে প্রভুর
প্রভূত ব্যুৎপত্তি। যাহা সরল সহজ,
জটিল করিতে তাহে প্রভুর এরূপ
আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে সে অত্যন্ত অদ্ভুত।

ইন্দ্রের প্রবেশ

গৌতম। একি তুমি এখানে? আশ্রম হতে এতদূর এসেছ?

ইন্দ্র। পরীক্ষা কোরে দেখলাম, শক্তি পেয়েছি। যোগিবর—আজ আমি গৃহে ফিরে যাচ্ছি।

গৌতম। আরো দুদিন অপেক্ষা কর। আরও একটু বল পাও।

ইন্দ্র। যথেষ্ট বল পেইছি। তোমার আগ্রহে তোমার জাগ্রত শুশ্রূষায় আমি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছি। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে তুমি কে?

চিরঞ্জীব। কেন সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

ইন্দ্র। আমার তুমি অনেক শুশ্রূষা করেছো। তার যথাবিহিত পুরস্কার দিতে চাই।

গৌতম। প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কিছুই অভাব নাই।

ইন্দ্র। তুমি চাহিতে কুণ্ঠিত হচ্ছ? জেনো মনুষ্য, যে আমি ধনী ব্যক্তি। তুমি যা চাহো তা দিতে পারি।

গৌতম। কিছুই চাহি না।

ইন্দ্র। কিছুই চাহো না? সত্য?—তোমার নাম?

গৌতম। আমার নাম গৌতম?

ইন্দ্র। কি নাম?

গৌতম। গৌতম।

ইন্দ্র। "গৌতম"? তোমার আবাস?

গৌতম। মিথিলায়।

ইন্দ্র। যে গৌতমের স্ত্রী অহল্যা আপনি কি সেই গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁ ইনি সেই গৌতমই বটে;—সে বিষয়ে কি মহাশয়ের কিছু বক্তব্য আছে?

ইন্দ্র। আপনি মহর্ষি গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁগো হাঁ—তুমি যে বুঝেও বুঝতে চাও না হে।

ইন্দ্র। জানো মহর্ষি আমি কে?

গৌতম। জানি, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র।

চিরঞ্জীব। এবং অহল্যা দেবীর উপপতি।

ইন্দ্র। এ্যাঁ—এ্যাঁ—অসম্ভব। কার কাছে শুনেছেন?

গৌতম। তোমার কাছে।

ইন্দ্র। কখন?

গৌতম। জ্বরের প্রলাপে।

চিরঞ্জীব। আর আমি যে এত দিন তোমাকে হত্যা করি নি', সে এ মহর্ষির নিষেধে। কিন্তু অনেকবার অনুতাপ করেছি, যে বনের মধ্যে তোমাকে অচেতন দেখে, শুশ্রূষার জন্য কাঁধে কোরে আশ্রমে নিয়ে এইছিলাম।

ইন্দ্র। [ক্ষণেক চিন্তার পর জানু পাতিয়া] মহর্ষি! আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিছি তা', যদিও ক্ষমার অতীত, তথাপি আপনার মার্জ্জনা-ভিক্ষা কর্ত্তে পারি কি?

চিরঞ্জীব। তা আর খায় না। ঐ যে প্রাণটা পেয়েছ তাই বাপের ভাগ্যি বোলে জেনো।

গৌতম। চিরঞ্জীব ক্ষান্ত হও।—ইন্দ্র তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই।

চিরঞ্জীব। যাও অনেক পেয়েছো। এখন পালাও।

গৌতম। যাও দেবরাজ, বিশ্বপতির ক্ষমা ভিক্ষা কর। যিনি তোমার আমার উভয়ের কর্ত্তা, যাঁর কাছে ছোট বড় সব সমান। ক্ষমা? আমি তোমাকে পূর্ণ অন্তঃকরণে মার্জ্জনা করেছি। দেবরাজ! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমাকে আর কি দিব? আশীর্ব্বাদ করি—সুস্থ হও, সুখী হও।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

চিরঞ্জীব। প্রভু! আপনি একেবারে অবাক্ ক্যোরেছেন।

গৌতম। কেন চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব। এ রকম পাষণ্ড শত্রুকে আশীর্ব্বাদ? আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কল্লে, আমি ওর টুঁটি টিপে ধোরে, ওরে সাত ঘাটের জল খাইয়ে এনে, জুতো মেরে, বিদায় কোরে দিতাম।

গৌতম। শিষ্য শত্রুকে নির্য্যাতন করা ধর্ম্ম নয়।

চিরঞ্জীব। না,—ধর্ম্ম হচ্ছে শত্রুকে সন্দেশ খেতে দেওয়া।

গৌতম। প্রতিহিংসা পিশাচ শত্রুকে দমন কর্ত্তে পারে, বিনাশ কর্ত্তে পারে, ভস্ম কর্ত্তে পারে। কিন্তু একমাত্র ক্ষমাই শত্রুরে মিত্র করে, নিরীহ করে, দেবতা করে। নির্য্যাতন নরকের ধর্ম্ম, প্রতিহিংসা পৃথিবীর ধর্ম্ম, ক্ষমা স্বর্গের ধর্ম্ম।

জনৈক রাজদূতের প্রবেশ

দূত। [গৌতমকে] আপনি কি মহর্ষি গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁ ইনি গৌতম বটে। তুমি কোন গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ?

দূত। [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইয়া] রাজর্ষি জনক আপনাকে এই পত্র পাঠাইয়াছেন।

পত্র প্রদান

গৌতম। রাজর্ষি জনক? দেখি? [পত্র পাঠান্তর] চিরঞ্জীব, বড় শুভবার্ত্তা বড় শুভ বার্ত্তা।

চিরজীব। কি রকম?

গৌতম। রাজপুত্রী সীতার বিবাহ। রাজর্ষি নিমন্ত্রণ কোরে পাঠিয়েছেন। তোমরা কাল প্রত্যূষে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। দূত! তুমি পরিশ্রান্ত। আশ্রমে চল, সেবা করে ধন্য হই।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গৌতমের তপোবন। কাল—সায়াহ্ন।
বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। এই কি সে পুণ্যাশ্রম?

বিশ্বামিত্র। এই পুণ্যাশ্রম
গৌতমের। পরিত্যক্ত, ভগ্নচূড় আজি,
আচ্ছন্ন উদ্ভিদে। ঋষি গিয়াছেন চলি'
সুদূর কৈলাসে—ছাড়ি' সংসার আশ্রম,
অসীম বৈরাগ্যে। তাঁর প্রলুব্ধা পতিতা
প্রেয়সী অহল্যা নিরুদ্দিষ্টা।

লক্ষ্মণ। কি সুন্দর,
কি নির্জ্জন, ঘনচ্ছায়, নীরব, গম্ভীর,
এই তপোবন প্রভু।

বিশ্বামিত্র। ছিল রম্যতর
সেই দিন তপোবন, যেই দিন
মহর্ষি গৌতম আর অহল্যা তাপসী—

ছিল অবিচ্ছিন্ন সুখে মগ্ন তপস্যায়
এই বনগ্রামে।
লক্ষ্মণ। —অতি করুণ কাহিনী
অহল্যার।
বিশ্বামিত্র। আজো মনে পড়ে সে নীরব
সুগভীর শান্তি—স্বচ্ছ সমুদ্রের মত,
মিষ্ট নির্ঝরের মত। আজো মনে পড়ে
সে পবিত্র যুগ্মমূর্ত্তি—নীলাকাশ বক্ষে
পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার মত। আজো মনে পড়ে
সেই সম্মিলিত কণ্ঠে সমুত্থিত গীত,—
মৃদঙ্গের সহ বীণাধ্বনি।
নেপথ্যে যন্ত্রণার শব্দ
রাম ও লক্ষ্মণ। ও কি শব্দ!
বিশ্বামিত্র। সত্যই ত। যেন রমণীর কণ্ঠস্বর;
চল দেখি গিয়া।
লক্ষ্মণ। ও কে বৃক্ষ অন্তরালে
পাণ্ডুরা রমণী?
বিশ্বামিত্র। কই?
লক্ষ্মণ। ওই সন্নিকটে।
বিশ্বামিত্র। সত্য বটে; ওকে নারী? এ কি! হরি! হরি!
এ কি অহল্যা!
অহল্যা। [অগ্রসর হইয়া] হাঁ, আমি অহল্যা। কে তুমি
পথিক?
বিশ্বামিত্র। অহল্যা! তুমি এখানে?
অহল্যা। হাঁ আমি
এখানে। কে তুমি ডাকো পরিচিতসম
অহল্যার নাম ধোরে?
বিশ্বামিত্র। পারো না চিনিতে?
আমি বিশ্বামিত্র।
অহল্যা। তুমি বিশ্বামিত্র?—বটে—
চিনেছি। কি প্রয়োজন?
বিশ্বামিত্র। অতিথি।
অহল্যা। অতিথি?
কাহার? গৌতম হেথা নাই; একা আমি,—
ফিরে যাও ফিরে যাও।—সেও এসেছিল
অতিথি বলিয়া। ঋষি! যাও, ফিরে যাও।
বিশ্বামিত্র। এ কি! তোমাকে ত কভু হেন দেখি নাই,
অহল্যা? কোথা সে সৌম্য বদনমণ্ডল,
রক্তিম লজ্জায়? কোথা সে হাস্য মধুর?

অহল্যা। নাই, নাই;—গেছে সব। গিয়াছে সে সব
গণ্ডূষে করিয়া পান। যাও, ঋষি! যাও;
কেন এ নির্জ্জনে, এই দূর বনগ্রামে,
আসিয়াছ হেথা ত্যক্ত করিতে আমারে?
বন্য-পশু সম আমি হেথা বাস করি,
একাকী নিঃসঙ্গী দূরে। রহি না কণ্টক
কাহারো সুখের পথে। এক কপর্দ্দক
কাহারো ধারি না!—যাও।—মহর্ষি তোমায়
একদিন করিতাম ভক্তি শ্রদ্ধা বটে—
কিন্তু আজি শ্রদ্ধা নাই।
বিশ্বামিত্র। কি হেতু তাপসি!—
কি দোষ আমার?
অহল্যা। দোষ?—জানো না কি দোষ?
ঘোরতর দোষ। তুমি কপট পুরুষ!
—এক মহা সত্য বিশ্বে জানিয়াছি প্রভু!
"লম্পট পুরুষ জাতি।" তুমি ঋষি বটে,
তথাপি বিশ্বাস নাই।—পুরুষ ত তুমি।
আসিয়াছ বুঝি মম রূপ-লালসায়?
আর নাহি ভুলি।—ওই মিথ্যা, প্রতারণা,
এই মৃদু হাসি, ওই একাগ্র চাহনি,
এ বঙ্কিম গ্রীবা—সব বুঝি, সব জানি!
বৃথা চেষ্টা মুনিবর!—গৃহে ফিরে যাও।
বিশ্বামিত্র। অহল্যা! কাহিনী তব জানি; প্রতারিতা
তুমি দেবি, তাহা জানি। পরিত্যক্তা তুমি,
তাহা নাহি জানিতাম। কিন্তু অভাগিনি!
আমি আসি নাই আজি এ পুণ্য আশ্রমে
প্রতারণা করিতে তোমারে।
অহল্যা। কি বিশ্বাস?
তুমি ত পুরুষ।—সব পারে সে পুরুষ—
ঘুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি,
কলঙ্কিতে পাতিব্রত্য, পাশব বিক্রমে;
নম্র নবোঢ়ার; ছুড়ে দিতে বালিকার
প্রস্ফুটিত প্রেম-পুষ্প লোকাচার পদে;
বলি দিতে স্নেহভক্তি, ক্ষুধার্ত্তের মুখে
দিতে ভস্ম; তৃষার্ত্তের মুখে বিষ দিতে;
বিনাশিতে অনুকম্পা; বধিতে বিশ্বাস।
—সব পারে—
রাম। মুগ্ধা, হতভাগিনী তাপসী
হারায়েছ বিশ্বাস মনুষ্যে এতদূর?
এতদূর পতিতা কি? কিম্বা যন্ত্রণায়

হারায়েছ জ্ঞান?—মূর্খ দোষে অন্যজনে,
যবে সে বিবেকশূন্য, কর্ত্তব্য-স্খলিত
পড়ে গর্ত্তে।—মনুষ্যের জন্ম এ জগতে
নহে ফুল খেলা দেবি!—সতীত্ব, জীবন,
ব্রহ্মাণ্ডের আক্রমণ হইতে নিয়ত
করিতে হইবে রক্ষা।—শত প্রলোভনে
করিবেই আকর্ষণ তোমারে সবলে;
তোমার রাখিতে হবে, আপনারে বাঁধি।
বাধা ও বিপত্তি আসি' করিবে দুর্গম
জীবনের বর্ম্ম সদা; তোমায় তাহারে
লঙ্ঘন করিতে হবে, আপনার বলে।
জীবন সংগ্রাম। যদি নিষ্ঠুর জগৎ,
তুমিও কঠিন হও।

অহল্যা। হায়! শক্তি নাই।

রাম। শক্তি নাই? মূঢ়! শক্তি আছে; ইচ্ছা নাই;
বিবেক, উদ্যম নাই। প্রলোভনে নিজে
চরণ বাড়ায়ে দাও; পরে রুষ্ট হও,
বন্দী হও যবে সে শৃঙ্খলে; সন্ধি কর
পাতকের সনে, পরে দেখ রুদ্ধ যবে
স্বর্গদ্বার, ক্রুদ্ধ হও; স্বহস্তে রোপন
কর নিজে বিষবৃক্ষ, পরে দ্বন্দ্ব কর
বিধাতার সঙ্গে, যদি না ফলে অমৃত।

অহল্যা। সব সত্য কথা।—কিন্তু বহে কি নির্ঝর
শুষ্ক মরুভূমে? জন্মে প্রস্তরে কুসুম?
পশে কি সূর্য্যের জ্যোতি সাগর কন্দরে?
আরম্ভ হইয়াছিল জীবন আমার
প্রকাণ্ড প্রমাদে। হায় রাখিল বিধাতা
পূর্ণ জ্যোৎস্না কেন ভগ্ন গৃহে; পাপিয়ায়
অন্ধকারে; ছড়াইল নির্জ্জন বিপিনে
পুষ্পের সুগন্ধ রাশি?

রাম। হায় মূঢ় নারী!
এত দিন চিনিয়াছ বুঝি প্রেমিকের
ঢল ঢল মুখ খানি, কুঞ্চিত চিকুর,
সরল নাসিকা, দুটি পদ্মবিনিন্দিত
আরক্তিম গণ্ড, দুটি লালসা-শিথিল
কৃষ্ণচক্ষু; পূর্ণ পীন সরস অধর?
—হা মূঢ়! চিননি তার গভীর হৃদয়,
প্রেমের নিহিত ব্যথা, সংযত আগ্রহ?
—তাহা ছিল গৌতমের! তাহা ঠেলিয়াছ
চরণে; অমূল্য রত্নহার কণ্ঠ হতে,
উন্মোচন করি' ছুঁড়ে দিয়াছ তাপসি!
গভীর সাগর গর্ভে।—

অহল্যা। [ক্ষণেকচিন্তার পর] শিশু দার্শনিক!—
উদ্ভাসিত যাঁর সৌম্য পবিত্র আননে
নবীন বসন্ত; চক্ষু দুটি অবনত
ধরণীর পানে গাঢ়; অনুকম্পাভরে,
বিনিঃসৃত যাঁর কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কার—
যেন বর্ষে বরিষার শ্যামল জলদে।
স্নিগ্ধ বারি ধারা—বল, কে তুমি সুন্দর?

রাম। আমি রাম। দশরথ অযোধ্যার পতি,
আমি তাঁর পুত্র।—ইনি কনিষ্ঠ আমার।

অহল্যা। রাজপুত্র তুমি। রত্ন কাঞ্চন তোমার
অক্ষয় ভাণ্ডারে। কিন্তু হেন রত্ন নাই
সে ভাণ্ডারে—তব এই উপদেশ-বাণী
মহার্ঘ যেরূপ।—তুমি দেব-নারায়ণ,
দাও শ্রীচরণ-ধূলি।—ক্ষমা কর প্রভু!

চরণধারণ

রাম। আমি কি করিব ক্ষমা?—ক্ষমা চাহো তাঁর,
যাঁহার অনন্ত-প্রেম, অনন্ত নির্ভর,
বিনিময়ে আপনার নীচ হৃদয়ের,
দিয়াছ কাঠিন্য; হানিয়াছ বজ্র-শেল
যাঁহার কোমল-বক্ষে—তব ব্যভিচারে।
যাও মা তাঁহার ক্ষমা চাহো। চাহো পরে,
বিধাতার ক্ষমা—যাঁর মঙ্গল নিয়ম
তাচ্ছিল্যে, অসীম-গর্ব্বে ঠেলিয়াছ পদে—
নবীন-যৌবন-মদভরে।

অহল্যা। তিনি করিবেন ক্ষমা?

রাম। জানি না তাপসি!
তথাপি চাহিয়া থাকো মৌন প্রার্থনায়।

অহল্যা। তাহাই হইবে।—প্রভু! করিলে উদ্ধার
অহল্যারে আজি। চল, আমার আশ্রমে,
করিব আতিথ্য-পূজা—সানুজে তোমার,
কেশব!—[বিশ্বামিত্রকে] মহর্ষি চল
আমার কুটীরে।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গিরিপথ। কাল—মধ্যরাত্রি।

চিরঞ্জীব। [স্বগতঃ] খুব ফাঁকি দিইছি! ছুঁড়িটা আমাকে কি ঘুমোতে দেবে?—চায়

দিকে আটঘাট বন্ধ কোরো বুঝি ভদ্রলোকে ঘুমোতে পারে! মিথিলায় যেতে যেতে পথে কি এমনও প্রবল জ্বর এলো। গৌতম আর মাধুরী শেষে গিয়ে কিনা এক অতিথিশালায় আশ্রয় নিলে। বেশ জব্দ হ'য়েছে কিন্তু। [হাস্য] অতিথিশালা! — কোথায় অতিথিশালা? — শুঁড়ির দোকান! খুব পালিইছি! স্ত্রীটা বলে —বাইরে যেও না, জ্বর বাড়্‌বে। আঃ—! এমন ঠাণ্ডা বাতাস, এতে পোড়ার অসুখ যদি বাড়ে ত বাড়ুক!—বোধ হচ্ছে যেন আমি একদিন এই জায়গাটায়ই মাধুরীকে ধাক্কা মেরে পগারে ফেলে দিয়ে পালিইছিলাম। মাধুরীর তা মনে নেই। সাধে কি বলি মেয়ে মানুষ বোকার জাত! আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিরাম নেই, বাক্যি নেই—দিবারাত্তির আমার সেবাই কচ্ছে!—ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার শিওরে হাঁ কোরে জেগে বোসে আছে! মেয়ে মানুষে এতও পারে বাবা!—এবার কিন্তু খুব পালিয়ে এইছি। চেয়ে দেখি কি না মাধুরী ঢুলছে; অমনি আমি উঠে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে বাইরে এসে ভোঁ দৌড়!—ভারি ঠাণ্ডা বাতাস—শীত কচ্ছে যেন। এখানে একটু পেট ভরে' ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্‌। —ঐ যে আবার আসে কে! মাধুরী দেখ্‌ছি! এই মাটি কোরেছে দেখ্‌ছি।—"যেখান বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়।"

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। প্রভু! এখেনে?

চিরঞ্জীব। [বিরক্তভাবে] এখেনে নয় কি সেখেনে!

মাধুরী। চল চল, ঘরে চল।

চিরঞ্জীব। না—যাবো না।

মাধুরী। জ্বর বাড়্‌বে।

চিরঞ্জীব। তোর তা'তে কি, আমি এখেনে খাড়া হোয়ে বোসে মর্ব্ব। তোর তা'তে কি?

মাধুরী। ছিঃ প্রভু! চল।

চিরঞ্জীব। দেখ্‌ বিরক্ত করিস্‌ নে বল্‌ছি।

মাধুরী। তুমি ঘরে চল—

চিরঞ্জীব। আবার ফ্যাছ্‌ ফ্যাছ্‌ আরম্ভ কল্লি? ফের যদি বিরক্ত কর্ব্বি—! আঃ!— [শয়ন]

মাধুরী। ছিঃ! ওঠ। [ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা]

চিরঞ্জীব। উঃ! শীত কচ্ছে যেন— [কম্পন] ওরে এ কি হোলো?—

মাধুরী। কি হোলো?

চিরঞ্জীব। আমার ভারি হাসি পাচ্ছে [হাস্য]—না রে না, হাসি ত পাচ্ছে না। তবে কি পাচ্ছে?

মাধুরী। কি পাচ্ছে?

চিরঞ্জীব। —ঘুম পাচ্ছে। শোন্‌, বোস্‌ দেখি, তোর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমুই, আর তুই মাথার ওপরে কু-হু—কুহু—শব্দ কর্‌ দেখি।

মাধুরী। তা কর্ব্ব—আগে বাড়ী চল! ওঠ—

চিরঞ্জীব। দেখ্‌ মাধুরী আমি একটা ভারি ধোক্কায় পড়েছি।

মাধুরী। কি ধোক্কা?

চিরঞ্জীব। ধোক্কাটা হচ্ছে এই, যে ঈশ্বর পুরুষকে পুরুষ আর মেয়েমানুষকে মেয়ে-মানুষ কোরে সৃষ্টি কল্লেন কেন? যদি পুরুষকে মেয়েমানুষ কোরে, আর মেয়ে-মানুষকে পুরুষ কোরে সৃষ্টি কর্ত্তেন তা'লে—আঃ কি মজাটাই হোত। না?

মাধুরী। হাঁ তা'লে বেশ হোত, এখন ঘরে চল।

চিরঞ্জীব। নাঃ—তুই ঘুমোতে দিবি নে; একটু আরাম কর্ত্তে এলেম ত কানের কাছে এসে ঘ্যানর ঘ্যানর—চল্‌ বাড়িই চল্‌। এত রাত্তির পর্য্যন্ত নিজের চোখেও ঘুম নেই—আমাকেও কি ঘুমোতে দেবে! [গমনোদ্যত]

মাধুরী। আমার ঘাড়ের ওপর ভর দিয়ে চল।

চিরঞ্জীব। [যাইতে যাইতে] আচ্ছা পাহারা সৃষ্টি করেছো দয়াময়! চল্‌।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নন্দন-কাননে মন্দাকিনী তীর।
কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।
দূরে উচ্চ আলোকিত কক্ষ। নদীবক্ষে তরণী বাঁধা।
ইন্দ্র একাকী

ইন্দ্র। গাইছে কিন্নরী, নাচে অপ্সরা নর্ত্তকী,
উঠে অট্টহাস্য, বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা;—

অদূর সমুচ্চ কক্ষে, দীপ্ত দীপালোকে।
আর আমি ভ্রমি শ্লথ চরণ বিক্ষেপে,
কম্পিত-হৃদয়ে, কেন একাকী, নিৰ্জ্জনে,
নন্দন-কাননে, নদী মন্দাকিনী তীরে,
চন্দ্রালোকে? কেন আজি সহিতে না পারি
উৎসব, উল্লাস, দীপ, উচ্চ হর্ষধ্বনি,
সঙ্গীত, রমণীসঙ্গ?—ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোক
তাও ঠেকে তীব্র, পাপিয়ার কণ্ঠস্বর
হানে বক্ষে তীক্ষ্ণ শেল মলয়-সমীর
যেন গাত্র দাহ করে।
—অন্তরে অন্তরে,
জ্বলে তুষানল। দূর হৃদয় নিভৃতে,
উঠে মৰ্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।—কি করিব!
কিসে নিভিবে এ বহ্নি? কে বলিয়া দিবে,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? অনন্তকাল
জৰ্জ্জরিত হইব কি তীব্র অনুতাপে?
[নিস্তব্ধ]
—অহল্যার পতি হেন মহাত্মা গৌতম?
সে মনুষ্য, আর আমি দেবতা? হা ধিক্!
বিধির বিচার এই—[জানু পাতিয়া]
হে মহাপুরুষ!
প্রকৃত তপস্বী তুমি; বিশুদ্ধ, উদার,
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, চির-স্মরণীয় তুমি।—
এই যে আসিছে শচী। [উত্থান]

শচীর প্রবেশ

শচী। [আলোকিত কক্ষের প্রতি চাহিয়া]
—চলেছে সঙ্গীত,
চলেছে উৎসব, এই মধ্যাহ্ন-নিশীথে,
উজ্জ্বল বিলাস-কক্ষে—ছি ছি, লজ্জা নাই!
—বহিছে শীতল মন্দ সুরভি সমীর।
বসি এই মন্দাকিনী-তটতলে।
ইন্দ্র। [অগ্রসর হইয়া] শচি!
শচী। [চমকিয়া] এ কি তুমি!
ইন্দ্র। আসিয়াছি তব প্রতীক্ষায়।
শচী। এত অনুগ্রহ? নাথ! কৃতার্থ কিঙ্করী।
ফিরিয়া যাইতে দাও প্রভু, পথ ছাড়।
গমনোদ্যত
ইন্দ্র। শচি!
শচী। লজ্জা নাই? কোন্ স্বত্বে পুনরায়
নাম ধোরে ডাকো মোর?
ইন্দ্র। শুন সত্য বাণী—

শচী। চাহি না শুনিতে আর।—হায় দেবরাজ!
দেবী ছাড়ি' মানবীতে লোভ? পরিণামে
জানি না আরো কি আছে তোমার নিগ্রহ।
উৰ্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা সঙ্গে নৃত্য কর,
মত্ত সুধাপানে, তাহা সহ্য করিয়াছি—
তাহারা দেবতা। শেষে মানবীর পদে
নমিয়াছ যেই দিন—সেই দিন তব
ঘুচেছে দেবত্ব।
ইন্দ্র। সত্য, অহল্যা মানবী;
তথাপি ইন্দ্রাণী! সত্য, অপ্সরা-সম্ভব
রূপ অহল্যার। মুগ্ধ সেই প্রলোভনে,
করিয়াছি পাপ।
শচী। রূপ অপ্সরা-সম্ভব
হোক তার, তথাপি সে মানবী। তাহার
স্পর্শে কলুষিত তুমি—স্পর্শ করিও না
পুলোম-কন্যারে আর।
[রোষভরে প্রস্থান।
ইন্দ্র। চিরদিন এই পরিণাম
অবৈধ লিপ্সার।—তীব্র ক্ষণিক সম্ভোগ,
পরিশেষে ঘন দীর্ঘ অবসাদব্যাধি—
..ন্তিহীন, সুপ্তিহীন! তুচ্ছ প্রলোভনে
পতিত, জড়িত, পত্নী-প্রণয়-বিচ্যুত,
পরিণামে।

মদন ও রতির প্রবেশ

ইন্দ্র। হায়! এত বিলম্বে মদন?
চলিয়া গিয়াছে শচী।
মদন। কি করিব প্রভু,
বিলম্ব রতির জন্য। প্রহর অতীত
কেশ-বেশ-বিন্যাসে তাহার।
রতি। চিরকাল
রমণীর এ অখ্যাতি। এ বেশ-বিন্যাস
কার জন্য প্রাণেশ্বর?
ইন্দ্র। চলিবে রূপসি!
দাম্পত্য-কলহ কতক্ষণ?
রতি। যতক্ষণে
ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হইল
এ দূর নিৰ্জ্জন বনে।
মদন। কিরূপে ইন্দ্রাণী?
ইন্দ্র। তপ্তলৌহবৎ।
মদন। পরিসমাপ্ত নাটিকা
হইবে নিতান্ত দেখি শয়ন-মন্দিরে।

চল দেবরাজ! শুন, কোন চিন্তা নাই,
রমণীর চিরদিন এবম্বিধ বিধি—
ক্ষণেক গর্জ্জন, পরে ক্ষণেক বর্ষণ,
পরিশেষে শান্তি,—চল, বিলাস-ভবনে।

ইন্দ্র। ভালো নাহি লাগে আর। শিরায় শিরায়
বহিছে অনলস্রোত। মস্তিষ্কে, হৃদয়ে,
পাষাণের ভার।

মদন। প্রভু! চিন্তা কর দূর;
প্রেমের এ পরিণাম চিরদিন তাহা,
পূর্ব্বে বলি নাই? ক্রমে থিতাইবে বারি;
এখন বিলাস গৃহে চল—চিন্তা নাই,
শয়ন-মন্দিরে দিব ইহার ঔষধি।

সকলে গিয়া তরীবক্ষে আরোহণ করিলেন।

তরীবক্ষে মদন ও রতির গীত

ভাসিয়ে দে রে সাধের তরি,
পাল তুলে দে ভেসে চল্।
উঠেছে ঐ উজান বাতাস, কচ্ছে নদী টলমল॥
যুক্তি মিছে, ভাবনা মিছে,
দুঃখ পোড়ে' থাক না পিছে,
ভাস্‌বো শুধু, হাসবো শুধু,
কর্ব্ব শুধু কোলাহল।
ফির্ত্তে সে ত হবেই হবে আবার নীরস কঠিন তটে,
পাওনা দেনা হিসাব নিকাশ কর্ত্তে সে ত হবেই বটে!
—ডোবে যদি ডুব্‌বে তরি, যদি নেহাইৎ মরি,
মর্ব্ব না হয় খেয়ে খানিক ঘোলা নদীর ঘোলা জল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মিথিলার রাজপথ। কাল—প্রভাত।
একাকিনী অহল্যা

অহল্যা। আবার কি তিনি তেমনি ভালোবাস্‌বেন! আবার সে মধুর গম্ভীর স্বরে আমার নাম ধোরে ডাকবেন? আবার তিনি কাছে এসে তেমনি কোরে স্নেহনত চক্ষে আমার পানে চাইবেন?—নাথ! প্রাণেশ্বর! ক্ষমা করো। তোমার এত প্রেম, এত বেদনা, এত জাগ্রত শুশ্রূষা, আমি বুঝি নাই। আমি পাষাণী! আমি পাপীয়সী! আমি হতভাগিনী!—মাথায় কোরে রাখবার জিনিষ, আমি পায়ে ঠেলেছি। [জানু পাতিয়া] ক্ষমা করো। প্রভো, সর্ব্বস্ব আমার, দেবতা আমার! আজ আমি বুঝেছি যে এ ত্রিভুবনে তুমিই আমার সব। তুমিই আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল! আমি মূর্খ, তাই এতদিন বুঝ্‌তে পারি নি। ক্ষমা করো ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

১ম পুরবাসিনী। [প্রবেশ করিয়া] কে গ তুমি বাছা পথ ছাড়ো না।

[প্রস্থান।

অহল্যা সরিয়া দাঁড়াইলেন

২য় পুরবাসিনী। [প্রবেশ করিয়া] আক্কেল দেখেছ মাগীর। একেবারে ঠিক রাস্তার মাঝখানে?—একটু সরো না।

[প্রস্থান।

অহল্যা আবার সরিয়া দাঁড়াইলেন

৩য় পুরবাসিনী। [প্রবেশ করিয়া] কে রে মাগী দাঁড়াবার কি আর জায়গা পেলি'নে।

[প্রস্থান।

অহল্যা আবার সরিয়া দাঁড়াইলেন

৪র্থ পুরবাসিনী। [প্রবেশ করিতে অহল্যার ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া] এঃ যা। ওরে আমার কপাল রে!—কুলের ঝুড়িটা পড়ে গিয়ে কি কান্ডটা হোল দেখ না [কুল কুড়াইতে ব্যস্ত]

অহল্যা। ক্ষমা কোরো বাছা, আমি কুড়িয়ে দিচ্চি [কথামত কার্য্য]

[৪র্থ পুরবাসিনীর ঝুড়ি লইয়া প্রস্থান।

অহল্যা। আর কি তাঁকে পাবো? তেমনি কোরে হৃদয়ের ভিতরে তাঁরে পাবো? যাঁরে জাগ্রৎ দিবসে হারিয়েছি, তাঁরে নিশীথের আঁধারে খুঁজে পাবো?

একদল সজ্জিত রাজভৃত্যের প্রবেশ

১ম ভৃত্য। গায়ের জোর বটে!

২য় ভৃত্য। হাঁ ধনুক গাছটা একেবারে পট্ ক'রে ভেঙ্গে ফেল্লে!

৩য় ভৃত্য। ছেলেটাকে দেখে গায়ে খুব জোর আছে বোলে বোধ হয় না।

২য় ভৃত্য। রাজার মেয়ের শেষে কিনা এই নেড়ে পুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে!

১ম ভৃত্য। চল্ চল্—মুখ সাম্‌লে কথা কোস্।

[ভৃত্যাদিগের প্রস্থান।

অহল্যা। তিনি কি আর আমাকে তেমন ভালবাস্‌বেন? আমি ব্যভিচারিণী, আমি হতভাগিনী, আমি বিশ্বাসহন্ত্রী, আমি কি সাহসে

তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবো? কি সাহসে তাঁর ক্ষমা চাইব?

একদল পুরোহিতের প্রবেশ

১ম পুরোহিত। তা ত হবেই। মণিকাঞ্চন যোগের কথা শাস্ত্রেই আছে।

২য় পুরোহিত। রেখে দাও শাস্ত্র! শাস্ত্রের কি ধার ধারো বাপু?

১ম পুরো। ধার ধারি না। পুরাণ, উপ-পুরাণ, বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, মনু এসব কণ্ঠস্থ।

৩য় পুরো। আরে এত চেঁচাও কেন?

৪র্থ পুরো। রাজা দশরথকে আন্তে লোক গিয়েছে?

৩য় পুরো। ওগো গিয়েছে গো গিয়েছে। তাঁর পুত্র রামের বিয়ে, তাঁকে আন্তে লোক যাবে না?

১ম পুরো। গৌতমকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিই-ছিল যে, তিনি এসেছেন?

২য় পুরো। হাঁ, এয়েছেন।

৪র্থ পুরো। রাজবাড়ীতে এতক্ষণ চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কচ্ছেন।

৩য় পুরো। আরে অত চেঁচাও কেন ছাই?

১ম পুরো। লোকটা বড় মুষড়ে গিয়েছে।

৪র্থ পুরো। তা আর যাবে না। এই কেলেঙ্কারিটা!

৩য় পুরো। বলি, একটু আস্তে চেঁচাও না।

[পুরোহিতদিগের প্রস্থান।

অহল্যা। এ কি শুনছি? তিনি এসেছেন? এসেছেন? আমি কি কর্ব্ব! যাই তাঁর পায়ের তলে পড়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি। তিনি প্রেম-ময়, তিনি দয়ার সাগর, তিনি ক্ষমার প্রতিমা—ক্ষমা কর্ত্তেও পারেন। যাই,—যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—জনকের রাজসভা-কক্ষ।
কাল—প্রহরাতীত প্রভাত।

জনক, গৌতম, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র

গৌতম। ধন্য হইলাম আমি। মরি কি মধুর
সজল-জলদ-মূর্ত্তি! রাজর্ষি জনক'
যোগ্যতর পাত্রে ন্যস্ত হইত না কভু
সুন্দরী জানকী সীতা। শোভে কি তড়িৎ
বিনা নব-জলধরে। শোভে কি সুন্দর
শ্যামলপল্লব বিনা—চম্পক-কলিকা?

জনক। সম্পূর্ণ হইল ক্রিয়া তব আগমনে
বন্ধুবর।

গৌতম। —বহুদিন ছিলাম প্রবাসে,
আচ্ছন্ন গভীর সুখে, ভুলিয়া কর্ত্তব্য
দূরে সংসারের প্রতি; ছিলাম নির্জ্জনে,
স্বার্থমগ্ন আমি।—পত্র তোমার, সুহৃৎ,
হৃদয়ে জাগায়ে দিল অতীতের স্মৃতি
পুনর্ব্বার।

মাধুরীকে টানিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। এই নেও! এই মায়াবিনী!

বিশ্বামিত্র। একি চিরঞ্জীব', কেন রাজসভাস্থলে,
করিতেছ আপনার পত্নীর নিগ্রহ?

চিরঞ্জীব। মায়াবিনী মন্ত্র জানে! আমি
চিরদিন,
করিয়াছি অনাস্থা তাহারে; বিনিময়ে,
সে করে আমার পূজা।—কহি কটুভাষা,
মায়াবিনী হাসে।—আমি নির্দ্দয় প্রহার
করিয়াছি, কাঁদে নারী নিঃশব্দ বিলাপে।
—আমি তারে জনহীন প্রান্তরে, নিশীথে
করিলাম পরিত্যাগ কৈলাসের পথে;
পরে রুগ্ন আমি যবে মিথিলার পথে,
নিদ্রিত,—চাহিয়া দেখি পিশাচী জাগ্রৎ,
শিয়রে বসিয়া সেবা করিছে নীরবে।
—মায়াবিনী মন্ত্র জানে,—বাঁধিয়াছে প্রভু,
এ পেশল বাহু, এই পাষাণ হৃদয়,
পাশব প্রবৃত্তি মোর, কোন্ মন্ত্রবলে,
জানি না। অথচ আমি পিশাচীর দাস,
আজি কায়মনোবাক্যে।—অহো! কি দুর্গতি
পুরুষের! [বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন]

জনক। আচ্ছা, যাও চিরঞ্জীব! আমি
করিব বিধান দণ্ড। [মাধুরীর প্রতি]
মায়াবিনি! তুমি
আজি হ'তে এই পাপে, মহিষীর সখী,—
যাও অন্তঃপুরে। যাও চিরঞ্জীব।

[উভয়ের বহির্গমন।

গৌতম। হরি!
দয়াময়! তুমি ধন্য! সিদ্ধ এতদিনে
মাধুরীর মহতী সাধনা!

দশরথের প্রবেশ

জনক। [গৌতমকে] বন্ধুবর!
ইনি বৈবাহিক মম, অযোধ্যার পতি,
দশরথ। [দশরথের প্রতি] মহারাজ!
ইনি বন্ধুবর,
মহর্ষি গৌতম।

দশরথ গৌতমকে প্রণাম করিলেন। গৌতম দশরথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন

দশরথ। মহারাজ! এইক্ষণে,
আসিতে প্রাসাদে সখে, দেখিলাম পথে,
অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য এক,—উন্মাদিনী নারী।
গৌতম। উন্মাদিনী!
দশরথ। উন্মাদিনী। রুগ্ন গৌর তনু,
আপাদলম্বিত শুভ্রকেশী। চক্ষু দুটি
জলভরে নত। স্বচ্ছ সুঠাম ললাটে,
অঙ্কিত গভীর দুঃখ-কাহিনী-কালিমা।
গাইছে কিন্নরীকণ্ঠে, কি সঙ্গীত সখে,
কি গূঢ় বেদনাপ্লুত, কি গাঢ়, মধুর,
উৎকট, স্বর্গীয় ধ্বনি।—অনন্ত বাসনা,
সঙ্গে তার বিজড়িত অনন্ত, অসীম,
স্বর্গীয় হতাশা।—হেন মূর্ত্তি দেখি নাই
হেন গীত শুনি নাই কভু।
গৌতম। [অর্দ্ধস্বগত]। উন্মাদিনী!

বাহিরে গীতের শব্দ

দশরথ। ওই আসে। বুঝি নারী আসিছে
এখানে।

অহল্যার প্রবেশ ও গীত

আর একবার ভালোবাসো,
বাসতে যেমন আগের দিনে।
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিয়ে প্রাণে
একবার নাথ তুলে ধর, হৃদয় হৃদয়'পর হে,
শান্ত হোক প্রাণ বাহে,
আজ শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
তোমারি হারানো বাঁশী লুঠায় ধরনী'পর,
মলিন—তোমারি তবু, আদরে তুলিয়া ধর;
ভাঙা চূড়া প্রাণের বাঁশী, তেমনি কোরে আজ রে;
নাথের করে, মধুর স্বরে, বাজ রে—বাজ রে।

গৌতম। অভাগিনী—এ বেশ!—এ দশা!—
অহল্যা। অভাগিনী!
সত্য, অভাগিনী আমি! বড় অভাগিনী,
বড় কলঙ্কিনী, বড় পাপীয়সী, বড়
পাতকিনী আমি প্রভু!—
গৌতম। হায় প্রিয়তমে!
অহল্যা। "প্রিয়তমে!" আজি মোরে এই
সম্ভাষণ?
একি উপহাস! কিম্বা এখনো মহর্ষি
চিন না আমারে বুঝি?
গৌতম। চিনি প্রাণেশ্বরি!
অহল্যা। না চিন না—ডাকিতেছ তাই সে মধুর,
সে স্নেহ গদ্গদস্বরে! তাই প্রেমভরে
প্রসারিছ বাহু।—যদি চিনিতে, ঘৃণায়
ফিরাইতে মুখ, মোরে কহিতে কর্কশ,
কিম্বা দিতে খেদাইয়া দূরে পদাঘাতে।
গৌতম। অহল্যা—
অহল্যা। অহল্যা নহি;—পাষাণী পাষাণী,
স্বৈরিণী, পুত্রহন্ত্রী, ঘাতিকা, পিশাচী
—শোন ইতিহাস—এমনি সে ইতিহাস—
তার ছত্রে ছত্রে গাঢ় কলঙ্কের রাশি;
—পূর্ব্বে শোন ইতিহাস—
গৌতম। শুনিতে চাহি না,
সব জানি!—প্রতারিতা, প্রলুব্ধা, পতিতা,
প্রেয়সী আমার!—তব এই শীর্ণ তনু,
এ পাণ্ডুর মুখ, এই কোটর-নিহিত
চক্ষুর অপাঙ্গে ঘন গভীর কালিমা,
কহিছে সে ইতিহাস!—
অহল্যা। নরকের জ্বালা—
নরকের জ্বালা, প্রভু, কতবর্ষ ধরি',
সহিয়াছি দিবারাত্র; তীব্র যন্ত্রণায়
পাষাণী হইয়া গেছি অন্তরে অন্তরে!
একদা সহসা শেষে বিষ্ণুর কৃপায়,
হইল চৈতন্য। শুষ্ক পাষাণ ভেদিয়া,
ঝরিল নির্ঝর, বজ্রদগ্ধ দীর্ণ তরু
মঞ্জুরিল পত্রপুষ্পে।—কি আর বলিব!
যদি জানো সব নাথ, কি আর বলিব!
—জীবন-সর্ব্বস্ব মোর! বুঝিয়াছি ভ্রম
এতদিনে! ক্ষমা কর।—ধর্ম্মের প্রতিমা
পুণ্যের কাহিনী তুমি, দয়ার সাগর,
স্বর্গের দেবতা!—আর আমি পাপীয়সী,
মূঢ়, ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য নরকের কীট।—আমি
ভাঙিয়াছি বিশ্বাস; চরণে ঠেলিয়াছি
কর্ত্তব্য; প্রেমের পাত্রে ঢালিয়াছি বিষ।
—আজি বুঝিয়াছি ভ্রম।—ক্ষমা কর।
শতানন্দ। —ক্ষমা!
যে নারী বিনাশ করে বিশ্বাস, প্রণয়,
সে ক্ষমার যোগ্য নহে।—হায় পিতৃদেব!

যে দাম্পত্য-প্রেম ভিত্তি সমাজের, মূল
সর্ব্ব কর্ত্তব্যের, যেই সে দাম্পত্য-প্রেম
স্বহস্তে নির্ম্মূল করে, সেই পাপীয়সী
ক্ষমাযোগ্য নহে। পিতা—ভৃগুর বিধান—
যোগ্য শাস্তি, প্রাণদণ্ড, কুলটা নারীর;—
হোক সে স্বকীয় পত্নী অথবা জননী।

গৌতম। ক্ষান্ত হও প্রিয়তম! শাস্তি দিব? হায়!
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
দুর্ব্বল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার,
কর্ত্তব্যস্খলিত, মূঢ়, মনুষ্য উপরি'
বসিব বিচারাসনে।
[অহল্যার প্রতি]—এস অভাগিনি!
বিধির সুবিধি এই,—আজি পাইলাম
যাহা পূর্ব্বে কভু পাই নাই—প্রিয়তমে!
তোমারে প্রথম দিন হৃদয় ভিতরে।
এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরি।
এস বাণ-বিদ্ধ মম পিঞ্জরের পাখী
হৃদয়পিঞ্জরে ফিরে এস!

অহল্যাকে বক্ষে ধারণ

বিশ্বামিত্র। এত উচ্চে!
এত উচ্চে তুমি? এত পবিত্র, মহৎ?
এত ক্ষমাশীল? এত উদার?—ব্রাহ্মণ!
অবনত করি শির।—রাজর্ষি জনক!
বলেছিলে অতি সত্য কথা, বুঝিয়াছি.
লভি নাই ব্রাহ্মণত্ব! জেনেছি তাহার
বহু নিম্নে পড়ে' আছি! বিশ্বামিত্রে ধিক্,
লব্ধ ব্রাহ্মণত্বে ধিক্! তপস্যায় ধিক্।

জনক। ধন্য এ চরিত্র, যার সংস্পর্শ কুহকে,—
বারাঙ্গণা সতী হয়; দস্যু সাধু হয়;
পঙ্কিল পবিত্র হয়; কামুক লম্পট
জিতেন্দ্রিয় হয়; গর্ব্বী নত করে শির।
যে, স্পর্শমণির মত, পথের কর্দ্দমে
স্বর্ণে পরিণত করে; পাবকের মত
ভস্ম করে আবিল দুর্গন্ধ; পুণ্যতোয়া
জাহ্নবীর মত, ধৌত করে আবর্জ্জনা।

অহল্যা। নাথ! তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ আমি,
কোথা তুমি? কতদূরে? সঙ্গে কোরে লও।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

স্থান—অলৌকিক প্রমোদ-মণ্ডপ। কাল—নিশা।
রামসীতার যুগলরূপ
সম্মুখে [illegible] নৃত্যগীত

যাচ্ছে বোয়ে প্রেমের সিন্ধু
উঠ্‌ছে পড়ছে প্রেমের ঢেউ;
কেউবা খাচ্ছে হাবুডুবু, ভেসে চলে যাচ্ছে কেউ।
কারো বক্ষে এ প্রেম আনে, অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ;
মর্ম্মদাহে রহে এ প্রেম, কারো বক্ষে জাগরুক।
প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষ্যা, প্রেমে পুণ্য পরিণয়,—
কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড কারো ভাগ্যে সুধাময়;
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দ্দনে ধরায় জীব;
পাগল, উদাস, শ্মশানবাসী, প্রেমে ভোলা সদাশিব।
কেউবা প্রেমে সর্ব্বত্যাগী কেউবা চাহে উপভোগ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে নাশ;
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্ত্যে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ।

যবনিকা পতন

তারাবাঈ

পুরুষ-চরিত্র

রায়মল (মেবারের রাণা)। সূর্য্যমল (রায়মলের ভ্রাতা ও সেনাপতি)। সংগ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল (রায়মলের পুত্রগণ)। প্রভুরাও (সিরোহীর রাজা)। শূরতান (পলায়িত তোড়া অধিপতি)। সারংগ দেব (রায়মলের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ)। বণিক, মালব, চন্দ্ররাও, কৃষক, ফকির ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

শূরতানের রাণী। তারা (শূরতানের কন্যা)। তমসা (সূর্য্যমলের স্ত্রী)। যমুনা (রায়মলের কন্যা ও প্রভুরাওর স্ত্রী)। চারণী, পরিচারিকা, কৃষকরমণী ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের বাটী। কাল—প্রভাত।
রাজভ্রাতা সূর্য্যমল ও তাঁহার স্ত্রী তমসা

সূর্য্যমল। পলায়িত শূরতান তোড়া অধিপতি
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে!—হায়! ক্ষত্রিয়, চৌহান
হেন কাপুরুষ?

তমসা। কোথা তিনি?

সূর্য্য। বনবাসী—
দূরে আরাবলিগিরিসানুপদতলে

তমসা। হ'য়েছিলে অতিথি কি তুমি তাঁর তবে?

সূর্য্য। হইয়াছিলাম আমি তাঁহার আশ্রমে
অতিথি দ্বাদশ দিন।

তমসা। তাঁহার দাম্ভিকা
রাজ্ঞী—তাঁর সংগে?

সূর্য্য। রাজ্ঞী তাঁর সংগে, আর
অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী কন্যা—নাম "তারা"।
—আশ্চর্য্য বালিকা! মহাভারত বৃহৎ
রামায়ণ,—কণ্ঠস্থ! পড়িছে এইক্ষণে
উত্তরচরিত।

তমসা। জানি তাঁহার রাজ্ঞীরে।
গর্ব্ব তাঁর অমানুষী; চূর্ণ অহঙ্কার
আজি তাঁর।

সূর্য্য। হইও না হেন উল্লসিত
পতিতের দুর্ভাগ্যে, তমসা—একদিন
সবারই ঘটিতে পারে তাহা।

তমসা। কি ঘটিবে?
মন্দভাগ্য?—উন্মত্তের পতন সম্ভবে;
আমি রাজ্ঞী নহি।

সূর্য্য। সেনাপতি—পত্নী তুমি।
ইহার অপেক্ষা মন্দভাগ্য আছে প্রিয়ে।
—বলিতেছিলাম—সংগ, পৃথ্বী, জয়মল,
যে হইবে রাণা চিতোরের ভবিষ্যতে,
তার উপযুক্ত পাত্রী শূরতানবালা।

তমসা। কেন? নাহি স্থির তবে কে হইবে পরে
মেবারের রাণা?

সূর্য্য। কিছু বুঝিতে না পারি;
জটিলসমস্যা তাহা; অতীব জটিল।
যে কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল, অর্ব্বাচীন;—
সে রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। যে দ্বিতীয়
পুত্র, পৃথ্বী—নির্ভীক্ উদারচিত্ত বটে,
কিন্তু অসংযত, পরিচালিত সর্ব্বদা
পরকীয় মন্ত্রণায়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র,
সর্ব্বগুণান্বিত সংগ—প্রিয়পাত্র নহে
ভূপতির। কেহ নাহি জানে ভবিষ্যতে
কে হইবে মেবারের রাণা।

তমসা। চিরপ্রথা
নহে রাজ্য পায় জ্যেষ্ঠ পুত্র?

সূর্য্য। চিরপ্রথা
কে মানিবে, রায়মল স্বহস্তে যদ্যপি
মুকুট পরায়ে দেন জয়মলশিরে।
সর্ব্বৈব রাজার ইচ্ছা। প্রজাবর্গ জানে
জয়মল মেবারের ভাবি অধিপতি।
কিন্ত ছাড়িবে কি সংগ জন্মস্বত্ব তা'র
সহজে? পৃথ্বীই—নাকি ছাড়িবে?

তমসা। কি স্বত্ব
পৃথ্বীর?

সূর্য্য। শক্তির স্বত্ব। সৈন্যদের প্রিয়
পৃথ্বী, ক্ষাত্রগুণে।
তমসা। তবে রাজ্য অরাজক?
সূর্য্য। অরাজক একরূপ।
তমসা। তবে নাহি জানি,
তুমি বা একাকী কেন রাজ্যস্বত্ব হ'তে
হইবে বঞ্চিত, যবে রাজভ্রাতা তুমি?
সূর্য্য। আমি রাণা মেবারের?--কি বলিছ রাণী?
স্তব্ধ হও;—বলি, কহিও না পুনর্ব্বার
ওই কথা, আজ্ঞা করিতেছি। যাও—যাও।

[তমসার প্রস্থান।

সূর্য্য। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ইহা!—জানিল কিরূপে
তমসা আমার পাপ অন্তরের কথা?
সে দিন গিয়াছিলাম চারণী মন্দিরে,
কহিল চারণী, হস্ত দেখিয়া আমার,
"মেবারের রাজ্যভাগ তোমার"—সহসা
কে যেন অমনি বেগে করিল আঘাত
উচ্চাশার রুদ্ধদ্বারে। হইল চঞ্চল,
উদ্বেল, হৃদয় এই নব সমস্যায়।
আহারে বিহারে এই—কয়দিন ধরি',
কে কর্ণে নিয়ত যেন করিছে ঝঙ্কার—
"আমিই বা কেন এই রাজ্যস্বত্ব হ'তে
হইব বঞ্চিত, যবে রাজভ্রাতা আমি?"
তারই প্রতিধ্বনি শুনি' তমসার মুখে
উঠিয়াছি শিহরিয়া; তস্কর যেমতি
আপনার ছায়া দেখি, চমকিয়া উঠে।
রূঢ় হইয়াছি অকারণ,—এই ভয়ে
পাছে এ জিজ্ঞাসামাত্র হয় পরিণত
প্রকৃত প্রস্তাবে। না না, করিব না আমি
হেন হীন হেয় কার্য্য! বীভৎস প্রস্তাব!
যার অন্ন খাই, তার বিপক্ষে তুলিব
খড়্গ? তবে কে কাহারে করিবে বিশ্বাস?
—কি বীভৎস! আপনার মনে উঠে যাহা,
ধ্বনিত যখন তাহা অপরের মুখে,
কি ভীষণ শুনায় সে কথা।—দেখিয়াছি
সমস্ত প্রস্তাব প্রতিবিম্বিত দর্পণে
সাক্ষাৎ সহসা যেন। বীভৎস! ভীষণ!
করিব না হেন কার্য্য আমি—অসম্ভব!
অসম্ভব!

পৃথ্বীর প্রবেশ

পৃথ্বী। পিতৃব্য!
সূর্য্য। [চমকিয়া] কে? পৃথ্বী?
পৃথ্বী। সত্য, আমি।—
চমকিলে কেন?
সূর্য্য। না—
পৃথ্বী। হাঁ বলিতে হইবেই।
সূর্য্য। ভাবিতেছিলাম—না না—বলিব কি আর,
বিশেষ কিছুই নয়।
পৃথ্বী। যাহাই হউক,
বলিতে হইবে তাহা পিতৃব্য আমারে;
নহিলে করিব অভিমান। প্রতিদিন
আসি যাই। কই, কভু উঠ নাই তুমি
হেন চমকিয়া;—বল।
সূর্য্য। বলিব কি তবে?
ভাবিতেছিলাম বৎস! কে হইবে রাজা
ভ্রাতার মৃত্যুর পরে।
পৃথ্বী। কেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সঙ্গ!
সূর্য্য। বৎস! নহে অত সমস্যা সরল।
পৃথ্বী। এত কি জটিল প্রশ্ন? চিরকাল জানি,
জ্যেষ্ঠপুত্র পায় রাজ্য।
সূর্য্য। চিরকাল নহে।
ইতিহাসে দেখিয়াছি পাইয়াছে কভু
রাজত্ব—কনিষ্ঠ পুত্র?
পৃথ্বী। জয়মল? ধিক্!
সূর্য্য। লক্ষ্য কর নাই বৎস, তোমার পিতার
স্নেহ সমধিক জয়মলে?
পৃথ্বী। [চিন্তিত ভাবে] করিয়াছি:
যদি তাই হয়, হোক্।
সূর্য্য। সরল, উদার,
একান্ত স্বভাব তোর। অসম্ভব নহে
রাজ্যেশ্বর হ'বি তুই।
পৃথ্বী। [সাশ্চর্য্যে] আমি!
সূর্য্য। কেন নহে?
অসিবলে বলী তুই সৈন্যদের প্রিয়:
রাজপুত্র তুই!
পৃথ্বী। [সাশ্চর্য্যে] আমি!
সূর্য্য। শোন্ বৎস! তোরে
এতদিন লালন করেছি যত্নে। কত
ক্রোড়ে করিয়াছি; কত সস্নেহে চুম্বন

করিয়াছি; ধরিয়াছি বক্ষে। পূর্ণ হয়
আমার সকল বাঞ্ছা, পারি যদি তোরে
বসাইতে সিংহাসনে।

সঙ্গের প্রবেশ

সঙ্গ। পিতৃব্য এখানে?
সূর্য্য। হাঁ এখানে। কি সংবাদ সঙ্গ?
সঙ্গ। জয়মল!
সূর্য্য। কি করেছে জয়মল?
সঙ্গ। আনিয়াছে ধরি'
সুন্দরী বালিকা এক। পিতা বালিকার
আসিয়াছে অভিযোগ করিতে এক্ষণে
রাজার সমীপে। তাত! জান ত পিতার
[illegible]ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মনীতি।
রক্ষা কর জয়মলে।
সূর্য্য। কি করিব আমি?
উপযুক্ত শাস্তি হোক্। আমি কি করিব?
সঙ্গ। বুঝাও তারে!—সে মূঢ় অবোধ বালক।
পৃথ্বী। অবোধ বালক জয়মল? চল, আমি
বিধান করিব যথাযোগ্য ব্যবহার,
দোষীর।
সূর্য্য। এই যে জয়মল—

জয়মলের প্রবেশ

পৃথ্বী। জয়মল!
আনিয়াছ ধরিয়া কি বালিকায়? কহ
সত্য।
জয়মল। আনিয়াছি সত্য।
পৃথ্বী। উত্তম এক্ষণে
তাহারে ফিরায়ে দাও।
জয়। কেন দিব? তুমি
কে আদেশ করিবার?
পৃথ্বী। আমি পৃথ্বীরাও,
অগ্রজ তোমার।
জয়। হোক্, মানি না তোমার
প্রভুত্ব।
পৃথ্বী। —উত্তর দাও, দিবে কি দিবে না?
জয়। [সঙ্গকে] দাদা—
পৃথ্বী। দিবে কি দিবে না? [গলদেশ ধারণ]
সঙ্গ। পৃথ্বী, ছেড়ে দাও
জয়মলে।
পৃথ্বী। তুমি যাও। [জয়মলকে] দিবে কি
দিবে না?
জয়। দিব।
পৃথ্বী। চল সঙ্গে। দিতে হইবে এক্ষণে,
আমার সাক্ষাতে। সঙ্গে চল এইক্ষণে।
[পৃথ্বী ও জয়মলের প্রস্থান।
সঙ্গ। কেন রূঢ় হও পৃথ্বী? জয়মল—মূঢ়,
অবোধ নির্ব্বোধ।

প্রস্থানোদ্যত

সূর্য্য। সঙ্গ!
সঙ্গ। পিতৃব্য।
সূর্য্য। জানো কি,
হিংসা করে জয়মল তোমারে?
সঙ্গ। হাঁ জানি।
সূর্য্য। ঘৃণা করে—
সঙ্গ। এত দূর? কেন?
সূর্য্য। হেতু—তুমি
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
সঙ্গ। হায় মূঢ় অবোধ বালক!
[প্রস্থান।
সূর্য্য। মহৎ চরিত্র সঙ্গ তোমার!—তথাপি—

যমুনার প্রবেশ

যমুনা। পিতৃব্য! কোথায় মেজদাদা? জানো?
সূর্য্য। কেন
যমুনা?
যমুনা। দেখিব শুধু।
সূর্য্য। কি হেতু?
যমুনা। জানি না।
সূর্য্য। অদ্ভুত বালিকা বটে! চল সঙ্গে চল।
[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পথ। কাল—প্রাতুঃ।

গাইতে গাইতে বালকদিগের প্রবেশ

বালকদিগের গীত

এখনও তপন উঠেনি গগনপূরবভাগে;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাহার লাগি'।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নিবিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপ পুঞ্জ,
শুধু আছে চাহি মেঘকুল,
সাজি ভূষিত [illegible]রাগে।
ধীরে ধীরে ওই উঠিল গগনে দিবসরাজ;
ছড়ায়ে পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ;

অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গন্ধ,
ঢুলিল চামর, শীতল সমীর পরশে
ভুবন উঠিল জাগি।

[প্রস্থান।

কলসকক্ষে পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ

১ পরিচারিকা। রাণা কাল ভারী ক্ষাপা হয়েছিলেন, শুনুলাম।

২ পরিচারিকা। তা ত হবেনই, তা ত হবেনই;—তবে কার উপর গা?

১ পরিচারিকা। তাঁর মেজো ছেলে পৃথ্বীর উপর। আবার কার উপর।

২ পরিচারিকা। তা ত হ'তেই পারেন বটে। তবে কেন ক্ষাপা হলেন?

১ পরিচারিকা। শুনি, পৃথ্বী ছোট রাণীর ছেলে জয়মলকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে গিইছিল।

২ পরিচারিকা। ওমা সত্যি নাকি? তা ত কাট্‌তে যেতেই পারে। তা ত কাটতে যেতেই পারে। তবে কেন গা?

১ পরিচারিকা। এই ভায়ে ভায়ে বিবাদ। তার উপর, রাণার ছোট ছেলের উপর টান বেশী কিনা!

২ পরিচারিকা। হাঁ তা ত হবেই ত। তা হবেই ত। সুয়োরাণীর ছেলে কিনা। তা আর হবে না? সত্যযুগ থেকে এই রকমই ত হ'য়ে আসছে। এই যে, রাজা যুধিষ্ঠির মলে' তার সুয়োরাণীর ছেলে ভরতের জন্য তার দুয়োরাণীর ছেলে বলরামকে বনে পাঠিয়েছিল না? তা আর হবে না?—তবে তাই বলে' কি বিবাদ কর্ত্তে আছে গা?

১ পরিচারিকা। মেজো ছেলে তা সইবে কেন?

২ পরিচারিকা। তা ত সত্যিই ভাই। সে সইবে কেন? সে-ও ত ছেলে বটে. সে তা সইবে কেন ভাই?—তবে কিন্তু এখন কি হবে?

১ পরিচারিকা। রাণার যেমন মর্জ্জি সেই রকমই কাজ হবে।

২ পরিচারিকা। তা বৈ কি! তা বৈ কি। নৈলে কি আর আমার মর্জ্জি মোতাবেক কাজ হবে! তবে কি না, বলছিলাম যে—

১ পরিচারিকা। হয়ত বা রাণা মলে' ছোট ছেলেই রাণা হয়।

২ পরিচারিকা। এত দূর! তার আর আশ্চর্য্যি কি গা। তা ত হতেই পারে। তা ত হতেই পারে। এই যে রামচন্দ্র মলে' তার ছোট ছেলে দুর্য্যোধনই ত রাজা হয়েছিল। বিধাতা মনে কল্লে কি না হয়?

১ পরিচারিকা। বিধাতা নয় রে! বরং বল্ ছোটরাণী মনে কল্লে কি না হয়?

২ পরিচারিকা। ঐ একই কথা। পুরুষের ঐ সুয়োরাণীও যে আর বিধাতাও সেই।

১ পরিচারিকা। তা বৈ কি? দেখ রাজা বড় রাণীর মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিলে গা! এক অপগণ্ড জানোয়ারের হাতে স'পে দিয়েছে। তাকে দেখ্‌লে গায়ে জ্বর আসে!

২ পরিচারিকা। তা ত আস্‌বারই কথা, তা ত আস্‌বারই কথা—বলি মেয়ে না কি শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে?

১ পরিচারিকা। যাচ্ছে বৈ কি—মেয়ে কি বিয়ে করে—বাপের বাড়ী থাকবার জন্য! শ্বশুর বাড়ী যাবে বৈ কি।

২ পরিচারিকা।—তা ত যাবেই। তা ত যাবেই।—আহা খাসা মেয়ে!

১ পরিচারিকা। রাজ-জামাতা তা'কে নিতে এসেছে, এখন না গেলে চলে?

২ পরিচারিকা। ও মা! তা কি চলে?

১ পরিচারিকা। চল্। আর একটু হেঁটে চল্ না। চল্‌ছিস যেন সমস্ত মাটি মাড়িয়ে যাচ্ছিস্। যেন গতর খাটিয়ে খেতে আসিস্ নি।

২ পরিচারিকা। ও মা সে কি গো। তবে কি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে এসেছি? তা'লে কি আর মুনিব মাইনে দিত?—ও মা বল কি গো?

১ পরিচারিকা। চল্ চল্, এখন চল্।

২ পরিচারিকা। এই চল না গা। ধমক ধমক দাও কেন?

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাবলী পদপ্রান্ত গ্রাম। কাল—অপরাহ্ন। শয়তান ও তাহার রাজ্ঞী। দূরে পাঠনিরতা তারা

শয়তান। সংসারের লীলা খেলা; সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর
চঞ্চলতা; নিয়তিচক্রের আবর্ত্তন!

আজি মহারাজ, কল্য ভিক্ষুক। প্রেয়সী!
ইহা মাত্র প্রকৃতির খেয়াল!

রাণী। খেয়াল?
জানি না। ক্ষত্রিয় নারী আমি এই নীতি
বুঝি না; আমি ত জানি, স্বীয় বাহুবলে
গড়ে আপনার ভাগ্য, মনুষ্য—

শূর। প্রেয়সী?
গড়ে আপনার ভাগ্য! সাধ্য কি তাহার
রোধিতে বিপক্ষগতি বিশ্বনিয়মের?
চতুর্দ্দিকে, ঘটনার বিপুল প্রবল
ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে, কি করিবে একা
মনুষ্যের ক্ষীণ বাহুবল?

রাণী। কি করিবে?
করিবে সংগ্রাম;—ভীরু সৈনিকের মত
নাহি পলাইবে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে।

শূর। যদি
পরাজিত হয়?

রাণী। মরিবে বীরের মত।
প্রেরিত হয় না নর, বিশ্বে, তৃণসম
ভাসিয়া যাইতে, যে দিকে লইয়া যায়
তরঙ্গ; তীরের মত যাইতে হইবে
বাহিয়া বিপক্ষে তার প্রয়োজন যদি।

শূর। ধীরে, কিছু ধীরে, রাণী—যদি তাই হয়,
কেন তবে নল, রাজ্যভ্রষ্ট পত্নীভ্রষ্ট,
রাজা ঋতুপর্ণের সারথী—

রাণী। আত্মদোষে।
প্রকৃতির খেয়াল নহে সে! আত্মদোষে,
স্বেচ্ছায়, অবৈধ অক্ষক্রীড়ায় কুঠার
মারিয়াছিলেন তিনি আপনার পদে—

শূর। স্বেচ্ছায় নহে সে প্রিয়ে দৈবেচ্ছায়;—
কলি—

রাণী। কলি? আসিয়াছিল কি কলি ছিদ্র
বিনা?
কে দিয়াছিল সে ছিদ্র?

শূর। কেন অনুযোগ
কর প্রিয়ে! কি দুঃখ এখানে? রম্যস্থান
এ বিদর্ভ, আ[illegible]পদতলে।
বহে' যায় নির্ঝর সুমিষ্ট স্বচ্ছতোয়া
সুন্দর। প্রচুর শস্য। অনন্ত আরাম।

রাণী। পিঞ্জর স্বর্ণের যদি হয় প্রিয়তম!
তথাপি পিঞ্জর তাহা। স্বেচ্ছায় মনুষ
হয় বনবাসী। কিন্তু প'রের আজ্ঞায়,
প্রাসাদে নিবাস হয় ন্যক্কারজনক?

শূর। প্রেয়সী একটু তুমি অধিক মাত্রায়
অসংস্কৃত বাক্য আজি করিছ প্রয়োগ;
তাহা যে স্বামীর প্রতি সম্মানসূচক,
বলিয়া হয় না বোধ। শাস্ত্রে আছে বটে,
যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত যবে বনবাসী,—
দ্রৌপদী এরূপ ভাষা পাণ্ডবের প্রতি
করিয়াছিলেন উচ্চারণ! ভগবতী
—এরূপ প্রবাদ আছে, একদা এহেন
করিয়াছিলেন স্বন্দ্ব ভৈরবের সনে।
তথাপি স্বীকার্য্য ইহা প্রিয়তমে! সতী
হিন্দুরমণীর মুখে এরূপ ভাষা
শোভা নাহি পায়।

রাণী। স্বামী! শোভা পায় বটে
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন!
—নিযুক্ত পুরুষজাতি, বিধান করিতে
নিয়ত, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য নারীর;—
আপনার কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন।
—হায় স্বামী! যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে
নাহি পলাইতে, হেয় কাপুরুষ সম;
যদি ক্ষত্রিয়ের মত মরিতে সমরে;
ক্ষত্রিয় নারীর মত, দেখিতে, উল্লাসে
যাইতাম আমি সহমরণে;—

শূর। প্রেয়সি!
আমি যদি মরিতাম সমরে, কিরূপে
দেখিতাম, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারি।
এ যুক্তির ভ্রমটুকু ছাড়িয়া দিলেও,
আমার মৃত্যুর প'রে, মানিলাম যদি,
যাইতে সহমরণে তুমি, কিন্তু প্রিয়ে
তাহাতে আমার লাভ? আমি ত নিশ্চিত
যেই মরিলাম, সেই মরিলাম—

রাণী। ধিক্!
ক্ষত্রের মরিতে ভয় সমরে? হা ধিক্!

শূর। শোন অন্য যুক্তি, প্রিয়তমে! যুদ্ধে যদি
মরে বীর, সে নিশ্চিত মরে; যুদ্ধ আর
করে না সে। কিন্ত যদি পলায়, কদাপি
পুনঃ যুদ্ধ করিলেও করিতে পারে সে।

রাণী। বৃথা যুক্তি। ভীরুতার শত যুক্তি
আছে।
প্রকৃত বীরত্ব তর্ক করে না কদাপি,
জয়লাভ করে কিম্বা মরে।—হায় যদি
এ গর্ভে জন্মিত পুত্র, কন্যা না জন্মিয়া—

শূর। সে বিষয়ে একটুকু হয়েছিল ভ্রম,
কাহার জানি না! তবে পুত্র হইলেও,
সে যে নাহি পলাইত, তাহার প্রমাণ?

রাণী। জন্মে না সিংহীর গর্ভে শৃগাল-
শাবক—

শূর। সিংহীর বিবাহ যদি হয় প্রিয়তমে,
শৃগালের সঙ্গে—তাহা হইতেও পারে।

রাণী। করিতে চাহি না চর্চ্চা এ বিষয়ে প্রভু।
[প্রস্থান।

শূর। প্রেয়সীর মেজাজটা নবনীর মত
অদ্য সুকোমল নহে, তাহা সুনিশ্চিত।
—হা বিধি! যখন তুমি গড়েছিলে নারী,
কি দিয়া যে গড়েছিলে বলিতে না পারি।
[প্রস্থান।

তারা। ধিক্—আমি নারী!—ধিক্! কেন হই
নাই
পুত্র? ধিক্ নারী-জন্ম!—তাহাই বা কেন?
কিসে হীন নারীজাতি? এই নারীকুলে
জন্মে নাই দময়ন্তী, সুভদ্রা, সাবিত্রী—
জনা, খনা, লীলাবতী, প্রমীলা রূপসী?
কিসে হীন নারীজাতি? নাহি হস্তপদ?
হৃদয়, মস্তিষ্ক নাই? শক্তি, বল, তেজ,
শিক্ষায় অবশ্য সাধ্য সর্ব্বলি। দেখিব
কি করিতে পারি আমি। এ মৃণাল বাহু
করিব লোহের মত কঠিন। ধরিব
শাণিত কৃপাণ তাহে। দেখি পারি কি না।
—ক্ষুব্ধ হইও না মাতা। উজ্জ্বল করিব
নির্ব্বাণ গরিমা আমি! আমি উদ্ধারিব
অপহৃত রাজ্য। দেখি কি করিতে পারি।
ক্ষত্রিয়-ললনা আমি।—পুত্র হই নাই;
করিব পুত্রের কার্য্য জননী তোমার
[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বন, দূরে মন্দির। কাল—মধ্যাহ্ন।
সশস্ত্র সঙ্গ, পৃথ্বী, ও জয়মল মৃগয়া হইতে
ফিরিতেছিলেন

পৃথ্বী। পথ ভুলিনি ত?

সঙ্গ। না। এ পথ আমি জানি।

জয়। তুমি আগে এ পথে এইছিলে
নাকি?

সঙ্গ। অনেকবার।

জয়। কবে?

সঙ্গ। পরশুই এইছিলাম।

পৃথ্বী। কেন? এখেনে কেন? কি
খুঁজতে?

সঙ্গ। নির্জ্জনতা—

পৃথ্বী। নির্জ্জনতা—সে ত বাড়িতেই
পাওয়া যায়। চোখ বুজলেই নির্জ্জনতা।

সঙ্গ। আর নিস্তব্ধতা।

পৃথ্বী। কাণে আঙুল দিলেই হোল!

গাহিতে গাহিতে চারণীর প্রবেশ

সঙ্গ। এ কে?

পৃথ্বী। তাই ত! জটাইবুড়ী নাকি!

চারণীর গীত

—সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমির রাশি।
স্ফুলিঙ্গসম এ আঁধারে মোরা
কোথা হ'তে ছুটে আসি।
কতটুকু পথ আলোকিত করি,—
কিছু দেখিতে না পাই।
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে
এ আঁধারে মিশে যাই।
অস্ফুট ভাতি উপহাস করি'
প্রদীপ শিখার পাছে,
বিরাট মরণ সমান বিরাট
আঁধার জাগিয়া আছে;
মহাসমুদ্র আঘাতে ক্ষুদ্র তরণী ভাঙিয়া যায়,
নিভে যায় ক্ষীণ নক্ষত্রও দিগন্ত নীলিমায়।

জয়। আবার গান গায়।

পৃথ্বী। তাই ত! গানটার কিন্তু কোন
অর্থই বোঝা গেল না।

সঙ্গ। অদ্ভুত! এই নির্জ্জন বনভূমিতে
একাকিনী।

জয়। কে তুই?

পৃথ্বী। হাঁ, ঠিক কে তুই?

সঙ্গ। কে তুমি মা?

চারণী। আমি বনচারিণী তাপসী।

পৃথ্বী। তাপসী? তা কখন হ'তে পারে?

চারণী। কেন হ'তে পারে না বাছা?

পৃথ্বী। তা-ও ত বটে।—কেন হ'তে পারে
না তা ত বোঝা যাচ্ছে না।

জয়। না না এরা সব চোর,—দিনে তাপসী
সেজে বেড়ায়, রাত্রে চুরি করে।

পৃথ্বী। ঠিক! বেটী নিশ্চয় চোর। দিনে
তাপসী সেজে বেড়ায়।

চারণী। এ রকম তাপসী চোর কটা দেখেছ বাছা?

পৃথ্বী। তা-ও ত বটে—এ রকম তাপসী চোর ত কখন দেখিছি ব'লে মনে হচ্ছে না।

জয়। তবে এ ভিখিরি।

পৃথ্বী। ভিখিরি বটে! আমিই তাই ভাব্‌ছিলাম। ভিখিরি। নিশ্চয় ভিখিরি।

চারণী। ভিখিরি কি ক'র্তে বনে থাক্‌বে বল না বাছা?

পৃথ্বী। তা-ও ত বটে, বনে ভিক্ষাই বা দেবে কে? তবে তুমি কে সেইটে খুলে বল না ছাই!

চারণী। আমি চারণী।

সঙ্গ। আপনি চারণী? এখানে কি আপনার আশ্রম?

চারণী। এখানে নয়। তবে বেশী দূরেও নয়। নিকটেই আমার মায়ের মন্দির।

সঙ্গ। হাঁ! পিতৃব্যের কাছে একদিন আপনার কথা শুনেছিলাম বটে।

জয়। ও তাই ত বটে! আপনি হাত দেখ্‌তে জানেন না?

চারণী। [সহাস্যে] কিছু কিছু জানি।

পৃথ্বী। ভবিষ্যৎ গুন্‌তে পারেন না কি? আচ্ছা, বলুন দেখি, আমাদের তিন জনের মধ্যে কে মেবারের রাজা হবে?

চারণী। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] সঙ্গ মেবারের রাজা হবে।

[উক্ত গীতের প্রথম চরণ গাইতে গাইতে চারণীর প্রস্থান।

পৃথ্বী। মিথ্যা কথা!—ভণ্ড!

জয়। কিন্তু নাম জান্‌লে কেমন ক'রে?

পৃথ্বী। তা-ও ত বটে! তবে ত ঠিক ব'লেছে বোধ হচ্ছে!

সঙ্গ। [চিন্তিতভাবে] তাই ত! চল বাড়ী চল। বেলা হ'ল।

পৃথ্বী। [স্বগত] আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষ ভবিষ্যৎ বল্‌তে পারে। যদি পার্ত্ত তা হ'লে ভবিষ্যৎ খণ্ডনীয় হ'ত; আর ভবিষ্যৎবাদ খণ্ডনীয় হয়, যদি তা হ'তেও পারে নাও হ'তে পারে, তবে তা আগে থেকে বল্‌বে কেমন করে'?—প্রহেলিকা—প্রহেলিকা—সব প্রহেলিকা।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের গৃহের অন্তঃপুর। কাল—প্রাতঃ।
সূর্য্যমল একাকী।

সূর্য্য। তথাপি বাজিছে কর্ণে সেই এক কথা
—প্রহেলিকাপূর্ণ সেই ভবিষ্যদ্বাণী—
আমি পাব রাজ্যভাগ। নিভাইতে চাহি
এই দুঃসাহসী ইচ্ছা; কৌশলে
ইন্ধন যোগায় পত্নী তমসা সতত,
মন্থরার মত।—না না, ইহা অসম্ভব!
করিব না হেন পাপ। বৃদ্ধ রায়মল,—
স্নেহশীল, বিশ্রব্ধ উদার; সেনাপতি
আমি তাঁর;—হইব না বিশ্বাসঘাতক।

নেপথ্যে অলঙ্কারধ্বনি

আসিছে যমুনা। আজি যাইবে এক্ষণে
পতিগৃহে; আসিতেছে বিদায় লইতে।

যমুনার প্রবেশ

যমুনা। পিতৃব্য! এখানে? আমি আসিয়াছি,
তাত! বিদায় লইতে।

সূর্য্য। যাইতেছ এক্ষণেই?

যমুনা। এইক্ষণে যাইতেছি। কর আশীর্ব্বাদ।

সূর্য্য যাও মা স্বামীর ঘরে; পতিব্রতা হও
গুরুজনসেবাপরায়ণা হও সদা;
পরিজনপ্রিয় হও,—কাঁদিও না বৎসে!

যমুনা। কাঁদিব না। পিতৃব্য! জানি না কেন
কাঁদি।
চিরকাল আমি দুষ্ট। পিতৃব্য তোমারে
করিয়াছি কত ত্যক্ত করিও মার্জ্জনা।

সূর্য্য। যমুনা আমার কন্যা নাই! আশৈশব
করেছি পালন তোরে স্বীয় কন্যা সম।
আজি হ'তে কন্যাস্নেহসম্পদে, যমুনা,
বঞ্চিত পিতৃব্য তোর।—বৎসে! প্রাণাধিকে!
যাও পতিগৃহে তবে, আজি শুভদিনে
সুলগ্নে। জানিও বৎসে, স্বামীর ভবন
নারীর আপন বাটী, পর পিতৃগৃহ!
যাও মা আপন গৃহে—যেমন পার্ব্বতী
বিজয়া দশমী দিনে যান মা কৈলাসে!—
আশীর্ব্বাদ করি, পতিসোহাগে গৌরবে
গরবিণী হও। পতি যদি রূঢ় কহে
হইও প্রিয়ভাষিণী; হয় যদি রূঢ়
সহিও নীরবে।—পতি জানিও সতীর
সর্ব্বস্ব, পরমাগতি জীবনে মরণে।

যমুনা। পিতৃব্য প্রণাম হই।
সূর্য্য। আয়ুষ্মতী হও।
[যমুনার প্রস্থান।
সূর্য্য। [পদচারণ সহ] সোনার প্রতিমা এই
—দিয়াছেন ভাই—
সঁপিয়া চণ্ডাল করে; এই মুক্তাহার
পরায়ে বানরগলে!—হায় প্রভুরাও—
বুঝিতিস যদি মূল্য এ রত্নের; তারে
রাখিতিস্ শিরে, নাহি দলিতিস্ পদে।
[দূরে শিবিকাবাহকদিগের ধ্বনি]
ওই যায় শিবিকায় জননী আমার;—
কোথায় চলিয়া যাস্ নিষ্ঠুর বালিকা
ছাড়িয়া পিতৃব্যে তোর।

তমসার প্রবেশ

তমসা। গিয়াছে যমুনা!
সূর্য্য। গিয়াছে চলিয়া দিবা, গৃহ অন্ধকার।
সূর্য্য। কা'র জন্য নিত্য ব্যগ্র হও? অশ্রুজল
নিয়ত বর্ষণ কর? পরের কারণ
সতত ব্যাকুল! বুঝি না তোমার রীতি।
সূর্য্য। বুঝিবে কি তুমি? হায়! তাহার
সহিত
রক্তের সম্বন্ধ নাই; কর নাই তা'রে
পালন, ধরিয়া ক্রোড়ে।

দূরে সঙ্গের দ্রুতবেগে প্রবেশ

তমসা। সঙ্গ কোথা যাও?
সঙ্গ। বৈদ্য অন্বেষণে—
তমসা। কেন?
সঙ্গ। পীড়িত মূর্চ্ছিত পিতা—
সূর্য্য। মূর্চ্ছিত? কিরূপ?
সঙ্গ। কহিতেছি; আগে ডাকি বৈদ্যে।
[প্রস্থান।
সূর্য্য। যাই দেখি।
[প্রস্থান।
তমসা। এই যদি সেই মূর্চ্ছা, নাহি ভাঙে
যাহা—

সারঙ্গদেবের প্রবেশ

সারঙ্গ। মা ডাকাইয়াছেন?
তমসা। কে? সারঙ্গ? হাঁ আমি
ডাকাইয়াছিলেন তোমারে।
সারঙ্গ। প্রয়োজন?
তমসা। আছে প্রয়োজন, গুরুতর প্রয়োজন।
সারঙ্গ, বলিব; স্থির হও। কিন্তু তার
পূর্ব্বে হও প্রতিশ্রুত, করিবে পালন
আদেশ আমার।
সারঙ্গ। প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন?
জানো না কি আজ্ঞাবহ সারঙ্গ নিয়ত
তোমার চরণে।
তমসা। জানি। তথাপি সারঙ্গ!
প্রতিশ্রুত হও।—অতি কঠিন আদেশ।
সারঙ্গ। প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে শুনি তবে
কি আদেশ!
তমসা। নহিলে শপথ করিবে না?
মনে আছে—সেইদিন, প্রভাতে একাকী
গম্ভীরসৈকতে তুমি, ক্ষুধায় কাতর,
ছিন্নবস্ত্র, শীতার্ত্ত, চাহিয়াছিলে ভিক্ষা
আমার নিকটে?
সারঙ্গ। মনে আছে।
তমসা। মনে আছে—
তোমারে আদরে আমি চিতোরে আনিয়া
করি সৈন্যভুক্ত?
সারঙ্গ। মনে আছে।
তমসা। তাই আজি
পঞ্চশত পদাতির সেনাপতি তুমি।
সারঙ্গ। সত্য, রক্ষাকর্ত্রী তুমি, মানি মাতা!
তমসা। তবে
প্রতিশ্রুত হও, যাহা আদেশ করিব,
করিবে পালন, কোন প্রশ্ন না করিয়া।
সারঙ্গ। হইলাম প্রতিশ্রুত।
তমসা। অনুবর্ত্তী হও। [নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সিরোহী-রাজ্য। প্রভুরাওর বিলাস-গৃহ।
কাল—রাত্রি।

পারিষদবর্গ সহিত প্রভুরাও

পারিষদবর্গের গীত

আমরা—ভাঙ খেয়ে হ'য়ে আছি চুর।
যাচ্ছি চলে'—সশরীরে যাচ্ছি চলে' মধুপুর।
শুন্‌ছি বসে' নিশিদিন, কাণের কাছে বাজ্‌ছে বীণ;
খাচ্ছে যত অর্ব্বাচীন—ঐ গাঁজা গুলি 'চরস';
সস্তা হোক্ না, তার চেয়ে ভাঙ—লক্ষগুণে সরস;
নেশার রাজা সিদ্ধি, যেমন মণির মধ্যে কোহিনূর;

লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা

"স্বয়ং; ভোলা খেতেন ভাঙ;"

খেতেন তা, হয় ভোলা,

কিম্বা পুরাণকর্ত্তাই. সুতরাং;

জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর, জেগে জেগে ঘুমের ঘোর;

বেশী খেলেই নেশায় ভোর;—

আর অল্প খেলেই তাহা—

—আর কি—বসে' হাস্য কর

—হাঃ হা হাহা হাহা—

হোক্ না কেন, ফকির,

ভাবে 'আমি রাজা বাহাদুর।'

প্রভু। দেখ—

পারিষদবর্গ। দেখ দেখ—

প্রভু। আমি প্রভুরাও—

পারিষদবর্গ। [নির্জীবভাবে] ইনি প্রভু-রাও—

প্রভু। সিরোহীর রাজা—

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—

প্রভু। এই যথেষ্ট।

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] আবার চাও কি?

প্রভু। তবে লোকে বলে কেন?

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] ঠিক্।

প্রভু। বলে কেন যে "আমি কে? না রায়-মলের জামাই"।—বলে কেন?

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] বলে কেন?

প্রভু। বরং বলা উচিত যে, "রায়মল কে? না প্রভুরাওর শ্বশুর।"

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] প্রভুরাওর শ্বশুর।

প্রভু।—দেখ সব পারিষদবর্গ! তোমরা সব বেজায় কুড়ে হয়ে' যাচ্ছ! খোসামোদ কর্ম্মে তা'ও উৎসাহের সঙ্গে কর্ত্তে পারো না? না, আমি যা বল্‌ছি, কুড়ের মত শুধু তাই 'ইতি' করে' যাচ্ছ।—ইতে আরাম হয় না।

পারিষদবর্গ। ঠিক্! ইতে আরাম হয় না!

প্রভু। দেখ, আমি এবার যে বিবাহ করেছি সে একেবারে চূড়োন্ত বাবা।

পারিষদবর্গ। [কতকটা উৎসাহের সহিত] চূড়োন্ত বাবা, একেবারে চূড়োন্ত!

প্রভু। সুন্দরী—একেবারে সাক্ষাৎ উর্ব্বশী, কেবল নাচে না, এই যা!—

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—এই যা। নাচে না এই যা—

প্রভু। আবার আমি বল্‌ছি যে ফের যদি ঐ রকম 'ইতি' করে', সেরে দেবার চেষ্টায় থাক, তা' হলে' পোষাবে না!—মনে রেখো!

পারিষদবর্গ। [উৎসাহে] মনে রেখো।—পোষাবে না। মনে রেখো।

প্রভু।—মেয়েটা একেবারে সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী—সাক্ষাৎ!—

পারিষদবর্গ—কেহ বলিল "সাক্ষাৎ" কেহ চুমকুড়ি দিল, কেহ বা অঙ্গভঙ্গী করিল

প্রভু। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখলাম—কিন্তু আমার যমুনা একেবারে—

পারিষদবর্গ অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দ্বারা উৎকর্ষ প্রকাশ করিল

প্রভু। দেখ্‌তে—কি রকম জানো?—যেন—যেন—না দেখ্‌লে ঠিক্ বোঝা যায় না।

পারিষদবর্গ। তা ঠিক্! না দেখ্‌লে বোঝা যায় না।

প্রভু। দেখ্‌বে। আচ্ছা তোমাদের দেখাচ্ছি।—এই প্রহরী!

পারিষদবর্গ। প্রহরী! প্রহরী!

প্রহরীদ্বয়। [প্রবেশ করিয়া] মহারাজ!

প্রভু। এক্ষণেই আমার রাণীকে এখানে নিয়ে আয়।—হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে!—যা!—

১ পারিষদ। [মহা উৎসাহে] যা না বেটা!

প্রহরী। এখেনে মহারাজ?

প্রভু। এখেনে বৈ কি! নইলে কি সেখেনে!

২ পারিষদ। [তদ্রূপ]—নইলে কি সেখেনে? হুঃ—

প্রভু। বল্ রাজার হুকুম!

৩ পারিষদ। [তদ্রূপ] হাঁ হুকুম!

[প্রহরীদ্বয়ের সবিস্ময়ে প্রস্থান।

প্রভু। মেয়েটা কিন্তু আমার ভারি বাধ্য।

পারিষদবর্গ। বেজায়!

প্রভু। যেন—[অনেক ভাবিয়া] একেবারে যেন কুকুর!—

পারিষদবর্গ। হাঁ ঠিক্ যেন কুকুর!

প্রভু। আবার! দেখ, এ রকম ক'রে পোষাবে না বলছি। পোষাবে না।

পারিষদবর্গ। না না না। পোষাবে না!—বল্‌ছি—

বৃদ্ধা দাসীর সহিত যমুনার প্রবেশ

প্রভু। যমুনা এসেছো?

যমুনা। আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

বৃদ্ধা। ওমা! সত্যিই ত! আমাদের এখেনে নিয়ে এলি কেন? বলি, ও দারোগা—বলি—ও—

প্রভু। তুই বুড়ী যা!

১ পারিষদ। হাঁ তুমি যাও বুড্ঢে—

বৃদ্ধা। কেন? আমি যাবো কেন?

২ পারিষদ। এ সভায় তুমি কোন কাজে লাগ্‌বে না বুড্ঢে।

৩ পারিষদ। হাঁ বুড্ঢে। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকাল হ্যুপস্থিত বটে। কিন্তু সর্ব্বত্রৈব এ রকম বিচারে তু চলবে না ত বাবা!

প্রভু। মুখের ঘোমটা খোল ত সোনার চাঁদ!—[স্বহস্তে যমুনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন] বলি, দেখ্‌ছো চেহারা খানা?—যমুনা!—প্রাণেশ্বরি! একবার আমার পাশে দাঁড়াও ত সোনার চাঁদ! একবার এরা সব দেখুক যে কি রকম মানায়।

বৃদ্ধা। এরা কারা?

প্রভু। এরা যারাই হোক, তোর কি? বেরো এখেন থেকে।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] বেরো বেটী।

যমুনা। আমাকে এখেন থেকে নিয়ে চল!

বৃদ্ধা। সত্যিই ত! এখেনে নিয়ে এলি কেন? বলি ও—পোড়ারমুখো—[প্রহরীকে ধাক্কা দিল]

প্রহরী। আঃ ধাক্কা দাও কেন?

প্রভু। যমুনা! একবার আমার পাশে একবার দাঁড়াও না।—তা নৈলে যেতে দেবো না।

বৃদ্ধা। আচ্ছা একবার বাঁয়ে দাঁড়া বাছা! নৈলে ত ছাড়বে না!

যমুনা বৃদ্ধার বাক্যবৎ প্রভুরাওর বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন

প্রভু। [পারিষদবর্গকে] কেমন মানিয়েছে বল না!

পারিষদবর্গ। বাহবা কি মানিয়েছে—

গীত

(আহা কিবা মানিয়েছে রে—ওহো কিবা মানিয়েছে।)

১

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
যেন কৃষ্ণের পাশে বলরাম;
(ব্রজের কুঞ্জবনে)
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি;
আর টপ্পার সুরে হরিনাম।
(বাহবা রে বাহবা)

২

যেন কপির সঙ্গে মটর সুঁটী
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম;
(বৈশাখ চৈত্র মাসে)
যেন মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা,
আর মদের সঙ্গে হরিনাম
(বাহবা রে বাহবা)

৩

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম;
(ও সেই দ্বাপরযুগে)
যেন বিয়ের সঙ্গে রসন চৌকি,
আর মরণকালে হরিনাম।
(বাহবা রে বাহবা)

[গাইতে গাইতে নিষ্ক্রান্ত।

[সর্ব্বাগ্রে প্রভুরাও, যমুনা ও বৃদ্ধা; তৎপশ্চাতে পারিষদ্‌বর্গ গাইতে গাইতে নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরগৃহ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি।
শয্যায় শয়ান—রাণা। পার্শ্বে বসিয়া—সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল

রায়। কত রাত্রি সঙ্গ?

সঙ্গ। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

রায়। তবু তিনজনে ব'সে আছ!—এত রাত্রি!
ঘুমাওগে; যাও পৃথ্বী, যাও জয়মল,
ঘুমাও গে, কত আর র'বে রাত্রি জাগি।'
তোমরা সবাই সম পিতৃভক্ত,—জানি।
সঙ্গ ব'সে থাক; যবে অতি ক্লান্ত তুমি,
পাঠায়ো, পৃথ্বীরে, কিম্বা জয়মলে।—
ও কি!
তবু বসে'?

পৃথ্বী। পিতৃদেব। শ্রান্ত নহি আমি।

জয়। জীর্ণ রুগ্ন শয্যাগত পিতৃদেবে ছাড়ি'
আসে কি নয়নে নিদ্রা?

রায়। ধন্য পিতৃভক্তি!
শয়তান বলিত যে "বিশ্বে দয়া মায়া—
কিছু নাই। সব ধূর্ত্ত—নিজ কার্য্যে ফিরে।"
বুঝিয়াছি শয়তান মিথ্যা বলেছিল।
জয়মল—জল, [জলপান] বাড়ে শীত!
বাড়ে শীত!

এঁকি জ্বর! ডাক বৈদ্যে সংগ!—না না থাক।
কাজ নাই ঔষধে। ঔষধে—কাজ নাই।—
ঔষধে সারায় ব্যাধি? খাব না ঔষধ!
খাব না ঔষধ! এ কি দাহ! একি জ্বালা!
পৃথ্বী—জল;—সংগ! না না থাক—না না থাক
—চক্ষে নিদ্রা আসে। অবসন্ন হয় দেহ!
এ কি মৃত্যু!—এত স্নিগ্ধ! এত সুমধুর!
এ যে বিষাদের মত আলিংগন করে।
এই তপ্ত দেহ।—ঘুম আসে। [নিদ্রা]
পৃথ্বী। [বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া] জয়মল!
মহানিদ্রাগত বুঝি পিতা। দেখ দেখি!
সংগ। ডাকিব কি বৈদ্যে?
জয়। না না কাজ নাই। আমি
জানি কিছু নাড়ী বিদ্যা।
সংগ। দেখ দেখি নাড়ী।
জয়। [নাড়ী দেখিয়া] সত্য, পৃথ্বী, নাড়ী নাই।
পৃথ্বী। বলিয়াছ ঠিক!
জয়। এ যে অংগ শিলাসম—হিম;—মৃত্যু বটে।
সংগ। নিঃশ্বাস বহিছে?
জয়। কোথা নিঃশ্বাস বহিছে?
সব স্তব্ধ।
পৃথ্বী। কি করিবে?
জয়। বুঝিব কি তবে।
রাণা সংগ?
পৃথ্বী। সেই রাণা যার তরবারি
সমধিক শক্তি ধরে। হোক সপ্রমাণ—
তাহা এইক্ষণে।—সংগ! লও তরবারি।
সংগ। পৃথ্বী! ক্ষিপ্ত হইয়াছ?
পৃথ্বী —লও তরবারি
—হোক স্থির এক্ষণে, কে মেবারের রাণা।
সংগ। আমি রাজ্য চাহিনাক।
পৃথ্বী। রাজ্য চাহোনাক!
শুনিতে চাহি না স্তোকবাক্য।—মিথ্যা কথা!
রাজ্য চাহোনাক বটে?—লও তরবারি।
সংগ। পৃথ্বী। সত্য বলিতেছি, রাজ্য চাহিনাক।
তুমি ভোগ কর রাজ্য, কিম্বা জয়মল।
পৃথ্বী। মনে নাই চারণীর ভবিষ্যৎ বাণী?—
"সংগ মেবারের রাণা!"—আমি বলিয়াছি
"রাজা হবে পৃথ্বীরাও"।—পরীক্ষা করিব
দৈববাণী বড় কিম্বা বাহুবল বড়।
—লও তরবারি! আজি হবে এই ভূমি
তব রক্তে কিম্বা মম রক্তে বিরঞ্জিত।
সংগ। কি? পিতার মৃতদেহ উপরে করিব
যুদ্ধ ভূমিখণ্ড জন্য?—ক্ষান্ত হও ভাই!
চাহিনাক রাজ্য। পৃথ্বী! এ রাজ্য তোমার!
—করি এ শপথ, আমি রাজ্য চাহিনাক।
পৃথ্বী। শুনিতে চাহি না কথা; খোল তরবারি।

পৃথ্বী তরবারি লইয়া সংগকে আক্রমণ করিলেন, সংগ তরবারি খুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন

সংগ। ক্ষান্ত হও পৃথ্বী।—আমি করি অনুরোধ।
পৃথ্বী। হা ভীরু! মরিতে এত ভয়! এত ভয়!
সবারই ত একদিন আছে।—এত ভয়!
যুদ্ধ কর—রক্ষা নাই। [পুনরাক্রমণ]
সংগ। [চক্ষে আহত] ক্ষান্ত হও, আমি
বিষম আহত!
পৃথ্বী যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর;
ছাড়িব না জীবিত তোমারে।

উভয়ের যুদ্ধ

সূর্য্যমলের প্রবেশ

সূর্য্য। একি! একি!
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব স্বর্গপিতৃশয়নমন্দিরে!!!
ক্ষান্ত হও পৃথ্বী! [উভয়ে ক্ষান্ত হইলেন]
পৃথ্বী। ওকি—উঠিয়া বসেছে
শব।
রায়। শব নহি। এখনও মরি নাই।
এরি মধ্যে শৃগাল কি শকুনির মত
শব নিয়ে, কাড়াকাড়ি?—পিতৃভক্তি বটে!
এ কি দুঃস্বপ্ন না সত্য! পৃথ্বী! জয়মল!
সংগ!—একি! এত শীঘ্র? মুহূর্ত্ত বিলম্ব
সহিল না জনকের করিতে সৎকার?
সামান্য দরিদ্র হীন মূর্খ কৃষকের
এর চেয়ে শীলতার জ্ঞান আছে।—ধিক!
[দীর্ঘশ্বাস সহ]—পিতা সব মূর্খ।
সমস্ত জীবন ধরি'
অনশনে অনিদ্রায়, সদা লালায়িত
সন্তানের সুখ হেতু,—চেয়েও দেখে না
সন্তান পিতার প্রতি, দুঃখে কি বিপদে;
করে ব্যয় সুখে, যাহা দীর্ঘ অনশনে

অনিদ্রায়, করে পিতা সঞ্চয়!—হা ধিক!
জয়মল! পৃথ্বী! সঙ্গ' একি—
জয়। করি নাই
দ্বন্দ্ব আমি, পিতা।
রায়। সত্য কথা! সত্য কথা!
তুমি দ্বন্দ্ব কর নাই। কিন্তু পৃথ্বী!—তুমি!
পৃথ্বী। অপরাধ করিয়াছি, পিতা ক্ষমা কর!
রায়। অপরাধ করিয়াছ শুদ্ধ?—গুরুতর
অপরাধ; বুঝ নাই, কত গুরুতর।
পৃথ্বী। বুঝিয়াছি। পিতা, ধরি চরণে তোমার।
—চাহি এ মার্জ্জনাভিক্ষা অনুতপ্ত আমি।
রায়। এইরূপ চিরদিন ব্যবহার তব।
সেদিন উঠায়েছিলে অসি, শুনিয়াছি,
জয়মল বিপক্ষে। প্রাসাদে করিয়াছি
দস্যুর গহ্বর; তব রূঢ় আচরণে।
নির্ব্বাসিত করিলাম তোমারে এক্ষণে
মেবারের রাজ্য হ'তে।—যথা ইচ্ছা যাও।
কর রাজ্য সংস্থাপিত নিজ অসিবলে।
চলে যাও রাজ্য ছাড়ি।
সূর্য্য। শুন মহারাজ!—
রায়। স্তব্ধ হও সূর্য্যমল! অনম্য কঠিন—
নিয়তির মত, জানো, আদেশ আমার
চিরদিন। পৃথ্বী এ মুহূর্ত্তে দূর হও।
[পৃথ্বীর অবনতশিরে প্রস্থান।
সূর্য্য। সঙ্গ! জানিতাম তুমি
ধীর, স্থির, শান্ত। শেষে উন্মত্ত তুমিও?
রায়। স্তব্ধ হও সূর্য্য। সঙ্গ বুঝাউক্ আজি
তা'র নিজ ব্যবহার।—নিস্তব্ধ তথাপি?
কিছু কহিবার নাই?
সঙ্গ। পিতা কিছু নাই
বক্তব্য আমার।
সূর্য্য। [সাশ্চর্য্যে] সঙ্গ।
রায়। সঙ্গ! বুঝিয়াছি!
এতদিন যে আদরে করেছি পোষণ,
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়াছি; অথবা অধম
তার চেয়ে,—পুষিয়াছি সর্পে দুগ্ধ দিয়া,
আপনার বক্ষে।—ইহা উত্তম। উত্তম!
দুই পুত্র রুগ্নপিতৃশয্যাপার্শ্বে বসি'
অপেক্ষা করিতেছিল তাহার মৃত্যুর।
করি' তারে মৃত অনুমান, এ কিরীট
লইয়া করিতেছিলে বিগ্রহ বিবাদ,
রুগ্নপিতৃকক্ষে।—এই প্রতিদান বটে!
ভাবিয়াছ যদি এ আমার ভালবাসা
দিবে প্রক্ষালিয়া সর্ব্ব কালিমা তোমার;
দিবে ঢাকি' সর্ব্বক্ষত; করিতে মার্জ্জনা
সর্ব্ব অপরাধ;—তবে বুঝিয়াছ ভ্রম।
ভালবাসা বর্ষে স্নিগ্ধ জলধারা বটে!
তাহাই আবার কিন্তু উদ্গারে বিদ্যুৎ!
শোন সঙ্গ—তুমি এই রাজ্য নাহি পাবে।
রাজা হবে জয়মল। সূর্য্য!—এ সংবাদ
প্রচার করিয়া দাও রাজ্যের ভিতর।

পুনরায় শয়ন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার অন্তঃপুর। কাল—আগতপ্রায় মধ্যাহ্ন।
অর্দ্ধশয়ান—রাণা। সম্মুখে সূর্য্যমল

রায়মল। পাও নাই সন্ধান সঙ্গের?
সূর্য্য। পাই নাই—
এক্ষণে আমার হস্তে দিল ভৃত্য আনি'
পত্র এক। লিখিয়াছে সঙ্গ মহারাজে।
রায়। দেখি পত্র [পাঠ] পড় মন্ত্রী!—পড়িতে
না পারি,
ক্ষীণদৃষ্টি আমি।
সূর্য্য। যথা আজ্ঞা, মহারাজ। [পত্র পাঠ]
লিখিয়াছে সঙ্গ—পিতা প্রণাম চরণে
কোটি কোটি। জানি মহারাজের বিশ্বাস—
"আমি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী—আমি রাজ্যের কারণে
করিয়াছিলাম যুদ্ধ সেই রাত্রিকালে
রুগ্নজীবন্মৃত পিতৃশয়নমন্দিরে।"
"করিতেছি বিদ্রোহমন্ত্রণা, সৈন্যদলে
উৎকোচ দিতেছি;" কহিয়াছে জয়মল।
চলিলাম রাজ্য ছাড়ি।—"রাজ্য চাহিনাক"
কহিয়াছি বহুবার—পিতার বিশ্বাস
হয় নাই সেই বাক্যে; অদ্য, আশা করি—
হইবে বিশ্বাস।—পূজ্য পিতৃব্য! যদ্যপি
করিয়াছি অপরাধ তোমার চরণে
কভু—অদ্য ভিক্ষা চাহি—করিও মার্জ্জনা।
—ভাই জয়মল! আজ হ'ল দূরীভূত
তোমার আপদ, পথে কণ্টক তোমার।
রায়। এ উত্তম! সূর্য্য! এ উত্তম প্রতিদান!
ঈশ্বর! শত্রুর যেন পুত্র নাহি হয়!

—যাক। যাহা হইবার হইয়াছে।—যাক্
বন্ধ কর দ্বার! অত্যুত্তম!—যাও ভাই।
শ্রান্ত আমি।—কিছুক্ষণ ঘুমাইতে চাই।
। প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিদোর। কাল—প্রাহ্ণ।
শুরতান ও রাণী

শুর। রাণী! তারা কোথায়?
রাণী। গিয়াছে মৃগয়ায়
শিকারীদলের সঙ্গে।
শুর। আশ্চর্য্য বালিকা—
রাণী। বালিকা নহে সে আর। সে পূর্ণ যুবতী।
অন্বেষণ কর পাত্র।
শুর। কোথা পাত্র রাণী?
রাণী। চিরদিন উদাসীন সর্ব্ব কর্ম্মে তুমি।
শুর। "উদাসীন"?—পৃথিবীতে, বাধা বিপত্তির
মাঝখানে ঔদাসীন্য প্রকৃত সন্ধান।
রাণী। কিরূপ?
শুর। "কিরূপ"?—যদি কার্য্য নাহি কর,
ভ্রম হইবার কোন নাহি সম্ভাবনা।
কার্য্য যদি কর, ভ্রম হইতেও পারে।
রাণী। এ যুক্তি বুঝিতে নাহি পারি।
শুর। নাহি পারো?
—তবে শোন।—পৃথিবীতে চারিদিক হ'তে
প্রতিকূল, অনুকূল কিম্বা সমকূল—
শক্তিপুঞ্জ, ক্রমাগত ঘেরিয়া তোমারে,
করিতেছে সম্পেষণ সংঘর্ষণ, সদা,
পরস্পরে। তুমি তা'র মধ্যস্থলে বসি'
কেন্দ্রসম থাক যদি কোন ভয় নাই:
কেন্দ্রের বাহির যথা হইয়াছ, তথা
গিয়াছ,—ঘুরিয়া মর আবর্ত্তের সনে।
রাণী। কিরূপ?
শুর। কিরূপ জানো? দুই পত্নী যা'র
নিয়ত সপত্নীদ্বয় করিবে কলহ:
দাঁড়াইয়া দেখ যদি, নাহি কোন ভয়
যোগ দাও যদি, মহা বিপদ নিশ্চয়।
রাণী। হায় ধিক! নিরুদাম বসিয়া রহিবে
সচল বিশ্বের মাঝে জড়জীবসম?
শুর।—তদুপরী আমি করি বিশ্বাস অন্তরে—
যাহা হইবার তাহা হইবেই: কেহ
অন্যথা করিতে নাহি পারে, প্রিয়তমে।
রাণী। এ উত্তম যুক্তি!—তবে বসি' নিরুদ্বেগে
রহ কার্য্যশূন্য—
শুর। —কি না যতদূর পারো।
বৃথা শক্তি ব্যয় কেন? বরং সঞ্চয়,
কর শক্তি বসে' বসে'।
রাণী। কি হেতু সঞ্চয়
যদি ব্যয় কভু নাহি করিবে?
শুর। প্রেয়সী!
দর্শন-শাস্ত্রের তত্ত্ব তত সোজা নয়
যত সোজা ভাবো। ইহা নারীর মস্তিষ্কে
প্রবেশ করে না শীঘ্র। কিছু শিক্ষা চাই।
রাণী। জানি না দর্শনশাস্ত্র। জানিতে
চাহি না।

সশস্ত্রে পুরুষবেশিনী তারার প্রবেশ

তারা। পিতা দেখিয়াছ?
শুর। কি দেখিব?
তারা। ব্যাঘ্রশিশু।
শুর। কে আনিল ব্যাঘ্রশিশু?
তারা। সবলে ছিনিয়া—
নিবিড় গহন মধ্যে, ব্যাঘ্রের বিবর
হইতে, এনেছি তারে, আমরা শিকারী।
শুর। আনিয়াছ যদি, মহা ভ্রম করিয়াছ।
এক্ষণি আসিবে ব্যাঘ্রী তাহার সন্ধানে।
শাস্ত্রে কহে হৃতশাবা ব্যাঘ্রী ভয়ঙ্করী;
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে; ভ্রমে সন্নিহিত
প্রান্তরে, উন্মত্তবৎ। এক্ষণি আসিবে:
হয়ত বা আসিয়াছে দ্বারে এতক্ষণে।
তারা। আসে যদি কিবা ভয়: করিব সংহার
ভুজবলে।
শুর। বলা যায় অবলীলাক্রমে
সংসারে অনেক কথা: করা শক্ত তাহা।
ব্যাঘ্রীর সহিত যুদ্ধ?
তারা। ব্যাঘ্রী কি করিবে?
শুর। ব্যাঘ্রী যদিও তার ধাতুর হিসাবে
ঘ্রাণ করিবার কথা: কিন্তু সে কার্য্যতঃ
তাহার অধিক করে। জন-পরম্পরা
শুনেছিও ব্যাঘ্রজাতির সর্ব্বমাংস চেয়ে
নরমাংস-প্রিয়!
তারা। [হাসিয়া] পিতা! থাকিতে নিকটে
আমরা, তোমার ভয় নাই। দেখ এসো।

শূর। কি দেখিব? ব্যাঘ্রশিশু আকারে সম্ভব
ব্যাঘ্রের মতই; শুধু ক্ষুদ্র আয়তনে।
অনুমান করিতেছি।—আর এক কথা
তারা, তুমি নারী। এই পুরুষের বেশ,
এই পুরুষের কার্য্য শোভা নাহি পায়।
রাণী। শতবার শোভা পায়, পুরুষ যখন
ছাড়িয়াছে পুরুষের কার্য্য! নারীসম
পুরুষ যখন সর্ব্বকর্ম্মে, ব্যবহারে,—
শুধু লজ্জাহীন। আর পুরুষ যখন
নতশিরে সহে পৃষ্ঠে শত্রু-পদাঘাত।
শূর। রাণি! এই ক্রোধ এই অদ্ভুত বক্তৃতা
হইত বিস্ময়কর; তবে কি না তুমি
পড় নাই ন্যায়শাস্ত্র।
তারা। দেখিবে না তবে
ব্যাঘ্রশিশু পিতা?
রাণী। এস, মা, আমি দেখিব।

[রাণী ও তারার প্রস্থান।

শূর। অতীব বিস্ময়কর চরিত্র নারীর।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ণ।
ছদ্মবেশী সঙ্গ ও তারা

তারা। আচ্ছা, ব্যূহ ভেদ করার চেয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত।

সঙ্গ। পৃথিবীতে সব জিনিষেই তাই। তর্কে যুক্তিজাল খণ্ডন করা শক্ত নয়, কিন্তু জয়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসা শক্ত। প্রেমে ও—

তারা। না আমি প্রেমের কথা শুন্তে চাইনে। ও বাতুলের স্বপ্ন। আচ্ছা মোহিত সিং, মেঘনাদ কি সত্যসত্যই মেঘের অন্তরাল থেকে যুদ্ধ ক'র্ত্তো?

সঙ্গ। ওটা রূপক।

তারা। রাবণের দশমুণ্ডও রূপক?

সঙ্গ। রূপক বৈ কি।

তারা। তবে রাবণও রূপক?

সঙ্গ। রাবণ রূপক হ'তে যাবে কেন?

তারা। বলি হ'তেও ত পারে। রামায়ণের খানিকটা যখন রূপক ব'লে মেনে নিলাম, তখন বাকিটুকু রূপক হতে' পারে না কেন?

সঙ্গ। না তারা! ও যুক্তি ঠিক নয়। রামায়ণ সত্য। তবে তার যেটুকু মনুষ্যের বিশ্বাসের অতীত, তা হয় রূপক, না হয় কাব্যালঙ্কার বলে' ধর্ত্তে হবে।

তারা। কেন ধর্ত্তে হবে? হয় সমস্তই রাখ্‌বো, নয় সমস্তটাই ছাড়্‌বো।

সঙ্গ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, সম্বন্ধে অনেক অলীক প্রবাদ আছে; তাই বলে' কি তাঁরাই ছিলেন না বলে মানতে হবে?

তারা। [ভাবিয়া] মোহিত সিং! তুমি কত জানো। তোমার সঙ্গে খানিক কথা কৈলে কতই শিখতে পারা যায়।

সঙ্গ [নীরব]

তারা। তার উপরে এমন নম্র। তাই বাবা তোমায় এত ভালবাসেন।

সঙ্গ। কেবল তোমার বাবাই ভালবাসেন?

রাণীর প্রবেশ

রাণী। তারা' তোমার বাবা তোমাকে ডাক্‌ছেন।

[তারার প্রস্থান।

রাণী। মোহিত সিং, তুমি মেবারের রাজ-পুত্র জয়মলকে চেনো?

সঙ্গ। চিন্‌তাম।

রাণী। তিনি কি মেবাররাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী?

সঙ্গ। সেইরূপ শুনেছি।

রাণী। তিনি তারার উপযুক্ত পাত্র ব'লে বোধ হয় কি?

সঙ্গ। [চমকিয়া] কি?—না, জানি না!—হবে।

রাণী। মোহিত সিং! তারার উপযুক্ত পাত্র পাই না। শৃগালের সঙ্গে সিংহিনীকে বেঁধে দিতে পারিনে। তার যোগ্যপাত্র এক মেবারের যুবরাজ। তারা সমস্ত রাজপুতনার মধ্যে এক চিতোরেরই রাণী হ'বার যোগ্য!—কি বল?

সঙ্গ। নিঃসন্দেহ।

রাণী। চিতোরের রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র সংগ্রাম সিং ত নিরুদ্দেশ। মধ্যমপুত্র পৃথ্বীরাও নির্ব্বাসিত; সুতরাং জয়মলই তারার উপযুক্ত পাত্র।

সঙ্গ। [স্বগত] এখানেও জয়মল আমার বিবাদী?

রাণী। তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? মোহিত সিং কি ভাব্‌ছো?

সঙ্গ। আপনি যা বলছেন তাই বোধ হয় ঠিক।

রাণী। তুমি যদি তারাকে রাজী কর্ত্তে পারো; সে বিবাহ কর্ত্তে রাজী হয় না। তোমাকে শ্রদ্ধা করে, তোমার কথা শুনবে বোধ হয়।

সঙ্গ। [স্বগত] এত শ্রদ্ধা করে [প্রকাশ্যে] জয়মল বিবাহ কর্ত্তে রাজী?

রাণী। তিনি সম্পূর্ণ রাজী। তিনি তারার পাণিগ্রহণেচ্ছায় এখানে এক সপ্তাহের মধ্যে আস্‌ছেন—চমকালে যে?

সঙ্গ। না।

রাণী। আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে'ছি। তারাকে বোঝালে সে-ও রাজী হ'তে পারে।

[প্রস্থান।

সঙ্গ। শেষে জয়মল-শিরে এ রত্ন? ইহার
মূল্য কি বুঝিবে জয়মল!—কিম্বা এই
দেবীর চরিত্র যদি পাঠকের মত
পবিত্র করিতে পারে সংস্পর্শে তাহারে।
—তাই হোক্‌—আমি ত্যাগ করিব দুরাশা।
স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ছাড়ি' আমি বনবাসী,
নিঃসম্পদ,—আর তারা রাজার দুহিতা
যোগ্য হইবার রাজমহিষী!—আমায়
যদি শ্রদ্ধা করে তারা—তার স্বীয় গুণে;
আমি রহিব না বিঘ্ন তাহার সম্পদে।
হোক্‌ তারা মেবারের রাণী—আর আমি!
আসিয়াছিলাম কোন ঘটনার স্রোতে
তৃণসম ভাসি' নন্দনের উপকূলে,
কুসুমিত বল্লরীর শাখায় জড়ায়ে
ছিলাম মুহূর্ত্তকাল—ঘটনার স্রোতে
আবার ভাসিয়া যাই।—

তারার প্রবেশ

তারা। মোহিত! মোহিত!
সঙ্গ। আসিয়াছ তারা?
তারা। আসিয়াছি। এতক্ষণ
কহিতেছিলেন মাতা কি গূঢ় সংবাদ
তোমারে মোহিত?
সঙ্গ। [তারার হস্ত ধরিয়া] তারা!
তারা। কি মোহিত! একি!
সহসা গদগদস্বর!—
সঙ্গ। [হস্ত ছাড়িয়া] ক্ষমা কর। তারা
কল্য যাইতেছি আমি দূর দেশে।
তারা। সে কি? বহুদূর দেশে? কোথায়?
সঙ্গ। জানি না—
যে দিকে এ চক্ষু যায়।
তারা। কি হেতু মোহিত?
সঙ্গ। হেতু?—সুখী হও তারা! করিও না তুমি
জিজ্ঞাসা, "কি হেতু"?
তারা। এ কি প্রহেলিকা?—[সন্দেহে] বল
মাতা—হন নাই রূঢ়?
সঙ্গ। অসম্ভব।
তারা। তবে?
সঙ্গ। বলিয়াছি করিও না জিজ্ঞাসা "কি হেতু"
—যাইবার পূর্ব্বে এক নিবেদন আছে।
রাখিবে মিনতি?
তারা। অত্যুত্তম পরিহাস!
সঙ্গ। পরিহাস নহে তারা। তোমার মাতার
ইচ্ছা যে বিবাহ কর তুমি।
তারা। যাদুকর!
ও ঝুলির মধ্যে আরো কিছু আছে নাকি?
দেখিতে প্রস্তুত আছি।—বিবাহ?—
কাহাকে?
সঙ্গ। শুনিয়াছ "জয়মল" না? মেবারের
ভাবী অধিপতি?
তারা। শুনি, তাঁহারে কি হেতু?
সঙ্গ। যোগ্য হইবারে তুমি মেবারের রাণী;—
শোভে না এ সমুজ্জ্বল হীরককিরীট
নৃপতির শিরে ভিন্ন।
তারা। মানি, শ্রদ্ধা করি
জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম, আমি তোমারে মোহিত;—
মানিতে পারি না কিন্তু, বলি দিতে হবে
মেবাররাজত্বপদে জীবন আমার।
মেবাররাজত্ব ছার!—করি পদাঘাত
ইন্দ্রপুরী—কিম্বা অলকায়।—আমি তারা
বিবাহ করিব তুচ্ছ কাঞ্চনের লোভে?
সঙ্গ। দেখিয়াছ জয়মলে?
তারা। দেখিতে চাহি না,—
মোহিত! মোহিত সিংহ!—ইহা সত্য বটে
শিক্ষা করি শস্ত্রবিদ্যা তোমার নিকটে;
এ বিষয়ে উপদেশ দিবার তোমার
দিই নাই অধিকার। তারার বিবাহ
তারার অনিচ্ছা ইচ্ছা। [সগর্ব্বে প্রস্থান।

সঙ্গ। [পদচারণসহ] তারা,—যদি তুমি
জানিতে কি যুদ্ধ করিয়াছি এতক্ষণ;
আপনার সঙ্গে আমি, করিতে এক্ষণে
অপ্রিয় প্রস্তাব এই?—অথবা আমার
কি স্বত্ব তাহারে দিতে এই উপদেশ,
অযাচিত?—[ভাবিয়া] কেন পাই ব্যথা এ অন্তরে
করিয়াছি এ প্রস্তাব—অযাচিত যদি—
তারার সুখের হেতু।

তারার পুনঃপ্রবেশ

তারা। মোহিত! মোহিত!
আমারে মার্জ্জনা কর।
সঙ্গ। কেন রাজকন্যা?
তারা। হইয়াছি রূঢ় আমি!
সঙ্গ। কিবা যায় আসে?
ভর্ৎসনা করিতে ভৃত্যে আছে চিরদিন
অধিকার প্রভুর।
তারা। মার্জ্জনা কর। আমি
নারী মাত্র।—

[সলজ্জভাবে প্রস্থান।

সঙ্গ। বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি তারা,
ওই আরক্তিম গণ্ড লজ্জায়।—না তারা।
তাহা হইবার নহে। করিব না আমি
তোমারে অসুখী কভু। রহিব না আমি
আর তব চরণে জড়ায়ে! সুখী হও!
করিয়াছি "ত্যাগ" ব্রত, ভাঙ্গিব না তাহা।
যেইরূপ অনায়াসে রাজ্য ছাড়িয়াছি,
ছাড়িব এ নারীরত্ন! যায় যাক্ প্রাণ।—
আর রহিব না হেথা—বড়ই অধিক
প্রলোভন; এ হৃদয় অতীব দুর্ব্বল।
চলিলাম এইক্ষণে।—নাহিক সাহস
বিদায় লইতে। তারা! চলিলাম তবে।
উদ্দেশে তোমারে এই আশীর্ব্বাদ করি
"সুখী হও। প্রাণাধিক! বৎসে! সুখী হও।"

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সরাই। কাল—রাত্রি।
বণিক ও অতিথিদ্বয়

১ অতিথি। তবে এ রাজ্য কার?

বণিক। আপাততঃ কারুরই নয়। মীনেরা আরাবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশ হ'তে নেমে দেশে যা পায় লুঠ করে নিয়ে যায়। রাজপুতেরা এদেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

১ অতিথি। রাজপুতদের কেউ মানে না কেন?

বণিক। তা'দের একজন নেতার অভাব। সকলেই স্বস্ব প্রধান তা'দের শক্তি গুছিয়ে একত্রিত করে, এই রকম একটা লোক চাই।

১ অতিথি। রাজপুতদের সৈন্য নাই?

বণিক। থাকবে না কেন? তাঁরা নাড়োলের দুর্গে বসে' নিরুদ্বেগে নাসিকাধ্বনি সহ নিদ্রা যাচ্ছেন। তাঁদের নাকের সামনে মীনের দলপতি রাজচ্ছত্র মাথায় দিয়ে রাজত্ব কচ্ছে. অথচ তাঁরা যেন দেখ্‌তেই পাচ্ছেন না।

২ অতিথি। [সভয়ে] ও বাবা' তবে ত কালই এখান থেকে পাততাড়ি গুটতে হচ্ছে।

১ অতিথি। তা আর বলে'!

পৃথ্বীর প্রবেশ

বণিক। এ আবার কে? রাজপুত দেখ্‌ছি।

পৃথ্বী। তোমরা কারা?

১ অতিথি। আমরা আবার কারা? আমরা হচ্ছি আমরা!

পৃথ্বী। [অতিথিকে] মহাশয় এটা কি সরাই?

২ অতিথি। [অনুকৃতস্বরে] হাঁগো দাদা সরাই।

পৃথ্বী। গৃহকর্ত্তা কোথায়?

১ অতিথি। কেন?

২ অতিথি। এই ধর না আমিই গৃহকর্ত্তা।

পৃথ্বী। এ পরিহাস করবার সময় নয়। শীঘ্র বল: নহিলে—[তরবারি নিষ্কাসন]

১ অতিথি। এ—এ আবার কি প্রকার?

২ অতিথি। এ'—এর ত কোন কথা ছিল না।

বণিক। মহাশয় স্থির হ'ন। গৃহকর্ত্তা এখনি আস্‌ছেন। রাজ্য অরাজক বটে, কিন্তু এত অরাজক নয় যে, আপনি যখন ইচ্ছা যা'র তা'র মুণ্ডুটা কেটে ফেল্‌তে পারেন।

পৃথ্বী। না মশায় মাফ কর্ব্বেন।

তরবারি পিধানবদ্ধ করিলেন

বণিক। এই যে গৃহকর্ত্তা এসেছেন।

গৃহকর্ত্তার প্রবেশ

বণিক। ইনিই গৃহকর্ত্তা।

১ অতিথি। [গৃহকর্ত্তাকে] মশায়! ইনি এখনই আপনার খোঁজ কচ্ছিলেন।

গৃহকর্ত্তা। [পৃথ্বীকে] আপনি কি চান?

২ অতিথি। আপাততঃ চাচ্ছিলেন ত আমার এই মুণ্ডুটা। যেন বেওয়ারিশী মাল আর কি! ঈঃ!

পৃথ্বী। আমরা আজ এখানে থাকবো।

গৃহকর্ত্তা। তা বেশ! থাকুন না।—কয় জন?

পৃথ্বী। আমি আর পাঁচ জন।

গৃহকর্ত্তা। তা বেশ! থাকুন না। আহারের কি আয়োজন কর্ব্ব?

পৃথ্বী। আমার কাছে, কিন্তু এক কপর্দ্দকও নাই।

গৃহকর্ত্তা। তাই ত! সে ত শুভবার্ত্তা নয়। আপনার চেহারাখানি নেহাৎই মন্দ নয়। তবে শুদ্ধ এ চেহারাখানি দেখে, এ সহরে যে কেউ রসদ জোগাবে, তা ত বোধ হয় না।

পৃথ্বী। এখানে কেউ বণিক আছেন?

বণিক। কেন?

পৃথ্বী। এই হীরার আংটিটি বেচ্‌বো।

বণিক। দেখি [দেখিয়া চমকিয়া] বুঝেছি, আপনি কি—

পৃথ্বী। [সগর্ব্বে] আমি পৃথ্বী। আমি নাড়োলে বাস ক'র্ত্তে এসেছি।

বণিক। উত্তম! নাড়োল আজ সরাজক হ'ল। [গৃহকর্ত্তাকে] ইঁহাদের জন্য যথাদেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ বাসস্থানের জন্য দাও। সর্ব্বোত্তম খাদ্যের আয়োজন কর। মূল্য আমি দিব।

গৃহকর্ত্তা। [সবিস্ময়ে] তাই ত! [পৃথ্বীকে] আসুন মশায়; আপনার সঙ্গীরা কি বাইরে!

পৃথ্বী। আজ্ঞা।

গৃহকর্ত্তা। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

বণিক। ইনি মেবারের রাজপুত্র পৃথ্বী-রাও।

২ অতিথি। [সচকিতে] বলেন কি? ইনি!!!

১ অতিথি। তাই অত রুক্ষ মেজাজ, না?

বণিক। এঁ'র মত বীর অদ্যাবধি রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি একবার একা শতাধিক যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে' জয়ী হয়েছিলেন।

১ অতিথি। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] বটে!!!

২ অতিথি। আগে বল্‌তে হয়। চল চল দেখি। লোকটাকে ভালো করে দেখে নেওয়া যাক্‌। ভালো করে দেখা হয়নি!

১ অতিথি। চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বণিক। এঁ'র দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হবে। নাড়োল আবার রাজপুতের হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ণ।
বৃক্ষতলে অশ্বাবরূঢ় জয়মল ও বৃক্ষকাণ্ডে ন্যস্তদেহা তারা

তারা। শুনিয়াছি যুবরাজ! সেই এক কথা—
—'ভালোবাসি' 'ভালোবাসি'—একশতবার
শুনিয়াছি। পচিয়া গিয়াছে সেই বাণী;
ঘৃণা জন্মিয়াছে। আর শুনিতে চাহি না।

জয়। শুনিতে হইবে! তারা! আমি ভালোবাসি।

তারা। ভালোবাসো নাহি বাসো, কার্ যায় আসে?

জয়। কার যায় আসে! তারা! সত্য কি এ কথা?
সত্য কি, কিছুই যায় আসে না তোমার,
আমি ভালোবাসি কি না বাসি?

তারা। সত্যকথা।
অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে?
শতবার বলিয়াছি, কহি পুনর্ব্বার,
একশত-একবার—তুমি ভালোবাসো
কিম্বা নাহি বাসো, কিছু নাহি যায় আসে
তারার। শুনেছ? যাও।

জয়। হা কঠিন নারী?
তোমারে রমণী করে' কে গড়িয়াছিল?

তারা। বিধাতার ভ্রম!

জয়। ভালোবাসো না আপনি,
বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু ভালোবাসা

বুঝিতেও পার নাকি? জান না কি, তারা
ভালোবাসা কারে কহে?

তারা। ভালোবাসা!—কই
কেহ শিখায় নি মোরে! শিখিয়াছি বটে
শাস্ত্র-কথা, অস্ত্রচর্চ্চা গণিত, বিজ্ঞান।
ভালোবাসা শিখি নাই। ভালোবাসা বুঝি
ধনীর সম্ভোগ। তাহা গৃহপ্রতাড়িত
পরমুখপ্রেক্ষী দীন হীন দরিদ্রের
দুহিতা তারারে নাহি সাজে।—বাঁধিয়াছি,
প্রাণের সমস্ত বাঞ্ছা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—
"যতদিন নাহি উদ্ধারিব মাতৃভূমি,
অপর চিন্তারে স্থান দিব না অন্তরে।"

জয়। কিরূপে উদ্ধার হবে তব মাতৃভূমি?

তারা। নাহি জানি যুবরাজ। তথাপি সতত
সেই এক চিন্তা জাগে মনে। আমি নারী,
শিখিয়াছি শস্ত্রবিদ্যা; কিন্তু কি করিব
একাকিনী আমি? হায়! কি করিবে নারী,
যখন পুরুষজাতি নিশ্চিন্ত; যাপিছে
জীবন জঘন্য ঘৃণ্য স্বচ্ছন্দ বিলাসে।
জানি না কিরূপে, কি উপায়ে কতদিনে
হইবে কমলমীর উদ্ধার; তথাপি
করিয়াছি পণ; ধরিয়াছি এই ব্রত—
এ কৌমার-ব্রত যতদিন এ সাধনা
সিদ্ধ নাহি হয়।

জয়। তাহে কি বাধা বিবাহে?

তারা। সর্ব্বে বাধা—এ বিবাহই রজ্জুসম
বাঁধে হস্তপদ সর্ব্ব উচ্চ সাধনার।
প্রেম বিলাসীর স্বপ্ন, সাধকের নহে।
জাগে না বেণুর স্বরে নিদ্রিত যে জন:
তুরীধ্বনি চাই।—ফিরে যাও যুবরাজ!
ভালোবাসিবার মোর অবসর নাই,
যতদিন মাতৃভূমি পরপদানত।

জয়। আমি যদি উদ্ধারি তোমার মাতৃভমি?

তারা। বিবাহ করিব।—ভালোবাসি নাহি
বাসি,
বিবাহ করিব। [ভাবিয়া] সত্য; বিবাহ
করিব।
দিব এ যৌবন রূপ সতীত্ব নারীর
যাহা কিছু প্রিয়, সব বলি তবপদে:—
বিসর্জ্জন করে যথা ধর্ম্মে, ক্ষুধাতুর,
খাদ্য চুরি করি; ভাসাইয়া দেয় যথা
মাতা প্রাণাধিকপ্রিয় কন্যা গঙ্গাজলে।

জয়। উত্তম! শিখিবে ভালোবাসিতে আমারে
বিবাহ করিলে মোরে?

তারা। —জানি না; তথাপি।
দিব এ যৌবন-রূপ করিয়া বিক্রয়।
তোমার চরণে, তাহা সম্পত্তি তোমার।

জয়। তাহাই হইবে।

তারা। তবে যাও।—যতদিন
এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ নাহি কর যুবরাজ!
আসিও না ততদিন সমক্ষে আমার।
আস যদি অনিষ্ট ঘটিবে। বুঝিয়াছ?

জয়। বুঝিয়াছি

তারা। যাও তবে।

[প্রস্থান।

জয়। হায় তারা, যত
প্রত্যাখ্যান কর তুমি, তত লিপ্সা বাড়ে
নিরুদ্ধ স্রোতের মত। দেখিয়াছি আমি
শতাধিক নারী; বশীভূত করিয়াছি
বাক্যে, অর্থবলে। কিন্তু এ হেন রমণী
দেখি নাই কভু!—সমধিক অগ্রসর
হইলে জ্বলিয়া উঠে বিদ্যুতের মত,
চকিত নয়ন; ওষ্ঠ বিকম্পিত হয়
ক্রোধে; ভয়ে পিছাইয়া যাই। কিন্তু তা'র
প্রত্যেক বচন, ভঙ্গী, কটাক্ষ—লিপ্সার
ইন্ধন যোগায়।—এ কি আশ্চর্য্য রমণী।
আকর্ষণ করে সমধিক সেইক্ষণে,
যবে সমধিক দেয় দূরে খেদাইয়া!

[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—তমসার অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি।
সারঙ্গ ও তমসা

তমসা। বুঝেছ?

সারঙ্গ। বুঝেছি।

তমসা। মালবের নবাব যোগ দেবেন স্বীকার হয়েছেন। তুমি মালবকে বল্‌বে যে, তিনি এসে যদি আমার স্বামীকে একবার বোঝান, তাহলে আরো ভাল হয়।

সারঙ্গ। কিন্তু সূর্য্যমলকে বোঝান এক প্রকার অসম্ভব, তাঁর দৃঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রভুভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ—

তমসা। তাঁর চরিত্র তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত স্নেহশীল বটে; কিন্তু তিনি জলের মত তরল।

কখন এদিকে, কখন ওদিকে গড়ান।

সারঙ্গ। তবে তিনি সম্মত হ'লেও বিশ্বাস কি?

তমসা। তা'র জন্য ভাবনা নাই। তিনি যদি একবার প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তিনি প্রাণ দিয়েও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ব্বেন তা জানি। তবু প্রতিজ্ঞাপত্র দেহের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে বলো। কি জানি যেখানে সত্যপ্রিয়তার বিপক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেখানে সত্যভঙ্গ নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সারঙ্গ। উত্তম!—কিন্তু জয়াশা নিতান্তই অল্প। তবে রাজা বৃদ্ধ, আর সৈন্য সূর্য্যমলের হস্তে এই ভরসা। নহিলে—

তমসা। কোন ভয় নাই। কিন্তু এ সুযোগ অতীত হ'লে আর আস্‌বে না।—বুঝেছো?

সারঙ্গ। বুঝেছি।

তমসা। সব কথা মনে থাক্‌বে?

সারঙ্গ। তা থাক্‌বে।

তমসা। আচ্ছা তবে যেতে পারো। জেনো সারঙ্গ, মনে রেখো, [সারঙ্গের স্কন্ধে হাত দিয়া সস্নেহে] তোমার জন্যই এত কর্চ্ছি।

সারঙ্গ। [অধোবদনে] আপনি আমার জন্য এত কর্চ্ছেন কেন?

তমসা। কর্চ্ছি কেন? তোমার জন্য কর্ব্ব না, সারঙ্গ!—ত আর কার জন্য কর্ব্ব?—সারঙ্গ! সারঙ্গ! জানিস্‌নে, তুই আমার কে? না এখনো না। কাজ সিদ্ধ হ'লে বল্‌ব। তোকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তবে বল্‌ব।—সে কথা বড় প্রাণের বড় গভীর বড় গোপনীয়।—এখন যাও। [বেগে প্রস্থান।

সারঙ্গ। অদ্ভুত! ইনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী—তা জানি। কিন্তু কেন? আর এতদূর! মাঝে মাঝে ঘোর সন্দেহ হয়।—এতদূর!

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—তারার শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি।
একাকী জয়মল

জয়মল। আসিয়াছি নিশীথে প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশে
তারার শয়নাগারে। জানি না তথাপি
তারার সম্মতি। একি অন্ধ দুঃসাহস!
তবে কি আশায় আসিয়াছি সংগোপনে
তাহার নিভৃতকক্ষে, নাহি পূর্ণ করি',
প্রতিজ্ঞা আমার? তোড়া করিব উদ্ধার
কিরূপে? কোথায় সৈন্য? অনুরুদ্ধ পিতা
লিখিলেন স্পষ্টাক্ষরে "অন্যে কি করিবে
যা'র কার্য্য সে যদি ঘুমায় নিরুদ্বেগে?"
তারারে দেখাইলাম সেই রূঢ় লিপি;—
"অত্যুত্তম! যাও তবে; আসিও না আর!"
কহিল সগর্ব্বে তারা!—কি কহিবে তারা
আমারে দেখিবে যবে?—ফিরাইবে মুখ
করিবে ভর্ৎসনা? দূরে খেদাইয়া দিবে?
তাহাই সম্ভব!—অতি দৃঢ় স্পষ্টভাষে
কহিয়াছে সে, ভালোবাসে না আমায়।—
না না, ভালোবাসে তারা! কে জানে? কে বুঝে
নারীর হৃদয়? নিত্য বিরোধ তাহার
কার্য্যে ও বচনে; ভালোবাসে না বলিলে
বুঝিতে হইবে ভালোবাসে। হায় নারী!
তোমার জীবন এক কি প্রকাণ্ড ছল!
কি মধুর মিথ্যাবাদ!—বাহু প্রসারিয়া,
আহ্বান করিয়া, পরে দূরে সরে' যাও
মায়া মরীচিকাসম।—যা হবার হবে।
যখন হয়েছি অগ্রসর এতদূর,
যাইব না—না দেখিয়া শেষ! ভালোবাসে
নাহি বাসে, ছাড়িব না তার আশা। ছলে,
বলে, কি কৌশলে, বশ করিব তাহারে।
—থাকি লুক্কায়িত এই দ্বার-অন্তরালে:
ওই আসে তারা, কথা কহিতে কহিতে
তাহার দাসীর সঙ্গে।—এখন লুকাই।

লুক্কায়িত

তারা ও পরিচারিকার প্রবেশ

তারা। মাতার আদেশ! রামা! কহিও মাতারে,
বিবাহ করিবে তারা জয়মলে; যদি
তাঁহার আদেশ ইহা। কহিও তথাপি,
ভালো নাহি বাসি জয়মলে। কহিয়াছি
স্পষ্টাক্ষরে তারে।

পরিচারিকা। ভালোবাসিতে শিখিবে।

তারা। কখন না। তার ক্ষুদ্র ভয়সঙ্কুচিত,
খল, নীচ চিত্ত ভালোবাসিতে শিখিবে?
তার চেয়ে শীঘ্র ভালোবাসিতে শিখিব
পথের কুক্কুরে কিংবা বনের শৃগালে।

পরিচারিকা। রাজপুত্র তিনি—
তারা। তবু ঘৃণা করি তারে।
পরিচারিকা। তিনি ভাবী রাজা মেবারের—
তারা। মন্দগ্রহ
অতি মেবারের।—তবু ঘৃণা করি তারে—
পরিচারিকা। এই স্থির?
তারা। এই স্থির। যাও জননীরে
কহিও এ কথা।—কর স্তিমিত প্রদীপ।
—উত্তম এখন যাও।
[কথাবৎ কার্য্য করিয়া পরিচারিকার প্রস্থান।
তারা। [দ্বার রুদ্ধ করিয়া গবাক্ষের নিকট গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া] গভীর রজনী!
ক্লান্তদেহ পরিশ্রান্ত। বহিছে বাতাস
প্রবল বৈশাখী। স্তব্ধ ধরণী। অদূরে
বনগ্রাম মগ্ন অন্ধকারে। নীলাকাশে
মেঘখণ্ড নাই; শুদ্ধ জ্বলিছে প্রদীপ্ত
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ যৌবন-উদ্যমে
—ঘুমাই। [শয়ন] না। ঘুম নাহি আসে।—চিত্তে ভাবি
পিতার নিগ্রহ, নিত্য মাতার আক্ষেপ।
কেন মাতা তিরস্কার করেন পিতারে
বারংবার?—বুঝেন না তিনি এ লাঞ্ছনা
বাজে কত পিতৃবক্ষে। চক্ষে ঘুম আসে।
[নিদ্রিত]
জয়। ঘুমায়েছে তারা। এতক্ষণ সঙ্গোপনে
শুনিয়াছি আত্মনিন্দা। সত্য যদি তাহা,
তিক্ত তবু। প্রতিশোধ লইব ইহার!
দ্বার-রুদ্ধ কি না দেখি।
[দ্বার পরীক্ষা করিয়া]
দ্বার রুদ্ধ বটে। [নিকটে যাইয়া পর্য্যবেক্ষণ]
[দন্তঘর্ষণ সহ] এখন!—সুন্দরী বটে!
নিখুত সুন্দরী!
কিবা চক্ষু! কি ভ্রূ! আহা! কেশগুচ্ছ কিবা
ন্যস্ত উপাধানে! কিবা বর্ণ! কিবা দেহ,—
আয়ত বলিষ্ঠ দৃঢ় অথচ কোমল।
এক হস্ত ন্যস্ত গণ্ডতলে এক হস্ত
বিলম্বিত শূন্যে। কিবা স্ফুরিত অধর—
সুরস রক্তিম যেন মাগিছে চুম্বন,
নিষ্ফল লজ্জায় প'রে উঠেছে রাঙিয়া:
উঠে নামে বক্ষঃস্থল—আলিঙ্গন মাগি'
যেন অগ্রসর, পরে যাইছে ফিরিয়া
দীর্ঘশ্বাসী' হতাশ্বাসে।
তারা। [চমকিয়া উঠিয়া] কে তুমি?
জয়। [সচকিতে] প্রেয়সী
আমি জয়মল দাস শ্রীচরণে।
তারা। [দাঁড়াইয়া] তুমি'
এখানে নিশীথে!
জয়। প্রিয়ে!—
তারা। [দৃঢ়স্বরে] বুঝিয়াছি। যাও
জয়। যাইব না হইয়া নিষ্ফল মনোরথ:—
অরা! [অগ্রসর হইয়া]
তারা। নীচ! ভীরু! কাপুরুষ! লজ্জা নাই?
পশিয়াছ কুমারীর শয়ন-মন্দিরে,
নিশীথে চোরের মত? শ্লীলতাও নাই?
জয়। হারায়েছি জ্ঞান তারা! [পদতলে পতিত।
তারা। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] হারাইবে প্রাণ, যদি
দীর্ঘ কর তব ঘৃণ্য উপস্থিতি।
জয়। [উঠিয়া] কি করিবে তারা? রুদ্ধ
করিয়াছি দ্বার।
তারা। রুদ্ধ করিয়াছ দ্বার? ভাবিয়াছ তাই
নিরাপদ তুমি? বটে! অতি স্পর্দ্ধী তুমি।
একা তারা—যুবরাজ!—শত জয়মলে
চরণে দলিতে পারে পিপীলিকা সম।
—মূঢ়! যাও চলি', যদি প্রাণে মায়া থাকে।
জয়। পূর্ণকাম হ'য়ে যাব।
[কোমল স্বরে] এবার রূপসী
ফাঁকি দিতে পারিবে না আমারে!
[হস্তধারণ]
তারা। [হাত ছাড়াইয়া শয্যার নিম্ন হইতে তরবারি লইয়া] অধম!
এতদূর স্পর্দ্ধা! স্পর্শ কর!—এতদূর
সাহস?—ক্ষত্রিয় তুমি? বাপ্পার সন্ততি।
বলিতেছি দূর হও, নতুবা মরিবে।
জয়। [ত্রাস্তভাবে পলায়নোন্মুখ হইয়া]
শান্ত হও নারী! তব কৃপাণের চেয়ে
ভয়ঙ্কর তব ওই স্ফুলিঙ্গ নয়নে।
শান্ত হও। এ মুহূর্ত্তে যাইতেছি আমি।
দ্বারমুক্ত করিলেন

আলোক ও পিস্তলহস্তে শূরতানের প্রবেশ

শূর। এ ঘোর নিশীথে, কে ও আমার কন্যার
শয়ন-মন্দিরে?

তারা। মেবারের রাজপুত্র
জয়মল।
জয়। পথ ছাড় যাইতেছি চলি'।
শুর। যাইবে? কন্যার কক্ষ কলুষিত করি'
কোথায় যাইবে? আমি দরিদ্র পতিত
সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পদাহত; তবু আমি
রাজা, তারা রাজকন্যা; তারে সাধ্য কার
করে অপমান?—হোক্ মেবারের রাজপুত্র—
তারে কলঙ্কিত করি' যাইবে না ফিরে
সজীব স্বগৃহে।
জয়। [কম্পিত স্বরে] ক্ষমা কর।
শুর। শিখি নাই
ক্ষমা।
তারা। ছেড়ে দাও পিতা পলায়নোন্মুখ
ভয়ার্ত্ত নিরস্ত্র জনে। ক্ষাত্র-প্রথা নহে
ইহা।
শুর। ঘৃণ্য চোর সম যে প্রবেশ করে
পরগৃহে রাত্রিকালে, সে ক্ষত্রিয় নহে।
তার সংগে পালনীয় নহে ক্ষাত্রপ্রথা।
সে তস্কর মাত্র। তস্করের দণ্ড দিব।
—জয়মল দাঁড়াও সম্মুখে।
জয়। [জানু পাতিয়া] ক্ষমা কর।
আর আসিব না।
শুর। চোর। দাঁড়াও সম্মুখে।
গুলি করিলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রভাত।
রাণা ও সূর্য্যমল

রায়মল। মরিয়াছে জয়মল। ভ্রাতা পূর্ব্বে আমি
শুনিয়াছি সেই বার্ত্তা।
সূর্য্য। কহ নাই কভু
সে কথা আমারে?
রায়। কহি নাই কি কহিব?
কহিবার নহে সে কলঙ্ক কাহিনী।
শুনিলাম যবে তাহা—অমনি, লজ্জায়
রক্তিম, আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল:
মেবারের রাজবংশে অমনি কে যেন
কালিমা ঢালিয়া দিল।—এত কাপুরুষ
বাপ্পার সন্ততি! রায়মলের কুমার!!!
—এত নীচ!!! অহো ধিক—[মুখ ঢাকিলেন]
সূর্য্য। হায় জয়মল!
রায়। কহিও না "হায় জয়মল"। লভিয়াছে
যোগ্য শাস্তি সে অধম।
সূর্য্য। কেন মহারাজ?
রায়। সে দুরাত্মা কলঙ্কিত করিবারে চাহে
কুমারীর শুভ্রশয্যা; হেঁট করে' নিজ
বংশের গৌরব; করে লাঞ্ছনা নির্ভয়ে
দুর্ভাগ্য পতিতজনে: যোগ্য দণ্ড তা'র
মৃত্যু। তা' দিয়াছে শুরতান।—দুঃখ এই
দিতে নাহি পারিলাম মৃত্যুদণ্ড তা'র
স্বহস্তে আমার।
সূর্য্য। নাহি লবে প্রতিশোধ?
রায়। প্রতিশোধ? সূর্য্য ভালো মনে করিয়াছ।
ল'ব প্রতিশোধ! ল'ব এই প্রতিশোধ,—
আমার রাজত্বখণ্ড দিব প্রতাড়িত
লাঞ্ছিত সে শুরতানে;—এই প্রতিকার
সন্তানের দুষ্কৃতির, সাধ্য যতদূর
পিতার—করিব আমি।—যাও সূর্য্যমল!
মন্ত্রীরে পাঠাও রাজমন্ত্রণা ভবনে,
এক্ষণে। [প্রস্থান।
সূর্য্য। মহৎ অতি চরিত্র তোমার।
কিন্তু—কিন্তু—এতদূর—ভাবি নাই কভু।—
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাবলীর সানুদেশ। কাল—প্রাহ্ণ।
একাকী সংগ

সংগ। কোথায় মেবার রাজ্য—কোথায় সুদূরে
এই ক্ষুদ্র গ্রাম আরাবলী পদতলে।
দূরে নদী বহে; ঊর্দ্ধে চাহে ঘননীল
উদার আকাশ; নিম্নে শ্যামল ধরণী;—
চরে তাহে মেষপাল, দেখিতেছি তাহা—
আলেখ্য চিত্রিত, যেন গিরিশৃংগ হ'তে।
আমি মেষপালক এক্ষণে। মন্দ নহে;—
রাজপুত্র সংগ আমি গোমেষ-রক্ষক
এ দরিদ্র কৃষকের। কে বলিবে আমি
রাজপুত্র?—যেই সাজে সাজিয়াছি আজি.
আপনারে আপনিই চিনিতে না পারি।
—নিয়তির চক্র!—মন্দ নহে এ জীবন:—
তবে বড় শীত লাগে শীতে; গ্রীষ্মকালে
প্রখর রৌদ্রের তাপ সহ্য নাহি হয়।

কালে সহ্য হইবে।—আশ্চর্য্য! মনুষ্যের
জীবন ধারণ জন্য এতই সামান্য
প্রয়োজন!—খানি দুই দগ্ধ রুটি খাই।—
—তাহাতেই দিন চলে' যায়।—কি ভীষণ
ওই গিরিগুহা। কি সুন্দর নির্ঝরিণী—
এই ভয়াবহস্থানে;—দৈত্যের সহিত
বিবাহিত যেন কোন কৃশাঙ্গী অপ্সরা।

বনদেবীগণের গীত

এ কি শ্যামল সুষমা, মধুময় বিশ্ব
শিশির ঋতু অন্তে;
নবঘনপল্লবকোকিলমুখরনিকুঞ্জসুমধুরবসন্তে।
সুন্দর ধরণী সুন্দর নীল
সুনির্ম্মল অম্বর ভাতি,
অরুণকিরণঅণুরঞ্জিত তরুণ
জবাবনমালতিজাতি।
এ কি স্নিগ্ধ সুললিত বহে তনু
শিহরি' পবন মৃদুমন্দ;
এ কি স্বপ্নবিজড়িত পদে পড়ি'
মূর্চ্ছিত কুসুমসুগন্ধ,
কার মুখছবি অরুণ কিরণ সহ
হৃদয়ে উঠিছে ধীরে;
কার নয়নদুটি অঙ্কিত করিছে
চম্পক সরসী নীরে।
আনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি মলয়জ
করি' অনুকম্পা;
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুণ্ঠন
গর্ব্বিত বিকশিত চম্পা;
কার প্রেমমধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে—
চপলপবনবিকম্পিতকিশলয়পল্লবমর্ম্মরতানে।

সঙ্গ। সেই মুখখানি মনে আসে; অবিরত
তার মধুমাখা বাণী—কর্ণে বাজে! চাহি
ভুলিতে তাহারে কই ভুলিতে পারি না।
তারা!—না, ভুলিব তারে নিশ্চয় ভুলিব!
এতটুকু বল নাই? ইচ্ছা শক্তি নাই
তবে কেন পশু হয়ে জন্মি নাই? তবে,
কোন্ স্বত্বে ধরিয়াছি মনুষ্য শরীর?
ভুলিব তাহারে; আমি ভুলিব নিশ্চয়।

কৃষকের প্রবেশ

কৃষক। তোর দিয়ে মোর কাম চল্‌বে না।
সঙ্গ। কেন?
কৃষক। তু ভেড়া চরাবি কি? দুপুরে রুদ্দুরে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ভাবিস্।—না?

সঙ্গ। [ছল ছল নেত্রে] হাঁ ভাবি।
কৃষক। আবার তু শুন্‌তে পাই যে রাতে লুকিয়ে বহি পড়িস্।
সঙ্গ। হাঁ, পড়ি।
কৃষক। তা হ'লে কাম চলবে কি করে'? তার উপরে তু বসে' বসে' কেবল তুই রুটি খাস্। না?
সঙ্গ। [অন্যমনস্কভাবে] হাঁ রুটি খাই।
কৃষক। আবার এমন লম্বা লম্বা কথা কহিস্ যে, মুই সমজাতে পারি না। তোরে বক্‌লে এমনি হাঁ ক'রে চেয়ে থাকিস্ যে তোরে বক্‌তে দুক্কু হয়। না তোরে আমি আর রাখ্‌বো না। তু মাহিনা নিয়ে বিদেয় হ।
সঙ্গ। যে আজ্ঞা।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

কৃষক। বাঃ! এ ত বেশ মজার নোক দেখ্‌ছি। নকরি ছাড়িয়ে দিলাম,—ত সটাং বল্লে "যে আজ্ঞে"! বেটা যেন রাজপুত্তুর—দেখি লোকটাকে বুঝিয়ে দেখি, যদি থাকে। লোকটা ভালো।

কৃষকরমণীর প্রবেশ

কৃষকরমণী। তুমি অমনি ধাঁ করে' লোক-টাকে ছাড়িয়া দেলে!
কৃষক। হাঁ দেলাম! তাই হয়েছে কি!
কৃষকরমণী। এখন আবার লোক দেখ!
কৃষক। তা দ্যাখ্‌বো! তাই কি!
কৃষকরমণী। কি আবার!—এমন লোক কোথা থেকে পাও দেখি।
কৃষক। কেমন লোক।
কৃষকরমণী। এই এমন খাসা লোক!
কৃষক। তা খাসা লোক পৃথিবীতে বুঝি ঐ একটাই জন্মেছেল?
কৃষকরমণী। আহা এমন শিষ্ট শান্ত—মুখে রা টি নেই আর মুখখানিই বা কি! যেন ছাঁচে ঢালা! মরি মরি কি পটল চেরা চোখ। যেন সর্ব্বদাই ছল ছল কচ্ছে গা!
কৃষক। ওরে আবাগীর বেটী! তোর ওর সঙ্গে আসনাই ছেল বোধ হচ্ছে। আমি ভাব-ছেলাম বটে যে নোকটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখি। কিন্তু এখন—ওকে শুধু ছাড়িয়ে দেবো?

ওকে কুরুল মেরে বিদেয় করে' দেবো। দাঁড়া, আমি এক্ষণি ওর ভূত ঝাড়িয়ে দিচ্ছি।

[সবেগে প্রস্থান।

কৃষকরমণী। ওমা মোর কি হবে গো! ওগো এমন রাগ ত কখন দ্যাখিনি গো! ওগো, বাছা বড় ভালো মানুষ, ওকে মেরো না গো ওকে মেরো না। ভালোয় ভালোয় বিদেয় করে' দাও।

[পশ্চাদ্ধাবন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—প্রভাত।
পৃথ্বী ও বণিক

পৃথ্বী। স্থাপিয়াছি নবরাজ্য স্বীয় বাহুবলে।
দেখায়েছি পিতারে এ দেহে, এ শোণিতে,
বংশের মর্য্যাদা ভিন্ন আরো কিছু আছে।
বর্ব্বর মীনের রাজ্য এই বাহুবলে
করিয়াছি করায়ত্ত। ভ্রমে রাজপুত
নাড়োলে নির্ভয়ে আজি।

বণিক। সত্য প্রিয়বর।

পৃথ্বী। পঞ্চ অশ্বারোহী সহ আসিয়াছিলাম
এ রাজ্যে, এখন পঞ্চ সহস্র সেনানী
আমার প্রভুত্ব মানে।

বণিক। [স্বগত] হায় এ বীরত্ব
যদ্যাপি হইত নম্র!—এ জগতে হায়
নাহি হয় কেহ বাস্তবিক একাধারে
সর্ব্ব গুণান্বিত।

দৌবারিকদ্বয়ের প্রবেশ

পৃথ্বী। কি সংবাদ দৌবারিক?

দৌবারিক। মহারাজ!
আসিয়াছে এক বার্ত্তাবহ এইক্ষণে
মেবার রাজ্য হতে প্রভুর সমীপে।

পৃথ্বী। মেবারের রাজ্য হ'তে? নিয়ে এস তারে।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

পৃথ্বী। মেবারের রাজ্য হ'তে? কি কহ বণিক
কি বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে বার্ত্তাবহ?

বণিক। বুঝিতে না পারি।

পত্রবাহের প্রবেশ ও অভিবাদন

[illegible]। তুমি আসিয়াছ দূত!
মেবারের রাজ্য হ'তে।

দূত। আমি আসিয়াছি
মহারাজ! মেবারের রাজ্য হ'তে।

পৃথ্বী। শুনি
এনেছ কি বার্ত্তা?—পিতা আছেন কুশলে?

দূত। কহিবে এ পত্র তাহা!

পৃথ্বী। দাও পত্রখানি।
[পত্র গ্রহণ ও পাঠ] আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বণিক। [সকৌতূহলে] কি সংবাদ? প্রিয়বর!
জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

পৃথ্বী। বন্ধুবর! পিতা
লিখিয়াছেন এ পত্র, আহ্বান করিয়া
আমারে মেবার রাজ্যে।

বণিক। সহসা!—কারণ?

পৃথ্বী। কারণ? কারণ মৃত ভ্রাতা জয়মল।

বণিক। জয়মল মৃত? হেন সহসা? কিরূপে?

পৃথ্বী। [বণিককে] পড় এই পত্রখানি?

[পত্র প্রদান]

[দূত] যাও দূত! কর
বিশ্রাম বিরামগৃহে; অপরাহ্নে এই
পত্রের উত্তর দিব।

দূত। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[সাভিবাদন প্রস্থান।

বণিক। অত্যাশ্চর্য্য বার্ত্তা!—তবে তুমি এইক্ষণে
মেবারের যুবরাজ?

পৃথ্বী। আমি যুবরাজ।
তথাপি না চাহি, বন্ধু, সে সম্পদ আমি!
গড়িয়াছি নিজ রাজ্য স্বীয় বাহুবলে।

বণিক। যাইবে না চিতোরে ফিরিয়া?

পৃথ্বী। কদাপি না।

বণিক। অতীব বিস্ময়কর এ প্রেম কাহিনী!
শুরতান কন্যার এ প্রতিজ্ঞা অদ্ভুত—
"বিবাহ করিবে তাঁরে সে বীররমণী
যেই উদ্ধারিবে তা'র প্রিয় মাতৃভূমি।"
—হেন পণ, বন্ধুবর!—শুনি নাই কভু,
কলিকালে করিয়াছে কোন স্বয়ম্বরা।

পৃথ্বী। কিরূপ সে নারী জানো বন্ধু?

বণিক। অনুপমা!

পৃথ্বী। তাহার কি নাম?

বণিক। "তারা" তারার মতই
অন্য নারী হ'তে উর্দ্ধে স্থিতা,
জ্যোতির্ম্ময়ী।

পৃথ্বী। উত্তম! আমিই তবে করিব ভ্রাতার

নিষ্ফল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ! আমি উদ্ধারিব তোড়া।

বণিক। বুঝিয়াছি। তাহা যদি কর সখে. লভিবে অতুল কীর্ত্তি বিশ্বে; তদুপরি লভিবে রমণী এক—অতুল জগতে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। আগত মধ্যাহ্ন প্রভু।

পৃথ্বী। সত্য নাকি! চল [ফিরিয়া] আসিও পরশ্ব বন্ধু।

বণিক। উত্তম, আসিব।

[উভয়ের বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সিরোহী রাজার বিলাস-গৃহ। কাল—রাত্রি। পারিষদবর্গ ও নর্ত্তকীগণ

১ পারিষদ। রাজা কোথায় হে? এখনো যে সে বেটার দেখা নেই!

২ পারিষদ। [মদিরাজড়িত স্বরে] সে বেটা কোন্ খানায় পড়ে আছে আর কি।

৩ পারিষদ। বেটা কখন্ যে কোথায় থাকে তার কি ঠিক আছে!

৪ পারিষদ। কোথায় যে থাকে না তা কিন্তু খুব ঠিক আছে।

১ পারিষদ। কোথায় হে?

৪ পারিষদ। নিজের অন্তঃপুরে। মাসের মধ্যে তিনি গড়ে এক দিন সে দিকে যান।

৩ পারিষদ। আহা রাণী বেচারীর কি কষ্ট! —চিতোরের রাণার মেয়ে।

৪ পারিষদ। আহা বড় ভাল মেয়ে। দেখলে ত সে দিন।

১ পারিষদ। আহা!

২ পারিষদ। তোমাদের যে তার জন্যে শোক-সাগর উথলে উঠলো। [নর্ত্তকীদিগকে] গাও গাও—তোমরা গাও—আমোদের সময় আমোদ কর।

নর্ত্তকীগণের গীত

ভিতরে হাসিছে মধুরা যামিনী
দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া;
বাহিরে শিশির অশ্রুনয়না
বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া;
—ভিতরে আলোকশিখা চারিদিকে,
ঠিকরিয়া পড়ে মুকুরে, স্ফটিকে;
—বাহিরে পড়িয়া অসীম আঁধার—
বনপ্রান্তরে ঘন আবরিয়া।
উছলে কক্ষে সংগীতরব নৃত্যলহরী.
রহিয়া রহিয়া;
—সুদূর মলয়ে নিঠুর শীতের কঠোর
বাতাস যাইছে বহিয়া;
তোরণস্তম্ভশিরে দোলে যবে
গোলাপমালিকা কুলটাগরবে.
বিজন বিপিনে নিভৃত নীরবে
তিমিরে শেফালি পড়িছে ঝরিয়া।

১ পারিষদ। বাঃ বাঃ এ গানটি—আমাদের রাজারাণীর অবস্থার অতি সুন্দর টীকা।

২ পারিষদ। একেবারে মল্লিনাথ।

৩ পারিষদ। কি! কি বল্লে হে? 'তিমিরে শেফালি পড়িছে ঝরিয়া'—না?

৪ পারিষদ। বাঃ অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

২ পারিষদ। আরে রেখে দাও—এ রকম জায়গায় তোমার ও বেদব্যাস ভালো লাগে না!—একটা ভালো গান গাও।

১ পারিষদ। এ গানটা বুঝলিনে? বেটা কুলাঙ্গার?

২ পারিষদ। আর তুই বাপের ভারি সুপুত্র! একেবারে কুল আলো করে' বসে' আছিস্ বেটা।

৩ পারিষদ। আরে চটো কেন?

২ পারিষদ। দেখ দেখি! মিশ্ছেন ত এই দলে, মোসাহেবী কচ্ছেন ত এক অপগণ্ড রাজার—আবার ছড়াচ্ছেন ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়। আমরা উচ্ছন্ন গিইছি স্বীকার করি। এ'রা সব উচ্ছন্নও যাবেন আবার দেখাবেন যেন এ'রা এই সে দিন হোল ঋষ্যশৃঙ্গমুনির টোল থেকে বেরিয়েছেন।—ঝেঁটা মারো।

১ পারিষদ। ঘাট হয়েছে বাবা। বেনাবনে আর মুক্তা ছড়াচ্ছিনে!

২ পারিষদ। ওহে রাজা আস্ছে.—রাজা আস্ছে!

প্রভুরাওর প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন

প্রভু। [নর্ত্তকীদের প্রতি অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া] এরা এখানে কেন? বেরো বেটীরা। বেরো!

পারিষদবর্গ। বেরো বেরো।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।

প্রভু। [ক্ষণেক পাদচারণ পরে] শোন তোমরা সব শোন।

পারিষদবর্গ। শোন শোন।

প্রভু। পৃথ্বীরাও করেছে কি? তার গুণ গান করে' আমার রাজ্যে সকলে যে একটা হাট বসাবার যোগাড় করেছে, সে পৃথ্বীরাও করেছে কি?

পারিষদবর্গ।—তা বৈ কি' করেছে কি মহারাজ?

প্রভু। তবে বল্‌বো বোলাবো? বোল্‌বো?

পারিষদবর্গ। হাঁ বলুন বলুন বলুন।

প্রভু। নাঃ বল্‌বো না।

পারিষদবর্গ। না আর বলে' কাজ নেই, আমরা বুঝতে পেরেছি'

প্রভু। বুঝ্‌তে পেরেছ কি রকম? কি বুঝেছ বল দেখি।

পারিষদবর্গ। [পরস্পরকে] হাঁ বল ত কি বুঝেছ বল ত।

প্রভু। কিছুই বুঝ্‌তে পারো নি।

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ, ভেবে চিন্তে দেখলাম যে কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি।

প্রভু। তা পারোনি তা আমি আগেই জেনেছি। তবে শোন বলি।

পারিষদবর্গ। শোন শোন, মহারাজ বল্‌ছেন।

প্রভু। শোন সে পৃথ্বীরাও—যে আমার শ্যালক—তার বড় ভাগ্যি যে সে আমার শ্যালক—

২ পারিষদ। বেজায় ভাগ্যি। মহারাজের শ্যালক হওয়া অনেকের ভগিনীপতি হওয়ার ধাক্কা।

প্রভু। সে গোটাকতক নেড়েকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে [প্রথম পারিষদকে]—কি বল হে।

১ পারিষদ। তা বৈ কি। তবে—তবে

প্রভু। চোপরহো।

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো।

প্রভু। সে আর শক্ত কি! গোটাকতক নেড়েকে হারিয়েছে। শক্ত কি?

পারিষদবর্গ। তা বৈ কি!—শক্তটা কি!

প্রভু। সে নেড়েগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করা শক্তটা কি? হাঁ, যদি প্রভুরাওকে হারাত তবে বুঝতাম।

পারিষদবর্গ। হাঁ তা'লে বুঝ্‌তাম বটে।

প্রভু। হাঁ আসুক দেখি আমার সঙ্গে।—আমি একবার একটা যুদ্ধ করেছিলাম জানো?

৩ পারিষদ। আজ্ঞে না। মহারাজ যে কখন যুদ্ধ করেছিলেন তা ত শুনি নি'—কবে?

প্রভু। এই চোপরহো--

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো—এই চোপরহো না।

প্রভু। কবে?—সে খোঁজে দরকার কি? যুদ্ধ করেছিলাম, সে কথা সকলেই জানে। [৪ পারিষদকে] কি বল—তুমি শোননি?

৪ পারিষদ। তা মহারাজ যখন আজ্ঞে করেছেন, তবে অবশ্যই শুনিছি। তবে কি না ঠিক মনে হচ্ছে না।

প্রভু। চোপ্‌রহো।

পারিষদবর্গ। [সতেজে] চোপ্‌রও।

প্রভু। যুদ্ধ করিনি বটে। কিন্তু ইচ্ছে কল্লে কি আর পার্ত্তেম না?

পারিষদবর্গ। ইঃ তা কি পার্ত্তেন না?

প্রভু। মনে কল্লে—বীর হওয়া কি? লেখক, বক্তা, গাইয়ে, যা খুসী তাই হ'তে পার্ত্তাম। তবে, কি না—তবে, কি না—গোড়ার বাঁধুনিটা একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, এই যা।

পারিষদবর্গ। হাঁ, এই যা।

গীত

রাজা। দেখ হতে পার্ত্তাম নিশ্চয় আমি
মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন
মাথা রয় না স্থির;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন
করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে
লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে
যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ
তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম
আমি চটে, মটেই ত—
তা নইলে খুব এক বড়—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ আমি একটা
প্রত্নতত্ত্ববিৎ
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয়
আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর
বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে
হাসিটুকু চরম।
তাই তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু
কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম
আমি চটে, মটেই ত—
তা নইলে বেশ এক ভাল—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম নিশ্চয় একজন
উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো
গরমিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও তা ছাড়া মোটেই
বেঁকে না রয় খাড়া;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও
দেয়নাক সে সাড়া;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে
হাজারই দেই চাড়া;
তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম
আমি চটে মটেই ত,
তা নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ রাজনৈতিক
বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণ-
শক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত;
আর মুখস্থ সব বুলি এ এমন
বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায়
বিদ্রোহী ভাবগুলি হে;
তা হাজার কাশি, আদর করি
দাড়িতে হাত বুলিয়ে
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা
আমি চটে মটেই ত;
তা নইলে খুব এক ভারি—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক'
সামান্য বিশেষ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই
চোলে যেতাম বেশ;
হতাম পেলে সুযোগ ও বুঝি
একটা যে-ও সে-ও;
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা
হতাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায়
দিলে নাক' কেহ;
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম
আমি চটে মটেই ত;—
তা নইলে—বুঝলে কি না,

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

চন্দ্ররাওর প্রবেশ

১ পারিষদ। এ কি চন্দররাও যে ভোরের সময় উদয়?

চন্দ্র। মহারাজ! এক ভারি জবর খবর এনেছি।

২ পারিষদ। কেলেঙ্কারি ত?

চন্দ্র। ভারি কেলেঙ্কারি! শয়তানের একটা মেয়ে আছে তারে জানেন ত?—মহারাজ খবরটা শুন্‌ছেন?

প্রভু। হাঁ শুন্‌ছি। হাঁ হাঁ তার পর!

চন্দ্র। তার শোবার ঘরে রাণার ছোট ছেলে জয়মলের মৃতদেহ পাওয়া যায়—

৩ পারিষদ। পুরোনো খবর।

চন্দ্র। আরো আছে। শোন না।

পারিষদবর্গ। শোন শোন।

চন্দ্র। এই রাষ্ট্র, যে শয়তানই তাকে মেয়ের ঘরে দেখ্‌তে পেয়ে গুলি করে—

৪ পারিষদ। বেজায় পুরোনো!

চন্দ্র। আরে শোন না। রাণা না সেই কথা শুনে—মহারাজের শ্বশুর—তাই শুনে—

প্রভু। —শয়তানকে ধরে' আন্তে সৈন্য পাঠিয়েছে ত। এই ত!—তার আর আশ্চর্য্যটা কি?

চন্দ্র। আজ্ঞে তা নয়।—রাণা না তাই শুনে, —রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে—

প্রভু। পিলে ফেটে মারা গিয়েছে। এই ত! তা ত যেতেই পারে।

চন্দ্র। আজ্ঞে মহারাজ তাও নয়। রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে—শুরতানকে পাঁচিশটা পর্গণা দিয়েছে।

পারিষদবর্গ। গুলিখুরি!

প্রভু। হাঁ তা কখন হ'তে পারে?

চন্দ্র। আসুন! মহারাজ! মুকোবালা করে' দেবো। মেবার থেকে মহারাজের কাছে এক দূত এসেছে, সে-ই বল্লে।

প্রভু। মেবার থেকে দূত? কিসের জন্য?

চন্দ্র। মহারাণীকে না কি নিতে।

প্রভু। মহারাণীকে নিতে!

চন্দ্র। দূত বল্লে চিতোরে জনরব যে, মহারাণী এখানে না কি বড় অসুখে আছেন। মহারাজ তাঁর ওপর না কি ভারি অত্যাচার কচ্ছেন।

প্রভু। বটে! তা'তে রাণীর বাপের কি! আমার রাণীর উপর আমি অত্যাচার করি, না করি, আমার খুসী! তার কি? আমি ত আর মাইনে করা চাকর নই যে, হুকুম তামিল কর্ত্তে হবে! চল ত সে দূতটাকে মেরে বিদায় করে' দিই।—এস ত সব এস ত।—

পারিষদবর্গ। সর সর! মহারাজ যাচ্ছেন।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিদোর; নদীর তীরে বৃক্ষতল।
কাল—অপরাহ্ণ।
একাকিনী তারা

তারা। হোল না এখনো সিদ্ধ সাধনা আমার।
কত বর্ষ এল গেল। পরপদানত
অদ্যাপি সে মাতৃভূমি! সে পূর্ণ চন্দ্রমা
হইল না রাহুমুক্ত!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। রাজপুত্রি! ত্বরা
আসিছেন মহারাজ, সঙ্গে রাজপুত্র
মেবারের।

তারা। রাজপুত্র মেবারের সে কি?
কোন্ রাজপুত্র তিনি!

পরিচারিকা। মধ্যম!

তারা। কি নাম?
পৃথ্বীরাও?

পরিচারিকা। হবে রাজপুত্রি!—অতদূর
পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত
এখনো আমার।

তারা। তুমি হাসিতেছ কেন?

পরিচারিকা। "কেন" তা শুনিবে যুবরাজের
নিকট।

[প্রস্থান।

তারা। কি রূপ! অপূর্ব্ব আচরণে
কিঙ্করীর!!!
—শুনেছি পৃথ্বীর নাম; কেবা শুনে নাই?
মহিমামেখলা তাঁর পৃথ্বীর ভূষণ;
কিন্তু তিনি এ আলয়ে আজি যে সহসা?—
—স্পন্দিত সহসা কেন বামবাহু আজি?
পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত।
জানি না কিরূপ তিনি—দীর্ঘ কিম্বা খর্ব্ব,
গৌরাঙ্গ অথবা শ্যাম; কৃশ কিম্বা স্থূল;—

শুরতান ও পৃথ্বীর প্রবেশ

শুর। তারা! ইনি পৃথ্বীরাও। শুনিয়াছ নাম?

তারা। শুনিয়াছি নাম—মেবারের যুবরাজ!

শুর। ইনিই আমার কন্যা তারা!—পৃথ্বীরাও!
এই দীন দরিদ্রের মাথার মুকুট
আমার এ কন্যা তারা।—কন্যা! শুনিয়াছ
পৃথ্বীরাও উদ্ধারিয়া তোড়া বাহুবলে
পাঠানের হস্ত হ'তে, আগত আপনি
লইয়া সে বার্ত্তা?

তারা। তাহা শুনি নাই পিতা।

শুর। মনে আছে তারা, সেই প্রতিজ্ঞা তোমার?

তারা। [সলজ্জ] মনে আছে পিতা।

শুর। —মেবারের যুবরাজ!
স্বীকৃত যদ্যপি তুমি, আশীর্ব্বাদ করি
বরিয়া জামাতৃরূপে।

পৃথ্বী। সম্পূর্ণ স্বীকৃত;
স্বীকৃত যদ্যপি তারা।

শুর। সে ভার আমার!

হস্তে হস্তে যোগ করিয়া

দিলাম তারারে পৃথ্বী।—সাক্ষী নারায়ণ!—
সুখী হও তুমি বৎস! বৎসে সুখী হও।

বজ্রধ্বনি

পৃথ্বী। একি বজ্রধ্বনি কেন নির্ম্মল আকাশে!

শুর। বিবাহ উৎসব দিন পুরোহিত ডাকি'
করিব এখনি স্থির।—চল বৎস, তবে,

এক্ষণে, বাহির কক্ষে। [উদ্ধ্বদিকে চাহিয়া]
—উঠিল ঝটিকা!
[পৃথ্বী ও শয়তানের প্রস্থান।
তারা। ইনি পৃথ্বী!!! ভগবান মনে শক্তি দাও,
করিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা!—আমি স্বয়ম্বরা,
ক্ষত্রিয় রমণী, নাহি ভঙ্গ হবে কভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। কেন হাসিতেছিলাম
বুঝিয়াছ রাজকন্যা এতক্ষণে?—বর
ধরিয়াছে মনে?—একি কেন অধোমুখ?
একি কাঁদিতেছ কেন?
তারা। না পরিচারিকা।
কাঁদি নাই। কহিও না মাতারে এ কথা;
করিতেছি নিষেধ।
পরিচারিকা। কি কথা রাজপুত্রি?
তারা। কোন কথা নহে। চল জননীর কাছে।
[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের কক্ষ। কাল—রাত্রি।
মালব ও সূর্য্যমল

মালব। বৃদ্ধ রাজা রায়মল। এক পুত্র তাঁর
জয়মল মৃত; পুত্র সঙ্গ নিরুদ্দেশ;
স্থাপিয়াছে নবরাজ্য পৃথ্বী যুবরাজ
সুদূর কমলমীরে। শুনিয়াছি বীর
করিয়াছে অবহেলা পিতাব আহ্বান
ফিরিতে মেবাররাজ্যে। অতীব সহজ
সুসাধ্য মেবার আক্রমণ। তুমি যদি
এক্ষণে সহায় হও, বীরবর, আমি
পরাস্ত করিব রায়মলে অনায়াসে।
সূর্য্য। তাহাতে আমার লাভ?
মালব। তোমারে করিব
মেবারের রাজ্যেশ্বর।
সূর্য্য। রাজ্য নাহি চাহি।
লালিত শৈশবে যাঁর ভ্রাতৃস্নেহে, তাঁর
বিপক্ষে ধরিব অস্ত্র?
মালব। লালিত শৈশবে?
—হা মূঢ়! লালন কে না করে অসহায়
নিরীহ শৈশবে? ইহা ধর্ম্ম প্রকৃতির,
নহে পালকের। বিশ্বে বাঁচিত কি কেহ,
না রহিত যদি এই মঙ্গল নিয়ম?
গাভী বৎসে দুগ্ধ দেয় বিপদে তাহারে
রক্ষা করে প্রাণপণে; সেই বৎস যবে
গাভী হয়, হয় না সে উৎসুক সতত
স্বকীয় বৎসের হেতু? জননীর পানে
দেখেনাও চাহি'। বিশ্বে কে কাহার তরে
ছাড়ে আপনার স্বত্ব?
সূর্য্য। মেবার আমার
স্বত্ব নহে, ম্লেচ্ছপতি।
মালব। কে বলিল নহে?
কে বলিবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠের চেয়ে
শ্রেষ্ঠতর? এক গর্ভে জন্ম উভয়ের।
তোমার শরীর, রায়মলের শরীর
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তারও দুই পদ,
তোমারও তাহাই, বীর! দুই হস্ত তার,
তোমারও কি নাই তাহা? সমান, তোমার
মস্তকে, শোভে না রাজমুকুট? কি হেতু
সে ভূপতি, আর তুমি শুদ্ধ পুষ্ট হও
কৃপাদত্ত অন্নে তার? ধিক্ বীরবর!
এ বিশ্বে তাহারই স্বত্ব যার বাহুবল।
সূর্য্য। বাহুবল? আমার কি বাহুবল? আমি
সেনাপতি মাত্র, নহে এ সৈন্য আমার।
রাণার এ সৈন্য।
মালব। তিনি আনিয়াছিলেন
সঙ্গে করিয়া কি সৈন্য তাঁর জন্মদিনে?
এ সৈন্যে তোমার আছে সম অধিকার।
কিম্বা সমধিক অধিকার—যে কারণ
সেনাপতি তুমি, রাজামাত্র রায়মল।
সূর্য্য। [চিন্তা সহকারে] না না, হইব না
আমি বিশ্বাসঘাতক।
মালব। না, রহিবে চিরদিন ভ্রাতৃঅন্নদাস!!!
ভীরু সে, যে রহে পরভৃত্য যবে তা'র
আছে স্বীয়ভুজে শক্তি।—জাগো বীরবর;
দূর কর এ কলঙ্ক, লও তরবারি;
দেখিবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী চাটুকার সম
তার পক্ষে রহে নিত্য, যে তাহারে আনে
ছিনিয়া স্ববলে।—তুমি পাইতেছ বটে
অদ্য মুষ্টিমেয় অন্ন ভ্রাতার প্রাসাদে;
কিন্তু যবে হবে রাজা অন্যে—কে বলিবে—
তাহার প্রসাদ ভিক্ষা সে দিবে তোমারে?
সূর্য্য। কি করিব?—বুঝি অবশ্য সম্ভাব্য, ইহা
ফলিবেই বুঝি সেই চারণীর বাণী।

আমি কি করিব? আমি হস্তে নিয়তির
ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র।—ইহা ঘটিবেই পরে।
[প্রকাশ্যে] তাহাই হউক তবে।
মালব। [সোল্লাসে] স্বীকার?
সূর্য্য। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] স্বীকার।
মালব। না, কর শপথ।
সূর্য্য। [তদ্রূপ] করিলাম অঙ্গীকার।
মালব। [কাগজ বাহির করিয়া] এই অঙ্গীকার
পত্র। দেহরক্ত দিয়া ইহাতে স্বাক্ষর কর।
সূর্য্য। এত অবিশ্বাস?
এই নেও করিলাম স্বাক্ষর।
মালব। উত্তম!
করিলাম পরীক্ষা যে প্রয়োজনস্থলে
রক্ত দিতে পারো কি না।
সূর্য্য। ম্লেচ্ছরাজ! আমি
ক্ষত্রিয়।
মালব। ক্ষত্রিয় তুমি; প্রকৃত ক্ষত্রিয়।
যাও, একত্রিত কর সৈন্য, সেনাপতি!
আমি একত্রিত করি নিজসৈন্যবল।
সূর্য্য। উত্তম!
মালব। উত্তম!—তবে আসি এইক্ষণে।
[মালবের প্রস্থান।
সূর্য্য। মেবারের অধীশ্বর আমি! ভয় করে
ভাবিতে সে কথা। মেবারের অধীশ্বর।—
উচ্চপদ! কিন্তু বলি দিতেছি, দিয়াছি
সে উদ্দেশ্যে সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বপুণ্যফল!
—কি উৎসর্গ! হইতেছি বিশ্বাসঘাতক
ভ্রাতার নিকটে!—করিয়াছি সমুচিত?
না না, করি নাই বুঝিতেছি। করি নাই
উচিত। অন্যায় করিয়াছি, বুঝিতেছি
ক্রমে স্পষ্টতর। আমি গভীর অন্যায়
কর্ম্ম করিতেছি। কি করিব?—করিয়াছি
অন্যায় প্রতিজ্ঞা আজি।—কেন করিলাম।

তমসার প্রবেশ

পূর্ণবাঞ্ছা তব প্রিয়ে।
তমসা। শুনিয়াছি সব
অন্তরাল হ'তে। তুমি শুন নাই, যবে
কহিয়াছিলাম আমি সে সহজ কথা.
বুঝাইল ম্লেচ্ছপতি আসিয়া.—বুঝিলে
অমনি শিশুর মত।
সূর্য্য। সত্য! বুঝিলাম
অমনি শিশুর মত; তমসা তমসা।
একি করিয়াছ? একি করিয়াছি আমি?
তমসা। সাধিয়াছ কর্ত্তব্য আপন।
সূর্য্য। না না, আমি
করিব না ঘৃণ্যকর্ম্ম হেন!—কখন না।
তমসা। করিয়াছ, মনে নাই, আপন শোণিতে
স্বাক্ষর প্রতিজ্ঞাপত্র? সেই জন্য আমি
পরামর্শ পাঠাইয়াছিলাম মালবে
করাইয়া লইতে প্রতিজ্ঞা পত্রখানি
স্বাক্ষর তোমার রক্তে।
সূর্য্য। [বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্র]
কি বলিছ নারী!
পাঠাইয়াছিলে এই পরামর্শ তুমি?
—চক্রান্ত? চক্রান্ত!—নারী! কূট রাজনীতি
স্বতঃ ভয়ঙ্করী অতি; স্ত্রীবুদ্ধি যদ্যপি
তাহাতে প্রবেশ করে, প্রলয় হইবে
রাজ্যে।—একি করিয়াছি! একি করিয়াছি!
করিয়াছি সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, আজি।
তমসা। যাহা করিয়াছ, করিয়াছ; সত্যভঙ্গ
করিবে না তদুপরি, আশা করি নাথ!

হস্তধারণ

সূর্য্য। যাও, কহিও না মিথ্যা সোহাগমিশ্রিত,
চাটুবাণী। নারীজাতি অত্যুত্তম পারে,
করিতে সোহাগভাণ স্বার্থসিদ্ধি যবে
উদ্দেশ্য তাহার!—যাও, শুনিতে চাহি না!
সত্যভঙ্গ করিব না আমি।—কিন্তু নারী!
আপনারে বিসর্জ্জন দিব এই রণে!
[তমসার প্রস্থান।
সূর্য্য। অবশ্য করিব এই যুদ্ধ। কিন্তু দিব
অবসর রায়মলে, করিতে সংগ্রহ
যথাসাধ্য সৈন্য আপনার। বৃদ্ধ অতি,
নিঃসহায় অভিমানী ভ্রাতা রায়মল;
নাহি চাহিবেন তাঁর সর্ব্বগুণাধার
পুত্রের সহায়। আমি বার্ত্তা পাঠাইব
পৃথ্বীরাজে! পরে যাহা করেন ভবানী।
[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।
পৃথ্বী ও তারা

তারা। শিখি নাই ভালবাসা, নাহি জানিতুম
প্রেমের বিজ্ঞান, তুমি শিখায়েছ নাথ,
হাতে ধরি'।

পৃথ্বী। আমি গুরু, আমি শিষ্য তব।
তারা। ভাবি নাই—ক্ষমা কর পতি, ভাবি নাই
পারিব বাসিতে ভালো তোমারে কদাপি।
পূর্ব্বে যবে শুনিতাম বীরগাথা তব
পথে চারণের মুখে, ভাবিতাম যদি
তুমি হও পতি মোর, সব সাধ মিটে।
পরে যবে দেখিলাম, লাগিল আঘাত
হৃদয়ে ও মূর্ত্তি হেন বিরূপ কর্কশ;—
ভাবিলাম আপনারে ক'রেছি বিক্রয়।
পরে যত পরিচয় হইল আমার
তোমার সহিত, মুগ্ধ হইলাম তত
উদার চরিতে তব। আজি কায়মনে
তোমার চরণে দাসী তারা।
পৃথ্বী। প্রাণেশ্বরী!
নাহি জানিতাম ছিল কঠিন ভূতলে
এ স্থির চপলা স্নিগ্ধ, এ জ্যোৎস্না জঙ্গমা,
সজীব সৌরভ এই, শরীরী সংগীত।
তারা। জানি, নহে উপচারপদ এই। তুমি
ভালোবাসো মোরে, তাই এ মূঢ় বিশ্বাস।
আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত।
আমি মাত্র তারা।—দোষ আছে গুণ আছে।
পৃথ্বী। আমি ত দেখি না দোষ।
তারা। ভালোবাসা নাহি
দেখে, শুধু ভালোবাসে! ভালোবাসা ঢাকে
সমুদ্রবারির মত গিরি ও গহ্বরে
সমভাবে; আনে বসন্তের বায়ুসম
কেবল সৌরভ আর কেবল সংগীত।

গীত

এ হৃদি—কুঞ্জবনে
তুমি রহহে প্রাণসখা মম জীবনভাতি!
নিখিল শান্ত নব, নিরতি নিভৃত সব,
নীরব সে, দিন রাতি!
স্নিগ্ধবসন্ত সুসেবিত পুষ্পিত চম্পক
বেলা মালতি জাতি।
বিরহ তথা মম হৃদয় বিলাসী!
শতফুলগন্ধে মাতি;
রহ ঘিরি' মোরে তব ভুজডোরে
হে চিরজীবনসাথী;
দিব পিককূজন, মলয়সমীরণ,
কুসুমহার দিব গাঁথি'
শয়নতরে দিব শিশিরসুশীতল
কিশলয়কোমল এ বুক পাতি'।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। উপস্থিত পত্রবাহ মেবার হইতে।
পৃথ্বী। মেবার হইতে? দাও ফিরায়ে তাহারে।
তারা। ছিছি নাথ! ফিরাইয়া দিবে বৃদ্ধ তব
পিতার প্রেরিত দূতে, অবমান করি'
তাহারে?—প্রাণেশ!—জানি ইহা অভিমান।
জানি ইহা ভালোবাসো তুমি পিতারে;
নহিলে
হইত না অভিমান।—কিন্তু অভিমান
রাহুসম গ্রাস করে পূর্ণচন্দ্রে যদি
আবার সে রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্র হাসে।
পৃথ্বী। উত্তম! ডাক সে দূতে।
ভৃত্য। যথাদেশ প্রভু।
[প্রস্থান।
তারা। ভালো নাহি বাসো নাথ চিতোরে?
পৃথ্বী। চিতোর
আমারে বাসে না ভালো।
তারা। তোমারে বাসে না
ভালো, কেহ হেন আছে জগতে বল্লভ?

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! দিয়াছেন এই পত্রখানি
সূর্য্যমল, মহারাজে।
পৃথ্বী। দাও পত্র দূত। [পত্র লইয়া পড়িয়া
বিস্ময় প্রকাশ]
তারা। কি সংবাদ পত্রে?
পৃথ্বী। অতি অদ্ভুত সংবাদ!
—যাহা, কভু কোথা ঘটে নাই, ঘটে তাহা,
দেখিতেছি, মেবারের রাজপরিবারে।
পিতৃব্য বিদ্রোহী! সংগে দিয়াছেন যোগ
মজফর ও সারংগদেব। তিন জন
সমুদ্যত আক্রমণ করিতে চিতোর।
দিয়াছেন সে সংবাদ স্বয়ং বিদ্রোহী,
আমারে করিয়া অনুরোধ, দিতে যোগ
বৃদ্ধপিতৃসহ এই যুদ্ধে।
তারা। অত্যদ্ভুত!
যাইবে?
পৃথ্বী। না তারা! করিব না পদার্পণ
চিতোরে কদাপি আর।
তারা। কি হেতু বল্লভ?
পৃথ্বী। দিয়াছেন পিতা মোরে বহিষ্কৃত করি'
আপনি চিতোর হ'তে। তদুপরি পিতা

করেন নি আহ্বান আমারে। পিতৃব্যের
নাহি স্বত্ব আহ্বান করিতে!

তারা। পুনরায়
অভিমান?—রহিবে বসিয়া কোন্ প্রাণে
যখন বিপন্ন বৃদ্ধ পিতা—নিঃসহায়?
তিনি তব পিতা, তিনি বৃদ্ধ নিঃসহায়;
তাঁর অভিমান সাজে; কিন্তু তুমি নাথ!—
পুত্র তাঁর, বীর, পূর্ণ সম্পদগৌরবে;
এই ক্ষুদ্র অভিমান তোমারে না সাজে।
তোমারে না সাজে হেথা রহিতে এ হেন
মগ্ন সুখে, নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
যখন তোমার পিতা আচ্ছন্ন বিপদে
—উঠ বীরবর! উঠ প্রাণাধিক! উঠ,
এ কলঙ্ক কর দূর।—এ ঘন কালিমা
স্পর্শ করিবে না তব শুভ্র যশোরাশি।

পৃথ্বী। তাই হোক্—আর তুমি?

তারা। যাইব সমরে
পতিসঙ্গে। নাথ!—আমি ক্ষত্রিয় রমণী।

পৃথ্বী। তাহাই হউক! তারা!—তুমি ধন্য নারী!—
তুলিছ গড়িয়া তুমি নিজ হস্তে প্রিয়ে
চরিত্র পৃথ্বীর।

তারা। আমি শুদ্ধ বহ্নিসম
করিতেছি অনাবিল খনিজ কাঞ্চনে।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন।
একাকী সশস্ত্র রাণা

রায়মল। বাধিয়াছে সমর। বিদ্রোহী সেনাপতি,
দিয়াছে সমরে যোগ মালবের সনে
সসৈন্যে—হা সূর্য্যমল! সহিয়াছি আমি
নীরবে উপর্য্যুপরি তিন পুত্রশোক,
একমাত্র প্রাণাধিক কন্যার বিচ্ছেদ;
কিন্তু এই তব আচরণ.—সূর্য্যমল—
শেলসম বাজিয়াছে বক্ষে। এত ব্যথা
কভু পাই নাই। কি করিলে সূর্য্যমল!
কি করিলে?—এ যে কভু স্বপ্নে ভাবি নাই।

দূতের প্রবেশ

রায়। কি সংবাদ দূত?

দূত। রাণা! সমূহ বিপদ
করিয়াছে অধিকার শত্রুদল আসি',
দক্ষিণে বাতুরো সাদ্রি।

রায়। ইহা সত্য কথা?

দূত। সত্য কথা মহারাজ! আসিছে এক্ষণে
আক্রমণ করিতে চিতোর। পাতিয়াছে
শিবির গম্ভীরাতীরে।

রায়। স্পর্দ্ধা এতদূর!
কি করিছে আমার সেনানী?

দূত। পলায়িত
নব সেনাপতি সহ।

রায়। নিয়াছে উৎকোচ।—
চিতোর প্রহরিগণ?

দূত। রক্ষা করে দ্বার
চিতোরের পূর্ব্ববৎ।

রায়। অত্যুত্তম! যাও!

[দূতের প্রস্থান।

স্বয়ং যাইব আমি সমরে প্রত্যূষে।
'কি করিব'? একাকী মরিব যুদ্ধে, আমি
ক্ষত্রিয়। জানি না ভয়। মৃত্যু আর আমি
এক ক্রোড়ে মানুষ হয়েছি। নাহি ডরি
মৃত্যুরে। মরিব আজি ক্ষত্রিয়ের মত
চিতোরের রাণার মতই, অসি করে,
যুদ্ধক্ষেত্রে মহানন্দে।—কিন্তু সূর্য্যমল?
কি করিলে তুমি?—রক্ষা কর মা ভবানী।
চক্রীর চক্রান্তগত লুব্ধ সূর্য্যমলে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শিবির। কাল—অপরাহ্ন।
একাকিনী তারা

তারা। বাধিয়াছে ঘোর যুদ্ধ। মরণ কল্লোল
উঠিয়াছে চারিদিকে। দেখিয়াছি আজি,
যাহা দেখি নাই পূর্ব্বে জীবনে কখন,
গজবাজীমনুষ্য রক্তাক্ত কলেবরে
গড়াগড়ি যায়, ভূমিতলে স্তূপীভূত
একাকার।—শুনিয়াছি—যাহা শুনি নাই
পূর্ব্বে কভু,—শস্ত্রধ্বনি, সমরচীৎকার,
মরণের আর্ত্তনাদ—বিমিশ্রিত ঘোর
অসীম বিকট কোলাহলে। করিয়াছি
যুদ্ধ আজি তুচ্ছ করি, জীবন, প্রবল
বিরাট উৎসাহে। আনিয়াছি বন্দী করি
এই হস্তে মজফরে আজি।

প্রহরীদ্বয়ের সহিত শৃঙ্খলিত মজফরের প্রবেশ

প্রহরী। যুবরাণী!

তারা। আমার শিবিরে!
রাখিব বন্দিরে কোথা?
—বীর তুমি মজফর! দিব মুক্ত করি'
এই যুদ্ধ অবসানে তোমারে! নির্ভয়
রহিও! আমরা ক্ষত্র! বধ নাহি করি
নিরস্ত্র বন্দীরে!

মজফর। তুমি বীর নারী বটে!

তারা। তুমি দেখ নাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রমণী!
ক্ষত্রিয় রমণী আমি!—যাও, নিয়ে যাও
বন্দীরে প্রহরী!—

[সৈন্যসহ মজফরের প্রস্থান।

তারা। এই জয়বার্ত্তা যবে
শুনিবেন যুদ্ধ হ'তে ফিরি' প্রাণেশ্বর,
কত ভালোবাসিবেন আমারে। আমার
আজি গৌরবের দিন—কিন্তু এইক্ষণে,
কোথা যুবরাজ?—অবসানপ্রায় দিবা।
এখনো সমরক্ষেত্র হ'তে, কই, তিনি
নহে প্রত্যাগত? যুদ্ধে নাথের উন্মাদ
জানি—

সৈন্যদলসহ সেনাপতির প্রবেশ

—একি সেনাপতি! তুমি আসিয়াছ
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে?

সেনা। সত্য, আসিতেছি আমি
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে, রাণী।

তারা। কোথা যুবরাজ!—
হইয়াছে জয়?

সেনা। হায় রাজপুত্রি!—জয়!
প্রবেষ্টিত যুবরাজ শত্রু সৈন্যদলে,
যুঝিছেন, বীরবর, দৃপ্ত সিংহবৎ:
কিন্তু এতদূর অগ্রসর যুবরাজ,
ফিরিবার নাহি পথ। তাঁর সৈন্যদল
নিহত শত্রুর ব্যূহে প্রায় সর্ব্বজন।

তারা। কি কহিছ সেনাপতি? তুমি পার্শ্ব তাঁর
ছাড়িয়া এসেছ নিরুদ্বেগে? পলায়েছ
শৃগালের মত তবে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে,
পরাজয় সম্বাদ লইয়া?—সেনাপতি!
ক্ষত্রিয় পুরুষ তুমি? আমি তুচ্ছ নারী
ফিরিয়াছি যদি যুদ্ধ হ'তে, ফিরিয়াছি
জয়লাভ করি,' বন্দী করি' অরাতিরে:
এইক্ষণে যাই যুদ্ধে পুনর্ব্বার আমি,
উদ্ধারিব যুবরাজে।—কে আসিবে এস।
প্রবল ঝঞ্চার মত গহন কাননে,
পড়িব শত্রুর দলে; করিব নির্ম্মূল,
উড়াইব ধূলিসম! বাড়বাগ্নিসম
নিঃশ্বাসে করিব ভস্ম তাহারে নিমিষে।
—যার ইচ্ছা এস সঙ্গে। যার ইচ্ছা রহ।

সেনাপতি। যুববাণী! কে রহিবে লুকায়ে গহ্বরে
যখন গভীরস্বরে ডাকেন জননী?
কার প্রাণে এত মায়া?—চল মা এক্ষণে,
বিপক্ষ শিবিরে পড়ি' করিয়া হুঙ্কার,
জিনিব সমর কিম্বা মরিব সংগ্রামে।

তারা। চল তবে, ডাক সৈন্যে, কহ 'ভয় নাই'
ঘন উচ্চৈঃস্বরে। 'ভয় নাই, আমি আছি।'
[জানু পাতিয়া] রক্ষা কর ভগবতি চণ্ডি। প্রাণেশ্বরে,
যতক্ষণ আমি নাহি আসি পার্শ্বে তাঁর।
—দাও শক্তি মহাশক্তি! যাইছে সমরে
সতী—তার প্রাণেশ্বরে করিতে উদ্ধার।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—একটি সাধারণ গৃহাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ন।

শান্তিরক্ষক প্রহরী ও জনৈক সৈনিক

সৈনিক। আঃ, কি যুদ্ধটাই হোল।

শান্তিরক্ষক। হাঁ হাঁ, কি রকম বল দেখি! কে জিতলে?

সৈনিক। আঃ, যুদ্ধ দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল।

শান্তিরক্ষক। এ্যাঁ! যুদ্ধ দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল কি রকম!

শান্তিরক্ষক। কে জিতলে?

সৈনিক। যুদ্ধ যারে বলে!

শান্তিরক্ষক। কি রকম! কে জিতলে?

সৈনিক। তবে শুনবে? শোন। কিন্তু আমি যে রকম নিয়মে বলবো, সেই রকম নিয়মে শুনে যেতে হবে। নৈলে—এই চুপ।

উভয়ে। আচ্ছা তাই।

সৈনিক। এই শোন। এই প্রথমতঃ মনে করো খুব যুদ্ধ হচ্ছে। মনে করো।

উভয়ে। আচ্ছা।

সৈনিক। মনে কচ্ছো?
উভয়ে। কচ্ছি।
সৈনিক। মনে কচ্ছো?
উভয়ে। কচ্ছি, তারপর?
সৈনিক। ও রকম "তারপর" বল্লে চল্‌বে না।—শুদ্ধ শুনে যাও।
উভয়ে। আচ্ছা।
সৈনিক। উত্তর দিক থেকে মজফর, দক্ষিণ দিক থেকে সারঙ্গদেও, পূর্ব্ব দিক থেকে সূর্য্যমল আর পশ্চিম দিক থেকে রায়মল, চিতোর আক্রমণ কল্লে।
শান্তিরক্ষক। সে কি! আমাদের রাণা রায়মল চিতোর আক্রমণ কল্লে কি রকম?
সৈনিক। কি রকম আবার।—ঐ রকম।
প্রহরী। রায়মল চিতোরের রাণা, চিতোর আক্রমণ কর্ত্তে যাবে কেন?
সৈনিক। তাও ত বটে। তবে পশ্চিম দিক থেকে কে এল? তিনদিক ত মিলে যাচ্ছে, পশ্চিম দিকটা কি একেবারে ফাঁক ছিল? ও দিক থেকে কে এল?
উভয়ে। তা আমরা কি জানি?
সৈনিক। এই ধর—রোস—মনে করে নেও আমি যেন—আমি যেন মজফর; তুমি সূর্য্যমল; আর তুমি যেন সারঙ্গদেও;—আর রায়মল কে হবে?
উভয়ে। তা কি জানি।
সৈনিক। আচ্ছা রোস [সহসা বাহিরে গিয়া পথবর্ত্তী একজন কৃষককে ধরিয়া আনিয়া]—এই—দাঁড়া।
কৃষক। এজ্ঞে, মুই ত কিছু করিনি।
সৈনিক। আরে, কে বল্‌ছে যে করিছিস্।
কৃষক। এজ্ঞে তবে—
সৈনিক। তোকে একটু দরকার আছে। তুই রাণা রায়মল হ'তে পার্ব্বি?
কৃষক। এজ্ঞে না।
সৈনিক। আজ্ঞে না কিরে! দাঁড়া, তোকে রাণা রায়মল হ'তে হবে।
কৃষক। এজ্ঞে—
সৈনিক। আরে দাঁড়া না। একটু খানিকের জন্যে একবার তোকে রাণা রায়মল হ'তে হচ্ছে। ছাড়্‌ছিনে।
কৃষক। এজ্ঞে, কি কর্ত্তে হবে?
সৈনিক। কিছু কর্ত্তে হবে না। শুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাক্। মাঝে মাঝে একবার কাস্তে ঘোরাতে হবে। বুঝেছিস্।
কৃষক। এজ্ঞে।
সৈনিক। আচ্ছা, সূর্য্যমল কে?
শান্তিরক্ষক। আমি।
সৈনিক। বেশ! [প্রহরীকে] আর তুমি মজফর—না না, আমি ত মজফর। তুমি হচ্ছ সারঙ্গদেও [কৃষককে] ঠিক হয়ে দাঁড়া। সূর্য্যমল পূর্ব্বদিকে থাক। সারঙ্গদেও—উত্তর-দিকে। না না, দক্ষিণদিকে—আর আমি মজফর উত্তরদিকে। রায়মল মধ্যে। ধর, খুব যুদ্ধ হচ্ছে —[কৃষককে] কাস্তে ঘোরা—যুদ্ধ হচ্ছে।
উভয়ে। যুদ্ধ হচ্ছে।
সৈনিক। সারঙ্গদেও, দক্ষিণ দিক থেকে এস, সূর্য্যমল, পূর্ব্বদিক থেকে এস। আর আমি এই—রায়মলকে আক্রমণ কর। [সকলে আসিয়া কৃষককে প্রহার আরম্ভ করিল]
কৃষক। এজ্ঞে—
সৈনিক। তোর কোন ভয় নেই। পৃথ্বীরাজ এলো বলে', মাথার উপর কেবল কাস্তে ঘোরা। দেখিস্ যেন আমাদের গায়ে না লাগে। ঘোরা —পৃথ্বীরাজ আর তারা এল বলে'। [কৃষক চীৎকার করিতে লাগিল ও কাস্তে ঘোরাইতে লাগিল]

লাঙ্গল হস্তে এক কৃষক ও কৃষক পত্নীর প্রবেশ

২ কৃষক। সাধুসাকে মার্চ্ছিস কেন সব? মাতাল হয়েছিস্ নাকি? বেরো বেটারা।
সৈনিক। [ফিরিয়া দেখিয়া] এই যে পৃথ্বীরাজও এয়েছে—তারাবাইও এয়েছে। এই তারা আমাকে বন্দী কল্লে। [কৃষক পত্নীর গলধারণ] আর পৃথ্বী! ঐ বেটা সূর্য্যমল—ও'র ঘাড়ে মার্ কোপ। আমাকে মারিস কেন? আমি যে মজফর। এই যুদ্ধ খতম। পালা সূর্য্যমল, পালা সারঙ্গ দেও, পালা পালা—পৃথ্বী এয়েছে। দৌড় দৌড়।
[তিন জনে পলায়ন।
২ কৃষকপত্নী। কি, সাধুসা তোমাকে মাচ্ছিল কেন?
১ কৃষক। কি জানি—আমারে—আমারে রাণা রাইমল সাজাইছিল।

২ কৃষক। বেটারা তাড়ি খেয়েছে নিশ্চয়। চল্।

১ কৃষক। [যাইতে যাইতে] ভাগ্যিস এইছিলি ভাই। নইলে মোর জান যেত।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের শিবির। কাল—রাত্রি।
সূর্য্যমল ও তাহার পত্নী তমসা

তমসা। নিদ্রা হয় নাই?

সূর্য্য। নিদ্রা? সমস্ত—দিবস
করিয়াছি শয্যা পরিক্রমণ। বেদনা—
বিষম বেদনা স্কন্ধে। তমসা! তমসা!
—কেন হইল না মৃত্যু?—পৃথ্বী প্রিয়তম!
মানুষ ক'রেছি—ক্রোড়ে করে'; সমুচিত
পুরস্কার দিলি আজ। তোর খড়্গ শেষে
পড়িল এ স্কন্ধে? কিম্বা তুই কি করিবি?
ঐ দৈবের প্রতিশোধ। রায়মল ভাই—
সে-ও ত আমারে ক্রোড়ে ধরে', কত স্নেহে
লালন করিয়াছিল। তদন্নে বর্দ্ধিত—
আমি হইয়াছি তার বিশ্বাসঘাতক;
তার পুত্র লইয়াছে প্রতিশোধ। তবে,
—কেন হইল না মৃত্যু।

তমসা। হ'য়ো না অস্থির।

সূর্য্য। অস্থির? হইব স্থির অচিরে প্রেয়সী।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। উপস্থিত দ্বারে মেবারের যুবরাজ।

সূর্য্য। পৃথ্বী! পৃথ্বী!—নিয়ে এস ত্বরা
সসম্মানে।

[সৈনিকের প্রস্থান।

তমসা। [স্বগত] উপনীত পৃথ্বীরাও কি
হেতু শিবিরে?

পৃথ্বীর প্রবেশ

পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, প্রণাম চরণে।

সূর্য্য। এস প্রিয়তম বৎস!—দীর্ঘজীবী হও!
[তমসাকে] কর আশীর্ব্বাদ!—কেন
ফিরাইছ মুখ!
ইহা যুদ্ধক্ষেত্র নহে; এ আমার গৃহ।
পৃথ্বী প্রাণঘাতী শত্রু নহে এইক্ষণে;
সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। স্নেহের সামগ্রী।
কর আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে,—কর অভ্যর্থনা;
—এস বৎস! প্রাণাধিক। দীর্ঘজীবী হও।

তমসা। দীর্ঘজীবী হও।

পৃথ্বী। ক্ষত কিরূপ? পিতৃব্য!

সূর্য্য। বেদনা বিষম; তবু বহু উপশম
হইয়াছে, তোমারে দেখিয়া প্রাণাধিক,
এতদিন পরে।

তমসা। পৃথ্বী—সাধিয়াছ ভালো
পিতৃব্যে তোমার কাজ।

পৃথ্বী। মা, তোমার চেয়ে
বাজিয়াছে এই দুঃখ আমারে অধিক।

মুখ ঢাকিলেন

সূর্য্য। সাধন করে'ছ তুমি কর্ত্তব্য তোমার।
পিতার রক্ষার হেতু উঠায়েছ অসি
বিদ্রোহীর স্কন্ধে। তুমি করিয়াছ স্বীয়
কর্ত্তব্য!—করিনি আমি কর্ত্তব্য আমার।
আমি যার অন্নে পুষ্ট তাহারি মস্তকে
করিয়াছি লক্ষ্য অসি! আমি করি নাই
কর্ত্তব্য আপন।

পৃথ্বী। হায়! পিতৃব্য, কি হেতু
এ প্রমাদ?

সূর্য্য। শুধায়ো না বৎস, সেই কথা।
—ভুলিয়াছি জিজ্ঞাসা করিতে এতক্ষণ,
ভ্রাতার কুশল বার্ত্তা।

পৃথ্বী। দেখা হয় নাই
এখনো পিতার সঙ্গে।—পিতৃব্য এক্ষণে
বিষম ক্ষুধার্ত্ত আমি। খাদ্য কিছু আছে?

সূর্য্য। আছে খাদ্য কিছু? দাও তমসা।

তমসা। দিতেছি।
[স্বগত] থাকিত যদ্যাপি ভস্ম দিতাম
ও মুখে।

[প্রস্থান।

সূর্য্য। ধন্য তুমি পৃথ্বীরাজ! আর ধন্য তব
নবোঢ়া বনিতা তারা;—প্রচণ্ড বিক্রমে
করিয়াছে বন্দী মজফরে বীর নারী।
কোথা তারা?

পৃথ্বী। শিবিরে।

তমসার খাদ্য লইয়া প্রবেশ

সূর্য্য। এনেছ?

তমসা। যাহা ছিল এনেছি।

পৃথ্বীর সম্মুখে খাদ্য রাখিলেন

সূর্য্য। তমসা, খাইতে বল।—খাও বৎস তবে।
তমসা জানোই স্বল্পভাষিণী স্বতঃই।
পৃথ্বী। [আহার করিতে করিতে]
যুদ্ধ করিয়াছি আজি সিংহের বিক্রমে,
পিতৃব্য।
সূর্য্য। যদ্যপি স্কন্ধে নাহি পাইতাম
সাংঘাতিক এ আঘাত সহসা, হইত
অদ্যকার সমরের ফল অন্যরূপ।
তথাপি দুঃখিত নহি।—পরাজিত আমি
স্বহস্তে লালিত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিক্রমে।
পৃথ্বী। দাও বারি।
তমসা। [জল দিলেন]
পৃথ্বী। পান আছে?
তমসা। এই লও। [প্রদান]
পৃথ্বী। তবে
যাই আমি, পিতৃব্য, সমরক্লান্ত আমি;
—আবার হইবে দেখা সমরপ্রাঙ্গণে,
প্রভাতে, ভরসা করি।
সূর্য্য। নিশ্চয়, যদ্যপি
ক্ষণমাত্র এই ক্ষত উপশম হয়।
পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, প্রণাম
চরণে
সূর্য্য। যাও, যুদ্ধে জয়ী হও যশস্বী, সর্ব্বদা,
বংশদীপ—মেবারের যুবরাজ!
[পৃথ্বীর প্রস্থান।
তমসা। বুঝি না তোমার রীতি।
সূর্য্যমল। বুঝিবে তমসা,
একদিন!—কোথায় সারঙ্গদেব?
তমসা। স্বীয়
শিবিরে।
সূর্য্যমল। আসিতে বল আমার শিবিরে।
করিতে হইবে শীঘ্র যুদ্ধের মন্ত্রণা।
[তমসার প্রস্থান।
সূর্য্যমল। জ্বালায়েছি অগ্নি যদি—সে অগ্নি
জ্বলিবে,
জ্বালাইবে পুরপল্লী! কিন্তু যদি হয়
জয়লাভ? কি করি? বসিব আপনি
মেবারের সিংহাসনে?—না। ছাড়িয়া দিব
সিংহাসন পৃথ্বীরাজে! সম্পত্তি যাহার,
তাহার হউক! আমি করিব যাপন
জীবনের শেষ. দূর অরণ্যে নিভৃতে।
ধর্ম্মকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সিরোহী, যমুনার কক্ষের ছাদ। কাল—রাত্রি।
একাকিনী যমুনা

যমুনা। ঘোর অমাবস্যা রাত্রি।—গগনমণ্ডলে
জ্বলিছে নক্ষত্রপুঞ্জ, ভূত কাহিনীর
সুখস্মৃতিসম, ঘন নৈরাশ্য-সাগরে।—
—নিস্তব্ধ ধরণী। শুধু দূরে বংশীধ্বনি
উঠিছে বিলাপসম রজনীর মুখে
—এস নিশাথিনী! এস প্রিয় সখী মম।
দুঃখিনী আমরা বসি' কাঁদি এ নির্জ্জনে।

গীত

এস তারাময়ী নিশি এস ধরা মাঝারে।
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।
হুহু করি' হৃদিতলে দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি নিভাও গো তাহারে।
হয় যে সময় হৃদে হৃদয়ে যে শেল বিঁধে—
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে।

—গাঢ় হতে গাঢ়তর অন্ধকাররাশি
ঢেকে আসে পৃথ্বী। গাঢ় হতে গাঢ়তর
ঢেকে আসে নৈরাশ্য অন্তরে, নাহি জানি
হইবে কোথায় পরিসমাপ্ত নাটিকা।
"সতীর দেবতা পতি" পিতৃব্যের এই
উপদেশ করিয়াছি জীবন আশ্রয়।
দুঃখে, শোকে, অপমানে, চিত্তের বিপ্লবে,
অকূল সমুদ্রে, করিয়াছি ওই মন্ত্র
জীবনের ধ্রুবতারা। তবু মাঝে মাঝে
ঢেকে যায় সেই জ্যোতি নিবিড় জলদে;
আবার দেখিতে পাই তারে। কিন্তু হায়,
বুঝিয়াছি এ সমুদ্রে কূল পাইব না।
বুঝিয়াছি নাহি এই দুঃখের অবধি।
তবু ধৈর্য্য ধরে' থাকি। করি এই ব্রত
নীরবে নিভৃতে একা দুঃখে উদ্‌যাপনা।
—তবু পারি না যে ভালোবাসিতে পতিরে;
করিতে তাঁহারে ভক্তি, দিতে অন্তরের
পূজা,—পারি না। দয়াময়! শক্তি দাও,
শক্তি দাও যমুনার দুর্ব্বল হৃদয়ে।
—এই যে আসেন পতি! আজি যে সহসা?

প্রভুরাওর প্রবেশ

প্রভু। যমুনা!—
যমুনা। [স্বগত] স্বর মদিরাজড়িত
দেখছি।

প্রভু। তোমার নাম যমুনা? তোমার বাপকে আমি চিনি না ত। তোমার বাপের নাম কি?

যমুনা। আমার পিতা মেবারের রাণা রায়মল।

প্রভু। বটে বটে! সেই বেটাই তোমার বাপ বটে। ঐ যে কি নাম বল্লে তার। তোমার ঐ বাপ, প্রেয়সী তোমার বাপ চোর—বেজায় চোর।—রাগ করো না;—প্রমাণ দিচ্ছি—

যমুনা। প্রভু! আমার পিতা সাধু কি চোর, তা তোমার মুখে শুন্তে চাই নে।

প্রভু। প্রমাণ দিচ্ছি—এই সেই পাজি বদমায়েস বুড়ো তার বেহাই শুর্ত্তনকে রাজ্যের খানিক ছেড়ে দিলে। আর আমি কি বাবা ভেসে এসেছিলাম। দেখ যমুনা, তোমার ভাই ওই যে শালা—পৃথ্বী—শালা একেবারে নীচ খোসামুদে জোচ্চোর হাড়হাবাতে বেশ্যাসক্ত—

যমুনা। পায়ে ধরি প্রভু! আর থাকুক। আমার মনে ব্যথা দিও না। বড় ব্যথা পাই।

প্রভু। ওঃ! উনি ব্যথা পান ত আমার ঘুম হচ্ছে না। সত্যি কথা বলব, তার আর ভয় কি; নিশ্চয় বল্‌বো। আমি প্রমাণ করে' দিচ্ছি, যে তার স্ত্রী দস্তুর মত বারাঙ্গনা ছিল। তোমার ভাই জয়মল তাকে রেখেছিল। তার শোবার ঘরে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তোর ভাই পৃথ্বী—সাধের ভাই পৃথ্বী—তোর প্রাণের ভাই পৃথ্বী—তাকে বিয়ে করেছে কি না?—যাবি কোথায়? শুনে যা—

যমুনা। তা আমার কাছে বলে' কি হবে?

প্রভু। কি হবে? হবে এই যে, আমি তোকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে—দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। এমন বাপের মেয়ে, এমন ভায়ের বোনকে আমার ঘরে রাখলে কলঙ্ক হয়।

যমুনা। তাই হোক।

প্রভু। কিন্তু তার আগে তোর সামনে এই তোর বাপকে এক পয়জার; তোর ভাইকে দুই পয়জার।—

উদ্দেশ্যে পাদুকা প্রহার
যমুনা পায়ে ধরিতে উদ্যত প্রভু তাহাকে সবলে আঘাত ও যমুনার পতন

প্রভু। কেমন! হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান।

যমুনা। এই স্বামী আমার দেবতা। মা জগদম্বে!—এ অন্ধকারে পথ দেখাও, আর পারি না যে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বনস্থশিবির; স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে। কাল রাত্রি।

সূর্য্যমল ও সারঙ্গ

সূর্য্য। আমার যথাসাধ্য তা করেছি। নগর হতে নগরে, বন হতে বনে বিতাড়িত হ'য়ে শেষে এই বাতুরো জঙ্গলে আশ্রয় নিইছি। আমার কাজ আমি করেছি।

সারঙ্গ। তোমার কাজ তুমি করোনি।

সূর্য্য। আমার কাজ আমি করিনি? হায় ভগবান্! ভাইয়ের বিপক্ষে ষড়্‌যন্ত্র করেছি; ভাইপোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছি। আর তুমি? লুঠ নিয়ে ব্যস্ত।

সারঙ্গ। নইলে সৈন্যদের বেতন কোথা থেকে আসত সুরয? তোমার কোষাগার নেই; গচ্ছিত ধন নেই।

সূর্য্য। এরূপ অযথা উপায়ে এ সমর নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে জানলে, আমি এতে প্রবৃত্ত হতাম না।

সারঙ্গ। প্রবৃত্ত হয়েছিলে কেন? কার দোষ?

সূর্য্য। তোমার দোষ। তোমার মন্ত্রণায় এই সর্ব্বনাশ।

সারঙ্গ। যা হবার তা হয়েছে। এখন ভবিষ্যতের উপায় চিন্তা কর।—ও কি, ঘোড়ার পায়ের শব্দ না?—শত্রু নাকি?

সূর্য্য। এ নিশ্চয়ই ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বী। তরবারি কই?

তরবারি গ্রহণ, বেগে পৃথ্বী ও তারার প্রবেশ

পৃথ্বী। এই যে [সূর্য্যমলকে আক্রমণ ও সূর্য্যমলের পতন]।

সারঙ্গ। ধিক্ পৃথ্বী! তোমার পিতৃব্যের গায়ে আর সে শক্তি নাই।

পৃথ্বী। স্তব্ধ হ' বিদ্রোহী। [সূর্য্যকে] পরাভব স্বীকার কর?

সূর্য্য। পরাভব স্বীকার করি, পৃথ্বী!

পৃথ্বী। [সূর্য্যকে ছাড়িলেন]

সূর্য্য। পৃথ্বী! তোর কাছে পরাভব

স্বীকার করি, তাতে আমার লজ্জা নাই! আমি তোকে 'ক্রোড়ে করে' মানুষ করেছি। এ সুন্দর সুপেশী বলিষ্ঠ দেহ ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকলার মত বাড়তে দেখেছি। প্রত্যেক অবয়ব, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী আমার কাছে পরিচিত। তাতে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে আমার বুক ফেটে যায় পৃথ্বী।

পৃথ্বী। কি কর্ব্বে পিতৃব্য! যখন এই কালানল জ্বালিয়েছ—

সূর্য্য। ভাবিস্‌নে পৃথ্বী, যে আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বল্‌ছি। চিতোরের বীরমণ্ডলীকে নিয়ে আয়; এখনও যুদ্ধ কর্ত্তে পারি কি না দেখ। কিন্তু তোর সঙ্গে আর না।

পৃথ্বী। কেন পিতৃব্য, যুদ্ধে জ্ঞাতিত্ব নেই।

সূর্য্য। নেই বটে! কিন্তু ভেবে দেখেছি যে, তোর সঙ্গে যুদ্ধে আমার জয়েই বেশী লোকসান। যুদ্ধে আমি যদি মরি, আমার কি? আমি অপুত্রক, আমার জন্য কেউ কাঁদবার নেই। কিন্তু তুই যদি মরিস, তা হ'লে চিতোরের কি হবে?—আমার মুখে চিরকালের জন্য চূণ-কালি পড়্‌বে। তোর সঙ্গে আর না। চিতোরের বেছে বেছে একশত বীর নিয়ে আয়। একা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্ব। কিন্তু তোর সঙ্গে আর না।

পৃথ্বী। [অবনত মস্তকে] বুঝেছি পিতৃব্য, এত দিনে বুঝেছি। যুদ্ধে কেন তোমার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, যখন আমার দেহে অস্ত্রের দাগটি লাগেনি তা—এখন বুঝেছি।—পিতৃব্য ক্ষমা কর।

সূর্য্য। ক্ষমা কর্ব্ব কি রে? তোর উচিত কাজ তুই কচ্চিস্‌। আমি বিদ্রোহী; আমিই ক্ষমার পাত্র।

পৃথ্বী। সে ক্ষমার উপায় আমি কর্ব্ব।—না পিতৃব্য, আর না, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

সূর্য্য। [আশীর্ব্বাদ করিলেন] এ বালকটি কে?

পৃথ্বী। ইনি আমার পত্নী, তারাবাই!

সূর্য্য। মা তুমি তারা! তুমিই সেই বীর নারী, যে স্বহস্তে মজফরকে বন্দী করেছিল! হায় মা, যে দেশে হেন বীর নারী জন্মে, সে দেশে কি হেন কাপুরুষ জন্মে—যে আপনার ভাইয়ের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে হেয় যবনের সহায়তা গ্রহণ করে?—মা তুমি আয়ুষ্মতী হও।

সারঙ্গ। তবে কি বুঝবো যে এ যুদ্ধ এই-খানেই সমাপ্ত।

পৃথ্বী। পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধ এইখানেই শেষ।

তারা। পিতৃব্যপত্নী কোথায় পিতৃব্য?

সূর্য্য। কালীর মন্দিরে গিয়েছিল। [সারঙ্গকে]- এখনো ফিরে নাই কি?

সারঙ্গ। জানি না [স্বগত] মাঝে মাঝে তাঁকে উন্মাদিনী বোধ হয়। আমার প্রতি তাঁর আচরণ অদ্ভুত। অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাকে পুত্র সম্বোধন করেন।

পৃথ্বী। এখানে কালীর মন্দির আছে না কি?

সারঙ্গ। আছে।

পৃথ্বী। উত্তম! কাল তুমি আমি সেখানে গিয়ে, মাতাকে উৎসর্গ দিয়ে এ যুদ্ধ শেষ কর্ব্ব। বলির আয়োজন আমি কর্ব্ব।

সূর্য্য। তাই হোক।

পৃথ্বী। তবে আজ এখানে থাক্‌ব।

সূর্য্য। নিশ্চয়।

পৃথ্বী। আমরা আসবার আগে তোমরা কি কচ্ছিলে খুড়ো?

সূর্য্য। এই আবোল তাবোল বক্‌ছিলাম।

পৃথ্বী। তোমার মাথার উপর আমি হেন তোমার শত্রু যখন খাড়া রইছি, তখন তুমি এত উদাসীন ভাবে আবোল তাবোল বকছিলে?

সূর্য্য। কি কর্ব্ব পৃথ্বী? তদ্ভিন্ন আর উপায় কি?

পৃথ্বী। চল ভিতরে যাই।

[নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—কালীর মন্দির। কাল—মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত।
পৃথ্বী একাকী

পৃথ্বী। কালী! জগদম্বা! আমি করিব তোমার
পূজা নরবলি দিয়া। আমার, অথবা
সারঙ্গদেবের মুণ্ড লোটাবে চরণে
তোমার জননি, আজি! দিব মহাপূজা।
—আসিছে সারঙ্গদেব!

সারঙ্গদেবের প্রবেশ

পৃথ্বী। পিতৃব্য কোথায়?
সারঙ্গ। শোণিতক্ষরণে অতি দুর্ব্বল, প্রভাতে
শয্যাগত তিনি! একা আসিয়াছি আমি।
পৃথ্বী। সে ভালোই হইয়াছে।
সারঙ্গ। কই? বলি কই?
পৃথ্বী। আছে বলি।
সারঙ্গ। কই, কিছুই দেখি না।
পৃথ্বী। হাঁ আছে! সারঙ্গদেব! বলি মাতৃপদে
তুমি কিম্বা আমি।
সারঙ্গ। সেকি?
পৃথ্বী। তুমি জ্বালিয়াছ
এ বিদ্রোহ। করিয়াছি প্রতিজ্ঞা কালীর
সম্মুখে করিব এই সমরের শেষ
আজি নরবলি দিয়া তোমারে, বিদ্রোহী।
তুমি জ্বালিয়াছ এই বিদ্রোহ। তোমার
শোণিতে করিব এই বিদ্রোহ নির্ব্বাণ।
আমি মার দিব নরবলি। বুঝিয়াছ?
সেই বলি—তুমি কিম্বা আমি! নিষ্কাসিত
কর খড়্গ।
সারঙ্গ। উত্তম তাহাই হোক! অসি
কর মুক্ত। [অসি নিষ্কাসন] পৃথ্বীরাজ!
রাখিও স্মরণে,
আমি তব স্নেহাতুর কোমল স্বভাব
অথর্ব্ব পিতৃব্য নহি।—দয়া করিব না।
কঠিন কৃপাণ এই শোণিতলোলুপ।
পৃথ্বী। রক্ষা কর আপনারে বিশ্বাসঘাতক!

যুদ্ধ ও সারঙ্গের পতন এবং দূরে গিয়া তাঁহার মুণ্ডু নিক্ষিপ্ত হইল

পৃথ্বী। হোক্ এই রক্তে এই সমর নির্ব্বাণ।
লভিব পিতৃব্যক্ষমা, পিতার চরণে—
করজোড়ে জানু পাতি', দিয়া উপহার
মূল বিদ্রোহীর ছিন্ন মুণ্ড পিতৃপদে।

তমসার প্রবেশ

তমসা। একি! একি! কে করিল ইহা! পৃথ্বী
তুই? কি করিলি পৃথ্বী?
পৃথ্বী। পূজা দিলাম কালীর।
তমসা। দিয়াছ কালীর পূজা!—দাওনি
কালীর
পূজা, পৃথ্বী! করিয়াছ মোর সর্ব্বনাশ।
নিষ্ঠুর!—জানিস পৃথ্বী কে সারঙ্গদেব?
পৃথ্বী। চিতোরের রাজবংশে জন্ম তার জানি
পূর্ব্ব চিতোরাধিপতি 'লক্ষে'র সন্ততি।
তমসা। হায় পৃথ্বী!—কহি তবে কলঙ্কের
কথা
আমার!—সারঙ্গদেব সন্তান আমার।
পৃথ্বী। তোমার সন্তান?
তমসা। সত্য, আমার সন্তান। কিন্তু—কিন্তু
নহে তার পিতা সূর্য্যমল।
পৃথ্বী। কি কহিছ উন্মাদিনী?
তমসা। নহি উন্মাদিনী।
—কর রাষ্ট্র, পৃথ্বী, এই কলঙ্ককাহিনী
নগরে নগরে। আর করি নাক ভয়।
গিয়াছে সর্ব্বেব। ভয় করিব কি হেতু?
যার কিছু রাখিবার আছে বিশ্বতলে,
সেই ভয় করে। অদ্য আমার নিকটে
এই বিশ্ব মরুভূমি। এই চিত্ত হতে
সুখ দুঃখ আশা প্রীতি গিয়াছে ধুইয়া,
এ মহাপ্লাবনে। আর কারে নাহি ডরি—
এস এস প্রলয়ের মহাদীপ্তি—তবে
জ্বল, জ্বল, দগ্ধ কর ভস্ম করে' দাও।
[উন্মাদবৎ নিষ্ক্রান্ত।
পৃথ্বী। [হস্তে মুখাবরণ করিয়া]
নারী! ইহা কি সম্ভব!—জায়া তুমি
অবিশ্বাসী?
নারী! নারী! কি করিলে, কি করিলে তুমি।
তুমি যদি সতীধর্ম্মে দাও জলাঞ্জলি,
সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হবে,
ধর্ম্মলুপ্ত হবে;—তুমি যদি অবিশ্বাসী,
কে কাহারে করিবে বিশ্বাস বিশ্বতলে?
আহারে রহিবে বিষ; উপাধান তলে
লুক্কায়িত ছুরি; গৃহী হইবে সন্ন্যাসী।
বাহিরের কর্ম্মক্লান্তি হইতে মনুষ্য
আসে স্বীয়গৃহে, ধৌত করিতে প্রত্যহ
প্রেয়সীর স্নিগ্ধ প্রেম সর্ব্ব অবমান,
সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব পাপ। দেখে যদি আসি'
শুষ্ক সে নির্ঝর;—নর কোথায় যাইবে?
উদ্ভ্রান্ত পুরুষ ঘুরে কর্ম্ম আবর্ত্তনে!
দিগ্বিদিগ্; তুমি তারে রাখিয়াছ বাঁধি,
মাধ্য আকর্ষণে জায়া। ছিন্ন হয় যদি
সেই আকর্ষণ—নর কোথায় যাইবে!
—পবিত্র সম্বন্ধ সব মুছিয়া যাইবে
সংসার হইতে;—পিতা হবে পুত্রহীন;

পুত্র পিতৃহীন; ভ্রাতা ভ্রাতৃহীন; বন্ধু
বন্ধুহীন—ঈর্ষ্যায় সন্দেহে দ্বন্দ্বে, সদা
হইবে গৃহীর গৃহ ভগ্ন ধ্বংসস্তূপ,
মহা মরুভূমি, মহাশূন্য, একাকার।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রভাত।
রায়মল একাকী

রায়মল। ফিরিয়াছে পুত্র আজি, বিজয়ী সমরে,
সংগে ল'য়ে পুত্রবধূ। শুভদিন আজি।
কিন্তু এ সমরে হারায়েছি রত্ন এক—
অতুল্য অমূল্য রত্ন—ভাই সূর্য্যমলে।
পারিব না ভুলিতে সে আক্ষোভ জীবনে।

পৃথ্বী ও তৎপশ্চাতে তারার প্রবেশ ও রায়মলকে প্রণাম

রায়মল। আয়ুষ্মান্ হও বৎস!—এ ঘোর সমরে
জয়ী আজি রায়মল তোমার বিক্রমে।
—আয়ুষ্মতী হও, তারা। এস মা কল্যাণী!
তুমি আনিয়াছ শান্তি মেবারের গৃহে;
করিয়াছ দূর অভিমান-ব্যবধান
পিতা ও পুত্রের মধ্যে। বড় দয়াবতী
তুমি, বৎসে; তাই আসিয়াছ অনাহূত,
অযাচিতভাবে এই রাজপরিবারে।

তারা। পিতা! আপনার স্বত্বে আসিয়াছি আমি
আপন আলয়ে।

রায়মল। আস নাই স্নেহময়ী,
আশ্রয় লাভের তরে; আসিয়াছ তুমি
হাস্যমুখে—স্নেহময়ী জননীর মত—
অপরাধী পুত্রে টানিয়া লইতে ক্রোড়ে।
পৃথ্বী, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। অভিলাষ,
গ্রহণ করিব অবসর, সমর্পিয়া
রাজ্যভার তব করে; করিব যাপন
জীবনের শেষ অংক নিভৃতে নির্জ্জনে।

তারা। কোথায় যাইবে তাত! যাইতে দিব না।
আমরা করিব সেবা; বহিব তোমার
বার্দ্ধক্য, যেমতি জীর্ণ বটভারে বহে
তার শাখামূল।

রায়মল। বৎসে, শাস্ত্রের বিধান
ক্ষত্রের অন্তিমে যোগকার্য্য যোগ। আমি
করিয়াছি অবহেলা সে শাস্ত্রীয় বিধি
এতদিন;—তাই বুঝি এই পরিবারে
এত দ্বন্দ্ব কোলাহল, অশান্তি, বিগ্রহ।
এইক্ষণে যাই সভাগৃহে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। আমি রাণা
মেবারের! নাহি তবে হইল সফল
চারণীর বাণী।—সংগ হবে চিতোরের
রাণা। হা উদার সংগ! কোথা তুমি আজি!
স্বেচ্ছায় রাজত্ব ছাড়ি' তুমি বনবাসী।
অবিচার করিয়াছি, হইয়াছি রূঢ়
অত্যাচারী আমি, বাহুশক্তিমদভরে।
করিও মার্জ্জনা!

তারা। কি ভাবিছ প্রিয়তম?

পৃথ্বী। ভাবিতেছি? প্রিয়তমে, করি নাই হেন
প্রতিজ্ঞা যখন, যাহা ভাবিব, তাহাই
করিতে হইবে নিত্য তোমার গোচর।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। যুবরাজ! আসিয়াছে যুবরাজ কাছে
সিরোহী হইতে দূত এ পত্র লইয়া।

পৃথ্বী। কি পত্র? কাহার পত্র? দেখি!
যমুনার!

[পত্র গ্রহণ ও পাঠ। প্রতিহারীর প্রস্থান]

যাহা ভাবিয়াছি।

তারা। পত্র কার প্রিয়তম?

পৃথ্বী। সে সম্বাদে তোমার কি প্রয়োজন—
প্রিয়ে!

[বেগে প্রস্থান।

তারা। হয়েছে নাথের পরিবর্ত্তন এরূপ,
যুদ্ধ অবসানাবধি।—কথায় কথায়
উঠেন জ্বলিয়া ক্ষুদ্র বাড়বাগ্নিসম।
কখন চাহেন হেন তীব্র, মুখপানে,
ভয় পাই; অবনত করি চক্ষু দুটি।
এরূপ হইল কেন? মা ভবানী, কেন
এরূপ হইল—কিছু বুঝিতে না পারি।

[প্রস্থান।

স্থান—গম্ভীরা নদীর তীর। কাল—সন্ধ্যা।
তমসা একাকিনী উদাসিনী বেশে

তমসা। গেছে গেছে—সব গেছে। যা ছিল না তা হোল না। যা ছিল তা গেল। নারীর

ধর্ম্ম গেল। পতির প্রেম গেল। শেষে যার জন্য এত ষড়যন্ত্র, এত চেষ্টা, সেও গেল।—বুঝিছি এত দিনে, যে অধর্ম্মপথে সুখ হয় না। অধর্ম্মের শাস্তি এক দিন আসেই আসে। সে ইহজন্মেই হোক আর পরজন্মেই হোক্। গেছে গেছে সব গেছে। তবে আমি আর পড়ে' থাকি কেন। আজ এই গম্ভীরার জলে ঝাঁপ দিব। তার পর?—পরকালে নরকে পুড়বো? হোক! তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার জীবন্তেই নরকযন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে।—সারঙ্গ! সারঙ্গ!—কেন তোরে সেদিন দেখেছিলাম?—মায়া কাটিয়ে লোকলজ্জার ভয়ে তোকে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিইছিলাম; কে আমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে তোকে বাঁচালো? কেন তুই সেদিন আমার সামনে এসেছিলি?—আহা! সেই সজল কাতরচক্ষে আমার কাছে অন্নবস্ত্র চাচ্ছিলি, অথচ জানতিস্ না যে আমিই তোর মা? সে কথা তোর জীবনেও কখন জান্তে পাল্লিনে। ভেবেছিলাম চিতোরের সিংহাসনে তোক বসিয়ে সে কথা বলবো। সে সুযোগ আর হোল না। সারঙ্গ! সারঙ্গ! আমার সারঙ্গ! আমার প্রাণাধিক পুত্র!—ওঃ—

গাইতে গাইতে এক ফকিরের প্রবেশ ও প্রস্থান

গীত

আমার আমার বলে' ডাকি, আমার এও আমার তা
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিওনাক আমার যা।
আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে,
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা, আমার মা,
আমার পতি, আমার পত্নী;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ, ভবে, তাও রেখে যেতে হবে;
আমার বলে' কারে ডাকি?—চোখ বুজ্‌লে
কেউ কারো না।

তমসা। তাও ত বটে। আমি কার? কে আমার—এ সংসারে কে কার? যাকে আমার বলে' ডাকি; বড় আগ্রহে বড় আবেগে যাকে বুকে চেপে ধরি, বুকে চেপে তবু তৃপ্তি হয় না; যাকে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে চাই; সে ঐ যে যাদুকর মৃত্যু তার দণ্ডটি ছুঁইয়েছে, অমনি সে আমার একেবারে কেউ নয়—একেবারে পর!—একেবারে পর!—কেউ নয়। সে মায়া কাটিয়ে যায়, ভালবাসা ভুলে যায়, নির্দ্দয় ভাবে কোথায় চলে' যায়, আর দেখতে পাই না। আর দেখতে পাই না! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজে আর তাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পাই না। কি মানব জন্মই তৈরি করেছিলে দয়াময়? [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

১ সৈনিক। ধরা পড়েছে।

২ সৈনিক। ধরা পড়েনি। সূর্য্যমল আপনি ধরা দিয়েছে।

১ সৈনিক। ধরা দিলে কেন?

২ সৈনিক। কে জানে, যখন ধরা দিলে জানে নিশ্চয় মৃত্যু, তখন ধরা দিলে কেন, এটা একটা সমস্যা বটে।

১ সৈনিক। না, সূর্য্যমল হাজার হোক রাণার ত ভাই, রাণা তাকে ছেড়ে দেবে।

২ সৈনিক। উঁহু! রাণা সে রকম লোকই নয়। বিচারে তাঁর কাছে ভ্রাতৃত্ব জ্ঞাতিত্ব জ্ঞান নাই।

১ সৈনিক। তার বিচার হবে কবে?

২ সৈনিক। কাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তমসা। ধরা দিয়েছেন! শেষে ধরা দিয়েছেন!—তার আর আশ্চর্য্য কি? এরা জানে না তিনি কেন ধরা দিয়েছেন। আমি জানি। তিনি ধরা দিয়েছেন, মনের ক্ষোভে, যন্ত্রণায়, লজ্জায়। তাই তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ত্তে যাচ্ছেন।—আচ্ছা, মর্ব্বার আগে একটা ভাল কাজ করে' দেখি না কেন, কি হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাণার সভা। কাল—প্রভাত।
রায়মল সিংহাসনারূঢ়। সভাসদ ও অনুচরবর্গ।
পার্শ্বে পৃথ্বী। সম্মুখে শৃঙ্খলিত সূর্য্যমল

রায়মল। সূর্য্যমল! তুমি আর ভ্রাতা নহ আজি,
শত্রু তুমি! বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি,
সামান্য বিদ্রোহী প্রজামাত্র। বিদ্রোহীর
শাস্তি দিব আজি বন্দী!

সূর্য্যমল। তাহাই হউক।
মহারাজ! আমি সেই শাস্তি চাহি!

রায়মল। কিছু
বলিবার আছে?

সূর্য্যমল। কিছু বলিবার নাই।
রায়মল। সূর্য্যমল! প্রাণদণ্ড শাস্তি বিদ্রোহীর,
আছ অবগত তুমি!
সূর্য্যমল। আছি অবগত।
রায়মল। সেই প্রাণদণ্ড শাস্তি দিলাম তোমার।
পৃথ্বী। পিতা! পিতৃব্যের হেতু, নৃপতির ক্ষমা
চাহি করপুটে। কর পিতৃব্যে মার্জ্জনা!
রায়মল। পৃথ্বী! স্নেহশীল আমি! কিন্তু বসায়েছি
কর্ত্তব্যে স্নেহের উচ্চে! বসি' সিংহাসনে
অবিচার করিব না, বিচার করিব।
পৃথ্বী! এই রাজদণ্ড ক্ষমা নাহি জানে,
সম্বন্ধ না মানে, কেহ যেন নাহি কহে—
—"পড়ে তাহা বজ্রসম অপরাধী শিরে,
শুদ্ধ বর্ষে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাতির মস্তকে।"
—যাও তবে সূর্য্যমল। এ শুভ্র প্রভাতে
তব রক্তে বিরঞ্জিত হবে বধ্যভূমি।
সূর্য্যমল। রাণার অসীম কৃপা! আমারে লইয়া
চল বধ্যস্থলে! আমি প্রস্তুত প্রহরী!

প্রহরীসহ প্রস্থানোদ্যত

রায়মল। [সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া]
কোথা যাও সূর্য্যমল! ভ্রাতার নিকটে
বিদায় না মাগি'। ভাই, প্রিয়তম ভাই!
—উঠাও আনত মুখ; চেয়ে দেখ আমি
নহি নরপতি আর।—আমি এইক্ষণে
ভ্রাতা তব! কর আলিঙ্গন একবার
শেষবার, সূর্য্যমল।—করিয়াছি আমি
এই ক্রোড়ে লালন তোমারে প্রিয়তম,
ভাইটি আমার!—কত আগ্রহে আদরে!
এই হস্তে আজি দিতে হইল তোমারে
প্রাণদণ্ড প্রাণাধিক—বিধির বিপাকে!
সূর্য্যমল। বিধিবিড়ম্বনা ভাই! কি করিবে তুমি?
রায়মল। সূর্য্যমল! সূর্য্যমল! কেন রহিলে না
সেই সূর্য্যমল তুমি—সরল, উদার,
স্নেহশীল! কেন মুখ ফুটে বল নাই
তুমি রাজ্য চাহো ভাই? আমি অনায়াসে
ছাড়িয়া দিতাম তাহা!
সূর্য্যমল। মার্জ্জনা করিও;
আমার মৃত্যুর পরে মার্জ্জনা করিও।
ভুলে যেও অপরাধ অবোধ ভ্রাতার।
আমি মূঢ়। বুঝি নাই।
রায়মল। না না এত তুমি
নহ সূর্য্যমল!—কহ কে মন্ত্রণা দিল?—
তোমারে শিখণ্ডীরূপে রাখি পুরোভাগে,
কে হানিল এ হৃদয়ে এ বিষাক্ত শর?
কে সে? কহ—
সূর্য্যমল। কহিব না; বলিও না ভাই
কহিতে সে কথা আজি।
রায়মল। কি করিলে ভাই?
কি কহিব? তব এই কার্য্যে, সূর্য্যমল,
জ্বালায়ে দিয়াছ বক্ষে সর্ব্বৈব বিশ্বাস।
চেয়ে দেখি ঘন নীলাম্বরে, শঙ্কা হয়
তাহা আবরণ তরে ক্রূর বজ্রশেল;
দেখি স্বচ্ছ নির্ঝর, সন্দেহ হয় বুঝি
তাহাতে মিশ্রিত বিষ; শুনি গীতধ্বনি,
ভাবি আছে তাহে কোন নিহিত বিদ্রূপ!—
সূর্য্যমল!—কি করিলে এ বৃদ্ধ বয়সে
আমার?
সূর্য্যমল। ভুলিয়া যাও এ দুঃস্বপ্ন বলি'
ভাবিও এ ধূমকেতু নিশীথ আকাশে—
আসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু চিরদিন
রহে স্থির অটল নক্ষত্ররাজি তাহে।
ভাবিও এ ভূমিকম্প বিপ্লব ক্ষণিক—
—আসে যায়, রহে কিন্তু শ্যামল পৃথিবী,
ধীর, শান্ত, পূর্ব্ববৎ।—ক্ষমা কর ভাই,
এক্ষণে বিদায় দাও।
রায়মল। যাও সূর্য্যমল!
আমি করিয়াছি ক্ষমা। পাও যেন তুমি
বিধাতার মার্জ্জনা মৃত্যুর পরে ভাই।
[জনতা হইতে তমসা নিষ্ক্রান্ত।
তমসা। কোথা যাও! যাইও না। দাঁড়াও দেবতা,
[সূর্য্যমল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান]
দাঁড়াও মুহূর্ত্তকাল [রায়মলের পদতলে
পড়িয়া] শুন মহারাজ!
কিছু বলিবার আছে—
সূর্য্যমল। নারী উন্মাদিনী;
শুনিও না এর কথা—
তমসা। শুনিতে হইবে।
সূর্য্যমল। তার পূর্ব্বে বধ কর আমারে।
তমসা। শুনিবে
তুমিও সে কথা।—তবে শুন মহারাজ!

দোষী নহে স্বামী। দোষী আমি জ্বালায়েছি
আমি এ বিদ্রোহ বহ্নি। দিয়াছি মন্ত্রণা
আমি। আমি ডাকিয়াছি মালবে চিতোরে।
আমার এ ষড়্‌যন্ত্র—আমার।

রায়মল। তোমার?

তমসা। আমার। তবে এ কার্য্য কেন করিলাম?
জিজ্ঞাসা করিবে? শুন, কেন করিলাম।

সূর্য্যমল। শুনিও না মহারাজ' রাখ এ মিনতি।

তমসা। শুনিতে হইবে। আমি কলঙ্ককাহিনী
রটাইব আপনার, উদ্গারিব বিষ;
করিব স্বীকার পাপ—শুন মহারাজ।
জানিতে সারঙ্গদেবে?—সে পুত্র আমার!
তথাপি তাহার পিতা নহে সূর্য্যমল।

রায়মল। সত্য! উন্মাদিনী নারী!—

তমসা। উন্মাদিনী আমি,
কিন্তু যাহা কহিতেছি, নহে সে প্রলাপ।
—তাহাকে করিতে এই মেবারের রাণা
করিয়াছিলাম আমি এ গূঢ় মন্ত্রণা।
—ব্যর্থ হইয়াছে তাহা। না আসিত যদি
পৃথ্বী এ সময়ে, তাহা সফল হইত।
কে দিল পৃথ্বীকে জানো বিদ্রোহ সংবাদ,
অনুরোধ করি' যোগ দিতে এ সংগ্রামে,
আসিয়া রাণার পক্ষে?—এই সূর্য্যমল।

রায়মল। সূর্য্যমল!!! আপনি বিদ্রোহী!!! সত্যকথা
সূর্য্যমল?

তমসা। সত্যকথাই পতিত যদ্যাপি
এই ষড়্‌যন্ত্রজালে স্বামী, তবু তিনি
বুঝিলেন সেইক্ষণে স্বকীয় প্রমাদ—
লিখিলেন এক পত্র ভ্রাতুষ্পুত্রে, আসি'
দিতে এ সমরে যোগ চিতোরের সনে।

পৃথ্বী। ইহা সত্য কথা। পিতা। জানি না কি হেতু
করি নাই এই সত্য পিতার গোচর
এতদিন!

তমসা। করিলাম সত্য অনাবৃত।
এই মূলে বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দাও।

রায়মল। অবধ্য রমণী।

সূর্য্যমল। কেন কহিলে তমসা,
আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে কলঙ্ককাহিনী?

তমসা। কেন কহিলাম! পূর্ব্বে কদাপি জীবনে
করি নাই পুণ্য কর্ম্ম,—আজ করিলাম।
ভাবিও না স্বামী, চাহি মার্জ্জনা তোমার।
সেই অধিকার রাখি না। আজীবন,
করিয়াছি ছল, ভাণ, করিয়াছি প্রেম,
শুদ্ধ স্বার্থসিদ্ধি হেতু। চাহি না মার্জ্জনা:
তবে পুণ্য কভু করি নাই; নাহি জানি
কি সুখ তাহার, তাই দেখিলাম আজ।
দেখিলাম তাহে সুখ আছে, বড় সুখ,
পাপ কর্ম্ম লব্ধ সুখ চেয়েও অধিক
সে সুখ।—আরম্ভ করিলাম জীবনের
নূতন অধ্যায় আজি। নারীর জীবন
যাহা এত তুচ্ছ, ঘৃণ্য রাজদণ্ড, সেও,
তাহারে করিতে স্পর্শ ঘৃণ্য বোধ করে:—
সে জীবন যথাসাধ্য, উৎসর্গ করিব
আজি হ'তে পুণ্য কর্ম্মে পরহিত ব্রতে।
[প্রস্থান।

রায়মল। প্রহরী এক্ষণে মুক্ত কর সূর্য্যমলে।
[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাণার অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—প্রভাত।
শয়তান ও তাহার রাণী

শয়তান। তোমাকে বরাবর বলে' এসেছি রাণী যে চুপ করে' বসে' থাক; ঘটনাগুলি আপনিই ঠিক খাপে খাপে বসে' আসবে। দেখ, তাই হোল কি না। ঘটনাপরম্পরা এমন মোলায়েম ভাবে ঘটে' আস্‌ছে, যে এর পরে যে কি হবে বোঝা যাচ্ছে না।

রাণী। আবার কি হবে?

শয়তান। এক চিতোরের রাণাও হ'তে পারি, চাই কি তুর্কীর বাদশাহও হ'তে পারি। এই দেখ তোড়া উদ্ধার হ'ল; আমি এখন যে রাজা সেই রাজা। তার উপর মেয়ের এমন এক পাত্র জুটলো যে, আমি এক নিঃশ্বাসে একেবারে রাজা রায়মলের বেহাই হয়ে' পড়লাম। তার উপরে আবার শুনছো যে রাণা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মাসাধিক পরে পৃথ্বীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর্ব্বেন। তা'লেই দাঁড়াল এই যে পৃথ্বী হোল মহারাণা, তারা হোল মহারাণী—আমি আর একদৌড়ে একেবারে মহারাণার শ্বশুর।

রাণী। এই গৌরব নিয়ে অহঙ্কার কর্ত্তে লজ্জা করে না? এ পরদত্ত সাম্রাজ্য ভোগ করার চেয়ে বনবাসী থাকা ভালো।

শূরতান। এই স্ত্রীলোক জাতটাকে কোন রকমেই সন্তুষ্ট করা যায় না। যখন বনবাসী ছিলাম, তাতেও ঘ্যানর ঘ্যানর। আর আজ রাণার বেহাই স্বরূপ নিমন্ত্রিত হ'য়ে, চিতোর এসে যে রাজভোগ খাচ্ছি, তাতেও সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। ফলকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে—ঘ্যানর ঘ্যানর করাই স্ত্রী জাতির স্বভাব,—"যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।" আচ্ছা, এ পরদত্ত রাজ্য না হয় চুলোয় যাক্—এই রাজভোগ চুলোয় যাক্। কিন্তু তারার এর চেয়ে কি সৎপাত্র মিল্‌তো?

রাণী। সে সৎপাত্র বিধাতা জুটিয়ে দিয়েছেন।

শূরতান। যোগ্য ব্যক্তিকেই বিধাতা ঐ রকমই জুটিয়ে দেন।

রাণী। তুমি ত সে বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলে।

শূরতান। আর তুমি তৎপর হ'য়ে ত সবই করেছিলে। ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে ত এক জয়মল বিভ্রাট ঘটিইছিলে।

রাণী। কেন, সে কি মন্দ হ'ত?

শূরতান। মন্দ! তারার তার চেয়ে, ওই যে দেখ্‌ছ একটা ষাঁড়, ঐ ষাঁড়টাকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল। বিয়ে কল্লে আর কি!

রাণী। বিয়ে কর্ত্ত কি না দেখ্‌তে, যদি মোহিত সিংহ অন্তরায় না হোত।

শূরতান। এঃ, স্ত্রীজাতিটা নিরেট। যদি তার মাথার উপর গোতম মুনির তর্কশাস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে মারা যায়, তা'লে সে ন্যায়শাস্ত্রটাই চূর্ণ হয়, তার মাথার কিছু হয় না।—মোহিত সিং কি কল্লে! সেত জয়মল আসার আগেই চ'লে গিইছিল।

রাণী। চলে' গিইছিল বটে। কিন্তু আমি পরে জেনেছি, যে তারার হৃদয়ে তার মূর্ত্তি মুদ্রিত করে' রেখে চলে' গিইছিল।

শূরতান। বটে! তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত ক'রে চলে যাইনি ত?—[গম্ভীরভাবে] রাণী, তা হোত না।

রাণী। কি হোত না?

শূরতান। মোহিতকে ও বিয়ে কর্ত্ত না, জয়মলকেও বিয়ে কর্ত্ত না। তার নজর আমি চিরকাল দেখেছি রয়েছে ঐ চিতোর সিংহাসনের দিকে। আর সে জানে যে, পৃথ্বী একদিন না একদিন সে সিংহাসনে বসবেই। এ কি ছেলের হাতে মোয়া! তারা আমার মেয়ে ত বটে।—আমি বরাবর ও'ত পেতে আছি, তাই এতদিন চুপ ক'রে ছিলাম।

রাণী। তুমি আবার কি কল্লে। ঘটনা-পরম্পরায় এ রকম ঘটে' গেল।

শূরতান। রাণী! যারা চুনোপুটি ধরে, তারা জল ঘুলিয়ে পাঁকের দুর্গন্ধ উঠিয়ে পুকুরময় জাল ফেলে বেড়ায়। কিন্তু যারা রুই কাৎলা ধরে, তারা জালটি পেতে চুপ করে' বসে' থাকে। এখন চল, রাজভোগের যথাযোগ্য ব্যবহার করা যাক্ গে—সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচালনা করে' স্থূল শরীরটা একটু কাতর হ'য়ে পড়েছে।

রাণী। [সহাস্যে] বিধাতা তোমাকে ভোজনপ্রিয় ব্রাহ্মণ না করে' ক্ষত্রিয় কল্লেন কেন?

শূরতান। বিধাতার ও রকম ভুল আরও দুই একটা তোমাকে দেখিয়ে দেব। একটা মাত্র এখন দেখিয়ে দিচ্ছি—এই তিনি যদি তোমাকে নারী না করে' পুরুরাজের হাভিলদার রূপে সৃষ্টি কর্ত্তেন, তা'লে সম্ভবত সেকেন্দার সার সঙ্গে যুদ্ধে পুরুরাজ হারতেন না।—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিপরীত দিক হইতে পৃথ্বীর প্রবেশ

পৃথ্বী। আমি শুন্তে চাইনি। হঠাৎ কাণে এল। বুঝিছি সব বুঝিছি। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। আমি এদের পার্থিব উন্নতির পথে সোপান মাত্র? ষড়্‌যন্ত্র! ষড়্‌যন্ত্র! না। তাই বা বলি কেন? আমি নিজেই ত ধরা দিইছি, মোহিত সিং কে?—এ মোহিত সিং তবে তারার প্রণয়ী ছিল।—আরও কত প্রণয়ী ছিল কে জানে!—তা নৈলে জয়মল তারার শয়নাগারে প্রবেশ কর্ত্তে সাহস করে?—তা নৈলে তারা একটা রাজ্যের জন্য আপনাকে বিক্রয় করে? পিতৃব্য পত্নীর মুখে সেই ভীষণ স্বীকারকাহিনী শোনার পরে আর কিছুই অবিশ্বাস হয় না। সবই সম্ভব! তারার ইতিহাসি দেখ্‌ছি অবিকল সেই একই ইতিহাস!—সব স্ত্রীরই কি তাই? এত আদর, আগ্রহ, সেবা,

শুধু স্বামীর অর্থের মানের ক্ষমতার জন্য? ঘৃণা জন্মে' গিয়েছে। এই সমস্ত নারী জাতিটার উপরেই ঘৃণা জন্মে গিয়েছে—এই যে তারা আস্‌ছে।

তারার প্রবেশ ও সঙ্কুচিতভাবে দ্বারদেশে অবস্থিতি

পৃথ্বী। কি চাও?

তারা। [নীরব]।

পৃথ্বী। নীরব রৈলে যে?

তারা। তুমি কি কোথাও যাচ্ছ?

পৃথ্বী। হাঁ যাচ্ছি—সিরোহী রাজ্যে—

তারা। কেন? সহসা?

পৃথ্বী। কেন!—[স্বগত] আচ্ছা না হয় বল্লামই না। [প্রকাশ্যে] সেদিন যমুনা চিঠি লিখেছিল জানো?—যমুনা আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।

তারা। [অধোমুখে] আমি সঙ্গে যাবো?

পৃথ্বী। না।

তারা। কেন নাথ?

পৃথ্বী। সব কথা শুনে কোন ফল নাই, তারা।

তারা। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] নাথ! একদিন ছিল, যে আমাকে সব কথা খুলে বল্‌তে।

পৃথ্বী। সে দিন আর নাই তারা।

তারা। কেন স্বামী' কি দোষ করেছি?

পৃথ্বী। [স্বগত] ঠিক এক রকম। পিতৃব্যপত্নীও ঠিক এক রকম বল্‌তেন।

তারা। আমি লক্ষ্য করেছি নাথ, যে এই মাসাধিক কাল আমার প্রতি তোমার সে প্রেম, সে নির্ভর, সে বিশ্বাস নাই।

পৃথ্বী। কিছুই চিরদিন থাকে না তারা।

তারা। থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ চিরদিন থাকে। এ ভঙ্গুর সংসারে এই এক সম্বন্ধ চিরস্থায়ী—পর্ব্বতের মত অটল, সমুদ্রের মত গভীর, নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল। এ সম্বন্ধ ঘোচে না প্রভু।

পৃথ্বী। উঃ কি ভয়ঙ্কর!

তারা। আমি যদি কোন অপরাধ করে' থাকি ক্ষমা কর। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাসী। তোমার কাছে আমার অপরাধ পদে পদে।—ক্ষমা কর।

পৃথ্বী। [স্বগত] পিতৃব্যপত্নীও ঠিক এই রকম বল্‌তেন।—ভারি মিলছে। [প্রকাশ্যে] তারা—[দীর্ঘনিঃশ্বাস]।

তারা। [পদতলে পড়িয়া] বল, আমি কি দোষ করেছি।

পৃথ্বী। ওঠ তারা, বলছি কি দোষ করেছ। [সস্নেহে তারার হাত দুইটি ধরিয়া] —তারা! তুমি আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন?

তারা। তুমি জানো ত সব।

পৃথ্বী। [হস্ত ছাড়িয়া কঠোর স্বরে] জানি সব জানি। আর তুমি ভাবচ আমি যা জানি না, তাও জানি।

তারা। কি জানো?

পৃথ্বী। তোমার ভূত জীবনের ইতিহাস। সে কথা যাক্!—তারা! তুমি চেইছিলে তোমার পিতার হৃতরাজ্য, তা পেয়েছো। তোমার যে দাম চেইছিলে, তা পেয়েছো। আর কি চাও? তোমার পিতা-মাতা তোমার রূপের ফাঁদ পেতে ছিলেন, রাণার বেহাই হবার জন্য। সে ফাঁদে পড়ে' অবোধ বেচারী ভাই জয়মল মারা যায়; সে ফাঁদে আমি ধরা পড়েছি।—তোমরা সবাই যা চেয়েছিলে, তা পেয়েছো। আর কি চাও? বল দিচ্ছি।—হা ঈশ্বর!—নারীরূপের কি ফাঁদই তৈরি করেছিলে! [প্রস্থান।

তারা। নাথ! এ কথা না বলে' বুকে ছুরী বিঁধিয়ে গেলে না কেন?—অহো ভগবান্!—এতদূর!

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—প্রভুরাওর বিলাস কক্ষ। কাল—রাত্রি।

প্রভুরাও ও পারিষদবর্গ
সম্মুখে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য

প্রভু। বাহবা বাহবা! নাচো আবার নাচো! রূপের ফোয়ারা তুলে দাও।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] ফোয়ারা তুলে দাও।

প্রভু। মর্ত্ত্যে নামিয়ে নিয়ে এস স্বর্গরাজ্য। জীবনের সার হচ্ছে সৌন্দর্য্য। আর সৌন্দর্য্যের সারই হচ্ছে নারী।—এই ঢালো।

পারিষদবর্গ। এই ঢালো।

প্রভু। নারী শব্দে ১৫ থেকে ২০ বৎসরের বয়স পর্য্যন্ত চলনসৈ অসম্পর্কীয়া সব নারী বোঝায়।—কিন্তু স্ত্রী বাদ।

পারিষদ। হাঁ হাঁ অমরকোষে এই রকম লেখে বটে।

প্রভু। লেখে বটে?—হিঃ হিঃ হিঃ।

পারিষদবর্গ। হিঃ হিঃ হিঃ!

প্রভু। স্ত্রী জিনিষটা কি রকম জানো!—এই বেজায় একঘেয়ে!

পারিষদবর্গ। বেজায় মহারাজ।

প্রভু। কিন্তু নারী জিনিষটা কি রকম জানো? এই পঞ্জিকা রকম আর কি;—অন্ততঃ বছর বছর একখানা করে' নূতন চাই। হিঃ হিঃ হিঃ!

পারিষদবর্গ। হিঃ হিঃ হিঃ।

১ পারিষদ। মহারাজের মুখে আজকে রসিকতার খৈ ফুটছে দেখছি।

২ পারিষদ। আর মদ নৈলে যা প্রকৃত রসিকতা, তা কি হয় দাদা।

প্রভু বটে—তবে আরো ঢালো—এই রূপসীরা—

পারিষদবর্গ ও নর্ত্তকীদের গীত

ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো আরো ঢালো।
রূপের সঙ্গে তীব্র মদিরা লাগে ভালো,
ভারি লাগে ভালো।
স্বর্ণপাত্রে ঝর তুমি সুরা,
সরসরক্তঅধর মধুরা,
চুম্বন দাও শিরায় শিরায় লালসাবহ্নি জ্বালো
জ্বালো।
আমরা ঢালিব রূপের আহুতি
জ্বলিবে দ্বিগুণ কামানল,
কামের সাগরে উঠেছি আমরা উর্ব্বশী,
তুমি হলাহল;
আমরা ঝড়ের মত বয়ে' যাই;
বন্যার মত এস তুমি ভাই;
সর্ব্বনাশটি না করিয়া আজ যাব না লো সখি
যাব না লো।

চন্দ্ররাওর প্রবেশ

প্রভু। চন্দ্ররাও যে! খবর কি?

চন্দ্র। ভারি সুখবর, মহারাজ, ভারি সুখবর।

প্রভু। কি রকম!—কি রকম!

চন্দ্র। পৃথ্বী—

প্রভু। আবার "পৃথ্বী" জ্বালাতন কল্লে যে।—"পৃথ্বী" ছাড়া কি আর কথা নেই?

চন্দ্র। তাই ত বোধ হচ্ছে! রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, যেখানে যাই, কেবল "পৃথ্বী" রবই শুনছি। কুলবধূদের মুখে ঐ নাম, চারণ কবিরা ঐ নাম গাচ্ছে; সভায় মন্দিরে—

প্রভু। থাক্ থাক্। তার কি হয়েছে বলে' ফেল। সে মরেছে বল্‌তে পারো?

চন্দ্র। আজ্ঞে সে ছেলেই নয়! বরং এই সপ্তাহ দুই পরে তার অভিষেক। রাণা অবসর নিচ্ছেন। এখন পৃথ্বীই রাণা হচ্ছে।

প্রভু। পৃথ্বী রাণা?

চন্দ্র। কেন রাণার ছেলে রাণা হবে, এর মধ্যে আশ্চর্য্যটা কি দেখ্‌লেন? আপনার দুঃখ কিসের!

প্রভু। পৃথ্বী আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। আবার তুমি বল আমার দুঃখ কিসের? —প্রতারণা! প্রতারণা! সঙ্গ সন্ন্যাসী, জয়মল মৃত, পৃথ্বী নির্ব্বাসিত, এতে আমার রাণা হবার কথা ছিল না? প্রতারণা! চুরি! ধাপ্পা-বাজি!—আমি তাই রাণার মেয়েকে এতদিন পুষেছি। আজ, আমি তাকে মেরে বাড়ীর বার করে' দেবো।—এই কে আছিস্?

দৌবারিকের প্রবেশ

প্রভু। যা, রাণীকে এখানে এক্ষণেই নিয়ে আয়। শুধু নিয়ে আসবিনে, কুকুরের মত শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আয়।

দৌবারিকদ্বয়। যো হুকুম মহারাজ!

[প্রস্থান।

চন্দ্র। মহারাজ!

প্রভু। চোপ রহো!

পারিষদবর্গ নিস্তব্ধ

চন্দ্র। আমি তবে আসি মহারাজ!

[প্রস্থান।

প্রভু। —ষড়্‌যন্ত্র!—রাণা ছেলেকে নির্ব্বাসিত করেছিল। তাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছে শুদ্ধ আমাকে ফাঁকি দেবার জন্য।—এতদূর জোচ্চোরি! ঢালো—এই ঢালো।

নর্ত্তকীদের গীত

"ঢালো, আরো ঢালো" ইত্যাদি।

প্রভু। এই চোপরও।

পারিষদবর্গ। চোপরও।

প্রভু। আমি আজ প্রতিশোধ নেবো! প্রতিশোধ নেবো। [পরিক্রমণ] জোচ্চোরি!

শৃঙ্খলাবদ্ধ যমুনার প্রবেশ

দৌবারিক। মহারাজ! এনেছি।

প্রভু। এনেছিস্ বেশ করেছিস্।—এই যমুনা!

যমুনা। [নীরব]

প্রভু। আমি আজ তোকে অপমান কর্ব্ব।

যমুনা। অপমান রোজ ত কর্চ্ছই। বাকি রেখেছ কি?

প্রভু। যেটুকু বাকি রেখেছি, সেটুকু আজ কর্ব্ব। আজ তোকে জুতো মেরে আমার বাড়ী থেকে বের করে' দিব।

যমুনা। তাই দাও। এ আপদ দূর হোক। তাই দাও। আর সহ্য হয় না।

প্রভু। না; তোকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলে শুধু হচ্ছে না। তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

যমুনা। আমার অপরাধ কি মহারাজ?

প্রভু। তোর অপরাধ যে রায়মল তোর বাপ, আর পৃথ্বী তোর ভাই।

যমুনা। এই অপরাধ! এ অপরাধ আমি স্বীকার করি, মহারাজ! তার জন্য যা শাস্তি দিবে দাও, মাথা পেতে নেবো। তাই এ জীবনের সান্ত্বনা, অপমানে অহঙ্কার। আমি যে তোমার এত অত্যাচার সহ্য কর্চ্ছি, তা এই মনে করে', যে আমি রাণার মেয়ে, পৃথ্বীর বোন; আমার অপমান নাই; তা এই মনে করে' যে ইচ্ছা কল্লেই এ অপমানের প্রতিকার কর্ত্তে পারি। তবে প্রতিকার করি না—কারণ তুমি যাই হও, আমার স্বামী;—প্রতিকার করি না—কারণ আমি হিন্দুনারী—যে হিন্দুধর্ম্মে শিক্ষা দেয় যে, স্বামী পাষণ্ড হ'লেও সে নারীর দেবতা। তাই এতদিন এত সহ্য করেছি;—অপমান গা পেতে নিইছি। বুক ফেটে গিয়েছে তবু সহ্য করেছি, প্রাণ জ্বলে' গিয়েছে তবু সহ্য করেছি, চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছে তবু সহ্য করেছি। নৈলে আমি কি মুষ্টিমের অন্নের জন্য তোমার দুয়ারে পড়ে' আছি মনে কর?—আমি—যার বাপ রাণা রায়মল, যার ভাই ভুবনবিখ্যাত পৃথ্বীরাজ?

প্রভু। বটে! তোমার অহঙ্কার চূর্ণ কর্চ্ছি। আমি যদি তোকে এখানে পদাঘাত করি, তোর বাপই বা কি কর্ত্তে পারে। আর তোর ভাইই বা কি কর্ত্তে পারে? [কেশাকর্ষণ ও পদাঘাত; যমুনার পতন]

পঞ্চ সৈনিকসহ বেগে পৃথ্বীর প্রবেশ

পৃথ্বী। প্রভুরাও—একি?

[গলদেশ ধারণ ও পারিষদবর্গের চীৎকার করিয়া পলায়ন।

প্রভু। কে? এ্যাঁ পৃথ্বীরাজ? ছাড়ো।

পৃথ্বী। [ছাড়িয়া, অসি নিষ্কাশিত করিয়া] খোল তরবারি।

প্রভু। এ্যাঁ তরবারি খুলবো কেন?—এই কে আছিস্?

পৃথ্বী। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? মর বীরের মত মর। আজ তোমার অন্তিম দিন। কি! তরবারি খুলবে না? [গলদেশে ধাক্কা ও প্রভুর পতন, তাঁহার উপরে বসিয়া] প্রভুরাও, এই তোমার শেষ মুহূর্ত্ত। ইষ্টদেবের নাম জপো। [তরবারি উত্তোলন]

প্রভু। [সকাতরে] ক্ষমা কর পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বী। ক্ষমা চাও যমুনার—তার পায়ে ধরে' ক্ষমা চা' কাপুরুষ।

প্রভু। যমুনা! পায়ে ধরি, ক্ষমা কর।

যমুনা। মেজদাদা! ইনি যাহাই হোন্ আমার স্বামী। এই মুহূর্ত্তে এ'কে ছেড়ে দাও।

পৃথ্বী। [ছাড়িয়া স্বগত] এ্যাঁ! রমণী এরূপও দেখ্ছি হয়!—তাই ত।—[প্রকাশ্যে] আচ্ছা। ছেড়ে দিলাম এবার, প্রভুরাও। মনে থাকে যেন যে এবার যমুনার কৃপায় তুমি প্রাণ পেলে। [ধাক্কা দিয়া] কেমন মনে থাক্‌বে?

প্রভু। থাকবে।

পৃথ্বী। ভবিষ্যতে শুনিচি যে এর গায়ে আঁচড়টি লেগেছে কি তুমি গিয়েছ জেনো। যমুনা পৃথ্বীর বোন্; মনে থাক্‌বে?

প্রভু। খুব থাক্‌বে।

পৃথ্বী। চল যমুনা গৃহাভ্যন্তরে। এ মাতালের আড্ডা থেকে চল।

[পৃথ্বী ও যমুনার প্রস্থান।

প্রভু। [দন্ত ঘর্ষণসহ] পৃথ্বী! এর প্রতিশোধ নেবো! উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবো। না নেই, আমার নাম প্রভুরাও নয়।.

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—উদ্যান। কাল—সায়াহ্ন।
একাকিনী তারা

গীত

কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা,
সে বিনে নিজ করে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে নিবারে, যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরে সে বিনে।

তারা। কেন আজ হৃদয় আকুল, বারংবার
নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু। কাঁপে বক্ষঃস্থল।

পদবিক্ষেপসহ পুনরায় গীত

নাহি আর মধু রে মধুর অধরে;
শরত চাঁদিমা চরণে লুটায় অনাদরে;
হাসে কি গগন, ঘন ঘন আবরিলে তারে?
বিফলে চন্দ্রমা তারা রাজি ভায় তায় রে।
কে পারে—

সত্য!—ভাবিলেন তিনি, এত নীচ
আমি! মনেও আসিল তাঁর? হায়!—

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। যুবরাণী—
তারা। আমি যুবরাণী নহি—আমি শুদ্ধ "তারা"।
পরিচারিকা। কেন রাজপুত্রি?
তারা। "কেন" বলিতে চাহি না। নহি
যুবরাণী, নহি রাজপুত্রি। আমি
শুদ্ধ "তারা"।—ততোধিক সম্মান চাহি না।
পারচারিকা। আমরা সামান্য নারী! বুঝিনাক অত
নামের মহিমা। যাহা বলিয়া এসেছি
এত দিন, তাহাই বলিব। রাজপুত্রী!
চাহে একজন নারী সাক্ষাৎ তোমার!
তারা। কিরূপ সে নারী?
পরিচারিকা। অতি দুঃখিনী।
তারা। দুঃখিনী? নিয়ে এস।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

তারা। করিয়াছ বড়ই অন্যায় দোষারোপ।
প্রাণেশ্বর!—আমি রাজ্য চাহি! বুঝিলে না
এতদিনে আমারে প্রাণেশ!

পুনরায় গীত
কে পারে—

তমসা ও পরিচারিকার প্রবেশ

তারা। কে তুমি?
তমসা। চিনিতে নাহি পারিবে।—নাহিও
চিনিবার প্রয়োজন।
তারা। কি চাহো রমণী।
তমসা। তোমার মঙ্গল চাহি!—
তারা। আমার মঙ্গল
তমসা। তোমার মঙ্গল।—তারা! কোথা পৃথ্বীরাজ?
তারা। সিরোহী নগরে।
তমসা। তুমি সঙ্গে যাও নাই?
তারা। আমি সঙ্গে যাই নাই।
তমসা। এক্ষণেই যাও।
তারা। কি হেতু রমণী!
তমসা। সব বুঝিতে নারিবে।
তবে এই মাত্র কহি—যমুনার স্বামী
প্রভুরাও, ভাল নাহি বাসে পৃথ্বীরাজে।
তাহার স্বভাব হেন, বিষ দিতে পারে
আহারে. ছুরিকা পৃষ্ঠে বসাইতে পারে।
তারা। জানো 'তারে'?
তমসা। খুব জানি! ভাল কর নাই
সঙ্গে যাও নাই তুমি। এক্ষণেই যাও।

[প্রস্থান।

তারা। বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি।—তাই মুহুর্মুহু
কাঁপে বক্ষঃস্থল, চক্ষে ভরে' আসে বারি;
কেন ছেড়ে দিলাম প্রাণেশে। যেইখানে
যাইতেন, যাইতাম সঙ্গে; এইবার
কেন নাহি যাইলাম?—একি বারংবার
কহিছে কে কর্ণে যেন থাকিয়া থাকিয়া
"আর দেখা হইবে না।"—জগদীশ হেন
হোয়ো না নিষ্ঠুর। দিও ফিরায়ে তারারে
তাহার নয়নতারা।—যাই, আমি যাই,
তোমার সকাশে নাথ। রাখিও, ভবানী!
প্রাণেশ্বরে যতক্ষণ আমি নাহি আসি।
—আর নাই অভিমান; আর ক্রোধ নাই;
লাঞ্ছনার ক্ষত নাই; অপমান নাই।

নাথের বিপদ, আর মূঢ় অভিমানে,
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আমি বসিয়া এখানে?
ক্ষমা কর জীবনসর্ব্বস্ব!—প্রাণেশ্বর
ক্ষমা কর! আসিতেছি আসিতেছি আমি।
[নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—প্রভুরাওয়ের সজ্জিত অন্তঃপুর কক্ষ।
কাল—মধ্যাহ্ন।
একাকী পৃথ্বী।

পৃথ্বী। [পাদচারণ সহ]
হৃদয় ব্যাকুল ফিরে যাইতে চিতোরে।
টানিছে আমারে গৃহে নিত্য অভিমানে,
সজল নির্ম্মল স্বচ্ছ নীল চক্ষুদুটি।
বুঝিয়াছি ভ্রম—করিয়াছি অবিচার!
ক্ষমা কর প্রাণেশ্বরি! চিরদিন আমি
হেন উগ্র অসংযত।

প্রভুরাওর প্রবেশ

প্রভু। পৃথ্বী, তবে তুমি
অদ্যই যাইবে?
পৃথ্বী। আমি অদ্যই যাইব।
প্রভু। ভাবিও না আসিয়াছ কুটুম্বের বাড়ী—
এ তোমার বাড়ী, পৃথ্বী। আরো দুইদিন
থেকে যাও।
পৃথ্বী। না অদ্যই যাইতে হইবে।
পৃথ্বী। [স্বগত]
যাইতে হইবে বটে! আর ফিরিবে না।
[প্রকাশ্যে] বুঝিয়াছি! চিতোরের বাতায়ন
পথে,
পথ চেয়ে আছে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদুটি।
পৃথ্বী। সত্য কথা, প্রভুরাও!
প্রভু। [স্বগত] থাকুক না চেয়ে;
এ জীবনে ঘুচিবে না সেই চেয়ে থাকা।

যমুনার প্রবেশ

যমুনা। দাদা, যাইতেছ?
পৃথ্বী। বোন্! যাইতেছি আমি।
—তবে যাই!
যমুনা। বল "আসি"।—কর মিষ্টিমুখ;
স্বহস্তে মিষ্টান্নপাক করিয়াছি আমি,
আনিয়া দিতেছি ভাই। [প্রস্থান।

প্রভু। আমিও এনেছি—
সিরোহীর সর্ব্বোত্তম মোদকের হস্তে
প্রস্তুত করায়ে, শ্রেষ্ঠ মোদক এক্ষণে,
তোমারে—তারার জন্য,—দেখ দেখি ভাই,
কিরূপ করিল।
পৃথ্বী। দাও, সঙ্গে লয়ে' যাই।
প্রভু। না এখানে খেয়ে দেখ, আমার সম্মুখে;
নহিলে কি তৃপ্তি হয়?
পৃথ্বী। থাকুক না প্রভু।
প্রভু। না, খাও, নহিলে ছাড়িব না।
পৃথ্বী। দাও তবে,
অবিলম্বে।
প্রভু। এই লও [মিষ্টান্ন প্রদান]।
পৃথ্বী। [মিষ্টান্ন ভক্ষণ]
প্রভু। কিরূপ করিল?
পৃথ্বী। উত্তম!—সামান্য কটু।
প্রভু। [স্বগত] পূর্ণ মনস্কাম,
এতদিনে পৃথ্বীরাজ!
পৃথ্বী। যাইবে ত তবে
তুমি অভিষেকদিনে।
প্রভু। নিশ্চয় যাইব।
পৃথ্বী। একি বড় ঘুরিতেছে মস্তক।
প্রভু। [স্বগত] ঔষধ
ধরিয়াছে।

মিষ্টান্নপাত্র হস্তে যমুনার প্রবেশ

পৃথ্বী। ঘুরিতেছে মস্তক—যমুনা
জল আন।
যমুনা। ঘুরিতেছে মস্তক! কি হেতু?
[প্রস্থান।
পৃথ্বী। [অস্থিরভাবে] প্রভুরাও! সত্য কহ—
একি প্রবঞ্চনা? মিষ্টান্নে দিয়াছ বিষ?

জল লইয়া যমুনার প্রবেশ

যমুনা। এই জল নাও।
পৃথ্বী। [জল পান করিয়া] সত্য বল
প্রভুরাও একি প্রবঞ্চনা?
প্রভু। আর বঞ্চনায় নাহি কোন প্রয়োজন!
সত্য পৃথ্বী! খাইয়াছ যে মদক আজি
বিষাক্ত মদক তাহা।
পৃথ্বী। বিষাক্ত? কে দিল
বিষ?

প্রভু। আমি দেওয়ায়েছি

পৃথ্বী। একবার তবে
কহিয়াছ সত্যকথা, প্রভুরাও, তুমি
এ জীবনে! জানিতাম তুমি নীচ ক্রূর,
কিন্তু এত নীচ, এত ক্রূর ভাবি নাই
—কেন দিলে বিষ প্রভুরাও?

প্রভু। পৃথ্বীরাজ!
লইয়াছি প্রতিশোধ তোমার দাম্ভিক
অপমানরাশির।—হইয়াছিল প্রায়
কর্ণরোধ, শুনিতে শুনিতে পথে গৃহে
অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত, পৃথ্বীর যশোগীতি;
হইয়াছি নিয়ত হিংসায় জর্জ্জরিত:
পৃথ্বীরাজ! আজি লইয়াছি প্রতিশোধ।

পৃথ্বী। অত্যুত্তম প্রতিশোধ। প্রভুরাও!—হায়!
যমুনার স্বামী তুমি। কি আর বলিব!

যমুনা। ডাকি বৈদ্যে।

প্রভু। নাহি বৈদ্য এ তিন ভুবনে,
এ বিষের প্রতিকার করিতে যে পারে।

পৃথ্বী। কাজ নাই বৈদ্যে আর।—যমুনা!
যমুনা!—
ছাড়িয়া যেও না শেষ সময়ে আমারে।
অধিক বিলম্ব নাই আমার মৃত্যুর;
বিশ্ব অন্ধকার হয়ে' আসে।

প্রভু। সত্যকথা—
অধিক বিলম্ব নাই যমুনা! প্রেয়সী!
বড় যে করিতে গর্ব্ব পৃথ্বীর—এখন!

যমুনা। [জানু পাতিয়া]
জগদীশ! রক্ষা কর; বুঝিতে পারি না
স্বামী মোর নর, কিম্বা নরকের কীট।
মানুষ কি এও হয়? এত নীচ হয়?
এত খল হয়? এত কাপুরুষ হয়?
দিতে পারে যেই নর, হেন অনায়াসে
বিষাক্ত মদক তুলি অতিথির মুখে;
বিশ্রব্ধ অতিথি—যে অতিথি এক দিন
তার প্রাণদাতা; যে অতিথি এত উচ্চ
উদার মহৎ যে এ নিখিল বিশ্বকে
সরল উদার ভাবে।—দেব!—ওকি নর?
বোধ হয় অন্যরূপ। বোধ হয় যেন
দেখিতেছি রহিয়াছে অদূরে পড়িয়া
ঘৃণ্য সরীসৃপ কোন মিশিয়া কর্দ্দমে।

পৃথ্বী। যমুনা—যমুনা!

প্রভু। যমুনা ডাকিছে ভাই।
"প্রাণের ভাইরে" বলে' ডাক একবার।
[প্রস্থান।

পৃথ্বী। যমুনা! যমুনা! ছোট বোনটি আমার—

যমুনা। [পৃথ্বীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া]
ক্ষমা কর ভাই। আজি আমার আহ্বানে,
আসিয়া আমার গৃহে, আমার অতিথি
আমার পতির হস্তে—তোমার এ দশা?
তুমি রক্ষা করিলে আমারে; কিন্তু আমি
নাহি পারিলাম রক্ষা করিতে তোমারে।
[ক্রন্দন]

পৃথ্বী। কাঁদিও না বোন্—এক মিনতি
আমার—
কহিও তারারে,—আমি মরণ সময়ে—
চাহিয়াছিলাম তার মার্জ্জনা।—যমুনা—
—চক্ষু হ'তে—নিভে যায়—নিখিল জগৎ—
কহিও সে কথা—ভুলিও না—তবে যাই।
[মৃত্যু]

যমুনা। [উচ্চ স্বরে] দাদা! দাদা! দাদা!
—দীপ নিভিয়া গিয়াছে।
সোণার পিঞ্জর হ'তে সন্ধ্যার আকাশে
উড়িয়া গিয়াছে পাখী। কি করিব রাখি'
পিঞ্জর ধরিয়া ক্রোড়ে—[মস্তক ভূমিতলে
রাখিয়া দাঁড়াইয়া] তবে যাও ভাই—
যাও সে অমরধামে। আসিতেছি পিছে
আমরা।—ঔদার্য্য বীর্য্য স্নেহের আধার
ছিলে তুমি। তব যশোগীতি রাজস্থানে
পথে ঘাটে মাঠে গিরিসঙ্কটে, গহনে
গাইবে চারণ কবি—যাও স্বর্গধামে।
—এ কে আসিছে! এ যে উন্মাদিনী তারা।

তারার প্রবেশ

তারা। কই! প্রাণেশ্বর কই! যমুনা! আমার
কোথায় জীবীতেশ্বর!

যমুনা। [নীরব]

তারা। এই যে এখানে।
ভূতলে পড়িয়া হেন কেন প্রাণাধিক?
জীবনসর্ব্বস্ব? কেন? বিবর্ণ?—যমুনা—

যমুনা। তারা! তারা! কি দেখিতে আসিয়াছ
আর!
পৃথ্বী এ জগতে নাই।

তারা। পৃথ্বী কোথা নাই?
যমুনা, কি বলিতেছ?

যমুনা। কি আর বলিব!
কিছু বলিবার নাই।—হত্যা হত্যা—তারা!
—হত্যা করিয়াছে।
তারা। হত্যা?—কে হত্যা করিল?
যমুনা। হায় তারা! এই হতভাগিনীর পতি।
তারা। কিরূপে?
যমুনা। দিয়াছে বিষ।
তারা। বিষ! বিষ! [স্তম্ভিতভাবে] তবে
নাই পৃথ্বী? সত্য কথা? ইহা সত্য কথা?
—উঠিয়াছে শরীরের সমস্ত শোণিত
মস্তকে। বুঝিতে নাই পারি। পৃথ্বী নাই?
যমুনা। নাই, অভাগিনী। আয় গলা ধরাধরি'
আমরা দুজনে বোন কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে।
আমি হারায়েছি ভাই, তুই পতি, আয়
সমবেদনায় মোরা কাঁদি দুইজনে।
তারা। চলে' গেছে?—এত ক্রোধ!—এত
অভিমান!
একবার কহিলে না কথা? একবার
চাহিলে না মুখ' পরে!—এত অপরাধী
আমি?
যমুনা। কহিয়াছিলেন মরিবার পূর্ব্বে ভাই
"কহিও তারারে, আমি মরণ সময়ে
চাহিয়াছিলাম তার মার্জ্জনা।"
তারা। মার্জ্জনা!—
মিথ্যা কথা! যমুনা! এ মিথ্যা কথা! তিনি
বড় অভিমানী! বড় নিষ্ঠুর! চলিয়া
গিয়াছেন না বলিয়া—না বলিয়া তাই।
—নাথ! প্রাণেশ্বর!—ফাঁকি দিয়াছ এবার!
—করি নাই নয়নের অন্তরাল কভু—
—একবার করিয়াছি, অমনি, কপট—
সময় বুঝিয়া ফাঁকি দিয়াছ! উত্তম!
দেখিব তথাপি, ফাঁকি দাও কি প্রকারে!
আমিও যাইব।—বনে, সমুদ্রে, পর্ব্বতে,
থাক তুমি; আমি গিয়া মিলিব তোমার
সংগে আজি!—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিয়া
বাহির করিব, যেথা থাক প্রতারক!
—ভাবিছ কাঁদিব আমি নিষ্ফল বিলাপে
ধরায় তোমার লাগি'?—ভাবিছ চলিয়া
গিয়াছ যেখানে, আমি নারিব যাইতে।
না না শঠ! পারিবে না।—আমিও যাইব?—
সলিল দাবাগ্নি দিয়া, মৃত্যু পথ দিয়া,
প্রলয়ের মধ্য দিয়া,—আমিও যাইব।
সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, জ্ঞানে ও
অজ্ঞানে
জীবনে মরণে তারা রহিবে তোমার
সঙ্গিনী।—দেখি কে রোধে।

বক্ষে তরবারি দিয়া পৃথ্বীর পদতলে পতন

যমুনা। —একি সর্ব্বনাশ!
তারা তারা! কি করিলে? কি করিলে তুমি?
তারা। নারীর—সতীর—স্ত্রীর কার্য্য করিয়াছি
—এস মৃত্যু—এত স্নিগ্ধ, এত সুমধুর
তুমি বন্ধু।—নিয়ে চল নাথের সমীপে
সতীরে সুহৃৎ—[যমুনাকে]
তবে বিদায় ভগিনি!

যমুনা। কি করিলে তারা—একি?
তারা। নূতন বাসর!
প্রিয় ভগ্নি!—এ আমার নূতন বাসর।
[সহাস্যে মৃত্যু]
যমুনা। অন্ধকার! অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!
[পতন]

যবনিকা পতন

রাণা প্রতাপসিংহ

পুরুষ-চরিত্র

মেবারের রাণা (প্রতাপসিংহ)। প্রতাপের পুত্র (অমরসিংহ)। প্রতাপের ভ্রাতা (শক্তসিংহ)। ভারত-সম্রাট (আকবর সাহ)। আকবরের পুত্র (সেলিম)। আকবরের সেনাপতি (মানসিংহ)। আকবরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ (মহাবৎ)। আকবরের সভাকবি (পৃথ্বীরাজ)। প্রতাপের সর্দ্দারগণ ও মন্ত্রী, ভীলসর্দ্দার মাহু, সম্রাটের সভাসদ্‌গণ, সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ, দৌবারিক ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

প্রতাপের স্ত্রী (লক্ষ্মী)। প্রতাপের কন্যা (ইরা)। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী (যোশী)। আকবরের কন্যা (মেহের উন্নিসা)। আকবরের ভাগিনেয়ী (দৌলৎ উন্নিসা)। মানসিংহের ভগিনী (রেবা) পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের কাননাভ্যন্তর; সম্মুখে কালীর মন্দির। কাল—প্রভাত।

কালীমূর্ত্তির নিকটে কুলপুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতাপসিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ দক্ষিণ জানু পাতিয়া ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট

প্রতাপ। কালী মায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর।

সকলে। শপথ কর্চ্ছি—

প্রতাপ। যে আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

সকলে। আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

প্রতাপ। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

সকলে। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

প্রতাপ। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

প্রতাপ। আর শপথ কর, যে, আমাদের জীবিতবংশে ও বংশপরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না।

সকলে। আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না।

প্রতাপ। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

সকলে। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

প্রতাপ। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

সকলে। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

[পুরোহিত "স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি" বলিয়া পূত বারি ছিটাইলেন]।

প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারগণও উঠিলেন। পরে তিনি সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

"মনে থাকে যেন রাজপুত সর্দ্দারগণ, যে, আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছো। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।"

সকলে। প্রাণান্তেও না, রাণা।

প্রতাপ। কেন আজ এই কঠিন পণ,—জানো?

সর্দ্দারগণ চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ উত্তেজিতভাবে মন্দিরের সম্মুখে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুল-পুরোহিত পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে পুরোহিত ডাকিলেন

"প্রতাপ!"

প্রতাপ মুখ ফিরাইলেন

পুরোহিত। প্রতাপ! যে ব্রত আজ নিলে, তা পালন কর্ত্তে পার্ব্বে?

প্রতাপ। নইলে এ ব্রত ধারণ কর্ত্তাম না!

পুরোহিত। আশীর্ব্বাদ করি—যেন ব্রত সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারো প্রতাপ—

[এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি মন্দির-সম্মুখে পূর্ব্ববৎ পাদচারণ করিতে করিতে কহিলেন

"আকবর! অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়-মলকে বধ ক'রে চিতোর অধিকার করেছো। আমরা ক্ষত্রিয়: ন্যায়-যুদ্ধে পারি ত চিতোর পুনরধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারত-বর্ষে এসে কিছু শিখে যাও।—শিখে যাও—ধর্ম্মযুদ্ধ কাকে বলে; শিখে যাও—একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে; শিখে যাও—দেশের জন্য কি রকম ক'রে প্রাণ দিতে হয়।" [পরে কালীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিলেন]—"মা কালী! যেন এই পণ সার্থক হয়, যেন ধর্ম্ম জয়ী হয়, যেন মহত্ত্ব মহৎই থাকে।—কে?"

প্রতাপ উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহ দণ্ডায়মান

প্রতাপ। কে? শক্তসিংহ?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি।

প্রতাপ। তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

শক্ত। কতকক্ষণ?

প্রতাপ। যতক্ষণ কালীর পূজা দিচ্ছিলাম।

শক্ত। এই কতকক্ষণ?

প্রতাপ। হাঁ!

শক্ত। অঙ্ক কষ্‌ছিলাম?

প্রতাপ। অঙ্ক কষ্‌ছিলে?

শক্ত। হাঁ দাদা, অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মার্চ্ছিলাম। জীবনের প্রহেলিকা সমূহের খণ্ডন কর্চ্ছিলাম।

প্রতাপ। কালীর পূজা দিলে না?

শক্ত। পূজা!—না দাদা, পূজায় আমার বিশ্বাস নাই। আর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। কালী-মা ঐ জিভ বার ক'রেই আছেন—মূক, স্থির, চিত্রিত মৃন্ময়ূর্ত্তি। কোন ক্ষমতা নাই, প্রাণ নাই। কালীর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। তার চেয়ে অঙ্ক কষা ভাল। তাই অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। সমস্যা-ভঞ্জন কর্চ্ছিলাম।

প্রতাপ। কি সমস্যা?

শক্ত। সমস্যা এই যে, জন্মান্তরবাদ সত্য কি না। আমি মানি না। কিন্তু হ'তেও পারে সত্য। মানুষ এ পৃথিবীতে এসে চলে' যায়, যেমন ধূমকেতু আকাশে এসে চলে' যায়। তা'কে এ আকাশে আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সে হয়ত আবার অন্য কোন আকাশে ওঠে। আবার এও হতে পারে যে কতকগুলো শক্তির সমষ্টিতে মানুষের জন্ম, আবার তাদের বিচ্ছিন্নতায়ই তা'র মৃত্যু। এই "আমি" বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, আর, একটা বড় "আমি" দশটা ক্ষুদ্র "আমি"তে পরিণত হয়।

প্রতাপ। শক্ত! জীবনে কি মনে মনে শুধু প্রশ্নই তৈরি কর্ব্বে, আর তা'র মীমাংসাই কর্ব্বে? প্রশ্নের শেষ নাই, নিষ্পত্তির চূড়ান্ত নাই। নিষ্ফল চিন্তা ছেড়ে, এস কার্য্য করি। সহজ বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, যেমন স্বাভাবিক সরল প্রবৃত্তি, সেই রকমই অনুষ্ঠান করি।

এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহ প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

"রাণা!"

প্রতাপ। কি মন্ত্রী! সংবাদ কি?

ভীম। অশ্ব প্রস্তুত।

প্রতাপ। চল শক্ত, রাজধানীতে চল। অনেক কাজ কর্ব্বার আছে। চল, কমলমীরে চল।

শক্ত। চল যাচ্ছি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন; ভীম সাহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। শক্ত কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন পরে কহিলেন

"জন্মভূমি? আমি তা'র কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি ব'লেই তার প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে' সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্ত্তাম! জন্মভূমি? সে'ত এতদিন আমাকে নির্ব্বাসিত করেছিল! চারটি খেতে দিতেও পারে নি। তা'র জন্য আমি জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে যা'ব কেন প্রতাপ? তুমি মেবারের রাণা, তুমি

তা'র জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পারো, আমি কর্ব্ব কেন? সে আমার কে?—কেউ না।"

[এই বলিয়া শক্তসিংহ ধীরে ধীরে সেই কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের প্রাসাদনিকটস্থ হ্রদতীর।
কাল—সায়াহ্ন।

প্রতাপসিংহের কন্যা ইরা একাকিনী সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের দিতে চাহিতে চাহিতে উল্লাসে করতালি দিয়া কহিলেন—

"কি গরিমাময় দৃশ্য সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।—সমস্ত আকাশে আর কেউ না।, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি বিচরণ করে,' এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্ব-জগৎ প্লাবিত করে' অস্ত যাচ্ছে।—ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভ ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে। আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে, ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে!—কম্র সন্ধ্যা! প্রিয় সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে!—কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন?—এত নীরব—এত কাতর?—বল, বল, প্রিয় সখি!"

ইরার মাতা লক্ষ্মীবাঈ আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন

"ইরা!"

ইরা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। পরে মাতাকে দেখিয়া উত্তর দিলেন

"কি মা?"

লক্ষ্মী। এখনো তুই এখানে কি কচ্ছিস্?

ইরা। সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছি মা। দেখ দেখ মা, কি রমণীয় দৃশ্য! আকাশের কি উজ্জ্বল বর্ণ! পৃথিবীর কি শান্ত মুখচ্ছবি! আমি সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। সে ত রোজই দেখিস্।

ইরা। রোজই দেখ্‌তে ভাল লাগে। সে পুরানো হয় না। সূর্য্যোদয়ও বেশ সুন্দর। কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যা' তা'তে নাই।—কি যেন গভীর রহস্য, কি যেন নিহিত বেদনা—যেন অসীম অগাধ বিষাদ-মাখানো—কি যেন মধুর নীরব বিদায়। বড় সুন্দর মা, বড় সুন্দর!

লক্ষ্মী। তোর যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

ইরা। না মা, আমার ঠাণ্ডা লাগে না,—আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। ঐ তারাটি দেখ্‌ছো মা?

লক্ষ্মী। কোন্ তারাটি?

ইরা। ঐ যে, দেখ্‌ছো না পশ্চিম আকাশে, অস্তগামী সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে?

লক্ষ্মী। হাঁ দেখ্‌ছি।

ইরা। ওকে কি তারা বলে জানো?

লক্ষ্মী। না।

ইরা। ওকে শুকতারা বলে। ঐ তারাটি ছয় মাস উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর, আর ছয় মাস অস্তগামী সূর্য্যের অনুচর। কখন বা প্রেম-রাজ্যের সন্ন্যাসী কখন বা সত্যরাজ্যের পুরোহিত। মা, দেখ দেখি তারাটি কি স্থির, কি ভাস্বর, কি সুন্দর!

বলিয়া ইরা একদৃষ্টিতে তারাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী ক্ষণেক কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে ইরার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন।

"এখন ঘরে চল্ ইরা,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল।"

ইরা। আর একটু দাঁড়াও মা—ও কে গান গাচ্ছে?

লক্ষ্মী। তাই ত! এ নির্জ্জন উপত্যকায় কে ও?

[দূরে জনৈক উদাসী গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

[শঙ্করা—একতালা]

সুখের কথা বোলোনা আর,
বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভালো,
দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা,
সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি'।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাসতে হবে;
চো'খে বারি দেখলে পরে,
সুখ চলে' যা'ন বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

দুই জনে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিলেন। লক্ষ্মীবাঈ কন্যার প্রতি চাহিয়া

দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষু দুইটি বাষ্পভারাবনত। ইরা সহসা মাতার পানে চাহিয়া কহিলেন

"সত্য কথা মা। অনেক সময় আমার বোধ হয় যে, সুখের চেয়ে দুঃখের ছবি মধুর।"

লক্ষ্মী। দুঃখের ছবি মধুর!

ইরা। হাঁ মা। পথে হেসে খেলে অনেক লোক যায়। তাদের পানে কি কেউ চেয়েও দেখে! কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একটি অশ্রু-সিক্ত, আনতচক্ষু, বিষন্নবদন ব্যক্তি দেখি, অমনি কৌতূহল হয় না যে, তাকে ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি? আগ্রহ হয় না কি তা'র দুঃখের কাহিনী শুন্তে? ইচ্ছা হয় না কি তার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, চুম্বনে তা'র অশ্রুটি মুছে নিতে? যুদ্ধে যে জয়ী হয় ভাল লাগে তার ইতিহাস শুন্তে, না যা'র যুদ্ধে পরাজয় হয় তা'র ইতিহাস শুন্তে?—কা'র সঙ্গে সহানুভূতি হয়? গান—উদাসের গান মধুর, না বিষাদের গান মধুর, ঊষা সুন্দর, না সন্ধ্যা সুন্দর? গিয়ে দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হয়—সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্বিতা, সঙ্গীতমুখরা দিল্লী নগরী? না বিগতবৈভবা, ম্লানা, নীরবা মথুরাপুরী—সুখে যেন মা একটা অহংকার আছে! সে বড় স্ফীত, বড় উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু বিষাদ বড় বিনয়ী, বড় নীরব।

লক্ষ্মী। সে কথা সত্য, ইরা।

ইরা। আমার বোধ হয় যে দুঃখ মহৎ, সুখ নীচ। দুঃখ যা জমায়, সুখ তা খরচ করে। দুঃখ সৃষ্টিকর্ত্তা, সুখ ভোগী। দুঃখ শিকড়ের মত মাটি থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে' সেই রস ব্যয় করে। দুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শীতল করে, সুখ শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তার উপরে এসে হাসে। দুঃখ কৃষকের মত মাটি কর্ষণ করে, সুখ রাজার মত তা'র জাত-শস্য ভোগ করে। সুখ উৎকট, দুঃখ মধুর।

লক্ষ্মী। অত বুঝি না ইরা। তবে বোধ হয় যে এ পৃথিবীতে যা'রা মহৎ, তা'রাই দুঃখী, তারাই হতভাগ্য, তা'রাই প্রপীড়িত। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে এই নিয়ম কেন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

এমন সময় প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ আসিয়া ডাকিল

"মা!"

লক্ষ্মী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি অমর?"

অমর। মা, বাবা ডাক্‌ছেন।

লক্ষ্মী। কহিলেন—"এই যাই"—ইরাকে কহিলেন—"চল মা।"

[লক্ষ্মী ও ইরা চলিয়া গেলেন।

অমরসিংহ হ্রদতটে একখানি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। পরে বলিল

"আঃ! সমস্ত দিন পরে একটু বিশ্রাম করে' বাঁচা গেল। দিবারাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ। পিতার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল শিক্ষা, ব্যায়াম, মন্ত্রণা। আমি রাজপুত্র তবু যুদ্ধ ব্যবসা শিখ্‌ছি সামান্য সৈনিকের মত! তবে রাজপুত্র হয়ে লাভ কি? তা'র উপরে স্বেচ্ছায় বৃত এই অসীম দারিদ্র্য, চিরস্থায়ী দৈন্য, দুরপনেয় অভাব,—কেন যে, কিছুই বুঝি না—ঐ কাকা যাচ্ছেন?—কাকা—!"

শক্তসিংহ বেড়াইতে বেড়াইতে অমরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কে? অমর?"

অমর। হাঁ কাকা। এ সময়ে আপনি এখানে?

শক্ত। একটু বেড়াচ্ছি। এখানে একটু বাতাস আছে। ঘরে অসহ্য গরম। উদয়সাগরের তীরটি বেশ মনোরম।

অমর। কাকা, আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে এমন হ্রদ নাই?

শক্ত। না অমর।

অমর। এই কমলমীর আপনার কেমন লাগ্‌ছে?

শক্ত। মন্দ নয়।

অমর। আচ্ছা কাকা! আপনাকে বাবা এখানে ডেকে এনেছেন কি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য?

শক্ত। না! তোমার পিতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

অমর। আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি কি তবে নিরাশ্রয় ছিলেন?

শক্ত। এক রকম নিরাশ্রয় বৈকি।

অমর। আপনি ত পিতার আপন ভাই?

শক্ত। হাঁ অমর।

অমর। তবে এ রাজ্য ত বাবারও যেমন আপনারও তেমন।

শক্ত। না অমর। তোমার বাবা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কনিষ্ঠ।

অমর। হলেই বা।—ভাই ত!

শক্ত। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ্য পায়। কনিষ্ঠ ভাই পায় না।

অমর। এই নিয়ম কেন কাকা? জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না! তবে এ নিয়ম কেন?

শক্ত উত্তর দিলেন—"তা জানি না।" ভাবিলেন—"সমস্যা বটে! জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। তবে এরূপ সামাজিক নিয়ম কেন হয়েছে? নিয়ম হওয়া উচিত ছিল যে শ্রেষ্ঠ, সেই রাজ্য পাবে! কেন সে নিয়ম হয় নাই, কে জানে—সমস্যা বটে!"

অমর। কি ভাব্‌ছেন কাকা?

শক্ত। কিছু নয়, চল বাড়ী চল। রাত্রি হয়েছে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজকবি পৃথ্বীরাজের বহির্ব্বাটী।
কাল—প্রভাত।

পৃথ্বীরাজ ও সম্রাটের সভাসদ্—মাড়বার, অম্বর, গোয়ালীয়র ও চান্দেরী-অধিপতি আরাম আসনে উপবিষ্ট

মাড়বার। প'ড় ত পৃথ্বী তোমার কবিতাটা। [অম্বরের দিকে চাহিয়া] অতি সুন্দর কবিতা।

অম্বর। আরে কেন জ্বালাতন কর? ও কবিতা ফবিতা রাখো। দুটো রাজসভার খোস গল্প করো।

মাড়বার। না না, শোন না। কবিতাটার যেমন সুন্দর নাম, তেমনি সুন্দর ভাব, তেমনি সুন্দর ছন্দ।

চান্দেরী। কবিতাটার নাম কি?

পৃথ্বীরাজ। "প্রথম চুম্বন।"

চান্দেরী। নামটা একটু রসাল ঠেক্‌ছে বটে—আচ্ছা পড়।

অম্বর। প্রথম চুম্বন! সে বিষয়ে কখন কবিতা হতে পারে?

পৃথ্বীরাজ। কেন হবে না?

মাড়বার। আচ্ছা, শোনই না কবিতাটা। যতক্ষণ তর্ক কচ্ছ ততক্ষণ সে কবিতাটা আবৃত্তি হয়ে যেত।—শোনই না।

অম্বর। আরে রেখে দাও কবিতা। পৃথ্বী! সভার কোন নূতন খবর আছে?

পৃথ্বী। এ্যাঁ—খবর আর কি—ঐ এক রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ!

অম্বর। হুঃ! প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ আকবর সাহার সংগে! তা কখন হয়, না হতে পারে? সম্ভব হ'লে কি আমরা কর্ত্তাম না?

গোয়ালীয়র। হুঃ!—তা'লে কি আর আমরা কর্ত্তাম না?

চান্দেরী। হুঃঃ!

মাড়বার। "নহ বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে"। সুন্দর! সুন্দর! বেঁচে থাক পৃথ্বী।

অম্বর। মোটে ত মেবারের রাণা!

গোয়ালীয়র। একটা সামান্য জনপদ, তারি ত রাজা!

চান্দেরী। আর রাজাও ত ভারি! তার প্রধান দুর্গ চিতোর, তাও ত মোগল জয় করে নিয়েছে।

অম্বর। কথায় বলে ভূমিশূন্য রাজা, তাই।

মাড়বার। একটা বাহাদুরী দেখানো আর কি!

পৃথ্বী। হাঁ, প্রতাপ সিংহ বেশী বাড়াবাড়ি সুরু করেছে! সম্প্রতি তিনটে মোগল কটক হঠাৎ আক্রমণ ক'রে নির্ম্মূল করেছে।

অম্বর। অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

চান্দেরী। চল ওঠা যাক্, আবার এক্ষণি ত রাজ-সভায় হাজিরি দিতে হবে—

এই বলিয়া উঠিলেন

মাড়বার। "চল," বলিয়া উঠিলেন।

গোয়ালীয়র ও অম্বর নীরবে উঠিলেন

অম্বর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত গোঁয়ার্ত্তুমি।

মাড়বার। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত ক্ষ্যাপামি।

চান্দেরী। আর আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত বোকামি।

[তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। এদের মধ্যে মাড়বারপতিই সমজদার।—এবার তৈয়ার কর্ত্তে হবে একটা কবিতা—বিদায় চুম্বনের বিষয়। বড় সুন্দর বিষয়! কি

ছন্দে লেখা যায়? আমি দেখিছি যে কবিতা লিখ্‌তে বস্‌লে, ছন্দ বেছে নেওয়া ভারি শক্ত। তার উপরেই কবিতার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

এই সময়ে পৃথ্বীর স্ত্রী যোশী প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। কি যোশী! তুমি যে বাহিরে এসে হাজির!

যোশী। আজ কি তুমি মোগল-রাজসভায় যাবে?

পৃথ্বী। যাবো বৈকি! তা আর যাব না? আজ সম্রাটের দরবারী দিন! আর আমিও লোকটা ত বড় কেওকেটা নই। মহারাজাধিরাজ ধুমধড়াক্কা ভারতসম্রাট্ পাতসাহ আকবরের সভাকবি। আবুল ফজল হচ্ছে নম্বর এক, আমি হচ্ছি নম্বর দুই।

যোশী কৃপাপ্রকাশস্বরে কহিলেন

"হায় তাতেও অহঙ্কার! যেটা অসীম লজ্জার হেতু, সেইটে দিয়ে অহঙ্কার!"

পৃথ্বী। তোমার যে ভারি করুণ রসের উদ্রেক হোল! সম্রাট্ আকবর লোকটা বড় যা তা বুঝি! আসমুদ্রক্ষিতীশানাং—জানো?—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যাঁর পদতলে!

যোশী। ধিক্! একথা বল্‌তে বাধলো না?—একথা বল্‌তে লজ্জায়, ঘৃণায়, রসনা কুণ্ঠিত হোল না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!—না প্রভু, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয়। এখনো আর্য্যাবর্ত্তে প্রতাপসিংহ আছে। এখনো একজন আছে, যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাট্‌দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।

পৃথ্বী। হাঁ কবিত্ব-হিসাবে এটা একটা অতি সুন্দর ভাব বটে! এর বেশ এই রকম একটা উপমা দেওয়া যায়—যে বিরাট্ সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, গ্রাম নগর জনপদ সব ভেসে গিয়েছে; কেবল দাঁড়িয়ে আছে, দূরে অটল, অচল, দৃঢ় পর্ব্বতশিখর। যদিও সত্য কথা বল্‌তে কি, আমি সমুদ্রও দেখিনি জলোচ্ছ্বাসও দেখিনি।

যোশী। প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, ভূর্জ্জপত্রে আহার, তৃণশয্যায় শয়ন—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত। কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!

পৃথ্বী। কবিত্ব হিসাবে দেখ্‌তে গেলে এ একটা বেশ ভাল ভাব। আর আমি উপরে যে উপমাটি দিলাম, তার সঙ্গে খুব মেলে।

যোশী। সুবিধা নয় কি রকম?

পৃথ্বী। এই দেখ, দারিদ্র্য হতে স্বচ্ছলতা অনেকটা আরামের—দারিদ্র্যে বিলাস ত নেইই, তার উপর এমন কি অত্যাবশ্যক জিনিসেরও অনটন। শীতের সময় বেজায় শীত লাগে, খাবার সময় খেতে না পেলে, ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ করে; যদি একটা জিনিস কিন্‌তে ইচ্ছে হোল যা সব সাংসারিক ব্যক্তির কখন না কখন হয়ই, হাতে পয়সা নেই; ছেলেপিলে হলে, তারা দিবারাত্রি ট্যাঁ ট্যাঁ ক'চ্ছেই।—এটা অসুবিধা বল্‌তে হবে।

যোশী। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না—ভালবাসে; দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে; দারিদ্র্যে নিভে যায় না, জ্বলে ওঠে।

পৃথ্বী। দেখ যোশী। কবিতার বাহিরে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য্য দেখা, অন্ততঃ শাদা চোখে দেখা, কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

যোশী। তবে বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কি হিসাবে?

পৃথ্বী। ভয়ঙ্কর বোকামির হিসেবে। যার ঘর বাড়ী নেই, তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা—বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ঘর বাড়ী থাকা সত্ত্বেও যে এ রকম ভেজে, তার মাথার ব্যারাম—কবিরাজি চিকিৎসা করা উচিত।

যোশী। ঐ বোকামিই সংসারে ধন্য হয়, প্রভু! মহৎ হ'তে হ'লে ত্যাগ চাই।

পৃথ্বী। বলি মহৎ হ'তে হলে ত ত্যাগ চাই। কিন্তু নাই বা হ'লাম।

যোশী। প্রভু! মহৎ হওয়া তোমার মত বিলাসীর কাজ নয়, তা আমি জানি।

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি অত সংস্কৃত ভাষায় কথা কৈলে একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে; তার উপর দস্তুরমত নৈয়ায়িকের মত তর্ক কল্লে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

যোশী। চার্‌টি চার্‌টি করে খাওয়া আর ঘুমানো—সে ত ইতরজন্তুও করে! যদি কারো জন্য কিছু উৎসর্গ কর্ত্তে না পারো, যদি মায়ের সম্মানরক্ষার জন্য একটি আঙুলও না ওঠাতে পারো, তবে ইতর-প্রাণীতে আর মানুষে তফাৎ কি?

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার বক্তৃতার মাত্রা বেশী হচ্ছে। আমার মাথায় আর ধর্চ্ছে না—ছাপিয়ে পড়্‌ছে! যা বলেছ আগে তা হজম করি. পরে আবার বোলো। যাও—

[যোশী আর উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। মাটি করেছে!—হার স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে। পার্ব্বো কেন? বোধ হচ্ছে সব ঘুলিয়ে দিলে। একে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, তার উপর যোশী উচ্চশিক্ষিতা নারী। পার্ব্বো কেন? সেই জন্যই ত আমি স্ত্রীলোকের বেশী লেখা পড়া শেখার বিরোধী।—এঃ, একেবারে মাটি!

[এই বলিয়া পৃথ্বী চিন্তিতভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন।
কাল—প্রভাত।

সশস্ত্র প্রতাপ একাকী দাঁড়াইয়া সেই দূরবিসর্পী-অরণ্যের প্রতি চাহিয়া ছিলেন অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক স্বরে কহিলেন

"আকবর! মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার রাজ্য শাসন কর্চ্ছি আমি! এই বিস্তীর্ণ জনপদকে গৃহশূন্য করেছি। গ্রামবাসীদের পর্ব্বতদুর্গে টেনে এনেছি। আকবর! যত দিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দ্দকও তোমার ধনভাণ্ডারে যাবে না। সমস্ত দেশে একটি বাতি জ্বালতেও কাউকে রাখিনি। সমস্ত রাজ্য ধূ ধূ কর্চ্ছে। প্রান্তরে পরিত্যক্ত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ কর্চ্ছে। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত। পথ বাবলা গাছের জঙ্গলে অগম্য। যেখানে মনুষ্য থাক্‌ত, সেখানে আজ বন্য-পশুদের বাসস্থান হয়েছে! জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে' আবার ডাকতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা।—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।"

বলিতে বলিতে প্রতাপের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল এই সময়ে একজন মেষরক্ষক-সমভিব্যাহারে জনৈক সৈনিক প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিল

"রাণা!"

প্রতাপ ফিরিয়া কহিলেন

"কি সৈনিক!"

সৈনিক। এই ব্যক্তি চিতোর-দুর্গপার্শ্বস্থ উপত্যকায় মেষ চরাচ্ছিল।

প্রতাপ মেষরক্ষকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন

"মেষরক্ষক, এ সত্য কথা?"

মেষরক্ষক। হাঁ, সত্য কথা!

প্রতাপ। তুমি আমার আজ্ঞা জানো যে, মেবার রাজ্যের কোন স্থানে কর্ষণ কর্লে কিংবা গো মেষাদি চরালে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড?

মেষরক্ষক। তা জানি।

প্রতাপ। তথাপি তুমি মেষ চরাচ্ছিলে কি জন্য?

মেষরক্ষক। মোগল-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায়।

প্রতাপ। তবে দুর্গাধিপতি তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।

মেষরক্ষক। দুর্গাধিপতি এ সংবাদ পেলে অবশ্যই রক্ষা কর্ব্বেন।

প্রতাপ। সে সংবাদ আমিই পাঠাচ্ছি। যাও সৈনিক, একে নিয়ে' যাও, শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ। সপ্তাহকাল পরে এর প্রাণ-বধ হবে। মোগল-দুর্গাধিপতিকে আমি অদ্যই সংবাদ দিচ্ছি।—দেখবে, এর প্রাণবধের পরে যেন এর মুণ্ড চিতোরের দুর্গপথে বংশখণ্ডশিখরে রক্ষিত হয়। যাতে সকলে দেখে, যে, আমার আজ্ঞা ছেলেখেলা নয়; যাতে লোকে বোঝে, যে, মোগল চিতোর-দুর্গ জয় কর্লেও, এখনো মেবারের রাজা আমি, আকবর নহে।—যাও নিয়ে যাও।

[সৈনিক মেষরক্ষককে লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রতাপ। নিরীহ মেষপালক! তুমি বেচারী

নিগ্রহের মধ্যে পড়ে মারা গেলে। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল, দুর্যোধনের পাপে মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ মারা গেল। তুমি ত সামান্য জীব।—এ সব বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছি—মা জন্মভূমি! তোমার জন্য। তাই তোমাকে ভূষণহীনা করেছি, প্রিয়তমা মহিষীকে চীরধারিণী কুটীরবাসিনী করেছি, প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদের দারিদ্র্যব্রত অভ্যাস করাচ্ছি—নিজে সন্ন্যাসী হয়েছি।

এই সময়ে শস্ত্রধারী শক্তসিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীর-পদক্ষেপে সেস্থানে প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। দেখে এলে?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখলে?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই?

শক্ত। জনমানব নাই?

প্রতাপ। কারণ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা কর্ব্বার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরের পুরোহিত কোথায়? তিনিই মোগল-সৈন্যের আগমন-সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি কোথায়?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন? এখানে অনেক বন্য-পশু আছে। এস ব্যাঘ্র-শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র-শিকার!

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায়! এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জ্জন পথ। এ সৌন্দর্য্য পূর্ণ কর্ত্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখবো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্ত্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্ত্তে চাও?

শক্ত। হাঁ। [স্বগত] দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে!

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত একটি মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্লে ও মরেছে।

শক্ত। আমার ভল্লে।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য-বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্ত্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোল না—আজ থাক্, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্তসিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোকসানই বা কি? হন্দ দেহের একটু রক্তপাত বৈত নয়। দেহে বর্ম্ম আছে! মর্ব্বো না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্ব্বার ভয় করি না শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিক্ষেপ কর।—[চীৎকার করিয়া] নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া কহিলেন "এ কি! ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।"

শক্ত। না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক! নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত'

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখন না। নররক্ত নিতে বেরিইছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও? এই নাও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কর্ল্লে তুমি!

পুরোহিত। কিছু না!—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত কর্ব্বার জন্য এ কাজ কর্‌রেছি।

প্রতাপ। কি কর্ল্লে শক্ত?

শক্ত। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] সত্যই ত! কি কর্ল্লাম!

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হোলো। শুনেছিলাম যে, তোমার কোষ্ঠীতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্ব্বনাশের কারণ হবে। এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হোলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো!

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে' মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্ব্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখ্‌তে পারি না। তুমি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও। আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা করি; পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। যাও।

[উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অম্বর-প্রাসাদের স্তম্ভযুক্ত স্ফাটিকনির্ম্মিত একটি বারান্দা। কাল—অপরাহ্ণ।

মানসিংহের ভগিনী রেবা একাকিনী সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন ও মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন

গীত

[হাম্বির—মধ্যমান]

ওগো জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারির তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দারসৌরভের মত বসন্ত বাতাসে;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে
ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

রেবার বৃদ্ধ পরিচারিকা প্রবেশ করিল

পরিচারিকা। হাঁগা বাছা! তুমি আচ্ছা যাহোক্।

রেবা। কেন?

পরিচারিকা। তুমি এখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাসা হাওয়া খাচ্ছ, আর আমি এদিকে তোমার জন্যে আঁতিপাঁতি খুঁজে খুঁজে হয়রান।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরিচারিকা। দরকার কি! ওমা কি হবে গা! বলে 'দরকার কি'!—কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্‌শির ঘুম নেই।' 'দরকার কি?' তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ওমা বলে কি গো! আমার বিয়ে যা হবার তা একবার হয়ে গিয়েছে! মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দু'বার করে' হয় বাছা! তাহ'লে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়সে আমাকে বিয়ে কর্ব্বেই বা কে?—যখন আমার বিয়ে হয় বাছা তখন তোরা জন্মাস্‌নি। তখন আমিই বা কতটুকু। এগার বছরও হয়নি—হাঁ, এগার বছরে পড়িছি বটে।

রেবা। তুই যা। তোর এখানে এসে বিড়ির বিড়ির ক'রে বক্‌তে হবে না—যা বুড়ি।

পরিচারিকা। কথায় বলে 'যার জন্যে চুরি

করি সেই বলে চোর।' আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে, চুমো খাবে; না বলে কি না 'যা বুড়ি।' না হয় আজ আমি বুড়িই হইছি। তাই বলে' কি কথায় কথায় বুড়ি বলে' গাল দিতে হয়! হাঁগা বাছা!—না হয় আজ বুড়িই হইছি। চিরকাল ত বুড়ি ছিলাম না। এককালে আমারও যৈবন ছিল, তখন আমার চোখ দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবো, টেবো, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছু অমন্দ ছিল না।—মিন্সে তখন আমার কত খোসামোদ কর্ত্ত। এক-দিন কাছে ডেকে কত আদর করে'—

রেবা। কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুন্তে চাচ্ছে?—যা, বিরক্ত করিস্‌নে বল্‌ছি। ভাল হবে না।

পরিচারিকা। ওমা সে কি গো! যাবো কি গো! তোমাকে ডাক্‌তে এসেছি। তোমার মা ডাক্‌ছিল, তা শেষে বলে কিনা, "না, ডেকে কাজ নাই"। বিয়ের সম্বন্ধ শুনেই একেবারে তেলে বেগুন। বর—বিকানীরের রাজা রায়-সিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ। ওমা সে পোড়ারমুখো কোথাকার এক ষাট বছরের বুড়ো, তিনকাল গিয়ে, এককালে ঠেকেছে। দেখতে মর্কটের মত; না আছে রূপ, না আছে যৈবন।

রেবা। আমাকে তবে দরকার নেই ত, তবে যা।

পরিচারিকা। দরকার নেই কি গো! ওমা বলে কি গো! তোমার বাপ না তাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি! কুরুক্ষেত্তর। এই মারে ত, এই মারে!

রেবা। এ্যাঁ!

পরিচারিকা। সত্যি সত্যিই কিছু মারেনি। —তবে—

রেবা। তবে বলছিলি যে?

পরিচারিকা। আঃ! তোমার ঐ বড় দোষ। নিজেই বক্‌বে আর কাউকে কথা কইতে দেবে না; তা আমি বলবো কি।—তোমার মা বলে যে,—"না—এমন বুড়োর হাতে আমার সোনার মেয়েকে স'পে' দিতে পার্ব্ব না।" তা তোমার বাপ তাতে বলে "ঠিক কথাই ত, এমন বুড়োর হাতে কিছুতে আর মেয়েকে স'পে দিতে পার্ব্ব না!" তাই তিনি মেয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে মান-সিংহকে পত্র লিখ্‌তে বসেছেন।

রেবা। তবে তিনি রাগেন নি ত?

পরিচারিকা। রাগেনি বটে; কিন্তু পুরুষ মানুষ ত! রাগতে কতক্ষণ! আমার মিন্সে। সে একদিন এমনি রেগেছিল! বাবা, কি তার চোখ রাঙানি! আমি বল্লুম 'ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে; ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে!' তার পর ভাই রাম সিং পাঁড়ে আসে, তাকে হাতে ধরে' টেনে নিয়ে যায়, তবে রক্ষে। নৈলে সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্তর বাধত নিচ্চয়। তার পরদিন মিন্সে এসে আমায় কি সাধা-সাধি! যত আদরের কথা সে জান্ত, তা বলে' পায়ে ধরে, তবে আমি কথা কই। তার পরে আর এক দিন—

রেখা। জ্বালাতন কর্লে। যা বলছি। যাবি নে?

পরিচারিকা। ওমা যাবো কি গো!—তোমাকে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এলাম; তাকি ছোট নোক বলে' এমনি করে' মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!

এই বলিয়া পরিচারিকা কাঁদিতে লাগিল

রেবা। মার্লাম কখন?

পরিচারিকা। না বাছা, তুমি মারোনি ত' আমি মেরেছি। বল মহারাজকে গিয়ে বল, রাণীকে গিয়ে বল, আমি মেরেছি। এত দিন কোলে ক'রে মানুষ কর্লাম, এখন তোমাদের চাকরী কর্ত্তে কর্ত্তে বুড়ি হইছি। আর কি! এখন তাড়িয়ে দাও। আমি রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরি। আমার মিন্সে নেই, যৈবনও নেই, তা তোমাদের ধর্ম্মে নেয়, তাড়াও। কোলে করে' মানুষ করেছি।—তখন তুমি এমনি ছোট্টটি ছিলে। তখন আর কিছু এত বড় হও নি!—একদিন তোমাকে নুকিয়ে রামনীলে দেখ্‌তে নিয়ে গিইছিলাম। শুনে মহারাজ আমার গর্দ্দান নিতে বাকি রেখেছিল আর কি। বলে 'ওকে ওই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে আছে।' তা আমি বল্লাম—

নেপথ্যে। রেবা, রেবা!

পরিচারিকা। ওই শুনলে!

রেবা "যাই মা" বলিয়া চলিয়া গেলেন!

পরিচারিকা ক্ষণমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল; পরে উঠিয়া কহিল

"যাই, আমিও যাই। আর কা'র কাছে বক্‌বো।"

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় আকবরের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—প্রভাত।

আকবর ও শক্তসিংহ উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীনভাবে দণ্ডায়মান

আকবর। আপনি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই?

শক্ত। আমি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই।

আকবর। এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য কি?

শক্ত। রাণার বিপক্ষে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে যেতে চাই; রাণাকে মোগলের পদানত কর্ত্তে চাই। রাণার সৈন্যদের রক্তে মেবারভূমি রঞ্জিত কর্ত্তে চাই।

আকবর। তা'তে মোগলের লাভ? মেবার হ'তে ত এক কপর্দ্দকও আজ পর্য্যন্ত মোগল-ভাণ্ডারে আসে নি।

শক্ত। রাণাকে জয় কর্ত্তে পার্লে প্রচুর অর্থ রাজভাণ্ডারে আস্‌বে। আজ রাণার আজ্ঞায় সমস্ত মেবার অকর্ষিত, নহিলে মেবার-ভূমি স্বর্ণপ্রসূ! সে দিন এক ব্যক্তি চিতোর-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় মেবারের কোন এক স্থানে মেষ চরাচ্ছিল: রাণা তার ফাঁসি দিয়েছেন।

আকবর। [চিন্তিতভাবে] হুঁ! আচ্ছা, আপনি আমাদের কি সাহায্য কর্ব্বেন?

শক্ত। আমি রাজপুত, যুদ্ধ কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি রাজপুত্র, সৈন্যচালনা কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে মোগল-সেনা চালনা কর্ব্ব।

আকবর। তা'তে আপনার লাভ?

শক্ত। প্রতিশোধ।

আকবর। এই মাত্র?

শক্ত। এই মাত্র।

আকবর। আপনাকে মোগলসেনা সাহায্য দিলে প্রতাপসিংহকে জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন?

শক্ত। আমার বিশ্বাস পার্ব্বো। আমি প্রতাপের সৈন্যবল জানি, যুদ্ধকৌশল জানি, অভিসন্ধি জানি, সৈন্যচালনাপ্রণালী জানি। প্রতাপ যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা। প্রতাপ ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়! প্রতাপ রাজপুত্র, আমিও রাজপুত্র! তবে প্রতাপ জ্যেষ্ঠ—আমি কনিষ্ঠ। একদিন প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপেরই পুত্র অমরসিংহ বলেছিল যে, জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সে কথায় সে দিন ধাঁধা লাগিয়াছিল। আজ সেটা সত্য বলে' জেনেছি।

আকবর। হুঁ—

এই মাত্র বলিয়া ভূমিতলে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ক্ষণেক পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে ডাকিলেন

"দৌবারিক!"

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মহারাজ মানসিংহকে সেলাম দেও।

দৌবারিক "যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল।

আকবর পুনরায় শক্তসিংহের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"শুনেছি পাই যে আপনি প্রতাপসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ।"

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে?

আকবর। নয়! তবে আমি অন্যরূপ শুনেছি।—প্রতাপসিংহ কখনো কি আপনার উপকার করেন নি?

শক্ত। করেছিলেন। আমার পিতা উদয় সিংহ যখন আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন—

আকবর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি? আপনার পিতা আপনাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন?"

শক্ত। তবে শুনুন সম্রাট, আমার জীবনের ইতিহাস বলি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, তখন একখানা ছোরা দেখে, তার ধার পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য, আমার হাতে বসিয়েছিলাম। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি একদিন আমার জন্মভূমির অভিশাপস্বরূপ হবো। আমার পিতা যখন দেখলেন যে, আমি একখানা ছোরা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজের হাতে বসিয়ে দিলাম, তখন তিনি স্থির কর্ল্লেন যে, আমার কোষ্ঠী সত্য এবং আমার দ্বারা সব দুঃসাধ্য সাধন হ'তে পারে। তখন তিনি আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দিলেন!

আকবর। আশ্চর্য্য!

শক্ত। সম্রাট্! কেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন;—সম্রাট্ কি ভীরু উদয়সিংহকে জান্তেন না? তিনি যদি চিতোর-দুর্গ অবরোধের সময় কাপুরুষের মত না পালাতেন, তা হলে চিতোরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত যেত না।

আকবর। যুবক! চিতোর রাজপুতের হাত হতে যে মোগলের হাতে এসেছে, সে চিতোরের সৌভাগ্য নয় কি?

শক্ত। কেন সম্রাট্?

আকবর। আপনি বোধ হয় নিজেই স্বীকার কর্ব্বেন যে বর্ব্বর রাজপুত রাজ্য শাসন কর্ত্তে জানে না।

শক্ত। জনাব! বর্ব্বর রাজপুত কি বর্ব্বর মুসলমান, তা জানি না। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নিজে বল্‌তে শুনি নাই যে সে বর্ব্বর।

আকবর যুবকের স্পর্দ্ধায় ঈষৎ স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিষয়-পরিবর্ত্তন মানসে কহিলেন

"আচ্ছা, শুনি তারপর আপনার ইতিহাস। আপনার পিতা আপনার বধের হুকুম দিলেন—তার পর?

শক্ত। ঘাতকেরা আমাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে স্নেহচক্ষে দেখতেন। তাই আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়ে, রাণার কাছে গিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা ল'ন। আমি সালুম্ব্রাপতির পোষ্যপুত্র হবার পরে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। তখন প্রতাপসিংহ মেবারের রাণা। সালুম্ব্রাপতির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে' তাঁর রাজধানীতে আমাকে নিয়ে এসে, আমাকে সমাদরে রাখেন।

আকবর। আপনি মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবেন, এ কথা জেনেও?

শক্ত। হাঁ, এ কথা জেনেও।

আকবর। তবে আপনি প্রতাপসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ নহেন বল্লেন যে।

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে? আমি অন্যায়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় রাজ্য, স্বীয় স্বত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম। প্রতাপ আমাকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে, কতক ন্যায়কার্য্য করেছিলেন। এরই জন্য কৃতজ্ঞতা—তবু আমার স্বত্ব আমি ফিরে পাই নি। কি স্বত্বে তিনি মেবারের সিংহাসনে, আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! তিনি আর আমি এক পিতারই পুত্র। বটে তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সম্রাট! কে শ্রেষ্ঠ তাই একদিন পরীক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলাম। সহসা সম্মুখে এক ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় নি। তা প্রমাণ করে' যদি প্রতাপ আমাকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তেন—আমার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু তা যখন প্রমাণ হয় নাই, তখন আমাকে নির্ব্বাসিত করা অন্যায়। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাই'

আকবর ঈষৎ হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন

"প্রতাপ আপনাকে বিশ্বাস করেন?"

শক্ত। করেন।

আকবর। তবে আপনি তাঁকে বন্ধু-ভাবে ধরিয়ে দেন না কেন—যুদ্ধে প্রয়োজন কি?

শক্ত। সম্রাট্, তা আমার দ্বারা হবে না। তবে বান্দা বিদায় হয়।

আকবর। শুনুন। কেন? কি আপত্তি? যদি বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে বৃথা রক্তপাত কেন?

শক্ত। সম্রাট্, আপনারা সভ্য মুসলমান-জাতি; আপনাদের এ' সব ফেরপেঁচ্ শোভা পায়। আমরা বর্ব্বর রাজপুত—বন্ধুত্ব করি ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর শত্রুতা করি ত সোজা মাথায় খড়্গাঘাত করি। গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহার জানি না। রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতিহিংসায়ও রাজপুত। আমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী সমাজ-দ্রোহী, বটে। কিন্তু আমি রাজপুত। তার অনুচিত আচরণ কর্ব্ব না!

আকবর। মানসিংহ কিন্তু—কৈ—সে বিষয়ে দ্বিধা করেন না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনিই একা যুদ্ধকৌশল বোঝেন। তাঁর অর্দ্ধেক জয়ই কৌশলে। সৈন্যবল তিনি দেখান অনেক সময়, কিন্তু ব্যবহার করেন কদাচিৎ।

শক্ত। তা কর্ব্বেন না? নইলে তিনি মোগল

সেনাপতি না হ'য়ে ত আমিই মোগল সেনাপতি হ'তাম।

আকবর। তিনিও ত রাজপুত।

শক্ত। হাঁ, তার মা বাবা শুনেছি উভয়েই রাজপুত ছিলেন!

আকবর নিহিত ব্যঙ্গ বুঝিলেন, কিন্তু দেখাইলেন যেন বুঝেন নাই; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

"তবে?"

শক্ত। তবে কি জানেন জনাব! টোকো আঁব গাছের এক একটা আঁব কি রকমে উত্‌রে যায়, মানসিংহ রাজপুত হয়েও, কি রকম উত্‌রে গিয়েছেন। তার উপরে—

বলিয়া শক্তসিংহ সহসা আত্মসংবরণ করিলেন

আকবর। তার উপরে কি?

শক্ত। তিনি হলেন সম্রাটের শ্যালকপুত্র, আর আমি সম্রাটের কেহই নই। তিনি মহাশয়ের সঙ্গে অনেক পোলাও কোর্ম্মা খেয়েছেন— একটু মহাশয়দের ধাঁজ পাবেন না?

আকবর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে কহিলেন

"আচ্ছা আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন গে! যথাযথ আজ্ঞা আমি কাল দেব!

শক্ত। যে আজ্ঞা—

এই বলিয়া শক্তসিংহ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন; যতক্ষণ শক্ত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইলেন, আকবর তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শক্ত চলিয়া গেলে আকবর কহিলেন

"প্রতাপসিংহ, যখন তোমার ভাইকে পেয়েছি, তখন তোমাকেও মুষ্টিগত করেছি! এরূপ সৌভাগ্য মাঝে মাঝে না হ'লে কি এই বিপুল আর্য্যাবর্ত্ত আজ জয় কর্ত্তে পার্ত্তাম। যদি মহারাজ মানসিংহ সহায় না হতেন, তা হলে এ মোগল সাম্রাজ্য আজ কতটুকু স্থান ব্যেপে থাক্‌তো! এই যে মহারাজ আসছেন।"

মানসিংহ প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে বিনীত অভিবাদন করিলেন

আকবর। বন্দেগি মহারাজ!

মানসিংহ। বন্দেগি জনাব! সম্রাট্‌ আমাকে ডেকেছেন?

আকবর। হাঁ মহারাজ! প্রতাপসিংহের ভাই শক্তসিংহকে দেখেছেন?

মানসিংহ। হাঁ, পথে যেতে দেখ্‌লাম। যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেম ততক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

আকবর। যুবকটি বিদ্বান্‌, নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয়। সে এ বিশ্বজগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পায়নি। তবে ধাতু খাঁটি, গড়ে নিতে পারা যাবে।

মানসিংহ। তিনি চান প্রতিহিংসা!

আকবর। প্রতিহিংসা নয়; প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করেনি। যার যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত তা মিটিয়ে দিতে চায়, যা'র যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত আদায় কর্ত্তে চায়। লোকটা ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বংশ-গরিমা মানে।

মান। তবে সম্রাটের এখন কি আদেশ?

আকবর। মহারাজ কি শুনেছেন যে প্রতাপসিংহ একজন মোগল মেষরক্ষককে ফাঁসি দিয়েছে?

মান। না, শুনি নাই।

আকবর। তিনবার হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তিনটি মোগল কটক নির্ম্মূল করেছে!

মান। সে কথা শুনেছি।

আকবর। আর কতদিন এই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে ছেড়ে রাখা যায়? তাকে আক্রমণের এর অপেক্ষা অধিক সুযোগ আর হবে না। মহারাজের কি মত?

মান। আমি ভাব্‌ছিলাম কি, যে, আমি শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময় পথে প্রতাপসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আস্‌বো: যদি কার্য্যে ও কৌশলে তাঁকে বশ কর্ত্তে পারি, অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে কার্য্য উদ্ধার হয়, ভালো। না হয়, যুদ্ধ হ'বে।

আকবর। উত্তম! মহারাজ বিজ্ঞের মতই উপদেশ দিয়েছেন। তবে তাই হোক্‌। আপনি শোলাপুর যাচ্ছেন কবে?

মান। পরশ্ব প্রত্যূষে—

আকবর। উত্তম! তবে অন্য বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজকে এখন একাকী রেখে যেতে হচ্ছে।

মান। যে আজ্ঞা।

[আকবর মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত

হয়েই এসেছিলাম। রেবার বিবাহের জন্য পিতা পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে পাঠাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা যে প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে' দেখি, যদি প্রতাপকে সম্মত কর্ত্তে পারি। এই কলঙ্কিত অম্বর বংশকে যদি মেবারের নিষ্কলঙ্ক রক্তে পরিশুদ্ধ করে' নিতে পারি। আমরা সব পতিত। এই কলঙ্কিত বিপুল রাজপুতকুলে —প্রতাপ, উড়ছে কেবল তোমারই এক শুভ্র পতাকা!—ধন্য প্রতাপ!

[এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মোগল-প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।
কাল—অপরাহ্ণ।

আকবর-কন্যা মেহের উন্নিসা একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গান গাহিতেছিলেন

[খাম্বাজ—খং]

বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান;
নিজ মনে করি খেলা, আপনাকে করে' সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান দিন রাতি।

সহসা আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া মেহেরকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া কহিলেন

"মেহের ঐ দেখ্ দেখ্—এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে,—দেখ্ না বেকুফ্!"

মেহের। আঃ—পায়রা উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আর আশ্চর্য্যটা কি? তার আর দেখ্‌বো কি?

[গীত] "নিজ মনে কাঁদি হাসি—"

দৌলৎ। আশ্চর্য্য নৈলে কি কিছু আর দেখতে হবে না? আশ্চর্য্য জিনিস পৃথিবীতে কটা আছে মেহের?

মেহের। আশ্চর্য্য জিনিস? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য জিনিস খুঁজতে হয়?

দৌলৎ। শুনি গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিস? শিখে রাখা যাক্।

মেহের মালা রাখিয়া একটু গম্ভীরভাব ধরিয়া কহিলেন

"তবে শোন্। এই দেখ, প্রথমতঃ এই পৃথিবীটা নিজে একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিস, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বিশ্রাম নেই, উদ্দেশ্য নেই, সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে মর্চ্ছে, কেউ জানে না,—কেন! তারপর মানুষ একটা ভারি আশ্চর্য্য জানোয়ার; মাংসপিণ্ড হয়ে জন্মায়, তারপর সংসার তরঙ্গে দিনকতক উলট-পালট খেয়ে, হঠাৎ একদিন কোথায় যে ডুব মারে, কেউ আর তাকে খুঁজে বের করতে পারে না।—কৃপণ টাকা জমায়, ভোগ করে না; এটা আশ্চর্য্য!—ধনী টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষে ফতুর হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' বেড়ায়; এ আর এক আশ্চর্য্য! পুরুষ মানুষগুলো—বুদ্ধি শুদ্ধি আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে, খয়েবন্ধনে পড়ে—না পারে খৈ খেতে, না পায় হাত খুল্‌তে—এটা ভারি রকম আশ্চর্য্য।

দৌলৎ। আর মেয়েমানুষগুলো বিয়ে করে, সেটা আশ্চর্য্য রকম বোকামি নয়?

মেহের। সেটা দস্তুরমত স্বাভাবিক। তাদের ভবিষ্যতে একেবারে খাওয়া-দাওয়ার বিষয় ভাব্‌তে হয় না। তবে আমি সম্রাট আকবরের মেয়ে হয়ে, যদি আর একজনের পায়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিই—হাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য্য বটে। খাসা আছি—খাচ্ছি দাচ্ছি;—আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমার দস্তুর মত চিকিৎসার দরকার।

দৌলৎ। তুই কি বিয়ে কর্ব্বিনে ঠিক করে' বসে আছিস্?

মেহের। বিয়ে কর্ব্বো না ঠিক করেছি বটে, কিন্তু ব'সে নেই।

দৌলৎ। কি রকম?

মেহের। কি রকম! এই বয়স্থা কুমারী,—বিশেষতঃ হাতে কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে যে রকম হয়, সেই রকম। শুচ্ছি, বস্‌ছি, উঠ্‌ছি, বেড়াচ্ছি, হাই তুলছি, তুড়ি দিচ্ছি। শুন্‌তে বেশ কুমারী। কিন্তু এদিকে শু'য়ে শু'য়ে ওমরখাইয়াম পড়ছি, চিত্তচকোরের চেহারাটা কড়িকাঠের গায়ে এঁকে নিচ্ছি। সুবিধা হ'লে আল্‌সের ফোঁকর দিয়ে উঁকি মেরে দুনিয়াটা চিনে নিচ্ছি। আর পুরুষমানুষগুলোর মধ্যে মনের মতন কেউ হতে পারে কিনা, মনে মনে তাই একটা বিচার কচ্ছি,—

এই বলিয়া মেহের উন্নিসা শির নত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন

দৌলৎ। বিচার করে' কি কিছু ঠিক করে' উঠিছিস্ না কেবল বিচারই কর্চ্ছিস? মনের মতন কি কাউকে পেলি?

মেহের পুনরায় গম্ভীর হইয়া কহিলেন

"এটা ভাই তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। মনের মতন যদি পাইই, তা কি তোমাকে বলতে যাবো?"

দৌলৎ। বলবিনে কেন? আমি তোর বোন, আর অন্তরঙ্গ বন্ধু—

মেহের। দেখ্ দৌলৎ, তোর বন্ধুত্ব আমার হৃদ্দমদ্দ মাংস কেটে একটু ভেতর পর্য্যন্ত পেঁছেছে—হাড়ে ঠেকেনি। এ বিষয়টা কিন্তু হাড়ের মজ্জার জিনিস। শরীরের ভিতর যদি আর একটা শরীর থাকে, তা'রি জিনিস। একথা তোকে খুলে বলতে পারি নে। তবে তুই যদি নেহাতই ধরাপাকড়া করিস্; আমার মনোচোরের চেহারাটা ইসারায় একটু বলতে পারি।

দৌলৎ। আচ্ছা তাই শুনি' দেখি যদি তোর মনোচোরকে চিন্তে পারি।

মেহের। তবে শোন্—আমার মনোচোরের চেহারাটা কি রকম! নাক—আছে। কান—হাঁ, বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখিনি, তবে থাকাই সম্ভব। সে হাসলে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ুক না পড়ুক, দাঁত বেরোয়। চেঁচিয়ে কাঁদলে—অবিশ্যি যদি সত্যি সত্যিই কাঁদে তাতে তার চেহারাটার সৌন্দর্য্য বাড়েও না, আর গান গাচ্ছে ব'লেও ভ্রম হয় না।—আমার মনোচোরের নক্সা একরকম পেলি, বাকিটা মনে গ'ড়ে নিতে পার্ব্বি?

দৌলৎ। একেবারে হুবহু। সত্যি কথা বলতে কি মেহের, তোর মনোচোরকে যেন চক্ষের সামনে দেখ্‌ছি।

মেহের। তা দেখ। কিন্তু দেখিস ভাই, তাকে যেন ভালবেসে ফেলিস্ না। বাস্‌লে যে বিশেষ যায় আসে তা' নয়—এই যে সম্রাটের, আমাদের পিতার ত শতাধিক বেগম আছে। তবে না বাস্‌লেই ব্যাপারটা বেশ সোজা হয়ে আসে—

এমন সময়ে স্বীয় পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে মন্দগতিতে সেই কক্ষে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তোরা এখানে? তোরা এখানে কি কচ্ছিস্ মেহের।

মেহের। এই দৌলৎ বল্লে পৃথিবীতে যত আশ্চর্য্য জিনিস আছে তার একটা ফিরিস্তি দাও। তাই এতক্ষণ তা'র একটা তালিকা দিচ্ছিলাম।

সেলিম। আশ্চর্য্য জিনিসের কি ফিরিস্তি দিচ্ছিলি, শুনি।

মেহের। আবার বলতে হবে? বল না দৌলৎ, মুখস্থ বল না! এতক্ষণ টিয়াপাখীর মত শিখ্‌লি ত, বল না। আমি কি বলছিলাম তা আমার মনেও নেই, ছাই। দেখ সেলিম, আমার কল্পনাশক্তি খুব আছে; কিন্তু স্মরণশক্তি নেই। দৌলত উন্নিসার কল্পনাশক্তি নেই; স্মরণশক্তি আছে। আমি যেন একটা খরুচে সওদাগর,—রোজগারও করি খুব; আবার যা পাই তা উড়িয়ে দিই। দৌলৎ খুব হিসেবী গেরোস্ত।—বেশী রোজগার কর্ত্তে পারে না বটে, কিন্তু যা পায় জমাতে পারে।—হাঁ, হাঁ, আমি বল্‌ছিলাম বটে যে, কৃপণ খেটে আজীবন টাকাই রোজগার কর্‌ছে, তার পুত্র বা প্রপৌত্রের উড়োবার জন্যে;—ঐ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

দৌলৎ। কি এমন আশ্চর্য্য! বল ত সেলিম'

মেহের। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! বল ত সেলিম'

সেলিম। কিন্তু তোরা যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার বল্‌ছিস্, তার চেয়েও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে।

মেহের। কি রকম? কি রকম?

সেলিম। সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপসিংহের যুদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র জমীদারের লড়াই, এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য আছে'

দৌলৎ। পাগল বোধ হয়।

সেলিম। আমারও সেই রকম জ্ঞান ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই যে রকম সম্রাট-সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে, তাতে আর পাগল বলি কি করে। ১০০ রাজপুত, ৫০০ মোগল সৈন্যের সঙ্গে লড়ছে। কখন বা হারিয়ে দিচ্ছে।

মেহের। তোমরা একটা দস্তুর মত যুদ্ধ ক'রে তা'দের হারিয়ে দাও না কেন?

সেলিম। এবার তাই হ'বে। মানসিংহ

শোলাপুর থেকে আসবার সময়, পথে প্রতাপসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে', তার সৈন্যবল পরীক্ষা করে' আসবেন। তিনি তাকে কথায় বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন ত ভালো; নৈলে যুদ্ধ হ'বে।

মেহের। যুদ্ধে তুমি যাবে?

সেলিম। আমি যাবো না? আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না কি পঙ্গুর মত ঘরে বসে' থাকবো?

মেহের। তবে আমিও সঙ্গে যাবো।

সেলিম। তুমি!

মেহের। তার আর আশ্চর্য্য কি?

দৌলৎ। তা'হলে আমিও যাবো।

সেলিম। সে কি? স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি?

মেহের। কেন যাবে না? তোমরা আমাদের কাছে এসে 'এমনি যুদ্ধ কল্লাম, অমনি যুদ্ধ কল্লাম' বলে' বড়াই কর। আমরা গিয়ে দেখ্‌বো, তোমরা সত্য সত্য যুদ্ধ কর কি না?

সেলিম। যুদ্ধ করি না ত কি বিনা যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়?

মেহের। আমার ত তাই বোধ হয়।—এ পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, ও পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে; তারপর একটা টাকার এক পক্ষ নেয় এ-পিঠ, অন্য পক্ষ নেয় ও পিঠ, তারপরে একজন সেটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘুরিয়ে উ'চু দিকে ফেলে দেয়—মাটিতে পড়লে যার দিকটা উপরে থাকে, সেই পক্ষের জয় সাব্যস্ত হয়।

সেলিম। তবে এত সৈন্য নিয়ে যাই কি জন্যে?

মেহের। একটা হাঁক্ ডাক্ কর্ত্তে, এটা লোক দেখাতে। তুমি ত তালপাতার সেপাই, তুমি আবার যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হয় না—কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। তা বৈকি।

মেহের। সেলিম দুধের ছেলে, ও যুদ্ধ কর্ব্বে কি?

সেলিম। বটে! তোমরা তবে নিতান্তই দেখ্‌বে?

মেহের। হাঁ দেখ্‌বো। কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। হাঁ দেখ্‌বো বৈকি!

সেলিম। আচ্ছা, আলবাৎ দেখ্‌বে। আমি বাদসাহের অনুমতি নিয়ে এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি! দেখ, যুদ্ধ করি কিনা।

[এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

মেহের। হাঃ হাঃ হাঃ! দৌলৎ, সেলিমকে ক্ষেপিয়ে দিলেই হ'ল। ওর এমনি দেমাক্, যে তাতে ঘা' পড়লে একেবারে অজ্ঞান।

এই সময়ে পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া

"সম্রাট্ আস্‌ছেন!"

[বলিয়া চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা? এ সময়ে হঠাৎ!

দৌলৎ। আমি যাই।

মেহের। যাবি কোথা? সম্রাটের কাছে আর্জ্জি কর্ত্তে হবে। দাঁড়া না।

দৌলৎ। না, আমি যাই।

মেহের। তুই ভারী ভীরু, কাপুরুষ। সম্রাট কি বাঘ না ভালুক? তোকে খেয়ে ফেল্‌বেন না ত!

দৌলৎ। না আমি যাই।

[এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মেহের। দৌলৎ সম্রাটকে ভারি ভয় করে,—আমি ডরাই না। বাহিরে না হয় তিনি সম্রাট। বাড়ীতে তাঁকে কে মানে?

সম্রাট আকবর প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মেহের এখানে একেলা বসে'?"

মেহের সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন

"হাঁ, আপাততঃ একা বটে। দৌলৎ এখানে ছিল। আপনি আসছেন শুনে দৌড়্।"

আকবর। কেন?

মেহের। কি জানি! সম্রাট্‌কে শত্রুরা ভয় করে করুক আমরা ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?

আকবর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি আমাকে ভয় কর না?"

মেহের। কিছু না। আমি ত দেখি যে, আপনি ত ঠিক মানুষের মতই দেখতে। তা সম্রাটই হোন্ আর তুর্কীর সুলতানই হোন্। ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?—তবে মান্য করি।

আকবর। কেন?

মেহের। কেন? মান্য কর্ব্ব না!—বাবা! একে বাপ, তাতে বয়সে বড়!

আকবর। সত্য কথা মেহের। তোরাও যদি

আমায় ভয় কর্ব্বে তা'হলে আমায় ভালোবাসবে কে?—সেলিম এখানে এসেছিল না?

মেহের। হাঁ বাবা। ভাল কথা, রাণা প্রতাপসিংহের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হবে?

আকবর। সম্ভব। মানসিংহ সেখানে যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলে সেটা স্থির হবে।

মেহের। সেলিম এ যুদ্ধে যাবেন?

আকবর। নিশ্চয়। তার যুদ্ধ শিক্ষা কর্ত্তে হ'বে। মানসিংহ চিরকাল থাকবে না।

মেহের। পিতা! আমার একটা আর্জ্জি আছে।

আকবর। কি আর্জ্জি?

মেহের। মঞ্জুর কর্ব্বেন, বলুন আগে।

আকবর। বলা দরকার কি? জানো না কি মেহের, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই।

মেহের। বেশ। তবে এ যুদ্ধ দেখ্‌তে দৌলৎ আর আমি যাবো।

আকবর। সেকি! স্ত্রীলোক যুদ্ধে যাবে কি?

মেহের। কেন, স্ত্রীলোক কি মানুষ নয় যে চিরকালটা চাবিবন্ধ হয়ে থাকবে? তাদের সখ নেই?

আকবর। কিন্তু এ সখ কি রকম? এ কখন হ'তে পারে?

মেহের খুব হ'তে পারে। শুধু হ'তে পারে না, তাই হ'বে। বাপ আবদার কর্ত্তে পারে, আর মেয়ে আবদার কর্ত্তে পারে না?

আকবর। আমি কবে আবদার কর্ল্লাম?

মেহের। কেন, সে দিন চিতোর জয় করে এসে বল্লেন, 'মেহের, হিন্দু শাস্ত্র থেকে একটা গল্প বল্ দেখি, যা'তে কোন ধার্ম্মিক বীর ছলে শত্রু বধ করেছে'। তা আমি বালি-বধের কথা বল্লাম; দ্রোণ-বধ করবার কথা বল্লাম। তখন আপনি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

আকবর। সে আর এ সমান হোল?

মেহের। নাই বা হোল।—বাবা, আমি এ যুদ্ধে যাবোই।

আকবর। তা কি হয়?

মেহের। হয় কি না হয় দেখুন।

আকবর। আচ্ছা এখন যা। পরে বিবেচনা করে' দেখা যাবে। যুদ্ধই ত আগে হোক।

[উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয় সাগর হ্রদতীর। কাল—মধ্যাহ্ন।

একদিকে রাজপুত সর্দ্দারগণ—মানা, গোবিন্দসিংহ, রামসিংহ, রোহিদাস ও প্রতাপসিংহের মন্ত্রী ভীম সা সমবেত, অপর দিকে মহারাজা মানসিংহ দণ্ডায়মান

মানসিংহ। আমার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজনের জন্য আমি রাণা প্রতাপসিংহের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভীম। আমাদের আধুনিক অবস্থায় মানসিংহের অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজন কোথা থেকে কর্ব্বো। তবে আমরা জানি যে অম্বরের অধিপতি এই যৎসামান্য অভ্যর্থনা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর্ব্বেন এবং সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

মানসিংহ। ভীম সা! প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করা আজ প্রত্যেক রাজপুতের পক্ষে সম্মানের কথা।

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

মানা। মহারাজ মানসিংহ কথায় মাত্র প্রতাপের স্তাবক। কিন্তু কার্য্যে তিনি প্রতাপের চিরশত্রু মোগলের পদ-লেহী!

রোহিদাস। চুপ কর মানা। মানসিংহ আকবরের শ্যালকপুত্র। তাঁর কাছে অন্যরূপ কি আচরণ প্রত্যাশা কর্ত্তে পারো?

ভীম। মানসিংহ যাহাই হউন, তিনি আজ আমাদের অতিথি। মানার কথা ধরবেন না মহারাজ।

মানসিংহ। কিছু মনে করি নাই। মানা সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখবেন যে, আকবরের শ্যালকপুত্র হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নহি; সে কার্য্য আমার স্বকৃত নহে। তবে আকবরের পক্ষে যুদ্ধ করি, একথা স্বীকৃত। কিন্তু আকবরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কি বিদ্রোহ নহে?

গোবিন্দ। কেন মহারাজ?

মানসিংহ। আকবর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি।

মানা। কোন্ স্বত্বে?

মানসিংহ। শক্তির স্বত্বে। যুদ্ধে পুনঃ

পুনঃ স্থির হ'য়ে গিয়েছে, কে ভারতের অধিপতি।

রাম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি মানসিংহ' স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এক বৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের স্বত্ব পিতা হতে পুত্রে বর্ত্তে: সে স্বত্ব বংশপরম্পরায় চ'লে আসে।

মানসিংহ। কিন্তু তা' নিষ্ফল। প্রভূতবল ও অপরিমিত-শক্তি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' রক্তপাত করার ফল কি?

রাম। মানসিংহ! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা নিজের বিবেচনামতে কাজ করে' যাই। ফলাফলের জন্য দায়ী নহি।

মানসিংহ। ফলাফল বিবেচনা না করে' কাজ করা মূঢ়তা নয় কি?

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ' এই যদি মূঢ়তা হয়, তবে এই মূঢ়তায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক উচ্চপ্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব নিহিত আছে! এই রকম মূঢ় হয়েই সাধ্বী স্ত্রী প্রাণ বিসর্জ্জন করে, কিন্তু সতীত্ব দেয় না। এই রকম মূঢ় হয়েই স্নেহময়ী মাতা সন্তানরক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই রকম মূঢ় হয়েই ধার্ম্মিক হিন্দু মুণ্ড দেয়, কিন্তু কোরাণ গ্রহণ করে না।—জেনো মানসিংহ! রাণা প্রতাপের দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা আছে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গে এমন একটা মহৎ সম্মান আছে, যা মানসিংহের সম্রাটপদরজোবিমণ্ডিত স্বর্ণমুকুটে নাই। ধিক্ মানসিংহ! তুমি যাই হও, হিন্দু। তোমার মুখে এই কথা ধিক্!

এই সময় অমরসিংহ প্রবেশ করিয়া মানসিংহকে কহিলেন

"মহারাজ মানসিংহ! পিতা বল্লেন—আপনি স্নাত হয়েছেন, তবে আপনার জন্য প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে' তাঁকে সম্মানিত করুন।"

মানসিংহ। প্রতাপসিংহ কোথায়?

অমর। তিনি অসুস্থ, আজ কিছু আহার কর্ব্বেন না। আপনার আহারান্তে তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন।

মানসিংহ। হাঁ! বুঝেছি অমরসিংহ। তাঁকে বোলো, এ অসুস্থতার কারণ আমি অবগত আছি। আমার সঙ্গে তিনি আহার কর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। তাঁকে বল্‌বে যে, এতদিন তাঁর সম্মান-রক্ষার্থে আমাদের মান খুইয়েছি। আর সম্রাটের দাস হয়েও তাঁর বিপক্ষে আমি স্বয়ং এতদিন অস্ত্র ধরিনি: তাঁকে বোলো যে, আজ থেকে মানসিংহ স্বয়ং তাঁর শত্রু। তাঁর এ অহঙ্কার চূর্ণ না করি ত আমার নাম মানসিংহ নহে।

এই সময়ে প্রতাপ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মহারাজ মানসিংহ, উত্তম! তাই হোক। প্রতাপসিংহ স্বয়ং আকবরের প্রতিপক্ষ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। মহারাজ মানসিংহ আজ রাণার অতিথি: নহিলে এখানেই স্থির হয়ে যেত যে, কে বড়—সম্রাটের শ্যালকপুত্র মহারাজ মানসিংহ, না দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ। মহারাজের যখন ইচ্ছা সমরক্ষেত্রে রাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ পাবেন।"

মানসিং। উত্তম! তবে তাই হো'ক। শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

রোহিদাস। তোমার ফুফো আকবরকে পার ত সঙ্গে কোরে নিয়ে এস।

প্রতাপ। চুপ কর রোহিদাস।

[মানসিংহ সরোষে প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হ'বে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি, বীর-রক্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণ কর্ব্বো। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধে যাই হয়—জয় কি পরাজয়—মোগলের নিকট এ উষ্ণীষ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা, যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব?

সকলে। মনে আছে রাণা।

প্রতাপ। উত্তম! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে। জয়! রাণা প্রতাপসিংহের জয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধ-শয়ান পৃথ্বীরাজ; সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী যোশীবাই দণ্ডায়মানা

যোশী। যুদ্ধ বেধেছে—প্রতাপের আর আকবরের সঙ্গে; একদিকে এক ক্ষুদ্র জনপদের

অধিপতি আর একদিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট।

পৃথ্বী। কি সুন্দর দৃশ্য! কি মহৎ ভাব! আমি ভাব্‌ছি যে এটার উপর একটা কবিতা লিখবো।

যোশী। তুমি রাজকবি, বোধ হয় কবিতায় সম্রাটকেই বড় কর্ব্বে?

পৃথ্বী। সম্রাটকে বড় কর্ব্বো না? তিনি হলেন সম্রাট্, তার উপরে আমি তাঁর মাহিনা খাই! এটা না হয় কলিকাল, তাই বলে কি আমি নেমকহারামি কর্ব্ব?

যোশী। কলিকালই বটে! নইলে প্রতাপের ভাই শক্ত, প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ, আজ এ যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল শিবিরে! নহিলে অম্বরপতি রাজপুতবীর মানসিংহ, রাজপুতানার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন-রাজ্য মেবারের স্বাধীনতার বিপক্ষে বদ্ধপরিকর!—নইলে বিকানীরপতির ভাই ক্ষত্রিয় পৃথ্বীরাজ মোগল সম্রাট আকবরের স্তাবক! হায়! চাঁদ কবি বলেছিলেন ঠিক, যে, হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রু স্বয়ং হিন্দু।

পৃথ্বী। তুমি সত্য কথা বলেছ যোশী—হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু হিন্দু। [চিন্তা] ঠিক্! হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।—ঠিক!—হুঁ—ঠিক—

এই বলিতে বলিতে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শিরঃসঞ্চালন করিতে করিতে, পশ্চাতে সম্বন্ধ-করযুগ পৃথ্বী কক্ষ মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। যোশী নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

পৃথ্বী। এটার উপর বেশ একটা কবিতা লেখা যায়। 'হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু'। এই রকম এর একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যায়, যে মানুষের অনেক শত্রু আছে, যেমন বাঘ, ভালুক, সাপ, বাজ ইত্যাদি! কিন্তু মানুষের প্রধান শত্রু মানুষ! বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে, সাপ থাকে গর্ত্তে, বাজ থাকে আকাশে। তাদের শত্রুতাতে বড় যায় আসে না। কিন্তু মানুষ পাশাপাশি থাকে—সে শত্রু হ'লে ব্যাপার বড় গুরুতর! কিম্বা অহংজ্ঞানের প্রধান শত্রু অহঙ্কার। কিম্বা—

যোশী। প্রভু! তুমি জীবনে কি শুদ্ধ উপমা খুঁজেই বেড়াবে?

পৃথ্বী। বড় সুন্দর ব্যবসা!—উপমাগুলো সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে দেয়। তা'রা বুঝিয়ে দেয় যে কি বাস্তব-জগতে, কি সংসারক্ষেত্রে, কি মনোরাজ্যে—সব জায়গায়, বিকাশ একই ধারায় চলেছে। বড় কবি সেই,—যে সে সম্বন্ধগুলি দেখিয়ে দেয়। উপমাই তা দেখাবার উপায়। কালিদাস বড় কবি কিসে?—উপমায়—'উপমা কালিদাসস্য!'—উঃ কি কবিই জন্মেছিলে কালিদাস! প্রণাম,—প্রণাম কালিদাস! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!—হাঁ যোশী, আমার শেষ কবিতা, সম্রাটের সম্ভাবর্ণনা, শোননি, শোন—

যোশী। প্রভু, এই অসার কবিতা লেখা ছাড়ো!

পৃথ্বী থমকিয়া দাঁড়াইলেন; পরে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন

"কবিতা লেখা ছাড়বো? তার চেয়ে বঁটিটি নিয়ে এসে গলাটা কেটে ফেল না কেন? কবিতা লেখা ছাড়বো? বল কি যোশী?"

যোশী। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিকানীরপতি রায়সিংহের ভাই! তুমি হ'লে সম্রাটের চাটুকার কবি! তুমি শূন্যগর্ভ কথার মালা গেঁথে এই দুর্লভ মানব-জন্ম ব্যয় করে' দিলে। লজ্জাও করে না!

পৃথ্বী পুনরায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন

পৃথ্বী। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"—এও সেই কালিদাস বলে গিয়েছেন। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—কি না, যেমন কেউ বা গান গাইতে ভালবাসে; কেউ বা তা শুনতে ভালবাসে। কেউ বা রাঁধতে ভালবাসে; কেউ বা খেতে ভালবাসে। প্রতাপ যুদ্ধ কর্ত্তে ভালবাসে; আমি কবিতা লিখ্‌তে ভালবাসি। প্রতাপ অসি ধরেছে। আমি মসী ধরেছি!

যোশী। কি সুন্দর ব্যবসা! এ কাব্যময় সংসারে এসে অসার কথার অসারতর মিল খুঁজে খুঁজে, জীবনটা কেবল বাঁশী বাজিয়ে কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছো?

পৃথ্বী। সেই রকমই ত ইচ্ছা। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, যে পথের পথিক, আমিও যদি সে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে কিছু লজ্জিত হবার কারণ দেখি না। কবিতা লেখা নীচ-ব্যবসা নহে।

যোশী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

পৃথ্বী। বুঝেছো ত? তবে এখন এ রকম বৃথা বিতণ্ডা না করে', যা'তে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, সেই রকম খাদ্যের আয়োজন কর; যাও দেখি, দেখ খাবারের দেরী কত?

যোশী চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পৃথ্বী একটু চিন্তিতভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন

"প্রতাপ! তুমি গৃহ-প্রতাড়িত হয়ে, রিক্ত-হস্তে একা এই বিশ্বজয়ী সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? যে সাধনা নিশ্চিত নিষ্ফল, সে সাধনা কেন? এস আমাদের দলে মিশে যাও; পূর্ণ আহার পাবে, বাস কর্ব্বার জন্য প্রাসাদ পাবে, রাজ-সম্মান পাবে। কেন এই একটা গোঁয়ার্ত্তমি করে,' একটা আদর্শ খাড়া করে' অনর্থক যত ক্ষত্রিয়-পুরুষদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের ঝগড়া বাধিয়ে দেও!"

[এই বলিয়া পৃথ্বী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাটের গিরিসঙ্কট; সেলিমের শিবির। কাল—প্রাহ্ণ।

সেলিমের শিবিরে দৌলৎ ও মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। কৈ, সেলিম ত এখানে নেই।

দৌলৎ। তাই ত!

মেহের। ব্যস্। আমি বসে' তার অপেক্ষা কর্ব্ব।

দৌলৎ। তুই যে আজ চটেছিস্ দেখ্‌ছি।

মেহের। চট্‌বো না?—এলাম যুদ্ধ দেখতে! তা কোথায় যুদ্ধ?—যুদ্ধের চেয়ে বেশী ফাঁকা আওয়াজই শুন্‌ছি! না। আমার পোষালো না। আমি আর এরকম নিশ্চিন্ত উদাসীনভাবে থাকতে চাই না! আমার আর এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে ইচ্ছে কচ্ছে না। আমি আজই চলে' যাবো।

দৌলৎ। তোর ত মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্ল্লাম না। তাড়াতাড়ি এলি যুদ্ধ দেখতে; এখন যুদ্ধ হব হব হচ্ছে, এমন সময় বলিস্ চলে' যাবো।

মেহের। কোথায় যুদ্ধ! আজ পনর দিন দুই সৈন্য মুখোমুখি হ'য়ে বসে' রয়েছে, আর চোখ রাঙাচ্ছে! একটা যুদ্ধ হোলো কৈ! এতে ধৈর্য্য থাক্‌তে পারে না! ঐ শোন্—ঐ ফাঁকা আওয়াজ। না, আমি আর থাক্‌তে পার্ব্বো না! আমি এখনি চলে যাবো।—এই যে সেলিম আস্‌ছে!

সসজ্জ সেলিম পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নীদ্বয়কে নিজের শিবিরে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"এ কি!—তোমরা এখানে? আমার শিবিরে?"

দৌলৎ। দাদা, মেহের ত ভারি চটেছে—

সেলিম। কেন?

দৌলৎ। বলে—আজই চলে' যাবো।

সেলিম। কি রকম?

মেহের। [উঠিয়া] কি রকম! যুদ্ধ কৈ? যত কাপুরুষ রাজপুত-সৈন্য, আর যত কাপুরুষ মোগল-সৈন্য,—সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাঁক্ দিচ্ছে বটে, কিন্তু না হচ্ছে যুদ্ধ, না বাজছে বাদ্য। এই যদি যুদ্ধ হয় ত কাজ নেই দাদা, আমাকে মানে মানে বাড়ী রেখে এস!

সেলিম। তা কি হয়! যুদ্ধ হ'বে। মানসিংহ কাপুরুষ সেনাপতি, তাই আক্রমণ কর্ত্তে ভয় পাচ্ছে। আমি যদি সেনাপতি হ'তাম্—

মেহের। তুমি সেনাপতি নও! তবে কি তুমি একটা কাঠের পুতুল হ'য়ে এসেছো? না, আমি সমস্ত ব্যাপারের ওপর চটে' গেছি! আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর থাক্‌বো না।

সেলিম। তা কেমন ক'রে হবে। আগ্রায় অম্নি পাঠিয়ে দিলেই হোল? সোজা কথা কি না?

মেহের। সোজাই হোক্, বাঁকাই হোক্, আমাকে কাল সকালে আগ্রায় পাঠিয়ে ত দাও—নহিলে আমি রসাতল কর্ব্ব—

সেলিম। কি রসাতল কর্ব্বে?

ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করিলেন

মেহের। আমি মহারাজ মানসিংহকে নিজে গিয়ে বল্‌বো, কি আত্মহত্যা কর্ব্ব,—আমার কাছে দুই সমান। সোজা কথা—[পরে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন]—"আর আমি একদিনও এখানে থাক্‌ছিনে।"

সেলিম। তখন ত আস্‌বার জন্য একেবারে পাগল! স্ত্রীজাতির স্বভাব, যাবে কোথা! তখন যে আমার পায়ে ধর্ত্তে বাকি রেখেছিলে।

মেহের। যেটুকু বাকি রেখেছিলাম সেটুকু এখন কচ্চি! [এই বলিয়া সেলিমের পায়ে ধরিলেন।] "আমার ঘাট হয়েছে দাদা। আমি ভেবেছিলাম—সব বীর-পুরুষের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু দেখছি সব ভীরু, কাপুরুষ। একটা ভেড়ার মধ্যে যতটুকু সাহস আছে তাও তোমাদের নেই।—এই পায়ে ধচ্চি। হয় কালই একটা এস্পার ওস্পার কর, নৈলে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার যুদ্ধের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে।"

সেলিম। আচ্ছা, তুই দাঁড়া। আমি একবার মানসিংহের কাছে যাচ্ছি। তার পরে যা হয় করা যাবে।—বাবা, তুই ধন্যি মেয়ে। ভাগ্যিস তুই মাত্র ছোট বোন্,—তাতেই এই আবদার!

[এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। আচ্ছা বাহানা নিইছিস।

মেহের। নেবো না? এতে কোন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক থাকতে পারে?

এই সময়ে "সেলিম, সেলিম" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শক্তসিংহ শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও রমণীদ্বয়কে দেখিয়া

"ওঃ—মাফ কর্ব্বেন!"

[এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। কে ইনি?

মেহের। ইনি শুনেছি রাণা প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ। দিব্য চেহারা—না?

দৌলৎ। হাঁ—না,—তা—

মেহের। সেলিমের কাছে শুনেছি—শক্তসিংহ খুব বিদ্বান, আর তার উপরে অত্যন্ত ব্যঙ্গপ্রিয়! আহা, এসে চট্ করে' চলে' গেলেন! থাক্‌লে, একটু গল্প করা যেত। এ যুদ্ধক্ষেত্র!—অত জেনানামি এখানে নাইবা কল্লাম। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, মুসলমানদের এই বিষম আবরু প্রথার উপর আমি হাড়ে চটা!—আমাদের এই রূপরাশি কি দশজনে দেখলেই অমনি ক্ষয়ে গেল! চল্ নিজের শিবিরে যাই,—কি ভাবছিস?—আয়!

[এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসার হাত ধরিয়া লইয়া মেহের বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন। সেলিম ও মহাবৎ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন

সেলিম। মহাবৎ খাঁ। প্রতাপসিংহের সৈন্য কত জানো?

মহাবৎ। চরের হিসাব অনুসারে ২২০০০ আন্দাজ হ'বে। তার উপরে ভীল-সৈন্য আছে।

সেলিম। মোট ২২০০০? [পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে] আর কিছু নাহোক্, প্রতাপের স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিই। ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যে ২২০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়ায়, সে মানুষটাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

মহাবৎ। সমর-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। যুদ্ধে প্রতাপসিংহ সৈন্যের পিছনে থাকেন না, তাঁর স্থান সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে।

সেলিম। মহাবৎ! যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা তোমার সমরকৌশলের উপর নির্ভর করি। [পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া] দেখ্‌ব—তুমি পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

মহাবৎ। যুদ্ধের ফল একরূপ নিশ্চিত! আমাদের সৈন্য মেবার সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ। তার উপরে আমাদের কামান আছে, প্রতাপের কামান নাই। আর স্বয়ং মানসিংহ আজ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক!

সেলিম। এই মানসিংহের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি জ্বালাতন হইছি! স্বয়ং সম্রাট যুদ্ধবিগ্রহে মানসিংহের নাম জপ করেন, যেন মানসিংহ তাঁর ইষ্ট দেবতা; যেন মানসিংহ ভিন্ন মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হোত না!

মহাবৎ। সে কথা কি মিথ্যা সাহাজাদা? তুষার-ধবল ককেশস্ হ'তে আরাকান, হিমগিরি হ'তে বিন্ধ্য—কোন প্রদেশ আছে যা মানসিংহের বাহুবল ভিন্ন মোগলের করায়ত্ত হয়েছে? সম্রাট তা' জানেন! আর তিনি প্রতাপকেও জানেন। তাই তিনি এ যুদ্ধে মানসিংহকে পাঠিয়েছেন।

সেলিম। ঢের শুনেছি মহাবৎ, মানসিংহের নাম ঢের শুনেছি! শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়েছে!

মহাবৎ। বিধাতার লিখন—কুমার, বিধাতার লিখন!

এই সময় মানসিংহ একখানি মানচিত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন

মান। বন্দেগি যুবরাজ। বন্দেগি মহাবৎ! মেবার-সৈন্য প্রধানতঃ কমলমীরের পশ্চিম-দিকের গিরিশ্রেণীতে রক্ষিত। কমলমীরের প্রবেশপথ অতি সঙ্কীর্ণ। দুদিকে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, তার উপর রাজপুত-সৈন্য ও ভীল তীরন্দাজেরা অবস্থিত।—এই দেখ মানচিত্র।

মহাবৎ মানচিত্র দেখিয়া কহিলেন

"তবে কমলমীরে প্রবেশ দুঃসাধ্য?"

মান। দুঃসাধ্য নয়,—অসাধ্য। রাজপুত-সৈন্য সহসা আক্রমণ করা যুক্তিসংগত নয়। আমরা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো!

সেলিম। সে কি মানসিংহ! আমরা এরূপ নিরুদ্যমে কত দিন বসে থাক্‌বো?

মান। যতদিন পারি। দস্তুরমত রসদের বন্দোবস্ত আমি করেছি।

সেলিম। কখন না। আমরাই আক্রমণ কর্ব্বো!

মান। না যুবরাজ, আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো! যাও মহাবৎ, এই আজ্ঞা পালন করগে যাও।

সেলিম। তা হ'তে পারে না। মহাবৎ, সৈন্যদিগকে কাল প্রত্যূষে শত্রুর বিপক্ষে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মান। যুবরাজ! সেনাপতি আমি!

সেলিম। আর আমি কি এই যুদ্ধে সাক্ষী-গোপাল হ'য়ে এসেছি?

মান। আপনি এসেছেন সম্রাটের প্রতিনিধি-স্বরূপ।

সেলিম। তার অর্থ?

মান। তার অর্থ এই যে, আপনি এসেছেন সম্রাটের নামস্বরূপ, ফার্ম্মানস্বরূপ, চিহ্ন-স্বরূপ। আপনাকে না নিয়ে এসে সম্রাটের একখানি চর্ম্ম-পাদুকা নিয়ে এলেও সমানই কাজ দেখ্‌তো!

সেলিম। এতদূর আস্পর্দ্ধা মানসিংহ!

এই বলিয়া তরবারি উন্মোচন করিলেন

মান। তরবারি কোষবদ্ধ করুন যুবরাজ! বৃথা ক্রোধ প্রকাশে ফল কি? আপনি জানেন যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনি আমার সমকক্ষ নহেন। আপনি জানেন সৈন্যগণ আমার অধীন, আপনার নহে।

সেলিম। আর তুমি আমার অধীন নও?

মান। আমি আপনার পিতার অধীন, আপনার অধীন নহি। এ যুদ্ধে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আপনার কার্য্যে আমি সাধ্যমত বাধা দিব না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি দেখি, তবে বাতুলকে যেমন শৃংখলাবদ্ধ করে, আপনাকেও সেইরূপ কর্ব্ব। তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সম্রাটের কাছে দিব। মহাবৎ! যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর।

[মহাবৎ সেলিমকে ক্রোধ-গম্ভীর দেখিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া, নীরবে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ "বন্দেগি যুবরাজ" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম। আচ্ছা, এ যুদ্ধ শেষ হো'ক্, তার পরে এর প্রতিশোধ নেবো।—ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা!

[এই বলিয়া সেলিম বেগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সমরাঙ্গন। শক্তসিংহের শিবির।

কাল—অপরাহ্ণ।

শক্ত একাকী দণ্ডায়মান

শক্ত। এই মেবার। এই আমার জন্মভূমি মেবার! আজ আমার মন্ত্রণায় মোগল-সৈন্য এসে এই স্বর্ণপ্রসূ মেবার ছেয়েছে। অচিরে এই ভূমি তার নিজের সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হ'বে। যে রক্ত সে তার সন্তানদের দিয়েছিল, তা' ফিরে পাবে। ব্যস্ শোধবোধ।—আর প্রতাপ! তোমার সঙ্গেও আমার শোধবোধ হবে! মেবার ছারখার কর্ব্বো, ও সেই শ্মশানের উপর প্রেতের মত বিচরণ কর্ব্বো! এই মাত্র, আর বেশী কিছু নয়। আমি মেবার রাজ্য চাই না, মোগলের কাছে কোন পুরস্কার চাই না। এর মধ্যে দ্বেষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই। শুধু প্রতাপের কাছে একটা ঋণ ছিল, তাই পরিশোধ কর্ত্তে এইছি। প্রাকৃতিক অন্যায়, সামাজিক অবিচার, রাজার স্বেচ্ছাচার—আমার যতদূর সাধ্য, এর কিছু প্রতিকার কর্ব্বো। জাতি বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। একা সে উদ্দেশ্য সাধন কর্ত্তে পারি না, তাই

মোগলের সাহায্য নিইছি। কে বল্‌তে পারে যে, অন্যায় কাজ করেছি? কিছু অন্যায় করি নাই! বরং একটা বিরাট অন্যায়কে ন্যায়ের দিকে নিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি। ঔচিত্যের শান্তিভঙ্গ হয়েছিল, আমি সেই শান্তি ফিরিয়ে আন্তে যাচ্ছি। কোন অন্যায় করি নাই।

এই সময়ে মেহের উন্নিসা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন, শক্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন

"কে?"

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা, আকবর সাহের কন্যা।

শক্ত সহসা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন

"আপনি সম্রাটের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিরে!"

মেহের। আপনি প্রতাপসিংহের ভাই, আপনি যে তাঁর বিপক্ষ-শিবিরে?

শক্ত এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন

"হাঁ, আমি প্রতাপসিংহের বিপক্ষ-শিবিরে।—আমি প্রতিশোধ চাই।"

মেহের। তাহ'লে আপনার চেয়ে আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি ভাব কর্ত্তে চাই।

শক্ত বিস্মিত হইলেন

মেহের। কি রকম? আপনি যে অবাক্ হয়ে গেলেন।

শক্ত। আমি ভাব্‌ছি।

মেহের। তা বেশ ভাবুন না? আমিও ভাবি!

এই বলিয়া মেহের বসিলেন, শক্তসিংহ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন এবং কহিলেন

"আপনার এখানে আসার অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?

মেহের। পারেন বৈকি, খুব পারেন? আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি!

শক্ত। মুস্কিল! কি মুস্কিল!

মেহের। মহামুস্কিল! সেলিম আমার ভাই হ'ন, তা' জানেন বোধ হয়। আমি আর দৌলৎ উন্নিসা যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেছি, তা'ও হয়ত শুনে থাক্‌বেন। এখন এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে; কিন্তু কৈ,—যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই! দুটো প্রকাণ্ড সৈন্য বসে' বসে' কেবল ত খাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা'ত দেখতে আসিনি। এখন বসে' বসে' কি করি বলুন দেখি? দৌলৎ উন্নিসার সঙ্গে এতক্ষণ বেশ গল্প কচ্ছিলাম। তা' সেও ঘুমিয়ে পড়্‌লো!—বাবা, কি ঘুম! এই গোল-যোগের মধ্যে কোন্ ভদ্রলোক ঘুমোতে পারে!—আমি এখন একা কি করি! দেখ্‌লাম—আপনিও এখানে একা ব'সে। তা' ভাব্‌লাম—আপনার সঙ্গে না হয় একটু গল্পই করি। সেলিমের কাছে শুনেছি আপনি একটা বিদ্বান লোক।

শক্ত ভাবিলেন—আশ্চর্য্য বালিকা। তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন

শক্ত। না। আমি এ রকমে অভ্যস্ত নই।—যাহোক্, কিন্তু আপনি আমার শিবিরে একাকিনী শুনে সেলিমই বা কি বল্‌বেন, সম্রাট আকবরই বা কি বল্‌বেন?

মেহের। সম্রাট্ আকবর কিছু বল্‌বেন না—সে ভয় নেই। তাঁর কাছে আমার একটা কথাই আইন কানুন। আর সেলিম। সেলিম বল্‌বেন আর কি? আমি তাঁর বোন্। আমাদের একই বয়স। তবে কি জানেন, মেয়েমানুষ অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হ'য়ে পড়ে। তাই আমি যা' বলি, তিনি তাই শুনে যান. নিজে বড় কিছু বলেন না!—হাঁ, ভালো কথা! আপনি কি বিবাহিত?

শক্ত। না, আমার বিবাহ হয়নি।

মেহের। আশ্চর্য্য ত।

শক্ত। কি আশ্চর্য্য।

মেহের। আপনার বিয়ে হয়নি!—তা' আশ্চর্য্যই বা কি এমন! আমারও ত বিয়ে হয়নি।—তবে আপনার স্ত্রী যদি থাক্‌তেন, আর সঙ্গে যুদ্ধে আস্‌তেন, তা'হলে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব কর্ত্তাম! তা' আপনার বিয়েই হয় নি—তা' কি হবে!

শক্ত। আমার দুর্ভাগ্য।

মেহের। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে। তবে বিবাহ করা একটা প্রথা অনেক দিন থেকে চলে আস্‌ছে—মেনে চল্‌তে হয়। আচ্ছা প্রথম প্রেমিক ও প্রেমিকার কথাবার্ত্তা কি ধরণের। শুন্তে বড় কৌতূহল হয়। উপন্যাসে যে রকম আছে, সে রকম যদি কথাবার্ত্তা সত্যি সত্যিই হয় ত বড়ই হাস্যকর! ইনি বল্লেন, "প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী, তোমা বিহনে আমি বাঁচিনে" আর উনি বল্লেন যে, "নাথ, প্রাণেশ্বর, তোমাকে না

দেখে আমি ম'লাম;—সব দুদিন, কি তিন দিনের মধ্যে—আগে চেনাশুনা ছিল না,—দু-তিন দিনের মধ্যে এমনি অবস্থা দাঁড়াল যে, পরস্পরকে না দেখে একেবারে বাঁচেন না!

শক্ত। আপনি দেখ্ছি কখন প্রেমে পড়েননি।

মেহের। না, সে সুযোগ কখনো ঘটেনি। আমি আজ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। আর আমার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়্বে, তার কোন ভয় নেই!

শক্ত। কেন?

মেহের। শুনেছি যে, লোকে যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তার চেহারাখানা ভালো হওয়া চাই। সব উপন্যাসে পড়ি যে, নায়ক হলেই গন্ধর্ব্বকুমার, আর নায়িকা হলেই অপ্সরা হতেই হ'বে। বিশেষ কুরূপা রাজকন্যার কথা আমি ত শুনিনি—দেখেছি বটে।

শক্ত। কোথায় দেখেছেন?

মেহের। আয়নায়।—আমার চেহারাখানা মোটেই ভালো নয়। চোখ-দুটো মন্দ নয়, যদিও আকর্ণবিশ্রান্ত নয়। ভ্রূদুটো—শুনেছি যুগ্ম ভ্রূই ভালো; তা আমার ভ্রূদুটোর মধ্যে একেবারে ফাঁক! তারপরে আমার নাকটার মাঝখানটা একটু উঁচু হ'ত ত, বেশ হ'ত। তা আমার নাক চেপ্টা—চীনে রকম! অথচ আমার বাবা মা, দুজনার নাকই ভালো। গালদুটো টেবা।—না, আমি দেখতে মোটেই ভালো নয়। কিন্তু আমার বোন দৌলৎ উন্নিসা দেখ্তে খুব ভালো! আমি দেখ্তে যা খারাপ, সে তা পুষিয়ে নিয়েছে। তা সেটাতে তার চেয়ে আমারই লাভ বেশী। আমি দিনরাত্রি একখানা ভাল চেহারা দেখি;—কিন্তু সে ত দিবারাত্রি কিছু আয়না সাম্নে ধ'রে রাখ্তে পারে না!

এই সময়ে সন্ন্যাসিনীবেশে ইরা শিবিরে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে তুমি?

ইরা। আমি ইরা, প্রতাপসিংহের কন্যা।

শক্ত। ইরা?—আমার শিবিরে! সন্ন্যাসিনীবেশে! এ কি স্বপ্ন দেখ্ছি!

ইরা। না পিতৃব্য, স্বপ্ন নয়। আমি সত্যই ইরা। আমি আপনাকে একবার দেখ্তে এসেছি, পিতৃব্য।

মেহের উন্নিসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "ইনি কেন?"

শক্ত। ইনি আকবর সাহের কন্যা মেহের উন্নিসা [স্বগত] এ বড় আশ্চর্য্য যে, আমার শিবিরে এক সময়ে মোগলরাজের কন্যা ও রাজপুতরাজের কন্যা অনিমন্ত্রিতভাবে উপস্থিত।

মেহের ইরার কাছে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া কহিলেন

"তুমি প্রতাপসিংহের কন্যা?"

ইরা। হাঁ, সাহজাদি!

মেহের। আমি সাহজাদি টাদি নই। আমি মেহের! সম্রাট্ আকবরের মেয়ে বটে, কিন্তু তাঁর এরকম মেয়ে ঢের আছে! একটা বেশী বা একটা কমে বড় যায় আসে না—আমি বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য অনেক আব্দার করিছি, কিন্তু তিনি কোন মতে নিয়ে যাননি! তাই এবার নাছোড়বান্দা হ'য়ে সেলিমের সঙ্গে এসেছি—আমার একটি পিসতুত বোনও এসেছে, তার নাম দৌলৎ উন্নিসা।

ইরা। তিনি কোথায়?

মেহের। তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাবা—কি ঘুম!—আমি চিম্টি কেটেও তার ঘুম ভাঙাতে পার্ল্লাম না। তার উপর এই যুদ্ধের গোলযোগে মানুষ ঘুমোতে পারে?—তুমিই বল!

ইরা। পিতৃব্য! আমার কিছু বল্বার আছে।

মেহের। বল না! আমি এখানে আছি বলে কিছু মনে করো না ইরা। তোমার যদি এই ইচ্ছা যে, তুমি তোমার খুড়োকে যা, বল্বে, তা কারো কাছে প্রকাশ না পায়, তা আমি যা শুন্বো, কাউকে বল্বো না, আমার মাথা কেটে নিলেও না। আমি পারি ত সে কথাবার্ত্তায় যোগ দেব! নৈলে কেবল শুনে যাবো। তোমার নাম ইরা বল্লে না? খাসা নাম! আর চেহারাখানা নিখুঁত!—কৈ, কথাবার্ত্তা চলুক না।—চুপ করে' রৈলে যে?—আচ্ছা বেশ, তোমার কথাবার্ত্তা কও, আমি ততক্ষণ গিয়ে দৌলৎ উন্নিসাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তোমাকে দেখ্লে নিশ্চয়ই খুসী হ'বে।

[এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকা বটে!—তুমি একাকিনী এসেছো?

ইরা। হাঁ।

শক্ত। তুমি এখানে একাকিনী নিরাপদে কেমন করে' এলে?

ইরা। নিরাপদে আস্‌বার জন্যই এ সন্ন্যাসিনীবেশ পরিছি!

শক্ত। প্রতাপসিংহের জ্ঞাতসারে এসেছো?

ইরা। না, পিতৃব্য, আমি তাঁকে জানিয়ে আসিনি।

শক্ত। প্রতাপসিংহের কুশল ত?

ইরা। হাঁ, শারীরিক কুশল।

শক্ত। তিনি কি কর্চ্ছেন?

ইরা। তিনি যুদ্ধোন্মাদ! কখন সৈন্যদের শেখাচ্ছেন, কখন মন্ত্রণা কর্চ্ছেন, কখনও সামন্তদের উত্তেজিত কর্চ্ছেন।

শক্ত। আর ভ্রাতৃজায়া?

ইরা। তিনি সুস্থ। কিন্তু গত দু'তিন দিন রাত্রে ঘুমোননি, পিতার শিয়রে চৌকি দিচ্ছেন। পিতা ঘুমের ঘোরেও যুদ্ধেই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। কখন চেঁচিয়ে উঠ্‌ছেন 'আক্রমণ কর' কখন বা ভর্ৎসনা কর্চ্ছেন, কখন বা বল্‌ছেন 'ভয় নাই'! কখন বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ছেন "শক্ত, তুমি শেষে সত্যিই তোমার জন্মভূমির সর্ব্বনাশের মূল হ'লে!"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ইরা অবনতমুখে ডাকিলেন

"পিতৃব্য!"

শক্ত। ইরা!

ইরা। এর কি কিছু কারণ আছে, যার জন্য আপনি—বাবার ভাই,—তাঁর বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন; যার জন্য আপনি আজ হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর শত্রু হয়েছেন?

শক্ত। এর কারণ ইরা, তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

ইরা। শুনেছি সেই ব্রহ্মহত্যা।—যে দেশকে উচ্ছন্ন কর্ত্তে আপনি অস্ত্র ধরেছেন, সেই গরীব ব্রাহ্মণ সেই দেশকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল!—আপনার ইতিহাস একবার মনে করুন দেখি, পিতৃব্য! সালুম্ব্রাপতি অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা—আপনার ভাই, স্নেহবশে আপনাকে সালুম্ব্রাপতির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেছিলেন। সেই সালুম্ব্রাপতির বিরুদ্ধে, সেই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি এই অস্ত্র ধরেছেন? যাঁরা আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণ নিতে আজ আপনি বদ্ধপরিকর!

শক্ত। সব সত্য কথা ইরা। কিন্তু সেই ভাই যে ভাইকে নির্ব্বাসন করেছেন, এ কথার তুমি উল্লেখ কর নাই।

ইরা। সে কথা সত্য। কিন্তু যদি ভাই একদিন আতঙ্কবশে অপরাধই করে থাকে পিতৃব্য,—পৃথিবীতে ক্ষমা বলে' কি একটা পদার্থ নেই! সে কি শুদ্ধ অভিধানে, শুদ্ধ, উপন্যাসেই আছে? চেয়ে দেখুন পিতৃব্য, ঐ শ্যামল উপত্যকা; যে তাকে চরণে দলছে, চষছে, সে প্রতিদানে তাকেই শস্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখুন ঐ গাছ, গরু তাকে মুড়িয়ে খাচ্ছে, সে আবার তারই জন্য নূতন পল্লব বিস্তার কর্চ্ছে। হিংসার বাষ্প সমুদ্র হ'তে ওঠে, মেঘ সৃষ্টি করে, আকাশে ক্রোধে গর্জ্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শীতল হ'য়ে আশীর্ব্বাদের মত সুমিষ্ট জলধারা সমুদ্রে বর্ষণ করে।—পৃথিবীতে কি সবই হিংসা, সবই দ্বেষ, সবই বিবাদ?

শক্ত। ইরা, পৃথিবীতে ক্ষমা আছে; কিন্তু প্রতিশোধও আছে। আমি প্রতিশোধ বেছে নিইচি!

ইরা। কিসের প্রতিশোধ পিতৃব্য? নির্ব্বাসন দণ্ডের? পিতা আপনাকে নির্ব্বাসন করেছিলেন কি বিনা দোষে? কে প্রথমে সে দ্বন্দ্ব সূচিত করে, যা'র জন্য সে দিন সে ব্রহ্মহত্যা হয়? আর যদিই বা পিতা আপনাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব্বে কি তিনি নিরাশ্রয় আপনাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন নাই?

শক্ত। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত, দূরীভূত ও প্রতাড়িত হয়েছিলাম।

ইরা। সে অন্যায় আমার পিতৃকৃত নহে। উদয়সিংহ যা করেছিলেন, তা'র জন্য কৈফিয়ৎ দিতে পিতা বাধ্য নহেন। তিনি একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে না হয়

আবার সেই আশ্রয় হতে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে প্রতিশোধ কিসের? উপকারগুলো কি কিছুই নয় যে ভুলে যেতে হবে? আর অপকারগুলোই মনে করে' রাখতে হবে?

শক্ত স্তম্ভিত হইলেন; ইহার পর কি উত্তর দিবেন! ভাবিলেন,

"সে কি! আমি কি ভ্রান্ত? নহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পাচ্ছিনে!" [কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করতে লাগিলেন। পরে কহিলেন]—"ইরা। আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পার্চ্ছিনে! ভেবে দেখবো।"

ইরা। পিতৃব্য! সমস্যা এত কঠিন নয়, আর আপনিও এত মূঢ় নন, যে এ সহজ জিনিস বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে। প্রতিশোধ! উত্তম! যদি পিতাই অপরাধ করে থাকেন, তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর, স্বদেশের উপর নয়। স্বদেশ, জন্মভূমি—সে নিরীহ, তার উপর এ বিদ্বেষ কেন? সেই দেশকে উচ্ছন্ন কর্ব্বার জন্য আপনি এই মোগলসৈন্য টেনে এনেছেন—যে দেশকে প্রতাপসিংহ রক্ষা কর্ব্বার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত!

শক্ত। ইরা! আমি বাল্যকাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হ'তে বঞ্চিত।

ইরা। তবু সে জন্মভূমি!

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই।

ইরা। ঋণ নাই থাকুক, বিনা অপরাধে তাকে মোগল-পদদলিত করার এ প্রয়াস কি অন্যায় অত্যাচার নয়? যদি প্রতাপসিংহ আপনার প্রতি অন্যায় করে' থাকেন, সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য, মেবার বাধ্য নয়।

শক্ত কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন

"ইরা, তুমি বোধ হয় উচিত কথাই বলছো! আমি ভেবে দেখবো। যদি নিজের অন্যায় বুঝি তা'র যথাসাধ্য প্রতিকার কর্ব্ব, প্রতিশ্রুত হচ্ছি।—কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইছি, বুঝি ফিরে যাবার পথ নাই।"

ইরা। পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী। আমি পিতাকে যুদ্ধ হ'তে বিরত হ'তে সর্ব্বদা অনুরোধ করি! তিনি শুনেন না। তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে;—তিনি পিতা, আর মোগল শত্রু বলে' নয়। তা এই বলে', যে মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত; মোগল প্রবল, পিতা দুর্ব্বল।

শক্ত। ইরা, তোমারই ঠিক, আমারই ভুল। প্রতিশ্রুত হচ্ছি, এর যথাসম্ভব প্রতিকার কর্ব্ব।

ইরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনার সে চেষ্টা ফলবতী হয়।—পিতৃব্য, তবে প্রণাম হই।

শক্ত। চল, আমি তোমাকে রেখে আসি।

ইরা। না পিতৃব্য, আমি সন্ন্যাসিনী; কেহ বাধা দিবে না। তবে আসি পিতৃব্য।

শক্ত। এসো বৎসে!

[ইরা চলিয়া গেলেন।

শক্ত। আমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বলে' অহঙ্কার করি। কিন্তু এই বালিকার কাছে পরাস্ত হোলাম!—তবে কি একটা বিরাট অন্যায়ের সূত্রপাত করেছি? তবে কি অন্যায় আমারই?—দেখি ভেবে।

শক্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময়ে দৌলৎ উন্নিসা সমভিব্যাহারে মেহের উন্নিসা প্রবেশ করিলেন

মেহের। ইরা কোথায়?

শক্ত। চলে' গেছে।

মেহের। চলে' গেছে! বাঃ এ ভারি অন্যায়! মহাশয়। আপনি জানেন যে আমি দৌলৎকে ডেকে আন্তে গেছি কেবল এই উদ্দেশ্যে, যে ইরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আপনি অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিলেন। এ কি রকম ভদ্রতা!

শক্ত। মাফ কর্ব্বেন সাহজাদি! আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ইনিই কি আপনার ভগিনী?

মেহের। হাঁ ইনিই আমার ভগিনী দৌলৎ উন্নিসা। কি সুন্দর চেহারা দেখেছেন-?—দৌলৎ! আর একটু ঘোমটাটা খোল ত বোন্।

দৌলৎ। যাও—[বলিয়া ঘোমটা দ্বিগুণিত করিলেন।]

মেহের। খোল না। তোর মুখখানি ত একেবারে কাঁচা গোল্লাটি নয় যে, যে দেখ্‌বে সে তুলে নিয়ে টপ্ করে' গালে ফেলে দেবে।—খোল না ভাই, খুলে তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি দেখিস্ যে তার একটু খয়ে গিয়েছে, তা'হলে আমাকে বকিস্।—খোল না। [সবলে দৌলৎ-এর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া

কহিলেন]—"এইবার ভাল করে' দেখুন,—দেখ্‌ছেন! সুন্দরী কি না?"

শক্ত। সুন্দরী বটে। এত রূপ আমি দেখিনি! কি বলে' এ রূপকে বর্ণনা করি—জানি না।

মেহের। আমি কচ্ছি।—নিস্তব্ধ নিশীথে এস্রাজের প্রথম ঝঙ্কারের মত, নির্জ্জন বিপিনে অস্ফুট গোলাপকলির মত, প্রথম বসন্তে প্রথম মলয়হিল্লোলের মত—কেমন, হচ্ছে কিনা—

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। প্রথম যৌবনে প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্নের মত—

দৌলত মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিলেন

মেহের। মুখ চেপে ধরিস কি লা ছাড়, হাঁফ লাগে। [পরে শক্তকে কহিলেন] "কি বলেন! আমি অনেক রূপবর্ণনা অনেক উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এক কথায় এমন বর্ণনা কর্ত্তে পারি, যে আজ পর্য্যন্ত হাফেজ থেকে ফইজি পর্য্যন্ত কেউ সে রকম কর্ত্তে পারেন নি।"

শক্ত। কি রকম?

মেহের। সে কথাটি এই, যে, বিধাতা এ মুখখানা এর চেয়ে ভালো কর্ত্তে গিয়ে যদি কোন জায়গায় বদলাতেন ত খারাপই হোত, ভালো হোত না!—ওকি লা! একদৃষ্টে ওঁর মুখপানে হাঁ করে' চেয়ে রইছিস্ যে! শেষ শক্তসিংহের সঙ্গে প্রেমে পড়লি নাকি!

দৌলৎ। যা!

মেহের। হুঁ, প্রেমের লক্ষণই সব বোধ হচ্ছে। হাঁ করে' চেয়ে থাকা চো'খোচো'খি হলেই চো'খ নামিয়ে নেওয়া, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হওয়া, তার উপর যা'র কথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, তার মুখে কেবল ঐ এক কথা "যাঃ"—এসব কেতাবে যা যা লেখে সব মিলে যাচ্ছে যে রে! করেছিস্ কি! তা কি হয় যাদু! ওঁরা হোলেন রাজপুত, আমরা হোলাম মোগল! —তা হবে নাই বা কেন! বাবা মোগল, মা রাজপুত; তাদেরও ত বিয়ে হয়েছে।

দৌলৎ। যাঃ!

বলিয়া পলায়ন করিলেন। শক্ত ঈশৎ তদাভিমুখে হঠাৎ অগ্রসর হইলে মেহের কহিলেন

"হয়েছে! আপনিও তাই! নহিলে ও যাচ্ছে নিজের শিবিরে, আপনি তাকে বাধা দিতে যান কি হিসাবে? কিন্তু মহাশয় এ রকম যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রেমে পড়া ত কোন কবিতায় বা উপন্যাসে লেখে না। দেখবেন সাবধান! এমন কাজটি কর্ব্বেন না।"

[এই বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়;—এক জন অপরূপ সুন্দরী, আর এক জন অসাধারণ মনীষিণী। অসামান্য রূপবতী এই দৌলৎ উন্নিসা, দুদণ্ড দাঁড় করিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। আর মেহের উন্নিসাও দেখবার জিনিস বটে। এমন চপলা, এমন রসিকা, এমন আনন্দময়ী—আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট; প্রতাপের শিবির।
কাল—মধ্যরাত্রি।

শিবির বাহিরে একাকী বক্ষোপরি সম্বদ্ধবাহুযুগল প্রতাপসিংহ দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন। পরে শুষ্কস্বরে কহিলেন

মানসিংহ আমার আক্রমণের অপেক্ষা কর্চ্ছেন। আমিও তাঁর আক্রমণ প্রতীক্ষা কচ্ছি! আমি আক্রমণ কর্ব্ব না। কমলমীরের পথ—এই গিরিসংকট রক্ষা কর্ব্ব। আক্রমণ কর্ত্তাম, কিন্তু, একদিকে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য, আর একদিকে বাইশ হাজার মাত্র অর্দ্ধশিক্ষিত রাজপুত সৈন্য।—তার উপর মোগল সৈন্যের কামান আছে, আমাদের কামান নাই।—হায়! এ সময় যদি পঞ্চাশটি মাত্র কামান পেতাম, তার জন্য এ ডান হাতখানি কেটে দিতে রাজি ছিলাম।—পঞ্চাশটি মাত্র কামান।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্র পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"রাণার জয় হোক্।"

প্রতাপ। কে? গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ।

প্রতাপ। এত রাত্রে?

গোবিন্দ। বিশেষ সংবাদ আছে।

প্রতাপ। কি সংবাদ?

গোবিন্দ। মোগল সৈন্যাধিপতি মানসিংহ তাঁর মতলব বদ্‌লেছেন।

প্রতাপ। কি রকম?

গোবিন্দ। শক্তসিংহ কমলমীরের সুগম

পথ মানসিংহকে দেখিয়ে দিয়েছেন! মানসিংহ তাই তাঁর সৈন্যের এক ভাগকে সেই পথ দিয়ে কমলমীরের দিকে যাত্রা কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রতাপ। শক্তসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা। সেলিম ও মানসিংহের মধ্যে সৈন্যচালনা সম্বন্ধে বিবাদ হয়। সেলিম রাজপুত-সৈন্য আক্রমণ কর্ব্বার জন্য আজ্ঞা করেন। মানসিংহ তা'র প্রতিরোধ করেন। পরে শক্তসিংহ এসে কমলমীরের সুগমপথ মানসিংহকে বলে' দেন। মানসিংহ সেই পথে কাল মোগলসৈন্য কমলমীরের দিকে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; পরে কহিলেন—"গোবিন্দসিংহ! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই! সামন্তদের হুকুম দাও যে কাল প্রত্যুষে বিপক্ষের শিবির আক্রমণ করে। আমরা আর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব না। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব। যাও।"

[গোবিন্দসিংহ চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে কহিতে লাগিলেন—"শক্তসিংহ! হাঁ শক্তসিংহই বটে। জ্যোতিষীগণনা মনে আছে, যে, শক্তসিংহ মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবে। আর বুঝি আশা নাই! সেই গণনাই ফলবে—হোক্! তাই হোক্! চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে না পারি, তার জন্য ত মর্ত্তে পার্ব্বো।"

পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর। এখনো জাগ্রত?

প্রতাপ। কত রাত্রি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত! এখনো তুমি শোওনি!

প্রতাপ। চক্ষে ঘুম আস্ছে না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। চিন্তাজ্বরেই ঘুম আসছে না! মন হ'তে চিন্তা দূর কর দেখি!—যুদ্ধ—সে ত ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা! জয় পরাজয়! সে ত ললাটলিপি। যা ভবিতব্য তা হবেই। জীবন মরণ! সেও ত ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ছেলেখেলা। কিসের ভাবনা?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! আমি আজ্ঞা দিয়েছি কাল প্রত্যুষে মোগলশিবির আক্রমণ কর্ত্তে। সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে। মাথায় শরীরের সমস্ত রক্ত উঠেছে! ঘুমাতে পার্চ্ছি না!

লক্ষ্মী। চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চিন্তাকে দমন কর! কাল যুদ্ধ! সে অনেক চিন্তার কাজ, অনেক পরিশ্রমের কাজ, অনেক সহিষ্ণুতার কাজ! আজ রাত্রিকালে একটু ঘুমিয়ে নেও দেখি! প্রভাতে নূতন জীবন, নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ পাবে।

প্রতাপ। ঘুমাতে চাই, কিন্তু পারি না। জানি, গাঢ়নিদ্রায় নব জীবন দেয়, নব তেজ দেয়, নব উৎসাহ দেয়। হায়, আমার নয়নে নিদ্রা কে দিতে পারে!

লক্ষ্মী। আমি দিতে পারি!—এস ঘুমাবে এস।

[উভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রমণীশিবির—বহির্দ্দেশ। কাল—মধ্যরাত্রি। মেহের উন্নিসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে রমণীশিবিরের বহির্ভাগে বেড়াইয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন

[ভীমপলশ্রী—মধ্যমান]

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরি চরণে লুটায়।
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধ বাঁধি—তত ভেঙে যায়।

এমন সময় দৌলৎ উন্নিসা সেস্থানে প্রবেশ করিলেন

দৌলৎ। মেহের এত রাত্রে তুই জেগে!

মেহের। আর তুই বুঝি ঘুমিয়ে?

দৌলৎ। আমার ঘুম হচ্ছে না।

মেহের। আমারও ঠিক ঐ অবস্থা। আমারও ঘুম হচ্ছে না!

দৌলৎ। কেন? তোর ঘুম হচ্ছে না কেন?

মেহের। বাঃ, আমিও যে ঠিক তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাচ্ছিলাম। ভারি মিলে যাচ্ছে যে দেখছি! তোর ঘুম হচ্ছে না কেন দেলৌৎ?

দৌলৎ। তুই কি কথা কাটাকাটি কর্ব্বি?

মেহের। এর জবাব নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এবার আমার হার—সম্পূর্ণ হার!—তবে শোন্! রাত্রি গভীর! সে তোরও, আমারও; উভয়েই জেগে,—তুইও আমিও। কারণ এক—ঘুম হচ্ছে না। যদি বলিস্ কেন ঘুম হচ্ছে না!

তারও একই কারণ—সে কারণ প্রকাশ কর্ত্তে নেই,—তোরও নেই, আমারও নেই।

দৌলৎ। কি কারণ?

মেহের। বল্‌ছি না যে তা প্রকাশ কর্ত্তে নেই?

দৌলৎ। বল না ভাই—কি কারণ?

মেহের। ঐ তোর দোষ। বেজায় নাছোড়-বান্দা! পরখ করে' দেখ্‌ছিস্ টের পেইছি কিনা? টের পেইছি রে, টের পেইছি।

দৌলৎ। কি—

মেহের। উঃ, মোগল-সৈন্যগুলো কি ঘুমোচ্ছে।

দৌলৎ। বল্ না।

মেহের। এখেন থেকে তাদের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

দৌলৎ। আঃ বল্ না।

মেহের। দূরে রাজপুত-সৈন্যদের মশালের আলো দেখ্‌ছিস্?

দৌলৎ। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে, বলবিনে?

মেহের। বোধ হয় চৌকি দিচ্ছে।

দৌলৎ। যাঃ, শুন্তে চাইনে!

মেহের। না শোন্।

দৌলৎ। না যাও, শুন্তে চাইনে?

মেহের। আঃ শোন্ না।

দৌলৎ। না তোর বল্‌তে হবে না!

মেহের। আমি বলবোই।

দৌলৎ। আমি শুন্‌বো না।

মেহের। তোর শুন্তেই হবে।

দৌলৎ মুখ ফিরাইয়া রহিল, মেহের তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল

মেহের। তবে শুন্‌বি নে। তবে শুনিস্ নে।—আঃ [হাই তুলিয়া] ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাইগে যাই।

দৌলৎ। কোথায় যাস্! বলে' যা।

মেহের। তুই ত এক্ষণি বল্‌ছিলি যে শুন্‌বি নে।

দৌলৎ। না, বল্! আমি পরখ কচ্ছিলাম।

মেহের। হুঁ—আমিও পরখ কচ্ছিলাম।

দৌলৎ। কি?

মেহের। যে যা অনুমান করেছি তা ঠিক কি না!—তা দেখ্‌লাম ঠিক। উপন্যাসে যা যা লেখে, মিলে যাচ্ছে! রাত্রিতে ঘুম না হওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবা—তাকে পাবো কি না পাবো সে ভাবনার চেয়ে পাছে তা কেউ টের পায় এই ভাবনাই বেশী হওয়া—যেমন কেউ পিছলে পড়ে' গিয়ে আছাড় খেয়েই প্রথম ভাবনা যে কেউ দেখেনি ত। তা আমার কাছে গোপন করিস্ কেন?—আমি ত তোর শক্ত-সিংহকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি নে।

দৌলত মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিল, মেহের দৌলতের হাত ছাড়াইয়া কহিলেন

"বল্, ঠিক রোগ ধরিছি কি না?—মুখ নীচু করে' রইলি যে!"

দৌলৎ। যাও!

মেহের। বেশ যাচ্ছি! [বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।]

দৌলৎ। যাচ্ছিস্ কোথায় ভাই!—শোন্। মেহের ফিরিয়া কহিলেন—"কি!—যা বল্‌বি বল্ না। চুপ করে' রইলি যে! ধরিছি কি না।"

দৌলৎ। হাঁ বোন্! এ কি নিতান্ত দুরাশা?

মেহের। আশা?—কিসের?—মুখটি ফুটে বল্‌তে পারিস্‌নে? আচ্ছা সেটা না হয় উহ্যই থাকুক! দুরাশা কিসের? মোগলের সঙ্গে রাজপুতের বিবাহ—এই প্রথম নয়।

দৌলৎ। তিনি স্বীকার নন্!

মেহের। কেমন করে' জান্‌লি যে তিনি স্বীকার নন?

দৌলৎ। তিনি গর্ব্বী রাজপুত রাণা উদয়সিংহের পুত্র।

মেহের। তুইও গর্ব্বী মোগল-সম্রাট হুমায়ুনের দৌহিত্রী। তুইই বা কম যাচ্ছিস্ কৈ?

দৌলত। যদি সম্ভব হয়—তবে—তবে—

মেহের। 'একবার চেষ্টা করে' দেখ্‌লে হয়' —এই কথা ত! আচ্ছা ধর, সে ভারটা আমি নিলাম; যদিও—সে ভারটা আর কেউ নিলে ভাল হোত।

দৌলৎ। কেন ভাই?

মেহের। সে যাক্ মরুক্‌গে ছাই। আচ্ছা দেখি, ঘটকালি-বিদ্যাটা জানি কি না।

দৌলৎ। তোর কি বোধ হয় যে হবে?

মেহের। বোধ?—বোধ-টোধ আমার কিছু হয় না! আমি জানি হবে। মেহের যে কাজে হাত দেয় সে কাজ পুরো হাসিল না করে' ছাড়ে না। এতে আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার। আর সত্য

কথা বল্‌তে কি—ব্যাপারটাতে আমার একটু কৌতূহল গোড়াগুড়িই জন্মেছে।

দৌলৎ। কিসে?

মেহের। তোর আর শক্তসিংহের প্রথম দেখা আমিই করিইছি। সে মিলন সম্পূর্ণ না কর্ল্লে আমার কি রকম বেখাপ্পা ঠেক্‌ছে। কাঠামটা খাড়া করেছি, এখন মাটি দিয়ে গড়ে' না তুল্লে এতখানি পরিশ্রম বৃথা যায়। আমি বলিছি মেহের যা করে, অৰ্দ্ধেক করে' ফেলে রাখে না, শেষ করে' তবে ছাড়ে! এখন চল্‌ দেখি একটু শুইগে। রাত যে পুইয়ে এল।

দৌলৎ। চল্‌ ভাই তোকে আর কি বলবো।

মেহের। কিছু বল্‌তে হবে না। যা আমি যাচ্ছি!

[দৌলৎ উন্নিসা চলিয়া গেলেন।

মেহের। ভগবান্‌! রক্ষা কর। দৌলৎ জানে না যে, দৌলৎ উন্নিসা যার অনুরাগিণী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তার অনুরাগিণী! যেন সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও জান্তে না পারে। সে কথা যেন একা তুমিই জানো ভগবান্‌, আর আমিই জানি। ভগবান্‌, এই বর দেও, যেন দৌলৎ উন্নিসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি। তা'হলেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাহি না। কেবল এই বর চাই, যে, এই দুৰ্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন কর্ত্তে পারি। সেই শক্তি দাও। আমার কোমল হৃদয়কে কঠিন কর। আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শুভেচ্ছায় পরিণত কর।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত।
প্রতাপসিংহ ও সমবেত রাজপুত সর্দ্দারগণ

প্রতাপ। বন্ধুগণ! আজ যুদ্ধ। এতদিন ধরে' যে শিক্ষার আয়োজন করেছি, আজ তার পরীক্ষা হবে! বন্ধুগণ! জানি, মোগল-সৈন্যের তুলনায় আমাদের সৈন্য মুষ্টিমেয়। হোক্‌, রাজপুত-সৈন্য অল্প; তাদের বাহুতে শক্তি আছে। বল্‌তে লজ্জা হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চক্ষে জল আসে, যে এ যুদ্ধে বিপক্ষ শিবিরে আমার স্বদেশী রাজা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু আমার শিবির শূন্য নহে। সালুম্ব্রাপতি, ঝালাপতি চণ্ড ও পুত্তের সন্ততিগণ এ যুদ্ধে আমাদের দিকে। আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধৰ্ম্ম, আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুলদেবতারা। যুদ্ধে জয় হোক্‌, পরাজয় হোক্‌, সে নিয়তির হস্তে। আমরা যুদ্ধ কৰ্ব্ব। এমন যুদ্ধ কৰ্ব্ব, যা মোগলের হৃদয়ে বহুশতাব্দী অঙ্কিত থাক্‌বে; এমন যুদ্ধ কৰ্ব্ব, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত হবে; এমন যুদ্ধ কৰ্ব্ব, যা মোগল সিংহাসনখানি বিকম্পিত কৰ্ব্বে।—মনে রেখো বন্ধুগণ! যে আমাদের বিপক্ষ রাজা অপর কেহ নহেন, স্বয়ং সম্রাট্‌ আকবর—যাঁর পুত্র আজ সমরাঙ্গনে, যার সেনাপতি মানসিংহ স্বয়ং এ যুদ্ধে উপস্থিত! এ শত্রুর উপযুক্ত যুদ্ধই কৰ্ব্ব!

সকলে। জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়।

প্রতাপ। রাম সিং! জয় সিং! মনে রেখো যে তোমরা বেদ্‌নোরপতি জয়মলের পুত্র—চিতোররক্ষায় আকবরের গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে যে জয়মল নিহত হয়। সংগ্রাম সিং! শিশোদীয় বীর পুত্তের বংশে তোমার জন্ম—ষোড়শবর্ষীয় যে বীর স্বীয় মাতা ও স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সে চিতোর অবরোধে যুদ্ধ করেছিল। দেখো যেন তাঁদের অপমান না হয়। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিং। চন্দাওৎ রোহিদাস! ঝালাপতি মানা! তোমাদেরও পূৰ্ব্বপুরুষগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁদের কীর্ত্তি স্মরণ করে' এ সমরানলে ঝাঁপ দেও।—[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।]

"জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

দূরে শিঙ্গা বাজিল, দামামা বাজিল

দৃশ্যান্তর (১)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত।
সেলিম ও মহাবৎ

মহাবৎ। কুমার, প্রতাপসিংহকে চিন্তে পাচ্ছেন?

সেলিম। না।

মহাবৎ। ঐ যে দেখ্‌ছেন লোহিত ধ্বজা, তার নীচে।—তেজস্বী নীল ঘোটকের পৃষ্ঠে—উচ্চ শির, প্রসারিত বক্ষ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ

—প্রভাত সূর্য্যকিরণকে যেন কেটে শতধা দীর্ণ কচ্ছে; পার্শ্বে শাণিত ভল্ল!—ঐ প্রতাপ।

সেলিম। আর ও কে, প্রতাপসিংহের ঠিক দক্ষিণ দিকে?

মহাবৎ। ঝালাপতি মানা।

সেলিম। আর বামে?

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ।

সেলিম। কি বিশ্বাস ওদের মুখে! কি দৃঢ়তা ওদের ভঙ্গিমায়! ওরা আমাদের আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে। ধিক্ মোগল সৈন্যদের! তা'রা এখনও প্রস্তরখণ্ডের মত নিশ্চল। আক্রমণ কর।

মহাবৎ। সেনাপতি মানসিংহের হুকুম আক্রমণ প্রতীক্ষা করা।

সেলিম। বিমূঢ়তা। — আমি বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। যুবরাজ, মানসিংহের আজ্ঞা অন্যরূপ।

সেলিম। মানসিংহের আজ্ঞা! মানসিংহের আজ্ঞা আমার জন্য নয়। ডাক আমার পঞ্চসহস্র পার্শ্বরক্ষক। আমি শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। কুমার! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবেন না!

সেলিম। মহাবৎ তুমি আমার অবাধ্য! যাও, এক্ষণেই যাও।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা যুবরাজ।

[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেলিম। মানসিংহের স্পর্দ্ধা যে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের যে ক্ষমতা, আমার সে ক্ষমতাও নাই। কেহই আমাকে মান্‌তে চায় না—গর্ব্বিত মানসিংহ! তোমার শির বড় উচ্চে উঠেছে। এ যুদ্ধ অবসান হোক্। তোমার এই স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব।

[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

দৃশ্যান্তর (২)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ণ
অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সর্দ্দারগণ

প্রতাপ। কৈ? মানসিংহ কৈ?

মানা। মানসিংহ নিজের শিবিরে—প্রভু উষ্ণীষ আমায় দিন।

প্রতাপ। কেন মানা?

মানা। ঐ উষ্ণীষ দেখে সকলেই আপনাকে রাণা বলে' জান্‌তে পাচ্ছে।

প্রতাপ। ক্ষতি কি?

মানা। শত্রুদল আপনাকে চিন্‌তে পেরে আপনার দিকেই ধেয়ে আসছে।

প্রতাপ। আসুক। প্রতাপসিংহ লুক্কায়িত হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে চায় না। সেলিম জানুক, মানসিংহ জানুক, মহাবৎ জানুক—যে আমি প্রতাপসিংহ! সাধ্য হয়, সাহস হয়, আসুক আমার সঙ্গে যুদ্ধে।

মানা। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর মানা। ঐ সেলিম না?

রোহিদাস। হাঁ রাণা।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তুমি প্রতাপসিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপসিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম!—যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম!—যুদ্ধ কর!

উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—সেলিম হঠিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন

"কে কুলাঙ্গার মহাবৎ?"

এই বলিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন

"হাঁ প্রতাপ!"

এই বলিয়া মহাবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া পিছনদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ ক্ষত বিক্ষত হইলেন এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই! আপনি যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আস্‌ছে, আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি মর্ত্তে জানো মানা, আমি মর্ত্তে জানি না? আসুক শত্রু।

মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপসিংহ সহসা স্খলিতপদে এক মৃত দেহের উপর পড়িয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ প্রতাপসিংহের মুণ্ড-

ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময় সসৈন্যে গোবিন্দ-সিংহ প্রবেশ করিলেন

মানা। গোবিন্দসিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

[গোবিন্দসিংহ মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। রাণা! আর আশা নাই, আমাদের সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল, ফিরে যান!

প্রতাপ। কখন না। যুদ্ধ কর্ব্ব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, পলায়ন কর্ব্ব না।—[উঠিয়া কহিলেন] "দাও তরবারি।"

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শত্রুর বিরাট তরঙ্গ আসছে।

প্রতাপ। আসুক! তরবারি কৈ—[পরে প্রতাপ তরবারি গ্রহণ করিয়া] "অশ্ব কৈ?"

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগল-সেনানী-বন্যার গতিরোধ করে! রাণার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মা কালী—তোমার মনে এই ছিল।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শক্তসিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা। একাকী শক্ত

শক্ত। যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল — বিরাট যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন!—উন্মত্ত সৈন্যদের প্রলয় চীৎকার! অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহতি, যুদ্ধডঙ্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত্তধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে! এক দিকে অগণ্য মোগল সেনানী আর এক দিকে বিংশতি সহস্র রাজপুত, এক দিকে কামান, আর এক দিকে শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি।—কি অসমসাহসিক প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে তোমার অদ্ভুত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে আমার চক্ষু ভরে আস্‌ছে। আজ তোমার পদতলে ভক্তিতে ও গর্ব্বে লুণ্ঠিত হতে ইচ্ছা হচ্ছে—প্রতাপ! প্রতাপ! আজ প্রতি মোগলসৈন্যাধ্যক্ষের মুখে তোমার বীরত্বকাহিনী শুন্‌ছি, আর গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হচ্ছে! সে প্রতাপ রাজপুত; সে প্রতাপ আমার ভাই।—আজ এই সুন্দর মেবাররাজ্য মোগল সৈন্য দ্বারা প্লাবিত, দলিত, বিধ্বস্ত দেখ্‌ছি, আর ধিক্কারে আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। আমি এই মোগলবাহিনী এই চিরপরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনেছি!

এই সময়ে শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্তসিংহ। এ যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন তুমি নির্ব্বিবাদে কুশলে নিজের শিবিরে বসে'? এই তোমার ক্ষত্রিয়-বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কার্য্যের জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি। আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নহি।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ। এতদিন তবে মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ্ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্তসিংহ?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত নয়! নহিলে যুদ্ধের সময় শক্তসিংহ শিবিরে বসে' থাক্‌ত না।

মহাবৎ। আর আস্ফালনে কাজ নাই! তুমি বীর যা, তা বোঝা গেছে।

শক্ত। আমি বীর কিনা একবার স্বহস্তে পরীক্ষা কর্ব্বে বিধর্ম্মী?

এই বলিয়া শক্তসিংহ তরবারি নিষ্কাসন করিলেন

মহাবৎ। প্রস্তুত আছি কাফের।

বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাসন করিলেন
ঠিক এই সময়ে নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল

প্রতাপসিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর! তা'র মুণ্ড চাই।

শক্ত। এ কি! সেলিমের গলা নয়? প্রতাপসিংহ পলায়িত? তার বধের জন্য মোগল তার পিছে ছুটেছে? আমি এক্ষণেই আস্‌ছি মহাবৎ! আমার অশ্ব?—

[এই বলিয়া শক্তসিংহ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ। অদ্ভুত আচরণ! শক্তসিংহ নিশ্চয়ই প্রতাপসিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে! কি বিধিনির্ব্বন্ধ! প্রতাপসিংহ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রেরই তরবারির আঘাতে ভূপতিত!

আর প্রতাপসিংহের আপন ভাই-ই ছুটেছে প্রতাপের শেষ-রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত কর্ত্তে'!—

[এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিতভাবে সে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম দৃশ্য

স্থান—হলদিঘাট, নির্ঝরতীর। কাল—সন্ধ্যা।
মৃত ঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। আমার পনর হাজার সৈন্য ধরাশায়ী। আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্ব্বল, ভূপাতিত। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমার চিরসঙ্গী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযতরশ্মি সত্ত্বেও বাধা, বিপত্তি, নিষেধ, না মেনে পালিয়ে এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত নিজে প্রাণ দিয়েছে;—আমার প্রাণ রক্ষার্থে। পিছনে পিছনে কে যেন পরিচিত স্বরে ডাক্‌লে "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।" ভেবেছে আমি পালাচ্ছি!—চৈতক! প্রভুভক্ত চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে! যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্তাম! শত্রুরা হাস্‌ছে, বল্‌ছে প্রতাপসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়েছে। চৈতক! মর্ব্বার পূর্ব্বে জীবনে একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হলি! লজ্জায় আমি মরে' যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসান ও মুলতানপতি প্রবেশ

খোরাসান। এই যে এখানে প্রতাপ।

মুলতান। মরে' গিয়েছে।

প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—"মরিনি এখনও! যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। অসি বা'র কর।"

মুলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

প্রতাপসিংহ খোরাসানের ও মুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে শ্রুত হইল "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো"

প্রতাপ। আরো আস্‌ছে। আর আশা নাই।

মুলতান। আত্মসমর্পণ কর। তলওয়ার দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্তসিংহ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের।

মুলতান। মারো একে।

তবে মর।

এই বলিয়া শক্তসিংহ প্রচণ্ড বেগে খোরাসান ও মুলতানপতিকে আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে ভূপাতিত করিলেন

শক্ত। আর ভয় নাই! এখন প্রতাপসিংহ এক রকম নিরাপদ—দাদা! দাদা!—অসাড়!—ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।

এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিয়া প্রতাপসিংহের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন

"দাদা! দাদা! দাদা!"

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার-সূর্য্য অস্ত যায় নাই!—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে বন্দী! আমায় শৃঙ্খল দিয়ে মোগল-সভায় বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত। আমাকে মেরে ফেলে তারপরে আমার ছিন্ন-মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মনিব আকবরকে উপহার দিও! শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, যে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব! কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমার অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এসেছে! তা'কে কোনরূপেই ফেরাতে পার্লাম না। যদি সময়ে মর্ব্বার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আমাকে বন্দী ক'রে সে লজ্জা আর বাড়িও না। আমাকে বধ কর। শক্ত! ভাই—না, ভাই বলে' ডেকে তোমার করুণা জাগাতে চাইনে। আজ তুমি জয়ী, আমি বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি দাঁড়িয়ে আমি তোমার পায়ের তলে পড়ে'। আমি হঠেছি। আর কিছুই চাই না, আমাকে বেঁধে নিয়ে যেও না! আমাকে বধ কর। যদি কখন তোমার কোন উপকার করে' থাকি, বিনিময়ে আমার এ মিনতি, সামান্য ভিক্ষা, এ

শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেয়ো না,—বধ কর। এই প্রসারিত-বক্ষে তোমার তরবারি হান।

শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ প্রসারিত-বক্ষে আমাকে স্থান দাও দাদা।"

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই মোগল-সৈনিকদের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছো?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুতকুলের গৌরব প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মর্ত্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড়, এতদিন তা বুঝিনি। একদিন ভেবেছিলাম, তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য সেদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি মনে আছে? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র; তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করেছি! কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, তখন এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুতকুল-প্রদীপ! বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে ক্ষমা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই!

ভ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সেলিমের কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন।

সশস্ত্র ক্রুদ্ধ সেলিম উপবিষ্ট; সম্মুখে শক্তসিংহ দণ্ডায়মান। সেলিমের পার্শ্বে অম্বর, মাড়বার চান্দেরীপতি ও পৃথ্বীরাজ শক্তের প্রতি চাহিয়া চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান।

সেলিম। শক্তসিংহ! সত্য বল! প্রতাপ-সিংহের নিরাপদে পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। কে দায়ী? — সেলিম! — তোমার বিশেষণপ্রয়োগ সমুচিতই হয়েছে। প্রতাপ-সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন নি! এ অপবাদের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

অম্বর। স্পষ্ট জবাব দাও! তাঁর পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। পলায়নের জন্য দায়ী তার ঘোটক চৈতক।

পৃথ্বীরাজ কাসিলেন

সেলিম। তুমি তাঁর পলায়নের কোন সহায়তা করেছিলে কি না?

শক্ত। আমি প্রতাপের পলায়নে কোন সহায়তা করি নাই।

বিকানীর। খোরাসানী ও মুলতানী তবে কিসে মরে?

শক্ত। তলোয়ারের ঘায়ে।

পৃথ্বীরাজ হাস্য-সংবরণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার কাসিলেন

অম্বর। শক্তসিংহ! এখানে তোমাকে ব্যঙ্গ পরিহাস কর্ব্বার জন্য ডাকা হয় নি। এ বিচারালয়।

শক্ত। বলেন কি মহারাজ! আমি ভেবে-ছিলাম এটা বাসরঘর। আমি বিয়ের বর, সেলিম বিয়ের কনে, আর আপনারা সব শ্যালিকা-সম্প্রদায়।

পৃথ্বীরাজ এবার হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না

সেলিম। শক্ত! সোজা উত্তর দাও।

শক্ত। যুবরাজ! প্রশ্ন কর্ত্তে হয় তুমি কর; সোজা উত্তর দেবো। এই সব পরভূক্ রাজ-পারিষদের প্রশ্নে আমার গায়ে জ্বর আসে!

সেলিম। উত্তম! উত্তর দাও! মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খোরাসানী আর মুলতানীকে কে বধ করেছে?

শক্ত। আমি।

চান্দেরী। তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

শক্ত। বাঃ, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!

পৃথ্বীরাজ মাড়বারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন

সেলিম। তুমি তাদের কেন বধ করেছো?

শক্ত। আমার ক্লান্ত মূর্চ্ছিত ভাই প্রতাপকে অন্যায় হত্যা হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য।

অম্বর। তবে তুমিই এ কাজ করেছো? কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু!

পৃথ্বীরাজ পুনর্ব্বার কাসিলেন

শক্ত। জয়পুরাধিপতি! আমি বিশ্বাস-ঘাতক হ'তে পারি, কৃতঘ্ন হ'তে পারি, কিন্তু ভীরু নই! দুজন পাঠান মিলে এক যুদ্ধশ্রান্ত

ধরাশায়ী শত্রুকে বধ কর্ত্তে উদ্যত; আমি একাকী দুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে' তাদের বধ করেছি—হত্যা করি নাই।

সেলিম। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছ স্বীকার কর্চ্ছ!

শক্ত। হাঁ কর্চ্ছি। এতে কি আশ্চর্য্য হচ্ছ যুবরাজ। আমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ব্ব না? আমি এর পূর্ব্বে স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে, স্বীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে, মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলাম। এ না হয় আর একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কর্ল্লাম। আমাকে কি সম্রাট বিশ্বাসঘাতক জেনে প্রশ্রয় দেননি? অন্যায়-যুদ্ধে একবার না হয় প্রতাপকে মার্ব্বার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলাম; এবার না হয় তাকে অন্যায় হত্যা হতে রক্ষা কর্ত্তে বিশ্বাস-ঘাতক হয়েছি।—আর যে প্রতাপ আমার আপন ভাই, আর সে ভাই এমন ভাই, যে হীনাস্ত্র হ'য়ে চতুর্গুণ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িলেন—তাহার অর্থ প্রতাপের বৃথা চেষ্টা

মাড়বারপতি নির্ব্বিকারভাবে চান্দেরীপতির সহিত গুপ্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন

অম্বর। যে প্রতাপসিংহ পার্ব্বত্য-দস্যু রাজবিদ্রোহী!

শক্ত। প্রতাপসিংহ বিদ্রোহী, আর তুমি দেশহিতৈষী বটে, ভগবানদাস!

সেলিম। তুমি কি বলতে চাও যে প্রতাপ বিদ্রোহী নয়?

শক্ত। প্রতাপ বিদ্রোহী! আর আকবর সাহ চিতোরের ন্যায্য অধিকারী। কিম্বা তা হতেও পারে।

পৃথ্বীরাজ অসম্মতি প্রকাশক শিরঃসঞ্চালন করিলেন

সেলিম। তুমি তবে সম্রাটকে কি বলতে চাও?

শক্ত। আমি বলতে চাই যে, সম্রাট ভারতের সর্ব্বপ্রধান ডাকাত! তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।

পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিলেন

সেলিম। হুঁ—প্রহরী! শক্তসিংহকে বন্দী কর।

প্রহরিগণ তাহাকে বন্দী করিল

সেলিম। শক্তসিংহ, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জানো?

শক্ত। না হয়, মৃত্যু। মরার বাড়া ত আর গাল নাই! আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে ডরাইনে। যদি ডরাতাম, তাহলে মিথ্যা বল্‌তাম, সত্য বল্‌তাম না। যদি সে ভয়ে ভীত হতাম, স্বেচ্ছায় মোগল শিবিরে ফিরে আস্‌তাম না। যখন সত্য কথা বল্‌তে ফিরে এসেছিলাম, তখন এ মনে করে' ফিরে আসিনি যে, সত্য বলে' মোগলের কাছে অব্যাহতি পাবো!—মোগলের সঙ্গে অনেক দিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি। তোমার পিতা আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কূট, বিবেকহীন, কপট, রাজনৈতিক। তোমাকে চিনেছি—তুমি এক নির্ব্বোধ, অনক্ষর বিদ্বেষপরায়ণ রক্তপিপাসু পিশাচ।

পৃথ্বীরাজ কারুণ্যব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন

সেলিম। আর তুমি গৃহ-প্রতাড়িত, মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, নেমকহারাম কুক্কুর।—চোখ রাঙাচ্ছ কি! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বে এই পদাঘাত! [পদাঘাত করিলেন]—কারাগারে নিয়ে যাও! কাল একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব!—

[এই বলিয়া সেলিম প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে কেউ খুলে দাও; এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পর যে শাস্তি হয় দিও।

পৃথ্বীরাজ হতাশব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী করিলেন
প্রহরিগণ যুধ্যমান শক্তকে লইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দৌলৎ উন্নিসার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন।
মেহের ও দৌলৎ সেখানে দণ্ডায়মান। মেহের বেড়াইতে বেড়াইতে গাহিতেছিলেন

[বাঁরোয়া—ভরতপ্পা]

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।

প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়;
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

দৌলৎ মেহেরকে ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"বল না কি হয়েছে?"

মেহের। গুরুতর!—'প্রেমের সুখ যে সখি'।—

দৌলৎ। কি গুরুতর?

মেহের। বিশেষ গুরুতর।—"পলকে ফুরায়!"

দৌলৎ। কি রকম বিশেষ গুরুতর?

মেহের। ভয়ঙ্কর রকম বিশেষ গুরুতর। "প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়!"

দৌলৎ। যাঃ আমি শুন্তে চাইনে!

মেহের। আরে শোন্ না!—

দৌলৎ। না, আমি শুন্তে চাইনে।

মেহের। তবে শুনিস্ না।—তা শক্তসিং কি কর্ব্বে বল?

দৌলৎ উন্নিসা উৎসুকভাবে চাহিলেন

মেহের। কি কর্ব্বে বল। ভাইকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজে প্রাণ হারাল।

দৌলৎ। মেহের!—

মেহের। সেলিম অবশ্য উচিত কাজই করেছে—বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তার আর অপরাধ কি!

দৌলৎ। মেহের কি বল্‌ছিস্?

মেহের। কি আর বল্‌বো! লড়াই ফতে করে' এনেছিলাম, এমন সময়ে সেলিম ব'ড়ের কিস্তি দিয়ে মাৎ করে' দিলেন।

দৌলৎ। সেলিম কি তবে শক্তসিংহের প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়েছে?

মেহের। সোজা গদ্যের ভাষায় মানেটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

দৌলৎ। না, তামাসা।

মেহের। ভালো! ভালো! কিন্তু শক্ত সিংহের কাছে বোধ হয় সেটা তামাসার মত ঠেক্‌ছে না। হাজার হোক পৈতৃক প্রাণ ত।

দৌলৎ। সেলিম শক্তের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কি হিসাবে?

মেহের। খরচের হিসাবে! সেলিম বেশ বিবেচনা করে' দেখ্‌লেন যে, বিধাতা যখন শক্ত সিংহকে তৈরী করেছিলেন, তখন একটু ভুল করেছিলেন।

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব যথাস্থানেই বসিয়েছিলেন, তবে সেলিম দেখ্‌লেন যে শক্তের ঘাড়টার উপর মাথাটা ঠিক বসেনি। তাই তিনি এ বেমানান মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বিধির ভুলটা শোধ্‌রাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শক্ত সিংহ তাতে কোন রকম প্রতিবাদ কল্লে না—

দৌলৎ। কিসের প্রতিবাদ?

মেহের। প্রতিবাদ নয়! মানান হোক বেমানান হোক, একটা মাথা জন্মাবার সময় ঈশ্বরের কাজ থেকে পাওয়া গিয়েছিল! অন্যের সে বিষয়ে আপত্তি গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। আর একজন এসে যদি আমার মাথা ও ঘাড়ের চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, সেটাই বা দেখ্‌তে কি রকম! দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি আমার মাথাটা পায়ের তলায় পড়ে'। দেখেই চক্ষু স্থির আর কি! —কি! তুই যে চা-খড়ির মত শাদা হয়ে গেলি!

দৌলৎ। মেহের! বোন্! তুই তাঁকে রক্ষা কর। জানিস্ বোন্! তাঁর যদি প্রাণদণ্ড হয়, তা হ'লে এক দিনও বাঁচ্‌বো না। আমি শপথ কর্চ্ছি যে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লে আমি বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব।

মেহের। প্রাণত্যাগ কর্ব্বি ত কর্ব্বি! তার আর অত জাঁক কেন। ঈঃ! তোর আগে অনেক লোক ওরকম প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে, অবশ্য যদি উপন্যাসগুলো বিশ্বাস করা যায়। আমার ত বিশ্বাস যে আত্মহত্যা করাতে এমন একটা বিশেষ বাহাদুরি কিছুই নাই, যা'তে সেটা রটিয়ে বেড়ানো যায়,—বিশেষ কর্ব্বার আগে! আত্মহত্যা ত কর্ব্বিই! সে ত অনেকেই করে' থাকে।

দৌলৎ। তবে কি কোনও উপায় নেই?

মেহের গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল

ওর এক উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। তা ত তুই কর্ব্বিই। আর ত কোনই উপায় নেই। ওর উপায় এক আত্মহত্যা করা—তবে দেখ দৌলৎ! যদি আত্মহত্যা করিসই, তা'হলে এমন ভাবে করিস্, যাতে একটা নাম থেকে যায়।

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, তুই তোর নিজের কার্পেট-মোড়া কামরায় মখমলমোড়া গদিতে হেলান

দিয়ে বস্। সাম্‌নে একখানা জরির কাজকরা কাপড়ে ঢাকা তেপায়ার উপর একটা রূপোর পেয়ালা—সেটা বেনারসি কাজ করা। তাতে একটু বিষ—বুঝিছস্? তাকে তোর স্বর্ণালংকৃত শুভ্র করে ধরে' একটা বেশ স্বগত কবিতা আওড়া। তারপর বিষপাত্রটা বিম্বাধরে ঠেকা, একটুমাত্র ঠেকাবি,—যাতে চিবুকটা উঁচু কর্ত্তে হয়। তারপর একটা বীণা নিয়ে হেলে বসে' এই রকম করে' শক্তসিংহকে উদ্দেশ করে একটা গান গাইবি—রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। তার পরে মরে' যা সেই ভাবেই, ঢং বদ্‌লাস্ নে'। তা হলে তোর একটা নাম থেকে যাবে; ছবি বেরোবে; ভবিষ্যতে নাটক লিখবার একটা বিষয় হবে!

দৌলৎ। মেহের! তুই তামাসা কর্ব্বার কি আর সময় পেলিনে!

মেহের। তামাসা কর্‌বার এর চেয়ে সুবিধা কখনও হবে না। দুজনার একবার মাত্র দেখা হোল—কুঞ্জে নয়, যমুনাপুলিনে নয়, চন্দ্রালোকে ঘস্ফরস হ্রদে নৌকাবক্ষে নয়, দেখা হোল শিবিরে—যুদ্ধক্ষেত্রে—অত্যন্ত গদ্যময় অবস্থায় বল্‌তে হবে! তাও নিভৃতে নয়, আর একজনের সম্মুখে, এমন কি, সেই দেখাটা করিয়ে দিলে। হঠাৎ চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, আর অমনি প্রেম; একেবারে না দেখ্‌লে প্রাণ যায়, পৃথিবী মরুভূমি ঠেকে—আর তা'র বিহনে আত্মহত্যা কর্ত্তে হয়।—এতেও যদি তামাসা না করি ত কিসে কর্ব্ব!

দৌলৎ। মেহের। সত্যিই কি এর উপায় নাই। তুই কি কিছুই কর্ত্তে পারিস্ নে? সেলিমের কাছে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে কি পাওয়া যায় না?

মেহের। উঁহু!—তবে তুই এক কাজ করিস্ ত হয়।

দৌলৎ। কি কর্ত্তে হবে বল। মানুষে যা কর্ত্তে পারে আমি তা কর্ব্ব।

মেহের। এই এমনি একটা অবস্থা করে' শুয়ে পড় যাতে বোঝা যায় যে, তোর খুব শক্ত ব্যারাম, এখন মরিস্ তখন মরিস্ এই রকম! হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তারের যথাক্রমে প্রবেশ। কেউ সারাতে পারে না। আমি বলি সেলিমকে যে এর ওষুধ ফষুধে কিছু হবে না; এর এক বিষমন্ত্র আছে; আর সে মন্ত্র এক শক্তসিংহই জানে। ডাক্ শক্তসিংহকে। শক্তসিংহ আসা, মন্ত্র পড়া, ব্যামো আরাম, শক্তের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ। সংগীত!—যবনিকা পতন।

দৌলৎ। মেহের! বোন্! আমি মূর্খতা করে' থাকি, অন্যায় করে থাকি, হাস্যাস্পদ কাজ করে' থাকি, তথাপি আমি তোর বোন দৌলৎ। [ক্রন্দন]

মেহের। কি দৌলৎ। সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লি যে!—না না কাঁদিসনে। থাম্! দৌলৎ। বোন্, মুখ তোল্।—ছিঃ কাঁদিসনে। ভয় কি। আমি শক্তকে বাঁচাবো। তা যদি না পার্ত্তাম, তা'লে কি তা'র প্রাণদণ্ড নিয়ে রঙ্গ কর্ত্তে পার্ত্তাম? তোর এই দশার জন্য তুই দায়ী নহিস্ বোন্, 'দায়ী আমি। আমিই সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলাম, আমিই তোর এ প্রেমকে নিভৃতে আগুলিয়ে তাকে রক্ষা করেছি। শক্তকে শুধু বাঁচানো নয়, তোর সঙ্গে শক্তের বিবাহ দেবো। যে কাজ মেহের সুরু করে, সে কাজ সে অসম্পূর্ণ রাখে না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' বল্‌ছি যে, আমি তোর শক্তকে বাঁচাবো।—এখন যা মুখ ধুয়ে আয়। এক ঘড়ির মধ্যে যে তুই কেঁদে চোখে ইউফ্রেটিস্ নদী বহিয়ে দিলি—যা।

দৌলৎ চলিয়া গেলে মেহের গদগদস্বরে কহিলেন

দৌলৎ উন্নিসা! জানিস্ না বোন্ আমার এই পরিহাসের নীচে কি আগুন চেপে রেখেছি। শক্ত! যতই তোমাকে আমার হৃদয় থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি, ততই কেন জড়িত হচ্ছি। হাজারই চেপে রাখি, উপহাস করি, ব্যঙ্গ করি, এ আগুন নেভে না। আগে তোমার রূপে, বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তোমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছি। এ যে উত্তরোত্তর বাড়্‌তেই চলেছে।—না, এ প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্ব; নিজের সুখের জন্য নয়; অবোধ অবলা মুগ্ধা বালিকা দৌলৎ উন্নিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের নিহিত কথা জান্তেও না পারে ভগবান। —বড় ব্যথা পাবে। বড় ব্যথা পাবে।

এই সময়ে অলক্ষিতভাবে সেলিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

"মেহের উন্নিসা।"

মেহের। কে? সেলিম।

সেলিম। মেহের উন্নিসা একা। দৌলৎ কোথায়?

মেহের। এখনি ভিতরে গেল। আসছে।—সেলিম। তুমি নাকি শক্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছো?

সেলিম। হাঁ দিয়েছি।

মেহের। কবে প্রাণদণ্ড হবে?

সেলিম। কাল,—তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মেহের। সেলিম। তুমি ছেলেমানুষ বটে। কিন্তু তাই বলে' এক জনের প্রাণ নিয়ে খেলা কর্ব্বার বয়স তোমার হয় নাই।

সেলিম। প্রাণ নিয়ে খেলা কি। আমি বিচার করে' তা'র প্রাণদণ্ড দিইছি।

মেহের। বিচার। বিচারের নাম করে' পৃথিবীতে অনেক হত্যা হয়ে গিয়েছে। বিচার কর্ব্বার তুমি কে?

সেলিম। আমি বাদশাহের পুত্র। আমার বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

মেহের। আর আমিও বাদশাহের কন্যা; তবে আমারও বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

সেলিম। তোমার অভিপ্রায় কি?

মেহের। আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমি শক্তসিংহকে মুক্ত করে দাও।

সেলিম। তোমার কথায়?

সেলিম উচ্চহাস্য করিলেন

মেহের। হাঁ। আমার কথায়। সেলিম! উচ্চ হাস্য কর, আর যা'ই কর, এই দণ্ডে শক্তসিংহকে মুক্ত করে' দাও, নহিলে—

সেলিম। নহিলে—

মেহের। নহিলে আমি গিয়ে স্বহস্তে তা'কে মুক্ত করে' দেবো। আগ্রা-নগরীতে কারো সাধ্য নাই যে আমায় বাধা দেয়। তা'রা সকলেই সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসাকে জানে।

সেলিম। পিতা তোমাকে অত্যধিক আদর দিয়ে তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহের। বাজে কথায় কাজ নাই। শক্তসিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি দিবে না?

সেলিম। জানো যে শক্তসিংহ দুইজন মোগল-সেনানায়ককে হত্যা করেছে?

মেহের। হত্যা করে নাই। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে।

সেলিম। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে? না—বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে? মোগলের পক্ষে হয়ে—

মেহের। সেলিম। এ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় ত এ বিশ্বাসঘাতকতা স্বর্গীয় আলোক-মণ্ডিত। শক্তসিংহ যদি তা'র ভাইকে সে বিপদে রক্ষা না করে' তাকে বধ কর্ত্ত, তুমি বোধহয় তাকে প্রশংসা কর্ত্তে?

সেলিম। অবশ্য।

মেহের। আমি তা হ'লে তাকে ঘৃণা কর্ত্তাম।—সেলিম। সংসারে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বড়, না ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ বড়? ঈশ্বর যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কাউকে কারো প্রভু বা ভৃত্য করে' পাঠান নি। কিন্তু ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতিহিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিয়েছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ ভ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র; সে রূপান্তর, বিরূপ, বিকট কুৎসিত বটে তবু সে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম। চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ুহিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্ঝারূপ ধারণ করে মাত্র।

সেলিম। বাহবা, মেহের উন্নিসা। শক্তের পক্ষে খাসা সওয়াল করেছো। তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনে। তুমি শক্তসিংহের পক্ষ নেবে এর আর আশ্চর্য্য কি? তুমি তার প্রণয়-ভিক্ষুক।

মেহের। মিথ্যা কথা।

সেলিম। মিথ্যা কথা?—তুমি নিভৃতে তা'র শিবিরে গিয়ে তা'র সংগে সাক্ষাৎ করনি?

মেহের। করি না করি সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে প্রস্তুত নই।

সেলিম। সম্রাটের কাছে দিতে প্রস্তুত হবে বোধ হয়?

মেহের। শক্তসিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি না?

সেলিম। না। তোমার যা ইচ্ছা তা কর—

[এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন, সেলিম

চলিয়া গেলে মেহের ক্ষণেক ভাবিলেন পরে একটু হাসিলেন; পরে কহিলেন

"সেলিম, তবে আমারই এই কাজ কর্ত্তে হবে? ভেবেছো পার্ব্বো না দেখ পারি কি না?"

[বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—শেষ রাত্রি।
শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তসিংহ উপবিষ্ট

শক্ত। রাত্রি শেষ হয়ে আস্‌ছে সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র পরমায়ুও শেষ হয়ে আস্‌ছে। আজ প্রভাত আমার জীবনের শেষ-প্রভাত। এই পেশল সুগৌর সুগঠন দেহ আজ রুধিরাক্ত হয়ে মাটিতে লোটাবে। সবাই দেখ্‌তে পাবে! আমিই দেখ্‌তে পাব না। আমি! এ আমি কে! কোথা থেকে এসেছিলাম। আজ কোথায় যাচ্ছি! ভেবে কিছু ঠিক কর্ত্তে পারিনি, আঁক কষে' কিছু বেরোয় নি,—দর্শন পড়ে, এর মীমাংসা পাই নি। কে আমি! চাল্লশ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম! কাল' কোথায় থাক্‌বো! আজ সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।—কে?

হস্তে বাতি লইয়া মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা।

শক্ত। মেহের উন্নিসা সম্রাট্ আকবরের কন্যা!

মেহের। হাঁ, আকবরের কন্যা মেহের উন্নিসা।

শক্ত। আপনি এখানে?

মেহের। আমি এসেছি আপনাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে।

শক্ত। আমাকে উদ্ধার কর্ত্তে?—কেন!—আমার নিজের সে বিষয়ে অণুমাত্রও আগ্রহ নাই।

মেহের সাশ্চর্য্যে বলিলেন

"সে কি! আপনার সে বিষয়ে আগ্রহ নাই? এমন সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে আপনার মায়া হচ্ছে না?"

শক্ত। কিচ্ছু না। পুরানো হয়ে গিয়েছে। রোজই সকালে সেই একই সূর্য্য উঠে, রাত্রি-কালে সেই একই চন্দ্র, কখনও বা অন্ধকার। রোজই সেই একই গাছ, একই জীব, একই পাহাড়, একই নদী, একই আকাশ। নেহাইৎ পুরানো হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অপর পারে দেখি, যদি কিছু নতুন রকম পাই।

মেহের। জীবনে আপনার স্পৃহা নাই?

শক্ত। কৈ? জীবন ত এতদিন দেখা গেল। নেহাৎই অসার। দেখা যাক মৃত্যুটা কি রকম। রোজ রোজ তার কীর্ত্তি দেখ্‌ছি। অথচ তার বিষয়ে কিছু জানি না। আজ জান্‌বো।

মেহের। আপনার প্রিয়জনকে ছাড়্‌তে কষ্ট হচ্ছে না?

শক্ত। প্রিয়জন কেউ নাই। থাকলে হয়ত কষ্ট হোত। কাউকে ভালোবাসতে শিখি নাই। আমাকে কেউ ভালোবাসে নাই। কাহার কিছু ধারিনে। সব শোধ দিইছি। [স্বগত] তবে একটা ঋণ রয়ে গিয়েছে। সেলিমের পদাঘাতের শোধ দেওয়া হয় নাই। একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে।

মেহের। তবে আপনি মুক্ত হতে চান না?

শক্ত সাগ্রহে কহিলেন

"হাঁ, চাই সাহজাদি! একবার মুক্তি চাই। ঋণ পরিশোধ হ'লে আবার নিজে এসে ধরা দিব। একবার মুক্ত করে দিউন, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে।"

মেহের ডাকিলেন

"প্রহরী!"

প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিলে মেহের আজ্ঞা করিলেন

"শৃঙ্খল খোল।"

প্রহরী শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। মেহের স্বীয় গলদেশ হইতে হীরকহার প্রহরীকে দিয়া কহিলেন

"এই হীরার হার বিক্রয় কোরো। এর দাম কম করেও লক্ষ মুদ্রা হবে। ভবিষ্যতে তোমার ভরণপোষণের ভাবনা ভাবতে হবে না—যাও।"

[প্রহরী হার লইয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন
পরে কহিলেন

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার মুক্তির জন্য আপনি এত লালায়িত কেন?"

মেহের। কেন? সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?—

শক্ত। কৌতূহল মাত্র।

মেহের মনে মনে বলিল—"বলিই না, ক্ষতি কি? এখানেই একটা মীমাংসা হয়ে যাক্ না।"

পরে শক্তকে কহিলেন—"তবে শুনুন। আমার ভগ্নী দৌলৎ উন্নিসাকে মনে পড়ে?"

শক্ত। হাঁ, পড়ে।

মেহের। সে—সে আপনার অনুরাগিণী।

শক্ত। আমার?

মেহের। হাঁ, আপনার। আর যদি ভুল বুঝে না থাকি, আপনিও তার অনুরাগী।

শক্ত। আমি?

মেহের। হাঁ, আপনি।—অপলাপ কর্চ্ছেন কেন?

শক্ত। আমার মুক্তিতে তাঁর লাভ?

মেহের। তা তিনিই জানেন।—রাত্রি প্রভাত হয়ে আস্ছে;—আপনি মুক্ত। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন—কেহ বাধা দিবে না। আর যদি দৌলৎ উন্নিসাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন—

শক্ত। বিবাহ!—হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ! কোন্ শাস্ত্র অনুসারে?

মেহের। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে। যবনীকে বিবাহ আপনার পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাও করেন নি?

শক্ত। সে আসুরিক-বিবাহ।

মেহের। হোক্ আসুরিক। বিবাহ ত বটে।—আর শাস্ত্র? শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত-সিংহ? বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালোবাসা। যে বন্ধনকে ভালোবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, উল্কা যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, মাধবীলতা যখন সহকারকে জড়িয়ে ওঠে, তখন কি তা'রা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষা করে?

শক্ত। শাস্ত্রের ভয় রাখি না সাহজাদি! যে সমাজ মানে না, তার কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি?

মেহের। তবে আপনি স্বীকার?

শক্ত ভাবিলেন

"মন্দ কি! একটু বৈচিত্র্য হয়। আর নারী-চরিত্র পরীক্ষা করে' দেখা হয় নাই।—দেখা যাক্?"

মেহের। কি বলেন? স্বীকার?

শক্ত। স্বীকার।

মেহের। ধর্ম্ম সাক্ষী?

শক্ত। ধর্ম্ম মানি না।

মেহের। মানুন না মানুন। বলুন "ধর্ম্ম সাক্ষী।"

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। শক্তসিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে আমার গলা থেকে উন্মোচন করে' তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। যেন তার অপমান না হয়।—ধর্ম্ম সাক্ষী!

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। চলুন।

শক্ত। চলুন।—

যাইতে যাইতে স্বগত নিম্নস্বরে কহিলেন

"এতদিন আমার জীবনটা যাহোক একরকম গম্ভীরভাবে চল্‌ছিল। আজ যেন একটু প্রহসন ঘেঁষে গেল।"

মেহের। তবে চলে' আসুন। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তর্ব্বাটি। কাল—রাত্রি।

যোশী একাকিনী হতাশভাবে দণ্ডায়মান

যোশী। যাক নিভে গিয়েছে। সমস্ত রাজপুতনায় একটা প্রদীপ জ্বলছিল। তাও নিভে গিয়েছে। প্রতাপসিংহ আজ মেবার হতে দূরীভূত; বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত। হা হতভাগ্য রাজস্থান!

এই সময়ে ব্যস্তভাবে পৃথ্বী কক্ষে প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। যোশী যোশী—

যোশী। এই যে আমি।

পৃথ্বী। রাজসভার শেষ খবর শুনেছো?

যোশী। না, তুমি না বল্লে শুন্‌বো কোথা থেকে।

পৃথ্বী। ভারি খবর।

যোশী। কি হয়েছে?

পৃথ্বী। হয়েছে বলে' হয়েছে!—তুমুল ব্যাপার!—চুপ করে' রৈলে যে।

যোশী। আমি কি বলবো?

পৃথ্বী। তবে শোন!—শক্তসিংহ কারাগার থেকে পালিয়েছে।

যোশী। পালিয়েছে!

পৃথ্বী। আরো আছে!—তার সঙ্গে দৌলৎ

উঠিয়সাও—[এই বলিয়া পলায়নের সঙ্কেত করিলেন।]

যোশী। সে কি?

পৃথ্বী। শোন, আরো আছে। সেলিম মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে' সম্রাট্‌কে চিঠি লিখেছিলেন বলেছিলাম।

যোশী। হাঁ।

পৃথ্বী। সম্রাট গুর্জ্জর হ'তে কাল ফিরে আস্‌ছেন।

যোশী। কেন?

পৃথ্বী। বিবাদ মেটাতে!—আবার "কেন"?—বিবাদ ত বড় সোজা নয়।—একদিকে মানসিংহ, অন্যদিকে সেলিম—একদিকে রাজ্য, আর একদিকে ছেলে! কাউকেই ছাড়তে পারেন না। বিবাদ ত মেটাতে হবে।

যোশী। কি রকমে?

পৃথ্বী। এই সেলিমকে বল্‌বেন—'আহা মানসিংহ আশ্রিত'; আর মানসিংহকে বল্‌বেন 'আহা সেলিম ছেলে-মানুষ।'

যোশী। রাণা প্রতাপসিংহের খবর নাই?

পৃথ্বী। খবর আর কি! চাঁদ এখন বনে বনে ঘুর্চ্ছেন! বলেছিলাম না, যে আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ! চাঁদ ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেন নি!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের কক্ষ। কাল—প্রভাত।
আকবর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে সেলিম দণ্ডায়মান

আকবর। সেলিম! মানসিংহ তোমাকে অবমাননা করেন নি। তিনি আমার আজ্ঞামত কাজ করেছেন।

সেলিম। এর চেয়ে আর কি অবমাননা কর্ত্তে পার্ত্ত? আমি দিল্লীশ্বরের পুত্র, আর সে একজন সেনাপতি মাত্র; হল্‌দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাকে তাচ্ছিল্য করে' সে নিজের আজ্ঞা প্রচার করেছে। একবার নয়; বার বার।

আকবর চিন্তিতভাবে কহিলেন

হুঁ! কিন্তু এতে মানসিংহের অপরাধ দেখি না।

সেলিম। আপনি মানসিংহের অপরাধ দেখ্‌বেন কেন! মানসিংহ যে আপনার শ্যালক-পুত্র—মানসিংহের এ রকম ঔদ্ধত্য সম্রাটের গুণেই হয়েছে।

আকবর। সেলিম, সাবধানে কথা কহ।—বল মানসিংহের অপরাধ কি?

সেলিম। তা'র অপরাধ আমার প্রতিকূল আচরণ করা।

আকবর। সে অধিকার আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সেনাপতি।

সেলিম। তবে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল?

আকবর। কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হতে, তোমাকে পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ শিখ্‌তে!

সেলিম। মানসিংহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হয়ে?

আকবর। কুমার! এই গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। তুমি এই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট! শেখো, কি রকম করে' রাজ্য জয় কর্ত্তে হয়, জয় ক'রে শাসন কর্ত্তে হয়!—জানো, এই মানসিংহের কাছে আমি অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত—শুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত কেন, আফগানিস্থান জয়ের জন্য ঋণী?

সেলিম। সম্রাট্‌ ঋণী হতে পারেন, কিন্তু আমি ঋণী নহি।

আকবর। বলিছি ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ কর। পরকে শাসন কর্ত্তে হ'লে সকলের আগে আপনাকে শাসন করা চাই। ভেবো না সেলিম, যে, মানসিংহকে আমি অন্তরে শ্রদ্ধা করি। বরং তাকে ভয় করি। তাঁর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হলে' আমি তাঁকে পুরাতন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ কর্ব্ব। কিন্তু যতদিন কার্য্য উদ্ধার না হয়, ততদিন মানসিংহকে সমাদর কর্ত্তে হবে।

সেলিম। সে আপনার ইচ্ছা। আমি কাফের মানসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যদি সম্রাট্‌ এ অপমানের প্রতিকার না করেন, আমি আল্লার নামে শপথ করেছি যে, আমি স্বহস্তে এর প্রতিকার নেবো। আমি দেখ্‌বো যে সে শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ—

এই বলিয়া সেলিম তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন

আকবর। সেলিম! যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সম্রাট্‌ আমি! তুমি নও।—কি

সেলিম!—তোমার চক্ষে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখ্‌ছি। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্য চাও। নহিলে ভাবী সম্রাট্ তুমি নও।

সেলিম। সে বিচার সম্রাটের আজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, জান্‌বেন—

এই বলিয়া সেলিম কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। আকবর কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন; পরে কহিলেন

"হা মূঢ় পিতা সব! এই সন্তানের জন্য এত করে' মর! ইচ্ছা কর্ল্লে যাকে মুষ্টির মধ্যে চূর্ণ কর্ত্তে পারো, তা'র দুর্ব্বিনীত ব্যবহার এরূপ নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর!—ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে? এও নীরব হয়ে সহ্য কর্‌তে হোল!—কে? মেহের উন্নিসা!

মেহের উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"হাঁ পিতা আমি।"

এই বলিয়া তিনি সম্রাট্‌কে যথারীতি অভিবাদন করিলেন

আকবর। মেহের! তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

মেহের। সেলিম দেখ্‌ছি এসে অভিযোগ পিতার সমক্ষে রুজু করেছেন। আমি সেই কথাই স্বয়ং সম্রাটপদে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

আকবর। এখন উত্তর দাও। শক্তসিংহের পলায়নের জন্য তুমি দায়ী?

মেহের। হাঁ সম্রাট্! আমি তাকে স্বহস্তে মুক্ত করে' দিয়েছি।

আকবর। আর দৌলৎ উন্নিসা?

মেহের। তাকে আমি শক্তসিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

আকবর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন

উত্তম!—শক্তসিংহের সঙ্গে সম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ীর বিবাহ! হিন্দুর সঙ্গে মোগলের কন্যার বিবাহ!

মেহের। কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এই নূতন নয় সম্রাট্! আকবর সাহের পিতা হুমায়ুন সে পথ দেখিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাট্ সে পথের অনুবর্ত্তী।

আকবর। আকবর কাফেরের কন্যা এনেছেন! কাফেরকে কন্যা দান করেন নি।

মেহের। একই কথা।

আকবর। একই কথা!

মেহের। একই কথা।—এও বিবাহ, সেও বিবাহ!

আকবর। একই কথা নয় মেহের!—তুমি বালিকা; রাজনীতি কি বুঝবে?

মেহের। রাজনীতি না বুঝি ধর্ম্মনীতি বুঝি!

আকবর। ধর্ম্মনীতি মেহের উন্নিসা? ধর্ম্মনীতি কি এতই সহজ, এতই সরল, যে তুমি তাকে এ বয়সে আয়ত্ত করে' ফেলেছো? পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম কেন? একই ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা কেন হয়েছে? এত পণ্ডিত, এত বিজ্ঞ ব্যক্তি, এত সুধী মহাত্মা আছেন; কিন্তু কোন্ দুই ব্যক্তি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে একমতাবলম্বী! আমি এত তর্ক শুনলাম, এত ব্যাখ্যা শুন্‌লাম; পার্শী, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান, হিন্দু মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা কর্ল্লাম; কৈ? কিছুই ত বুঝ্‌তে পারিনি। আর তুমি বালিকা, সেটাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরে' রেখেছো!

মেহের। সম্রাট্! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না! ধর্ম্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থ-পরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম!—আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট্, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—সেই এক নাম লেখা; সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কর্চ্ছে, হিংসা কর্চ্ছে, বিবাদ কর্চ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তা'রা ভিন্ন নয়। শক্তসিংহও মানুষ, দৌলৎ উন্নিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?

আকবর। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ মুসলমান, আর শক্তসিংহ কাফের। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ উন্নিসা ভারতসম্রাট, আকবরের ভাগিনেয়ী, আর শক্তসিংহ গৃহহীন, প্রতাড়িত পথের কুক্কুর।

মেহের। শক্তসিংহ মেবারের রাণা উদয়-সিংহের পুত্র!

আকবর। শক্তসিংহ যদি মুসলমান-

ধর্ম্মাবলম্বী হ'ত, এ বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু শক্ত বিধর্ম্মী।

মেহের। স্তব্ধ হউন সম্রাট্। জানেন, আমার মাতা—সম্রাজ্ঞী এই হিন্দু মনে থাকে যেন।

আকবর। সম্রাজ্ঞী হিন্দু! কিন্তু সম্রাট হিন্দু নয় মেহের! সে সম্রাজ্ঞী আমার কে?

মেহের। সে সম্রাজ্ঞী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী; সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের। কি! সত্যই কি ভারতসম্রাট রাজাধিরাজ স্বয়ং আকবরের মুখে এই কথা শুনলাম? 'স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ! সম্মানের বস্তু নহে!' সম্রাট জানেন কি যে এই 'স্ত্রী'ও মানুষ, তারও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব করে? স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী! আমি মায়ের কাছে শুনেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্ম্মিনী, এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। নারীও সমান বল্‌তে পারে যে স্বামী প্রয়োজনের সামগ্রী, বিলাসের বস্তু! সে তা বলে না, কারণ তা'র হৃদয় মহৎ; সে তা বলে না, কারণ স্বামীর সুখেই তার সুখ, স্বামীর কাজেই তা'র আত্মোৎসর্গ।—হা রে অধম পুরুষ জাত! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম, যে, নারী দুর্ব্বল বলে' তার উপর এই অবিচার, এই অত্যাচার কর; আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্ব্বহ জীবনকে আরও দুর্ব্বহ কর!

আকবর। মেহের উন্নিসা! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না; বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ধত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না! তোমার ও সেলিমের কাজ হচ্ছে—কোন প্রশ্ন না ক'রে আমার আজ্ঞা পালন করা। মনে থাকে যেন।—

আকবর এই বলিয়া বিরক্তিভরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মেহের রুদ্ধদৃঢ়স্বরে কহিলেন

"সম্রাট আমার কর্ত্তব্য কি' তা আমি জানি। আমার কর্ত্তব্য এই যে, যে পিতা আমার মাতাকে সম্মান করেন না, বাঁদির মত, প্রয়োজন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্র বলে' বিবেচনা করেন, আমার কর্ত্তব্য সে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা। হোন্ তিনি দিল্লীশ্বর, হোন্ তিনি পিতা।—এস তবে কঙ্কালসার দারিদ্র্য! এস তবে উন্মুক্ত আকাশ, এস শীতের প্রখর বায়ু, এস জনশূন্য নিবিড় অরণ্য! তোমাদের ক্রোড়ে আজি আশ্রয়হীনা মেহেরকে স্থান দেও। আজি আমি আর সম্রাট-কন্যা নহি। আমি পথের ভিখারিণী। সেও শ্রেয়ঃ। এ হেন রাজকন্যা হওয়ার চেয়ে সেও শ্রেয়ঃ।"

[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মানসিংহের ভবন। কাল—সন্ধ্যা।
মানসিংহ একাকী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন

মানসিংহ। পিতা রেবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন বোধ হয় তা'র বিবাহের জন্য। আর বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা যে সে বিবাহ মোগল পরিবারেই হয়। উঃ! আমরা কি অধোগামীই হয়েছি? ভেবেছিলাম যে মেবারের পবিত্র বংশগরিমায় এ কলঙ্ক ধৌত করে' নেবো। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হয়েছে। প্রতাপসিংহ! তোমার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। আমরা বংশগরিমা হারায়েছি! তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তা বজায় রেখেছ। কিন্তু দেখ্‌বো তোমার উচ্চ শিরকে আমাদের সঙ্গে একদিন সমভূমি কর্ত্তে পারি কি না? তোমাকে বন হতে বনে বিতাড়িত কর্ব্ব। তোমার মাথার উপর আকাশ ভিন্ন অন্য ছাউনি রাখ্‌বো না।

এই সময়ে সশস্ত্র সেলিম কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ সাশ্চর্য্যে কহিলেন

"যুবরাজ সেলিম! অসময়ে!—বন্দেগি যুবরাজ!"

সেলিম। মানসিংহ! আমি তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আসি নাই। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

মান। প্রতিশোধ?

সেলিম। হাঁ মানসিংহ, প্রতিশোধ!

মান। কিসের?

সেলিম। তোমার অসহনীয় দম্ভের।—মামুদ!

কক্ষে মামুদ প্রবেশ করিল
সেলিম তাহার কাছ হইতে অস্ত্র লইয়া
মানসিংহকে কহিলেন

"এই দুইখানি তরবারি—যেখানি ইচ্ছা বেছে লও।"

মান। যুবরাজ আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আপনি দিল্লীশ্বরের পুত্র। আমি তাঁর সেনাপতি। আপনার সহিত যুদ্ধ কর্ব্ব!

সেলিম। হাঁ যুদ্ধ কর্ব্বে! তুমি সম্রাটের শ্যালক ভগবানদাসের পুত্র! তোমার পিতার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক, আমার নয়। তুমি সম্রাটের অজেয় সেনাপতি। সম্রাট তোমার দম্ভ সইতে পারেন, আমি সইব না!—নেও, বেছে নেও।

মান। যুবরাজ, স্বীকার করি, আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তথাপি আপনি যুবরাজ, আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ব্ব না—যখন সম্রাটের নেমক খেয়েছি।

সেলিম। ভীরুতার ওজোর!—ছাড়্‌বো না! মানসিংহ অস্ত্র নেও। আজ এখানে স্থির হয়ে যাবে যে কে বড়—মানসিংহ না সেলিম।

মান। ক্ষান্ত হোন্ যুবরাজ সেলিম! শুনুন।

সেলিম। বৃথা যুক্তি। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন কথা শুন্‌বো না। নেও অস্ত্র—

এই বলিয়া মানসিংহের হস্তে তরবারি প্রদান করিলেন

মানসিংহ অগত্যা তরবারি লইয়া কহিলেন

"যুবরাজ, আপনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?"

সেলিম। হাঁ, ক্ষিপ্ত হয়েছি, মহারাজ মানসিংহ—

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ স্বীয় শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন

মানসিংহ। ক্ষান্ত হোন্।

"রক্ষা নাই।"

এই বলিয়া সেলিম পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন মানসিংহ চরণে আঘাত পাইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন; গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন

"তবে তাই হোক্! যুবরাজ আপনাকে রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া মানসিংহ সেলিমকে আক্রমণ করিলেন, ও সেলিম আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন

মানসিংহ। এখনও ক্ষান্ত হোন্! নহিলে মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার শির আমার পায়ের তলে লোটাবে।

"স্পর্দ্ধা—"

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন

এই সময় আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা রেবা সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া হস্তোত্তোলন করিয়া কহিলেন

"অস্ত্র রাখুন! এ পরিবারভবন, যুদ্ধাঙ্গন নয়।"

সেলিম এই রূপজ্যোতিতে যেন ক্লিষ্টদৃষ্টি হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বামহস্তে চক্ষু ঢাকিলেন; তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন সে জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ উচ্চারিত স্বরে কহিলেন

"কে ইনি? দেবী না মানবী?"

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদিপুর কাননস্থ পর্ব্বতগুহার বহির্ভাগ।
কাল—সন্ধ্যা।
প্রতাপসিংহ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন

প্রতাপ। কমলমীর হারিয়েছি! ধর্ম্মেটী আর গোগুণ্ডা দুর্গ শত্রুহস্তগত। উদিপুর মহাবৎ খাঁর করায়ত্ত। এ সব হারিয়েছি! এ দুঃখ সহ্য হয়! ঘটনাচক্রে হারিয়েছি, আবার ঘটনাচক্রে ফিরে পেতে পারি! কিন্তু মানা আর রোহিদাস। তোমাদের যে এই হল্‌দিঘাট যুদ্ধে হারিয়েছি, তোমাদের আর ফিরে পাবো না।

ধীরে ধীরে ইরা পিতৃসমীপে উপস্থিত
হইলেন

প্রতাপ। ইরা! খাওয়া হয়েছে?

ইরা। হাঁ বাবা, আমি খেয়েছি।—বাবা! এ কোন জায়গা?

প্রতাপ। উদিপুরের জঙ্গল।

ইরা। বড় সুন্দর জায়গা! পাহাড়টি কি ধূম্র, কি স্তব্ধ, কি সুন্দর।—

খাদ্য লইয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। ছেলেপিলেদের খাওয়া হয়েছে?

লক্ষ্মী। হয়েছে। এই তোমার খাবার এনেছি, খাও।

প্রতাপ। আমি খাবো? খাবো কি লক্ষ্মী, আমার ক্ষুধা নাই।

লক্ষ্মী। না, ক্ষুধা আছে! সমস্ত দিন খাওনি!

ইরা। খাও বাবা, নইলে অসুখ কর্ব্বে।

প্রতাপ। আচ্ছা খাচ্ছি।—রাখো।

লক্ষ্মী, খাদ্য প্রতাপসিংহের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কহিলেন

"আমি ছেলেপিলেদের শোবার আয়োজন করিগে।"

[এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রতাপ সেই ফলমূল আহার করিয়া আচমন করিলেন : পরে কহিলেন

"এই ত রাজপুতের জীবন। সমস্ত দিন অনাহারের পর এই সন্ধ্যায় ফলমূল ভক্ষণ। সমস্ত দিন কঠোর শ্রমের পর এই ভূমিশয্যা। এই ত রাজপুতের জীবন। দেশের জন্য পর্ণ-পত্রে এই ফলমূল স্বর্গসুধার চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলিশয়ন কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল।

এই সময়ে ভীলসর্দ্দার মাহু আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিলেন

প্রতাপ। কে? মাহু?

মাহু। হাঁ রাণা! হামি আছি, হামি আপনার আসার কথা শুনে পা দুখানি দেখতে এলাম!

প্রতাপ। মাহু! ভক্ত ভীল-সর্দ্দার!

ইরা। মাহু! ভাল আছ?

মাহু। এই যে বহিন্ হামার! বহিন্ যে আরো কাহিল হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য মাহু! —এ রুগ্ন শরীর, তার উপরে সেবার কথা দূরে থাকুক, বাসস্থান নাই, সময়ে আহার নাই এই সমস্ত দিনের পরে এখন খান দুই রুটি খেলে!

মাহু। মরে' যাবে বহিন্ মরে' যাবে। বড় কাহিল আছে। এ রকম কর্ল্লে বাঁচবে না।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব মাহু! বিঠুর জঙ্গলে খাবার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় পাঁচ হাজার মোগল সৈন্য ঘেরাও কর্ল্লে। আমি দু'শ অনুচর সঙ্গে করে, পার্ব্বত্য পথে এই দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি। এদের ডুলি করে এনেছি!

মাহু হতাশব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল

মাহু। এক খবর আছে রাণা!

প্রতাপ। কি?

মাহু। ফরিদ খাঁর সেপাহী সব রায়গড়ে গিয়াছে। এখানে তাঁর এক হাজার সেপাহী আছে।

প্রতাপ। ফরিদ খাঁ—কোথায় সে?

মাহু। এখানে। আজ তার জন্মদিন। ভারি ধুম হবে। আজ তাকে ঘেরাও করা যায়।

প্রতাপ। কিন্তু আমার এখানে একশ'-এর বেশী সৈন্য নাই।

মাহু। হামার হাজারো ভীল আছে। তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা।

প্রতাপ। তবে যাও, তাদের প্রস্তুত হ'তে হুকুম দাও। আজ রাতে তার শিবির আক্রমণ কর্ব্ব।—যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

মাহু। যে আজ্ঞা, তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা। প্রণাম হই রাণা।—বহিন্ শরীরের যতন করিস্। নৈলে বাঁচ্‌বি না! মরে যাবি।

[এই বলিয়া মাহু চলিয়া গেল।

প্রতাপ। ভক্ত ভীল-সর্দ্দার! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্লভ। এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে তোমার ভীল সৈন্য দিয়ে দেবতার বরের মত ঘিরে আছো।

ইরা। [অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন]— "বাবা!"

প্রতাপ। কি মা!

ইরা। এই যুদ্ধবিগ্রহ কেন? এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ দুদিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে' দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?

প্রতাপ। ইরা! যদি আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে এ জীবন কাটিয়ে দিতে পার্ত্তাম, তা' হলে এ পৃথিবী স্বর্গ হোত।

ইরা। স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।

প্রতাপ। সে দিন অনেক দূরে ইরা!

ইরা। আমরা যতদূর পারি তাকে এগিয়ে

নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে পিছিয়ে দিই কেন?

এই সময়ে বালকবেশী মেহের উন্নিসাকে লইয়া অমরসিংহ প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। কে? অমরসিংহ?—এ কে?

অমর। এ বলে মহারাজা মানসিংহের চর। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

মেহের একদৃষ্টে প্রতাপসিংহকে দেখিতেছিলেন

প্রতাপ। বালক! তুমি মানসিংহের চর?

মেহের। আপনি রাণা প্রতাপ?—এই কুটীর আপনার বাসস্থান? এই ফলমূল আপনার ভক্ষ্য? এই তৃণ আপনার শয্যা?

প্রতাপ। হাঁ, আমি রাণা প্রতাপ! তুমি কে? সত্য কহ।

মেহের। মিথ্যা বল্‌বো না। কিন্তু সত্য বল্‌তে ভয় হয়; পাছে আপনি শুনে আমাকে পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ। পাছে তোমাকে পরিত্যাগ করি?

মেহের। আপনি রাজপুতকুলের প্রদীপ। আপনি মনুষ্যজাতির গৌরব। আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি। অনেক কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ যা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, তা অদ্ভুত, কল্পনার অতীত, মহিমাময়। রাণা, আমি মানসিংহের চর নহি—

বলিতে বলিতে ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে, মেহেরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল

প্রতাপ। তবে?

মেহের। আমি নারী।

প্রতাপ। নারী! এ বেশে! এখানে!

মেহের। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা যে আপনার পরিবারের সেবা করি।

প্রতাপ। বালিকা তুমি কে তা এখনও বল নাই।

মেহের। স্ত্রীলোকের নাম জান্‌বার প্রয়োজন কি?

প্রতাপ। তোমার পিতার নাম?

মেহের। আমার পিতা আপনার পরম-শত্রু। —প্রতিজ্ঞা করুন যে পিতার নাম শুন্‌লে আপনি আমাকে পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি।

প্রতাপ। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।—আমি ক্ষত্রিয়।

মেহের। আমার পিতা—

প্রতাপ। বল—তোমার পিতা—

মেহের। আমার পিতা—আপনার পরম শত্রু—আকবর সাহ।

প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পরে মেহেরের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিলেন

"সত্য কথা! না প্রতারণা!

মেহের। প্রতারণা জীবনে শিখি নাই রাণা!

প্রতাপ। আকবর সাহার কন্যা আমার শিবিরে কি জন্য!—অসম্ভব!

মেহের। কিন্তু সত্য কথা রাণা।—আমি পালিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। কি জন্য?

মেহের। বিস্তারিত বল্‌ছি এখনই—

ইরা। মেহের না? হাঁ, চিনেছি।

প্রতাপ। কি! ইরা, এ'কে চেনো?

ইরা। হাঁ, চিনি বাবা। ইনি আকবর সাহার কন্যা মেহের উন্নিসা!

প্রতাপ। এ'র সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইরা। হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্রে।

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। পরে উঠিয়া কহিলেন

"মেহের উন্নিসা! তুমি আমার শত্রুকন্যা। কিন্তু তুমি আমার আশ্রয় নিয়েছো। যদিও সম্প্রতি আমার আশ্রয় দিবার অবস্থা নয়—আমি নিজেই নিরাশ্রয়; তবুও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না! এস মা, গুহার ভিতরে লক্ষ্মীর কাছে চল!"

[অতঃপর সকলে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কিনশরার দুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।
শক্তসিংহ একাকী উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন

শক্ত। সেলিম! আমি এতদিন চুপ করে' এই দুর্গে বসে' আছি বলে' মনে কোরো না যে, আমি তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ নিতে ভুলে গিয়েছি। আগ্রা হতে পথে আস্‌তে কতিপয়

রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করে', এই ফিনশরার দুর্গ দখল করেছি। কিন্তু তা ক'রেই নিশ্চিন্ত নাই। প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজ্‌ছি মাত্র। এর জন্য কত নিরীহ বেচারীকে হত্যা করেছি. আরো কত হত্যা কর্ত্তে হবে, কে জানে! —অন্যায় কর্চ্ছি? কিছু না। শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ স্বদেশ-বৎসল রাজভক্ত রাক্ষস হত্যা করেন নি? কিছু অন্যায় কর্চ্ছি না।

জনৈক দূত প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

শক্ত। সংবাদ পেয়েছো দূত?

দূত। হাঁ রাণা এখন বিঠুর জঙ্গলে। আর মানসিংহের কমলমীর জ্বালিয়ে দেওয়ার সংবাদ সত্য।

শক্ত। উত্তম! কাল রওনা হব!—দুর্গাধ্যক্ষকে এখানে পাঠাও! মানসিংহ! এর প্রতিশোধ নেবো।—এই যে দৌলৎ উন্নিসা।

সসঙ্কোচে দৌলৎ উন্নিসা প্রবেশ করিলেন
শক্ত দৌলৎকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি চাও দৌলৎ?"

দৌলৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন

"সুশীতল ছায়া।"

শক্ত। হাঁ, সুশীতল ছায়া।—আর কিছু কি বক্তব্য আছে দৌলৎ?—নীরব রৈলে যে!

দৌলৎ। নাথ—

এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসা পুনরায় স্তব্ধ হইলেন

শক্ত। হাঁ 'নাথ'! তার পর? আচ্ছা দৌলৎ!—এই দুপুর রৌদ্রে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই সম্বোধনগুলো কি রকম বেখাপ্পা ঠেকে না? প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিশেষ্যগুলো একরকম চলে' যায়। কিন্তু বৎসরাধিক কাল পরে দিবা দ্বিপ্রহরে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই শব্দগুলো কি একটা উত্তপ্ত রন্ধনশালার পাচকের মল্লার রাগিণী ভাঁজার মত ঠেকে না?

দৌলৎ। নাথ! পুরুষের পক্ষে কি, জানি না! কিন্তু রমণীর প্রেম চিরদিনই সমান।

শক্ত। অর্থাৎ পুরুষের লালসা তৃপ্ত হয়। রমণীর লালসা তৃপ্ত হয় না। এই ত!

দৌলৎ। স্বামী স্ত্রীর কি এই সম্বন্ধ প্রভু?

শক্ত। পুরুষ নারীর ত এই সম্বন্ধ। পুরোহিতের গোটা দুই অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারণে তার বিশেষত্ব বাড়ে না।—আর আমাদের সেটুকুও হয় নাই। সমাজতঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রণয়িনী মাত্র।

দৌলৎ উন্নিসার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইল,
তিনি কহিলেন

"প্রভু!"

শক্ত। এখন যাও দৌলৎ! নারীর অধর-সুধাপান ভিন্ন পুরুষের আরো দুই চারিটা কাজ আছে।

দৌলৎ উন্নিসা ধীরে আনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দৌলৎ দৃষ্টিপথের বাহির্ভূত হইলে শক্ত
কহিলেন

"এই ত নারী! নেহাৎ অসার।—নেহাৎ কদাকার। আমার লালসায় মাত্র তা'কে সুন্দর দেখি। শুদ্ধ নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার! এমন অতি অল্প জন্তু আছে যে নগ্ন মনুষ্যের চেয়ে সুন্দর নয়! মনুষ্যশরীর এমনি জঘন্য যে, স্বীয় পুষ্টির জন্য নেয় যত সুন্দর, সুস্বাদু, সুগন্ধ জিনিস; আর—[ওষ্ঠ-দ্বয় নিষ্পীড়িত করিয়া কহিলেন] আর বাহির করে কি বীভৎস ব্যাপার! শরীরের ঘামটা পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ। আর এই শরীর স্বয়ং মৃত্যুর পরে তাঁকে দুদিন গৃহে রাখ্‌লে, মন্দার সৌরভ ছড়াতে থাকেন।"

দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মহাশয়! কাল যাচ্ছেন?"

শক্ত। হাঁ প্রত্যূষে। হাজার সৈন্য এখানে তোমার অধীনে রৈল।—আর দেখ, আমার এই পত্নীর অস্তিত্ব যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ। যে আজ্ঞা।

শক্ত। যাও।

দুর্গাধ্যক্ষ চলিয়া গেলে শক্ত কহিলেন

সেলিম! আকবর! মোগল-সাম্রাজ্য! তোমাদের একসঙ্গে দলিত, চূর্ণ, নিষ্পিষ্ট কর্ব্ব—

[এই বলিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।
কাল—সন্ধ্যা।

রেবা একাকিনী মালার গুচ্ছ সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মানা। বিবিধবেশধারিণী রমণীগণ সেখান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি মেঝের উপর বাম-কফোনি এবং বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এমন সময়

একজন মহার্ঘ্যভূষাভূষিতা ললনা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"এখানে কি বিক্রয় হয়?"

রেবা। ফুলের মালা।

আগন্তুক। দেখি এক ছড়া। এ কি ফুল?

রেবা। অপরাজিতা।

আগন্তুক। নামটি অনেকখানি; কিন্তু মালাটি ছোট। কত দাম?

রেবা। পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা।।

আগন্তুক। এই নেও মুদ্রা! দাও মালা-গাছটি। সম্রাটের গলায় পরিয়ে দেবো—

[বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। ইনি ত সম্রাজ্ঞী! কৈ সম্রাটকে দেখ্‌লাম না ত।

এই সময় অন্যরূপবেশধারিণী অপর এক মহিলা আসিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"এখানে ফুলের মালা বিক্রয় হয়?"

রেবা। হাঁ, বিক্রয় হয়।

২ আগন্তুক। দেখি—[বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে একগাছি মালা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন] এ মালা গাছটি কি ফুলের?

রেবা। কদম্ব।

২ আগন্তুক। এই নেও দাম—

[বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। কি আশ্চর্য্য মেলা! এমন জিনিস নাই যা এখানে নাই। কাশ্মীরি শাল, জয়পুরের স্ফাটকপাত্র, চীনের মৃৎপুত্তলি, তুর্কীর কার্পেট, সিংহলের শঙ্খ—কি নাই?—এরূপ মেলা দেখিনি!

মালা গলায় সম্রাট্‌ প্রবেশ করিলেন

আকবর। এ মালা গাঁথা কার হস্তের?

রেবা। আমার হস্তের।

আকবর। তুমি কি মহারাজা মানসিংহের ভগিনী?

রেবা। হাঁ।

আকবর। [স্বগত কহিলেন] সেলিমের উন্মত্ত অনুরাগের কারণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত বটে। [পরে রেবাকে কহিলেন] তোমার আর মালা-গুলি দেখি [বলিয়া দেখিতে লাগিলেন] এ সমস্ত মালার দাম কত?

রেবা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

আকবর। এই নাও দাম। আমি সবগুলিই ক্রয় কর্ল্লাম—

বলিয়া মূল্য প্রদান ও মালা গ্রহণ করিলেন

রেবা। আপনি সম্রাট্‌ আকবর?

আকবর। যথার্থ অনুমান করেছো—

[এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দৃশ্যান্তর

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ প্রান্তর। কাল—রাত্রি। নৃত্যগীত

[খাম্বাজ—একতালা]

একি, দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী
এ মহানগরী সাজি'
একি, নিশীথ ভবনে ভবনে,
বাঁশরি উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।
গায়—"জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয়,
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে—
ভুবনে;
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল রাত্রি।
পৃথ্বীরাজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন

পৃথ্বী। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতী,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
ভারত সম্রাট্‌ আকবর সাহা।

এই শেষটা খাপ্‌ খাচ্ছে না। আকবর কথাটা যদি তিন অক্ষরের হ'ত শুন্তে হ'ত ঠিক? কিন্তু—

এমন সময়ে যোশী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। যোশী! খুসরোজ থেকে আস্‌ছো!

যোশী। হাঁ, প্রভু, খুসরোজ থেকে আসছি!

পৃথ্বী। কি রকম দেখ্‌লে! কি বিপুল আয়োজন!—কি বিরাট সমারোহ!—বলেছিলাম না! তা হবে না—আকবর সাহার খুসরোজ—

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
সম্রাট্‌ পাতসাহ আকবর সাহা।

যোশী। ধিক্‌ স্বামী! এই কবিতা আবৃত্তি ক'র্ত্তে লজ্জায় তোমার ক্ষত্রিয়-শির নুয়ে পড়্‌ছে

না? গণ্ড আরক্তিম হ'চ্ছে না? রসনা সঙ্কুচিত হচ্ছে না? এই নীচ স্তুতি, এই তোষামোদ, এই জঘন্য মিথ্যাবাদ—

পৃথ্বী। কেন যোশী! আকবর সাহা এই স্তুতির যোগ্য ব্যক্তি। যিনি স্বীয় বাহুবলে কাবুল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই বিরাট রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্; যিনি হিন্দু মুসলমান জাতিকে একসূত্রে বেঁধেছেন—

যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধূকে আপনার উপভোগ্যবস্তুমাত্র বিবেচনা করেন,—বলে' যাও।

পৃথ্বী। তুমি আকবরকে দেখনি তাই বল্‌ছ।

যোশী। দেখেছি প্রভু! আজ দেখেছি। আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাক্‌তো, তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত!

পৃথ্বী। কি বল্‌ছো যোশী!

যোশী। কি বল্‌ছি?—প্রভু! তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি মানুষ হও, যদি এতটুকু পৌরুষ তোমার থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নেও! নহিলে আমি মনে কর্ব্ব আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। নহিলে তোমার স্বত্ব নাই, যে স্বত্বে পত্নীভাবে আমাকে স্পর্শ কর।—কি বলবো প্রভু! এই সমস্ত কুলাঙ্গার, ভীরু, প্রাণ-ভয়ে সশঙ্কিত হিন্দুদের দেখে পুরুষজাতির উপর ধিক্কার জন্মে; ঘৃণা হয়; ইচ্ছা হয় যে আমরা নিজের রক্ষার্থে নিজেই তরবারি ধরি! —হায়, এক অস্পৃশ্য যবন এসে কামালিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে! আর তুমি এখনো তাই দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে শুনছো?

পৃথ্বী। এ সত্য কথা যোশী?

যোশী। সত্য কথা! কুলাঙ্গনা কখন মিথ্যে ক'রে নিজের কলঙ্কের কথা রটনা করে? যাও, তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট শোনগে যাও,—আরও শুনবে। যে সতীত্ব হারিয়ে, ধর্ম্ম হারিয়ে, সম্রাট-দত্ত অলঙ্কার বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে এল, আর সেই কুলটাকে তোমার ভাই রায় সিং প্রশান্তভাবে নিজের বাড়ীতে বধূ ব'লে পুনর্ব্বার গ্রহণ কল্লেন। আর্য্য-জাতির কি এতদূর অধোগতি হয়েছে যে রজতের জন্য স্ত্রীকে বিক্রয় করে? ধিক্—

[এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। কি শুন্‌ছি! এ সত্য কথা! কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে। এখন কি করি? কি আর কর্ব্ব? আকবর সাহা সর্ব্বশক্তি-মান্। কি আর কর্ব্ব! উপায় নাই!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—সন্ধ্যা।

ইরা রুগ্নশয্যায়। নিকটে মেহের উন্নিসা বসিয়া-ছিলেন।

ইরা। মেহের!

মেহের। দিদি!

ইরা। মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাহিরে গেল কেন?—আমি মর্ত্তে যাচ্ছি বলে'?

মেহের। বালাই! ও কথা বল্‌তে নেই, ইরা!

ইরা। ও কথা বল্‌তে নেই কেন মেহের? পৃথিবীতে এর চেয়ে কি সত্য কথা আছে?—এ জীবন ক'দিনের জন্য? কিন্তু মরণ চিরদিনের। মরণসমুদ্রে জীবন ঢেউয়ের মত ক্ষণেকের জন্য স্পন্দিত হয় মাত্র! পরে সব স্থির। জীবন মায়া হতে পারে, কিন্তু মরণ ধ্রুব! চিরদিনের অসাড় নিদ্রার মধ্যে জীবন উত্যক্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নের মত আসে, স্বপ্নের মত চলে' যায়।—মেহের!

মেহের। বোন্!

ইরা। তুই মোগল-কন্যা, আমি রাজপুত-কন্যা! তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু! এমন শত্রু যে তাঁরা পরস্পরের মুখদর্শন করা বোধ হয় একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন অনেক দিনের —এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব-জন্মের। তবু তোর সঙ্গে আলাপ ক'দিনের?—সেই পিতৃব্যের শিবিরে প্রথম দেখা মনে আছে?

মেহের। আছে বোন্।

ইরা। তার পর কে যেন স্বপ্নে আমাদের মিলন করিয়ে দিলে। সে স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বড় মধুর। আমার যেন বোধ হয় আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার মিল্‌বো! তোর বোধ হয় না?

মেহের। আবার মিল্‌বো!—কোথায়?

ইরা উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহি-লেন—"ঐখানে! এখন তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না; কারণ জীবনের তীব্রালোক তাকে ঢেকে রেখেছে, যেমন সূর্য্যের তীব্র জ্যোতি কোটি

জ্যোতিষ্ককে ঢেকে রাখে। যখন এ জ্যোতি নেমে যাবে, তখন সে অপূর্ব্ব জ্যোতির রাজ্য মহাব্যাপ্তির প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে।—কি সুন্দর সে দৃশ্য!"

মেহের নীরব হইয়া রহিলেন। ইরা আবার কহিতে লাগিলেন

"ঐ যে দেখ্‌ছিস্ মেহের, ঐ আকাশ—কি নীল, কি গাঢ়, কি সুন্দর! ঐ সন্ধ্যার সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে যেন এক তপ্ত স্বর্ণ-বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আকাশের ঐ রঞ্জিত মেঘমালা—কি রঙের খেলা, যেন একটা নীরব রাগিণী। এ সব কি আসল জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ মনে করিস্?"

মেহের তবে কি বোন্?

ইরা। এ সব একটা পর্দ্দার উপর আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে আদিম সৌন্দর্য্য আছে—এর পিছনে। ঐ আকাশের পিছনে, ঐ সূর্য্যের পিছনে।

মেহের নীরব রহিলেন

ইরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন

"ঘুম আস্‌ছে! ঘুমাই!"

এই সময় নিঃশব্দে পদসঞ্চারে প্রতাপ প্রবেশ করিলেন

"ঘুমোচ্ছে?"

মেহের। হাঁ, এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে!

প্রতাপ। মেহের! তুমি যাও বিশ্রাম করগে, আমি বস্‌ছি।

মেহের। না, আমি বসে' থাকি—আপনি সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পর বিশ্রাম করুন।

প্রতাপ। না, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।—যখন হবে, তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো।

মেহের। আচ্ছা।

উঠিলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী কোথায়?

মেহের। ছেলেপিলেদের জন্য রুটি বানাচ্ছেন। ডেকে দেব?

প্রতাপ। কাজ শেষ হলে' একবার আস্‌তে বলো।

[মেহের উন্মিসা প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। এই আমার জীবন। তিন দিন একাদিক্রমে বন হ'তে বনান্তরে ফির্চ্ছি—মোগল-সৈন্যদের হাত এড়াতে। একবেলা আহার হয়নি—খাবার অবসর অভাবে। তার উপর এই রুগ্ন কন্যা আর একাহারী পুত্র কন্যাদের নিয়ে শশব্যস্ত—

এই বলিয়া নিঃশব্দে ইরার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরেই সহসা নেপথ্যে পুত্রকন্যার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রতাপ। কাল মোগল-হস্তে বন্দী হতাম। কেবল বিশ্বস্ত ভীল-সর্দ্দারের অনুগ্রহে সে অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভীল-সর্দ্দার নিজের প্রাণ দিয়েছে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে! এই রকম কত প্রাণ গিয়েছে আমার প্রাণরক্ষার্থে। তাদের স্ত্রীরা অনাথ হয়েছে, পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে, আমার জন্যে—আমাকে বাঁচাতে। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না; আর রাখ্‌তে পারি না।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"ইরা ঘুমোচ্ছে?"

প্রতাপ। হাঁ ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মী! ছেলেরা কাঁদছিল কেন?

লক্ষ্মী। তারা খাবার জন্য রুটি সম্মুখে রেখেছে এমন সময়ে বন্যবিড়াল এসে রুটি কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। তবে আজ রাতে উপায়?

লক্ষ্মী। আমাদের অংশ তাদের দিয়েছি। আমরা একদিন নিরাহারে থাক্‌তে পারি।

প্রতাপ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ডাকিলেন

। প্রভু!

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি আমার হাতে পড়ে' অনেক সয়েছো আর সইতে হবে না। এবার আমি ধরা দেবো।

লক্ষ্মী। ধরা দেবে! কেন নাথ?

প্রতাপ। আর পারি না। চক্ষের সাম্‌নে তোমাদের এ কষ্ট দেখ্‌তে পারি না। আর কত-কাল এই শৃগালের মত বন হতে বনে প্রতাড়িত হব! আহার নাই! নিদ্রা নাই! বাসস্থান নাই! আমি সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি!—

লক্ষ্মী। আমি!—নাথ! তোমার আজ্ঞা পালন করে'ই আমার আনন্দ।

প্রতাপ। সহ্য করারও একটা সীমা আছে।

আমি কঠিন পুরুষ—সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি নারী—

লক্ষ্মী। নাথ! নারী বলে' আমাকে অবজ্ঞা করো না। নারীজাতি স্বামীর সুখে সুখ কর্ত্তে জানে, আবার স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে। নারীজাতি কষ্ট সইতে জানে। কষ্ট সইতেই তার জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপার আনন্দ। নাথ! জেনো, যখন তোমার পায়ে কাঁটাটি ফোটে, সে কাঁটাটি বিঁধে আমার বক্ষে। আমরা নারীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি; স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে রক্ষা কর্ত্তে চাই; সন্তানকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করি।

প্রতাপ। আর এই পুত্র-কন্যারা!—তাদের দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র-কন্যা আগে?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি ধন্য! তোমার তুলনা নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে রেখেছো! কিন্তু আমি যে আর পারি না। আমি দুর্ব্বল, তুমি আমাকে বল দাও: আমি তরল, তুমি আমাকে কঠিন কর; আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি, তুমি আমাকে আলো দেখাও।

ইরা। মা!

লক্ষ্মী। কি বলছো মা?

ইরা। কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখো মা কি সুন্দর!

লক্ষ্মী। কি মা?

ইরা। এক রঞ্জিত সমুদ্র! কত দেহমুক্ত আত্মা তাতে ভেসে যাচ্ছে, কত অসীম সৌন্দর্য্যময় আলোকখণ্ড ছুটোছুটি কচ্ছে! কত মধুর সঙ্গীত আকাশ থেকে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা মূর্ত্তিময়ী, কামনা বর্ণময়ী, ইচ্ছা আনন্দময়ী!

প্রতাপ লক্ষ্মীকে কহিলেন

"স্বপ্ন দেখছে!"

ইরা সচকিত জাগ্রত হইয়া কহিলেন

"যাঃ ভেঙে গেল!—একি মা, আমরা কোথায়!"

লক্ষ্মী। এই যে আমরা মা!

ইরা। চিনেছি;—মেহের কোথা?

লক্ষ্মী। ডাক্‌বো?—ঐ যে আস্‌ছে!

নিঃশব্দে মেহের প্রবেশ করিলেন

ইরা। তুমি কোথা গিয়েছিলে! এ সময় ছেড়ে যেতে আছে? আমি যাচ্ছি, দেখা ক'রে দুটো কথা ব'লে যাবো!

লক্ষ্মী। ছিঃ, কি বল্‌ছো ইরা?

ইরা। না, মা, আমি যাচ্ছি। তোমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছো না। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। যাবার আগে দুটো কথা বলে' যাই; মনে রেখো। বাবার শরীর অসুস্থ! কেন আর তাঁকে এই নিষ্ফল যুদ্ধে উত্তেজিত কর! আর সইবে না—বাবা! আর যুদ্ধ কেন? মানুষের সাধ্য যা, তা করেছ! সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন্ হোন! কি হবে কাটাকাটি মারা-মারি করে সব? ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে, দিয়ে দাও! নেন তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য বাবা!—তবে যাই মা! যাই বাবা! যাই বোন্!—বাবা! আমার জায়গায় মেহেরকে বসিয়ে রেখে গেলাম! তাকে নিজের মেয়ের মত, আমার মত দেখো। কি শুভক্ষণে মেহের এখানে এসেছিল, সে না এলে কাকে তোমাদের কাছে রেখে যেতাম? মেহের! তুই আর আমি যে রকম বন্ধু হইছি, তোর বাপ আর আমার বাবা যেন পরিশেষে সেই রকম বন্ধু হন। তুই পারিস্ তো এদের মধ্যে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিস্। মনে থাকে যেন বোন।

মেহের। মনে থাকবে ইরা!

ইরা। তবে যাই! বাবা—! মা! চরণধূলি দেও।—

পিতামাতার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া মেহেরকে কহিলেন

"মেহের, যাই বোন্। বড় সুখের মৃত্যু এই। আমি বাপ মায়ের কোলে শুয়ে তাঁদের সঙ্গে শেষ কথা কয়ে মর্ত্তে পাল্লাম!—তবে যাই!"

লক্ষ্মী। ইরা! ইরা! মা চলে গিয়েছে!

প্রতাপ। হা ভগবান্!

স্থান—আকবরের মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর পত্রহস্তে উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন। সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান

আকবর। ধন্য মানসিংহ! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! তোমার অজেয় শত্রু নাই! তুমি

প্রতাপের মত দৃঢ় শত্রুকেও বিচলিত করেছো।—কৈ! পৃথ্বী এখনও এলেন না?

মহাবৎ প্রবেশ করিলেন।

মহাবৎ। দিল্লীশ্বরের জয় হোক্।

আকবর। মহাবৎ! আজ আজ্ঞা দাও প্রতি সৌধচূড়ায় শুভ্র চীনাংশুক পতাকা উড়ুক; রাজপথে যন্ত্রসঙ্গীত হোক; দিল্লীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রাজপুত ও মুসলমান উৎসব সমিতি করুক; মন্দিরে, মস্‌জিদে, ঈশ্বরের স্তুতিগান হোক; আগ্রানগরী আলোকিত হোক; দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ বিতরণ কর! আজ রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে। বুঝেছো মহাবৎ। যাও শীঘ্র।

মহাবৎ। যো হুকুম জাঁহাপনা।

[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই সময় সেই কক্ষে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলে আকবর অগ্রসর হইয়া কহিলেন

"পৃথ্বী! ভারী সুখবর! এ বিষয়ে তোমাকে একটা কবিতা লিখ্‌তে হবে।"

পৃথ্বী। কি সংবাদ জাঁহাপনা?

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

পৃথ্বী। একি পরিহাস জাঁহাপনা?

আকবর। এই পত্র দেখ।

পৃথ্বীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন, পৃথ্বী পত্র পাঠ করিতে ব্যস্ত হইলেন

আকবর। মানসিংহ! রাণা প্রতাপকে কি উত্তর দিব বল দেখি?

মানসিংহ। এই উত্তর যে সম্রাটের নিকট তাহার আগমনের জন্য মেবারের রাণার উপযুক্ত সম্মান অপেক্ষা কচ্ছে।—[পরে স্বগত কহিলেন]—"কিন্তু প্রতাপ! যে সম্মান আজ হারালে, এ সম্মান সে মুক্তার কাছে নকল মুক্তা।"

পৃথ্বী। জাঁহাপনা, এ জাল-পত্র।

আকবর চমকিয়া উঠিলেন

আকবর। কিসে বুঝ্‌লে জাল?

পৃথ্বী। এ কথা অবিশ্বাস্য! আমি অগ্নিকে শীতল, সূর্য্যকে কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মকে কুৎসিত, সঙ্গীতকে কর্কশ কল্পনা কর্ত্তে পারি; কিন্তু প্রতাপের এ সঙ্কল্প কল্পনা কর্ত্তে পারি না।

আকবর। প্রতাপসিংহেরই হস্তাক্ষর। এ প্রতাপের হস্তাক্ষর নয়!

পৃথ্বী! কাল প্রভাত হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আগ্রানগরীতে উৎসবের আজ্ঞা দিয়েছি। যাই, এখন অন্তঃপুরে যাই। উৎসবের যেন ত্রুটি না হয় মানসিংহ—

আকবর এই বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আকবর চলিয়া গেলে মানসিংহ পৃথ্বীকে কহিলেন

"কি বল পৃথ্বী!"

পৃথ্বী। আমাদের এক আশা—শেষ আশাদীপ নিৰ্ব্বাণ হোল। এখন থেকে সম্রাটের স্বেচ্ছাচার অপ্রতিহত।

মানসিংহ। বুঝেছি পৃথ্বী তোমার মনের ভাব। তোমার আকবরের প্রতি ক্রোধের কারণ আছে।—যদি তুমি মেবারে গিয়ে প্রতাপকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে উত্তেজিত কর্ত্তে চাও, আমি বাধা দিব না। কোন কথা কইব না।

পৃথ্বী। মানসিংহ! তুমি মহৎ।

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মানসিংহ। প্রতাপ! প্রতাপ! তুমি কর্ল্লে কি? আজ মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হলো। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ খসে' পড়লো।

[এই বলিয়া মানসিংহ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—রাত্রি।
প্রতাপ ও লক্ষ্মী

প্রতাপ। মেহের উন্নিসা কোথায় লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। রন্ধন কর্চ্ছে।

প্রতাপ। মেহেরকে নিজের কন্যার মত ভালবেসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে আমার ভাবি পুত্রবধূ যেন তার মত গুণান্বিতা হয়।

লক্ষ্মী নীরব রহিলেন

প্রতাপ। ছিঃ লক্ষ্মী, আবার? কন্যা ইরা পুণ্যধামে গিয়েছে। সে জন্য দুঃখ কি?

লক্ষ্মী। নাথ—

বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন

প্রতাপ। আমাদের আর কয় দিনই বা লক্ষ্মী। শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবো। কেঁদো না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। আমাকে ক্ষমা কর, আর কাঁদ্‌বো

না। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, যেন তোমার উপযুক্ত শিষ্যাই হ'তে পারি প্রাণেশ্বর!

[বলিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিয়া রাণাকে কহিলেন

"রাণা, আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে' আগ্রানগরে মহোৎসব হয়ে গেছে! গৃহে গৃহে নহবৎধ্বনি, নৃত্যগীত হয়েছিল; সৌধ-চূড়ায় বিরঞ্জিত পতাকা উড়েছিল; রাজপথ আলোকিত হয়েছিল! ইহা রাণার পক্ষে সম্মানের কথা।"

প্রতাপ ম্লান হাস্যে উত্তর করিলেন

"সম্মানের কথাই বটে।"

গোবিন্দ। সম্রাট্ রাজসভায় আপনার জন্য তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম আসন নির্দ্দেশ করেছেন!

প্রতাপ। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ!

এই সময়ে সেই গুহায় শক্তসিংহ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ। কে? শক্ত?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি। আমি মোগলের সহিত যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসেছি।

প্রতাপ। আর প্রয়োজন নাই, শক্ত। আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত। তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ দাদা?

প্রতাপ। হাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। যাক্ মেবার, যাক্ কমলমীর।

শক্ত। পৃথিবী হাস্‌বে।

প্রতাপ! হাসুক!

শক্ত। মড়াবার, চান্দেরী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মানসিংহ হাস্‌বে।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস সহ উত্তর করিলেন

"হাসুক! কি কর্ব্ব!"

শক্ত। দাদা! তোমার মুখে একথা শুন্‌বো যে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব ভাই!—চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত। আমিও বলি, 'চিরদিন সমান যায় না।' এতদিন মেবারের দুর্দ্দিন গিয়েছে, এখন তাহার সুদিন আস্‌বে। আমি তার সূচনা করে' এসেছি!

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন! শক্ত আবার কহিলেন

"জান দাদা, এখানে আস্‌বার আগে আমি ফিন্‌শরার দুর্গ জয় ক'রে এসেছি।"

প্রতাপ। তুমি!—সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি, চীৎকার করে' বল্‌তে বল্‌তে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপসিংহের ভাই শক্ত-সিংহ; যাচ্ছি প্রতাপসিংহের সাহায্যে।—কে আস্‌বে এসো।'—তা শুনে বাড়ীর গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো; পিতা ছেলে ছেড়ে এলো; কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো; রাস্তায় মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধর্ল্লে, কুব্জ সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো!—দাদা! তোমার নামে কি যাদু আছে, তা তুমি জান না। আমি জানি।

ভীমসাহা দ্বারা নীত হইয়া সেই গুহায় এই সময়ে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। কৈ রাণা প্রতাপ?

প্রতাপ। কে? পৃথ্বীরাজ! তুমি এখানে!

পৃথ্বী। প্রতাপসিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছো?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপসিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ল্লে।—প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি; আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল, যে, প্রতাপের গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম। বল্‌তে পার্ত্তাম যে এই সার্ব্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ। পৃথ্বী! লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই, বিকানীর, গোয়ালীয়র, মাড়োয়ার সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্ব্বে; আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজ-পুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জ্জন করে' তোমাদের গৌরব কর্ব্বার আদর্শ যোগাবো?

পৃথ্বী। হাঁ প্রতাপ। অধম ভালুককে যাদুকর নাচায়; কিন্তু কেশরী গহনে নির্জ্জনে

গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক; কিন্তু সূর্য্য এক! শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গর্ব্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে থাকে। প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে', নিরন্ধ্র, কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে; অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্ত্তি প্রথিত করে! তুমি সেই সন্ন্যাসী! প্রতাপ! তুমি মাথা হেঁট কর্ব্বে!

প্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে আর্য্যাবর্ত্তকে মোগলসম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ব্ব ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কর্লাম,—একজনও এমন রাজপুত রাজা নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে! হা ধিক্!—আমি আজ জীর্ণ, সর্ব্বস্বান্ত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন! পৃথ্বী! আমার কন্যা ইরা মারা গিয়েছে। না খেয়ে, জঙ্গলের শীতে মারা গিয়েছে। আর আমি সে প্রতাপ নই আমি এখন তার কঙ্কালমাত্র।

পৃথ্বী ও শক্ত একত্রে কহিয়া উঠিলেন—"কি?—ইরা নাই!!"

প্রতাপ। না, নাই! দারিদ্র্যের কঠোর তুষার-সম্পাতে ঝরে গিয়েছে।

পৃথ্বী। হা-ভগবান! মহত্ত্বের এই পরিণাম! প্রতাপ! আমি সমদুঃখী। তুমি মহৎ, আমি নীচ; কিন্তু আমাদের দুঃখ সমান!—আমার যোশীও নাই।

প্রতাপ। যোশী নাই।

পৃথ্বী। নাই। সে এই নরাধমকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে।

প্রতাপ। কিসে তাঁর মৃত্যু হোল পৃথ্বী?

পৃথ্বী। তবে শুনুবে প্রতাপ আমার কলঙ্ককাহিনী?—খুসরোজে আমার নবোঢ়া বনিতার নিমন্ত্রণ হয়; তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেখানে পাঠাই। শেষে বাড়ী ফিরে এসে সে সমবেত রাজগণের সমক্ষে আপন বক্ষে ছুরি বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে।

প্রতাপ। হিন্দুরাজগণের অপমান করেও আকবরের তৃপ্তি হয় নি? আকবর! তুমি ভারতবিজয়ী বীর-পুরুষ।

শক্ত। এর প্রতিশোধ নেব।

পৃথ্বী। প্রতাপসিংহ! এর প্রতিশোধ নিতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা কর্ব্বার জন্য আমি আগ্রা ছেড়ে তোমার দ্বারে এসেছি! এখন তুমি রক্ষা কর প্রতাপ!

গোবিন্দ। এ কথা শুনেও কি রাণা প্রতাপ মাথা নীচু করে' থাক্‌বেন?

প্রতাপ। কি ক'র্ব্ব?—আমার যে কিছুই নাই।—আমি একা কি ক'র্ব্ব। আমার সৈন্য নাই। পাঁচ জন সৈন্যও নাই।

শক্ত। আমি নূতন সৈন্য সংগ্রহ কর্ব্ব।

প্রতাপ। যদি অর্থ থাকতো, তা হ'লে আবার নূতন সেনাদল গঠন কর্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, অর্থ নাই।

ভীমসাহা। অর্থ আছে রাণা!

প্রতাপ। কি বল্‌ছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়?—মন্ত্রী! তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই।

ভীমসাহা। সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ। বৃদ্ধ! তুমি বাতুল না উন্মাদ?—কোথায় অর্থ?

ভীমসাহা। রাণা! চিতোরের সুদিনে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাণার দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের। আজ্ঞা হয় ত আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি।

প্রতাপ। প্রভূত অর্থ! কত?

ভীমসাহা। আশ্চর্য্য হবেন না রাণা! সে অর্থ চৌদ্দ বর্ষ ধ'রে বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

প্রতাপ। মন্ত্রী! তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মেবারের রাণার এ নিয়ম নহে যে ভৃত্যে-অর্পিত ধন প্রতিগ্রহণ করে! তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ কর্ত্তে, তুমি ভোগ কর।

ভীমসাহা। প্রভু! এমন দিন আসে যখন ভৃত্যের নিকট গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমান-কর নহে! আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দুনারীদিগকে। ভেবে দেখ, হিন্দুর আর কি আছে? দেশ গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, শেষে এক যা আছে—নারীর সতীত্ব, তাও যায়। প্রতাপ! তুমি রক্ষা কর! —রাণা! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের ও আমার আজন্ম অর্জ্জিত এ ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে নহে; তোমার হস্তে দিচ্ছি—

এই বলিয়া জানু পাতিলেন
শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কহিলেন

"দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা!"

প্রতাপ। তবে তাই হোক্! এ-দান আমি নেবো!

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। আর ভয় নাই! সুপ্তসিংহ জেগেছে!—ভীমসা! পুরাণে পড়েছি, দধীচি—দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বজ্র নির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থি দিয়েছেন। সে কিন্তু সত্যযুগ; কলিকালেও যে তা সম্ভব তা জান্তাম না।

শক্ত। দাদা। আমি যাই, সৈন্য সংগ্রহ করিগে যাই! এক মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র সেনার বন্দুকের শব্দে রাজস্থান ধ্বনিত হবে।

এই বলিয়া শক্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে পৃথ্বীরাজ
তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন

"দাঁড়াও, আমিও যাবো। জয় মা কালী!"

সকলে। জয় মা কালী।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গিরিসংকট। কাল—প্রভাত।
পৃথ্বীসাজ ও গায়কগণ। দূরে পল্লীবাসিগণ

পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণের গীত

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে,
গাও উচ্চে রণজয়গাথা!
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে
শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণের মায়া,—
যখন বিপন্না জননী-জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালী!

সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে,
শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী?
মোগল-চরণ-চিহ্নিত বক্ষে
সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী?
কোষ নিবদ্ধ র'বে তরবারি,
যখন নিলাঞ্ছিত ভারত নারী?
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে;
শত্রুকরে কভু হব না বন্দী,
ডরি না, থাকে যাই অদৃষ্টে
অধর্ম্ম সঙ্গে করি না সন্ধি।
রব না, হব না, মোগল ভৃত্য,
সম্মুখ-সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে,
শত্রুসৈন্যদল করিয়া বিভিন্ন;
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে
রাখিব নাহি যবন পদচিহ্ন।
মোগল রক্তে করিব স্নান,
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটী। কাল—সন্ধ্যা।
মানসিংহ ও মহাবৎ

মানসিংহ। কি! শক্তসিংহ আমার প্রধান বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুঠ করেছে!

মহাবৎ। হাঁ, মহারাজ!

মানসিংহ। অসমসাহসিক বটে!

মহাবৎ। প্রতাপসিংহ কমলমীর দখল করে', সেখানে দুর্গ তৈরি কর্চ্ছে।

মানসিংহ। যাও তুমি দশহাজার মোগল-সৈন্য নিয়ে শক্তসিংহের ফিনশরার দুর্গ আক্রমণ কর। আরো সৈন্য আমি পরে পাঠাচ্ছি।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা!

[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ! কি অদ্ভুত এই মেবারের যুদ্ধ। —কি সাহস! কি কৌশল! সে যুদ্ধে প্রতাপ মোগল সেনাপতি সাহাবাজের সৈন্যকে ঝড়ের মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধন্য প্রতাপ-সিংহ! তোমার মত বীর আজ এ ভারতবর্ষে নাই। তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেরও যদি গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম; সে আমার কি সম্মান, কি মর্য্যাদার কারণ হ'ত। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি,

আমাদের ভাগ্যচক্রের গতি বিপরীত দিকে। তোমার মস্তক দেহচ্যুত হতে পারে, কিন্তু নত হবে না। আর, আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধজাল ছাড়াবার চেষ্টা কর্চ্ছি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্ছি। যাবনিক প্রথার উপর আমার বর্দ্ধমান ঘৃণা বিচক্ষণ সম্রাট্ বুঝেছেন। তাই তিনি সেলিমের সঙ্গে রেবার বিবাহরূপ নূতন জালে আমাকে জড়াচ্ছেন, আর সেই সম্বন্ধের প্রলেপ দিয়ে আমার প্রতি সেলিমের বিদ্বেষক্ষত আরাম কর্ত্তে মনস্থ করেছেন।—কি বিচক্ষণ গভীর কূট রাজনৈতিক এই আকবর।

এই সময়ে রেবা ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল

"দাদা।"

মানসিংহ। কে? রেবা?

রেবা। দাদা—

মানসিংহ। কি রেবা?

সেবা। আমার বিবাহ?

মানসিংহ। হাঁ রেবা।

রেবা। কুমার সেলিমের সঙ্গে?

মানসিংহ। হাঁ ভগ্নি।

রেবা। এতে তোমার মত আছে?

মান। এতে আমার মতামত কি রেবা?—এ বিবাহ সম্রাটের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই আজ্ঞা।

রেবা। এ বিবাহে তোমার মত নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—এ সম্রাটের ইচ্ছা!

রেবা। সম্রাটের ইচ্ছা বিশ্ববিজয়িনী হ'তে পারে। কিন্তু রেবা তাঁর জগতের বাইরে।—এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—আমি কথা দিয়েছি।

রেবা। কথা দিয়েছো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না ক'রে? নারীজাতি কি এতই হীন দাদা, যে তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ঘোড়া-বেচার মত যার তার হাতে সঁপে দিতে পারো?

মানসিংহ।. কিন্তু, আমি তোমারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এ প্রতিজ্ঞা করেছি।

রেবা। সম্রাটের ভয়ে কর নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহে তোমার মত আছে?

মানসিংহ। আছে।

রেবা। উত্তম। তবে আমার আপত্তি নাই।

মানসিংহ। তোমার মত নাই কি রেবা?

রেবা। কি যায় আসে দাদা, যখন তোমার মত আছে। তুমি আমার অভিভাবক। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য জানি। তোমার মতেই আমার মত।

মানসিংহ। রেবা। এ বিবাহে তুমি সুখী হবে।

রেবা। যদি হই সেইটুকুই লাভ—কারণ তার আশা করি না—

[এই বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমার ভগিনীর মত দরিদ্র আমি দেখি নাই—এত উদাসীন, এত অনাসক্ত, এত কর্ত্তব্যপরায়ণ। ঐ যে গান গাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটে নাই। কি স্বর্গীয় স্বর।—যাই, রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে।

মানসিংহ চিন্তিতভাবে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কিছুক্ষণ পরে গাইতে গাইতে পুনরায় রেবা সেই কক্ষ দিয়া চলিয়া গেলেন

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে,
আমি চিরদিন তারি;
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার,
দিব নয়নের বারি।
দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব,
র'ব তারি অনুরাগী;
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে,
পশিব তাহার লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি
তাহে অভিমান নাই রে—
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু
হবে দুজনার ঠাঁই রে;
নিরবধি কাল—হয় ত কখন
ভুলিব সে ভালবাসা;
বিপুল জগৎ—হয় ত কোথাও
মিটিবে আমার আশা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গের অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত। সশস্ত্র শক্তসিংহ একাকী সেই স্থানে পরিক্রমণ করিতেছিলেন

শক্ত। হত্যা! হত্যা! হত্যা! এ বিশ্বসংসার একটা প্রকাণ্ড কষাইখানা। ভূকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, রোগে, বার্দ্ধক্যে, প্রত্যহ পৃথিবী-ময় কি হত্যাই হচ্ছে; আর তার উপরে আমরা,

যেন তাতেও তৃপ্ত না হয়ে—যুদ্ধে, বিগ্রহে, লোভে, লালসায়, ক্রোধে,—এই বিশ্বপ্লাবিনী রক্তবন্যার ভৈরব স্রোত পুষ্ট কচ্ছি।—পাপ? আমরা হত্যা কর্ল্লেই হয় পাপ, আর ঈশ্বরের এই বিরাট জল্লাদগিরি কিছু নয়? আবার, সমাজে মানুষ মানুষকে হত্যা কর্ল্লে তার নাম হয় হত্যা; আর যুদ্ধে হত্যা করার নাম বীরত্ব! মানুষ কি চরম ধর্ম্মনীতিই তৈ'র করেছিল!

দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল

"ঐ আবার আরম্ভ হোল—হত্যার ক্রিয়া—ঐ মৃত্যুর হুঙ্কার!—ঐ আবার!"

কক্ষে শশব্যস্তে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল

শক্ত। কি সংবাদ?

দুর্গাধ্যক্ষ। প্রভু! দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার ভেঙে গিয়েছে; আর রক্ষা নাই।

শক্ত। রাণা প্রতাপসিংহকে দুর্গ অবরোধের সংবাদ পাঠিইছিলে, তাঁর সংবাদ পাও নাই?

দুর্গাধ্যক্ষ। না।

শক্ত। সৈন্য সাজাও।—জহর!

[দুর্গাধ্যক্ষ কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার যে সব চেয়ে কম মজবুত, তার খবর নিয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই! মৃত্যুর আহ্বানের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত আছি।—সেলিম! প্রতিশোধ নেওয়া হোল না।

এই সময়ে মুক্তকেশী বিস্রস্তবসনা দৌলৎ উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে? দৌলৎ উন্নিসা!—এখানে? অসময়ে?

দৌলৎ। এত প্রত্যূষে কোথায় যাচ্ছ নাথ?

শক্ত। মর্ত্তে!—উত্তর পেয়েছো ত? এখন ভিতরে যাও।—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝতে পার্ল্লে না? তবে শোন, ভাল করে' বুঝিয়ে বল্‌ছি।—মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে, তা জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। বেশ! এখন তা'রা দুর্গজয় সম্পূর্ণ-প্রায় করেছে! রাজপুত জাতির একটা প্রথা আছে যে দুর্গ সমর্পণ কর্ব্বার আগে প্রাণ সমর্পণ করে। তাই আমরা সসৈন্যে দুর্গের বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করে মর্ব্ব।

আবার কামান গর্জ্জন করিল

"ঐ শোন।—পথ ছাড়ো যাই।"

দৌলৎ। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

শক্ত। তুমি যাবে! যুদ্ধক্ষেত্রে! যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়িযুগলের মিলনশয্যা নয়, দৌলত। এ মৃত্যুর লীলাভূমি।

দৌলৎ! আমিও মর্ত্তে জানি, নাথ।

শক্ত। সে ত দিনের মধ্যে দশবার মর! এ মৃত্যু তত সোজা নয়। এ প্রাণবিসর্জ্জন, অভিমানিনীর অশ্রুপাত নয়। এ মৃত্যু অসাড়, হিম, স্থির।

দৌলৎ। জানি। কিন্তু আমি মোগলনারী মৃত্যুকে ডরাই না। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অপরিচিত নহে।—আমি যাবো।

শক্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; প'রে কহিলেন

"কেন! মর্ত্তে হঠাৎ এত আগ্রহ যে! তোমার নবীন বয়স; সংসারটা দিনকতক ভোগ করে নিলে হত না?"

দৌলৎ উন্নিসার পাণ্ডু মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল

শক্ত। বুঝি—ও চাহনির অর্থ বুঝি। ওর অর্থ এই—'নিষ্ঠুর! আর আমি তোমাকে এত ভালবাসি।'—তা' দৌলৎ, পৃথিবীতে শক্ত ভিন্ন আরো সুপুরুষ আছে।

দৌলৎ শক্তসিংহের দিকে সহসা গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইলেন পরে স্থির স্পষ্ট-স্বরে কহিলেন

"প্রভু! পুরুষের ভালবাসা কিরূপ জানি না। কিন্তু নারী একবারই ভালবাসে। প্রেম পুরুষের দৈহিক লালসা হ'তে পারে, কিন্তু প্রেম নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম। বিচ্ছেদে, বিয়োগে, নিরাশায়, তাচ্ছিল্যে, নারীর প্রেম ধ্রুবতারার মত স্থির।"

শক্ত। ভগবদ্‌গীতা আওড়ালে যে!—উত্তম! তাই যদি হয় তবে এস। মর্ত্তে এত সাধ হয়ে থাকে, সঙ্গে এস! কি সজ্জায় মর্ত্তে চাও?

আবার দূরে কামান গর্জ্জন করিল

দৌলৎ। বীরসজ্জায়! আমি তোমার পাশে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

শক্ত। [ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন] বাগ্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রকম যুদ্ধ জানো কি দৌলৎ!

দৌলৎ। যুদ্ধ কখন করি নাই। কিন্তু তরবারি ধর্ত্তে জানি। আমি মোগলনারী।

শক্ত। বেশ কথা। তবে বৰ্ম্ম চৰ্ম্ম পরে এস! কিন্তু মনে রেখো দৌলৎ, যে কামানের গোলাগুলি এসে ঠিক প্রেমিকের মত চুম্বন করে না—যাও, বীরবেশ পর।

দৌলৎ উন্নিসা প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ শক্তসিংহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন

"সত্যই কি আমার সঙ্গে মর্ত্তে যাচ্ছে। সত্যই কি নারীজাতির প্রেম শুদ্ধ বিলাস নয়, শুদ্ধ সম্ভোগ নয়? এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে!"

এই সময়ে দুর্গাধ্যক্ষ সেই স্থানে আসিলে শক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন

"সৈন্য প্রস্তুত?"

দুর্গাধ্যক্ষ। হাঁ প্রভু।

শক্ত। চল।

[উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর

স্থান—ফিন্‌শরার দুর্গের প্রাকার। কাল—প্রভাত। প্রাকারোপরি শক্ত ও বর্ম্মপরিহিতা দৌলৎ উন্নিসা দণ্ডায়মান

শক্ত। [অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন] ঐ দেখ্‌ছো শত্রুসৈন্য? আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ কৰ্ব্ব! পাৰ্ব্বে?

দৌলৎ। পাৰ্ব্বো।

শক্ত। তবে চল। অশ্ব প্রস্তুত!—এ যুদ্ধে মরণ অবশ্যম্ভাবী জানো?

দৌলৎ। জানি!

শক্ত। তবে এস। কি? বিলম্ব কৰ্চ্ছ যে। ভয় হচ্ছে?

দৌলৎ। ভয়! তোমার কাছে আছি, আবার ভয়? তোমাকে মৃত্যুমুখে দেখ্‌ছি, আবার ভয়! আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, আবার ভয়? এতদিন ভালবাসো নাই, কিন্তু আশা ছিল, হয় ত বা একদিন বাসবে; হয় ত বা একদিন আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখ্‌বে; হয় ত একদিন স্নেহ গদগদ স্বরে আমাকে "আমার দৌলৎ" বলে' ডাক্‌বে। সেই আশায় জীবন ধরে' ছিলাম। সে আশার আজ সমাধি হতে চলেছে। আবার ভয়।

শক্ত। উত্তম! চল!

"চল।—তবে—"

এই বলিয়া দৌলৎ শক্তসিংহের হাত দুইখানি ধরিয়া তাঁহার পূর্ণ সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন

শক্ত। 'তবে'?

দৌলৎ। নাথ। মর্ত্তে যাচ্ছি! মর্ব্বার আগে, এই শত্রুসৈন্যের সম্মুখে, এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে, এ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে, মর্ব্বার আগে, একবার বল, 'ভালবাসি'!

নেপথ্যে কোলাহল প্রবলতর হইল

শক্ত। দৌলৎ! পূর্ব্বে বলি নাই যে যুদ্ধক্ষেত্র বাসরশয্যা নয়?

দৌলৎ। জানি নাথ! তবু অভাগিনী দৌলৎ উন্নিসার একটি সাধ—শেষ সাধ রাখো! প্রিয়জন, পরিজন, বিলাস, সম্ভোগ ছেড়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছি—এই দীর্ঘকাল ধরে' একবার সে কথাটি শুনতে চেয়েছি, শুনতে পাই নাই। আজ মর্ব্বার আগে, সে সাধটি মেটাও। বল, হাত দুইখানি ধরে' বল' 'ভালবাসি'।

শক্ত। এই কি উপযুক্ত সময়?

দৌলৎ। এই সময়!—ঐ দেখ সূর্য্য উঠ্‌ছে —[আবার কামান গৰ্জ্জন করিয়া উঠিল]—"ঐ শুন মৃত্যুর বিকট গৰ্জ্জন—পশ্চাতে জীবন—সম্মুখে মরণ;—এখন একবার বল 'ভালবাসি'। —কখনও বল নাই, যে সুধার আস্বাদ কখন পাই নাই, যে কথাটি শুনবার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে এতদিন নিষ্ফল প্রত্যাশায় চেয়ে আছি—একবার সেই কথাটি বল—এই মর্ব্বার আগে একবার বল—'ভালবাসি।'—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।"

শক্ত। দৌলৎ—একি! চক্ষু বাষ্পে ভরে আসে কেন? দৌলৎ—না বল্‌তে পার্ব্বো না।

দৌলৎ। বল।—[সহসা শক্তসিংহের চরণ ধরিয়া কহিলেন] "বল, একবার বল।"

শক্ত। বিশ্বাস কৰ্ব্বে? আজ—

বাষ্পগদ্‌গদ হইয়া শক্তের কণ্ঠরোধ হইল

দৌলৎ। বিশ্বাস! তোমাকে?—যাঁর চরণে সমস্ত ইহকাল বিশ্বাস করে' দিয়েছি!—আর যদি মিথ্যাই হয়—হোক্; প্রশ্ন কৰ্ব্ব না, দ্বিধা কৰ্ব্ব না, কথা ওজন করে নেবো না। কখনও করি নাই, আজ মৃত্যুর আগেও কৰ্ব্ব না। তবে কথাটি কেন শুনতে চাই যদি জিজ্ঞাসা কর— তবে তার উত্তর—আমি নারী—নারী-জীবনের ঐ এক সাধ—জীবনে পূর্ণ হয় নি। আজ

মর্ব্বার আগে একবার সেই কথাটি শুনে মর্ব্ব। —সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।—বল—

শক্ত। দৌলৎ! তুমি এত সুন্দর! তোমার মুখে এ কি স্বর্গীয় জ্যোতি!—তোমার কণ্ঠে এ কি মধুর ঝঙ্কার! এতদিন ত লক্ষ্য করিনি —মূর্খ আমি! অন্ধ আমি! স্বার্থপর আমি! পৃথিবীকে এতদিন তাই স্বার্থময়ই ভেবেছিলাম!—এ ত কখন ভাবিনি।—দৌলৎ! দৌলৎ! কি কর্ল্লে। আমার জীবনগত ধর্ম্ম, আমার মজ্জাগত ধারণা, আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস সব ভেঙে দিলে! কিন্তু এত বিলম্ব!

দৌলৎ। বল 'ভালবাসি'!—ঐ রণবাদ্য বাজ্‌ছে। আর বিলম্ব নাই। বল নাথ— [পুনরায় চরণ ধরিয়া কহিলেন] "একবার একবার—"

শক্ত। হাঁ দৌলৎ! ভালবাসি।—সত্য বল্‌ছি ভালবাসি; প্রাণ খুলে বলছি ভালবাসি। এতদিন আমার প্রাণের উৎসের মুখে কে পাষাণ চেপে রেখেছিল! আজ তুমি সরিয়ে দিয়েছো। দৌলৎ! প্রাণেশ্বরী! এ কি! আমার মুখে আজ এ সব কথা!—আজ রুদ্ধ বারিস্রোত ছুটেছে। আর চেপে রাখতে পারি না। দৌলৎ! তোমাকে ভালবাসি! কত ভালবাসি তা দেখাবার আর সুযোগ হবে না, দৌলৎ! আজ মর্ত্তে যাচ্ছি। এ ভালবাসার এখানেই আরম্ভ, এখানেই শেষ।

দৌলৎ। তবে একটি চুম্বন দাও—শেষ চুম্বন—

শক্ত দৌলৎ উন্নিসাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন

"দৌলৎ উন্নিসা"—

দৌলৎ। আর নয়। বড় মধুর মুহূর্ত্ত! বড় মধুর স্বপ্ন! মর্ব্বার আগে ভেঙে না যায়—চল, এই সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিই।

শক্ত। চল দৌলৎ—ঐ অশ্ব প্রস্তুত।

[উভয়ে সে স্থান হইতে অবতরণ করিলেন। নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল হইতেছিল। প্রাকারনিম্নে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন

দুর্গাধ্যক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে! কিন্তু জয়াশা নাই। একদিকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য, অপর দিকে এক হাজার রাজপুত—উঃ, ভীষণ গর্জ্জন! কি মত্ত কোলাহল!

এই সময়ে সহসা নেপথ্যে শ্রুত হইল

"জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়"

দুর্গাধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন

"এ কি।"

নেপথ্যে পুনর্ব্বার শ্রুত হইল

"জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়।"

"আর ভয় নাই। রাণা সসৈন্যে দুর্গরক্ষার জন্য এসেছেন, আর ভয় নাই।"

[দুর্গাধ্যক্ষ এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দুর্গের সমীপস্থ যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতাপসিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপ, গোবিন্দ ও পৃথ্বীরাজ সশস্ত্র দণ্ডায়মান

প্রতাপ। কালীর কৃপা!

পৃথ্বী। স্বয়ং মহাবৎ ত বন্দী!

গোবিন্দ। আট হাজার মোগল ধরাশায়ী।

প্রতাপ। মহাবৎকে এখানে নিয়ে এস গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন। পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ মহাবৎ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে গোবিন্দসিংহ ও প্রহরীদ্বয়

প্রতাপ প্রহরীকে কহিলেন—"শৃঙ্খল খুলে দাও।"

প্রহরীরা উক্তবৎ কার্য্য করিল

প্রতাপ। মহাবৎ! তুমি মুক্ত। যাও আগ্রায় যাও। মানসিংহকে আমার অভ্যর্থনা জানিয়ে বোলো' যে প্রতাপসিংহ ভেবেছিলেন, এ সমরক্ষেত্রে মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন। তা হলে' হলদিঘাটের প্রতিশোধ নিতাম। মোগল সেনাপতি মহারাজকে জানিও—আমি একবার সমরাঙ্গনে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী।—যাও!

[মহাবৎ নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

পৃথ্বী। উদিপুর রাণার করতলগত হয়েছে?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বী।

পৃথ্বী। তবে বাকি চিতোর?

প্রতাপ। চিতোর, আজমীর আর মণ্ডলগড়।

এই সময়ে শক্তসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন

"এস ভাই—"

এই বলিয়া প্রতাপ উঠিয়া শক্তসিংহকে আলিঙ্গন করিলেন

"আর একদণ্ড বিলম্ব হ'লে তোমাকে জীবিত পেতাম না, শক্ত।"

শক্ত। আমাকে রক্ষা করেছ বটে দাদা,—কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসসহ কহিলেন—"এ যুদ্ধে আমি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েছি।"

প্রতাপ। কি হারিয়েছ শক্ত?

শক্ত। আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। তোমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা!!!

শক্ত। হাঁ, আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। সে কি! তুমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলে!

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলাম।

প্রতাপ বহুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন

"ভাই, ভাই! কি করেছ! এতদিন যে সর্ব্বস্ব পণ করে' এ বংশের গৌরব রক্ষা করে' এসেছি—"

এই বলিয়া প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন

প্রতাপ কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিলেন; পরে শূন্যে স্থির দৃঢ় স্বরে কহিলেন

"না। আমি জীবিত থাকতে তা হবে না—শক্তসিংহ! তুমি আজ হতে আর আমার ভ্রাতা নও, মেবার বংশের কেহ নও। ফিন্‌শরার দুর্গ তুমি জয় করেছিলে। তা হ'তে তোমাকে বঞ্চিত কর্ব্বার আমার অধিকার নাই। কিন্তু সেই দুর্গ ও তুমি আজ হতে মেবার রাজ্যের বাইরে।"

পৃথ্বী। কি কর্চ্ছ প্রতাপ।

প্রতাপ। আমি কি কর্চ্ছি আমি বেশ জানি, পৃথ্বী। শক্তসিংহ, আজ হ'তে তুমি মেবারের কেহ নও! এ রাণা-বংশের কেহ নও!

এই বলিয়া রোষে, ক্ষোভে প্রতাপ হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন

গোবিন্দ। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর গোবিন্দসিংহ! এ পবিত্র বংশগৌরব এতদিন প্রাণপণ করে' রক্ষা করে' এসেছি। এর জন্য ভাই, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ কর্ত্তে হয় কর্ব্ব। যতদিন জীবিত থাকব এ বংশগৌরব রক্ষা কর্ব্ব। তার পর যা হবার হ'বে।

পৃথ্বী। প্রতাপ! শক্তসিংহ এই যুদ্ধে—

প্রতাপ। আমার দক্ষিণহস্ত, তাও জানি। কিন্তু তাকে ব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পরিত্যাগ কর্ল্লাম—

[এই বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

"হা মন্দভাগ্য রাজস্থান!"

[এই বলিয়া পৃথ্বীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গোবিন্দসিংহ নীরবে পৃথ্বীর পশ্চাদ্গামী হইলেন।

শক্ত। দাদা, তোমাকে ভক্তি করি, দেবতার মত। কিন্তু তোমার আজ্ঞামতও দৌলৎ উন্নিসাকে স্ত্রী বলে' অস্বীকার কর্ব্ব না। একশ'বার স্বীকার কর্ব্ব যে আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। যদিও সে বিবাহে মঙ্গল-বাদ্য বাজে নাই, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ হয় নাই, অগ্নিদেব সাক্ষী ছিলেন না, তবু আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। এখন এইটুকু স্বীকার করে'ই আমার সুখ। প্রতাপ! তুমি দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী। তুমি যদি আমার চোখ খুলে পুরুষের মহত্ত্ব দেখিয়েছো; সেও আমার চোখ খুলে নারীর মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে। আমি পুরুষকে স্বার্থ-পরই ভেবেছিলাম; তুমি দেখিয়ে দিলে পৃথিবীতে ত্যাগের মহামন্ত্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে' মনে করে-ছিলাম; সে দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য্য। কি সে সৌন্দর্য্য! আজ, প্রভাতে সে দাঁড়িয়ে-ছিল আমার সম্মুখে—কি আলোকে উদ্ভাসিত, কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ীরূপে মণ্ডিত! মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতির ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল; তার চির-জীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারিরাশি যেন তাকে ধৌত করে' দিয়েছিল। পৃথিবী যেন তার পদ-তলে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কি সে ছবি! সেই হত্যার ধূমীভূত নিঃশ্বাসে, সেই মরণের প্রলয়কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি-লগ্নে, কি সে মূর্ত্তি!

[এই বলিয়া শক্তসিংহ সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান— উদয় সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

মেহের একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ নিখিল স্বর মাঝে তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই সুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে!
মোহের মদিরা ঘোর ভেঙেছে ভেঙেছে মোর;
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পবশনে।

"কি সুন্দর এই রাত্রি! আজ এই স্তব্ধ নিশীথে এই শুভ্র চন্দ্রালোকে, কেন তার কথা বার বার মনে আস্‌ছে! এতদিনেও ভুল্‌তে পার্লাম না! কেন আর আপনাকে ছলনা করি। পিতার অগাধ স্নেহ তুচ্ছ ক'রে আগ্রার প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলাম বটে; কিন্তু এখানে আমায় টেনে এনেছে কে? শক্তসিংহ। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করেছি বটে, তাকে আর চোখের দেখাও দেখবো না; সে প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। কিন্তু তবু এস্থান পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না কেন? কারণ, এখানে তবু শক্তসিংহের সেই প্রিয় নাম দিনান্তে একবারও শুনতে পাই। তাতেই আমার কত সুখ। কিন্তু আর পারি না! এতদিন ইরাকে সমস্ত প্রাণের আবেগে জড়িয়ে ধ'রেছিলাম, তাতেই আপনাকে এ প্রলোভন হতে', চিন্তা হতে', এত দিন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছিলাম। কিন্তু সে অবলম্বনও গিয়েছে। আর নিজেকে ধরে' রাখ্‌তে পারি না। না, এ স্থান পরিত্যাগ করাই ঠিক! দৌলৎ উন্নিসা জান্‌তে পেলে বড় কষ্ট পাবে। বোন্‌! কতদিন তোকে দেখিনি। তোর সংবাদ পাইনি। বোধ করি রাণার ভয়ে শক্তসিংহ সে কথা প্রকাশ করেন নি। আমিও সেই কথা প্রকাশ করিনি। একদিন তার অস্ফুট জনরব রাণার কর্ণে প্রবেশ করে। রাণা তা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু শ্রবণ মাত্রই আরক্তিম হয়েছিলেন, লক্ষ্য করেছিলাম। প্রেমের মুক্তরাজ্যে এ সব সামাজিক বাধা, বিভাগ, গণ্ডী কি জন্য আমি তা' বুঝি না। কি জানি! কিন্তু যা করেছি, বোন্‌ দৌলৎ উন্নিসা, তোরই সুখের জন্য। তুই সুখে থাক। তুই সুখী হ' বোন্‌। সেই আমার সুখ। সেই আমার সান্ত্বনা।

এই সময় জনৈক পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল মেহের চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন

"কে?"

পরিচারিকা। সাহজাদি! রাণা ফিরে এসেছেন। মা আপনাকে ডাকছেন। বাদসাহের কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি এসেছে।

মেহের। পিতার পত্র? কৈ?

পরিচারিকা। রাণার কাছে। কুমার অমরসিংহ এদিকে আসেন নি?

মেহের। না।

"তবে তিনি কোথায় গেলেন? দেখি।"

[বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা! পিতা! এতদিন পরে কন্যাকে মনে পড়েছে!—দেখি যাই। কে? অমরসিংহ?

অমরসিংহ প্রবেশ করিয়া জড়িতস্বরে কহিলেন

"হাঁ, আমি অমরসিংহ।"

মেহের। পরিচারিকা তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। চল' যাই।

অমর। কোথায় যাবে দাঁড়াও!

এই বলিয়া মেহের উন্নিসার হাত ধরিলেন

মেহের। কি কর অমরসিংহ! হাত ছাড়ো।

অমর। ছাড়ছি, আগে শোন। একটা কথা আছে—দাঁড়াও।

মেহের। সুরাজড়িত স্বর দেখ্‌ছি।

পরে অমরসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি, বল।"

অমর। কি বল্‌ছিলাম জানো?—ঐ দেখ, ঐ হ্রদের বক্ষে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌ছো?—কি সুন্দর! কি সুন্দর!—দেখ্‌ছো মেহের, দেখ্‌ছো!

মেহের। দেখ্‌ছি।

অমর। আর ঐ আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস!—দেখছো?—এই সৌন্দর্য্য কিসের জন্য তৈয়ার হয়েছিল মেহের?

মেহের। জানি না—চল, বাড়ী চল।

অমর। আমি জানি!—ভোগের জন্য মেহের! ভোগের জন্য!

মেহের। পথ ছাড় অমরসিংহ।

অমর। সম্ভোগ। প্রকৃতি কেন এই পূর্ণ-পাত্র মানুষের ওষ্ঠে ধর্চ্ছে—যদি সে তা পান না কর্ব্বে মেহের?

মেহের। চল গৃহে যাই—

বলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন; অমর পথ রোধ করিলেন

অমর। এতদিন চেপে রেখেছি, আর পারি না। শোন মেহের উন্নিসা! আমি যুবক! তুমি যুবতী! আর এ অতি নিভৃত স্থান। এ অতি মধুর রাত্রি!

মেহের। অমর! তুমি আবার সুরাপান করেছো। কি বলছো জানো না।

"জানি মেহের উন্নিসা!"

এই বলিয়া অমর পুনরায় হাত ধরিল
মেহের উচ্চৈস্বরে কহিলেন

"হাত ছাড়ো।"

"মেহের উন্নিসা! প্রেয়সি!"

এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন

মেহের। অমরসিংহ! হাত ছাড়।

হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন

"এই, কে আছো?"

এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপসিংহ সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। এই যে আমি আছি।

পরে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন

"অমরসিংহ!"

অমর মেহেরের হাত ছাড়িয়া দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন

প্রতাপ। অমরসিংহ।—এ কি! — আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম যার শৈশব এমন অলস, তার যৌবন উচ্ছৃঙ্খল হতেই হবে।—তবু আশ্রিতা রমণীর প্রতি এই অত্যাচার যে আমার পুত্রদ্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! কুলাঙ্গার! এর শাস্তি দিব! দাঁড়াও।

বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন

অমর শুদ্ধ "পিতা"

বলিয়া প্রতাপসিংহের পদতলে পড়িলেন

প্রতাপ। ভীরু! ক্ষত্রিয়ের মর্ত্তে ভয়!—দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পড়িলেন, কহিলেন

"মার্জ্জনা কর নাথ! এ আমার দোষ! এতদিন আমি বুঝি নাই।"

প্রতাপ। এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব না।

মেহের। ক্ষমা করুন রাণা।—অমরসিংহ প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান করেছে। তাই—

প্রতাপ। সুরাপান!—অমরসিংহ।

অমর। ক্ষমা করুন পিতা!

"ক্ষমা!—ক্ষমা নাই।—দাঁড়াও।—"

এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন

মেহের। পুত্রহত্যা কর্ব্বেন না রাণা!

লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন

"তার পূর্ব্বে আমাকে বধ কর।"

প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল।
লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন

মেহের। এ কি সর্ব্বনাশ!—মা—মা

দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী!—

লক্ষ্মী। নাথ! অমরসিংহকে ক্ষমা কর। আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর!—মৃত্যুকালে চরণে স্থান দাও!—

প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন

প্রতাপ। মেহের! আমি করেছি কি জানো?

অমরসিংহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।
মেহের উন্নিসা কাঁদিতেছিলেন

প্রতাপ। জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব-জন্মে কি পাপ করেছিলাম যে সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণাই আমাকে সহিতে হবে!—ওঃ!—চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি!—

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের নিভৃত কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।
আকবর ও মানসিংহ মুখোমুখি দণ্ডায়মান

আকবর। শুনেছি, মানসিংহ! সমস্ত শুনেছি। দুর্গের পর দুর্গ মোগলের করচ্যুত হয়েছে; শেষে মহাবৎ খাঁ প্রতাপের হস্তে পরা-

জিত, ধৃত, শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে, দিল্লী ফিরে এসেছে।—এও শুন্‌তে হল!

মানসিংহ। জাঁহাপনা! প্রতাপসিংহ আজ মূর্ত্তিমান প্রলয়। তার গতিরোধ করে কার সাধ্য!

আকবর। এই কথা শুন্‌বার জন্যে মহারাজকে আহ্বান করি নাই।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন

আকবর। মহারাজ মানসিংহ! আপনি জানেন কি যে এর অর্থ শুদ্ধ মোগলের পরাজয় নহে; এর অর্থ মোগলের অপমান; এর অর্থ দেশে অসন্তোষবৃদ্ধি; এর অর্থ দেশীয় রাজগণের রাজভক্তির ক্ষয়। পৃথিবীতে ব্যাধিই সংক্রামক হয় না মহারাজ! স্বাস্থ্যও সংক্রামক; ভীরুতাই সংক্রামক নয়, সাহসও সংক্রামক! পাপই সংক্রামক নয়, ধর্ম্মও সংক্রামক। প্রতাপের এই স্বদেশ-ভক্তি সংক্রামক হবার উপক্রম হয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি!

মানসিংহ। [অবনতবদনে কহিলেন] করেছি।

আকবর। তবে সময়ে এর প্রতিকার কর্ত্তে হবে। এই প্রতাপসিংহের গতিরোধ কর্ত্তে হবে। যত সৈন্য চাই, যত অর্থ চাই, দিব।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন, আকবর তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; কহিলেন

মহারাজ! প্রতাপসিংহের শৌর্য্যে আপনি মুগ্ধ, তা সম্ভব; আমি স্বীকার করি, আমি স্বয়ং মুগ্ধ। কিন্তু যে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আপনি ও আপনার পিতা আমার পরমাত্মীয় ভগবানদাস এত বর্ষ ধরে' সহায়তা করেছেন, আপনার এরূপ ইচ্ছা নয় যে আজ তা এক বৎসরে ধূলিসাৎ হয়।

মানসিংহ। সম্রাটের সাম্রাজ্য আক্রমণ করা প্রতাপসিংহের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সঙ্কল্প কেবলমাত্র চিতোর উদ্ধার। তিনি দেশহিতৈষী, কিন্তু পরস্বাপহারী নহেন।

আকবর। জানি। কিন্তু মহারাজ; আমি নিশ্চয় জানি যে, যদি আমি চিতোর হারাই, তাহ'লে এ সাম্রাজ্য হারাব; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।—মহারাজ! আপনি আমার পরমাত্মীয় ভগবানদাসের পুত্র। মাসাধিক পরে স্বয়ং আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি জানবেন।

মানসিংহ। সম্রাট্! চিতোর যাতে মোগলকরচ্যুত না হয় তার বন্দোবস্ত কর্ব্ব।

আকবর। এই ত মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত কথা।

"তবে আমি আসি।"

[বলিয়া মানসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ চলিয়া গেলে সম্রাট্ কক্ষমধ্যে ধীরপাদচারণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন

"সে দিন সেলিমকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে পরকে শাসন কর্ত্তে গেলে আগে আপনাকে শাসন কর্ত্তে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধপরবশ হয়ে প্রাণাধিকা কন্যাকে হারালাম। এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি। দেখি বুদ্ধি-বলে আবার সব ফিরে পাই কি না—মহাবৎ খাঁর মুখে মেহের উন্নিসার সংবাদ পেয়েছি। মেহের! প্রাণাধিকা কন্যা! তুই অভিমানে পিতার আশ্রয় ছেড়ে, পিতৃশত্রুর আশ্রয় নিয়েছিস্' এও শুন্‌তে হল!—এবার কোথায় আমি অভিমান কর্ব্ব, না ক্ষমা চেয়ে, তোকে আমার ক্রোড়ে ফিরে আস্‌তে লিখেছি। পিতা হয়ে কন্যার অপরাধের জন্য কন্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ভগবান্' পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে!

এই সময় দৌবারিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মেহের উন্নিসা! মেহের উন্নিসা! ফিরে আয়। তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি; তুই আমার এক অপরাধ ক্ষমা কর।

দৌবারিক পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল

"খোদাবন্দ—মেবার থেকে দূত এসেছে।"

আকবর। [চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন] কি, মেবার থেকে? কি সংবাদ নিয়ে? কৈ?

দৌবারিক। সঙ্গে সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসা।

"সঙ্গে মেহের উন্নিসা! কোথায় মেহের উন্নিসা!"

এই বলিয়া সম্রাট্ আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে মেহের উন্নিসা দৌড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া

"পিতা! পিতা—"

বলিয়া সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। দৌবারিক অলক্ষিতভাবে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল

আকবর। মেহের! মেহের! তুই! সত্যই তুই!

মেহের। পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন! আমি আপনার উগ্র, মূঢ় নির্ব্বোধ কন্যা। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে, দৌলৎ উন্নিসার সর্ব্বনাশ করেছি, রাণার সর্ব্বনাশ করেছি, আমার সর্ব্বনাশ করেছি। ক্ষমা করুন।

আকবর। ওঠ্ মেহের। আমি কি তোকে লিখি নাই যে, আমি তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি?—ভারতের দুর্জ্জয় সম্রাট যে তোর কাছে তৃণখণ্ডের মত দুর্ব্বল।—মেহের তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস্ ত?

মেহের। আপনাকে ক্ষমা!—কিসের জন্য?

আকবর। তোর মাতৃনিন্দা করেছিলাম।

মেহের। তার জন্য ত আপনি মার্জ্জনা চেয়েছেন।

আকবর। যদি না চাইতাম, ফিরে আসতিস্ না?

মেহের। তা জানি না। অত বিচার করে', বিবেচনা করে' ফিরে আসিনি। আপনার পত্র পেলাম, পড়লাম, থাকতে পার্ল্লাম না, তাই ফিরে এলাম।—বাবা! আপনাকে এত ভালবাসি আগে জান্তাম না।

মেহের উন্নিসা আকবরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া কহিলেন

"পিতা, এতদিনে বুঝেছি যে নারীর কর্ত্তব্য তর্ক করা নহে, সহ্য করা; নারীর কার্য্য বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার নয়।"

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ কখন তোর প্রতি অত্যাচার করেন নাই?

মেহের। অত্যাচার সম্রাট্? তিনি এই অভাগিনীকে অত্যাচার হ'তে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে আপন স্ত্রীহত্যা করেছেন।

আকবর। সে কি?

মেহের। একদিন রাণার পুত্র অমরসিংহ সুরাপান করে' আমার হাত ধরেন। রাণা তাই দেখ্তে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে গুলি করেন। রাণার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে হত হয়েন।

আকবর। প্রতাপসিংহ! প্রতাপসিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র হতে' তা'হলে তোমার আসন হত আমার দক্ষিণে! আর তুমি শত্রু, তোমার আসন আমার সম্মুখে। এরূপ শত্রু আমার রাজ্যের গৌরব। আমি যদি সম্রাট্ আকবর না হতাম ত আমি রাণা প্রতাপসিংহ হতে' চাইতাম। আমি সম্রাট বটে; ভারত শাসন কর্ত্তে চাহি; কিন্তু আপনাকে সম্যক্ শাসন কর্ত্তে শিখি নাই। আর তুমি দীন দরিদ্র হয়ে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, ক্ষাত্র-ধর্ম্মের পদে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলি দিতে পারো! এত মহৎ তুমি!

মেহের। পিতা! আমার এই ভিক্ষা, যে রাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। তাঁকে বীরোচিত সম্মান করুন। প্রতাপসিংহ শত্রু হলেও প্রকৃত বীর; তিনি মনুষ্য নহেন—দেবতা! তাঁর প্রতি এ নির্য্যাতন আমার পিতার উচিত নহে। তিনি আজ পীড়িত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন। তাঁর সে শোকের সীমা নাই। তাঁর কন্যা, স্ত্রী মৃত, ভ্রাতা পরিত্যক্ত, পুত্র উচ্ছৃংখল। তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

আকবর। আমি তাঁকে তোর বিনিময়ে ত চিতোর অর্পণ করেছি।

মেহের। তিনি তা গ্রহণ করেন নাই—হাঁ, ভুলে গিইছিলাম, পিতা, প্রতাপসিংহ আমার হাতে সম্রাটকে এক পত্র দিয়েছেন।

প্রতাপের পত্র প্রদান করিলেন

আকবর। কি, স্বয়ং রাণা প্রতাপসিংহের পত্র!—কৈ?

এই বলিয়া আকবর পত্র লইয়া মেহেরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন

"আমি ক্ষীণদৃষ্টি। তুমি পড়!—"

মেহের উন্নিসা পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন

"প্রবল প্রতাপেষু!

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার ভাগিনেয়ী দৌলত উন্নিসা আর ইহজগতে নাই! ফিনশরার যুদ্ধে যোদ্ধৃবেশিনী দৌলত উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার যথারীতি সংকার করাইয়াছি।"

আকবর। দৌলত উন্নিসার মৃত্যুর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শুনেছি—তার পর!

মেহের পড়িতে লাগিলেন

"দৌলৎ উন্নিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পরে সাহজাদী মেহের উন্নিসার নিকটে শুনি। তাহার পূর্ব্বেই মেবার কুলকলঙ্ক শক্তসিংহকে বর্জ্জন করিয়াছি। শক্তসিংহ আমার ভাই ছিল। এ যুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। কিন্তু আজ আর শক্তসিংহ আমার বা মেবারের কেহ নহে।

"আমি আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি না পারি, ভারত লুণ্ঠনকারী আকবরের শত্রুভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

"আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলৎ উন্নিসার কলঙ্ক ও মেহের উন্নিসার আচরণ যেন বহির্জ্জগতে প্রকাশিত না হয়। তাহাই হউক।—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবে না।

"আমি যদি মেহের উন্নিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি তাহা হইলে আপনি আমাকে বিনিময়ে চিতোর দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহের উন্নিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাঁহাকে আমি বাধা দিবার কে! তাঁহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহি না—পারি ত বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি—

রাণা প্রতাপ সিংহ।"

আকবর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন

"প্রতাপ! প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার আসন আমার সম্মুখে। না; তোমার আসন আমার উপরে।—ভেবেছিলাম যে তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্ আমি প্রজা।—ভেবেছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী! না; তুমি জয়ী, আমি বিজিত।—যাও মেহের! অন্তঃপুরে যাও! তোমার অনুরোধ রক্ষা কর্ল্লাম। আজ হতে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র! কোন মোগলের সাধ্য নেই যে, আর তাঁর কেশ স্পর্শ করে!—যাও মা অন্তঃপুরে যাও। আমি এক্ষণেই আস্‌ছি।"

[এই বলিয়া সম্রাট সভা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মেহের। সার্থক আমার শ্রম, নিগ্রহ, ক্লেশ ও অশান্তি যে আমি সম্রাট্ ও রাণার মধ্যে শেষে এই শান্তি স্থাপন কর্ত্তে পেরেছি।

পরে উদ্যানাভিমুখে বাতায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন

"এই আবার আমি আমার শৈশবের দোলা শুদ্ধ সুখস্মৃতিময় চির-পরিচিত স্থানে ফিরে এসেছি! এই সেই স্থান। ঐ সেই মধুর নহবৎ বাদ্য বাজ্‌ছে। ঐ সেই স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি। আমি বদলিইছি। আমার মূঢ়, ক্ষিপ্ত, উগ্র আচরণে শক্তসিংহের, দৌলৎ উন্নিসার, রাণা প্রতাপসিংহের, আর আমার সর্ব্বনাশ করেছি। যেখানে গিয়েছি, অভিশাপ স্বরূপ হয়েছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমার লক্ষ্য মহৎ ছিল। আমি একা সমগ্র সংসার-নিয়মের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কেবল অনর্থের সৃষ্টি করেছি! তথাপি ঈশ্বর জানেন, দাঁড়িয়েছি সরল স্বাধীন ভাবে, নিজে ক্ষত হ'য়ে, ত্যাগ স্বীকার করে'। আমি আজ এ কোলাহলময় রঙ্গভূমি হতে' অপসৃত হচ্ছি—নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার কর্ত্তব্যসাধনায়। ভগবান আমাকে বিচার কর—আমি কৃপার পাত্র, ঘৃণার পাত্র নহি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটির নিভৃত কক্ষ। কাল—রাত্রি।
মাড়বার, বিকানীর, গোয়ালীয়র, চান্দেরী ও মানসিংহ আসীন

চান্দেরী। ধিক্ মহারাজ মানসিংহ! তোমার মুখে এই কথা!

মানসিংহ। মহারাজ! আমি কি অন্যায় বল্‌ছি? যদি এটি বিশৃঙ্খল শাসন হ'ত তা'হলে আমি আপনাদের সঙ্গে সারি বেঁধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দুবার চিন্তা কর্ত্তাম না, কিন্তু মোগলরাজ্যের রাজনীতি লুণ্ঠন নয়, শাসন; পীড়ন নয়, রক্ষা; অহঙ্কার নয়, স্নেহ।

বিকানীর। স্নেহটা একটু অত্যধিক পরি-

মাগে। সে স্নেহ সম্ভ্রান্ত-পরিবারবর্গের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে।

মানসিংহ। এ কথা অস্বীকার করি না! কিন্তু আকবর সম্রাট্ হলেও, তিনি মানুষমাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, তিনি রিপুবর্গের অধীন। অন্যায় অপরাধ মধ্যে মধ্যে সকলেরই হয়ে' থাকে। কিন্তু আকবর সে অপরাধ স্বীকার করেছেন; মার্জ্জনা চেয়েছেন; ভবিষ্যতে ভারত-মহিলার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—আর কি কর্ত্তে পারেন?

মাড়বার। সে কথা সত্য।

মানসিংহ। আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত করা, সমস্বত্বাধিকারী প্রজা করা।

গোয়ালীয়র। তার ত কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

মানসিংহ। শত শত। আকবর মুসলমান; কিন্তু কে না জানে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী? যদি মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ত্ত, আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন। তা পারেন না, তাই তিনি পণ্ডিত-মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম্ম স্থাপন কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছেন যা উভয় জাতিই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ কর্ত্তে পারে। মুসলমান ও হিন্দু কর্ম্মচারী সমান উচ্চপদস্থ। ভারতের সম্রাজ্ঞী হিন্দুনারী।

গোয়ালীয়র। ভারতে ভাবী সম্রাজ্ঞীও হিন্দুনারী—অর্থাৎ মহারাজ মানসিংহের ভগ্নী!

পরে মাড়বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন

"বলেছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবার আশা দুরাশা। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র।"

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়! দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না; সমুদ্র পার হলে' জাত যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা আজ মৌলিক আচার মাত্র;—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার,—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়।—সেদিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আসতে পারে, যদি হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়র। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হ'তে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!—যে আমি এই পরকীয় দাসত্বভার হাস্যমুখে বহন কর্চ্ছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক সম্বন্ধরজ্জু আমি অত্যন্ত গর্ব্বভরে গলদেশে জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি যে, আমি রাণা প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই অসার!—কিন্তু না, মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

মানসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক!

দৌবারিক। বাদসাহের পত্র।

মানসিংহ। কৈ?—

এই বলিয়া পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

বিকানীর। আমি পূর্ব্বেই জান্তাম।

গোয়ালীয়র। আমি বলি নি?

বিকানীর। আমরা মানসিংহের সহায়তা চাহি না! আমরা প্রতাপসিংহের সঙ্গে যোগ দিব। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব।

মানসিংহ। মহারাজ! সম্রাট্ আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছেন, এবং মন্ত্রণা-কক্ষে আপনাদের ডেকেছেন! আর এই কথা লিখেছেন—"কুমার সেলিমের শুভ বিবাহ উপলক্ষে যেন তাঁহারা আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করেন।"

চান্দেরী। আপ্যায়িত হলাম।

মাড়বার। আর এ শুভ বিবাহ উপলক্ষে সম্রাট কি কর্চ্ছেন?

মানসিংহ। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সর্ব্বপ্রধান শত্রু প্রতাপসিংহকে ক্ষমা কর্চ্ছেন! আর প্রতাপসিংহের জীবদ্দশায় আমাকে ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার মেবারে সৈন্য নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। আমায় লিখেছেন —"দেখিবেন মহারাজ! ভবিষ্যতে কোন মোগলসেনানী যেন সে বীরের কেশ স্পর্শ না করে। প্রতাপসিংহ প্রধানতম শত্রু হইলেও, অদ্য হইতে আমার প্রিয়তম বন্ধু।"

বিকানীর। এ উদারতা দায়ে পড়ে' বোধ হয়।

মানসিংহ। আমাকে সম্রাট এই মুহূর্ত্তে আহ্বান করেছেন। আমাকে বিদায় দিন।

[এই বলিয়া মানসিংহ সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গোয়ালীয়র। আমরাও উঠি।

সকলে উঠিলেন

মাড়বার। যা'ই বল—সম্রাট মহৎ।

চান্দেরী। হাঁ, শত্রুকে ক্ষমা করেন।

গোয়ালীয়র। মার্জ্জনা চাহেন।

মাড়বার। হিন্দুরাজপুতগণকে শ্রদ্ধা করেন।

চান্দেরী। এ কথা মানসিংহ সত্য বলেছেন যে সম্রাট জেতা বিজেতার মধ্যে প্রভেদ রাখেন না!

মাড়বার। আর হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষপাতী।

গোয়ালীয়র। আর সত্য সত্যই হিন্দুর স্বাধীন হবার শক্তি নাই।

মাড়বার। বাতুলের স্বপ্ন।

[সকলে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল রাত্রি।

রাজপথ আলোকিত। দূরে যন্ত্রসঙ্গীত। নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন। বহু সিপাহী রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এক পার্শ্বে কয়েকজন দর্শক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল

১ দর্শক। সোজা হয়ে দাঁড়ান [ধাক্কা]

২ দর্শক। আহা ঠেলা দাও কেন বাপু?

৩ দর্শক। এই চুপ, চুপ—সমারোহ আস্‌তে দেরী নেই বড়!

৪ দর্শক। এলে বাঁচি; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল।

৫ দর্শক। যুবরাজের বিয়ে হচ্ছে মানসিংহের মেয়ের সঙ্গে ত?

১ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।

২ দর্শক। আরে দূর তা কখন হয়! মহারাজের মেয়ের সঙ্গে।

৩ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।—আমি জানি ঠিক।

২ দর্শক। তবে এ কি রকম বিয়ে হোল? এ ত হ'তে পারে না।

১ দর্শক। কেন? বলি, হতে পারে না যে বল্লে—কেন?

২ দর্শক। সেলিমের ঠাকুর্দ্দা হুমায়ুন বিয়ে কর্ল্লে ভগবানদাসের এক মেয়েকে আবার সেলিম বিয়ে কর্ল্লে আর এক মেয়েকে।

১ দর্শক। তা হোলই বা। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি?

২ দর্শক। আর সেলিমের বাপ বিয়ে কর্ল্লে ভগবানের বোনকে?

৪ দর্শক। সম্পর্কে ত বাধছে না। বাপ বিয়ে কর্ল্লে ভগবানের বোনকে, আর ঠাকুর্দ্দা আর নাতি ভগবানের মেয়ে দুটোকে ভাগ করে নিলে।

৫ দর্শক। সুতোটা ভগবানদাসের চারিদিকেই জড়াচ্ছে।

১ দর্শক। ভাগ্যবান পুরুষ—ভগবান।

৩ দর্শক। হাঁ, এই—দশ চক্রে ভগবান ভূত—রকম আর কি।

২ দর্শক। মহারাজ মানসিংহ কিন্তু ভারি চাল চেলেছে।

৫ দর্শক। কিসে?

২ দর্শক। একেবারে এক দৌড়ে কুমার সেলিমের শালা।

৩ দর্শক। ভাগ্যির কথা বটে—সেলিমের শালা হওয়া ভাগ্যির কথা।

৫ দর্শক। ভাগ্যির কথা কিসে?

৩ দর্শক। আরে প্রথমে দেখ, শালা হওয়াই ভাগ্যি। তার উপরে সেলিমের শালা। শালা বলে' শালা।—আহা আমি যদি শালা হতাম!

৫ দর্শক। কি করিব বল। ললাটের লিখন—

৩ দর্শক। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল রে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। এতেই পূর্ব্বজন্ম মান্‌তে হয়।

৫ দর্শক। মান্‌তে হয় বৈকি।

৩ দর্শক। শালা বলে' শালা!—সম্রাটের ছেলের শালা।

১ দর্শক। আচ্ছা, যুবরাজ সেলিমের এইটে নিয়ে কটা বিয়ে হোল?

২ দর্শক। একশ'র ওপর হবে।

৩ দর্শক। তা হবে বৈকি। আমরা ত মাসে একটা ক'রে বিয়ে দেখে আস্‌ছি।

৪ দর্শক। আহা যা'র এতগুলি স্ত্রী, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ!

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ কিসে?

৪ দর্শক। ভাগ্যবান্ নয়? বস্‌তে, শুতে, উঠতে, নাইতে, খেতে, যেতে,—সব সময়েই একটা মুখ দেখছে। যেন গোলাপ ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি।

১ দর্শক। ঐ সমারোহ আস্‌ছে যে। আরে সোজা হয়ে দাঁড়া না।

২ দর্শক। ওহে রামসিংহ। তোমার মাথাটা অভ্র নয়!

৩ দর্শক। মাথাটাকে বাড়ী রেখে আস্‌তে পারো নি?

৪ দর্শক। চুপ চুপ। সমারোহ এসে পড়েছে—

বিবাহ সমারোহ আসিল। এই সমারোহের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তাহা সম্রাটের পুত্রের বিবাহের উপযোগী সমারোহই হইয়াছিল

দর্শক। ঐ সম্রাট রে, ঐ সম্রাট।

৩ দর্শক। আর ঐ বুঝি মেয়ের বাপ মানসিংহ।

২ দর্শক। না রে, মেয়ের ভাই—এতক্ষণ ধরে' মুখস্থ কর্ল্লি, ভুলে গিয়েছিস্ এরি মধ্যে!

৪ দর্শক। সম্রাটের মত সম্রাট বটে।

৫ দর্শক। মানসিংহের মত মানসিংহ বটে।

১ দর্শক। ঐ নর্ত্তকীর দল রে, নর্ত্তকীর দল।

২ দর্শক। বাঃ বাঃ নাচ্‌ছে দেখ। নর্ত্তকী বটে।

৪ দর্শক। রাস্তায় নাচছে!

৩ দর্শক। নাচ্‌লোই বা—ও যে ময়ূর-পঙ্খী।

৫ দর্শক। বা, বেড়ে নাচছে কিন্তু—চল্।

দর্শক। চল্ চল্, বর বেরিয়ে গেল।

দর্শক। আহা আমি যদি এ সময়ে সেলিম হতাম!

৩ দর্শক। বিয়ের বর দেখ্‌লে সকলেরই হিংসা হয়।

২ দর্শক। তা হবে না। কেমন হাওদা চড়ে' যাচ্ছে। বাদ্য বাজছে, লোকজন সঙ্গে যাচ্ছে। বর ঘোড়ার ঘাস কাটলেও, সেদিন তার এক দিন। অমন দিন আর আসে না—

নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ হইল। পথে বিরাট কোলাহল উত্থিত হইল। পরে আবার বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল

১ দর্শক। এত কোলাহল কিসের?

ব্যক্তিত্রয় শশব্যস্তে প্রবেশ করিল

২ দর্শক। কি হে, ব্যাপার কি?

১ ব্যক্তি। গুরুতর।

১ দর্শক। কি রকম?

২ ব্যক্তি। এক পাগল, সেলিমের তিনটে বাহককে কেটে ফেল্লে।

৩ দর্শক। সে কি!

৩ ব্যক্তি। তার পর সেলিম মাটিতে পড়ে' গেলে, তাকে তিন লাথি।

২ দর্শক। বলিস্ কি!

১ ব্যক্তি। তারপর, তাকে ধর্ত্তে লোক ছুটলো; তাদের মার্ল্লে না; তরোয়াল ফেলে, এমনি করে' পিস্তল নিয়ে নিজের মাথা উড়িয়ে দিলে।

২ দর্শক। কে সে?

৩ ব্যক্তি। এক পাগল।

২ ব্যক্তি। পাগল না রে।—রাণা প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ।

২ দর্শক। চিন্‌লে কেমন কোরে।

২ ব্যক্তি। দুই লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লে যে, "আমি শক্তসিংহ, সেলিম এই তোমার পদাঘাত—আর এই তার সুদ।"—বলে আর দুই লাথি।

১ দর্শক। বটে। বেটার সাহস কম নয় ত!

২ দর্শক। মরে গিয়েছে?

১ ব্যক্তি। ঢাউস হয়ে গিয়েছে।

৩ ব্যক্তি। দেখা যাক্, তাকে পোড়ায় কি গোর দেয়।

[সকলে মিলিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত-সর্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ করছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা! আমি হতভাগ্য, দুর্ব্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে আর আক্রমণ কর্ব্বেন না। শেষে মরবার আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ। রাণা!

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মরবার আগে আমার চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নেই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন

"ক্ষতি কি।"

সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহের পর্য্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"বাঁচবার কোনও আশা নাই?"

কবিরাজ। কোন আশা নাই।

গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন

প্রতাপ শয্যায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অদূরে চিতোর দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন

"ঐ সেই চিতোর! ঐ সেই দুর্জ্জয় দুর্গ যা' একদিন রাজপুতের ছিল; আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমরসিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যা'তে কাগার-নদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও তার পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন!—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখ্‌ছি।—ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার কর্ব্ব ভেবেছিলাম! কিন্তু পার্ল্লাম না। কার্য্য প্রায় সমাধা করে' এনেছিলাম; কিন্তু তার পূর্ব্বেই দিবা অবসান হোল! কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়েও যায়! কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউর পর ঢেউ আসে, আবার দিন আসে, আবার রাত্রি আসে; এইরূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ!—কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ। চিন্তা থাক্‌ত না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পার্ত্তাম। কিন্তু—ওঃ—

এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রতাপ। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দসিংহ! যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা?

প্রতাপ। আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুত্র অমরসিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে স'পে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই রাণা!

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দসিংহ! অমর বিলাসী; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে, আর

মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাপ্পার নামে অঙ্গীকার কচ্ছি তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। তবে এখন আমি কতক সুখে মর্ত্তে পারি।—[পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন]—অমরসিংহ কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়!—কেঁদ না বৎস! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না' আমি তোমাকে তাঁদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যারা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্ব্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে' আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তারা তোমাকে ত্যাগ কর্ব্বে না। তারা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার-রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পার্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্ব্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে পারো।—আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি—[অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন] যার সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বলব পুত্র! যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও। —এই আমার আশীর্ব্বাদ লও।

অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন

জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমরসিংহ!—কোথায় তুমি। —এস—প্রাণাধিক! আরো—কাছে এস।—তবে —যাই—যাই—লক্ষ্মী! এই যে আস্‌ছি!

কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন

"রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।"

গোবিন্দ। পুরুষোত্তম! মেবার সূর্য্য!—প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে!

বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন

রাজপুত সর্দ্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল

পৃথ্বী। যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্ত্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে, চিরদিন অঙ্কিত থাকবে; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে; আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাক্‌বে।

যবনিকা পতন

দুর্গাদাস

পুরুষ-চরিত্র

ঔরংজীব (ভারতসম্রাট)। রাজসিংহ (মেবারের রাণা)। শ্যামসিংহ (বিকানীর-পতি)। শম্ভুজি (মারাঠাধিপতি)। দুর্গাদাস (মাড়বারের সেনাপতি)। দিলীর খাঁ, তাহবর খাঁ (মোগল সেনাপতিদ্বয়)। মৌজাম, আজীম, আকবর, কামবক্স (ঔরংজীবের পুত্র চতুষ্টয়)। ভীমসিংহ, জয়সিংহ, (রাজসিংহের পুত্রদ্বয়)। সমরসিংহ (সোনিং) (দুর্গাদাসের ভ্রাতা)। অজিতসিংহ (যশোবন্তসিংহের পুত্র)। কাশিম (জনৈক মুসলমান)।

স্ত্রী-চরিত্র

গুলনেয়ার (ঔরংজীবের সম্রাজ্ঞী)। মহামায়া (যশোবন্তের বিধবা পত্নী)। রমা (শম্ভুজীর স্ত্রী)। কমলা, সরস্বতী (জয়সিংহের পত্নীদ্বয়)। রাজিয়া উৎ-উন্নিসা (আকবরের দুহিতা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদভবনে সম্রাটের দরবারকক্ষ। কাল—প্রহরাধিক প্রভাত।

সিংহাসনে ভারতসম্রাট্ ঔরংজীব উপবিষ্ট ছিলেন। বামপার্শ্বে বিকানীরের মহারাজ শ্যামসিংহ আসীন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে তাঁহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ এবং দুইজন প্রহরী নিবিষ্ট-ভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস ও তাঁহার ভ্রাতা সমরসিংহ দণ্ডায়মান

ঔরংজীব। দুর্গাদাস! যশোবন্তসিংহের মৃত্যু মোগলসাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য!

দুর্গাদাস। জাঁহাপনা! সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য, রাজাজ্ঞা পালনের জন্য মরা প্রত্যেক প্রজার গৌরবের বিষয়।

ঔরংজীব। তুমি উচিত কথা বল্‌ছো, দুর্গাদাস! যশোবন্তসিংহ ভিন্ন আর কে সেই দুর্জ্জয় বিদ্রোহী [illegible] দমন ক'র্ত্তে পার্ত্ত? তাঁর কাছে যে আমি কতদূর ঋণী—সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না—[শ্যামসিংহকে] কি বলেন, মহারাজ?

শ্যাম। নিঃসন্দেহ।

সমর। কেন? জাঁহাপনা ত সে ঋণ যশোবন্তসিংহের পুত্র পৃথ্বীসিংহের প্রাণ সংহার ক'রে পরিশোধ করে'ছেন!

ঔরংজীব। আমি তার প্রাণ সংহার ক'রেছি! যুবক! তুমি কি বল্‌ছো, তুমি জান না। আমি তার প্রাণ সংহার করে'ছি! আমি পৃথ্বীসিংহকে নিজের পুত্রের ন্যায় ভালবাস-তাম। আমি তাকে স্বহস্তে সম্মান-পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়েছিলাম।

সমর। সম্রাট্! সেই অবোধ বালকও তাই ভেবেছিল। কিন্তু সে সম্মান-পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত, তা' সরল বেচারী পৃথ্বীসিংহ জান্‌ত না!

শ্যামসিংহ। যুবক! তুমি কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছ—জানো?

সমর। জানি, মহারাজ বিকানীর! আপ-নার প্রভুর সঙ্গে—আমার নয়।

ঔরংজীব একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে এরূপ দোষারোপে তিনি কোনকালে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—

—"কে বলে যে সম্মান-পরিচ্ছদ বিষাক্ত?"

দুর্গা। না, জাঁহাপনা! তার কোন প্রমাণ নাই। সে সম্মান-পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত, তা' সাধারণের অনুমান মাত্র।

সমর। [সক্রোধে] অনুমান। তার পর-দণ্ডেই বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে দারুণ যন্ত্রণায় বেচারীর মৃত্যু হয়। আমি কি সে মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিনি?—অনুমান! তবে যশোবন্ত-সিংহকে আফগানিস্থানে পাঠিয়ে হত্যা করাও অনুমান! আর আজ তাঁর রাণী আর পুত্রকে দিল্লীতে অবরোধ করাও অনুমান! তবে তুমি অনুমান; আমি অনুমান; সম্রাট ঔরংজীব অনুমান; মোগল-সাম্রাজ্য অনুমান; এ নিখিল

বিশ্ব অনুমান। এ অনুমান নয়, দুর্গাদাস'—এ ধ্রুব, স্থূল, প্রত্যক্ষ।

দুর্গা। ক্ষান্ত হও, দাদা—মনে কর, কি প্রতিজ্ঞা—করে' এসেছিলে।

সমর। আচ্ছা! এই চুপ কর্ল্লাম! কিন্তু এক কথা বলে' রাখি, জনাব! মনে ভাব্‌বেন না যে, আমরা একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিছুই বুঝি না! কিছু কিছু বুঝি।

দুর্গা। রাজাধিরাজ! আমার উগ্র ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন।—জাঁহাপনা, আমরা আজ এক বিনীত প্রার্থনা সম্রাট্‌পদে নিবেদন ক'র্ত্তে এসেছি।

ঔরং। উত্তম! নিবেদন কর।

শ্যাম। বল, দুর্গাদাস! ভয় কি? সম্রাট্ উদার। তিনি তোমার ভাইয়ের উগ্র ব্যবহার ক্ষমা করে'ছেন। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।

দুর্গা। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, যোধপুরের মহারাণী তাঁর শিশু পুত্র-কন্যাদের নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে চান। সে সম্বন্ধে সম্রাটের অনুমতি ভিক্ষা করি।

ঔরং। আমার অনুমতির প্রয়োজন?

দুর্গা। জাঁহাপনার অনুমতির প্রয়োজন কি, তা' আমিও জানি না। কিন্তু মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ—তাহবর খাঁ—সম্রাটের বিনা অনুমতিতে তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইছেন না।

ঔরংজীব তাহবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য তাহবর খাঁ?"

তাহবর। জাঁহাপনার সেইরূপ আজ্ঞা বলে'ই জেনেছিলাম।

ঔরং। ও—হাঁ, আমি বলে'ছিলাম বটে যে যশোবন্তসিংহের পরিবারকে তাঁদের দিল্লী হ'তে যাবার পূর্ব্বে আমি পুরস্কৃত কর্ত্তে চাই। যে অনুগ্রহ মহারাজ যশোবন্তসিংহের প্রতি দেখাতে কার্পণ্য করি নাই, সে অনুগ্রহ মহারাজ হ'তে তাঁর পরিবারবর্গকে বঞ্চিত কর্ব্ব না—কি বলেন মহারাজ?

শ্যাম। সম্রাটের চিরদিনই এই যশোবন্ত-সিংহের পরিবারের প্রতি অসীম অনুগ্রহ।

সমর। সম্রাট্!—আমি না বলে' থাক্‌তে পাচ্ছি না, দুর্গাদাস—সম্রাট্! অনুগ্রহ ক'র্ব্বেন না, এইটুকু অনুগ্রহ করুন। আপনাদের ভ্রূকুঞ্চন দেখে বড় ভীত হই না, কারণ, সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু হাসি দেখে বড় ভয় পাই, জনাব! কারণ, সেটা বুঝ্‌তে পারি না।—সোজা ভাষায় বলুন যে, যশোবন্তসিংহের প্রতি প্রতিহিংসা চান, তাঁকে যেমন বধ করে'-ছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীসিংকে যেরূপ বধ করে'ছেন, সেইরূপ তাঁর রাণী আর কনিষ্ঠ পুত্রকে বধ ক'র্ব্বেন। বলুন, সোজা ভাষায় যে, যশোবন্তসিংহের কুলের কাউকে রাখ্‌বেন না।—বলুন—আমরা বুঝ্‌তে পার্ব্ব। কেবল অনুগ্রহ ক'র্ব্বেন না জনাব, এই ভিক্ষা চাই। আপনাদের শত্রুতার চেয়ে বন্ধুত্ব ভয়ঙ্কর!

দুর্গা। দাদা! তুমি কি আমার প্রার্থনা ব্যর্থ ক'র্ত্তে এসেছো?—তুমি ফিরে যাও।

সমর। যাচ্ছি, দুর্গাদাস। আর এক কথা—একটি কথা মাত্র। মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধা করি। কারণ, মহাশয় আকবরের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয় খাঁটি মুসলমান—সরল গোঁয়ার ধার্ম্মিক মুসলমান। সম্রাট্ তাঁর মত বিবাহচ্ছলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না। সোজা পরিষ্কার শাণিত সনাতন মুসলমান প্রথায় স্বধর্ম্ম প্রচার করেন।—করুন, তা'তে ডরাই না। তবে অনুগ্রহ কর্ব্বেন না। যা অনুগ্রহ করে'ছেন, যথেষ্ট! তাতে এখনো জর্জ্জরিত হ'য়ে আছি। আর অনুগ্রহ ক'র্ব্বেন না। দোহাই—

[প্রস্থান।

তাহবর খাঁ তাঁহাকে রোধ করিতে যাইলে ঔরংজীব নিষেধ করিলেন।

ঔরং। দুর্গাদাস! তোমার খাতিরে তোমার উগ্র ভাইকে ক্ষমা ক'র্লাম। কিন্তু তোমার ভাই একটি কথা সত্য বলে'ছেন যে, আমি ভণ্ড নহি। আমি অন্তরে বাহিরে মুসলমান। এই সনাতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার কর্ব্বার জন্য এই রাজ্যভার নিইছি! রাজ্যভার গ্রহণ কর্ব্বার পূর্ব্বে যা'ই করে' থাকি—রাজ্যভার গ্রহণ করে' অবধি এই ধর্ম্মের ফকিরী কর্চ্ছি।

দুর্গা। তা সম্পূর্ণ মানি, জাঁহাপনা!—তার পরেও যদি আপনি কখন শাঠ্য ক'রে থাকেন, সে শঠের প্রতি। তা' গর্হিত

হয় নি।—উদার না হ'তে পারে, অনুচিত হয় নি।

ঔরং। স্বীকার কর?

দুর্গা। করি! কিন্তু জাঁহাপনা! মহারাজ যশোবন্তসিংহ যদি ভ্রমবশে কখন আপনার প্রতিকূল আচরণ করে' থাকেন, তাঁর বিধবা পত্নী ও নিরীহ সন্তান সম্রাটের প্রতিহিংসার পাত্র নয়। তারা কোন অপরাধ করে নি।

ঔরং। দুর্গাদাস! আমি তাঁদের পীড়ন কর্ত্তে চাই না। পুরস্কৃত ক'র্ত্তে চাই।

শ্যাম। সম্রাট্ তাঁদের পুরস্কৃত ক'র্ত্তে চান, দুর্গাদাস।

দুর্গা। সম্রাটের ইচ্ছায়ই মহারাণী পুরস্কৃত হয়েছেন।—এখন অনুমতি দিন।

সম্রাট্ মহারাজ বিকানীরকে কহিলেন—"মহারাজ, এখন আপনি আমার নিভৃত কক্ষে অপেক্ষা করুন গিয়ে। আমি আস্‌ছি।"

শ্যামসিংহ চলিয়া গেলে ঔরংজীব দুর্গাদাসকে কহিলেন—"দুর্গাদাস! তুমি দেখ্‌ছি শুদ্ধ প্রভুভক্ত ভৃত্য নও; তুমি চতুর রাজনৈতিক। তোমার সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। শোন তবে সত্য কথা! আমি যশোবন্তসিংহের রাণীকে আর তাঁর সন্তানকে চাই।

দুর্গা। জাঁহাপনা! তা' পূর্ব্বেই জানি। কিন্তু কারণ কি জানি না। মহারাণী নারী, আর যশোবন্তের পুত্র সদ্যোজাত শিশু। তাঁদের নিয়ে সম্রাটের কি প্রয়োজন হ'তে পারে?

ঔরং। দুর্গাদাস! ভারতসম্রাট্ তাঁর প্রত্যেক প্রজার কাছে প্রত্যেক কার্য্যের প্রয়োজন ব্যক্ত ক'র্ত্তে বাধ্য নহেন বোধ হয়।

দুর্গাদাস ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন—"তবে জাঁহাপনা, আমার যাচ্ঞা নিষ্ফল?"

ঔরং। সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

দুর্গা। তবে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।

ঔরং। তুমি যশোবন্তের রাণীকে আমার হাতে সমর্পণ ক'র্ত্তে প্রস্তুত নও?

দুর্গা। প্রাণ থাক্‌তে নয়।

ঔরং। শোন, দুর্গাদাস। তুমি যশোবন্তের রাণীকে আর তার সন্তানকে আমার হাতে দাও। প্রচুর পুরস্কার দিব।

দুর্গাদাস হাসিয়া কহিলেন—"সম্রাট—আমি সে শ্রেণীর লোকের একটু উপরে। দুর্গাদাস জীবনে কর্ত্তব্য মাত্র চেনে। দুর্গাদাস জীবিত থাক্‌তে কারো সাধ্য নাই যে, তার মৃত প্রভু যশোবন্তসিংহের পরিবারস্থ কাহারো গায়ে কেহ হস্তক্ষেপ করে।—তবে আসি জাঁহাপনা! আদাব!"

ঔরং। দাঁড়াও।—দুর্গাদাস জীবিত থাকতে তা' সম্ভব না হ'তে পারে। কিন্তু দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর তা' ত সম্ভব। তাহবর খাঁ—বন্দী কর।

তাহবর অগ্রসর হইলে দুর্গাদাস সহসা তরবারি খুলিয়া কহিলেন—"খবর্দ্দার!—এর জন্যও প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি, সম্রাট্"—এই বলিয়া দুর্গাদাস কটিবিলম্বিত তুরী তুলিয়া বাজাইলেন।

মুহূর্ত্তে পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি নগ্ন তরবারি হস্তে দরবার কক্ষে প্রবেশ করিল

দুর্গা। এই পাঁচজন দেখছেন সম্রাট্!—আর এক তুরীধ্বনিতে পাঁচ শ' সৈনিক দরবার-কক্ষে প্রবেশ কর্ব্বে—বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

ঔরং। যাও!

[সৈনিকসহ দুর্গাদাস চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন—"দুর্গাদাস! জান্তাম তুমি প্রভুভক্ত চতুর সাহসী, বীর! কিন্তু তোমার যে এতদূর স্পর্দ্ধা হবে তা' ভাবি নি।" তিনি পরে তাহবরকে ডাকিলেন—"তাহবর খাঁ!"

তাহবর। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। সেনাপতি দিলীর খাঁকে বল যে, আমার হুকুম—সেনাপতি এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যশোবন্তের গৃহ অবরোধ করেন। যাও!

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ—অন্তঃপুরে সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ারের বসিবার কক্ষ।
কাল—দ্বিপ্রহর।

সম্রাজ্ঞী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন

সম্রাজ্ঞী। যোধপুরমহিষী! তুমি একদিন গর্ব্বিত হ'য়ে আমাকে ক্রীতদাসী যবনী সম্রাজ্ঞী বলে' ডেকেছিলে। সে গর্ব্ব চূর্ণ করেছি কি না? তোমার স্বামীকে কাবুলে

পাঠিয়ে হত্যা করিইছি; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিইছি; তোমার সম্মুখে তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে হত্যা ক'র্ব্ব। তোমাকে আমার পাদোদক খাওয়াবো। পরে তোমায় মৃত্তিকায় জীবন্তে প্রোথিত কর্ব্ব। জেনো, যোধপুররাণী! যে এই ক্রীতদাসী যবনী সম্রাজ্ঞীই আজ এই সুবিস্তীর্ণ মোগল-সাম্রাজ্য শাসন ক'চ্ছে।—ঔরংজীব? ঔরংজীব ত আমার এই তর্জ্জনীসংলগ্নরশ্মিসঞ্চালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকা। লোকে জানে অন্যরূপ। সে লোকের মূঢ়তার পরাকাষ্ঠা। নহিলে এই যশোবন্তের রাণী আর তার সদ্যোজাত শিশুকে ঔরংজীবের কি প্রয়োজন? এ কথা একবার লোকে নিজেকে জিজ্ঞাসাও করে না।

এই সময়ে ঔরংজীব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

গুল। কে! সম্রাট্? বন্দিগি জাঁহাপনা!

ঔরং। গুলনেয়ার, তুমি এখানে একা?

গুল। এই যে যোধপুরের রাণীর অপেক্ষা ক'চ্ছি।—কোথায় সে?

ঔরং। এখনো ধরা পড়েনি।

গুল। পড়েনি?

ঔরং। না!—দুর্গাদাস তাকে দিতে অস্বীকৃত হ'য়ে ফিরে গিয়েছে।

গুল। জীবিতাবস্থায়?

ঔরং। হাঁ—তার সঙ্গে সৈন্য ছিল।

গুল। আর মোগল-সাম্রাজ্যে কি সৈন্য নাই —ধিক্!

ঔরং। প্রিয়তমে—

গুল। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না, সম্রাট্! আমি আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যোধপুর-মহিষীকে চাই।

ঔরং। গুলনেয়ার! আমি মহারাণীর আবাসগৃহ অবরোধ ক'র্ত্তে দিলীর খাঁকে পাঠিয়েছি।

গুল। আচ্ছা! সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাকে চাই। মনে থাকে যেন।

[এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব যাইতে যাইতে কহিলেন—"কি অদ্ভুত স্পর্দ্ধা এই দুর্গাদাসের! এখনো তাই ভাব্‌ছি।—আমার সম্মুখে দরবার-কক্ষে তরবারি খুলে নেমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে' গেল!—এরূপ সাহস পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই;—তার প্রভু যশোবন্তসিংহেরও না।"—

[এই বলিয়া সম্রাট্ ধীরে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর বহির্ব্বাটী।
কাল—অপরাহ্ণ।

দিলীর খাঁ বর্ম্ম পরিতেছিলেন; সম্মুখে তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ দাঁড়াইয়া ছিলেন

দিলীর খাঁ। কি বল্‌ছো খাঁ সাহেব? রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস সম্রাটের নাকের কাছ দিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে চলে' গেল?

তাহবর। তা' গেল বৈ কি!

দিলীর। আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে?

তাহবর। তা' দেখলাম বৈকি!

দিলীর। সোজা হ'য়ে?

তাহবর। যতদূর সম্ভব।

দিলীর। যতদূর সম্ভব কি রকম?

তাহবর। এই তার তরোয়ালখানা নাকের উপর দিয়ে ঘুর্লো কি না—

দিলীর। ঘুর্লো না কি?

তাহবর। ঘুর্লো বলে' ঘুর্লো!—বেশ একটু ঘুর্লো!

দিলীর। তাই তুমি বুঝি একটু কাৎ হ'লে?

তাহবর। হ'লাম বলে' হ'লাম! আমি ব'লেই কাৎ হ'লাম! আর কেউ হ'লে চিৎ হ'তেন।

দিলীর। নিজের তরোয়ালখানা বের কর্লে না কেন?

তাহবর। ফুর্সৎ পেলাম কৈ?

দিলীর। ফুর্সৎ পেলে না বুঝি?

তাহবর। আরে! সে বেটা এমনি হঠাৎ তরোয়াল বের কর্লে যে, কোন ভদ্রলোকে সে রকম করে না। তার পর সে চলে' গেলে—

দিলীর। তখন তরোয়াল বের কর্লে বুঝি?

তাহবর। তখন আর বের করে' কি কর্ব্ব?

দিলীর। তবে সে চলে' গেলে কি ক'র্লে?

তাহবর। নাকে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম—নাকটা আছে কি না!

দিলীর। সন্দেহ হ'ল বুঝি?

তাহবর। একটু হ'ল বৈ কি! বেটা এমন ধাঁ করে' তরোয়াল ঘুরাল যে, তাতে তা'র সঙ্গে নাকের খানিকটা যাওয়া আশ্চর্য্য কি?

দিলীর। [সস্মিত মুখে] নূতন রকম ব্যাপার বটে! লোকটাকে দেখ্‌তে হ'চ্ছে ত!

তাহবর। তাকে দেখ্‌বার জন্যই ত সম্রাট্‌ তোমাকে ডেকেছেন। নাও, তোমার যে বর্ম্ম পরা শেষই হয় না।

দিলীর। আরে রোস! দুপুর বেলায় কোথায় একটু বিশ্রাম কর্ব্ব, না, ছোট এখন সৈন্য নিয়ে একটা উন্মাদের পেছুনে। এ সামান্য কাজটা তুমি কর্ত্তে পার্ত্তে না?

তাহবর। না! তার সঙ্গে সমধিক পরিচয় কর্ব্বার আমার ইচ্ছা নাই!—তার উপরে—

দিলীর। তার উপরে?

তাহবর। তার উপরে এই রাজপুত জাতটার উপর আমার কেমন একটা অভক্তি আছে। তারা যুদ্ধ কর্ত্তেই জানে না।

দিলীর। কি রকম?

তাহবর। আরে! তা'রা যুদ্ধ করে—কোন প্রথা মেনে করে না। ফস্‌ করে' তরোয়াল বের কোরেই কোপ্‌। নিজের মাথার দিকে লক্ষ্য নেই। তার নজর দেখ্‌ছি বরাবর আমার এই মাথাটার উপরে। এ রকম বেকুবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে আছে?

দিলীর। নজর বুঝি তোমার মাথার উপরে?

তাহবর। হাঁ—আরে নিজের মাথা বাঁচিয়ে যুদ্ধ কর্‌—না ধপাধপ্‌ কোপ দিচ্ছে! যেন শত্রুগুলোকে কচুবন পেয়েছে।

দিলীর। রাজপুত সৈন্য কত?

তাহবর। আড়াইশ' হবে।

দিলীর। যাও, তাহবর! পাঁচ হাজার মোগলসৈন্য তৈয়ের হ'তে আজ্ঞা দাও! যা'রা প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ করে, তা'রা ভয়ঙ্কর জাত; তাদের সঙ্গে ভেবে-চিন্তে যুদ্ধ ক'র্ত্তে হয়। পাঁচ হাজার মোগল অশ্বারোহী—বুঝ্‌লে?—যাও।

তাহবর চলিয়া গেলে দিলীর নিজমনে কহিলেন—"অসমসাহসিক এই রাজপুত জাতি!—কিন্তু সম্রাটের এ আদেশের অর্থ বুঝি না। তিনি যশোবন্তসিংহকে বধ করিয়েছেন, কেননা তাকে ভয় কর্ত্তেন! কিন্তু তার পরিবারবর্গের প্রতি আক্রোশ কেন?—যাই, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বিদায় নিয়ে আসি! ফিরে এসে বিদায় নেবার অবসর যদি নাই পাই। আগে নিয়ে রাখা ভাল।"—

[এই বলিয়া দিলীর অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের রাণা রাজসিংহের অন্তর্বাটী।
কাল—অপরাহ্ণ।

রাজকুমার জয়সিংহের নবোঢ়া দ্বিতীয়া স্ত্রী—কমলা একাকিনী দাঁড়াইয়াছিলেন

কমলা। কেমন তোমাকে পেঁচের মধ্যে ফেলেছি, স্বামী! ঘোরো এখন! দিদি অবাক হয়ে গিয়েছে! এত অল্পদিনের মধ্যে এসে আর একজন তার মুখের গ্রাস খপ্‌ কোরে' কেড়ে নিলে গা! কি দুঃখ!—হাঃ হাঃ হাঃ—মন্ত্র জানি দিদি, মন্ত্র জানি! খুব হয়েছে! এমন একটা স্বামীর মত স্বামী, রাণা রাজসিংহের পুত্র;—এমন একটা স্বামী লুকিয়ে একা একা ভোগ ক'র্ব্বে ঠিক করে'-ছিলে দিদি! লজ্জাও করে না!—রাণার এই পুত্রই ত মেবারের রাণা হবে! আর তুমি একা রাণী হবে মনে করে'ছিলে! তা' হ'চ্ছে না দিদি! কেমন চিলের মত ছোঁ মেরে খপ্‌ করে' কেড়ে নিইছি!—কেমন! রাণী হবে? হও! —আর ভীমসিংহ! তুমি রাজা হবে? হ'লে আর কি! রাণী নিজ হাতে আমার স্বামীর হাতে রাজবন্ধনী বেঁধে দিয়েছিলেন, জানো? বলি ও ভাসুর! তার খবর রাখ কি? তার উপরে আমার স্বামীই ত রাণার প্রিয়পাত্র। ক'র্ব্বে কি ভীমসিংহ!—দুই ভায়ে খুব ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছি! ভীমসিংহ এখন থেকেই যাক্‌, দূর হোক্‌! এমনি কল পেতেছি বাবা! —প'ড়তেই হবে। তার পর শ্রীজয়সিংহ মেবারের রাজা, আর শ্রীমতী কমলা দেবী মেবারের রাণী;—আর তুমি দিদি—সরে' পড় —দিদি!—সরে' পড়!

চীৎকার করিতে করিতে জনৈক ধাত্রী কক্ষে প্রবেশ করিলেন

ধাত্রী। ওরে বাবা রে!

কমলা। কি হয়েছে?

ধাত্রী। ওরে বাপ! একেবারে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড রে—ওরে কি হবে রে!

কমলা। মর্! বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আরে একেবারে দক্ষিযজ্ঞি! ওরে বাবা! এমন কাণ্ড কেউ দেখিনি গো—একেবারে নিশুম্ভ বধ!

কমলা। বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আর হয়েছে কি—ওরে—একেবারে লঙ্কাকাণ্ড রে!

কমলা। বল্ না, কি হয়েছে?

ধাত্রী। তবে শুন্‌বা!—ঐ ছোট রাজপুত্তুর—ঐ যে জয়সিংহ—তোমার সোয়ামী গো।

কমলা। হাঁ—কি করেছে?

ধাত্রী। সে ঐ যে বড় রাজপুত্তুর ভীমসিং—তার পায়ে তরোয়াল খুলে এক কোপ—ওরে একেবারে রক্তগঙ্গা ভগীরথ রে!

কমলা। এ্যাঁ! তার পর?

ধাত্রী। তার পর আবার কি?—বড় রাজপুত্তুর ভীমসিং ঐ ছোট রাজপুত্তুর জয়সিং-এর গলা টিপে ধ'রেছে, এমন সময় রাণা এসে হাজির। এসে বড় রাজপুত্তুরকে কি বকুনিটাই বক্'লে গা—একেবারে সাত কাণ্ড রামায়ণ, ন ভূতি ন ভবিষ্যাতি শুনিয়ে দিলে। ভীমসিংহের মুখে রা-টি নেই। চুপ করে' বেরিয়ে এলো! মুখখানি চুণ করে' চলে' গেল।

কমলা। বেশ হয়েছে।

ধাত্রী। ওমা, সে কথা বোলো না! বড় ছেলে বড় ভাল গো, বড় ভালো! দেশশুদ্ধ লোক তাকে ভালো বলে! আর ছোট ছেলেও ত ছেলে ভালো! মুই ত তাকে হাতে করে' মানুষ করে'ছি—যত গোল পাকালি ত এ সংসারে এসে তুই সর্ব্বনাশী!

কমলা। চুপ্ হারামজাদী!

ধাত্রী। "ওরে বাবা! একেবারে তাড়কা রাক্ষসী রে!"—বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

কমলা। কি! এতদূর গড়িয়েছে? এতদূর গড়াবে তা' ভাবিনি! তা' মন্দই কি! দিন থাক্‌তেই মীমাংসা হ'য়ে যাক্ না।

[এই সময়ে তাঁহার সপত্নী সরস্বতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

সরস্বতী। এই যে কমলা—কমলা! এই কি তোমার উচিৎ কাজ হ'চ্ছে? জানো আজ কি হয়েছে?

কমলা। জানি। তবে আমার কি উচিৎ কাজ হ'চ্ছে না দিদি?

সর। স্বামীকে ক্রমাগত তাঁর বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা?

কমলা। কে ক'চ্ছে?

সর। তুমি।

কমলা। মিথ্যা কথা! ভাসুরই ত ঝগড়া বাধান—তাঁর লক্ষ্য চিরকাল দেখ্‌ছি এই মেবারের সিংহাসনের দিকে। এ ত তাঁর দোষ।

সর। তিনি এ রাজ্য চান না, কমলা! আমি বেশ জানি।—আর যদিই বা চান!—তিনি ত বড় ভাই!

কমলা। হাঁ, ঘণ্টাখানেকের বড় বটে! রাণা নিজে স্বামীর হাতে তাঁর জন্মাবার সময় হল্‌দে সুতো বেঁধে দেন নি?—ঐ নিয়েই ত ঝগড়া।

সর। যদি তা'ই হয়—আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি বোন্, যাতে সে বিরোধ ভ্রাতৃস্নেহে পরিণত হয়, যাতে সে কালো মেঘ বিদ্যুৎ উদ্গার না করে' জল হ'য়ে নেমে যায়, যাতে সে বহ্নি দাহ না করে' দুইটি হৃদয়কে যুক্ত করে?

কমলা। সে কথা আমি তোমার সঙ্গে বিচার কর্ত্তে চাই না। আমার স্বামীর বিষয় আমি বুঝ্‌বো।

সর। বোন্! তিনি তোমারই স্বামী, আমার কি কেউ ন'ন?

কমলা। "তবে তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলো। আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্ত্তে আসো কেন?"—বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সর। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বোল্‌বো! হা কপাল!—এক দিন ছিল, যখন তিনি আমার কথা শুন্তেন। তার পরে তুমি এসে তাঁকে যে কি মন্ত্রে যাদু ক'র্লে বোন্, তুমিই জানো!

জয়সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন

জয়। কে সরস্বতী? আমি ভেবেছিলাম কমলা।

সর। ভেবেছিলে সত্য? এতখানি ভুল করেছিলে? কিন্তু কেন সে ভুল এত শীঘ্র ভেঙ্গে গেল! সে ভুল ভাঙ্‌বার আগে কেন একবার আমায় কমলা ভেবে প্রাণেশ্বরী বলে' ডাকলে না? আমি ভুলেও একবার ভাব্‌তাম যে, আমাকে ডাক্‌ছো? সে ভুল ভাঙ্‌তো; কিন্তু একবার এক মুহূর্ত্তেরও জন্য স্বর্গসুখ অনুভব কর্ত্তাম!

জয়। সরস্বতী, আমি এখন যাই। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সর। দাঁড়াও!—আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের আবেগ জানাবার জন্য ডাকছি না। যা' গিয়েছে তা' আর ফির্ব্বে না!—শোন! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বড় ভাইয়ের সঙ্গে আজ আবার বিবাদ ক'রেছিলে?

জয়। সে আমার দোষ নয়।

সর। তাঁর দোষ?

জয়। আমি রাগে তাঁর পায়ে তরোয়াল দিয়ে মেরেছিলাম; তিনি আমার গলা টিপে ধ'রেছিলেন।

সরস্বতী। তাঁরই ত দোষ বটে!—প্রভু, তুমি ত এরকম ছিলে না! কমলা তোমায় নিয়ে খেলাচ্ছে। ভায়ে ভায়ে বিরোধ কোরো না, প্রভু! যদি কমলা বুঝিয়ে থাকে যে, ভাসুর মেবারের সিংহাসনপ্রার্থী, সে মিথ্যা কথা। ভাসুর উদার, মহৎ।

জয়। আর আমি নীচ!—বেশ!—

সরস্বতী। আমি তা' বলি নাই। তবে আমি বলি যে, যে তোমার কাণে এই মন্ত্র দিচ্ছে সে নীচ, সে তোমার হিতার্থিনী নয়। সে তোমার সর্ব্বনাশ কর্চ্ছে!—ঐ ভাসুর আস্‌ছেন, আমি যাই।—"নাথ, তোমার যদি মনুষ্যত্ব থাকে, ত এইক্ষণেই এই ভাইয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপরেই ভীমসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া জয়সিংহকে মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"জয়সিং—ভাই!"

জয়সিংহ নীরব রহিলেন

ভীম। জয়সিং—ভাই—আমারই অন্যায় হয়েছিল! আমাকে ক্ষমা কর।

জয়সিংহ তথাপি নীরব রহিলেন

ভীম। হাঁ জয়সিং। আমি সম্যক্ ক্রোধ সংবরণ ক'র্ত্তে শিখিনি। আমার উচিত ছিল, ছোট ভাইকে ক্ষমা করা।—ভাই! আমায় ক্ষমা কর।

এই সময়ে রাণা রাজসিংহ আসিয়া ভীমসিংহকে কহিলেন

"ভীমসিং! জয়সিং তোমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত ক'রেছে?"

ভীম। না, পিতা, বিশেষ কিছু নয়।

রাজ। আমি তা' জান্তাম না। পরিচারিকার মুখে শুনলাম। পরে কক্ষে রক্তের রেখা দেখে বুঝলাম যে, এ সত্য কথা।—দেখি, কোথায় আঘাত করে'ছে?

ভীম। বিশেষ কিছুই নয়।

ভীমসিংহ দক্ষিণপদ দেখাইলেন

রাজ। হুঁ!—ভীম! পুত্র! আমি না দেখেই বিচার করে'ছিলাম। অন্যায় বিচার করে'-ছিলাম। শাস্তি তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল না, জয়সিংহকে দেওয়া উচিৎ ছিল। এই নাও আমার তরবারি—আমার হয়ে তুমি তার শাস্তি-বিধান কর।

ভীম। না পিতা, অন্যায় আমার। জয়সিংহ অবোধ।

রাজ। না ভীমসিং! আমি ন্যায় বিচার কর্ব্ব। লোকে বলে যে আমি জয়সিংহের পক্ষপাতী। তা' হ'তে পারে। কিন্তু ন্যায় বিচার ক'র্ব্ব।

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা ক'র্লাম।

রাজ। না, ভীমসিংহ! শাস্তিবিধান কর। আরো আমি একটা দেখ্‌ছি যে, কিছুদিন থেকে তোমাদের যে কারণেই হোক বনে না। ভবিষ্যতেও বোধ হয় বনবে না। দুই জনেই রাজ্যের জন্য যুদ্ধ ক'র্ব্বে। আমি মরে' গেলে তা' হওয়ার চেয়ে আমার জীবিতাবস্থায়ই সে যুদ্ধ হয়ে যাক্। রাজ্যের অমঙ্গল হবে না। এই নাও তরবারি। যুদ্ধ কর।

ভীম। পিতা, আমি রাজ্য চাহি না, এর জন্য বিবাদ ক'র্ব্ব না,—শপথ ক'র্চ্ছি।

রাজ। প্রমাণ কি?

ভীম। আমি এই দণ্ডেই রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি।—প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি যে, এই রাজ্যে যদি আর জলগ্রহণ করি, ত আমি আপনার পুত্র নই।

রাজসিংহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন; পরে কহিলেন—

রাজ। "তুমি আজ বড় কঠোর প্রতিজ্ঞা ক'রেছ, ভীম!—তুমি নির্দ্দোষী; জয়সিংহের দোষের জন্য তুমি স্বদেশ হ'তে চিরনির্ব্বাসিত হবে। তবে আমি যখন ভ্রমবশে রাজবন্ধনী জয়সিংহের হাতে বেঁধে দিয়েছি, এখন বোধ হয় রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমার এ রাজ্য পরিত্যাগ করাই ঠিক্। কিন্তু মনে রেখো ভীম! যে, এই স্বার্থত্যাগ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ক'চ্ছ, রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষবশে নয়।"

ভীম। এই রাজ্যের কল্যাণেই যেন আমি ম'র্ত্তে পারি। 'পিতা, প্রণাম হই'। [—পরে জয়সিংহকে কহিলেন—] "ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, জয়ী হও, যশস্বী হও।"

[এই বলিয়া ভীমসিংহ চলিয়া গেলেন।

রাজ। আমার পুত্র বটে।—জয়সিং! শিক্ষা কর—বীরত্ব কারে বলে।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লী নগরীতে যশোবন্তসিংহের গৃহের দ্বিতল কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ।

দুর্গাদাসের ভ্রাতা—সমরসিংহ ও যোধপুরের সামন্তগণ উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান

বিজয়সিংহ। তুমি তা হ'লে উদ্দেশ্য বিফল করে' এসেছো?

সমর। বিজয়সিংহ! আমি ক্রোধ সংবরণ ক'র্ত্তে শিখিনি।

মুকুন্দসিংহ। তবে গেলে কেন?

সমর। এক উদ্দেশ্য! একবার পাপিষ্ঠকে দেখ্‌তে—মুখোমুখি দেখ্‌তে। সম্রাটের কাছে কোন ভিক্ষা ক'র্ত্তে যাইনি। সে কাজ দুর্গাদাস করুক। আমার কৌশল নাই, চাতুরী নাই। আমার সহায় ভগবান্, আর এই তরবারি।

সুবলদাস। সেনাপতি এখনো এলেন না কেন?

বিজয়সিংহ। সম্রাট্ তাঁকে ছলে বন্দী করেন নি ত?

সমরসিংহ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কি! তাও কি সম্ভব?"

সুবল। না, সমর! সেনাপতি সম্যক্ সতর্ক না হ'য়ে কোন কাজে হাত দেন না।

মুকুন্দ। এ দুর্দ্দিনে তিনিই আমাদের ভরসা। ঐ তুরীধ্বনি।—ঐ যে সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছেন!—উঃ! কি ছুটিয়ে আসছেন!

বিজয়। এসে পঁহুছিলেন বলে'। চল, নীচে যাই। শুনি কি সম্বাদ!

সুবল। দরকার কি? সেনাপতি এখানে আসুন না।

নেপথ্যে দুর্গাদাসের স্বর শ্রুত হইল

"প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।"

সমর। প্রস্তুত! কিসের জন্য?

সুবল। ঐ যে দুর্গাদাস উপরে আসছেন

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। সকলে প্রস্তুত হও।

সমর। কিসের জন্য?

দুর্গা। আত্মরক্ষার জন্য।

বিজয়। কি সংবাদ শুনি?

দুর্গা। বিস্তারিত বল্‌বার এখন সময় নাই, বিজয়সিংহ যশোবন্তের পরিবারকে ছাড়্‌বে না সম্রাট্; সে তাঁদের চায়।—মহারাণী আর তাঁর পুত্র-কন্যাদের বাঁচাতে হবে। এক্ষণেই মোগলসৈন্য এসে এ বাড়ী ঘেরাও কর্ব্বে।

বিজয়। উপায়?

দুর্গা। একমাত্র উপায় আছে, আপনাদের প্রাণদান করা। বন্ধুগণ! মহারাণীর জন্য কে কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সকলে। সকলেই প্রস্তুত।

দুর্গা। কিন্তু শুদ্ধ প্রাণ দিলেই হবে না। মহারাণীকে আর তার সন্তানদের নিরাপদ করা চাই।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে যশোবন্তের রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন—

"যশোবন্তের রাণী নিরাপদ! তার জন্য চিন্তা নাই, দুর্গাদাস! তার পুত্রকে—যোধপুর

বংশের প্রদীপকে বাঁচাও। সে বংশ রক্ষা কর। রাণীর জন্য ভয় নাই। সে ম'র্ত্তে জানে।—শিশুকে বাঁচাও, দুর্গাদাস!"

দুর্গা। সে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, মা! —মা, শিশুকে আনুন।

[যশোবন্তের রাণী প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। বিজয়! কাশিমকে ডাকো।

[বিজয় প্রস্থান করিলেন।

দাদা! বাহিরে একটা মিষ্টান্নের ঝুড়ি আছে, নিয়ে এসো।

সমর। মিষ্টান্নের ঝুড়ি! কি জন্য?

দুর্গা। তর্কের সময় নাই দাদা!—যাও।

[সমরসিংহ প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। মুকুন্দ দাস—এই যে কাশিম।

এই সময়ে বিজয় ও কাশিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ও কাশিম দুর্গাদাসকে অভিবাদন করিল

কাশিম। হুজুর, কি আজ্ঞে হয়?

দুর্গা। কাশিম! তোমায় একটা কাজ ক'র্ত্তে হবে। মহারাজ-কুমারকে বাঁচাতে হবে। মোগলসৈন্য এখনি আস্‌বে তাকে ছিনিয়ে নিতে।—তোমায় তাকে বাঁচাতে হবে।

কাশিম। আজ্ঞে করুন, হুজুর।

সমর একটি ঝুড়ি লইয়া প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। এই যে—তুমি এই মেঠায়ের ঝুড়ি করে' যশোবন্তের শিশুকে নিয়ে যাবে। তুমি মুসলমান, তোমাকে কেহ সন্দেহ ক'র্ব্বে না—বুঝ্‌লে?

কাশিম। কোথায় যেতে হবে, হুজুর?

দুর্গা। দূরে ঐ মন্দিরের চূড়া দেখ্‌ছো?

কাশিম। দেখ্‌ছি।

দুর্গা। ঐ মন্দিরের পুরোহিতের কাছে দিয়ে আস্‌বে, তার পর যা ক'র্ত্তে হবে, তিনি জানেন। মোগলসৈন্য এসে প'ল্লো বলে'—এই ক্ষণেই যেতে হবে।

কাশিম। যে আজ্ঞা, হুজুর। আমি লেড়্‌কার জন্য জান দিতে পার্ব্ব।

দুর্গা। তা' জানি, কাশিম!—নৈলে এ কাজ তোমাকে দিতাম না।

শিশুকে লইয়া রাণী প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। মহারাণী! শিশুকে কাশিমের হাতে দিউন।—কোনও ভয় নাই, মা—আমি বল্‌ছি।

রাণী। তুমি যখন বল'ছো, দুর্গাদাস—কাশিম। তোমারও একটা ধর্ম্ম আছে।

কাশিম। কোন ভয় নেই, মা! আমি তাকে নিজের জানের চেয়ে যতন করে' নিয়ে যাবো, মা!

কাশিম রাণীর হস্ত হইতে লইল। রাণী পুনর্ব্বার শিশুকে কাশিমের হাত হইতে লইয়া চুম্বন করিয়া গদগদস্বরে কহিলেন—

"বাছা আমার!"

দুর্গা। দেন।—আর সময় নাই।

রাণী। পুনর্ব্বার চুম্বন করিয়া কাশিমের হস্তে দিলেন—"ধর্ম্ম সাক্ষী, কাশিম।"

কাশিম। "ধরম সাক্ষী, মা! কোন ভয় নেই মা!"—বলিয়া কাশিম শিশুকে ঝুড়িতে পুরিল ও ঝুড়ি মাথায় করিল।

সমর। যদি ধরা পড়ে?

রাণী। যদি ধরা পড়ে, ত এই ছুরি ওর বুকে বিঁধিয়ে দিও। [illegible] ওকে কেউ যেন ঔরংজীবের কাছে নিয়ে যেতে না পারে।

দুর্গা। কোন ভয় নেই, মা!—যাও, এই পিছনের দরোজা দিয়ে যাও।—এস, দেখিয়ে দিচ্ছি।

[কাশিম ঝুড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। পশ্চাৎ দুর্গাদাস ও তাঁহার রাণী বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়। দুর্গাদাস! ধন্য তোমার উপস্থিত বুদ্ধি!

সুবল। এ সব দুর্গাদাস সম্রাটের কাছে যাবার পূর্ব্বে ঠিক করে' গিয়েছিল, আমি নিশ্চয় ব'লতে পারি।

মুকুন্দ। ঐ মোগলসৈন্য আস্‌ছে!

বিজয়। এ যে অসংখ্য সৈন্য!

সুবল। সঙ্গে স্বয়ং সেনাপতি দিলীর খাঁ!

দুর্গাদাস পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন

"ব্যাস্! এখন নিশ্চিন্ত। মোগল সৈন্য এসে প'ড়েছে—এখন তোমরা মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হও।"

বিজয়। আর স্ত্রী-কন্যারা?

দুর্গা। তাদের উপায় আমি কর্চ্ছি।

সম্রাটের কাছে যাবার আগে কেন সে বিষয়ে ভাবিনি?—ডাকো তাঁদের, দাদা!

[সমরসিংহ আবার বাহির হইয়া গেলেন।

মুকুন্দ। ঐ মোগলসৈন্য এসে প'ড়্‌লো!

বিজয়। গুলি চালাচ্ছে!

সুবল। দরোজা ভাঙ্‌বার চেষ্টা ক'চ্ছে!

মুকুন্দ। আগুন জ্বাল্‌ছে বাড়ীতে আগুন দেবে বোধ হয়।

দুর্গা। না, হ'লো না: আর সময় নাই।

নারীগণের সঙ্গে সমরসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। মা সকল! আজ তোমাদের জন্য বড় কঠোর বিধান ক'র্ত্তে হ'চ্ছে। আজ তোমাদের পু'ড়ে ম'র্ত্তে হবে।

জনৈক প্রৌঢ়া নারী। সে আমাদের পক্ষে কিছু নূতন নয় সেনাপতি! আমরা ক্ষত্রিয়-নারী, ম'র্ত্তে জানি।

দুর্গা। অন্য উপায় নাই, মা! আমরাও ম'র্ত্তে যাচ্ছি—যাও মা সকল! ঐ ঘরে যাও; ঐ ঘর বারুদে পোরা। তা'তে তোমাদের দাঁড়াবার মাত্র স্থান আছে। বারুদের উপর গিয়ে দাঁড়াও, তার পর আর কি বল্‌ব, মা!—

উক্ত নারী। তার পর আমি স্বহস্তে তা'তে আগুন দেবো! চল সব!

আলুলায়িতকেশা রাণী সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন

নারীগণ। রাণীমার জয় হউক!

রাণী। জয়! আমাদের জয় মৃত্যু! মর্ত্তে যাচ্ছো!—যাও!—যাও — স্বর্গধামে!—আমি তোমাদের সঙ্গে আজ যাব না। আমি আজ পারি যদি, বাঁচ্‌বো।—এখনি মর্ত্তে চাচ্ছিলাম দুর্গাদাস! না, আমি মর্ব্ব না। উপর থেকে কে আমাকে ডেকে বল্লে—"সময় হয় নাই—তোমার কাজ বাকি আছে।" আমায় বাঁচতে হবে। দুর্গাদাস! পারো ত আমায় এই দিন—এই এক দিন মাত্র আমাকে বাঁচাও। [জানু পাতিয়া করজোড়ে] ঈশ্বর! আজ আমাকে রক্ষা কর। [উঠিয়া] তার পর—তার পর—দেশে আগুন জ্বাল্‌বো—এমন আগুনে জ্বাল্‌বো—যে, সপ্তসমুদ্রের বারি তাকে নেবাতে পার্ব্বে না।

দুর্গা। মা! পারি ত আজ আমাদের প্রাণ দিয়ে মহারাণীকে বাঁচাবো।—তোমরা যাও, মা! দরোজা ভাঙ্গ্‌লো বলে'!

[অন্যান্য নারীগণ প্রস্থান করিলেন।

রাণী। চল তবে, দুর্গাদাস।—রোসো। আমি কন্যাকে নিয়ে আসি। তাকে ফেলে যাবো না। বুকে ক'রে নিয়ে যাবো।—তোমরা এসো।

দুর্গা। দাদা!

সমর। ভাই!

দুর্গা। চল তবে ম'র্ত্তে।

সমর। চল।

দুর্গা। একটু অপেক্ষা কর, এদের শেষ দেখে যাই! ঐ—ঐ—[দূরে ভীষণ শব্দ] ঐ যাক্‌! হয়ে গিয়েছে: সব শেষ!—চল।

সমর। চল।

দুর্গা। ভাই! ভাই! বুঝি শেষ দেখা। মর্ব্বার আগে এসো একবার কোলাকুলি করি!

উভয়ে কোলাকুলি করিলেন

সমর। দুর্গাদাস!—ভাই।

দুর্গা। দাদা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর শয়নকক্ষ।

কাল—প্রায় এক প্রহর দিবা।

শম্ভুজীর স্ত্রী রমাবাঈ তাঁহার পরিচারিকার সহিত সাগ্রহে কথোপকথন করিতেছিলেন

রমা। তা রাজা আমার স্বামীকে কি বল্লেন?

পরিচারিকা। কি না বল্লেন তাই বল। উনকুট্টি পা'য়ষট্টি যা বলবার তাই বল্লেন। বল্লেন "সেয়ানা ছেলে;—দিন নেই রাত্তির নেই কেবল পরের সর্ব্বনাশে ফিচ্ছেঁস।" বলি, তোমার সোয়ামী কিন্তু ভারি ব্যাদড়া।

রমা। আমার তিনি ত এ রকম ছিলেন না।

পরি। ছিলেন না?—শোন একবার!! বলি পেট থেকে পড়েই কি মানুষ ঐ রকম হয়, বয়েসের গুণে হয়—ধন্যি ছেলে যা হোক! বলি, বাছা, বয়েস কাল না হতেই এই। পরে আর কত কি হবে! বলি, তোর ঘরে এমন

সোমত্ত বৌ, আর তুই—তোর—ঐ—কিনা বাইরের মেয়ে মানুষ নৈলে তোর চলে না!

রমা। না দাসী! তুই বলিস না, তিনি এ রকম নন! আমি তাঁকে বেশ জানি।

পরি। বলি, বেশ জানবারই ত কথা। কিন্তু বাছা, পুরুষ মানুষের মনের মধ্যে সেঁধোবার সাধ্যি স্বয়ং মধুসূদনের নেই, তা তুমি কি কর্ব্বে বল।

রমা। তবে কুসংসর্গে পড়ে' তিনি যদি এ রকম হয়ে থাকেন।

পরি। এই!—এই!—ঐ যা বলেছো বাছা; সঙ্গদোষ। তার এক মোছলমান এয়ারবক্সি জুটেছে; তার নাম কাবলেস খাঁ। সেই ত খারাপ কর্লে। আজকে রাজা তোমার সোয়ামীকে খুব বকে' দিয়েছেন। তা কে শোনে! একবারে তেরিয়া! এমন রাগও দেখিনি! তার বাপ্‌কে কি কথাই না বল্লে। বলি, পিরথিম শুদ্ধ নোক যাকে মান্যি করে, ডরায়, তাকে ডরালে না; আচ্ছা ছেলে জন্মেছিল যা হোক।

রমা। ঐ তাঁর স্বভাব! নরম কথায় একেবারে জল। কিন্তু কেউ যদি রুক্ষ কথা বল্লে ত তাঁর জ্ঞান থাকে না।

পরি। নরম কথার বশ, তবে তুমি তাকে বশ কর্ত্তে পাল্লে না।

রমা। আমার দুর্ভাগ্য আমি তাঁকে বশ কর্ত্তে পাল্লাম না।

পরি। হুঁ, তুমি বশ কর্ব্বে—বলি, বড় বড় হাতি গেল তলিয়ে—

রমা। তিনি এখন কি কচ্ছেন?

পরি। কি আর কর্ব্বেন, নিজের ঘরে বসে' আছেন। গাল খেয়ে এখন জাবর কাট্‌ছেন।

রমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন

পরি। আর কেঁদে কি কর্ব্বে বল বাছা। এখন বলি, বাছা নাও খাও; বেলা হোল। বাপ্‌। পিরথিম শুদ্ধ নোক যাকে দেখলে থরহরি কম্প, সটাং তাকে দুকথা শুনিয়ে দিলে—হায় রে কলিকাল।"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

রমা। ভগবান্‌! আমার পতির মতি ফেরাও। তার চরিত্র বিশুদ্ধ কর। যেন কারো মুখে আর তাঁর নিন্দা শুনতে না হয়। বড় ব্যথা পাই। বড় ব্যথা পাই।

এই সময়ে কক্ষে শম্ভুজী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"রমা।"

রমা। এই যে তুমি।

শম্ভু। দেখ রমা! আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রমা। কেন?—কোথায় যাবে?

শম্ভু। যে দিকে চক্ষু যায়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবো—সেও স্বীকার। তবু—

রমা। নাথ! সব শুনেছি। কিছু মনে কোরো না! আমার শ্বশুর তোমার ভালোর জন্যই ভর্ৎসনা করেন। গুরুজনের তিরস্কারে কি রাগ কর্ত্তে আছে?

শম্ভু। আমি ত আর ছেলে মানুষটি নই যে, সে যা খুসী তাই বল্‌বে?

রমা। ছি ছি। ও কথা মুখেও এনো না! —বাপ্‌—গুরুজন।

শম্ভু। জানো বাবা কি হুকুম দিয়েছেন? যদি আমি আর সন্ধ্যার পরে দুর্গের বাহিরে থাকি—তা হ'লে যেন কেউ আমাকে দুর্গের ভিতর প্রবেশ কর্ত্তে না দেয়।

রমা। সে কি বিনা দোষে বলেছেন?—বল দেখি নাথ!

শম্ভু। আমার দোষ? তুমিও বলছ আমার দোষ!

রমা। তোমার দোষ আমি দেখি না। তাই বলে কি—সকলেই ত আমি নয়।—মন দৃঢ় কর। সংযম শেখো! তুমি মারাঠা জাতির গৌরব হও—এই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।—

শম্ভু। রমা—[ক্রন্দন]।

রমা। ছিঃ পুরুষের কি ক্রন্দন শোভা পায়?—ছিঃ!

শম্ভু। ঠিক বলেছো রমা! আমি এর প্রতিহিংসা নেবো।

রমা। ও কি কথা নাথ!

শম্ভু। আমি প্রতিশোধ নেবো! প্রতিশোধ নেবো!—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রমা। হা রে আমার কপাল!

পরিচারিকা পুনঃপ্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে কহিল—"বলি নাইতে খেতে হ'বে। বেলা যে

পুইয়ে এলো!—তোমার গুণধর ত রাগে গর গর কর্ত্তে কর্ত্তে—ঐ দিকে গেল। তা তুমি কি কর্‌বে বল বাছা!—এখন এসো।"

রমা। চল যাচ্ছি।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—সম্রাটের অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—প্রভাত।
ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। কি!—যশোবন্তের রাণী আড়াই শ' মাত্র সৈন্য নিয়ে পাঁচ হাজার মোগলসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে' চলে গেল!—আর সে মোগল-সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং দিলীর খাঁ!—এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে'—দৌবারিক'—

নেপথ্যে। খোদাবন্দ।

ঔরংজীব। সেনাপতি দিলীর খাঁ।—

নেপথ্যে। যো হুকুম।

ঔরংজীব। এখন সম্রাজ্ঞীর কাছে মুখ দেখাবো কি করে'?—অপমানে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্ব'ল্‌ছে।

বেগে গুলনেয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন

গুলনেয়ার। সম্রাট্! এ যা শুন্‌ছি, তা' কি সত্য?

ঔরংজীব। কি সত্য?

গুল। এই সংবাদ—যে যশোবন্তের রাণী আড়াই শ' মাত্র সৈন্য নিয়ে মোগল ফটক ভেদ করে' চলে' গিয়েছে?

ঔরংজীব। হাঁ প্রিয়ে সত্য।

গুল। তোমার এই সৈন্য, এই সেনাপতি, এই শক্তি নিয়ে তুমি ভারতবর্ষ শাসন কর্ত্তে বসে'ছো?

ঔরংজীব। প্রিয়তমে—

গুল। আর কাজ নেই সোহাগে সম্রাট্! আমার একটা যৎসামান্য ইচ্ছা পূর্ণ কর্ব্বার জন্য তোমাকে বলেছিলাম—তার এই পরিণাম।

ঔরংজীব। আমার যথাসাধ্য করে'ছি।

গুল। তোমার যথাসাধ্য তুমি করে'ছো?—তোমার সাধ্য এইটুকু? তুমি ব'ল্‌তে চাও—আজ তোমার হাতে পড়ে', মোগল রাজশক্তি এমন ক্ষীণ হ'য়ে গিয়েছে যে, এক নারী—সঙ্গে আড়াই শ' মাত্র সৈন্য—সেই শক্তি চূর্ণ, দলিত করে' চলে' গেল! হা ধিক্!

ঔরংজীব নীরব হইলেন

গুলনেয়ার। যশোবন্তের রাণী এখন কোথায়?

ঔরংজীব। সম্ভবতঃ তিনি রাণা রাজ-সিংহের আশ্রয়ে—মেবারে।

গুলনেয়ার। মেবার আক্রমণ কর—আমি যশোবন্তের রাণী আর তার পুত্রকে চাই।

ঔরংজীব। গুলনেয়ার এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

গুলনেয়ার। বিবেচনা?—বেগম গুলনেয়া-রের ইচ্ছাই সম্রাট্ ঔরংজীবের কাছে যথেষ্ট নয় কি?—বিবেচনা?—শোন, আমার এক কথা শোন; আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই-ই। সে স্বর্গে থাকুক, মর্ত্ত্যে থাকুক, পাতালে থাকুক, আমি তাকে চাই। মেবার আক্রমণ কর।

ঔরংজীব। প্রিয়তমে—

গুলনেয়ার। শুন্তে চাই না। মেবার আক্রমণ কর!—

এই বলিয়া সম্রাজ্ঞী গভীর অভিমানে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ঔরংজীব সেই কক্ষে একাকী পাদচারণ করিতে লাগিলেন

ঔরংজীব। আমি এ কথা বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি না। আড়াই শ' মাত্র রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগলের ব্যূহ ভেদ করে' গেল! নিশ্চয় এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা আছে।—কিন্তু সেনাপতি দিলীর খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ব্বে এই বা কি বলে' বিশ্বাস করি? দিলীর খাঁ আমার বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সহায়, বার্দ্ধ-ক্যের মন্ত্রী—দিলীর খাঁ—সরল, মহৎ, উদার দিলীর খাঁ—আমার বিশ্বাসঘাতক হবে!—আমি বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি না। কিন্তু আড়াই শ' রাজ-পুতসৈন্য ৫০০০ মোগলসৈন্য কেটে বেরিয়ে গেল! আর সে মোগলসৈন্যের সেনাপতি স্বয়ং নির্ভীক পরাক্রান্ত বীরবর দিলীর খাঁ!—তাই বা কি বলে' বিশ্বাস করি—নিশ্চয় এর ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে।—এই যে দিলীর খাঁ!

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন

দিলীর। বন্দিগি, জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তোমায় ডেকে

পাঠিইছি জান্তে যে, এ কথা সত্য কি না যে—

দিলীর। সম্রাট্ যা শুনেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরংজীব। আমার কথা শেষ ক'র্ত্তে দাও —এ কথা সত্য কি না যে, আড়াই শ' মাত্র রাজপুত ৫০০০ মোগলসৈন্য ভেদ করে' চলে গিয়েছে?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরংজীব। আর সে সৈন্যের সেনাপতি তুমি!

দিলীর। হাঁ, জনাব!

ঔরংজীব। যুদ্ধ করে'ছিলে?

দিলীর। জনাব! এ যুদ্ধে আমাদের পাঁচ-হাজার সৈন্যের মধ্যে পাঁচ শ' বেঁচেছে। রাজ-পুতদের মধ্যে বোধ হয় পাঁচটি।

ঔরংজীব। আর যশোবন্তের রাণী?

দিলীর। তিনি সামন্তদের সঙ্গে উদয়পুর অভিমুখে গিয়েছেন।

ঔরংজীব। শিশু?

দিলীর। শিশুকে সেই সৈন্যদের মধ্যে দেখি নাই জনাব! তবে যশোবন্তের রাণীর বুকের উপর একটি তিন বৎসরের কন্যা ছিল।

ঔরংজীব। মোগলসৈন্য কি মেষের অধম হ'য়েছে যে, একটা নারীর গতি প্রতিরোধ কর্ত্তে পারলে না?—সঙ্গে তার আড়াই শ' মাত্র সৈন্য?

দিলীর। জানি না জাঁহাপনা কিন্তু যখন সেই নারী মোগল সৈন্যব্যূহে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—নিরবগুণ্ঠনা আলুলায়িতকেশা, বক্ষে সুপ্ত কন্যা; তখন মহারাণীর আড়াই শ' সৈন্য আড়াই লক্ষ বোধ হ'ল। সেই মোগল-সৈন্যকৃষ্ণমেঘের উপর দিয়া তিনি বিদ্যুতের মত এসে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে স্পর্শ কর্ত্তে সাহস কর্লে না।

ঔরং। আর তুমি?

দিলীর। আমি দূরে দাঁড়ায়ে সে অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখলাম। বলতে চেষ্টা কর্লাম—"ধর যশোবন্তের রাণীকে"—কণ্ঠরুদ্ধ হোল! তরবারি খুলতে চেষ্টা কর্লাম—তরবারি উঠ্লো না। পিস্তল নিলাম—পিস্তল হাত থেকে পড়ে' গেল।

ঔরং। দিলীর খাঁ তুমি কি পাগল হোয়েছো।

দিলীর। হয়ত হয়েছি। জানিনা। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন বোধ হোল যে, আমি আর একটা মানুষ হয়ে গেলাম। একমুহূর্ত্তে কে যেন এসে আমার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করে' রুদ্ধদুয়ার খুলে দিল। একটা নূতন জগৎ দেখলাম।

ঔরং। তাই তুমি ৫০০০ সৈন্য নিয়ে সঙের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে?

দিলীর। হাঁ জনাব! দেখলাম সে এক মহিমাময় দৃশ্য! কি সে মহিমা! আশ্চর্য্য!—আলুলায়িতকেশা নারী! বুকের উপর তার ঘুমন্ত শিশু। কি সে দৃশ্য জাঁহাপনা! নির্ম্মেঘ ঊষার চেয়ে নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র—সেই মাতৃমূর্ত্তি।—আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রৈলাম।

ঔরং। তারপর!

দিলীর। তারপর সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'লে জ্ঞান হোল। চেঁচিয়ে উঠ্লাম, আক্রমণ করো। আমাদের ৫০০০ তরবারি সেই সন্ধ্যা-লোকে ঝলসে উঠ্লো। বিপক্ষ ফিরে দাঁড়ালো। যুদ্ধ বাধলো। মানুষ পড়্তে লাগলো, ভূমিকম্পে বালুস্তূপের মত। যুদ্ধ শেষ হলে দেখলাম—আমাদের পাঁচশ সৈন্য অবশিষ্ট; বিপক্ষ পক্ষের একজনও না। মৃত-দের মধ্যে দুর্গাদাস আর তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঔরং। দিলীর! তুমি মেয়ে মানুষেরও অধম! যাও।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রাণা রাজসিংহের বহির্ব্বাটী।
কাল—অপরাহ্ণ।

উচ্চ আসনে রাণা রাজসিংহ। সম্মুখে শিশুহস্তে যশোবন্তসিংহের রাণী মহামায়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। দক্ষিণে দুর্গাদাস, সমরসিংহ ও কাশিম

রাণী। রাণা! আমার এই শিশুকে

আপনার দুর্গে স্থান দিউন, বেশী দিনের জন্য নয়, রাণা! কিছুদিনের জন্য!

রাজসিংহ। মহামায়া, তোমার পুত্র আমার পর নয়। এর জন্য মিনতির প্রয়োজন কি?—দুর্গাদাস! ঔরংজীব কি এরও প্রাণবধ কর্ত্তে চান?

দুর্গা। নইলে আর কি উদ্দেশ্য হ'তে পারে মহারাণা?

রাণী। রাণা! এক পুত্র আর এক কন্যা—শুদ্ধ এই সম্পত্তি নিয়ে সেদিন মাড়বার থেকে বেরিইছিলাম। পথে কন্যাটি হারিইছি। আমার সম্পত্তির অবশিষ্ট মাত্র আছে এই সদ্যোজাত পুত্রটি!—আমার এই শেষ, একমাত্র, সর্ব্বস্বধন পুত্রটিকে রক্ষা করুন রাণা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল কর্ব্বেন।

রাজ। তোমার পুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই মহামায়া। আমি তাকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্ব্ব।

রাণী। রাণার জয় হোক।

রাজসিংহ কাশিমের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে?"

দুর্গা। এ কাশিমউল্লা। আমাদের পুরাতন বন্ধু! এ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে' আমার প্রভুর পুত্রকে রক্ষা করেছে।

কাশিম। রাণা! মুই এ'দের পুরানো চাকর। মহারাণা একবার মোরে বড় বিপদে বাঁচান। মুই সেই থেকে এ'দেরই ঘরে খায়ে মানুষ!

রাজ। দুর্গাদাস! মুসলমান জাতের মধ্যে কাশিমও ত জন্মায়।

কাশিম। মহারাণা, মোদের জাতের নিন্দা করো না মোরা জাত খারাপ নই! মোরা সব হ'তি পারি। নেমকহারাম নই।

রাজ। না কাশিম! তোমার জাতির নিন্দা কর্চ্ছি না। তবে বাদশাহের সঙ্গে তোমার তুলনা কর্চ্ছি। বাদশাহ এই ছোট ছেলের প্রাণ নিতে চান—আর তুমি—

কাশিম। আহা দেখ দেখি। আহা এই চ্যাংড়া; এখনো চোখ ফুটেনি!—আহা বাছা মোর শীতে রুন্দুরে বড় দুক্কু পেয়েছে। বাছা মোর!—হুঁ—এখন পুট পুট কোরে তাকানো হচ্ছে। আহা চোখ ত নয়—নীল পদ্দ।

রাজ। ঔরংজীব! তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসে' এক নিরীহ শিশুকে হত্যা কর্‌বার জন্য ব্যগ্র, আর তোমারই জাতের এই কাশিম তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্ত্তে প্রস্তুত!—ঈশ্বরের চক্ষে কে বড় ঔরংজীব?

রাণী। রাণা! আমি এই বিরাট অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো!—এর প্রতিহিংসা নেবার জন্যই সেদিন অন্যান্য নারীদের সঙ্গে পুড়ে মরিনি! তার জন্যই এখনও বেঁচে আছি।—আপনি কেবল এই শিশুকে রক্ষা করুন।

রাজ। আমি বলেছি, এর জন্য কোন চিন্তা নাই, মহামায়া! তুমি আর তোমার পুত্র এখানে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস কর।

রাণী। না রাণা! আমি এখানে বাস কর্ব্বো না! আমার এ ঘর নয়। আমি আমার মৃত স্বামীর রাজ্যে ফিরে যাবো। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, শান্তিতে বিগ্রহে, জীবনে মরণে, স্বামীর ঘরই নারীর ঘর;—পিতৃগৃহ পর। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো।

রাজ। কিন্তু সে স্থান ত এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে না মা!

রাণী। নিরাপদ! আমি কি এখানে নিরাপদ খুঁজতে এসেছি? না রাণা, আমি আর নিরাপদ খুঁজি না। আমি আপদ খুঁজি। আপদের ক্রোড়ে আমি লালিত—ভূমিকম্পে আমার জন্ম, ঝঞ্ঝায় আমার আবাস, প্রলয় মেঘে আমার শয্যা।—বিপদ! তার সঙ্গে ত সই পাতিয়েছি রাণা। আমার বিপদ!—বিধবা পুত্র-হারা, হৃতসর্ব্বস্বা পথের ভিখারিণী আমি!—আমার আবার বিপদ!—রাণা আমার একমাত্র বিপদ অবশিষ্ট আছে—সে এই শিশুর হত্যা। তাকে রক্ষা করুন, রাণা! আর কিছু চাই না, তাকে রক্ষা করুন। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো! আগুন জ্বালবো—আগুন জ্বালবো। এমন আগুন জ্বালবো—যাতে ঔরংজীব ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।
কাল—সন্ধ্যা।

ঔরংজীবের পৌত্রী ও আকবরের কন্যা রাজিয়া একাকিনী সে উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন

কোথা যাও হে দিনমণি,
আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই।
যখন নিয়ে গেলে চলে' তোমার সর্ব্ব গরিমাই।
চাহে কেবা রৈতে ভবে আঁধার ছেয়ে আসে যবে?
—চাহে যে সে থাকুক পড়ে' আমি ত না রৈতে চাই।
তুফান মাঝে, সিন্ধুনীরে, আশা ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক তা'রা যাদের কাছে বেঁচে থাকাই পরমসুখ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি;
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চলে' যাই।

গুলনেয়ার প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিলেন—"রাজিয়া।"

রাজিয়া। কি ঠান্‌দি?

গুল। এখানে একা একা—কি কর্চ্ছিস্?

রাজিয়া। গান গাচ্ছি! দেখ ঠান্‌দি!—আকাশে বর্ণের কি খেলা! ঠান্‌দি এই আকাশটা যদি একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার হোত, বেশ হোত, না?

গুল। বেশ হোত? তা' হলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোত। একটা কথা কইবার অবসর পেতাম না।

রাজিয়া। কথা!—কথার জ্বালায় ত অস্থির, ঠান্‌দি! তা'র উপরে বড্ড বোঝা যায়! একটা কথা ব'ল্লেই তা'র পিছনে অমনি একটা মানে।—অস্থির! দু'পা এগিয়ে যাবার যো নাই।—সঙ্গে সঙ্গে মানে ঘুর্চ্ছে।

গুল। আর গান?

রাজিয়া। মানে ধর্ব্বার ছোঁবার যো' নাই। কেবল একটা উদাস ভাব মনে এনে দেয়। বোঝ্‌বার যো' নাই। এই যেমন 'চামেলিয়া বেলা চম্পা।'—এর মানে বেশ বোঝা যায়—কি না তিনটে ফুল—চামেলিয়া, বেলা আর চম্পা। কিন্তু [হাম্বিরে সুর করিয়া] 'চামেলিয়া বেলা চম্পা'—ধর দিখিনি মানে!

গুল। তা' বটে—ওর মানে ধর্ব্বার যো' নাই। ভারি সুন্দর!

রাজিয়া। না, ঠান্‌দি! তুমি গান কিছু ভালবাসো না, তা' আমি জানি। কিন্তু আমি গানে ডুবে আছি, মজে' আছি, বিভোর হয়ে আছি। [সুরে গুন্‌-গুন্‌ করিতে লাগিলেন] —"চামেলিয়া বেলা চম্পা।"

গুল। রাজিয়া, তুই গান শিখেছিলি কার কাছে?

রাজিয়া। বাবার ওস্তাদের কাছে। বাবা গান বড় ভালবাসেন। বাবা নিজে একটা গান তৈয়ার করে'ছেন। ওস্তাদজি সুর দিয়ে দিয়েছেন। এই আমি একটা তাঁরই গান গাচ্ছিলাম;—রাগিনী পূরবী; ভারি মিষ্টি রাগিনী! [পূরবী সুরে] "তা রি না তোম তোম তোম না দেরে তোম্"—উঃ কি মিষ্টি!

গুল। মোরোব্বার চেয়ে?

রাজিয়া। ঠান্‌দি! তুমি একেবারে একটা জন্তু! একটা গাধার মধ্যে যতটুকু সুর-জ্ঞান আছে—তাও তোমার নেই।—আচ্ছা—ঠান্‌দি, এই গাধাগুলো কি বিশ্রী ডাকে! নীচেকার গান্ধার থেকে একেবারে উপরকার কোমল রেখাব।

গুল। তা' হবে।

রাজিয়া। আচ্ছা, ঠান্‌দি, কোকিলের স্বর এত মিষ্টি, আর কাকের স্বর কর্কশ কেন?—আমার বোধ হয় কোকিলের স্বর থেকে গানের সৃষ্টি হ'য়েছিল। সা, রে, গা, মা, পা—ঠিক কোকিলের স্বর।—শোন—কু, কু, কু, কু, কু—ঠিক কোকিল স্বর।

গুল। তোদের বাংলাদেশে খুব গানের চর্চ্চা হয় বুঝি?

রাজিয়া। তা' হয়। তবে তা'রা কীর্ত্তন গায় বেশী। আমি একটা একটু শিখ্‌ছিলাম—শুনবে? শোন—

বঁধুয়া আর কি কহিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
মন প্রাণ দিয়ে সব সমর্পিয়ে নিশ্চয় হইনু দাসী।
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
কে আর আমার আছে,
রাধা বলে আর শুধাইতে নাম
দাঁড়াতে আমার কাছে।—

তার পরটা জানি না।—বেশ।—না?—আচ্ছা, ঠান্‌দি; ঠাকুর্দ্দা গানের উপর এত চটা

কেন? তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু যদি দৈবাৎ একটা তান ধরিছি—ত আমার দিকে চেয়ে বলেন, "এ্যাঁ";—আর ঘাড় নাড়েন।

গুল। তোর ঠাকুর্দ্দা তোকে খুব ভালো-বাসেন?

রাজিয়া। উঃ! কি ভালোই বাসেন! [সুর করিয়া] "বঁধুয়া—" তোমাকে বাসেন?

গুল। আমায়?—তোর ঠাকুর্দ্দাকে একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখিস্।

রাজিয়া। [সুর করিয়া] "কি আর কহিব আমি—" তুমি যা কর্ত্তে বল তাই ক'রবন?

গুল। করেন? দেখ্‌ছিস না যে আমার জন্যে একটা যুদ্ধই বাধ্‌লো।

রাজিয়া। যুদ্ধ!—যুদ্ধ কারে' বলে, ঠান্‌দি!

গুল। লড়াই।

রাজিয়া। ওঃ!—এ একখানা তরোয়াল নেয়, ও একখানি তরোয়াল নেয়। তার পরে দু'জনে বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে, আর ঘোরে—আমি দেখেছি বাংলাদেশে। যুদ্ধ কার সঙ্গে হবে, ঠান্‌দি।

গুল। মেবারের সঙ্গে।

রাজিয়া। মেবার পুরুষ মানুষ, না মেয়ে মানুষ?

গুল। দূর হাবা মেয়ে!—মেবার একটা দেশ!

রাজিয়া। বাবা! একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হবে!—কেন, ঠান্‌দি, যুদ্ধ হবে কেন?

গুল। এক রাণীকে ধরে' নিয়ে আসবার জন্য।

রাজিয়া। তুমি বুঝি তাঁকে তাই বলেছো?

গুল। হাঁ।

রাজিয়া। ধরে' নিয়ে এসে কি কর্ব্বে? তাকে ভালোবাস্‌বে?

গুল। তার শ্রাদ্ধ ক'র্ব্ব।

রাজিয়া। বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই? আমি ত শুনেছি মরে' গেলেই শ্রাদ্ধ হয়—ঐ যে ঠাকুর্দ্দা আর বাবা আস্‌ছেন!—দেখ্‌বে মজা!

ঔরংজীব ও আকবর প্রবেশ করিলেন

রাজিয়া কীর্ত্তন ধরিল

"বঁধুয়া"

ঔরংজীব। এ্যাঁ—রাজিয়া!—আবার!

রাজিয়া। ঐ শোন—হাঃ হাঃ হাঃ—

[হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল।

ঔরংজীব। আকবর! তোমাকে বঙ্গদেশে পাঠিইছিলাম—শাসন করা শেখ্‌বার জন্য। তা' তুমি দেখছি নৃত্য-গীতেই কাল হরণ করে'ছো। আর এই মেয়েটাকে পর্য্যন্ত গান শিখিয়েছো!—এত অপদার্থ তুমি, তা' জান্‌তাম না।

গুল। সত্য কথা। মেয়েটার গান ভিন্ন আর কথা নেই। দিবারাত্রিই গুণ-গুণ ক'চ্ছে'।

জ্বালাতন!

ঔরংজীব। ওর পরকাল খেয়েছো। সে যাক্ সে বিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন আকবর, তুমি মেবারে যুদ্ধে যাও। আমি তোমার অধীনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছি। মেবার আক্রমণ কর।

আকবর। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। আমি শুনেছি, তুমি অত্যন্ত অলস, বিলাসী, আর সম্ভোগপ্রিয় হ'য়েছো। জীবনের কঠোরতা কিছু শিক্ষা করা তোমার দরকার। মেবার যুদ্ধে যাবার জন্যেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাইনি, তোমার সংস্কারের জন্য তোমায় প্রধানতঃ ডেকে পাঠিইছি। যাও প্রস্তুত হওগে। সেনাপতি দিলীর খাঁকে তোমার সাহায্যে পাঠাচ্ছি। আর আমি আর আজীম দোবারীতে গিয়ে তোমাদের জয়ের প্রতীক্ষা ক'র্ব্ব।—যাও।

[আকবর নীরবে প্রস্থান করিলেন।

ঔরংজীব। গুলনেয়ার! তোমার অনুরোধে আজ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে'ছি।

গুল। প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—একটা সামান্য জনপদ মেবারের সঙ্গে যুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—আমি ত জানি, ভারতসম্রাট্ ঔরংজীবের কাছে এ একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার!

ঔরংজীব। তা' নয়, সম্রাজ্ঞী! যে দিন আড়াই শ' রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগল-

সৈন্যকে মথিত করে' চলে' গিয়েছে, সেই দিন জেনেছি যে, রাজপুত জাতি একটা অসমসাহসিক জাতি। আমি তাই এ যুদ্ধে বঙ্গদেশ হ'তে যুবরাজ আকবর আর কাবুল হ'তে কুমার আজীমকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।—মেবার জয় নিতান্ত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ নয়।

গুল। আমি মেবার জয় চাহি না। আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই।—আর কিছু নয়। তা'র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ চাই।

ঔরংজীব। এবার সাক্ষাৎ হবে।—ভিতরে চল, গুলনেয়ার! বৃষ্টি প'ড়ছে।—

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আবুর গিরিদুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।
দুর্গাদাস ও রাঠোর সামন্তদ্বয়—মুকুন্দ ও শিব দণ্ডায়মান

দুর্গাদাস। শিবসিং, মুকুন্দসিং! রাণীর পুত্রকে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যাচ্ছি। এ আবাসস্থানের অস্তিত্বমাত্র যেন প্রকাশ না হয়।

উভয়ে। তা' হবে না, সেনাপতি!

দুর্গাদাস। সম্রাট্ সসৈন্যে মেবার আক্রমণ করে'ছেন। কুমারকে আর উদয়পুরে রাখা শ্রেয় নয় বলে'ই রাণার উপদেশক্রমে এখানে নিয়ে এসেছি।

মুকুন্দ। সম্রাট্ মেবার আক্রমণ করে'ছেন কেন?

দুর্গাদাস। সেখানে যোধপুরের রাণী ও রাজকুমারকে আশ্রয় দেওয়াই তার প্রধান কারণ। তবে আর এক কথা শুনেছি যে, ঔরংজীবের অত্যাচারের, বিশেষতঃ হিন্দুর উপর এই জিজিয়া করের প্রতিবাদ করে' রাণা যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রই এর কারণ। কিন্তু সেটা একটা ওজর মাত্র। সে পত্র সতেজ, নির্ভীক বটে; কিন্তু সে অতি নম্র, সরল। তা'তে সম্রাটের ক্রুদ্ধ হবার কোন কারণ ছিল না। আমি সে পত্র দেখেছি।

শিব। আপনি এই যুদ্ধে যাচ্ছেন?

দুর্গাদাস। আমার প্রভুকে আশ্রয় দেবার জন্যই এ যুদ্ধ। আমি এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌লে চলে না, শিব। তোমরা এ দুর্গে থাক্‌বে। এখান থেকে এক পা ন'ড়্‌বে না। এ দুর্গ খুব নিভৃত, খুব গুপ্ত, খুব নিরাপদ। তবু এই দুর্গ পাহারা দিবার জন্য ১০০ সৈন্য রহিল। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা মাত্র দেখ, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

মুকুন্দ। সম্রাট্ কি মেবার আক্রমণের জন্য রওনা হয়েছেন?

দুর্গাদাস। হাঁ। তাঁর সৈন্য পঙ্গপালের মত মেবার রাজ্য ছেয়েছে। চিতোর, মণ্ডলগড়, মন্দশুর ও জীড়ন দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হ'য়েছে। রাণা তাঁর সৈন্য সব পার্ব্বত্য প্রদেশে টেনে এনেছেন।

শিব। আমাদের মহারাণী কোথায়?

দুর্গাদাস। মাড়বারে। তিনি ১০০০০ মাড়বার সৈন্য—সৈন্যাধ্যক্ষ গোপীনাথের অধীনে মেবারে পাঠিয়েছেন। নিজে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে' নিয়ে আস্‌ছেন!—আচ্ছা যাও, তোমরা আহারাদি করগে যাও।

[মুকুন্দ ও শিব প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাস। আজ মুষ্টিমেয় রাজপুতসৈন্য নিয়ে বিরাট মোগলসৈন্যসমুদ্রে নাম্‌ছি। ঈশ্বর জানেন এর পরিণাম কি! এক আশা যে, মিলিত মাড়বার আর মেবার আজ প্রাণ তুচ্ছ করে' এ সমরে নাম্‌ছে। এই মাত্র আশা। দিগন্তব্যাপী ঘনীভূত মেঘসঙ্ঘে—এই মাত্র জ্যোতির ক্ষীণ রেখা।—যদি একবার এই সঙ্গে মারাঠা শক্তির সাহায্য পেতাম! এই বিচ্ছিন্ন হিন্দু শক্তিকে যদি একবার একত্রিত কর্ত্তে পার্ত্তাম।—কি অদ্ভুত জাতি। ৩০ বৎসরে একটা জাতির সৃষ্টি হ'য়ে গেল!

এই সময়ে সেখানে কাশিম প্রবেশ করিল

দুর্গাদাস। কি কাশিম! রাজকুমার কোথায়?

কাশিম। এতক্ষণ মোর সাথে খেলা কর্চ্ছিল। এই ঘুমায়ে প'ল! তাকে আম্মির কাছে রাইখে আলাম। মুই নাবো না খাবো না?

দুর্গাদাস। হাঁ! যাও, স্নানাদি করগে যাও—বেলা হ'য়েছে।

কাশিম। আর—তুমি—নাবা না, খাবা না?

দুর্গাদাস। না, আমার শরীরটা আজ ভালো নেই।

কাশিম। ঐ ত আপনার দোষ। নৈলে ত আপনি নোক খারাপ নও। ঐ ত দোষ!

দুর্গাদাস। হাঁ, ঐ আমার দোষ।

কাশিম। মোর ইস্তিরিরও ঐ রকম ছেল। আজ কাসি, কা'ল জ্বর, পরদিন শূলবেদনা। মোর ওরকম নয়। জ্বরে পলাম ত পলাম! নৈলে ত খাসা আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি—কোন ন্যাঠাই নেই।

দুর্গাদাস। তোমার স্ত্রীর কিসে মৃত্যু হয় কাশিম?

কাশিম। আরে! কে জানে! এক দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি মরে' রয়েছে। হাকিম বল্ল যে বুকের ব্যামো।

দুর্গাদাস। আর তোমার ছেলে?

কাশিম। মোর পুতির কতা কৈবান না, হুজুর। টুক্‌টুকে ছাওয়াল! হে'টে যাতো, যেন আদারির মন্দে দিয়ে একটা পিরদিম চলি' যাচ্ছে। কতা কৈত, যেন বাঁশি বাজ্‌তো। হাস্‌তো, যেন নদীর কিনারায় ছাপিয়ে ঢেউ উঠ্‌তো।—ঠিক এই মোদের রাজপুত্তুরের মত। তবে রংএর এত জেল্লা ছেল না। আহা! মুই এক দিন কাম করে' বাড়ী ফিরে এসে দ্যাখি বাছা মোর শুয়ে পড়ে' রয়েছে। বাছার রং একেবারে কালীবরণ। পুছ কল্লাম কি হয়েছে? জবাব নেই। চাচীকে ডাক্‌লাম, চাচী কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল! হাকিম ডাক্‌লাম, হাকিম মাতা নেড়ে চলে' গেল।

দুর্গাদাস। কি হয়েছিল?

কাশিম। —"আরে সেইটেই ত মুই কইতে নার্‌লাম। তার পরে দ্যাশে একরকম জ্বর এলো; তার নাম কালাজ্বর। ধড়াধ্বড় মানুষ মর্ত্তে নাগলো। ভাগ্যির দোষে মুই মলাম না।"—এই বলিয়া কাশিম চক্ষু মুছিল।

দুর্গাদাস। সংসারের এই নিয়ম, কাশিম!—তুমি কি ক'র্ব্বে?—যাও—এখন স্নান করগে।

কাশিম। এই যাই।—

[বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল।

দুর্গাদাস। এই কাশিমের সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইলে মন পবিত্র হয়, সরলপথে চলা সহজ হয়, ঈশ্বরে ভক্তি বাড়ে।

স্থান—জয়সিংহের স্ত্রী কমলার শয়ন-কক্ষের প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি।

কমলা দেওয়ালে হেলিয়া উপবিষ্ট। তাঁহার মুখে জ্যোৎস্নালোক আসিয়া পড়িয়াছিল; অদূরে কমলার মুখে নিবদ্ধদৃষ্টি, করতলন্যস্ত, বামপার্শ্বোপরি অর্দ্ধশয়ান জয়সিংহ

জয়সিংহ। কি সুন্দর রাত্রি, কমলা।

কমলা। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর—নাও, তিন সত্যি ক'ল্লাম।

জয়সিংহ। প্রিয়ে!

কমলা। [ভেংচাইয়া] নাথ! প্রাণেশ্বর!

জয়সিংহ। না, আমার কিছু বক্তব্য নাই! তুমি অমনি ভাবে বসে' থাকো, আমি তোমার সৌন্দর্য্য পান করি।

কমলা। দেখো যেন একচুমুকে শেষ করে' দিও না; আমার জন্যও একটু রেখো।

জয়সিংহ। কমলা! সৌন্দর্য্য কি সুরা। নহিলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ মাদকতা আসে কোথা থেকে? অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে কেন? চক্ষু মুদে আসে কেন?

কমলা। তোমার ঐ রকম হয় বুঝি!—আমার ত ঠিক বিপরীত। তোমাকে দেখ্‌লেই আমার নেশা ছুটে যায়।

জয়সিংহ। তবে তুমি আমায় ভালোবাসো না।

কমলা। [কটাক্ষ করিয়া] বাসি না?—আচ্ছা বেশ বাসি না।

জয়সিংহ। বাসো বোধ হয়। কিন্তু আমি তোমায় যেমন বাসি?—দেহের প্রত্যেক লোম-কূপ দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে, প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে,—ইহকাল দিয়ে, পরকাল দিয়ে—সেই রকম ভালোবাসো?

কমলা। হাঁ, বাসি! তবে অতগুলো সংস্কৃত কথা দিয়ে ভালোবাসি না।

জয়সিংহ। না, কমলা! ততখানি প্রাণ তোমার নেই।

কমলা। তা' না থাকুক। কিন্তু তোমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি ত!

জয়সিংহ। তা' ঘোরাচ্ছ। তোমাকে বিয়ে করে' অবধি, প্রিয়ে, আমি সংসারটাকে একটা যেন নূতন ভাবে দেখ্‌ছি।

কমলা। কেমন!—দেখ্‌ছো কি না?

জয়সিংহ। দেখ্‌ছি!—যেন একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার,—যেন একটা অনন্ত বিশ্রান্তি, যেন একটা অসীম মোহ;—অৰ্দ্ধ সুপ্তি, অৰ্দ্ধ জাগরণ।

কমলা। যেমন আপিং খেলে হয়, না? আমার ঠান্‌দির মুখে শুনেছি।

জয়সিংহ। কি রকম, আমি বোঝাতে পারি না—যেন একটা আকাঙ্ক্ষা, অথচ কিসের বোঝা যায় না। হাসি অধরে বিকসিত হয়, অথচ দেখা যায় না। যেন গানের মূৰ্চ্ছনা, উপরে উঠে মিলিয়ে যায়। কি রকম একটা অবাধ সুখস্বপ্ন, অগাধ সৌন্দর্য্য, অনন্ত তৃপ্তি।

কমলা। কেমন? প্রথম পক্ষে এ রকম হয়েছিল?—ঐ যে ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে প্রথম পক্ষ এসে হাজির!

এই সময়ে সরস্বতী সেইস্থানে প্রবেশ করিলেন—

"এখানে প্রভু! আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

জয়সিংহ। কেন সরস্বতী?

কমলা। তবে তুমি এখন প্রথম পক্ষের সঙ্গে বাক্যালাপ কর—আমি আসি।

[এই বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়সিংহ। না, যেও না—শোন!—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সরস্বতী। আমি তোমার সুখে বাধা দিতে আসিনি, নাথ!—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জয়সিংহ। কি প্রয়োজন?

সরস্বতী। স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি এই উচিত প্রশ্ন, নাথ? যাক্‌ সে কথা। এখন তোমার আদর কাড়াবার জন্য আমি আসিনি —যদিও তার উপর কমলারই মত আমারও দাবী আছে।—যাক্‌ যা' গিয়েছে, তা' গিয়েছে।

জয়সিংহ। কি প্রয়োজন?

সরস্বতী। বড় ব্যস্ত হয়েছো? তবে শোন! মোগল মেবার আক্রমণ ক'রেছে, শুনেছো?

জয়সিংহ। না।

সরস্বতী। তোমার পিতা তবে তোমাকে সে সংবাদ দেওয়া দরকার বিবেচনা করেন নি।

জয়সিংহ। বুদ্ধির কাজ করে'ছেন।

সরস্বতী। তিনি এই যুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যোধপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জয়সিংহ। তার পর?

সরস্বতী। শুনে লজ্জা হোল না? তুমি ক্ষত্রিয় রাজপুত, মেবারের ভাবী রাণা। রাণা তোমাকে মেবার আক্রমণের সংবাদও দিলেন না। আর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুদূর যোধপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এতে কি প্রমাণ হয়, প্রভু?

জয়সিংহ। কি প্রমাণ হয়?

সরস্বতী। এতে এই প্রমাণ হয় রাণা তোমাকে কাপুরুষ মনে করেন। যোধপুর থেকে দুর্গাদাস, রূপনগর থেকে বিক্রম সোলাঙ্কি, রাঠোর বীর গোপীনাথ—সকলে মেবারের সাহায্যে এসেছেন। তাঁরা এখন রাণার মন্ত্রণাকক্ষে। আর তুমি মেবারের ভাবী রাণা— তুমি বিলাসকুঞ্জে বসে' প্রেমের স্বপ্ন দেখ্‌ছো! শুনে লজ্জা হ'চ্ছে না? শোণিত উষ্ণ হ'চ্ছে না? নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না?—কি! চুপ করে' রৈলে যে?

জয়সিংহ। সব বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। কিন্তু সরস্বতী!—কে যেন আমার সমস্ত উদ্যম ভেঙ্গে দিয়েছে; আমাকে নারীরও অধম করে'ছে।

সরস্বতী। তা' যদি বুঝে থাকো, তবে এখনো আশা আছে। নাথ! কমলাকে ভালো-বাসো। সে-ও তোমার অনুচিত নয়।—কিন্তু যখন বিজাতি সৈন্য এসে স্বদেশ ছেয়েছে, যখন শত্রু দ্বারদেশে, যখন কঠোর কৰ্ত্তব্য সম্মুখে, তখন নারীর অধরসুধা পান করা ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়!

জয়সিংহ। সত্য কথা। সরস্বতী! তুমি চিরদিন সত্য, উচিত, সঙ্গত কথা বল—কিন্তু শুন্‌তে চাই না। কৰ্ত্তব্যপথ বুঝি, কিন্তু সে পথে চ'ল্‌তে পারি না।

সরস্বতী। যদি কৰ্ত্তব্যপথ বুঝে থাকো নাথ, তবে ওঠো! একবার প্রাণপণ উদ্যমে এই বিলাস—পুরাতন ছিন্নবস্ত্রখণ্ডসম প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলো দেখি নাথ! দেখবে কৰ্ত্তব্য সহজ হবে। একবার কৰ্ত্তব্যকে আমার বলে' ডাকো দেখি, তার পর সে তোমায় হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে, তোমাকে বাহু দিয়ে ঘিরে রক্ষা ক'র্ব্বে।

কর্ত্তব্য যত কঠোর ভাব্‌ছ, সে তত কঠিন নয়! একবার সবলে, উদ্যমভরে, উঠে দাঁড়াও দেখি, নাথ!

জয়সিংহ। তুমি ঠিক বলে'ছো, সরস্বতী! উত্তম! দেখি একবার চেষ্টা করে'।—কি ক'র্ত্তে বল, সরস্বতী!

সরস্বতী। এই ত আমার স্বামীর উপযুক্ত কথা। শোন তবে, নাথ! এসো বীরবেশ পর। তার পর যাও তোমার পিতার মন্ত্রণা কক্ষে। সেখানে গিয়ে তোমার পিতাকে বল, "আমাকে এ যুদ্ধে কেউ ডাকো নাই, আমি স্বয়ং এসেছি।" তোমার পিতা সগর্ব্বে স্নেহে তোমাকে বীরপুত্র বলে' বক্ষে ধ'র্ব্বেন; সমস্ত মেবার সাহঙ্কারে ব'ল্‌বে—এই ত আমাদের ভাবী রাণা; সমস্ত রাজস্থান মাথা উঁচু করে' চেয়ে সে দৃশ্য দেখ্‌বে। সে কি গৌরবময় মুহূর্ত্ত!—নাথ! ধিকৃত হ'য়ে চিরজীবন ধারণ করার চেয়ে পূজ্য হ'য়ে একদিনও বাঁচা বড় সুখের।

জয়সিংহ। সরস্বতী! আমি এই মুহূর্ত্তেই যাচ্ছি।

সরস্বতী। হাঁ, এই মুহূর্ত্তেই চল। আমি স্বহস্তে তোমায় বীরবেশ পরিয়ে দিই! চল।

[জয়সিংহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সরস্বতী। যাও, নাথ, এই যুদ্ধে। আমার গাঢ় স্নেহ তোমাকে অভেদ্য বর্ম্মের মত ঘিরে থাক্‌বে। শত্রুর তরবারি তোমাকে স্পর্শ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

[সরস্বতী এই বলিয়া জয়সিংহের পশ্চাৎগামিণী হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—উদয়পুর। রাণা রাজসিংহের মন্ত্রণা-কক্ষ
কাল—মধ্যরাত্র।

রাণা রাজসিংহ, মহারাণী মহামায়া, ও অন্যান্য রাজপুত সামন্তগণ সমাসীন

বিক্রম সোলাঙ্কি। আমরা সম্মুখ-যুদ্ধে মোগলসৈন্য আক্রমণ ক'র্ব্ব।

রাজসিংহ। সেটা উচিত নয়। মুক্ত ক্ষেত্রে অসংখ্য মোগলসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়ানো যুক্তি-সঙ্গত নয়।

গোপীনাথ। আমি বলি অল্পসংখ্যক সৈন্যের অনেকগুলি দল বাঁধা যাক। তা'রা মোগলসৈন্যের গতি-পথ দুরূহ করুক।

রাজসিংহ। তুমি কি উপদেশ দাও, গরিবদাস? তুমি এ পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রত্যেক পথ, উপত্যকা, অরণ্যের সঙ্গে পরিচিত আছো।—তোমার কি মত?

গরিব। আমি বলি—মোগলেরা এ পার্ব্বত্য পথে আসুক। আমরা কোন বাধা দেবো না। কেবল কৌশলে তাদের সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ পথে টেনে আন্‌বো। সেখানে তাদের সৈন্যসন্নিবেশ করা কঠিন হবে। তা'রা পর্ব্বতপথে বিশৃঙ্খল হয়ে প'ড়্‌লে, তাদের আক্রমণ ক'র্ব্ব।

দুর্গাদাস। এ অতি উত্তম প্রস্তাব, রাণা!

গোপীনাথ। সে কথা মন্দ নয়।

বিক্রম। খুব ভালো! তা'রা সেখানে দল বাঁধ্‌বার সুযোগ পাবে না।

রাজসিংহ। সকলেরই কি এই মত? তুমি কি বল, মহামায়া?

রাণী। সকলের মতেই আমার মত। কিন্তু সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধে আসেন নি?

রাজসিংহ। না, তিনি আর আজীম দোবারীতে। সম্রাটের পুত্র আকবর উদয়পুরে আসছেন;—এই ত ঠিক সম্বাদ, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। হাঁ, মহারাণা। সম্রাট-সৈন্য তিন ভাগে অবস্থিত—এক, আকবরের অধীনে উদয়পুর-পথে; এক, দিলীর খাঁর অধীনে দাসুরীপথে; আর এক সম্রাটের অধীনে দোবারীতে।

রাণী। আমি বলি—আমরা সসৈন্যে সম্রাটকে আক্রমণ করি।

রাজসিংহ। না। তা' হ'লে আকবরের অগণিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে আস্‌তে হবে। সেটা উচিত নয়। কি বল, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। না, তা' উচিত নয়।

রাজসিংহ। তবে গরিবদাসের প্রস্তাবে সকলেই সম্মত?

সকলে। হাঁ, সকলেই সম্মত।

রাজসিংহ। উত্তম! এখন এই মিলিত সৈন্যের অধিনায়ক কা'কে করি?

গরিব। কেন, দুর্গাদাসকে।

রাজসিংহ। তাই সকলের মত?

রাণী ও দুর্গাদাস ব্যতীত সকলেই কহিলেন—"নিশ্চয়ই।"

রাজসিংহ। তবে দুর্গাদাস! তোমাকে এই মিলিত রাজপুতসৈন্যের সেনাপতিরূপে বরণ ক'র্লাম।

দুর্গাদাস। আমি সে সম্মান গ্রহণ ক'র্লাম, রাণা! এই যে কুমার ভীমসিংহ!

ভীমসিংহ আসিয়া রাণার চরণ বন্দনা করিলেন ও অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিলেন

রাজসিংহ। এসো, বৎস—তোমাকে বুঝি 'এসো' বল্‌বারও আমার অধিকার নাই।

ভীম। কেন পিতা!

রাজা। আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত করেছি।

ভীম। না, পিতা, আমি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হ'য়েছি।

রাজসিংহ। আমার প্রতি তোমার ক্রোধ নাই, ভীমসিংহ?

ভীম। আপনার প্রতি ক্রোধ! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্ত্তে আমি প্রাণ দিতে পারি। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষা কর্ব্বার জন্য বনবাসী হয়েছিলেন। আমি ক্ষুদ্র নর। কিন্তু আমি সেই ক্ষত্রিয় বলে' আপনাকে পরিচয় দিই।

রাণী। তোমাকে আজ তোমার পিতা ডেকেছেন—তোমার জন্মভূমি রক্ষার জন্য।

ভীম। সে আমার গৌরবের কথা, মহারাণী!

বিক্রম। তোমার জন্মভূমিকে ভোলোনি, ভীমসিংহ?

ভীম। জন্মভূমিকে ভুল্‌বো?—বিক্রমসিং! এ কয় বৎসর, আহারে, বিহারে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, এই কঠিন পর্ব্বতসঙ্কুল ধুম্রধূসর মেবারভূমি সর্ব্বদাই আমার চক্ষে ভাস্‌তো। আজ সেখানে ফিরে আস্‌তে, সেই চির-পরিচিত অরণ্যপথ, উপত্যকা, শৈলমালা, দেখ্‌তে পেলাম, আর আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো; আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো।

রাণী। [স্বগত] রাণা রাজসিংহের অবিকল প্রতিচ্ছবি!

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন

রাজসিংহ। কে? জয়সিংহ!

জয়। হাঁ, পিতা, আমি! পিতা আমায় এ যুদ্ধে ডাকেন নি।—আমি নিজে এসেছি।

রাণা রাজসিংহ অতি বিস্মিতভাবে ক্ষণেক জয়সিংহের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন—"সত্যকথা, জয়সিংহ? স্থিরচিত্তে এ কথা ব'ল্‌ছো?"

জয়। হাঁ, পিতা! মেবার বিপন্ন; আমি মেবারের ভাবী রাণা;—এ সময় আমার নিশ্চিন্ত ভাবে থাকা শোভা পায় না।

ভীম। দীর্ঘজীবী হও, ভাই! এই ত তোমার উপযুক্ত কথা।

রাজসিংহ। ভীমসিংহকে প্রণাম কর জয়সিং।

জয়সিংহ ভীমসিংহকে প্রণাম করিলেন। ভীমসিংহ তাঁহাতে আলিঙ্গন করিলেন

রাজসিংহ। দুর্গাদাস! আমার এই পুত্রদ্বয়কে তোমার অধীনে দিলাম।

দুর্গাদাস। এ আমার মহৎ সম্মান, রাণা!

রাজসিংহ। তবে আজ সভাভঙ্গ হ'ল। তোমরা সকলে যাও।—যাও, রাণী, অন্তঃপুরে যাও।

রাজসিংহ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ভিন্ন আর সকলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে রাজসিংহ মৃদুস্বরে ডাকিলেন

"ভীম!"

ভীম। পিতা!

রাজসিংহ নীরব রহিলেন

ভীম। বুঝেছি, পিতা! আমি সে প্রতিজ্ঞা ভুলি নাই। আমি এই মুহূর্ত্তেই মেবার পরিত্যাগ ক'র্চ্ছি। তবে আসি, পিতা! আসি ভাই!

ভীম যথাক্রমে রাজসিংহকে ও জয়সিংহকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

রাজসিংহ ক্ষণেক নীরব রহিলেন—পরে জয়সিংহকে কহিলেন—"জয়সিংহ—পারো যদি তোমার এই ভাইয়ের উপযুক্ত হও।—যাও,—বৎস, শয়ন করগে।"

জয়সিংহ চলিয়া গেলে রাজসিংহ কহিলেন—"ভীম! ভীম! আর আমায় তুমি ভালবাসো না। জন্মভূমির কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো। আর আমার প্রাপ্য এক শুষ্ক প্রণাম—নিজ দোষে কি পুত্রই হারিয়েছি!"

[—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—শম্ভুজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—প্রভাত। শম্ভুজীর স্ত্রী রমা ও পরিচারিকা মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

রমা। অসম্ভব! আমার স্বামীই তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন। দাসী! তুই কি বল্‌ছিস্‌?

পরি। কি বলছি? যা বলবার তাই বলছি। কেন? তোমার সোয়ামী কি একেবারে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির যে বাপ্‌কে মেরে ফেলতে পারেন না?

রমা। কি বলছিস্‌। জানিস? পিতৃহত্যা। জানিস?

পরি। তাই কি? সহর শুদ্দু লোক টের পেলো, আর বাড়ী বসে' তুমি টের পেলে না!

রমা। এ্যাঁ!

পরি। কি গা? একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। শোন, তোমার শ্বশুর—বাবা! পিরথিম শুদ্দু লোক যা'রে মান্যি কর্ত্ত।—তোমার গুণধর সোয়ামী আবার রাতে কেল্লার বাইরে গিইছিল। রাজা সে রাত তাকে কেল্লায় ঢুক্‌তে দেয় নি। সেই রাগে তোমার সোয়ামী তারে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

রমা। আমি বিশ্বাস করি না।

পরি। করো না ত করো না, মোর ত সেই-জন্যে ঘুম হচ্ছে না। মুই ব'লে খালাস।—হ্যাঁ।"

[—বলিয়া চলিয়া গেল।

রমা। ভগবান! রক্ষা কর। এ কথা যেন সত্য না হয়। এ কথা সত্য জানবার আগে যেন আমার শিরে বজ্রাঘাত হয়।

শম্ভুজি প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"রমা!"

রমা। নাথ! বল একথা সত্য নয়। শুদ্ধ বল। আমি বিশ্বাস কর্ব্ব। বল এ কথা মিথ্যা।

শম্ভু। কি কথা রমা?

রমা। যে তোমার পিতাকে—

শম্ভু। আমি হত্যা করিছি কিনা?—যদি করেই থাকি!

রমা। নাথ—

নেপথ্যে। মহারাজ! মহারাজ!

শম্ভু। ঐ কাব্‌লেস খাঁ ডাকছে। এখন যাও রমা—আমি মারাঠার রাজা, আমার অনেক কাজ আছে।—আমি এসেছিলাম শুদ্ধ তোমাকে বলতে যে আমি সেতারায় যাচ্ছি। এই মুহূর্ত্তে যেতে হবে। তোমার হাতে এ দুর্গের ভার রইল। তুমি ত এখন মারাঠার রাণী। রাণীর যোগ্য ব্যবহার কর্ব্বে। আমি সপ্তাহকাল পরে ফির্ব্ব! এখন চল্লাম!

রমা। যেখানে যাও—যাও। শুদ্ধ ব'লে যাও।

শম্ভু। চুপ্‌—কোন প্রশ্ন কোরো না।

রমা। একটা মাত্র কথা—একটামাত্র! আর কখন কিছু প্রশ্ন কর্ব্ব না। একটামাত্র কথা—বল এ কথা মিথ্যা—

শম্ভু। "এ কথা সত্য।"

[—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রমা "ভগবান!" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রাজপুত-শিবির। কাল—প্রহরাধিক দিবা। রাণা রাজসিংহ, মহারাণী ও রাজপুত সামন্তগণ

রাজসিংহ। গরিবদাস! যুদ্ধের কোন সংবাদ পাচ্ছি না কেন?

গরিব। একটা খবর ত পেয়েছি কাল। বিক্রম সোলাঙ্কি দিলীর খাঁকে পরাস্ত করেছে। এক সপ্তাহের জন্য কোন খবর আসবার সময় হয় নি।

বিজয়। যুবরাজ জয়সিংহ শুনেছি সাহ-জাদা আকবরকে সসৈন্যে উদয়পুরের গিরি-পথে অবরুদ্ধ করেছেন।

গরিব। সাহজাদা তা হলে ঠিক আমাদের পাতা কলে পড়েছেন।

বিজয়। শুন্‌ছি ত সেই রকম।

রাজ। দুর্গাদাস একটা অসম সাহসিক কাজ কর্ত্তে গিয়েছেন।

গরিব। কি রকম রাণা?

রাজ। তিনি ৩০০০০ সৈন্য নিয়ে স্বয়ং সম্রাট ঔরংজীবকে দোবারীতে আক্রমণ কর্ত্তে গিয়েছেন। সম্রাটের সৈন্য লক্ষাধিক হবে।

সুবল। রাণা! দুর্গাদাস এতদিন কোন কার্য্যে নিষ্ফল হয় নি।

রাজ। কিন্তু সম্রাট সৈন্য রাজপুত সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ।

গরিব। রাণা! সেদিন ২৫০ রাজপুত

সৈন্য নিয়ে দুর্গাদাস ৫০০০ মোগল সৈন্য ভেদ করে' চলে এসেছিলেন।

রাজ। মোগলশক্তিকে তুচ্ছ কোরো না গরিবদাস! একদিন মিলিত রাজপুত সৈন্য মোগলসৈন্যের কাছে কাগার হ্রদতীরে পরাজিত হয়েছিল।

গরিব। সেদিন গিয়েছে রাণা! মোগল আর সে মোগল নাই। আজ সে তার পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ভারে নুয়ে পড়েছে।

রাণী। ভীমসিংহের সম্বাদ কি রাণা?

রাজ। ভীমসিংহ ইন্দোর দুর্গ জয় করেছে। পরে—নগরের পর নগর জয় করে' সুরাট অভিমুখে ধাবিত হয়েছে।

রাণী। ধন্য ভীমসিং! রাণার উপযুক্ত পুত্র বটে!

রাজ। কিন্তু আমি কা'ল ভীমসিংহকে ফিরে আসতে আদেশ দিয়েছি।

গরিব। কেন রাণা?

রাজ। গুর্জ্জর থেকে পলায়িত অনেক গ্রামবাসী এসে আমার কাছে আবেদন করেছে। ভীমসিংহ গুর্জ্জর লুণ্ঠন কর্চ্ছে শুনতে পাচ্ছি।

রাণী। মিথ্যা কথা রাণা—আমি ভীমসিংহকে জানি।

রাজ। সে যা হোক। গুর্জ্জরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। আমি দিগ্বিজয় কর্ত্তে বসি নি। আত্মরক্ষা কর্ত্তে বসিছি।

রাণী। সে কি মহারাণা! আমরা যবন সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ কর্ত্তে বসেছি।

রাজ। না মহামায়া। বিনা বহুরক্তপাতে তা সিদ্ধ হবে না। যখন একটা শাসন সংস্থাপিত হয়েছে, তাকে ধ্বংস কর্ত্তে চেষ্টা করা অন্যায়; বরং তাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার চেষ্টা আমাদের করা উচিত।

রাণী। তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত? অত্যাচারকে প্রশ্রয়? বিজাতি শাসনকে রক্ষা? এই কি ক্ষাত্র ধর্ম্ম?

রাজ। ক্ষাত্র ধর্ম্ম কেবল বধ করার ধর্ম্ম নয় মহামায়া! বধ করার বিদ্যা যে একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা তা আমার ধারণা নয়। আত্মরক্ষার্থে বা আর্ত্তরক্ষার্থে ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে বধ করার নাম হত্যা।

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন

গরিব। এই যে জয়সিংহ! কি সম্বাদ জয়সিং?

জয়। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে পিতা। আকবর সসৈন্যে আরাবলি গিরিসঙ্কটে বন্দী। বেরোবার পথ নেই।

বিজয়। কেন? যে পথে প্রবেশ করেছিল?

জয়সিংহ। সে পথ আমরা একদিনের মধ্যে বড বড় গাছ কেটে, তাই দিয়ে বন্ধ করেছি।

গরিব। কি? সমস্ত মোগলসৈন্য তা হলে সেই উপত্যকায় বন্ধ?

জয়। হাঁ। তাদের খাদ্য নাই। আজ তিন দিন সমস্ত মোগলসৈন্য অনাহারে আছে।

সুবল। তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি? তোমরা যে কাজ আরম্ভ করেছো অনাহার সে কাজ শেষ করুক। তারা এখন অনশনে মরুক।

রাজ। কি? সম্রাটপুত্র সসৈন্যে না খেয়ে মর্ব্বে?

সুবল। তদ্ভিন্ন আর উপায় কি?

রাজ। না খেয়ে! না এ হতে পারে না। জয়সিং! তুমি যাও। পথ খুলে দাও।—খাদ্য নিয়ে যাও।

সুবল। বলেন কি মহারাণা!

রাজ। না সুবলদাস! এতগুলো প্রাণী না খেয়ে মর্ব্বে? উপবাসে হত্যা করা ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়। আকবর যদি পরাজয় স্বীকার করেন ত তাঁকে ছেড়ে দাও। শুদ্ধ ছেড়ে দাও নয়—তাঁর আর তাঁর সৈন্যের আহারের ব্যবস্থা কর। যাও—রাজহস্তী বোঝাই ক'রে খাদ্য নিয়ে যাও জয়সিংহ!

•

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত কানন; মোগল শিবির।
কাল—অপরাহ্ণ।

সম্রাট্ ঔরংজীব উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে দিলীর খাঁ ও সম্রাটপুত্র আজীম। পার্শ্বে শ্যামসিংহ

ঔরং। কি দিলীর খাঁ তুমিও যুদ্ধে হেরে এসেছো?

দিলীর। হাঁ, জনাব। শুদ্ধ হেরে আসিনি। সর্ব্বস্ব হারিয়ে এসেছি।

ঔরং। আর কুমার আকবর?

দিলীর। তাঁর বিষয়ে যা শুনেছি তা বিশেষ শুভ নয়। তিনি আরাবলি গিরিসঙ্কটে রাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের হস্তে বন্দী!

ঔরং। বন্দী!—আকবর—ভারতের ভাবী সম্রাট্ রাজপুতের হাতে বন্দী।—এবার মোগলের অবমাননার মাত্রা পূর্ণ হোল।

আজীম। [স্বগত] কি? ভারতের ভাবী সম্রাট আকবর!

দিলীর। এখন জাঁহাপনার নিজের সম্বাদ কি?—জাঁহাপনা দোবারী ছেড়ে যে চিতোরের দুর্গমূলে আশ্রয় নিয়েছেন!

ঔরং। দিলীর খাঁ! আমি রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাসের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছি। আমার খাদ্যভাণ্ডার, উট, হস্তী, প্রাণাধিকা বেগমকেও এই যুদ্ধে হারিইছি।

দিলীর। তা' হলে বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে বলুন জনাব! এখন দিল্লী ফিরে যাওয়া অনেকটা সোজা হবে!

ঔরং। দিল্লী ফিরে যাব এই অপমান নিয়ে? কি বলেন মহারাজ।

শ্যাম। অসম্ভব।

দিলীর। যেমন অপমান নিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি অনেক জিনিষ রেখেও ত যাচ্ছেন। যথা উট, হস্তী, গো, মহিষ, বেগম। ফিরে যাওয়া এখন খুব সহজ।

ঔরং। এ দুঃখের সময় তোমার পরিহাস ভালো লাগে না দিলীর খাঁ।

শ্যাম। হাঁ সেনাপতি পরিহাসের সময় অসময় আছে।

দিলীর। সম্রাট! পরিহাসটা আমার দুঃখেই বড় ভাল লাগে। দুঃখেই সেটা আমার মুখে বেরোয় ভালো!—করুণ হাস্য বলে' একটা জিনিস আছে জানেন জনাব?

ঔরং। মোগলের এরূপ অপমান কখন হয় নি—যেমন—

দিলীর। যেমন আজ আপনার হাতে হোল। তা মানি সম্রাট!

ঔরং। আমার হাতে না তোমার হাতে? দুর্ভাগ্যক্রমে আজ দিল্লীর খাঁ মোগলের সেনাপতি। আজ যদি রাজা যশোবন্তসিংহ জীবিত থাকতো—

শ্যাম। যদি রাজা যশোবন্তসিংহ জীবিত থাক্‌তো জাঁহাপনা।

দিলীর। সম্রাট ইচ্ছা কর্লে তিনি আজো জীবিত থাক্‌তে পার্ত্তেন।

ঔরং। কি? তুমি কি বিবেচনা কর যে—?

দিলীর। বিবেচনা কিছু করি না সম্রাট্—জানি। জানি যে সম্রাট তাকে আফগানিস্থানে হত্যা করেছেন। সম্রাট যদি ইচ্ছা কর্ত্তেন ত এই সাহসী বীর সম্রাটের শত্রু না হয়ে মিত্র হোত; আর এই রাজপুত জাতি [মহারাজ শ্যামসিংহের মত আত্মাভিমানবর্জ্জিত স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষ রাজপুত নয়—দুর্গাদাসের ন্যায় প্রকৃত, উদার, সরল বীর রাজপুত যা'রা তা'রা] মোগল রাজ্যের ঋণস্বরূপ না হয়ে রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হোত।

ঔরং। কিরূপে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কিরূপে?—ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টান। দেখতে পাবেন কিরূপে? মানসিংহ, ভগবান দাস, টোডরমল, বীরবল—এ'রা না থাক্‌লে আজ মোগলসাম্রাজ্যের অস্তিত্বও থাক্‌ত না; আর ঔরংজীবও তার সিংহাসনে বস্‌তে পেতেন না। যে ভিত্তি আকবর দৃঢ় করে' গিয়েছিলেন, আপনি আজ আপনার আত্মঘাতী নীতিতে সে ভিত্তি জীর্ণ করে' তুল্‌ছেন।

ঔরং। আমি!

দিলীর। হাঁ আপনি। জিজিয়াকর স্থাপিত না কর্লে এদিকে রাজপুত এক হোত না, ওদিকে মারাঠা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌তো না। রাণা রাজসিংহ আপনারই হিতার্থে এই কথাই লিখেছিলেন। আপনি তাঁকে তুচ্ছ ক'রে নিজের এই সর্ব্বনাশ টেনে আন্‌ছেন।—রাজাধিরাজ! জানবেন যে, ভয় দেখিয়ে এই প্রকাণ্ড জাতকে কেউ শাসন কর্ত্তে পার্ব্বে না। তা'রা ইচ্ছা করে' যদি অধীন থাকে ত থাক্‌বে। আর যদি সমস্ত জাতি বিদ্রোহী হয়, ত তা'দের শুদ্ধ মিলিত উষ্ণ নিঃশ্বাসে মোগলসাম্রাজ্য উড়ে যাবে।

ঔরং। আমি এ বিষয়ে চিন্তা কর্ব্ব দিলীর খাঁ! আমার মাথা ধরেছে। আমি এখন ভাব্‌তে পাচ্ছি না।

[এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন।

দিলীর। ভগবান তোমার মতি ফেরান ঔরংজীব!

আজীম। [স্বগত] আকবর ভারতের ভাবী সম্রাট!—এ হবে না! এ হতে পারে না।

দিলীর। [স্বগত] কুমার আজীমের চেহারাটা বড় সুবিধার বোধ হচ্ছে না! [প্রকাশ্যে] কি ভাবছেন সাহজাদা।

আজীম। সে কথা তোমার সঙ্গে বিচার্য্য নয় সেনাপতি।—

[—বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

দিলীর। হুঁ—একটা বিশেষ কিছু হয়েছে। এ শুধু দোবারীর পরাজয় নয়—কুমারের মনে একটা বেশ খট্‌কা লেগেছে।

শ্যামসিংহ। তুমি হেরে এলে দিলীর খাঁ।

দিলীর সহসা শ্যামসিংহের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ—এলাম বৈকি চাঁদ। হ্যাঁ চাঁদ হেরে' এলাম।—আপনার মনে বড় আক্ষেপ হয়েছে মহারাজ। না?—যে রাজপুত জাত শক্তিবলে জেগে উঠ্‌বে? খোসামোদের জোরে নয়—গায়ের জোরে উঠ্‌বে। এটা আপনার সইছে না।—না?

শ্যাম। না আমি বলছিলাম যে—

দিলীর। দরকার কি!—ভগবান্‌. তোমার অদ্ভুত সৃষ্টি! যে জাতে দুর্গাদাস জন্মায় সেই জাতেই শ্যামসিংহ জন্মায়।—এক জাত?—আচ্ছা সিংহ মহাশয়! আপনার নাম শ্যামসিংহ না হয়ে শ্যামসুজজোহা হলে ঠিক হোত না?

নেপথ্যে কোলাহল শ্রুত হইল

শ্যাম। ও কি শব্দ! জয়োল্লাসধ্বনি!—দুর্গাদাস এখানে এসে আমাদের আক্রমণ করেনি ত?

দিলীর। পালাও মহারাজ! পৈতৃক প্রাণটা রাখো।

শ্যাম। না, ওরা "আল্লা হো" বলে' চেঁচাচ্ছে।—ওরা আমাদের সৈন্য।

দিলীর। আপনাদের সৈন্যই বটে। যদি আমাদের সৈন্য হোত ত—"হর হর ব্যোম" বলে' চেঁচাত।—না? আচ্ছা মহারাজ! আপনাকে খোসামোদে বিদ্যাটা কে শিখিইছিল?

শ্যাম। কেন?

দিলীর। সে একটা ভারি ওস্তাদ মানুষ হবে। কি কর্ত্তব্যই শিখিইছিল!—বাঃ।

সাহাজাদা আকবর প্রবেশ করিলেন

শ্যাম। এই যে সাহাজাদা আকবর!

দিলীর। সত্যই ত! সাহাজাদাই ত বটে। বন্দিগি কুমার—শুনেছিলাম যে যুবরাজ শত্রু-হস্তে বন্দী। সে সম্বাদ তবে মিথ্যা।

শ্যাম। আমি জানি ও মিথ্যা।

দিলীর। হাঁ নিশ্চয় মিথ্যা; মহারাজ যখন বলেছেন মিথ্যা, তখন নিশ্চয়ই মিথ্যা। কেমন মহারাজ! হচ্ছে কিনা?

শ্যাম। সাহাজাদা নিশ্চয় শত্রুজয় করে' ফিরে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ আমি ত তাই ভাবছিলাম।—যুবরাজ রাণাকে কি বন্দী করে এনেছেন?—নৈলে এত জয়োল্লাস ধ্বনি কেন?

আকবর। না দিলীর। আমিই রাণার হাতে বন্দী হয়েছিলাম।

শ্যাম। কৌশলে মুক্ত হয়ে এসেছেন?

আকবর। না মহারাজ!—রাণার বদান্য-তায়।—দিলীর খাঁ। রাজপুত জাতটা যুদ্ধ কর্ত্তে জানে।

দিলীর। বলেন কি যুবরাজ?

আকবর। শুধু যুদ্ধ কর্ত্তে জানে তা নয়।—ক্ষমা কর্ত্তে জানে।

দিলীর। অদ্ভুত আবিষ্কার!

শ্যাম। এখন, মুক্ত হলেন কিরূপে?

আকবর। দিলীর!—শোন—

দিলীর। মহারাজকে বলুন—উনি বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

আকবর। শুনুন মহারাজ! আমি যখন আরাবলির গিরিসঙ্কটে পিঞ্জরাবদ্ধ, সসৈন্যে অনাহারে মৃতপ্রায়; তখন রাণা তাঁর পুত্র জয়সিংহকে পাঠিয়ে দিলেন—আমাকে বধ কর্ত্তে নয়; বন্দী কর্ত্তে নয়; আমাকে খাদ্য দিতে, আমাকে মুক্ত কর্ত্তে।—আর কি চাও?

দিলীর। রাণা আরও একটা কাজ কর্ত্তে পার্ত্তেন, তাঁর এক কন্যার সঙ্গে সাহাজাদার বিয়ে দিতে পার্ত্তেন।—যান এখন ভিতরে যান। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন, সেই যথেষ্ট।—চলুন মহারাজ!—না মহারাজের এখানে আজ নিমন্ত্রণ আছে?

[সকলে বিভিন্ন দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রাজপুতশিবির। কাল অপরাহ্ণ।
রাণা রাজসিংহ ও যশোবন্তের রাণী উপবিষ্ট। সম্মুখে মোগল পতাকা হস্তে দুর্গাদাস ও রাজপুত সামন্তগণ দণ্ডায়মান

রাজ। ধন্য দুর্গাদাস! তুমি মোগলকে মেবার হতে প্রতাড়িত করেছো।

রাণী। ধন্য দুর্গাদাস! তুমি বেগমকে বন্দী করেছো!—আজ প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। কি? দুর্গাদাস! তুমি সম্রাটের বেগমকে বন্দী করেছো? কোন্ বেগম?

দুর্গা। কাশ্মীরী বেগম।

রাজ। তাঁকে বন্দী করেছো? তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্ত করে' দাওনি?

দুর্গা। রাণা! আমি সেনাপতি মাত্র। যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে বন্দী কর্ব্বার অধিকার আমার। তাকে মুক্ত কর্ব্বার অধিকার রাজার।

রাজা। যাও দুর্গাদাস! বেগমসাহেবাকে এইক্ষণেই মুক্ত করে' সসম্মানে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দাও।

রাণী। কেন দিব রাণা?

রাজ। নারীর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই।

রাণী। নাই বটে! তবে আমি এসে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি কেন মহারাণা? আমাকে বন্দী করবার জন্য কি এই প্রকাণ্ড যুদ্ধ নয়? আমি যদি এ যুদ্ধে সম্রাজ্ঞীর বন্দী হতাম, সম্রাজ্ঞী কি কর্ত্তেন?

রাজ। মোগলের নীতি আমরা অনুকরণ কর্ত্তে বসিনি।

রাণী। না মহারাণা! আমি এই বেগমকে ছেড়ে দেবো না। আমি প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। প্রতিশোধ?" কিসের প্রতিশোধ মহামায়া।

রাণী। কিসের? কিসের নয় তাই জিজ্ঞাসা করুন! এই কাশ্মীরী বেগমই আমার পতিপুত্রকে হত্যা করিয়েছে! এই কাশ্মীরী বেগমই আমাকে বন্য পশুর মত স্থান হতে স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—এর শোধ নেবো রাণা। আমি তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছাড়বো না। প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। কি প্রতিশোধ নেবে?

রাণী। তা এখনো ঠিক করে' উঠ্‌তে পারি নি রাণা। এ বিষয়ে চিন্তা কর্ব্ব। ভেবে বার কর্ব্ব। তিলে তিলে তাকে পোড়ালে যথেষ্ট হবে না। সর্ব্বাঙ্গে তার সুচিভেদ কর্ল্লে যথেষ্ট হবে না। ভেবে বার কর্ব্ব। নূতন যন্ত্রণার যন্ত্র আবিষ্কার কর্ব্ব। নারীর উচিত শাস্তি নারীই বোঝে।

রাজ। মহামায়া! পাপের শাস্তি দেবার তুমি আমি কে। যিনি দেবার তিনি দেবেন।

রাণী। [উঠিয়া] তিনি?—কোথায় তিনি? তিনি কোথায়? তিনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন। আকাশের বজ্র চিরদিন পাপীর শিরেই পড়ে না, মহারাজ! পুণ্যাত্মার শিরেও পড়ে। ভূকম্পে এক পাপীর গৃহই ভগ্ন হয় না, নিরীহ বেচারীর কুঁড়েখানি আগে ভাঙে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ক্ষুদ্র শস্পই ডোবে, বিরাট মহীরুহ তেমনই মাথা উঁচু করে' থাকে। ঈশ্বরের নিয়ম ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বিচার করে না—যেখানে দুর্ব্বল, জীর্ণ, স্থবির পায়, আগে গিয়ে তারই টুটি চেপে ধরে।

রাজ। রাণী! উদ্ধত হয়ে ঈশ্বরের উপর বিচার কর্ত্তে বোসো না।—জেনো তাঁর নিয়মে অন্তিমে অধর্ম্মের পতন হবেই।

রাণী। সে কবে!—আমি ত তা আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না রাণা। আমি ত আজ পর্য্যন্ত দেখেছি—সারল্য আজীবন শাঠ্যের চরণে পড়ে' ভিক্ষা মেগেছে, শাঠ্য একবার ফিরেও চায় নি। সত্য চিরকালটা মিথ্যার দাস্য করেছে, মাথা ওঠাতে পারি নি। আমি চিরদিন দেখেছি—ন্যায়ের ক্ষেত্রে উড্ডীন অন্যায়ের বিজয় নিশান। আমি চিরদিন শুনে এসেছি—ধর্ম্মের ভগ্ন মন্দিরে আধ্মাত অধর্ম্মের জয়-ভেরী। পুণ্যের শ্যামল রাজ্যের উপর দিয়ে পাপের ভৈরব রক্তবন্যার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে; শ্যামলতার চিহ্নমাত্র নাই। উৎকোচে, অত্যাচারে, মিথ্যাবাদিতায় পৃথিবী ভরে' গেল—তবু বলেন অন্তিমে ধর্ম্মের জয় হবে।—সে কবে—কবে, কবে?—

রাজা। ক্ষান্ত হও মহারাণী! তুমি উত্ত্যক্ত হয়েছো। ধৈর্য্য ধর।

রাণী। ধৈর্য্য রাণা! আপনি যদি নারী হতেন, আর আপনার দূরে প্রোষিত ভর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকের বিষে প্রাণত্যাগ কর্ত্তো; আপ-

নার সরল উদার পুত্রের যদি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা হোত; ক্ষুদ্র নিঃসহায় নিরীহ শিশুকে নিয়ে—আমার মত আপনার যদি প্রতাড়িত হয়ে দেশ হতে দেশান্তরে পরের দুয়ারে ভিখারী হয়ে বেড়াতে হোত, ত বুঝতেন—ধৈর্য্য!—না রাণা—আমি সেই পাপিয়সীকে ছাড়বো না।

রাজ। দুর্গাদাস! আমি জীবিত থাক্‌তে অবলার প্রতি অত্যাচার দেখবো না। যাও তুমি তাঁকে সসম্মানে সম্রাটের করে সমর্পণ কর।

রাণী। দুর্গাদাস! তুমি রাণার ভৃত্য নও। আমার কর্ম্মচারী।

দুর্গা। ক্ষমা কর্ব্বেন মহারাণী! এযুদ্ধে আমরা সকলেই রাণার ভৃত্য। বেগম আজ মেবারের রাণার বন্দী; মাড়বারের মহিষীর নয়। মহারাণী আত্মবিস্মৃত হবেন না। আপনারই রক্ষার্থে রাণা এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। রাণার প্রতি রূঢ় হবেন না। তাঁর আজ্ঞার অবাধ্য হবেন না।

রাণী কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন "তুমি সত্য কথা বলেছো দুর্গাদাস" —পরে রাণার সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিলেন—"রাণা মার্জ্জনা করুন! যন্ত্রণায় উত্ত্যক্ত হয়ে দুর্ব্বিনীত হয়েছি; ক্ষমা করুন! কিন্তু যদি বুঝতেন রাণা এই তীব্র বেদনা এই নিদারুণ জ্বালা, এই গাঢ় অন্তর্দ্দাহ!—ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি; ক্ষমা করুন!"

রাজ। ক্ষমা করেছি মহামায়া! তবে তুমি যে ক্ষমা আমার কাছে চাহিলে, সেই ক্ষমা এই সম্রাজ্ঞীর প্রতি দেখাও। তাঁকে তোমার কাছে বিচারার্থে রেখে যাচ্ছি। তাঁকে ক্ষমা করে' তোমার মহত্ত্ব দেখাও! মহামায়া! নারী স্নেহ দয়া ভক্তি ক্ষমা গুণেই পূজ্যা। তাতেই তার শক্তি!—আর যদি শাস্তি দিতেই চাও মা—মনে কর কি মা যে তোমার অত্যাচারীকে যদি তুমি হাস্যমুখে ক্ষমা কর—সে তার কম শাস্তি!

রাণী। উত্তম! সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে এসো দুর্গাদাস।

[দুর্গাদাস প্রস্থান করিলেন।

রাজ। তবে তোমার দয়ার উপরে নির্ভর করে' সম্রাজ্ঞীকে রেখে গেলাম মহামায়া।

[—বলিয়া রাণা চলিয়া গেলেন।

রাণী। তাই হোক! আমি তার উপর বিচার কর্ব্ব—এই বিচারাসনে বসে—সেই যথেষ্ট। ভারতের সম্রাজ্ঞী, ঔরংজীবের বেগম, আমার পতিপুত্রহন্ত্রী শত্রু আজ আমার সম্মুখে বন্দী হ'য়ে দাঁড়াবে; আমি সিংহাসনে বসে' নীচুপানে তার মুখের দিকে চেয়ে তাকে প্রাণভিক্ষা দিব। তাই বা মন্দ কি!—ঐ আস্‌ছে। এখনো মুখে সেই দর্প, চাহনিতে সেই দীপ্তি, পদদাপে সেই গর্ব্ব!—জগদীশ্বর! পাপকে এমন উজ্জ্বল করে' তৈরী করেছিলে।

সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ারসহ দুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিলেন

রাণী। সেলাম বেগম সাহেব!

গুল। যশোবন্তসিংহের রাণী?

রাণী। হাঁ চিন্তে পাচ্ছেন না। অথচ আমাকে বন্দী কর্ব্বার জন্যই এই বিরাট আয়োজন। আপনি আমার পতিপুত্র খেয়েছেন। তাতেও ও রাক্ষসী উদর ভরেনি! এখন আমায় আর আমার ছোটছেলেকেও খেতে চান! এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন? এত ভুল কর্লে চলবে কেন বেগম সাহেব?

গুল। তুমিই দুর্গাদাস!

দুর্গা। হাঁ জাঁহাপনা!

গুল। আমাকে এখানে এনেছো কেন?

রাণী। আপনার বিচার হবে।

গুল। আমার বিচার? কার কাছে?

রাণী। আমার কাছে।—কথাটা কি একটু রুক্ষ ঠেকছে না? কি কর্ব্বেন বলুন। —চাকা ঘুরে গিয়েছে বেগম সাহেব! কি! দুর্গাদাসের পানে অত চাইছেন যে? ভাবছেন এতদূর আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের যে আপনাকে বন্দী করে! তাই ভাবছেন—না? এখন কি শাস্তি চান?

গুল। আমি তোমার বন্দী, যা ইচ্ছা হয় কর।

রাণী। যা ইচ্ছা তাই কর্ব্ব? সে বড় কঠোর হবে বেগম সাহেব! আমার যা ইচ্ছা সে শাস্তি দিলে সৈতে পার্ব্বে না। সে বড় নিদারুণ শাস্তি। নরকের জ্বালা তার কাছে বসন্তবায়ুর মত শীতল, শত বৃশ্চিকের দংশনের যন্ত্রণাও তার কাছে শৈলনির্ঝরবারির মত স্নিগ্ধ! আমার যা ইচ্ছা?—আমার

কি ইচ্ছা জানো বেগম সাহেব?—যাক্—তুমি আমাকে বন্দী কর্লে কি কর্ত্তে ভারত সম্রাজ্ঞী?

গুল। কি কর্ত্তাম? তোমায় আমার পাদোদক খাওয়াতাম। পরে বধ কর্ত্তাম।

রাণী। এখনও তেজ যায় নি! বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে, তবু আস্ফালন যায় নি! বেগম সাহেব!—বড় আশায় নিরাশ হয়েছো। আজ আমি তোমার বন্দী না হয়ে, তুমি আমার বন্দী? দেখ গুলনেয়ার! ভারতসম্রাজ্ঞী! তুমি আজ আমার মুষ্টিগত। ইচ্ছা কর্লে তোমায় আমার পাদোদকও খাওয়াতে পারি, বধও কর্ত্তে পারি। কিন্তু তা কিছুই কর্ব্ব না। আমি তোমাকে মুক্ত করে' দিলেম। সেনাপতি! এ'কে রেখে এসো এ'র স্বামীর কাছে—[গুলনেয়ারকে] যাও—দাঁড়িয়ে রৈলে যে?—আশ্চর্য্য হচ্ছো?—এই রাজপুতের প্রতিশোধ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের বহিঃকক্ষের বারান্দা।
কাল—প্রভাত।

তাহবর খাঁ ও আকবর দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন

তাহবর। তাই ত! তোমাদের তা'লে রাজপুতেরা ঠিক ইঁদুরের কলে ফেলিছিল।

আকবর। অবিকল। আমরা বরাবর সোজা গিয়ে দেখি যে সে দিকে বেরোবার পথ নাই। ফিরে গিয়ে দেখি সে দিকও বন্ধ।

তাহবর। আর পাহাড়ের উপর থেকে রাজপুতেরা মজা দেখছিল—সে ঠিক কলের ভিতর ইঁদুরের মত তোমরা একবার এদিক একবার ওদিক করে' বেড়াচ্ছো?

আকবর। আর সে গিরিপথ এমন সংকীর্ণ যে ১০০ জন মানুষ পাশাপাশি হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের সৈন্যেরা কে কোথায় আছে দেখবার যো নাই।

তাহবর। দেখলে বুঝি সব পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে?

আকবর। হাঁ দস্তুর মত।—এমনি জড়িয়ে গিয়েছে যে—

তাহবর। বোঝা দুষ্কর যে কোন্‌গুলো পাহাড় আর কোনগুলো সৈন্য?

আকবর। না তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

তাহবর। যাচ্ছিল না কি?—যুদ্ধ তা'লে হোলো না?

আকবর। যুদ্ধ কর্ব্ব কার সঙ্গে? পাহাড়ের সঙ্গে?—শত্রুরই সন্ধান পেলাম না।

তাহবর। ঐ আমি বরাবর বলে' আসছি, রাজপুত জাতটা যুদ্ধই জানে না।—একটা প্রথা মেনে চলে না। কেউ কখন শুনেছো যে না খেতে দিয়ে যুদ্ধে জেতা!

আজীমের প্রবেশ

তাহবর। বন্দিগী সাহজাদা!

আজীম। [সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া] আকবর শুনেছো?

আকবর। কি আজীম?

আজীম। মেবার যুদ্ধে তোমার এই পরাজয়ে পিতা বড়ই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আকবর। তা কি কর্ব্ব!—আর আজীম, এ যুদ্ধে আমিই একা পরাজিত হইনি। স্বয়ং দিলীর খাঁ—

আজীম। দিলীর খাঁর উপরও পিতা সন্তুষ্ট হন নি।

আকবর। আর সম্রাট নিজে? আর তুমি? তোমরাই জিতে এসেছো নাকি?

আজীম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে।

আকবর। আর আমি?

আজীম। বিলাসে কালহরণ করেছিলে।—অন্ততঃ পিতা তাই বলেন।

আকবর। বলেন কি কর্ব্ব!

তাহবর। কুমার যুদ্ধ কর্ব্বেন কার সঙ্গে সাহজাদা?—

আজীম। চোপ রও।

তাহবর। ওরে বাবা—

আকবর। তা এখন কি কর্ত্তে হবে।—আমি ভীরু, বিলাসী নৃত্যগীতপ্রিয়।—তা হবে কি?

আজীম। হবে আর কি! আকবর! জানো পিতা তোমাকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করে' তোমাকে ফের বঙ্গদেশে পাঠাচ্ছিলেন। আমি

তাঁকে নিরস্ত করেছি—অনেক অনুনয়ের পর। জেনো, পিতা তোমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।—সাবধান! পিতার কাছে এখন বেশী ঘেঁষোনা! আমি বন্ধুভাবে বল্‌ছি।

[প্রস্থান।

তাহবর। কি বলেন কুমার!—গতিক বড় সুবিধার নয়! আপনি যুদ্ধটা না জিতে বড়ই বেকুফি করেছেন।

আকবর। আমি কি ইচ্ছা করে' হেরেছি না কি!

তাহবর। তা বটে! তবে ইচ্ছা না করে'ও হারা উচিত ছিল না। সাম্রাজ্যটা বা যদি কখন পাবার আশা ছিল—তা গেল।

আকবর। তবে সাম্রাজ্য পাবেন কে?

তাহবর। আজীম। দেখলেন না, কি রকম আমার পানে ফোঁস করে' উঠলেন। পেছোনে বিষ না থাকলে অমন 'কুলো পানা' চক্র হয়? ও'র তাড়াতে আমি কি রকম মুষড়ে গিই-ছিলাম দেখলেন না?

আকবর। আজীম ত নিজে ভারি বীর! উনিই কি জিতে এসেছিলেন নাকি!—হেরে—বেগম সাহেবকে পর্য্যন্ত হারিয়ে এসেছেন। রাজপুত উদার জাত, তাই বেগম সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

তাহবর আজীম হেরে এসেছেন সত্য; কিন্তু সে হারাটা সম্রাটের নিজের কি না। সম্রাট কিছু মুখ ফুটে বলতে পারেন না। আজীম ছিলেন সম্রাটের অধীন কর্ম্মচারী। আর আপনি ছিলেন স্বাধীন সেনাপতি।

আকবর। আজীম সম্রাটের প্রিয়পাত্র—কেননা সে খোসামুদে, গোঁড়া মুসলমান—মদ ছোঁয় না, গান শোনে না, দশবার নেওয়াজ পড়ে।—ভন্ড! কেবল সম্রাটকে খুসী রাখবার ফন্দি।

তাহবর। আপনিও তাই করুন না কেন?

আকবর। তাহবর!—আমি রাজ্য ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি; সুরা, নারী আর গান ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত নই। আমি আজীমের মত নীচ নই। দরাজ হাতে জীবন ব্যয় করি।—যত নীচ, ভীরু, কৈতববাদী।

তাহবর। চুপ!—সম্রাট আস্‌ছেন—মাথা সামাল!

আকবর বিনাবাক্যে অলক্ষিতভাবে চলিয়া গেলেন ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন

ঔরং। কি? দুর্গাদাস ঝালোর জয় করেছে? আর পুরমন্ডলে সুবলদাস খাঁও রোহিলাকে পরাস্ত করেছে?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা!—আরো আছে। দয়াল সাহা মোগল সৈন্যকে মালব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সে কাজিদের ধরে' শ্মশ্রুমুন্ডন কর্চ্ছে, কোরাণ কূপে নিক্ষেপ কর্চ্ছে, মসজিদ সব ভূমিসাৎ কর্চ্ছে।

ঔরং। কি! শেষে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার!

দিলীর। তা'রা এ জিনিসটা জান্‌তো না। সম্রাটই পথ দেখিয়েছেন। সম্রাট হিন্দুর বেদ অস্থিকূপে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্মণকে ধরে' কল্মা পড়ান নি? তীর্থ অপবিত্র করেন নি? দেবমন্দির বিচূড় করেন নি?—জনাব! কথা শুনুন! হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন, জিজিয়া কর রদ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক।

ঔরংজীব। কখন না। আমি যত দিন জীবিত আছি, ততদিন মুসলমান মুসলমান, কাফের কাফের। দিলীর খাঁ! দাক্ষিণাত্য হতে মৌজামকে আস্‌তে লিখ্‌ছি। এবার সমস্ত মোগল সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ কর্ব্ব। দেখি কি হয়!—তাহবর খাঁ! সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে মাড়বারের বিপক্ষে যাত্রা কর। আরো সৈন্য আকবরের অধীনে পাঠাচ্ছি। আমি নিজে সসৈন্যে পিছে যাচ্ছি। দেখ—যদি মাড়বার জয় কর্ত্তে পারো, এক সাম্রাজ্যখন্ড তোমায় দিব। যদি না পারো—তোমার পুর-স্কার লৌহশৃঙ্খল। [প্রস্থান।

তাহবর। কি বলেন খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমি একবার দেখলাম; তুমিও একবার দেখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ উদ্যান। কাল—সায়াহ্ণ।

সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার সেই উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন

গুল। কি দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ'! কি উচ্চ প্রশস্ত ললাট, কি তীক্ষ্ম দৃষ্টি! কি দৃঢ়নিবদ্ধ

বঙ্কিম ওষ্ঠযুগল!—সুন্দর পুরুষ এই দুর্গাদাস! কিন্তু কি আশ্চর্য্য—সে একবার আমার পানে গদগদভাবে চাহিল না? জগতে এই অতুলনীয় রূপ সে বিস্মিত হয়ে দেখল না? এ চাহনির জ্যোতির ছটায় সে অন্ধ হয়ে গেল না? আমার করস্পর্শের তড়িতপ্রবাহে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো না? জগদীশ্বর! তোমার জগতে এ রকম মানুষ আছে?—

গাইতে গাইতে রাজিয়ার প্রবেশ

গীত

কেমনে কাটাবো সারা রাতি রে সে বিনা সই।
পলখ না হেরে যারে বাঁচি না বাঁচি না সই?
রাখি' এ হৃদয় পুরে, যারে মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি রব কেমনে—জানি না সই।

রাজিয়া। কি ঠানদি!—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তুমি এখনও ঐ নির্জ্জন উদ্যানে একা?

গুল। একাই আমার ভালো লাগে!

রাজিয়া। আগে ত লাগতো না'—ঠানদি! আজকাল তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখি কেন?—আগে ত এরকম ছিলে না?

গুল। রাজিয়া, তুই কখন ভালো বেসেছিস্?

রাজিয়া। ওমা তা আর বাসিনি! গ্রীষ্মে আম আর বর্ষার খিচুড়ি আমি খুব ভালোবাসি। তার উপর ঐ পুষি মেনিটাকে যে কি ভালোই বাসি ঠানদি—কেমন "মেউ মেউ মেউ" করে—যদিও সেটা জানিত কোন রাগরাগিণীর সঙ্গে মেলে না।

গুল। দূর্! হাবা মেয়ে! বলি কোন মানুষকে ভালো বেসেছিস্?

রাজিয়া। মানুষ! বেসেছি বৈ কি—তোমায় ভালোবাসি, মাকে ভালোবাসি,—আর একজনকে ভারি ভালো বাস্তাম; সে মরে' গিয়েছে।

গুল। কে সে?

রাজিয়া। ঐ আমাদের বুড়ো বাবুর্চি। কি রান্নাই রাঁধত ঠানদি! যেন একেবারে "সুরট মল্লার"—বলিয়া গান ধরিল দিল—"পিয়ারে কাহিও বর্ষা ঋতু আই"—এটা কিন্তু দেশমল্লারেরই কাছাকাছি।

গুল। তুই একটা গান গা, রাজিয়া, আমি শুনি।

রাজিয়া। [সোল্লাসে] শুন্‌বে?—বোস এস্রাজটা আনি।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

গুল। যা হোক, আমি আর একবার তাকে চাই! তার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। কি স্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখে একজন পুরুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলে' যাবে? লালসায় জরজর হবে না? নতজানু হয়ে আমার কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা কর্ব্বে না?

রাজিয়ার প্রবেশ

রাজিয়া এস্রাজ লইয়া বসিয়া কহিল—"কি শুন্‌বে?"

গুল। কাল ছাদের উপর রাত্রে যেটা গাচ্ছিলি!

রাজিয়া। সেটা?—সেটা ত এস্রাজে বাজাতে পার্ব্বো না।

গুল। বিনি এস্রাজেই গা'।

রাজিয়া এস্রাজ রাখিয়া উঠিয়া গান ধরিল

গান

হৃদয় আমার গোপন করে'
আর ত লো সই রৈতে নারি,
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে—
থর থর কাঁপছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে
ছাপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান
আর কি ধরে' রাখতে পারি।
মানের মানা শুন্‌বো না আর,
মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে
ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে
যাবো তার তরঙ্গে চড়ি',
দেখবো গিয়ে কোথায় পড়ি,
জীবন যখন করেছি পণ,
সরমের ধার আর কি ধারি।

রাজিয়া। এটা হচ্ছে ছায়ানট—ছায়া আর নট—পঞ্চম থেকে একবারে রেখাব [সুর করিয়া দেখাইয়া] ভারি সুন্দর! না?

গুল। সত্যই ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে! বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখতে পারি। দরকার কি! ধরে রাখতেই বা যাবো কেন। ভালবাসার প্রবল উচ্ছ্বাস এসে আমার

গ্রাস করুক; আমায় ছেয়ে ফেলুক। উচ্ছৃংখলেই আমার আনন্দ; বিরাটেই আমার উল্লাস। তবে এই দুর্গাদাসকে আমি চাই। যশোবন্তের রাণী আমার উপলক্ষ মাত্র। আমার লক্ষ্য দুর্গাদাস। ঔরংজীব!—মাড়বার আক্রমণ কর। এই দুর্গাদাসকে আমি চাই।

[প্রস্থান।

রাজিয়া। কি রকম! ঠানদি কি বিড়বিড়ির বিড়বিড় বক্‌তে বক্‌তে চলে' গেল। এমন ছায়ানট্‌ বুঝলে না।

[এই বলিয়া রাজিয়া মুখে কৃপা-প্রকাশক ধ্বনি করিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মাড়বার পর্ব্বতশ্রেণী। কাল—প্রভাত।
দুর্গাদাস ও ভীমসিংহ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া
অদূরে গ্রামবাসীগণ কোলাহল করিতেছিল

দুর্গাদাস। ভীমসিংহ! সম্রাট সমস্ত মোগলসৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ করেছেন! —এবার আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা। এবার রাজপুত জাতির হয় উচ্ছেদ, না হয় উত্থান,—বীর! এই মহাসমরের জন্য প্রস্তুত হও।

ভীম। সেইজন্যই পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি এসেছি এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে।

দুর্গা। শিশোদীয় বীর! তোমার শৌর্য্য তোমার স্বার্থত্যাগের কথা অবগত আছি। কিন্তু মেবার যুবরাজ! তুমি মহৎ আছো, তোমায় মহত্তর হতে হবে। তুমি বীর; কিন্তু এ যুদ্ধে তোমার বীর্য্যের শিখরে উঠতে হবে।

ভীম। নিশ্চিন্ত থাকুন সেনাপতি! এ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ত্তে এসেছি—কর্ত্তব্য-জ্ঞানে। সে কর্ত্তব্য নিজের প্রতি, পিতার প্রতি, রাজপুত জাতির প্রতি। সে কর্ত্তব্যের পথ হ'তে ভীমসিংহ স্খলিত হবে না। আমায় বিশ্বাস করুন।

দুর্গা। ভীমসিংহ! আমরা তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

ভীম। মহারাণী কোথায়?

দুর্গা। তিনি সমস্ত মাড়বারে;—নগরে, গ্রামে, অরণ্যে পর্ব্বতে। তিনি স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছেন। জাতিকে উত্তেজিত কর্চ্ছেন! মাড়বার যশোবন্তসিংহের মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! তাই মহারাণী স্বয়ং মাড়বার জাতিকে একত্রিত কর্ত্তে বেরিয়েছেন!

ভীম। আমি তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাই!—

দুর্গা। আজই সাক্ষাৎ হবে কুমার! তিনি আজ প্রভাতেই এই গ্রামেই আসবেন। আমি তাঁর উদ্দেশ্যেই এসেছি।

সমরসিংহের প্রবেশ

দুর্গা। সম্বাদ পেয়েছো দাদা?—

সমর। হাঁ, মোগল সেনাপতি তাহবর খাঁ ৭০০০০ সৈন্য নিয়ে মাড়বার অভিমুখে আসছেন! কুমার আকবরের সঙ্গে আরো সৈন্য আসছে পিছনে।

দুর্গা। আর সম্রাট?

সমর। তিনি সসৈন্যে আজমীরে। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

দুর্গাদাস ভীমসিংহের দিকে চাহিলেন

ভীম। রাঠোর সৈন্য কত সেনাপতি?

দুর্গা। ১০০০০। আমাদের লক্ষাধিক সৈন্য ছিল; যশোবন্তসিংহের মৃত্যুতে ছত্র-ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে—অনেক সৈন্য যুদ্ধ ছেড়ে ব্যবসা কি কৃষি ধরেছে। মহারাণী তাদেরই ডাকতে বেরিয়েছেন। দেখছো গ্রামবাসীদের? যেন জীবন নাই।

ভীম। ওরা কি বলাবলি কর্চ্ছে শুনি!

১ গ্রামবাসী। আরে জিজিয়া কর করেছে না হয় করেছে। হয়েছে কি?

২ গ্রামবাসী। কিন্তু এযে মাত্রা বাড়্‌তেই চলেছে ভাই।

৩ গ্রামবাসী। আফিং খেয়ে ভোঁ হয়ে আছি বাবা। পৃথিম্‌টা উল্টো ঘুর্চ্ছে কি সোজা ঘুর্চ্ছে খবর রাখি নে বাপ। তোদের যদি বড্ড দুঃখু হয়েছে, আফিং ধর্‌।

৪ গ্রামবাসী। দুঃখ কিসের? আর যদি দুঃখ হলোই—একবার ভেউ ক'রে উঠ্‌লাম। চুকে গেল।

১ গ্রামবাসী। ওরা যা করে সৈব। সৈতেই হবে। কি বল হে?

২ গ্রামবাসী। কিন্তু আর যে সয় না।

৩ গ্রামবাসী। বলছি আফিং ধর্।—সব সৈবে।

৪ গ্রামবাসী। আফিং ধর্ত্তে হবে না, আপনিই সৈবে—এত সৈল। এইটে সৈবে না?

গীত

পাঁচশ বছর এমনি করে' আসছি সয়ে সমুদায়;
এইটে কি আর সৈবে নাক
—দু'ঘা বেশী জুতার ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দু'ঘা দেনা বাবা;
দু'ঘা বেশী দু'ঘা কমে এমনি কি আসে যায়!
তবে কিনা জুতোর গুঁতো হয়ে গেছে অনেকবার—
একটা কিছু নতুন রকম কর্লে হতো উপকার;
ধর্না যেমন 'বেটা' বোলে,
দিলি না হয় কানটা মোলে;
জুতোর খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা পড়ে' গেছে সকল গায়।
পড়ে' আছি পায়ের তলায় নাকটা গুঁজে অনেক-কাল,
সৈবে সবই—নই ত মানুষ, মোরা সবাই
ভেড়ার পাল;
যে যা করিস দেখিস চাচা,
মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা;
শাঁসটা খেয়ে আঁসটা ফেলে দিসরে দুটো দুবেলায়।
খেয়ে তোদের লাথি ঝাঁটা
কতক ভরে' আছে পেট;
খোসাভূষী পেলেই কিছু
বল্‌বো করে মাথা হেঁট—
"পেলাম হুজুর বৃহৎ পেলাম,"
দুটি হাতে কর্ব্ব সেলাম—
নাই বা যদি দিস রে চাচা কর্ত্তে কিবা পারি তায়।
তোরাই রাজা তোরাই মুনিব
—মোরা চাকর মোরা পর;
মনে করিস চাচা এটা
তোদের বাড়ী তোদের ঘর;
মোরা বেটা মোরা পাজি
যা বলিস্ তাই আছি রাজি,
রাজার মেয়ে ওগো প্যারি, যা বলিস্ তাই শোভা পায়।

১ গ্রামবাসী। ঐ মহারাণী আসছেন। চল্ চল্।

২ গ্রামবাসী। হাঁ চল্ চল্।

দুর্গা। কি রকম উদাসীন দেখলে ত। কিন্তু এরাই উত্তেজিত হবে। মহারাণীর মুখে, বক্তৃতায়, উত্তেজনার একটা কি তাড়িত শক্তি আছে।—তিনি আজ যেন একটা কি স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্দীপিত। তাঁর কথায় আজ হিম পাথরকে উষ্ণ করে, মেষকেও ক্ষেপিয়ে দেয়।

ভীম। ঐ মহারাণী আসছেন।

দুর্গা। হাঁ ঐ আসছেন। ভীম! সরে দাঁড়াও।

ভীম। সত্যই ত! এ যে অপূর্ব্ব, সেনাপতি। এ ত কখন দেখি নাই। কি দানবদলনী মূর্ত্তি! পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, দু-চারি গাছ উদ্ভাসিত কপোলে এসে পড়েছে; চক্ষে কি দিব্য জ্যোতি, ললাটে কি গর্ব্ব? ওষ্ঠে কি বরাভয়প্রদ হাস্য! আর ভয় নাই, সেনাপতি। স্বয়ং মা জন্মভূমি মানবীমূর্ত্তি ধারণ করে' এসেছেন। আর ভয় নাই।

রাণী ও তৎপশ্চাতে গ্রামবাসীরা প্রবেশ করিল

গ্রামবাসীগণ। জয় রাণীমাইর জয়।

প্রথম গ্রামবাসী। মহারাণীকে জায়গা ছেড়ে দাও।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী। আমরা মহারাণীকে দেখতে পাচ্ছি না।

রাণী একটি সন্নিহিত উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া কহিলেন,

"গ্রামবাসীগণ—সৈনিকগণ—পুত্রগণ।"

তৃতীয় গ্রামবাসী। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। শুন্তে পাবে। স্তব্ধ হও।

চতুর্থ গ্রামবাসী। স্তব্ধ হও। স্থির হও।

রাণী। শোন আমি আজ এখানে এসেছি কেন—শোন—

পঞ্চম গ্রামবাসী। আহা তোমরা স্থির হও না—শুন্তে দাও।

রাণী। আগে আমার পরিচয় দেই। শোন —আমি কে।

ষষ্ঠ গ্রামবাসী। এই চুপ কর।, শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। মাড়বারবাসীগণ! আমি যশোবন্তের রাণী। সম্রাট ঔরংজীবের কৌশলে হিন্দুকুশের পরপ্রান্তে আফগানিস্থানের তুষার মধ্যে আমার স্বামী তোমাদের রাজা যশোবন্তের মৃত্যু হয়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাদের যুবরাজ পৃথ্বীসিংহ ঔরংজীবের কৌশলে বিষপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে। আমার কনিষ্ঠপুত্র তোমাদের বর্ত্তমান কুমার অজিতসিংহ ঔরংজীবের গ্রাস হতে দূরে নিভৃতে রক্ষিত।

আর আমি—তোমাদের রাণী আজ পথের ভিখারিণী!

গ্রামবাসীগণ কোলাহল করিতে লাগিল

সপ্তম গ্রামবাসী। তা আমরা কি কর্ব্ব।

অষ্টম গ্রামবাসী। আমাদের ক্ষমতা কি?

নবম গ্রামবাসী। সম্রাটের এসব অত্যাচারের কিন্তু একটা প্রতিকার করা উচিত।

দশম গ্রামবাসী। আমাদের ত রাণী বটে। আমরা কর্ব্ব না ত কে কর্ব্বে?

রাণী। শোন গ্রামবাসীগণ—আমি কিন্তু আজ নিজের দুঃখ জানাতেই তোমাদের কাছে আসিনি। আমি এসেছি আজ আমাদের সুন্দর মাড়বারের জন্য তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা কর্ত্তে। সম্রাট লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছেন। তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত; তোমরা বীর। তোমরা কি নিশ্চিন্ত, উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমিকে পরপদদলিত, নিষ্পেষিত বিধ্বস্ত হতে' দেখবে।

একাদশ গ্রামবাসী। লক্ষাধিক সৈন্য! হায় হতভাগ্য মাড়বার!

দ্বাদশ গ্রামবাসী। সেনাপতি ঝালোর আক্রমণ না কর্লে এটা হতো না।

ত্রয়োদশ গ্রামবাসী। হাঁ। কেন সুপ্তব্যাঘ্রকে জাগিয়ে তোলা।

চতুর্দ্দশ গ্রামবাসী। লক্ষ মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হীনবীর্য্য মাড়বারের পক্ষে সম্ভব নহে।

পঞ্চদশ গ্রামবাসী। কিছুতেই নয়।

রাণী। সম্ভব নয়? সম্ভব নয়? তবে তোমাদের দূর করে' দলিত করে' মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার কর্ব্বে, তাই তোমরা নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে। হা ধিক্। এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত কর্ত্তে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে? হিন্দু তোমরা! রাজপুত তোমরা! ক্ষত্রিয় তোমরা!—সম্ভব নয়? যশোবন্তসিংহ জীবিত থাক্‌লে তাঁর সম্মুখে একথা বল্‌তে সাহস কর্ত্তে না। তাঁর জন্য সকলে প্রাণ দিতে তোমরা প্রস্তুত ছিলে। যশোবন্তসিংহের এক চাহনিতে তোমাদের রক্ত উষ্ণ হোত, তাঁর একটি কথাতে দশসহস্র তরবারি পিধান হতে বেরিয়ে আস্‌তো; তাঁকে অশ্বারূঢ় দেখলেই তোমাদের মিলিত জয়ধ্বনি আকাশ ধ্বনিত কর্ত্ত। আমি নারী! আমি তাঁর বিধবা পত্নী। আমি আজ পথের ভিখারিণী। আমার কথা শুনবে কেন? আমি ত আর তোমাদের রাণী নই।

গ্রামবাসী। আপনি আমাদের মহারাণী। আপনার কথা শুন্‌বো।

রাণী। শুন্‌বে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে' এসো। তরবারি লও। ওঠ; এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে' ওঠো! ওঠো, যেমন তূরীশব্দে সুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো;—যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো;—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্চার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোল ওঠে, ওঠো; রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে তোমাদের শৌর্য্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।

গ্রামবাসীগণ। মহারাণী আমরা যাবো। কিন্তু এ যুদ্ধে জয়াশা নাই। মৃত্যুই সার হবে।

রাণী। মৃত্যু! গ্রামবাসীগণ,—মৃত্যু কি একদিন আস্‌বে না? সে যখন বিছানায় এসে তোমার টুটি চেপে ধর্ব্বে, সে বড় সুখমৃত্যু নয়! কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য, পরের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমৃত্যু।

গ্রামবাসীগণ। আমরা যাবো মহারাণী! যেখানে আপনি নিয়ে যান আমরা যাবো।

রাণী। এই ত তোমাদের যোগ্য কথা! শোন—আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছি না! যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান্ থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকো—সে এসো! সে একাই একশ! ক্ষীণসংকল্প দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না! একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ। আর একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহ ও শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত

ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ: আর এক-দিক দেশের প্রতি কর্ত্তব্য—বেছে নাও।

সকলে। আমরা কর্ত্তব্য বেছে নিলাম।

রাণী। উত্তম! তবে আজ সব রাঠোর মিলিত হও! তুচ্ছ বিসম্বাদ এই মহাব্রতের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক হয়ে জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে ডাক "মাইজির জয়।"

সকলে। মাইজির জয়'—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে রাজিয়ার শিবির।
কাল—মধ্যরাত্রি, বৃষ্টি, ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও বজ্র।
রাজিয়া গাহিতেছিলেন—

ঘন ঘোর মেঘ আই' ঘেরি গগন,
বহে শীকর স্নিগ্ধচ্ছ্বসিত পবন,
নামে গভীর মন্দ্রে, গুরু গুরু গরজন।
ছুটি উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
—মুখে হা হা স্বন।
পিঙ্গল দামিনী মুহুর্মুহু চমকে
ধাঁধি নয়ন—কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

রাজিয়া। উঃ বাপ্ রে কি কোলাহল! সৈন্যদের চীৎকার। কামানের গর্জ্জন! রণ-বাদ্যের ধ্বনি! হঠাৎ এ কি! কাণ ঝালাপালা করে' দিলে! মানুষগুলো সঙ্গীতশাস্ত্র কখন চর্চ্চা করেছে বলে' বোধ হয় না—উঃ [কর্ণে হস্তপ্রদান]

আকবরের প্রবেশ

রাজিয়া। কে? বাবা?

আকবর। হাঁ রাজিয়া।

রাজিয়া। এঃ আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছে যে বাবা! বাহিরে এ সব কি! এত কোলাহল!

আকবর। যুদ্ধ হচ্ছে। রাজপুত মোগল শিবির আক্রমণ করেছে।

রাজিয়া। তা না হয় করেছে? কিন্তু এত বেসুরো চেঁচায় কেন?

আকবর। বেসুরো কি বল্‌ছিস রাজিয়া; ব্যাপার গুরুতর।—উঃ কি রাশি রাশি মৃত্যু!

রাজিয়া। তা বেশ বুঝছি। কিন্তু চেঁচায় কেন?

আকবর। কি বল্‌ছিস রাজিয়া—এ সাক্ষাৎ মৃত্যু। মৃত্যুকে এত কাছাকাছি কখন দেখিনি!—উঃ—বাইরে কত লোক মর্চ্ছে জানিস?

রাজিয়া। মর্চ্ছে! তাই পালিয়ে এসেছো বাবা! ভয় কর্চ্ছে? ভয় কি বাবা?—

আকবর। হয়ত আমার আর তোরও আজ মর্ত্তে হবে।—

রাজিয়া। যদি মর্ত্তেই হয় ত গাইতে গাইতে মর্ব্ব! তীরাপহত লহরীর মত গাইতে গাইতে নেমে যাবো?

আকবর। কি! বারবার রাজপুতের জয়-ধ্বনি'—ঐ আরো নিকটে।

নেপথ্যে। জয় মহারাণীর জয়।

তাহবরের প্রবেশ

তাহবর। যুবরাজ! পালান পালান।

আকবর। কেন তাহবর খাঁ?

তাহবর। আমাদের পরাজয় হয়েছে।

আকবর। আমাদের সৈন্যরা কি কর্চ্ছে।—সব মরে গিয়েছে!

তাহবর। না সব মরেনি! তারা এ রকম অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যা করে' থাকে—তাই কর্চ্ছে:—শত্রুকে "পশ্চাদ্ভাগ দেখহ" করে' ছুটেছে।

রাজিয়া। পালাচ্ছে! সে কি! পালাচ্ছে কেন? সেনাপতি! রাজপুতের হাতে পরাজয় মেনে পালাতে লজ্জা হচ্ছে না!—

তাহবর। তাদের আবার লজ্জা কি? তারা ত স্ত্রীলোক নয়! পালান সাহাজাদা এখনও সময় আছে! বেগম সাহেবকে সাহাজাদীকে নিয়ে পালান।—এখনো সময় আছে।

রাজিয়া। আমি পালাবো না। পালাবো কেন? না হয় মর্ব্ব। বাবা—তুমি মোগল হয়ে কোন্ মুখে পালাবে?

তাহবর। যে মুখে যুদ্ধ হচ্ছে তারই ঠিক উল্টো মুখে। পালাতে হয় আবার কোন্ মুখে।

রাজিয়া। আমি পালাবো না।

তাহবর। তা আপনি যদি না পালান, আমরাই পালাই। আপনি স্ত্রীলোক একটু লজ্জা হচ্ছে হয়ত, আমাদের সে বিষয়ে কোন লজ্জা নাই—কি বলেন সাহাজাদা!

আকবর। উঃ! কি ভীষণ রাত্রি! কি হাহাকার! কি হত্যা!

বাহিরে। "পালাও, পালাও!" "জয় রাণার জয়" "হর হর" ইত্যাদি।

রাজিয়া। উঃ কি কোলাহল!

তাহবর। কি ভাব্‌ছেন যুবরাজ! চলে' আসুন! আপনি দেখ্‌ছি স্ত্রীলোকেরও অধম!

আকবর। উঃ কি হত্যা! এত হত্যা আমি কখন দেখি নি!

তাহবর। তা খাড়া হয়ে থাক্‌লে কি হবে। ঐ—ঐ—শিবিরের দুয়োরে—এই দিকের দরোজা দিয়ে—ঐ শত্রু—

[—বলিয়া তাহবর পলায়ন করিলেন।

আকবর। চলে' আয় রাজিয়া।—আমরাও পালাই!

রাজিয়া। বাবা!

আকবর। কথা কস্‌নে, এই দিক দিয়ে—এই দিক দিয়ে আয়!—বলছি।

[আকবর রাজিয়াকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত।

দুইজন রাজপুত সেনানীর প্রবেশ

১ সেনানী। কেউ নাই—পালিয়েছে। কোন্ দিকে পালালো!

২ সেনানী। এই দিক দিয়ে—

তাহারা চলিয়া গেল। সমরসিংহ ও আরো রাজপুত সৈন্য প্রবেশ করিল

সমর। বল ভগবান একলিঙ্গের জয়।

সকলে। জয় ভগবান জয় একলিঙ্গের জয়।

সমর। ভীমসিংহ কোথায়?

১ সৈনিক। তাঁকে দেখ্‌ছি না।

সমর। যাও, অন্বেষণ কর।

[সমর ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

সমর। উঃ কি রাত্রি! কি যুদ্ধ! কি স্তূপীকৃত হত্যা!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মেবারের একটি গিরিদুর্গ। হ্রদতীরে দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।
কমলা বেদীতে বসিয়া একাকিনী গাহিতেছিলেন—

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ-বিরহ অবসানে।
কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত,
তব, প্রেমসুধারস দানে।
বন, আকুল বনফুল গন্ধে,
বন, মুখরিত মর্ম্মর ছন্দে,
বহে, শিহরি পবন মৃদুমন্দ,
গাহে, আকুল কোকিল, কুহু কুহু তানে।
একি জ্যোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী;
একি পান্ডুর তারাপুঞ্জে;
একি সুন্দর নীরব মেদিনী;
একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ;
বসে' আছি পাতি' মম অঞ্চল;
অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল;
এস হে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত!—
মম প্রাণ অধীর প্রবোধ না মানে।

জয়সিংহ গানের মধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া সে গীত শুনিতেছিলেন

কমলা। কে! ও! তুমি—

জয়। হাঁ আমি।

কমলা। কতক্ষণ এসেছো?

জয়। অনেকক্ষণ।

কমলা। এতক্ষণ কি কর্চ্ছিলে?

জয়। শুন্‌ছিলাম।

কমলা। কি?

জয়। বীণার ধ্বনির সঙ্গে মৃদঙ্গ!—কি শুনছিলাম? কি শুনছিলাম তা ঠিক জানি না! কিন্তু যা শুনছিলাম তা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই।

কমলা। বুঝেছি। তুমি আমার গান শুনছিলে।

জয়সিংহ। হবে। আমি ত এতক্ষণ এ রাজ্যে ছিলাম না। স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম। কিছু শুনছিলাম কি?—না দেখছিলাম?—দেখছিলাম বুঝি, যে কতকগুলি সুন্দর কিশোর স্বর শুভ্রপক্ষ বিস্তার করে' আকাশে বিচরণ কর্চ্ছে। শেষে সে স্বরগুলি আরো গাঢ় হয়ে, আরো গদগদ হয়ে, আরো উজ্জ্বল হয়ে, একটি একটি নক্ষত্রে বিলীন হয়ে গেল!

কমলা। না! তুমি এত বেশী সংস্কৃত বল্লে, যে তার অর্থ বোঝা আমার অসাধ্য। সোজা প্রচলিত ভাষায় বল—বুঝতে পারি।

জয়। কমলা! তুমি যা গাইলে প্রাণ থেকে গাইলে কি? না একটা যা মনে এলো তাই গাইলে?

কমলা। কি বোধ হয়?

জয়। জানি না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি কোন যাদুকরী, আমাকে যাদু করেছো!

কমলা। যাদু করবার দরকার নেই। তুমি নিজেই যাদু আছো।

জয়। আমি যে নির্জ্জীব, নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য হয়ে গিইছি।—একি ভালবাসা? না মোহ?

কমলা। যাই বল, ফল ত দাঁড়াচ্ছে এক। তুমি ত এই কড়ে আঙুলের চারিদিকে ঘুর্চ্ছো।

জয়। এ যদি ভালবাসা হয় ত এ ত বড় ভয়ানক!

কমলা। ভয়ানক নাকি?

জয়। ভয়ানক নয়? যে ভালোবাসা সব উৎসাহ, তেজ লুপ্ত করে, যে ভালোবাসা মানুষকে অজ্ঞানপ্রায় করে' দেয়, তার চক্ষু হতে বিশ্বনিখিলকে নির্ব্বাসিত করে; যাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়—সে বড় ভয়ানক অবস্থা!

কমলা। তাও ত বটে! এ ত বড় ভয়ানক! রোগ শক্ত। চিকিৎসা করা দরকার। বড় রাণীকে ডাকবো নাকি? সেই একা তোমার এ রোগ সারাতে পারে। কেমন দুটো ন্যাকা কথা বলে' সেদিন তোমায় যুদ্ধে পাঠিইছিল। ডাকবো?

জয়। না কমলা! এ রোগ তার চিকিৎসারও অসাধ্য হয়েছে। আর কেউ সারাতে পারে না। শোন কমলা—মাড়বারের সঙ্গে সম্রাট ঔরংজীবের যুদ্ধ বেধেছে। পিতা আমায় সে দিন ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হ'লে বল্লেন—"যাও পুত্র! দুর্গাদাসের সাহায্যে যাও।" আমি মাথা হেঁট করে রৈলাম। তিনি বল্লেন "কি জয়সিং—নীরব রৈলে যে?" আমি মাথা হেঁট করে রৈলাম। পরে বল্লেন—"বুঝেছি, আচ্ছা অন্তঃপুরে যাও; আমি ভীমসিংহকে পাঠাচ্ছি।" মাথা হেঁট করে' চলে' এলাম। পরে সরস্বতী এসে ভর্ৎসনা কর্ল্লে। কথা কৈলাম না। মনে ধিক্কার হোল—আমায় একি কর্লে কমলা! কি মোহে আচ্ছন্ন করেছো! কি নেশায় বিভোর করে' রেখেছো!

কমলা। আমি কিন্তু তোমায় কিছু খাওয়াই নি টাওয়াই নি!—দোহাই ধর্ম্ম!—শেষে যে আমায় দুষবে তা হবে না।

জয়। না কমলা, আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না!—একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'রূপ কি সুরা'! এখন দেখছি যে রূপ—

কমলা। আফিং! আমিও সে দিন বলে-ছিলাম! তুমি বিশ্বাস কর্লে না।

জয়। কমলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

কমলা। সে ত অনেকবার বলেছো।

জয়। তৃপ্তি হয় নাই। আবার বলছি ভালবাসি। বলতে বড় ভালো লাগে।

কমলা। তা যত খুসী বল।—তা মুখে যতই বল, আমি জানি কাজের বেলায় তুমি বড়রাণীগত প্রাণ।

জয়। আমি!

কমলা। নয় ত কি আমি!—আমি তোমার মুখের ভালোবাসা পেইছি মাত্র। কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিয়েছে বড় রাণী।

জয়। কিসে?

কমলা। বলে' দরকার কি?

[সাভিমানে প্রস্থান।

জয়। শোন কমলা।—না এ নারীর ক্ষণিক অভিমান মাত্র! এই বৃষ্টি আর এই রৌদ্রে কি অপূর্ব্ব জাতিই তৈর করেছিলে পরমেশ!

সরস্বতীর প্রবেশ

সরস্বতী। নাথ!

জয়। সরস্বতী।

সরস্বতী। মাড়বারে মোগল ও রাজপুতের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম শুনেছো?

জয়। না।

সরস্বতী। শুন্তে চাও? অবকাশ আছে?

জয়। বল শুনি।

সর। সমরে মাড়বার জয়ী হয়েছে। কিন্তু—

জয়। কিন্তু?—

সরস্বতী। কিন্তু তোমার ভাই আর নাই।

জয়। কে, ভীমসিংহ?

সরস্বতী। হাঁ। তিনি এই যুদ্ধে মাড়বার রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন!—বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল।

জয়। মহৎ উদার বীরোত্তম ভাই, তুমি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছো।

সরস্বতী। আর তুমি?

জয়। বুঝি নরক!

সরস্বতী। হায় নাথ! [প্রস্থান।

জয়। সরস্বতী আমায় ঘৃণা কোরো না। আমি অক্ষম!—আমি অক্ষম!—এই যে পিতা আস্‌ছেন। সঙ্গে মাড়বার মহিষী ও সমরসিংহ। আমি কূপের ভেক, কূপের মধ্যে যাই। আমি পিতার অবজ্ঞাকরুণ দৃষ্টি সৈতে পার্ব্বো না।

[প্রস্থান।

রাজসিংহ, মহারাণী ও সমরসিংহের প্রবেশ

রাজ। এইখানে বোসো রাণী! ঘরে অসহ্য রকম উত্তাপ! এই জ্যোৎস্নালোকে বস'।—এই স্থান ভীমসিংহের বড় প্রিয়স্থান ছিল। সে এখানে এসে ঐ নীল সরোবরের দিকে চেয়ে সমস্ত প্রভাত কাটিয়ে দিত।

সকলে বেদীর উপরে উপবেশন করিলেন

রাণী। রাণা! ভীমসিংহের শৌর্য্যকাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার জিনিষ।

রাজ। আমি তাকে হারিইছি—চিরদিনের মত হারিইছি।

রাণী। রাণা! যুদ্ধে মরার চেয়ে ক্ষত্রিয়ের আর অধিক গৌরবের মৃত্যু আর কি আছে। ভীমসিংহ যদি আমার পুত্র হোত, তা' হলে তার অন্যরূপ মৃত্যু আমি কামনা কর্ত্তাম না।

রাজ। তুমি সত্য কথা বলেছ মহারাণী—বল সমরসিংহ' ভীমসিংহ কিরূপ যুদ্ধ কর্লে!

সমর। সে রকম যুদ্ধ আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই রাণা। শুনুন! সে রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। এরূপ ঘন অন্ধকার যে সেরূপ অন্ধকার বুঝি আর কখন হয় নাই। কেবল মুহুর্মুহু আকাশব্যাপী বিদ্যুচ্ছটার পিঙ্গল দীপ্তি সে অন্ধকারকে দীর্ণ কর্চ্ছিল। আর মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি সে ভীষণ রাত্রিকে আরো ভীষণ করে' তুলেছিল। উঃ—কি সে রাত্রি!

রাণী। তারপর?

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] এ রকম রাত্রি!—এ রকম রাত্রি!

সমর। এ হেন রাত্রিকালে আপনার পুত্র আমাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও দশ সহস্র মেবার সৈন্য নিয়ে মোগলশিবির আক্রমণ কর্লে—মোগলসৈন্য লক্ষাধিক হবে!

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] আমি তাকে নির্ব্বাসিত করেছিলাম—তাকে নির্ব্বাসিত করেছিলাম।

রাণী। ধন্য শিশোদীয় কুমার! তারপর?

সমর। তার পরে একটা প্রকাণ্ড কল্লোল—সেই বজ্রধ্বনি ছাপিয়ে উঠে আমাদের কামানের বিরাট গর্জ্জন। আর সেই নৈশ বৃষ্টিধারা ছাপিয়ে শত্রুসৈন্যের আর্ত্তধ্বনি!

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] আমি নিজের দোষে তাকে হারিইছি।—পরে ভুল বুঝেছিলাম' কিন্তু বড় অধিক বিলম্বে!

রাণী। তারপর?

সমর। তখন আমি দশ সহস্র রাঠোর সৈন্য নিয়ে ভীমসিংহের সাহায্যার্থে গেলাম। গিয়ে দেখলাম,—সেই বিদ্যুতের আলোকে কি দৃশ্য দেখলাম রাণা—তা জীবনে ভুলতে পার্ব্বো না'

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] সে দিন সে বলেছিল—পুত্র সেদিন বলেছিল যে এ যুদ্ধে প্রাণ দিতে যাচ্ছি।

রাণী। বল সমরসিং!—

সমর। মহারাণী' বিদ্যুতের আলোকে দেখলাম যে শত্রুসৈন্য বন্দুক তরবারি ভল্ল নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ভীমসিংহের সৈন্য একটী বিশ্বগ্রাসী প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত তার উপর গিয়ে পড়লো। অমনি বিপক্ষ পক্ষের বন্দুক আর কামান অগ্নি উদ্গীরণ কর্ল! কি সে যুদ্ধ!—যেন জ্বালামুখীর গৈরিক উদ্গারিত জ্বালার সঙ্গে ঘূর্ণীঝঞ্ঝার যুদ্ধ!

রাণী। ধন্য ভীমসিংহ!—তারপর?

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] অভিমান করে' চলে' গেছে। পিতার প্রতি পুত্র অভিমান করে' চলে' গিয়েছে!

সমর। ভীমসিংহকে বিদ্যুতের আলোকে তখন দেখ্‌তে পেলাম; উন্মত্তের ন্যায়—মূর্ত্তিমান প্রলয়ের ন্যায়। যেখানে শত্রুসংখ্যা অধিক সেখানে ভীমসিংহ! তার দশ সহস্র সৈন্য দশলক্ষ বোধ হতে লাগলো—একা ভীমসিংহ একত্রে দশ জায়গায় দশজন সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ কর্ত্তে লাগ্‌লো।

রাণী। ভীমসিংহ, ভীমসিংহ, তুমি যদি আমার পুত্র হ'তে!

রাজিয়ার প্রবেশ

রাজিয়া। বাবা বাইরে এসো। শিল পড়ছে—শিল পড়ছে।

আকবর। তা পড়ুক।

রাজিয়া। দেখসে! [হাত ধরিয়া টানিলেন]

আকবর। যাঃ তোর লজ্জা নেই। তুই বড় হইছিস! জানিস্? যাঃ—

[রাজিয়া বিষণ্ণভাবে প্রস্থান করিল।

আকবর। দেখি! তীরে বসে' ঢেউ গুণে কি হবে। ঝাঁপিয়ে ত পড়ি! পরে যা হয় হবে। এই রমজান—সরাব লে আও, বাইজি লে আও!—উসি তাঁবুমে।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মারাঠা শম্ভুজির প্রাসাদের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি।

রমা একাকিনী কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছিলেন

রমা। উঃ কি চীৎকার! কি পৈশাচিক হাস্যধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে রমণীর আর্ত্তনাদ। এ কি! নৈশ ব্যভিচারলীলা বাড়্‌তেই চলেছে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। কেন গা? ডাক্‌ছিলে কেন?

রমা। দেখে আয় ত বোন্, বাহিরে ও কিসের কোলাহল।

পরি। কিসের আবার! জান না আর কি?—ন্যাকা সাজো কেন?

রমা। কিন্তু দেখে আয় রমণীটি কে?

পরি। কে আবার!—শুন্‌লাম এক ব্রাহ্মণের ইস্তিরি! রাজার ঐ পোড়ারমুখো শনি কাব্‌লেস খাঁ—তাকে নিয়ে এসেছে। এখন তারা দুজনে মিলে তাকে নিয়ে চেঁচাচ্ছে। আবার কি!

রমা। তবু দেখে আয় রমণীটি কে?—সেকি সত্যই কুলনারী।

পরি। সত্যি মিথ্যা তুমি দেখে এসো। আমি পার্ব্বো না। শেষে নর্কার কর্ত্তে এসে জান দেবো। যদি মোরেই দু'ঘা বসিয়েই দেয়! বিশ্বেস কি?

রমা। হায় স্বামী! [ক্রন্দন]

পরি। এই নাকিসুর ধর্লে। তুমি চুপটি করে' বসে' থাকো। তোমার রাণীপদ কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। তুমি যে রাণী আছো, সেই রাণীই থাক্‌বে। ভয় নেই।

রমা। কি বোন্! ভাবিস্ যে আমি সেই ভয়ে কাঁদছি। এরকম রাণী হওয়ার চেয়ে কাটকুড়োনী হওয়াও ভাল ছিল।

পরি। ওমা বলে কিগো! বলি সোনার পালঙে বসে' অমন বলা সোজা যে কাটকুড়োনী হওয়া ভালো। কখন গতর খাটিয়ে ত খেতে হয় নি!

রমা। আমি তাই খাবো বোন্। আমাকে তুই শেখা। এ রকম নামে মাত্র রাণী থাকতে চাই না। যদি রাণী হয়েও কুলনারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে না পার্লাম ত রাণী হয়ে লাভ কি।

পরি। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানী শুন্তে চাইনে। তোমার যা মনে লাগে কোরো। মোর কি! আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি ভাই।

[বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

রমা। হায় নাথ! এতদিন বারাঙ্গনা নিয়ে নৃত্যগীত কর্ত্তে—কর্ত্তে। যে স্বেচ্ছায় ব্যাভিচারিণী—যে ব্যবসায় কুলটা, তাকে নিয়ে হাস্য-পরিহাস করো, যায় আসে না; কিন্তু কুলবধূকে দুর্গের ভিতরে টেনে এনে তার অপমান!—সাবধান! ধর্ম্মে সৈবে না, এতদূর ধর্ম্মে সৈবে না।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—মোগলশিবির। কাল—রাত্রি।

মুকুটশোভিত আকবর সিংহাসনারূঢ় মস্তকে রাজ-চ্ছত্র ও পার্শ্বে চামর ধারণীদ্বয়। সম্মুখে পারিষদ-বর্গ ও নর্ত্তকীবৃন্দ

আকবর। আমি সম্রাট আকবর নম্বর দোয়েম্।—কি না?

১ পারিষদ। হাঁ।

আকবর। আমার মাথায় রাজচ্ছত্র আছে—কি না?

২ পারিষদ। আছে বলে' আছে!

আকবর। আমার জয়পতাকা উড়ছে—কি না?

৩ পারি। শুধু উড়্‌ছে! একবার পত-পত শব্দে উড়ছে।

আকবর। ব্যস্! আর কিছুই চাই না, গাও।

বাজনা বাজিল

আকবর। দাঁড়াও।—সম্রাট বেটা কি কচ্ছে বল্‌তে পারো?

১ পারিষদ। সে বেটা পালিয়েছে।

আকবর। উহুঁ—বেটা পালাবার ছেলে নয়। বেটা যুদ্ধ কর্ব্বে। সহজে ছাড়বে?—তা করুক বেটা যুদ্ধ। যখন আমার পক্ষে দুর্গাদাস আছে, আমি কাউকে ডরাই নে।—ওহে জানো বেটা দুর্গাদাসকে বাবা—অর্থাৎ কিনা দুর্গাদাসকে বেটা বাবা ভারি ডরায়।

৩ পারিষদ। ডরায় নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ।

আকবর। উঃ!—সেদিন এক বেটা ছবি-ওয়ালা শিবজি আর দুর্গাদাসের ছবি এঁকে নিয়ে এসে বাবাকে দেখাচ্ছিল। তা বাবা শিবজির ছবি দেখে বল্লে "এ বেটাকে সাপটে নিতে পারি—কিন্তু ঐ বেটা—কিনা দুর্গাদাস—জ্বালাবে।

২ পারিষদ। ছবি দুটো কি রকম এঁকেছিল।

আকবর। শিবজি এঁকেছিল গদিতে বসে' আছে; মাথায় মুকুট, কপালে তিলক। কিন্তু দুর্গাদাস ঘোড়ার উপর চড়ে' বর্শার আগায় ভুট্টা পোড়াচ্ছে।

২ পারিষদ। ও বাবা! শুনেই আমাদের ভয় পাচ্ছে, তা সম্রাট—

আকবর। সম্রাট কে?

১ পারিষদ। [দ্বিতীয় পারিষদকে] হাঁ সম্রাট কে হে?

আকবর। সম্রাট ত আমি।

১ পারিষদ। জাঁহাপনাই ত সম্রাট, খোদাবন্দ!

আকবর। ব্যস—তবে গাও।

বাজনা বাজিল

আকবর। হাঁ শোন।—দুর্গাদাস কোথায় গেল? কেউ জানো?

৩ পারিষদ। কৈ? না।

আকবর। হাঁ উদয়পুরে গিয়েছে বটে:—তবে আমার অনুমতি না নিয়ে গেল কেন? কেন যায়!—আমি সম্রাট—সে জানে না?—কেন যায়?

২ পারিষদ। হাঁ কেন যায়!

আকবর। ও! রাণা রাজসিংহের পীড়ার খবর পেয়ে গিয়েছে বটে! আচ্ছা এবার তাকে মাফ কর্লাম।

২ পারিষদ। হুজুর মা বাপ।

আকবর। আমি সম্রাট।

১ পারিষদ। হাঁ হুজুরই ত সম্রাট—আবার কে?

আকবর। ব্যস্! তবে গাও।

গীত

আহা কি মাধুরী বিরাজে।
নন্দনকানন ভুবন মাঝে।
উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গ ভঙ্গে,
নৃত্যবিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে—
মণ্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে।
চরণে কিঙ্কিণী, রিনিনি রিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে—তাজ বে তাজে
বেণু বীণা ঘন মৃদঙ্গ বাজে।

নৃত্যগীতের মধ্যে রাজিয়া আসিয়া দূরে একটি ত্রিপদীর উপর দক্ষিণ হস্তের কফোনি রাখিয়া ও দক্ষিণ করতলে চিবুক রাখিয়া গান শুনিতেছিলেন

আকবর। সোভনাল্লা—স্বর্গ যদি এই রকম হয় ত স্বর্গ বড় সুখের জায়গা।

রাজিয়া। ভূপালীতে ত কড়িমধ্যম নেই।

আকবর। এই! তুই এখানে কেন?

রাজিয়া। তা হবে মিশ্রভূপালী—বাবা! মা ডাকছেন।

আকবর। তোর মার ঠাকুর্দ্দার পিন্ড!—এই কি ডাকবার সময়?—এঃ সব ঘুলিয়ে দিলে!

পারিষদ। সব ঘুলিয়ে দিলে, জনাব সব ঘুলিয়ে দিলে!

আকবর। যাঃ এখন ভেতরে যা।—তোর লজ্জা নেই।—এখানে এসে উপস্থিত।

রাজিয়া। মা ডাকছেন; তাঁর অসুখ বড় বেড়েছে।

আকবর। তাই কি!—অসুখ ত হাকিম ডাক্। আমি কি কর্ব্ব!—আমি এখন যাবো না।

রাজিয়া। তিনি মৃত্যু শয্যায়। তিনি বল্লেন, "রাজিয়া তুই তাঁকে গিয়ে বল্ যে

মর্ব্বার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে চাই।"

আকবর। দেখা! দেখা করে' কি হবে!—সব ঘুলিয়ে দিলে!—মর্ব্বার কি আর সময় পেল না! যাঃ—এই তোমরা কেউ একে ভেতরে রেখে এসো।—এই কোন্ হ্যায়।

দৌবারিকের প্রবেশ

আকবর। একে ভেতরে রেখে আয়।—টেনে নিয়ে যা।—দাঁড়িয়ে রৈলি যে।—

দৌবারিক আসিয়া রাজিয়ার হাত ধরিয়া কহিল—"আসুন সাহাজাদী!"

রাজিয়া। খবর্দ্দার।—বাবা! আমি তোমার মেয়ে!—একজন চাকর এসে আমার হাত ধরে?—

আকবর। আমার হুকুম।

রাজিয়া। "তোমার হুকুম!—বাবা!"—

[বলিয়া অপমানে কাঁদিয়া সেখান হইতে রাজিয়া চলিয়া গেল।

আকবর। সব ঘুলিয়ে দিলে! সব ঘুলিয়ে দিলে।—এই—গাও—নাচো—

আবার বাজনা বাজিল

এই সময়ে তাহবর খাঁ শিবিরে প্রবেশ করিলেন

আকবর। কে! তাহবর খাঁ? সেনাপতি?

তাহবর। সাহাজাদা—

আকবর। এই!—সাহাজাদা কি?—বল 'সম্রাট'—'জাঁহাপনা'—এ দিকে দেখছো না?"—রাজচ্ছত্র দেখাইলেন।

তাহবর। দেখছি বৈ কি!—আমি এ দিকে দেখছি। সাহাজাদা একবার এসে ও দিকটা দেখুন।

আকবর। কেন! ওদিকে কি হয়েছে?

তাহবর। ওদিকে রাজপুত সৈন্য আপনাকে পরিত্যাগ করেছে।

আকবর। পরিত্যাগ করেছে! তাহবর! তুমি কি নেশা করেছো'?—ভাং, চণ্ডু, না তাড়ি? পরিত্যাগ করেছে বল কি হে? তা কখন হতে পারে?

তাহবর। শুধু হ'তে পারে না। সেই রকম ঠিক হয়েছে।—ঘোড়ার কিস্তী; দাবা গেল।

আকবর। দাবা গেল কি?

তাহবর। হাঁ সাহাজাদা! রাজপুতদের কে বুঝিয়েছে যে, সাহাজাদা সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

আকবর। সম্রাটই বা কে আর সাহাজাদাই বা কে?—এ সব ঘুলিয়ে দিলে।

তাহবর। সব ঘুলিয়ে দিলে সাহাজাদা! বাহিরে এসে দেখুন—বাহিরে একটিও রাজপুত শিবির নেই, সব ঘুলিয়ে গিয়েছে।

আকবর। বল কি—আর আমাদের সৈন্য—বাদ্যকরগণকে কহিলেন—"এই চোপরও।"

তাহবর। সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আকবর। চক্রান্ত! চক্রান্ত! তাহবর তোমার চক্রান্ত!—

তাহবর। যুবরাজ মদিরা বেশী খেয়েছেন। আমার চক্রান্ত! নিজের গর্দ্দান দিয়ে চক্রান্ত! আপাততঃ কিস্তি সামলান। ঘোড়ার কিস্তি, দাবা গেল।

আকবর। আমি বুঝেছি তোমার চক্রান্ত! পাকড়ো—এই কোন্ হ্যায়।

তাহবর। হাঃ হাঃ হাঃ এখন কে কাকে পাকড়ায় সাহাজাদা, আর আমার গর্দ্দান নিলে আপনার গর্দ্দান বাঁচবে না!—একটা কথা শুনুন সাহাজাদা! আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। বিকানীরের মহারাজের কাছে এক পত্র পেয়েছি যে যদি এখনো সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করি, তিনি আমাদের ক্ষমা কর্ব্বেন। তাই চেষ্টা করে' দেখা যাক না। চলুন সম্রাটের কাছে।

আকবর। পিতার কাছে!

তাহবর। মন্দ কি? আমার এই মাথাটার উপর যে আমার বিশেষ ভক্তি আছে তা নয়। তবে দেখা যাক্ যদি টেনেটুনে রাখ্‌তে পারি। চেষ্টা করা মন্দ কি?

[প্রস্থান।

আকবর। কি রকম! রাজপুত জাত বিশ্বাসঘাতক।—তারা পরিত্যাগ কর্ব্বে!—সব ঘুলিয়ে দিলে। এই কে আছো—কুছপরোয়া নেই—নাচো—গাও—

আবার বাজনা বাজিল—

নবম দৃশ্য

স্থান—আজমীরে ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ।
কাল—প্রহরাধিক রাত্রি।

ঔরংজীব অর্দ্ধশয়ান, সম্মুখে দিলীর খাঁ

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! রাজপুত শিবির হতে আর কোন সম্বাদ পেয়েছো?

দিলীর। সম্বাদের মধ্যে তাদের বজ্র-নিনাদসম কামানের ধ্বনি শুনেছি—তার বেশী কিছু নয়। ধ্বনি ক্রমেই নিকটতর আর স্পষ্ট-তর হচ্ছে।

ঔরংজীব। উদ্দেশ্য?

দিলীর। উদ্দেশ্য বিশেষ সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না।

ঔরংজীব। আকবর! আকবর!—আমাকে ঠেলে ফেলে তুমি সম্রাট হবে ঠিক করেছো? একদিন তুমিই সম্রাট্ হ'তে!—তোমার জন্য এত যত্ন, এত শ্রম, এত ব্যয় সব নিষ্ফল হ'ল! —দিলীর খাঁ! আমি এ কখন ভাবিনি।

দিলীর। কেন যে ভাবেন নি, তা বলতে পারি না। আকবর বাদশাহী চালই চেলেছেন? তবে তিনি মোজাম, আজীম, আর কামবক্স সম্বন্ধে বাদশাহী নীতি অবলম্বন করবেন কিনা তা এখনো টের পাওয়া যায় নি।

ঔরংজীব। দিলীর! যে হত্যাকাণ্ড দ্বারা আমার এই সাম্রাজ্য অধিকার কর্ত্তে হয়েছে, আমার মত নয় যে তার পুনরাভিনয় হয়।

দিলীর। সম্রাটের মত এরই মধ্যে অনেক বদলেছে দেখছি—আহা সম্রাট সাহজাহান যদি এসময় বর্ত্তমান থাক্‌তেন! তাঁর দেখেও সুখ হোত।

ঔরংজীব। সাবধান হয়ে কথা কও দিলীর খাঁ!

দিলীর। কি জন্য সম্রাট? দিলীর সত্য কথা বলতে কখন কারো অপেক্ষা রাখে না! সম্রাট কি ভাবেন যে একথা স্বপ্নেও আকবরের মনে আসতো, যদি সম্রাট তার পথ না দেখাতেন। জাঁহাপনা! বন্ধুর উপদেশ শুনুন! এখনও পুণ্যকার্য্যে সে হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত করুন। জিজিয়া কর রধ করুন। হিন্দুজাতিকে বন্ধু করুন। আর বলতে হবে কি—সর্ব্ব সর্ব্বনাশের মূল এই কাশ্মীরী বেগমকে দূর করুন। নহিলে এই অন্যায় পরম্পরায় ফল-ভোগ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত থাকুন।"

[বলিয়া চলিয়া গেলেন

ঔরংজীব। কথা সত্য! তিক্ত হলে' কি কর্ব্ব। সত্য! তারই পুনরাভিনয় হচ্ছে; দারা! সরল উদার ভাই দারা! ক্ষমা কোরো! আমি অন্যায়, ঘোরতর অন্যায় করেছি বটে—কিন্তু সে এই ইসলাম ধর্ম্মের জন্য।—ঈশ্বর সাক্ষী!

শ্যামসিংহের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি সম্বাদ মহারাজ?

শ্যাম। কার্য্য উদ্ধার হয়েছে—জাঁহাপনা। যতদূর আশা করিনি তা' হয়েছে! রাজপুতেরা আকবরকে পরিত্যাগ করেছে।

ঔরংজীব বলিলেন—"কিরূপ্?"

শ্যাম। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যের দিকে গিয়েছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কুমার নৃত্য-গীতে ব্যস্ত থাকায়, তা লক্ষ্য কর্ত্তে অবসর পান নি! তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন।

ঔরংজীব। কি রকম?

শ্যাম। বন্দার পরামর্শে জাঁহাপনা আক-বরকে যে পত্র লিখেছিলেন—

ঔরংজীব। কোন্ পত্র?

শ্যাম। এই বলে' যে "কুমার আকবর যে মতলব করেছেন যে রাজপুতেরা সম্রাটকে যেই আক্রমণ কর্ব্বে, আকবর পিছন থেকে রাজ-পুতদের আক্রমণ কর্ব্বেন, এ মতলব অতি সুন্দর"—সে পত্রখানা আমি সেনাপতির ভাই সমরসিংহের হাতে দিতে বলেছিলাম! রাজ-পুতেরা সে কথা বিশ্বাস করেছে; আর রাজ-পুতের সঙ্গে আকবরের যোগদান করা সম্রাটের ছল এইরূপ বুঝে তা'রা আকবরকে পরিত্যাগ করেছে।

ঔরং। সত্য মহারাজ? সে কথা রাজপুত বিশ্বাস কর্ব্বে আমি ভাবি নাই। দুর্গাদাস তাই বিশ্বাস করেছে?

শ্যাম। দুর্গাদাস সেখানে নাই। সে রাজ-সিংহের পীড়া সংবাদ শুনে উদয়পুর গিয়েছে।

ঔরংজীব। আর তাহবর খাঁ—তার সম্বাদ কি?

শ্যাম। তাহবর খাঁ বন্দী! তাকে আমি পত্র লিখেছিলাম যে—"তুমি এখনও যদি বিদ্রোহী-

দের পরিত্যাগ করে' তোমার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে এসে সম্রাটের মার্জ্জনা ভিক্ষা কর, তিনি মার্জ্জনা কর্ব্বেন।" সেই পত্র তিনি বিশ্বাস করে' মোগলশিবিরে এসেছিলেন। কুমার আজীম অমনি তাকে বন্দী করেছেন।

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনার কাছে যে আমি কি কৃতজ্ঞ রৈলাম, তা আর কি বলবো।

শ্যাম। সম্রাটের অনুগ্রহ।

ঔরংজীব। ও কিসের গোলোযোগ বাহিরে?

শ্যাম। "দেখি।"

[—বলিয়া শঙ্কিতভাবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। এ কি! কোলাহল যে বাড়ছেই!—অস্ত্রের শব্দ! এ কি! বন্দুকের শব্দ!—দৌবারিক।

রক্তাক্ত কলেবরে তাহবর প্রবেশ করিলেন

ঔরংজীব। তাহবর খাঁ!

তাহবর। "এই যে সম্রাট!" সম্রাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলেন; এমন সময় দিলীর খাঁ আসিয়া কহিলেন—"খবর্দ্দার"! তাহবর এক-বার মাত্র ফিরিয়া দেখিলেন, আবার সম্রাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলে দিলীর খাঁর পিস্তলে ভূপতিত হইলেন।

ঔরংজীব। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি! নেমক হারাম কুক্কুর!

দিলীর। মরে' গিয়েছে জাঁহাপনা! গাল-গুলো একটাও শুন্তে পেলে না।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।

দিলীর। জাঁহাপনা! তার আর আশ্চর্য্য কি! আপনার প্রাণরক্ষা কর্ব্বার জন্যই ত মাহিনা খাচ্ছি।

ঔরং। দিলীর খাঁ! তোমাকে চ্যুত করে এই পাঠানকে সেনাপতি করেছিলাম।—তার এই ফল। আমাকে ক্ষমা কর দিলীর!

দিলীর। জাঁহাপনা আমি সামান্য ভৃত্য! আমায় ও কথা!

ঔরং। তুমি ভৃত্য নও', এ রাজ্যে একা তুমিই আমার বন্ধু। কি পুরস্কার চাও দিলীর?

দিলীর। জাঁহাপনার জীবন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, তাই আমার প্রচুর পুরস্কার।—আর কিছু চাহি না।

ঔরং। দিলীর! তুমি মহৎ।

স্থান—রাজপুত শিবির। কাল—সন্ধ্যা।
দুর্গাদাস, সমরসিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ

দুর্গা। বিজয়সিং! এবার সত্যই আমরা প্রতারিত হয়েছি।

সমর। তুমি এতদিনে মোগলকে চেনো নাই, দুর্গাদাস!

বিজয়। আকবর এত কুট, আমি তা ভাবিনি!

মুকুন্দ। দেখতে বেশ সরল।

গোপীনাথ। তবে নেহাইৎ অপদার্থ। চব্বিশঘন্টা নৃত্যগীত। কিন্তু ওরকম লোক ত খল হয় না।

সমর। গোপীনাথ! মোগলের সবই সম্ভব।—আমি জলকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি, গহ্বরকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি, সর্পকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি; কিন্তু মোগলকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না! এ তার জাতিগত ধর্ম্ম! কর্ব্বে কি?

গোপীনাথ। সেনাপতি! রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হোল কিসে?

দুর্গা। ঠিক জানা যায় নি। কুমার ভীম-সিংহের মৃত্যু সম্বাদ শুনে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙে নি।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—"প্রভু! সম্রাটপুত্র আকবর সপরিবারে দ্বারদেশে উপস্থিত।"

বিজয়। আকবর?

দুর্গা। সপরিবারে?

সমর। সাবধান! এর মধ্যে আরো কিছু আছে। ঢুকতে দিও না।

দুর্গা। না, শুনি। বন্ধুর সঙ্গে দুই একবার দেখা না কর্লে যায় আসে না, দাদা! কিন্তু শত্রুকে ফেরাতে নেই।—[দৌবারিককে] তাঁদের সসম্মানে নিয়ে এসো দৌবারিক।

[দৌবারিক প্রস্থান করিল।

মুকুন্দ। এর অর্থ?

সমর। আর এক জুয়াচুরী—সাবধান

গোপীনাথ। এ যুদ্ধে কি বিস্ময়ের অন্ত নাই।

দুর্গা। সকলে এঁদের যথোচিত সম্মান দেখাবে।

সপরিবারে আকবরের প্রবেশ
সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন

দুর্গাদাস। আজ আমাদের এ সম্মান কি হেতু সাহাজাদা?

আকবর। রাঠোর সেনাপতি! আমি প্রতারিত হয়েছি।

সমর। আপনি প্রতারিত হয়েছেন? না আমরা প্রতারিত হয়েছি?

আকবর। হয় ত উভয়েই প্রতারিত। রাজপুতসৈন্য আমার সহায় হয়ে আমাকে সম্রাটপদে অভিষেক করে', পরে আমি যখন নিশ্চিন্ত; যখন আমি পিতার বিদ্বেষভাজন; তখন রাজপুত আমাকে পরিত্যাগ করেছে।

সমর। মিথ্যা কথা।

রাজিয়া। সৈনিক!—পিতাকে অসম্মান কর্ব্বেন না!—বলিয়া রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে দুর্গাদাসের দিকে চাহিলেন।

দুর্গা। একটু চুপ কর দাদা।—সাহাজাদা! রাজপুত বিনাকারণে আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। রাজপুত বিশ্বাসঘাতকের জাত নয়। সম্রাটের এই পত্রপাঠে এঁরা বোঝেন যে রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি সাহাজাদার ছল।—"পড়ুন এই পত্র"—বলিয়া আকবরের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। আকবর পত্রপাঠান্তর কহিলেন "সেনাপতি এ মিথ্যা।"

সমর। কি মিথ্যা?—এ সম্রাটের হস্তাক্ষর নয়?

আকবর। হাঁ তাঁরই হস্তাক্ষর। কিন্তু এ পত্র কপট; আমাদের বিচ্ছিন্ন কর্ব্বার অভিপ্রায়ে লিখিত। এ পত্র আমার নামে বটে; কিন্তু রাজপুত সেনাপতির উদ্দেশে প্রেরিত। নহিলে এ পত্র আমার হাতে না পড়ে' রাজপুত সেনাপতির হাতে পড়্‌বে কেন? মোগলদূত কি রাজপুত মোগল চেনে না? যদি এ সত্য কথাই হয়, তবে এ হেন গোপনীয় সম্বাদ দূত কি যার তার হাতে দিত?

দুর্গাদাস সকলের প্রতি চাহিলেন—বলিলেন "কি বল?"

সমর। আমরা শুন্‌তে চাই না। আমরা বরাবর মোগলের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্‌তে চাই না।

আকবর। রাঠোর বীর! আমার দুকূল নষ্ট করে' আমাকে অতল জলে ভাসিয়ে দেবেন না। আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি।

দুর্গা। সভার কি মত?

বিজয়। আমি বলি মোগলের সংস্রবে না থাকাই ভালো।

মুকুন্দ। আমারও সেই মত! মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ একস্থানেই প্রার্থনীয়—সে সমর ক্ষেত্রে।

জগৎ। আমিও তাই বলি! মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি না। আমরা যুদ্ধ কর্ত্তে জানি—যুদ্ধই কর্ব্ব।

দুর্জ্জন। সেনাপতি! আমারও সেই মত সাহাজাদা। ফিরে যান মোগলের শিবিরে। আপনার পিতার ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই নিজের পুত্রকে ক্ষমা কর্ব্বেন।

আকবর। তবে আপনারা আমার পিতাকে চেনেন না।

সমর। বেশ চিনি। আর অধিক চিনবার প্রয়োজন নাই।—ফিরে যান যুবরাজ।

আকবর দুর্গাদাসকে কহিলেন "রাঠোর-সেনাপতি! আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি।

দুর্গা। সামন্তগণ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আশ্রয়-দান করা।

সমর। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হতে পারে না সর্পকে দুগ্ধ দিয়ে পোষা।

আকবর। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রতারিত হইছি।

দুর্জ্জন। সম্ভব। তথাপি এ ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভালো।

আকবর। এই কি সভার মত? রাজপুত-জাতি আশ্রয়দানে অসম্মত?

সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন

দুর্গা। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

আকবর। সেনাপতি! আমি সম্রাটের পুত্র—প্রতারিত, পরিত্যক্ত, নতজানু হয়ে, পুত্র-কন্যাসহ আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি।

[পুত্রকন্যাগণকে] নতজানু হও সাহাজাদা! নতজানু হও সাহাজাদি!

রাজিয়া নতজানু হইয়া সবাষ্পনেত্রে কহিলেন—দুর্গাদাস! পিতাকে রক্ষা কর।

দুর্গা। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

দুর্গা। উত্তম! তবে আমি একা সম্মত।—সামন্তগণ! দুর্গাদাস আপনাকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। আশ্রয়প্রার্থীকে সে আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ হবে না। সামন্তগণ! ইচ্ছা হয় আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না—চলে' আসুন যুবরাজ! যতদিন দুর্গাদাস জীবিত আছে, কারো সাধ্য নাই যে আপনার একটি কেশও স্পর্শ করে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার-কক্ষ।
কাল—প্রভাত।

সম্রাটপুত্র মৌজাম ও সেনাপতি দিলীর খাঁ দণ্ডায়মান

দিলীর। তা হলে দুর্গাদাস আকবরকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছে।

মৌজাম। হাঁ সেনাপতি! আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁর সামন্তগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। এখন তাঁর শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই।

দিলীর। ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। পাঁচশ মাত্র তাঁর একান্ত অনুগত সৈন্য এ দূরপ্রবাসে তাঁর সহযাত্রী হয়েছে। আমি সসৈন্যে তাদের ঘেরাও করেছিলাম। দুর্গাদাস একদিন রাত্রিকালে তাঁর পাঁচশ' সৈন্য নিয়ে মোগল ফটক ভেদ করে' চলে গেলেন।—পরে শুনলাম দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন।

দিলীর। ধন্য; ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে ৪০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দুর্গাদাসকে পাঠিইছিলাম। দুর্গাদাস সে সমস্ত আকবরকে দিয়েছেন। নিজে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নি।

দিলীর। আবার বলি ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। এখন মাড়বারের সেনাপতি কে?

দিলীর। দুর্গাদাসের ভাই সমরসিংহ।

মৌজাম। আকবরের পরিবার?

দিলীর। তাঁরই আশ্রয়ে। তাঁর বেগমের মৃত্যু হয়েছে। তবে সাহাজাদী সমরসিংহের আশ্রয়ে।

আজীমের প্রবেশ

আজীম। সেনাপতি! সম্রাটের ইচ্ছা—রাজপুতের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা। এই কথা আপনাকে জানাতে সম্রাট আমায় পাঠিয়েছেন।

দিলীর। কি! সত্য! সন্ধি! সত্য সাহাজাদা?—সম্রাট সত্যই কি সন্ধিপ্রার্থী?

আজীম। হাঁ সেনাপতি।

দিলীর। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।—এখন সন্ধির প্রস্তাবটা কর্ব্বে কে? আমি না সম্রাট স্বয়ং?

আজীম। রাজপুত কর্ব্বে।

দিলীর। রাজপুত! তা'রা জয়ী হয়ে সন্ধির প্রস্তাব কর্ত্তে আস্‌বে!

আজীম। পিতা বল্লেন, তিনি সন্ধির প্রস্তাব কর্ত্তে পারেন না। তাতে তাঁর মর্য্যাদার হানি হয়।

দিলীর। অতএব তাঁর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিজয়ী রাজপুত সন্ধি ভিক্ষা কর্ব্বে!—এ বুদ্ধি সম্রাটকে কে দিল!

আজীম। বিকানীরের মহারাজ শ্যামসিংহ। তিনি বল্লেন যে, সম্রাটের মর্য্যাদা রেখে তিনি সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেবেন।

দিলীর। ও!—বুঝেছি। তবে সম্রাটের এ পূর্ব্ববৎ কপট সন্ধি!

আজীম। সেনাপতি! মুখ সামলে কথা কইবেন।

দিলীর। হুঁ।—সাপের চেয়ে সাপের ড্যাঁপের চক্র বড় দেখ্‌ছি।—যান, কুমার আজীম! সম্রাটকে বল্‌বেন গিয়ে যে, যদি সম্রাট সত্যই রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি কর্ত্তে চান, তা'লে আমি সম্মানকর সর্ত্তে যা'তে সন্ধি হয় তার ব্যবস্থা কর্ব্ব।—আর যদি তাঁর এ কপট সন্ধি হয় ত, তাঁকে বল্‌বেন—এর মধ্যে আমি নাই।"—

[—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মোজাম ও আজীম অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন

মোজাম। পিতা হঠাৎ সন্ধি কর্ত্তে চান কেন আজীম!

আজীম। তিনি এখন দাক্ষিণাত্যে যেতে চান। তার জন্য পঞ্চাশ হাজার তাঁবু ফর্ম্মাইজ দিয়েছেন।

মোজাম। দাক্ষিণাত্যে তিনি যেতে চান কি আকবরের উদ্দেশে?

আজীম। সেই রকম বুঝছি।—মোজাম! তুমি আকবরকে বন্দী করে' আন্তে পারোনি—এতে পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন কি তিনি সন্দেহ করেন যে তুমি ইচ্ছা করে' তাকে পালাতে দিয়েছো।

মোজাম। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, আজীম। পিতার ক্রোধের অগ্নিকুণ্ডে আমার অবোধ সরল-দুর্ব্বল ভাইকে আমি প্রাণ ধরে' ফেলে দিতে পারি না। তার চেয়ে আকবর দুর্গাদাসের আশ্রয়ে নিরাপদে আছে।

আজীম। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তবে তুমি জেনে শুনে কাজ করেছো মোজাম?

মোজাম। হাঁ আজীম! পিতা পিতা বটে কিন্তু ভাইও ভাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদকক্ষ।
কাল—প্রভাত।

পট্টবসনপরিহিতা মহারাণী মহামায়া একাকিনী

রাণী। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমার মৃত-স্বামীর রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়েছে। মাড়বার হতে মোগল দূরীভূত হয়েছে। যাক্, কাজ শেষ হয়েছে। আজ সতী-ধর্ম্ম প্রতি-পালন কর্ব্ব। আজ স্বামীর অনুগমন কর্ব্ব! আজ জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন দিব! আজ পুড়ে মর্ব্ব! [জানু পাতিয়া] প্রভু! স্বামী! বল্লভ—একদিন তুমি যুদ্ধে হেরে এলে, আমি অভিমানে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করেছিলাম; যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যুকামনা করেছিলাম। দেখ নাথ! আমরা তোমাদের যেমন দেশের জন্য মর্ত্তে বলি, আমরাও তেমনি তোমাদের জন্য হাস্যমুখে মর্ত্তে পারি।

"বনে ঠনে কাঁহা চলি, বনে ঠনে"—
গাহিতে গাহিতে রাজিয়ার প্রবেশ

রাজিয়া। রাণী আপনি এ কি কর্চ্ছেন?

রাণী। আমি যাচ্ছি রাজিয়া।

রাজিয়া। সে কি! কোথায়?

রাণী। [উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] ঐখানে—যেখানে আমার স্বামী এতদিন ধরে' আমার অপেক্ষা কর্চ্ছেন!

রাজিয়া। আপনার স্বামী অপেক্ষা কর্চ্ছেন!—ঐখানে? কৈ? আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।—

রাণী। সে কি অপরে দেখ্‌তে পায় মা?

রাজিয়া। আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

রাণী। পাচ্ছি বৈ-কি রাজিয়া!

রাজিয়া। আমি বিশ্বাস করি না। আমি দেখ্‌তে পেলাম না; আর আপনি দেখলেন?—হতেই পারে না।—

রাণী। সরলা বালিকা! ঔরংজীবের বংশে তোমার জন্ম!

রাজিয়া। রাজকুমারকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন?

রাণী। তোমাদের কাছে।

রাজিয়া। আমি ও'কে দেখ্‌তে পার্ব্বো না। আমার দায় পড়েছে। আপনার ছেলেকে আপনি ছেড়ে যাবেন—আমরা দেখ্‌বো—কখন দেখবো না।

রাণী। আমার যে যেতে হবে রাজিয়া—আমার স্বামী ডাক্‌ছেন।

রাজিয়া। আপনার ছেলের চেয়ে আপনার স্বামী বড় হোল।

রাণী। সেই আমাদের ধর্ম্ম—সাহজাদী! পতিই সতীর সর্ব্বস্ব, পতিই সতীর সব। এতদিন কাজ বাকি ছিল, তাই তাঁকে ছেড়ে ছিলাম। এখন আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। আমি তাঁর কাছে যাই।

রাজিয়া। কাজ শেষ হয়েছে কি! কাজ কখন শেষ হয়?—না আপনার ত আমি দেখছি কোন মতেই যাওয়া হচ্ছে না।

রাণী। সে কি মা!

সমরসিংহ প্রবেশ করিলেন

রাজিয়া। সে কি আবার! তা কখন হয়?

—এ ত হতে পারে না।—এই যে সেনাপতি! কি বলেন সেনাপতি, এ কখন হয়?—ও সেনাপতি!

রাণী। কেন হ'তে পারে না রাজিয়া?

রাজিয়া। কেন যে হ'তে পারে না তা জানি না। তবে এটা যে হ'তে পারে না তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।—সেনাপতি! আপনিই বলুন, এ হতে পারে?

রাণী। বেশ হ'তে পারে মা! বিদায় দাও —যাই।

রাজিয়া। যাবেন যাবেন যাবেন। তা যান, আমার গান শুন্তে পাবেন না। আমি এমন সুন্দর একটা কেদারা শিখেছি—[সুরে] "বনে ঠনে কাঁহা চলি"—উঃ কি মধুর!—

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

রাণী। অজিত কোথায় সমর?

সমর। ভিতরে।—কাঁদছে!—তাকে বোঝাতে পার্লাম না মা! আর কি বলে'ই বা বোঝাব।

রাণী। কি বলে?

সমর। বলে, "আমি মাকে যেতে দেবো না।"

রাণী। তাকে নিয়ে এস সমর।

[সমরসিংহ চলিয়া গেলেন।

রাণী। ভগবান্!—আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে হৃদয়ে বল দাও! সকলের চেয়ে কঠিন কাজ এই—ছেলে ছেড়ে যাওয়া।—[বক্ষে হাত দিয়া] ভগবান্!—

অজিতকে লইয়া সমরসিংহ পুনঃপ্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাশিম

রাণী। এই যে!—বাছা অজিত!—বাবা!— আমি যাচ্ছি।—বিদায় দাও বাবা।—

অজিত। মা তুমি যাচ্ছো—আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো মা?

রাণী। যেখানে সকলেই একদিন যায়।— তবে দুদিন আগে আর দুদিন পিছে।— অজিত! বিদায় দাও বাপ!

অজিত। বিদায় দেবো! বিদায় দেবো [কম্পিত স্বরে] মা!—মা!—মা!

রাণী। কারো মা চিরকাল থাকে না অজিত!

অজিত। কারো মা নিজে ইচ্ছে করে' সন্তানকে ছেড়ে যায় না মা।

রাণী। কিন্তু এই যে আমার সতীধর্ম্ম অজিত!

অজিত। কিন্তু এই কি তোমার মাতৃধর্ম্ম মা?—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাণী। ছি অজিত! কেঁদো না।—আমায় যেতেই হবে।

অজিত। যদি যেতেই হবে ত যাও। যেতে চাও, আমায় ছেড়ে যেতে পারো—যাও। আমি বাধা দিব না।

রাণী। আমায় প্রসন্নমনে বিদায় দাও বাবা।

অজিত। আমি বিদায় দিব না।

রাণী। সমর! বুঝিয়ে বল।

সমর। অজিত! তোমার মায়ের এই সতী-ধর্ম্ম! এ ধর্ম্মে বাধা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়।

অজিত। ধর্ম্ম! সমরসিংহ!—ছেলে-মেয়ে ছেড়ে তাদের পরের হাতে সঁপে দিয়ে, চলে' যাওয়া ধর্ম্ম হোল সমরসিংহ!—একে তুমি ধর্ম্ম বল!—

সমর। ধর্ম্ম আমরা বিচার কর্ত্তে বাসনি অজিত!—অনুষ্ঠান কর্ত্তে বসিছি। তার কাছে মাথা হেঁট করাই আমাদের শোভা পায় কুমার। যাঁরা এ ধর্ম্ম করে' গেছেন তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।

অজিত। তবু—মা আমাকে ছেড়ে যাবেন— [কম্পিতস্বরে] এ তোমার বেশ লাগ্‌ছে?— উচিত বোধ হচ্ছে?—কষ্ট হচ্ছে না?

সমর। কষ্ট হচ্ছে না! [কম্পিতস্বরে] অজিত! তিনি কি তোমারই মা, আমার মা নন? সমস্ত মাড়োবারের মা ন'ন?—তবু তাঁকে ছেড়ে দিতে হয় অজিত!—[পুনরায় কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া] এ প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া —এ মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠানো।—কষ্ট হচ্ছে বলে' কি নিষ্ঠা ভঙ্গ হবে?

অজিত। আমি ওসব বুঝি না। আমি আমার মাকে ছেড়ে দেবো না।

মহারাণী নিরুপায় ভাবিয়া সমরসিংহের পানে চাহিলেন

সমর। [পুনর্ব্বার কহিলেন] অজিত! তুমি ক্ষত্রিয় কুমার—তোমার কি এই ক্রন্দন, এই অন্যায় আবদার শোভা পায়?— তোমার বয়সেই বীরবর বাদল চিতোরের জন্য,

কর্ত্তব্যের জন্য, সমরে প্রাণপণ করেছিল! আর তুমি শিশুর মত, নারীর মত ক্রন্দন কর্ত্তে বসলে?—ছিঃ! মাকে প্রণাম কর অজিত!

অজিত নীরবে প্রণাম করিলেন

সমর। এখন যাও।

কাশিমের সহিত অজিত নীরবে প্রস্থান করিলেন

রাণী। ভগবান্, ভগবান্! এরই জন্য কি নারীজাতিকে তৈর করেছিলে। তাকে বুকভরা স্নেহ দিইছিলে তাকে জর্জ্জরিত কর্ব্বার জন্য? তাকে প্রাণভরা ভালবাসা দিইছিলে তাকে দগ্ধ কর্ব্বার জন্য?—ওঃ [মস্তক অবনত করিয়া] তবে যাই সমর—কথা কচ্ছ না যে?—

সমর। যাও মা! হিন্দু হয়ে কি রকম করে' বলি যে স্বামীর অনুগমন কর্ব্বে না। যাও মা—[বলিয়া প্রণাম করিলেন]

রাণী। দুর্গাদাসকে বোলো। আমার আশীর্ব্বাদ দিও।—

[প্রস্থান।

[সমরসিংহ ধীরে ধীরে অধোবদনে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

জ্বলন্ত চিতা। মহারাণী ও কুলনারীগণ

নারীগণের গীত

যাও সতি পতি কাছে—
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা।
পৃথিবীর যত দুঃখশোক
দেহসনে পুড়ে ভস্ম হোক্;
—যাও মা অক্ষয় স্বর্গ লোক মাঝে মা।
পতি বিনা সতীর গতি আছে মা।
দেখ ঐ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ;
ঐ শুন ভেরী ঘন বাজে মা।
পতি বিনা সতীর গতি কি আছে মা।

রাণী সেই অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নারীগণ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।—

"যাও সতী পতি কাছে"—ইত্যাদি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আজমীরে মোগল প্রাসাদকক্ষ।

কাল—প্রভাত।

ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ

দিলীর। জাঁহাপনা! রাজপুতজাতির সঙ্গে সন্ধি করেছি। রাঠোর সমরসিংহকে সন্ধিতে সম্মত করা কঠিন হয়েছিল; তিনি বল্লেন এ কপট সন্ধি।

ঔরংজীব। কি রকমে শেষে তাকে সম্মত ক'রলে দিলীর খাঁ?

দিলীর। আমি নিজের পুত্রদ্বয়কে আমাদের প্রতিভূস্বরূপ রাখায় তিনি স্বীকৃত হলেন।

ঔরংজীব। কি সর্ত্তে সন্ধি হোল?

দিলীর। যে চিতোর আর তার অধীনস্থ জনপদ রাজপুতকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে; হিন্দুর দেবমন্দিরাদি সব ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। যোধপুরের রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া যাবে; আর রাণা সসৈন্যে সম্রাটের পূর্ব্ববৎ সাহায্য কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। রাণা সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্য কর্ব্বেন? রাণা তাতে স্বীকৃত হয়েছেন।

দিলীর। সম্পূর্ণ স্বীকৃত! তাঁর এ সন্ধিস্থাপনে সকলের চেয়ে আগ্রহ বেশী! সমরসিংহ তাঁকে "ভীরু! রাজপুত কুলাঙ্গার! স্ত্রৈণ" বলে' প্রথমে ত সভা পরিত্যাগ করেই চলে যান। অমনি রাজপুত সামন্তরা রাণাকে টিট্‌কিরি দিতে লাগলেন। রাণা অধোবদনে রহিলেন।

ঔরংজীব। পরে?

দিলীর। পুনর্ব্বার আর এক সভা হয়। তাতে নূতন সর্ত্তে সন্ধিপত্র নূতন করে' লেখা হোল। সমরসিংহ বলে উঠলেন, "মোগলকে বিশ্বাস কি?" পরে আমি নিজের পুত্রদ্বয়কে মোগলের প্রতিভূ রাখায় তাঁকে বহু কষ্টে স্বীকৃত করা গেল।

ঔরংজীব। তুমি নিজের পুত্রদ্বয়কে প্রতিভূ রেখে এসেছো?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। দিলীর তুমি অতি মহৎ।—আমি এ সন্ধি পালন কর্ব্ব।

দিলীর। সম্রাটের জয় হোক!—

শ্যামসিংহের প্রবেশ

শ্যাম। রাজাধিরাজ বাদশাহ ঔরংজীবের জয় হোক!

ঔরংজীব। কি সম্বাদ মহারাজ!

শ্যাম। কার্য্য উদ্ধার হয়েছে খোদাবন্দ—আশাতীত রকম উদ্ধার হয়েছে—সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক।

ঔরং। কিরূপ?

শ্যাম। সন্ধির পর কতিপয় ব্রাহ্মণ দিয়ে উদ্ধত সমরসিংহের হত্যা করিইছি।

দিলীর। কি?—তাকে হত্যা করিয়েছো মহারাজ! সত্যকথা?—

শ্যাম। হাঁ সত্য কথা!

দিলীর। তুমি তাকে হত্যা করিয়েছো?

শ্যাম। হাঁ সেনাপতি?

দিলীর। সম্রাট ক্ষমা কর্ব্বেন। [শ্যামসিংহের গলদেশ হস্ত দিয়া ধরিয়া] পামর! পাষণ্ড! রাজপুত কুলাঙ্গার!—তোমাকে আজ আমি হত্যা কর্ব্ব।

শ্যামসিংহ কাতরভাবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। ক্ষান্ত হও দিলীর—ও নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব! মশা মেরে হাত কালো কোরো না দিলীর।

দিলীর। সত্য কথা! তোমাকে মেরে এ হাত কালো কর্ব্বো না।—হেয়, কাপুরুষ, নরকের ঘৃণ্য কীট! তোমায় দেখলে পাপ!—তোমাকে হস্তে স্পর্শ করা একটা মহাপাতক।—দূর হও। [এই বলিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া সম্রাটকে কহিলেন] —হাত ধুয়ে আসি সম্রাট।—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আমার জন্য তুমি নিজের পুত্রদ্বয় হারালে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সাধু ছিল। এর জন্য আমি দায়ী নই বন্ধু! এ হত্যা আমার পরামর্শে হয় নাই। এত নীচাশয় আমি নই!

মোজামের প্রবেশ

মোজাম। পিতা ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ মোজাম। — দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য সমগ্র মোগল সৈন্যকে প্রস্তুত হতে' আজ্ঞা দাও। তুমিও প্রস্তুত হও!

মোজাম। যে আজ্ঞা।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দাক্ষিণাত্যে পালিগড় দুর্গ।
কাল—রাত্রি।

মরাঠা অধিপতি শম্ভুজী, দুর্গাদাস ও আকবর আসীন

শম্ভুজী। দুর্গাদাস, তুমি অসমসাহসিকের কাজ করেছো! ৫০০ মাত্র রাজপুত ঘোড়সোয়ার নিয়ে যোধপুর থেকে পালিগড়ে এসেছো।

আকবর। আমরা এসেছি অনেকদিন। এতদিন মহারাজের দর্শন পাইনি।

শম্ভুজী। সাহাজাদা! আমি বিশেষ রাজকাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। মাফ কর্ব্বেন সাহাজাদা! অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি?

আকবর। না! মহারাজের সামন্তরা আমাকে যথাযথ সমাদর করেছে। কোন ত্রুটি হয়নি।

শম্ভুজী। সাহাজাদার পরিবার?

দুর্গা। মাড়বারের মহারাণীর কাছে তাদের রেখে আসতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি সম্রাটের আক্রোশ নাই। শুদ্ধ সাহাজাদাকে মহারাজ আশ্রয় দান করুন।

শম্ভু। আপনার আর কোন চিন্তা নাই সাহাজাদা! আপনি এখন মনে কর্ত্তে পারেন যে আপনি লৌহদুর্গে আছেন!—দুর্গাদাস, তোমরা এ'কে সম্রাট করেছিলে না?

দুর্গা। করেছিলাম মহারাজ!

শম্ভু। ব্যস্! আকবরসাহ! আমরা মরাঠা জাতিও আপনাকে সম্রাট ব'লে মানি।

আকবর। আমার ভাই মোজাম সসৈন্যে আমার বিপক্ষে এসেছেন।

দুর্গা। কুমার আজীমও সসৈন্যে আমেদনগরে এসেছেন।

শম্ভু। কোন ভয় নাই সাহাজাদা! আমি বরহমপুরে গিয়ে নিজে আপনাকে সম্রাট বলে' অভিষেক কর্ব্ব।

শম্ভুজীর দুই সৈন্যাধ্যক্ষ শান্তজি ও কেশবের প্রবেশ

শান্তজি। জিঞ্জিরা দুর্গের পতন হয়েছে মহারাজ!

শম্ভু। উত্তম! সন্তুষ্ট হলাম!

কেশব। মহারাজ! কর্ণেল কেরি আর

ফার্ডিনাণ্ড মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী। এখানে নিয়ে আসবো কি?

শম্ভু। আনো না—ক্ষতি কি!

[শান্তজি ও কেশবের প্রস্থান।

শম্ভু। বিশ্রাম নেই সাহাজাদা—রাজার রাজকার্য্য সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এই জিঞ্জিরা দুর্গ ইংরেজরা মাসাধিক হোল তৈর করেছিল। তা ভূমিসাৎ হোল দেখলেন—দুর্গাদাস! রাজপুতেরা যুদ্ধ কর্ত্তে জানে?

দুর্গা। তা'রা দেশের জন্য প্রাণ দিতে জানে।

শম্ভু। তাতে যুদ্ধ জয় হয় না দুর্গাদাস।

দুর্গা। জান্‌বেন মহারাজ! যে দিন দেশের চতুর্থাংশ লোক দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে, সে দিন আর এই স্বর্ণপ্রসূ ভূমি যবনের পদদলিত থাকবে না।

শম্ভু। কিন্তু রাজপুত জাতি ত বার বার যবনের পদদলিত হয়েছে।

দুর্গা। হয়েছে সত্য! কিন্তু মনে করে' দেখুন মহারাজ! সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে রাজস্থান রেণুকার মত! তবু সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে একা রাজপুতই এই তিনশ বছর মাথা উঁচু করে' আছে।

শম্ভু। আর মরাঠা মাথা শুধু উঁচু করে' নেই—মাথা তৈর কচ্ছে—কার ক্ষমতা অধিক দুর্গাদাস!

দুর্গা। মহারাজ! আমি মরাঠা হীন বলি নাই; শুদ্ধ রাজপুত অসার নয় তাই বলছিলাম।

শম্ভু। আচ্ছা এসেছো—দেখে যাও মরাঠা যুদ্ধ করে কেমন! দেশে গিয়ে গল্প কর্ব্বার একটা বিষয় পাবে।

দুর্গাদাস। [স্বগত কহিলেন] তোমাকে দিয়ে হবে না শম্ভুজী—এত দম্ভ যার, তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

কেরি ও ফার্ডিনাণ্ডের সহিত কেশবের প্রবেশ

শম্ভু। কেরি সাহেব! তোমাদের জিঞ্জিরা দুর্গের অবস্থা দেখলে?

কেরি। হাঁ রাজা।

শম্ভু। ঐ অবস্থা তোমাদের বম্বে উপনিবেশের হবে, যদি আমার বিপক্ষ জাহাজ তোমাদের বন্দরে আশ্রয় দাও! আর এলিফ্যাণ্টায় মরাঠা দুর্গ নির্ম্মাণ কর্ব্ব।

কেরি। রাজা—

শম্ভু। কোন কথা শুন্‌তে চাই না। যাও—আর পোর্টুগীজ সর্দ্দার সাহেব! তোমরা আমার বারণ শুন্‌লে না। তোমাদের আঞ্জিক দ্বীপ দখল কর্ত্তে জাহাজ পাঠিইছি। দেখি তোমাদের গোয়ার বাণিজ্য কিসে চলে। এখনো সাবধান—যাও।

[কেরি ও ফার্ডিনাণ্ড কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শম্ভু। এই ফিরিঙ্গিগুলোকে আমি একটু ভয় করি দুর্গাদাস।—কাব্‌লেস খাঁ—

নেপথ্যে। হুজুর।—

শম্ভু। সরাব আওর অওরৎ—

নেপথ্যে। যো হুকুম মহারাজ!

শম্ভু। এই ফিরিঙ্গিগুলো বড্ড সোজা বন্দুক আওয়াজ করে!—আর কখন ছত্রভঙ্গ হয় না। একটা সৈন্য যুদ্ধ করে যেন একটা প্রাণী! এক গতি, এক লক্ষ্য, একদিকে মুখ! —ভারি জমাট!

সরাব হস্তে কাব্‌লেস খাঁর প্রবেশ

শম্ভু। [সরাব লইয়া আকবর ও দুর্গাদাসকে দিয়া] নেও দুর্গাদাস।

দুর্গা। মাফ কর্ব্বেন মহারাজ!

শম্ভু। সে কি বল! সরাব খাও না নেহাইৎ —[অপদার্থের সঙ্কেত করিলেন]—সাহজাদা—

আকবর। মন্দ কি!—

শম্ভু। এই ত! তুমি সম্রাট হবার উপযুক্ত বটে। আমি তোমায় সম্রাট কর্ব্ব।

কাবলেস্। অওরৎ?

শম্ভু। আলবাৎ—আভি—হিঁয়া—

দুর্গা। তবে আমি যাই। একটু বিশ্রাম করিগে যাই।

শম্ভু। কি তোমার সতীত্ব নষ্ট হবে!—আচ্ছা যাও!—

দুর্গাদাস উঠিতে উঠিতে ভাবিলেন—"এতদূর অসার!—তোমায় দিয়ে কার্য্য উদ্ধার হবে না মহারাজ।"

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

শম্ভু। এই যে! গাও নাচো। সাহাজাদা! মুসলমান জাতটা কিন্তু সম্ভোগ বেশ জানে।

আকবর সুরাপান করিতে করিতে কহিলেন—"সুরাপান কিন্তু তার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ।"

শম্ভু। বটে!—তবে সে ধর্ম্ম আমার জন্য নয়।—এমন সুন্দর জিনিষ আছে? কেমন শুভ্র, শান্ত, স্থির! কিন্তু ভেতরে গেলেই সংসারটাকে রঙিন করে' তোলে—হাঃ হাঃ হাঃ। সুরা আর রমণী—গাও।

দুর্গাদাস যাইতে যাইতে স্বগত কহিলেন—"এই সুরা আর এই রমণীই তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে শম্ভুজী।"

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভু। দুর্গাদাস কি রকম করে' আমার পানে চাহিলে, দেখলে আকবর! উনি সতীত্ব দেখাচ্ছেন! ভন্ড!—

আকবর। গাও—

শম্ভু। হাঁ গাও—নাচো—কিসের জন্য যুদ্ধ করে' মরি সাহাজাদা! যদি জীবনটা ভোগ না কর্লাম—গাও। একটা সাহাজাদার আবাহন গীতি গাও—উনি ভারতসম্রাটের পুত্র আকবর-সাহ—

নৃত্যগীত

যদি এসেছো এসেছো দয়া করি বঁধু হে—
কুটীরে আমারি;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদি' পর ছুটিয়া?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
নয়নের বারি?
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার,
আশার অতীত গণি;
আজি আঁধারে, পথের ধূলার মাঝারে,
কুড়ায়ে পেয়েছি মণি;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি';
দিব গলে নিতি নব প্রেম হার গাঁথি';
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে
—চরণে তোমারি।

স্থান—রাণা জয়সিংহের অন্তঃপুর।
কাল—সায়াহ্ন।
জয়সিংহ ও তাঁহার ধাত্রী মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিলেন

জয়। কি! কমলা আমায় না বলে' চলে গিয়েছে?

ধাত্রী। গিয়েছে ত গিয়েছে! হয়েছে কি? আপদ দূর হয়েছে।

জয়। বড় রাণী কোথায়?

ধাত্রী। সে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আছে।

জয়। তাঁকে ডাকো ত। নিশ্চয় তার সঙ্গে ঝগড়া করে' চলে' গিয়েছে।

ধাত্রী। না গো না! তার মুখে রাটি নেই। সে মাটীর মানুষ! ছোট রাণীই তাকে মাঝে মাঝে এমনি মুখঝামটা দেয়।—বাপ্—যেন তাড়কা রাক্ষসী! ছোট রাণীর মুখ ত নয়, যেন তুবড়ি। আবার যখন মান করেন—তখন তোলো [দেখাইল]—সুন্দর বিচ্ছিরি অমন আমি কখন দেখিনি বাপু।

জয়। চোপ্, মুখ সামলে কথা বলিস!

ধাত্রী। ওরে বাবা! যেন কুম্ভকর্ণ! খেতে এলো! কেন? ভয় কিসের? তুই ছোটমাগী বলে অজ্ঞান, মুই ত আর অজ্ঞান নই। আর সে মোর ইষ্টি দেবতাও নয় যে, মুই তোর মত রাজ্যি ভুলে তার জপে বোসবো!

জয়। দ্যাখ, তুই আমায় মানুষ করেছিস্ বলে' অনেক সহ্য করি। বেশী জ্বালাসনে—যা, বড় রাণীকে ডেকে দে!

ধাত্রী। ডেকে দেবো কেন! নিজে যাও না তার ঘরে! সে ত আর মোর মত তোমার কেনা দাসীটি নয়, আর তোমার ঘরে খেটে খেতেও আসি নি—সেও রাজরাজড়া ঘরের মেয়ে!

জয়। তুই যাবিনে?

ধাত্রী। ঈঃ—চোখ রাঙানী দেখো—যেন দুর্ব্বস্ মুনি। মার্ব্বা নাকি! তার আর আশ্চর্য্যিই বা কি। দ্যাশকে মোছলমানের হাতে সঁপে দিয়ে, বাড়ী এসে ধাইমাগীর উপর রোখ! নজ্জাও নেই।

জয়। সবাই নিন্দে কর্চ্ছে মানি, কিন্তু ধাইমা তুইও—আমার প্রাণ যে কি কর্চ্ছে তুই জানবি কি?

ধাত্রী। জান্তে বাকিই বা আছে কি!—যাদু করেছে গো—যাদু করেছে। পেত্নী হয়ে ঘাড়ে চেপেছে!—নৈলে ছেলি ভালো!—আচ্ছা, যাচ্ছি। বড় রাণীকে ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু তাকে যদি রুক্ষি কৈবি, ত এই ব'টি তোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবো; তা মানুষ করে' থাকি আর যাই করে থাকি—সতীলক্ষ্মীর অপমান সৈবো না।

[প্রস্থান।

জয়। যাদুই করেছে। আমায় তন্ময় করেছে! আর কিছুই ভালো লাগে না। সে এই নগর ছেড়ে চলে' গিয়েছে—সংসার শূন্য দেখ্ছি। চক্ষে অন্ধকার দেখ্ছি।

ধীরে ধীরে সরস্বতী প্রবেশ করিলেন

সরস্বতী। আমায় ডাক্‌ছিলে?

জয়। হাঁ—ছোটরাণী কোথায় জানো?

সর। না।

জয়। তোমায় কিছু বলে যায়নি?

সর। না।

জয়। তোমার সংগে [মস্তক নীচু করিয়া] কোন বচসা হয়নি?

সর। না।

জয়সিংহ কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন—এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বল, সরস্বতী?

সর। বিশ্বাস কর না কর তোমার হাত! আমাকে জিজ্ঞাসা কর্লে, তাই বল্লাম।

জয়। এর কারণ জানো কিছু?

সর। না ঠিক জানি না।

জয়। অনুমান করেছো?

সর। করেছি।

জয়। কি অনুমান করেছো?

সর। বল্‌তে পার্ব্বো না।

জয়। বল্‌তে পার্ব্বে না? না বল্‌বে না?

সর। ভালো!—তবে তাই! আমি বল্‌বো না।

জয়। সরস্বতী! এই তোমার পতিভক্তি!—সে যা'ই হোক! আমার কথা শোন! আমি তার জন্যে দেশত্যাগী হ'তে হয় হব!—তা জানো বোধ হয়?

সর। বিশেষ জানি। দেশকে ত মুসলমানের পায়ে বিকিয়ে এসেছো! তাকে ছাড়বে—তার আর আশ্চর্য্য কি!

জয়। দেশকে আমি বিকিয়ে আসিনি। সন্ধি করেছি।

সর। একে সন্ধি বল রাণা? মুসলমান জাত পাঁচশ'—বছর ধরে' দেশ, জাতি, ধর্ম্মকে পীড়িত কর্লে। সেই মুসলমান জাতকে মাড়বার বীর সমরে পরাস্ত করেছিল—তার সঙ্গে এই সন্ধি!—তুমি রাণা-পদের অবমাননা করেছো।

জয়। কা'র জন্য করেছি—নিজের জন্য না জাতির জন্য?

সর। ছোটরাণীর জন্য!—তোমার আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আছে?

জয়। না।

সর। উত্তম—তবে আমি যাই?

জয়। যাও—আমিও যাই?

সর। যেরূপ অভিরুচি!—শোন নাথ, এক কথা বলে' যাই—যেখানে যাবে যাও। কিন্তু শান্তি পাবে না। যে উদ্দাম প্রবৃত্তিভরে আজ আমায় ছেড়ে, পুত্র ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, চলে' যাচ্ছ, সে প্রেম নয়, সে লালসা। প্রেমের গতি নির্ঝরিণীর মত স্থির, স্বচ্ছ, মন্থর; বারি-প্রপাতের মত উচ্ছ্বসিত, ফেনিল, দ্রুত নয়। আসল প্রেম চকিত বিদ্যুতের মত তীব্র নয়, জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ মধুর!—এই কথা মনে করে' নিয়ে যাও! মনে রেখো! অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখো।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। জানি সরস্বতী, যে এ প্রেম নয়, এ লিপ্সা! এ আমায় ধীরে ধীরে রাহুর মত গ্রাস কর্চ্ছে; ব্যাধির বিষের মত সমস্ত শরীর ছেয়ে আসছে! এ টান আবর্ত্তের টান! সব বুঝতে পার্চ্ছি। কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই।

[বলিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পদ্মমালীর দুর্গ। দুর্গাদাসের শয়নকক্ষ।
কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি।

শয্যার উপরে উপবিষ্ট দুর্গাদাস একখানি পত্র পড়িতেছিলেন

"এই রূপে আপনার সরল উদার ভ্রাতা সমরসিংহের মৃত্যু হয়। এদিকে আমাদের মহা-

রাণী চিতারোহণে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন। ওদিকে স্ত্রৈণ কাপুরুষ রাণা জয়সিংহ মোগলের সঙ্গে এক অবমাননা-কর সন্ধি করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, দ্বিতীয়া মহিষীকে লইয়া জয়সমুদ্রের তীরে গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার আচরণে, মহারাণীর স্বর্গারোহণে, বীর সমরসিংহের মৃত্যুতে রাজস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।—রাঠোর সেনা-পতি! আপনি দেশে ফিরিয়া আসুন। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমাদের সমবেত মিনতি রক্ষা করুন।'—হুঁ পত্রে শতাধিক সামন্তের দস্তখৎ।"—এই বলিয়া পত্রখানি মুড়িয়া উপাধানতলে রাখিয়া দুর্গাদাস অধোবদনে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শম্ভুজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মদিরা-জড়িত স্বরে কহিলেন—"শুনেছো দুর্গাদাস!"

দুর্গাদাস চমকিত হইয়া উত্তর করিলেন —"কি মহারাজ!"

শম্ভুজী। ঔরংজীবকে সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ হতে তাড়াইছি।—এসেছিলেন চাঁদ শম্ভুজীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে! জানেন না।

দুর্গা। কিন্তু বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার পতন হয়েছে না?

শম্ভুজী। তাতে আমার কোন হানি হয় নি। আমি এদিকে বিজাপুরের পশ্চিম প্রান্ত দখল করে' বসে' আছি! চাঁদ এদিকে এগিয়ে আস্‌ছেন, পিছনে শম্ভুজীর সৈন্য; ওদিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, পিছনে শম্ভুজীর সৈন্য। ব্যতিব্যস্ত করে' তুলিছি—জানেন না চাঁদ এ শম্ভুজী!—আর কেউ নয়।

দুর্গা। কিন্তু এ রকম উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধে ফল কি? অনুমতি দিউন মহারাজ! আমি রাজপুত সৈন্য এখানে নিয়ে আসি। আর মরাঠা রাজপুত মিলে ঔরংজীবের বিপক্ষে দাঁড়াই!

শম্ভু। রাজপুত! রাজপুত যুদ্ধ কর্ত্তে জানে? তাদের সাহায্য প্রয়োজন নাই দুর্গাদাস! একদিন মরাঠাই রাজপুত আর মোগলকে সমভাবে পেষণ কর্ব্বে।

দুর্গা। মহারাজ! রাজপুতকে পরাজয় করে' মরাঠার গৌরব বাড়বে না। তা'রাও হিন্দু, মরাঠাও হিন্দু।

শম্ভু। তা বটে—দুর্গাদাস তোমার বিছানা নরম হয়েছে ত।

দুর্গা। রাজপুতের পক্ষে এ বিছানা যথেষ্ট নরম। আমাদের অনেক সময় অশ্ব-পৃষ্ঠই শয্যার কাজ করে।

শম্ভু। ঐ ত দুর্গাদাস, ঐ জায়গায়ই তোমার সঙ্গে মেলে না। যুদ্ধও চাই সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও চাই।—দুর্গাদাস! জীবনের অন্য সব কঠোর জিনিষে আপত্তি নাই।— কিন্তু বিছানাটি নরম চাই।—কাবুলেস খাঁ—

নেপথ্যে। হুজুর।

শম্ভু। তৈরি?

নেপথ্যে। হাঁ হুজুর!

শম্ভু। তবে এখন নিদ্রা যাও দুর্গাদাস। আমি যাই।

[প্রস্থান।

দুর্গা। [কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে] যোদ্ধা বটে মরাঠা জাত!—অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমরকৌশল অদ্ভুত সহিষ্ণুতা!—এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হতে পার্ত্ত! না, তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়! হিন্দুজাতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আর এক হবার নয়। সে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে পরের হিতে টেনে নিয়ে যায়। উঠেছিল এই আর্য্যজাতি—যে দিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল, বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল, শূদ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল। সে সব গিয়েছে; আর ফির্ব্বার নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন কর্ত্তে হবে, নূতন বলে উঠ্‌তে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হ'তে হবে। [এই বলিয়া তিনি কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।—সহসা দূরে আর্ত্তস্বর শ্রুত হইল]—ওঃ! কি তীব্র আর্ত্তধ্বনি! কি করুণ!—কি অভ্রভেদী!—আরো কাছে। আরো কাছে!—একি আমার দ্বারের বাহিরে যে! এ যে নারীর কাতরোক্তি!—কি হৃদয়ভেদী—

আলুলায়িতকেশী স্রস্তাবসনা রমা দৌড়িয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

রমা। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

দুর্গা। ভয় কি! ভয় কি মা!—কে তুমি মা!

তরবারি হস্তে শম্ভুজী ও তৎপশ্চাৎ কাব্‌লেস খাঁ প্রবেশ করিল

শম্ভু। পিশাচী!—শয়তানী—তুমি তাকে দরোজা খুলে দিয়েছো? তুমি তার পলায়নের পথ পরিস্কার করে' দিয়েছো?

রমা। সে কুলনারী।

শম্ভু। সে কুলনারী; তোর তাতে কি?

রমা ভয়ে ভূপতিত হইলেন! শম্ভুজী তরবারি হস্তে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। দুর্গাদাস সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—

শম্ভুজী!—মহারাজ!—এ কি! অবলার প্রতি আক্রমণ!—এও কি সম্ভব!

শম্ভু। 'চোপ্‌রাও—সরে' যাও—

দুর্গা। কখন না। অবলার প্রতি অত্যাচার দুর্গাদাস আজ পর্য্যন্ত কখন দাঁড়িয়ে দেখে নাই। তরবারি কোষবদ্ধ করুন মহারাজ!

শম্ভু। জানো ও কে?

দুর্গা। উনি যেই হোন—উনি আমার মা।

শম্ভু। সরে' দাঁড়াও দুর্গাদাস।

দুর্গা। প্রকৃতিস্থ হও মহারাজ! তুমি সুরাপান করেছো! নইলে এ অবলার প্রতি অত্যাচার তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।

শম্ভু। এখনো বল্‌ছি সরে' দাঁড়াও।

দুর্গা। কখন না।

শম্ভু। তবে তরবারি নাও। আমি নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করি না। তরবারি নাও।

দুর্গা। এটুকু ত জ্ঞান আছে! তবে নারীর প্রতি অত্যাচার কেন?—শোন মহারাজ!—

শম্ভু। তরবারি নাও। [পদাঘাত করিয়া] নাও!—

দুর্গা। তরবারি নেওয়ার প্রয়োজন নাই—

—এই বলিয়া তিনি শম্ভুজীর গলদেশ ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া, তরবারি কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি নিজের উষ্ণীষ খুলিয়া, তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিলেন। কাব্‌লেস সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিল।

দুর্গা। মহারাজ! আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম! ক্ষমা কর্ব্বেন? [এই বলিয়া তিনি নিজের তরবারি লইয়া, পরে রমাকে ক্রোড়ে উঠাইতে গিয়া, আবার ভূমিতলে রাখিয়া কহিলেন]—একি!—বালিকা মরে' গিয়েছে! শুদ্ধ আতঙ্কে মরে' গিয়েছে।—মহারাজ! এই ক্ষুদ্র নিরীহ কপোতীকে মার্ব্বার জন্য তরোয়াল নিয়ে ছুটেছিলে!—তুমি মহাত্মা শিবাজির পুত্র!—ধিক্।"

[এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভু। কোন্ হ্যায়—পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—

বাহিরে অস্ত্রের শব্দ শ্রুত হইল

শম্ভু। ছোড়ো মাৎ—পাক্‌ড়ো—'

রক্তাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস পুনঃপ্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাবলেস্ ও সৈনিক প্রবেশ করিল। কাব্‌লেস শম্ভুজীর বন্ধন মুক্ত করিল

দুর্গা। সব স্থির থাকো। আমি পালাচ্ছি না। পঞ্চাশ জনের বিপক্ষে একার আত্মরক্ষা সম্ভবে না। আর নিজের প্রাণরক্ষার জন্য স্বজাতীয়ের প্রাণসংহার কর্ত্তে চাই না। একজন নারীর ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তে পেরেছি এই যথেষ্ট পুরস্কার—যদিও তার প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পার্ল্লাম না। ধরা দিচ্ছি; বাঁধো। যে শাস্তি হয়, দাও। [এই বলিয়া দুর্গাদাস তরবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। হস্ত বাঁধিবার জন্য আগাইয়া দিলেন। শম্ভুজীর ইঙ্গিতে কাব্‌লেস তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে বাঁধিল।

শম্ভু। দুর্গাদাস! বড় স্পর্দ্ধা তোমার!—তোমাকে পোড়াবো, না জীয়ন্তে গোর দিব? কি শাস্তি দিব? কি রকমে মর্ত্তে চাও?

কাব্‌লেস। মহারাজ! মেহমানকে আপন হাতসে জান লওয়া ঠিক নয়। আমি বলি, একে ওর বড় দোস্ত ঔরংজীবের হাতে দিই। —ফল দাঁড়াবে একই। তবে মহারাজের বুরা কামটা কর্ত্তে হবে না।

শম্ভু। হাঁ তা বটে! সেই ভালো। কাব্‌লেস একে ঔরংজীবের হাতে দিয়ে এস। সেখেনে দেওয়াও যা, ব্যাঘ্রের বিবরে ছেড়ে দিয়ে আসাও তাই।—[এই বলিয়া অতুচ্চ হাস্য করিলেন।]

কাব্‌লেস। [স্বগত] সঙ্গে সঙ্গে কাব্‌লেসের কিছু নফা হয়ে যাক্ না। বহুৎ ইনাম পাবো।

দুর্গা। উত্তম!—আমি চল্লাম মর্ত্তে। কিন্তু মনে রেখো শম্ভুজী! একটা কথা বলে' যাই। তোমারও একদিন এই দশা হবে—এই কাব্‌লেস খাঁরই হাতে। যদি এখনও ভালো চাও—সুরা পরিত্যাগ কর। নারীজাতির সম্মান কর। আর এই কাব্‌লেস খাঁকে বিশ্বাস কোরো না।

স্থান—আমেদনগর প্রাসাদ; অন্তঃপুরকক্ষ।
কাল—রাত্রি।

সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার একাকিনী সেই কক্ষে পাদ-চারণ করিতেছিলেন

গুল। আমরা এসেছি এই দাক্ষিণাত্যে—কার উদ্দেশে? লোকে জানে যে ঔরংজীব আকবরের উদ্দেশে এসেছেন; বিজাপুর গোল-কুণ্ডা জয় কর্ত্তে এসেছেন; মরাঠা জাতিকে দমন কর্ত্তে এসেছেন।—মূর্খ তা'রা। এ সব ছোট চক্র ঘুর্চ্ছে বটে, কিন্তু এই ঘূর্ণিত চক্র-রাশি ঘোরাচ্ছি—এখানে বসে'—আমি! আমি সেদিকে তর্জ্জনী না ফেরালে, শত আকবর, বিজাপুর, শম্ভুজী, দিল্লীর সমগ্র প্রাসাদকে দাক্ষিণাত্যের দিকে টেনে আন্‌তে পার্ত্ত না।—কি প্রভূত শক্তি কি দরাজ হাতে অপব্যয় কর্চ্ছি—বাঁদি! সরাব!—দুর্গাদাস! দুর্গাদাস। তুমি যদি জান্তে—যদি জান্তে—আমি তোমায় কি ভালবাসি! যদি জান্তে কি মধুরতিক্ত উত্তপ্তশীতল, তীক্ষ্মকোমল প্রবৃত্তি আমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছো! যদি জান্তে, তোমার উদ্দেশে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য মাড়বার থেকে দাক্ষিণাত্যে টেনে এনেছি!—আমায় কি ভালই বাস্‌তে!—বাঁদি সরাব!—[বাঁদি আসিয়া তাহার হস্তে সরাব দিল। গুলনেয়ার পান করিয়া অবহেলায় দূরে পাত্র নিক্ষেপ করি-লেন।]—উঃ কি পিপাসা!—দুর্গাদাস! আমি মদিরা পান ধরেছি কেন জান?—দুর্গা-দাস! তুমি যদি আমায় আজ দেখ, চিন্তে পারো কি না সন্দেহ!—এত শীর্ণ হয়ে গিয়েছি! এ প্রবৃত্তির কি মহা জ্বালা! কি দুর্দ্দমনীয় বেগ! কি মধুর উৎপীড়ন!

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরং। গুলনেয়ার!

গুল। জাঁহাপনা! বন্দেগি!

ঔরং। গুলনেয়ার! বড় সুসম্বাদ।—দুর্গাদাস ধরা পড়েছে।

গুলনেয়ার উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ্যাঁ—না পরিহাস!"

ঔরং। পরিহাস নয় প্রিয়ে, সত্য কথা!—কাবুলেস খাঁ তাকে ধরে' এনেছে। তাকে ৩০০০০ আসরফি পুরস্কার দিইছি। আর তাকে বলেছি যে শম্ভুজীকে ধরিয়ে দিতে পার্লে, এর দশগুণ পুরস্কার দিব।

গুল। সত্য কথা!—এতদিনে বুঝলাম নাথ! তুমি আমায় ভালোবাসো! আমাদের দাক্ষিণাত্যে আসা এতদিনে সার্থক হোল!

ঔরং। কিন্তু গুলনেয়ার তুমি সুরাপান করেছো।

গুল। হাঁ করেছি। এখন আর এক পেয়ালা এই দুর্গাদাসের ধরা উপলক্ষে পান কর্ব্ব। বাঁদি—

ঔরং। সে কি গুলনেয়ার! সুরাপান আমার প্রাসাদ কক্ষে?

গুলনেয়ার সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন

—তাই হয়েছে কি সম্রাট?

ঔরং। জানো আমি সুরাপানের বিরোধী!

গুল। তুমি হ'তে পারো। আমি নহি।

ঔরং। তুমি নও?—তুমি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও নি?

গুল। সে আমার মর্জ্জি। আবার মর্জ্জি হলে এ ধর্ম্ম ছেড়েও দিতে পারি!—ধর্ম্ম?—ধর্ম্ম আচরণের জন্য আমি তৈরি হইনি। আমার দিকে চাহো দেখি সম্রাট! এই সুগোল কোমল বাহুযুগল দেখো! এই সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশদাম দেখ, এই তরল স্বচ্ছ স্বর্ণাভ বর্ণ দেখ। এ রূপ কি মসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়বার জন্য তৈরী হয়েছিল?—তুমি বড় ধার্ম্মিক জাঁহাপনা! তবে আমাকে বিবাহ না করে' এক মোল্লানীকে বিবাহ করনি কেন!

ঔরং। কি বল্‌ছো গুলনেয়ার—তুমি জানো না।

গুল। বেশ জানি।—শোন!—দুর্গাদাস কোথায়?

ঔরং। দিলীর খাঁর রক্ষণায়!—তাকে কি শাস্তি দিব জানি না। আগে—

গুল। তাকে কোন শাস্তি দেবে না। তাকে মুক্ত করে' দেবে।

ঔরং। সে কি?—সে কি হতে পারে?

গুল। হতে যে বেশ পারে, তা তুমি নিজেই বুঝতে পাচ্ছো। শুধ মুক্ত করে' দেবে না! আমার সঙ্গে কারাগারে যাবে। আমি

বল্‌বো দুর্গাদাসকে মুক্ত ক'রে দাও—আর তুমি স্বহস্তে তাকে মুক্ত করে' দেবে।

ঔরং। অসম্ভব।

গুল। সম্ভব কি না দেখবে?

ঔরং। তাতে তোমার লাভ?

গুল। মর্জ্জি!

ঔরং। তোমার মর্জ্জির খাতিরে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শত্রুকে ছেড়ে দিতে পারি না। এ রকম মর্জ্জি—

গুল। কেন? — শুনবে কেন? — কারণ দুর্গাদাস আমার হৃদয়েশ্বর।

ঔরং। একি মদিরাসঞ্জাত প্রলাপ।

গুল। শোন—পুনরায় খুব স্পষ্ট করে' বলি—দুর্গাদাস আমার প্রাণেশ্বর।

ঔরং। তুমি কি বল্‌ছো জানো না। গুল-নেয়ার তুমি প্রকৃতিস্থ হও।—তুমি অত্যধিক সুরাপান করেছো। প্রকৃতিস্থ হও।

[এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন।

গুল। উত্তম! আমি প্রকৃতিস্থ হচ্ছি! দুর্গাদাস তোমাকে আমিই স্বহস্তে মুক্ত কর্ব্ব। আমার সে কি গৌরব! আমি তোমাকে স্বহস্তে রক্ষা করে' আমার বুকের কাছে টেনে এনে, আমার প্রেম ভিক্ষাস্বরূপ দেবো! দুর্গাদাস! আমি তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো; আর আমি তোমার সম্রাজ্ঞী হব। কি সে সম্মান!—আর ঔরংজীব! শীর্ণ স্থবির ঔরং-জীব! তুমি ত এই মুঠোর মধ্যে! তোমায় নামাতে কতক্ষণ?—দুর্গাদাস! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্ল্লাম! এতদিন যে এ তীব্র লালসার জ্বালায় আমায় জ্বালিয়েছো; আমার হৃদয়ের পিঞ্জরে না এসে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, উপত্যকায় উপত্যকায় আমাকে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়েছো;—সব ক্ষমা কর্ল্লাম! দুর্গাদাস! আজ তোমার সব দোষ ক্ষমা কর্ল্লাম! উঃ আজ কি আনন্দ!

[প্রস্থান।

স্থান—শিবির-কারাগার। কাল—গভীর রাত্রি।
শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গাদাস

দুর্গাদাস। শেষে এ দশাও হোল! যে লাঞ্ছনা এতদিন বিজাতীয় বিধর্ম্মী শত্রুর কাছে হয় নি, তা আজ স্বজাতি স্বধর্ম্ম হিন্দুর হাতে হোল!—তা না হলে মা ভারত-ভূমি!—তোমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন? যদি হিন্দু ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, ক্ষুদ্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির জন্য, হিন্দুর নিগ্রহ না কর্ব্বে, তা হলে, হা নির্ব্বোধ জাতি, সকলে একত্রে সম-ভাবে পরের পদতলে পড়ে' থাকবে কেন! ওরে হতভাগা!—একদিনের জন্য এক হ' দেখি! একদিন নিজের চিন্তা ছেড়ে সবাই ভায়ের চিন্তা কর্ দেখি। একদিন সবাই নতজানু হয়ে করজোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণ ভরে' মা বলে' ডাক্ দেখি। দেখ্ এই অত্যাচার, এই অন্যায়, এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কিনা। না, যদি আমি তোদের জাগাতে যাই, তোরাই আগে সে খবর শত্রুশিবিরে দিয়ে আসবি!—শম্ভুজী! তুমি ভেবেছো যে মরাঠা একদিন রাজপুত মোসলমানকে এক সঙ্গে পদদলিত কর্ব্বে। তা হলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু তা' হবে না। দেখ্‌বে যে একদিন মরাঠা, রাজপুত, মোসলমান এক সঙ্গে অন্য কোন জাতির পদ-তলে এসে লোটাবে। বিশ্বাসঘাতকতায় শাস্তি আছেই আছে।—কে কারাগারের দরোজা খুল্‌লে না?—কে?

সুসজ্জিত গুলনেয়ার কারাগারে প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। এ কি অপরূপ সজ্জা! এ কি রূপের জ্যোতি!—কে আপনি?

গুল। আমি বেগম গুলনেয়ার!

দুর্গা। বেগম গুলনেয়ার!—

গুল। চিন্তে পার্চ্ছো না দুর্গাদাস? আমাদের পূর্ব্বে একবার দেখা হইছিল। সে দিন আমি তোমার হাতে বন্দী হইছিলাম। আজ তুমি আমার হাতে বন্দী।

দুর্গা। আপনি কি আমার শাস্তি বিধান কর্ত্তে এসেছেন?

গুল। না আমি তোমাকে মুক্ত কর্ত্তে এসেছি।

দুর্গা। প্রত্যুপকার স্বরূপ?

গুল। না!

দুর্গা। তবে?—সম্রাটের আজ্ঞায়?

গুল। বেগম গুলনেয়ার সম্রাট ঔরংজীবের

আজ্ঞার অপেক্ষা রাখে না। আমার আজ্ঞাই তিনি পালন করে' এসেছেন।

দুর্গা। তবে!

গুল। আমি তোমায় মুক্ত করে' দিতে এসেছি, কারণ তুমি আমার প্রাণেশ্বর!

দুর্গা। একি পরিহাস?

গুল। তোমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে? —যে আমি স্বয়ং সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার; আর তুমি একজন রাজপুত সেনাপতি মাত্র; আমি তোমাকে প্রাণেশ্বর বলে' ডাকছি! হাঁ আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! তবে আমি সাধারণ নারীর মত কাজ করি না। সম্রাজ্ঞী হয়ে একজন সামান্য সেনাপতিকে "তুমি আমার প্রাণেশ্বর" এ কথা এইভাবে আমি ছাড়া জগতে আর কেউ বল্‌তে পার্ত্ত? কিন্তু অদ্ভুতই আমার প্রবৃত্তি। সাধারণ যা, সামান্য যা, তা সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার করে না! সে যখন ঘোড়া ছুটোয়, রশ্মি ছেড়ে দেয়; সামান্য, সংযত, পরিমিত আনন্দ সে চায় না। অসীমের—উচ্ছৃঙ্খলের রাজত্বে তার বাস।

দুর্গা। কিন্তু—সম্রাজ্ঞী—

গুল। শোন বাধা দিও না। আমি যা করি তাই অদ্ভুত। এই প্রকাণ্ড মোগল সাম্রাজ্য একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় না? সে বিস্ময় আমার সৃষ্টি! এ সাম্রাজ্য সম্রাটের হস্তাক্ষর বটে, কিন্তু রচনা আমার! আমার তর্জ্জনী উত্তোলনে সাম্রাজ্যে যুদ্ধ, আমার অভয়দানে সাম্রাজ্যে শান্তি! আমার সহাস্য দৃষ্টিতে এক একটা রাজ্যের উত্থান; আমার ভ্রূক্ষেপে এক একটা রাজ্যের পতন! এতদিন এই হয়ে আস্‌ছে।—যে দিন তোমার হাতে বন্দী হয়েছিলাম, সে দিন সে অবস্থা নিয়তির কঠোর বিধান বলে' মেনেছিলাম; কোন মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিনি। সেইদিন তোমাকে ভালবেসেছিলাম! কিন্তু সে প্রেম জানাই নি; কেন না, বন্দীভাবে যে তোমার প্রেমভিক্ষা কর্ব্ব, সেরূপ উপাদানে আমার প্রবৃত্তি গঠিত হয়নি। আজ তুমি আমার বন্দী। এই আমার প্রেম জ্ঞাপনের উপযুক্ত সময়।—দুর্গাদাস! আমি তোমায় ভালোবাসি!

দুর্গা। বেগমসাহেব আপনি কি বল্‌ছেন বোধ হয় আপনি বুঝ্‌তে পার্চ্ছেন না।

গুল। সম্রাটকে ভয় কর্চ্ছ? এসো! দেখবে, সম্রাট আমার দাস; আমি তাঁর দাসী নহি। দেখ্‌বে, ঔরংজীব প্রেমের পূর্ণপাত্র আমাদের সম্মুখে ধর্ব্বে; আমরা পান কর্ব্ব। তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো!—এসো!

দুর্গা। বেগমসাহেব! মাফ কর্ব্বেন! অসদুপায়ে পৃথিবীর সম্রাট হ'তে চাই না।

গুল। সাম্রাজ্য চাও না?

দুর্গা। না বেগমসাহেব!—আপনি ফিরে যান।

গুল। কি? তুমি আমাকেও চাহো না।

দুর্গা। না। পরদারকে আমরা রাজপুত-জাতি মাতা বলে' মানি। আপনার মর্য্যাদা আপনি না রাখেন, আমি রাখবো!

[গুলনেয়ার ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার আপাদমস্তকে উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি আকাশে কি মর্ত্ত্যে। পরে তিনি কহিলেন]—কি দুর্গাদাস! তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান কর্চ্ছ—সম্রাট ঔরংজীব যার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকে।

দুর্গা। বেগমসাহেব! জগতে সকলেই ঔরংজীব নয়। পৃথিবীতে ঔরংজীবও আছে, দুর্গাদাসও আছে।

গুল। এ কি সম্ভব?—জানো দুর্গাদাস, তোমার পক্ষে এর ফল কি?

দুর্গা। জানি—মৃত্যু।

গুল। না, দুর্গাদাস তুমি পরিহাস কর্চ্ছ।

দুর্গা। জীবনে এর চেয়ে গম্ভীরভাবে কখন কথা কহি নাই।

গুল। কি? আমাকে উপেক্ষা কর্চ্ছ? দুর্গাদাস, পূর্ব্বে বলেছি গুলনেয়ার নতজানু হয়ে প্রেমভিক্ষা করে না; আশীর্ব্বাদের মত প্রেম বিতরণ করে।—বেছে নাও—বেগম গুলনেয়ার, কিম্বা মৃত্যু।

দুর্গা। বেছে নিলাম—মৃত্যু।

গুল। মৃত্যু! তবে তাই হবে—আমি তোমাকে বধ কর্ব্ব। গুলনেয়ারের কাছে একটা পাবে। হয় প্রেম, না হয় প্রতিহিংসা! যদি প্রেম না চাও, প্রতিহিংসা নেও—কামবক্স!

গুলনেয়ারের পুত্র কামবক্সের প্রবেশ

বেগম। কামবক্স!—বধ কর! একে বধ

কর! এই মুহূর্ত্তে বধ কর!—চেয়ে রয়েছো যে! —বধ কর!

কাম। কেন মা?—পিতার বিনা অনুমতি—

বেগম। পিতার অনুমতি! আমার আজ্ঞার উপর পিতার অনুমতি! বধ কর এই মুহূর্ত্তে। কি আমার কথার অবাধ্য তুমি?—[চীৎকার করিয়া কহিলেন]—বধ কর—বধ কর—বধ কর!

কামবক্স তরবারি বাহির করিতে করিতে কহিলেন—উত্তম! তবে প্রস্তুত হও বন্দী!

দুর্গা। আমি প্রস্তুত।

[কামবক্স দুর্গাদাসের বধার্থে তরবারি উঠাইলেন। এমন সময় দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া কহিলেন]—সাবধান কামবক্স—নহিলে [—পিস্তল কামবক্সের দিকে লক্ষ্য করিলেন।]

গুল। কে তুমি?

দিলীর। আমি মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ।

গুল। কি? তোমার স্পর্দ্ধা যে আমার আজ্ঞার বিপক্ষে দাঁড়াও?

দিলীর। দিলীর খাঁ কাউকে ভয় করে না বেগম সাহেব! সে এমন সততার অভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত যে, স্বয়ং ঈশ্বরকে ভয় করে না। তুমি ত তুচ্ছ জীব।—পাপীয়সী! নির্লজ্জা! —মনে কোরো না, আমি কিছু শুনি নাই। সব শুনেছি।—[পরে দুর্গাদাসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন] দুর্গাদাস! বীর! জান্তাম যে তুমি মহৎ! কিন্তু এত মহৎ স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি স্বহস্তে তোমার বন্ধন মোচন করে' দিচ্ছি। [বন্ধন মুক্ত করিয়া] চলে' এসো বাহিরে—আমার নিজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব তোমাকে দিচ্ছি। সঙ্গে পঞ্চশত অশ্বারোহী দিচ্ছি। দেশে ফিরে যাও।—আমার আজ্ঞায় কোন মোগলসেনানী তোমার কেশ স্পর্শ কর্ব্বে না! চলে' এসো বীর!—বন্দেগী বেগম সাহেব!—

[দুর্গাদাসের হাত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গুলনেয়ার ও কামবক্স প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পাহালার
কাল—রাত্রি।

সিংহাসনারূঢ় আকবর। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ

নৃত্যগীত

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকগণ রে!
হের নয়ন—হর্ষমগন চারু ভুবন রে!
নিদ্রিত সব কূজন রব, নীরব ভব রে!
মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে!
বাহিত ঘন স্নিগ্ধ পবন জ্যোৎস্না-মগন রে—
নন্দন-বন-তুল্য-ভুবন-মোহিত মন রে!

আকবর। কেয়াবাৎ।—বাহবা!—সোভানাল্লা! —বাহবা বেহাগে কোমল নিখাদ! স্বর্গ যদি এই রকম হয় তবে স্বর্গ বড় সুখের জায়গা। সোভানাল্লা। আবার নাচো; আবার গাও।

এই সময়ে সহাস্যবদনে কাব্‌লেস খাঁ প্রবেশ করিল

আকবর। কে? কাবলেস্ খাঁ!—শম্ভুজী কোথায়?

কাবলেস্। আর শম্ভুজী! সাহাজাদা! শম্ভুজী—এই—[এই বলিয়া কাবলেস্ পতনের ভঙ্গী দেখাইল]

আকবর। সে কি!

কাবলেস্। কুপোকাৎ।

আকবর। কুয়োয় পড়ে' গিয়েছে? বেশী খেয়েছিল বুঝি?

কাবলেস্। না সাহাজাদা! শম্ভুজী গ্রেপ্তার। চাঁদ এখন তোমার পিতার শিবিরে। হাতে—এই বলিয়া বন্ধনের অবস্থা দেখাইল।

আকবর। সে কি!—অসম্ভব!

কাবলেস্। অসম্ভব টব নয় সাহাজাদা! একেবারে ঠিক—এখন আপনার নিজের পথ দেখুন।

আকবর। একি সত্য কথা কাবলেস্?

কাবলেস্ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ভারি সত্য সাহাজাদা! মিথ্যা কথা কাবলেস্ খাঁ কদাচিৎ কয়। শম্ভুজী একেবারে গ্রেপ্তার। এখন আপনি কি কর্ব্বেন ঠিক করেছেন? আপনার মুখ যে কালীবরণ হয়ে গেল।

আকবর নীরব রহিলেন

কাবলেস্। শুনুন। সাহাজাদা! আমার

পরামর্শ যদি শুন্তে চান—আপনি আমার সঙ্গে সম্রাটের কাছে আসুন।

আকবর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—সম্রাটের কাছে? তার চেয়ে ব্যাঘ্রের বিবরে যেতে রাজি আছি।

কাবলেস্। আমি বল্‌ছি সাহাজাদা—আপনি আমার সঙ্গে চলুন বাদসাহের কাছে। কোন ভয় নাই! তিনি আপনাকে কিছু বলবেন না। বরং কাবাব খেতে দেবেন! আমি জামিন হচ্ছি।

আকবর। পিতার কাছে?

কাবলেস্। হাঁ আকবর! পিতার কাছে। পিতার কাছে।—কি বলেন?

এমন সময় দুর্গাদাস প্রবেশ করিয়া কাবলেস্ খাঁকে কহিলেন—। [illegible]! তোমার ষড়যন্ত্রজালে নিরীহ কুমারকেও জড়াতে চাও!

আকবর। এ কি! এ যে দুর্গাদাস!

কাবলেস্। তাই ত!—এ যে—[কম্পিত]

দুর্গাদাস। কাবলেস্! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নি। আমি জীবিতাবস্থায় ফিরে এসেছি। আমায় শত্রুকরে ধরিয়ে দিয়েছিলে, যায় আসে না। আমি তোমার কেহ নই। কিন্তু শেষে তুমি তোমার আপন প্রভু শম্ভুজীকেও ধরিয়ে দিয়েছো।—কৃতঘ্ন! নরপিশাচ!

কাবলেস্। না মশায়—আমি না—মহারাজ—

দুর্গাদাস। তুমি নও? কাবলেস্! মহারাজ শম্ভুজী তোমার পরামর্শে এক নবোঢ়া ব্রাহ্মণ বালিকাকে হরণ কর্ত্তে দুর্গের বাহির হয়েছিলেন—কিনা?—সত্য বল। মিথ্যা বল্লে নিস্তার নাই।

কাবলেস্ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—এজ্ঞে।—

দুর্গাদাস। আর তুমি আগেই সে সম্বাদ কুমার আজীমকে দিয়াছিলে কি না? তার পরে কুমার আজীম ৫০০ মোগল সেনানী নিয়ে এসে মহারাজকে বন্দী করেন।—কেমন? ঠিক কি না?

কাবলেস্। আজ্ঞে! [পলায়নোদ্যত।]

দুর্গাদাস। ভাগোমৎ। — [এই বলিয়া দুর্গাদাস কাবলেস্ খাঁর গলা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন]—কাবলেস্ খাঁ, আল্লার নাম করো।

কাবলেস্। মাফ করো খোদাবন্দ—আমি, আপনার কুত্তা।

এই বলিয়া সেই ভয়বিহ্বল কম্পিত কলেবর কাবলেস্ খাঁ দুর্গাদাসের চরণে ধরিল

দুর্গা। যাও তোমায় বধ কর্ব্ব না। আমার হাত তোমার হত্যায় কলঙ্কিত কর্ব্ব না। তুমি শম্ভুজীর পরকাল খেয়ে শেষে তার ইহকালও খেলে। নরকেও তোমার স্থান নাই। —যাও।—[বলিয়া পদাঘাত করিয়া কাবলেস্ খাঁকে দূর করিয়া দিলেন। কাবলেস্ চলিয়া গেলে দুর্গাদাস আকবরকে কহিলেন]—সাহাজাদা একদিন আমি শম্ভুজীকে বলেছিলাম যে, এই সুরা আর এই নারীই তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে। আর সে সর্ব্বনাশ সাধন কর্ব্বে এই কাবলেস্ খাঁ।—অবিকল তাই হোল—যুবরাজ! এই দৃষ্টান্ত হতে শিক্ষা লউন। পূর্ব্বেও অনেকবার বলেছি আজ আবার বলছি—দিন থাক্‌তে সুরা আর নারী পরিত্যাগ করুন!—বড় ভয়ঙ্কর নেশা এই দুই।

আকবর। বড় অধিক বিলম্ব দুর্গাদাস! —বড় অধিক বিলম্ব!

দুর্গাদাস। কিছুই বড় অধিক বিলম্ব নয় কুমার! কেবল প্রবৃত্তি যত অধিক দিন আসন দখল করে' থাকে, ততই তাকে তাড়ানো দুষ্কর হয়। আপনি উচ্চবংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চহৃদয় ব্যক্তি; আপনি চেষ্টা কর্লে কি এ পাপ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না?

আকবর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ধীরে-ধীরে কহিলেন—দুর্গাদাস! তুমি ঠিক বলেছো। আমি এ নেশা পরিত্যাগ কর্ব্ব। শুধু এই নেশা নয়! সংসারের নেশা পরিত্যাগ কর্ব্ব। সব পরিত্যাগ কর্ব্ব।

দুর্গাদাস। সে কি সাহাজাদা!

আকবর। হাঁ বীর! সব পরিত্যাগ কর্ব্ব। জীবনে ঘৃণা হয়ে গেছে। পরের গলগ্রহ হয়ে বেড়াচ্ছি, তবু বিলাসে মজ্জিত হয়ে আছি। এ কি সাধারণ মানসিক দুরবস্থা! সেটা আজ যেমন অনুভব কর্চ্ছি, তেমন কখন অনুভব করি নাই।—[বলিয়া মস্তক নত করিলেন।]

দুর্গাদাস। শুনুন সাহাজাদা! আমার সঙ্গে মাড়বারে চলুন—আমি জীবিত থাক্‌তে আপনার কোন ভয় নাই।—চলুন।

আকবর। না দুর্গাদাস! আমি মাড়বারে যাবো না। আমি মক্কায় যাবো। অনেক দিন তোমাদের গলগ্রহ হয়েছি। তোমায় অনেক ক্লেশ দিয়েছি। ক্ষমা কোরো। আমাকে রক্ষা কর্তে তুমি স্বদেশ, স্বজন ছেড়েছো। আমার জন্য তুমি ভ্রাতা হারিয়েছ, নিজে ম'র্ত্তে বসেছিলে।

দুর্গাদাস। সে আমার ধর্ম্ম, কুমার! কর্ত্তব্য মাত্র।

আকবর। কর্ত্তব্য! আমি মক্কায় গিয়ে ঐ রকম কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে শিখবো। অনেক পাপ করেছি; সর্ব্বকার্য্যে অবহেলা করেছি; বিলাসে মজ্জিত হয়ে কালক্ষেপ করেছি; পিতার বিদ্রোহী হয়েছি; স্ত্রীহন্তা হয়েছি; নিজের জন্য জেনে শুনে তোমার সর্ব্বনাশ করেছি; শেষে শম্ভুজীর মৃত্যুর কারণ হলাম। —যাই দুর্গাদাস! আমার জন্য এত করেছো, আর একটা কাজ কর। তুমি দেশে ফিরে যাও—আমার রাজিয়াকে দেখো। তাকে দেখো দুর্গাদাস!—তোমার হাতে তাকে সঁপে দিয়ে গেলাম।—তবে যাই! বিদায় দাও।—[বলিয়া আকবর দুর্গাদাসের কর ধারণ করিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জয়সমুদ্রের হ্রদতীরে প্রাসাদ।
কাল—সায়াহ্ন।

জয়সিংহ ও কমলা প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন

জয়সিংহ। কমলা তুমি বিরূপ হয়ো না। তোমার জন্য আমি দেশ ছেড়েছি, রাজ্য ছেড়েছি, পুত্র ছেড়েছি।

কমলা। কে ছাড়তে বলেছিল?

জয়। তুমি।

কমলা। কোন জন্মেরও নয়। আমি বলে-ছিলাম মাত্র যে বড়রাণীর আর ছোটরাণীর মধ্যে যাকে চাও, একজনকে বেছে নাও; একত্রে দু'জনকে পাবে না।

জয়। আমি তোমাকে বেছে নিইছি। বড়রাণীকে ছেড়েছি।

কমলা। কিন্তু রাজ্য ছাড়তে আমি বলিনি। রাজ্য বড়রাণীর ছেলে অমরসিংহের হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌তে বলিনি। আমার পুত্র কি কেউ নয়?

জয়। ও! এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বড়-রাণীর ঝগড়া! তা এতদিন মুখ ফুটে বলনি কেন কমলা? বড়রাণী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, কলহের কারণ সেদিন প্রকাশ করে নি। এখন বুঝতে পাচ্ছি।—কমলা! রাজ্য অমরসিংহের। কিন্তু আমি তোমার। অমর-সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের অধিকারী।

কমলা। আমার চেয়ে তোমার শাস্ত্র বড়?

জয়। কমলা! আমার কাছে সব শাস্ত্রের চেয়ে তুমি বড়।

কমলা। তবে!—তোমার কি ইচ্ছা যে তোমার মৃত্যুর পরে আমি অন্নের জন্যে বড়-রাণীর দুয়ারে ভিখারী হব।

জয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—এত ভবিষ্যৎ চিন্তা তোমার আছে কমলা? আমি ত তা কখন ভাবি নি—তবে তোমার চিন্তা তোমার পুত্রের জন্য নয়; নিজের জন্য?

কমলা। নিজের জন্য চিন্তা কি এতই গর্হিত হোল রাণা! কে সে চিন্তা করে না মহারাজ!

জয়। কৈ! আমি ত কখন করিনি রাণী। আমি রাণা রাজসিংহের পুত্র। আমি মনে কর্লে কি না হতে পার্ত্তাম। যশ, মান, অর্থ, প্রভুত্ব, বিলাস পরিত্যাগ করে'—জাতির ধিক্কার নিয়ে, আমি তোমার জন্য বনবাসী হয়েছি। ভবিষ্যৎ ত দূরের কথা, আমি তোমার জন্য বর্ত্তমান ছেড়েছি।

কমলা। আমার জন্য ছেড়েছো! না আমার রূপের জন্য? তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে আমার জন্য নয়, আমার রূপের জন্য। আমি তোমায় বিয়ে করেছিলাম তোমার জন্য নয়, তোমার রাজ্যের জন্য।

জয়। আমার রাজ্যের জন্য! একি শুন্‌ছি ঠিক?—কমলা! আমার বড় সুখস্বপ্ন ভেঙে দিলে!—কমলা! কমলা! জানো না তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ কর্লে!

কমলা। —আমি তোমার সর্ব্বনাশ কর্লাম না তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্লে!

জয়। রাণী! তোমায় রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি?—কৈ সে রূপ? আর ত দেখতে

পাচ্ছি না! কোথা থেকে এক জ্যোতি এসে তোমার মুখে পড়েছিল; চলে গেল। এখন তোমার মুখে সে রূপের কঙ্কাল-মাত্র দেখছি। —নারী! রূপ কতক ঈশ্বর দেন, আর কতক রমণী নিজে সৃষ্টি করে। নারীর উজ্জ্বল হৃদয়ের প্রতিভা তার মুখে এসে পড়ে' এক নূতন রাজ্য রচনা করে; বাহিরের রূপ তার কাছে কিছুই না। না রাণী! তোমার রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি নাই, তোমার জন্যই ভালবেসেছিলাম।

কমলা। মিথ্যা কথা!

জয়। রূপ? সংসারে কি রূপের অভাব আছে নারী? যেখানে অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার ঐন্দ্রজালিক খেলা, শস্যক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত শ্যামল বৈভব, আকাশের অবাধ নীল প্রসার; সেখানে যেদিকে চাই সেই দিকে সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ, সঙ্গীত; সে বিশ্বসংসারে রূপের জন্য তোমার কাছে গিইছিলাম? আর বিস্তীর্ণ রাজস্থানে একা তুমিই সুন্দরী?—কৈ তোমার সে রূপ কমলা? কোথা থেকে এসেছিল! কোথায় চলে গেল!

কমলা। এখন তোমার অভিপ্রায় কি?

জয়। অভিপ্রায়! জানি না। মোহ ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু বড় অকস্মাৎ। সময় দাও।

এই সময়ে দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—মহারাণা! রাজমন্ত্রী সাক্ষাৎ চান।

জয়। রাজমন্ত্রী!—এখানে!—যাও এখানেই নিয়ে এসো।

দৌবারিক চলিয়া গেলে জয়সিংহ কমলাকে কহিলেন—যাও কমলা ভিতরে যাও। তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। তুমি বড় আশায় নিরাশ হয়েছো, আমি বড় আশায় নিরাশ হইছি। ভিতরে যাও।

কমলা যাইতে যাইতে ভাবিলেন—বুঝি যা ছিল তাও হারালাম।

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়। এরই জন্য সব ছেড়েছি! লক্ষ্মী রূপিণী সরস্বতীকে ছেড়ে এসেছি! সরস্বতী! এখন বোধ হয় তোমায় কিছু কিছু চিন্তে পাচ্ছি। সেদিন সত্য বলেছিলে—'এ প্রেম নয়, মোহ।'

এই সময় মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন

জয়। কি মন্ত্রী? রাজ্যের সম্বাদ কি?

মন্ত্রী। মহারাণা আমি ইস্তাফা দিতে এসেছি।

জয়। সে কি! কি হয়েছে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। কি হয়েছে। রাণার পুত্র আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছেন। আমি রাজসংসারে চাকরি করে' বুড়ো হয়ে গেলাম। কিন্তু এমন অপমান কখন হয় নি।

জয়। কি অপমান করেছে?

মন্ত্রী। কুমার অমরসিংহ এক উন্মত্ত হস্তী খুলে সহরে ছেড়ে দেন। তাতে কয়েক পুরবাসীর প্রাণনাশ হয়। আমি তাতে তাঁকে তিরস্কার করায়, তিনি আমার মাথা মুড়িয়ে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, সহর প্রদক্ষিণ করিয়ে এনেছেন।

জয়। এতদূর! অমর জানে যে, আমি তোমায় তার অভিভাবক করে' রেখে এসেছি?

মন্ত্রী। তাঁর যে পিতৃভক্তি বিশেষ আছে, তা কোন কাজেই প্রকাশ পায় না।

জয়। চল! কাল আমি রাজ্যে ফিরে যাবো! এবিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন গৃহে চল!—শীত কর্চ্ছে।

[এই বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কোয়েলার দুর্গশিখর।
কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

অজিত ও রাজিয়া একটি বেদীর উপর বসিয়াছিলেন

রাজিয়া। কি সুন্দর চাঁদ উঠ্‌ছে দেখো অজিত। ঐ যে দেখছো পূর্ব্বদিকে একখানা কালো মেঘের উপর দিয়ে উঠ্‌ছে। মেঘের উপরটার ধারে ধারে কে যেন তরল স্বর্ণরেখা বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। মেঘখানার নীচে সব গাঢ় কালো। চাঁদের সিকি ভাগ মেঘের উপরে দেখা যাচ্ছে। কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি স্থির!—কি সুন্দর দেখছো অজিত!

অজিত। না আমি কেবল তোমাকে দেখছি।

রাজিয়া। তা হলে অত্যন্ত ভুল কর্চ্ছ। এ পৃথিবীতে চারিদিকে এত দেখবার জিনিষ

রয়েছে, তা ছেড়ে আমাকে দেখছো? কি সুন্দর এই পৃথিবী! আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবীটা একটা অশ্রান্ত অনন্ত অবারিত সংগীত। এই নীলিমা তার অনুলোম. এই শ্যামলতা তার বিলোম, আলোকে তার গ্রহ. অন্ধকারে তার সম, পর্ব্বতে পর্ব্বতে তার ন্যাস, তরঙ্গে তরঙ্গে তার মূর্চ্ছনা!—কি সুন্দর এই পৃথিবী অজিত!

অজিত। আমি সবচেয়ে তোমার মুখই সুন্দর দেখি।

রাজিয়া। সবচেয়ে আমার মুখ তুমি সুন্দর দেখ? অপরিস্ফুট গোলাপের ক্রীড়া-রক্তিম চাহনির চেয়ে সুন্দর? বেলাবিলীন লহরীলীলার চেয়ে সুন্দর? ঐ কৃষ্ণমেঘান্তরিত শরচ্চন্দ্রের চেয়ে সুন্দর?—অজিত! তুমি অত্যন্ত বালক।

অজিত। আমি আর বালক নই বলেই তোমার মুখ সবচেয়ে সুন্দর দেখি। বুঝেছি এখন রাজিয়া যে, জগতের শ্রেষ্ঠ সার সৌন্দর্য্য নারী। আর নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তুমি।

রাজিয়া। আমি! আমি তা বিশ্বাস করি না।

অজিত। রাজিয়া! বিশ্বাস কর না, কারণ, রাজিয়া তুমি আমায় ভালোবাসো না।

রাজিয়া। ভালোবাসি না? জানি না ভালোবাসা কাকে বলে অজিত! তবে যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে যদি সর্ব্বদাই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে; যদি তাকে দেখলে, তার স্বর শুনলে, হৃদয়ের তন্ত্রী বেজে ওঠে; তবে আমি তোমায় ভালবাসি! অত্যন্ত ভালোবাসি!

অজিত। বাসো রাজিয়া?—সত্যকথা?—

রাজিয়া। মিথ্যাকথা বলতে ত শিখিনি।—

অজিত। প্রাণাধিকে [হস্ত ধরিলেন]

রাজিয়া। প্রিয়তম।—বলিয়া গাহিলেন—

এসো এসো বঁধু বাঁধি বাহু ডোরে,
এসো বুকে করে' রাখি।
বুকে ধরে' মোর আধ ঘুমঘোরে
সুখে ভোর হয়ে থাকি।
মুছে যাক্ চখে এ নিখিল সব,
প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব
মিলিত হৃদির মৃদুগীতিরব—
আধানিমীলিত আঁখি।

বহুক বাহিরে পবন বেগে,
করুক গর্জ্জন অশনি মেঘে,
রবি শশী তারা হয়ে যাক হারা,
আঁধারে ফেলুক ঢাকি;
আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু,
এই শুধু নিয়ে থাকি,
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক—
আর যা' রহিল বাকি।

গাহিতে গাহিতে রাজিয়া অজিতের বাহুলীন হইলেন। ঠিক এইসময়ে মুকুন্দদাস প্রবেশ করিলেন

মুকুন্দ। "মহারাজ"—বলিয়াই অজিতকে রাজিয়ার বাহুলগ্ন দেখিয়া পশ্চাদ্গমন করিতে-ছিলেন। অজিত তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন—"কি মুকুন্দদাস! বিশেষ কোন সম্বাদ আছে?"

মুকুন্দ। হাঁ মহারাজ! সেনাপতি দুর্গা-দাস দাক্ষিণাত্য হতে ফিরে এসেছেন।

অজিত। কে? দুর্গাদাস ফিরে এসেছেন? কোথায় তিনি?

মুকুন্দ। বাহিরে।

অজিত। চল!—না তাকে এখানেই নিয়ে এসো।

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

অজিত। যাও রাজিয়া এখন নিজের কক্ষে যাও!

[রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

অজিত। দুর্গাদাস ফিরে এসেছে? আমার রক্ষক. দেশের ভরসা, দুর্গাদাস ফিরে এসেছে; এতে একটা উল্লাস না এসে মনে এক খট্‌কা লাগ্‌ছে কেন? এ কি চিন্তা, যাতে আমার চিরসঞ্চিত ভক্তি স্নেহ কৃতজ্ঞতাকে আবিল করে' দিচ্ছে! না, এ অত্যন্ত অনুচিত! না, এ প্রবৃত্তি মন থেকে দূর কর্ব্ব।

রাজপুত সামন্তদ্বয় মুকুন্দদাস-ও শিবসিংহ সমভিব্যাহারে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন

দুর্গাদাস। মহারাজ! ভৃত্য ফিরে এসেছে। বহুদিনের সঞ্চিত আশা আমার—কুমারকে মহারাজ সম্বোধন কর্ত্তে কণ্ঠ আনন্দে রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। মহারাজ অভিবাদন করি।—[বলিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিলেন।]

অজিত। ভক্ত বন্ধু! আমার প্রিয়তম সেনাপতি!—কুশল ত?

দুর্গা। হাঁ আপাতকুশল। মহারাজ! তবে আপনি নিজেই সামন্তদের দেখা দিয়েছেন?

অজিত। হাঁ আমি নিজেই সামন্তদের দেখা দিইছি।

মুকুন্দ। প্রভু! আমি বহুদিন ধরে' তাতে সম্মত হইনি, বল্লাম প্রভুর বিনা-অনুমতি তা হবে না। কিন্তু সামন্তরা ছাড়্লে না, বল্লে মহারাজকে দেখবো। কোন কথা শুনবো না।

দুর্গা। তা উত্তম হয়েছে।—তা'রা মহারাজের যথোচিত অভ্যর্থনা করেছে?

মুকুন্দ। অভ্যর্থনা! সে কি অভ্যর্থনা! চৈত্র সংক্রান্তিতে মহারাজ তাঁর সামন্তদের দেখা দিলেন। সেখানে দুর্জ্জনশাল, উদয়সিং, তেজ-সিংহ, বিজয় পাল, জগৎসিং, কেশরী—আরো বহু সামন্ত উপস্থিত ছিলেন! তাঁরা মহারাজকে ঘিরে জয়ধ্বনি কর্ত্তে লাগলেন! গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, উল্লাস চীৎকার।—প্রভু সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

দুর্গা। উত্তম! এদিকে যুদ্ধের সম্বাদ কি শিবসিং?

শিব। ঔরংজীব মহম্মদ সাহাকে যশোবন্তসিংহের এক পুত্র বলে' যোধপুরের রাজা নামে খাড়া করেছিলেন। তার আপনিই মৃত্যু হয়। যোদা হরনাথ সুজায়েৎ খাঁকে কচ পর্য্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মহারাজ স্বয়ং আজমীরে গিয়ে সেফি খাঁকে পরাস্ত করেছেন।

মুকুন্দ। সব শুভ। সব শুভ সেনাপতি! তবে সমরসিংহের যে শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে, তাতে সমস্ত জয় উৎসবহীন হয়েছে।

অজিত। সেনাপতি! জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহ তার পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছে। জয়সিংহ মাড়বারের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সেনাপতি তুমি সসৈন্যে জয়সিংহের সাহায্যে যাও!

দুর্গা। যে আজ্ঞে মহারাজ। কালই প্রত্যূষে যাবো!—কাশিম কোথায়?

শিব। সে পীড়িত! নহিলে সকলের আগে সে এসে প্রভুর পদ বন্দনা কর্ত্ত।

দুর্গা। পীড়িত! কি পীড়া? কোথায় সে?

শিব। ভিতরের ঘরে শুয়ে। বিশেষ কিছু নয়। জ্বর; সামান্য জ্বর।—

দুর্গা। চল—তাকে দেখে আসি—

[এই বলিয়া সকলে বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দাক্ষিণাত্যে মোগল শিবির। কাল—প্রভাত।

ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আকবর তা হলে' পারস্য দেশে চলে' গিয়েছে?

দিলীর। হাঁ জাহাপনা। একখানা ইংরাজ জাহাজ করে' ধোঁয়া উড়িয়ে সেই দিকে চলে' গেলেন—সকলে স্পষ্ট দেখ্তে পেলাম।—সেখান থেকে—শুন্তে পেলাম—তিনি মক্কায় যাবেন।

ঔরংজীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন —তার শিক্ষার জন্য এত ব্যয়, যত্ন, শ্রম, সব নিষ্ফল হোল!

দিলীর। না জনাব। সে শিক্ষার যা কিছু ফল আজ দেখা গেল। শিক্ষা না হ'লে অনুতাপ হোত না।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আমিও মক্কায় যাবো! আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। একটা মাত্র বাকি আছে। রাজিয়ার উদ্ধার সাধন করা। তুমি যদি দুর্গাদাসকে মুক্ত করে' না দিতে, হয়ত বা যাবার আগে সে কার্য্য উদ্ধার কর্ত্তে পার্ত্তাম।

দিলীর। দুর্গাদাসকে ভয় দেখিয়ে? না সম্রাট্—তা হোত না। ভয় কাকে বলে, তা সে বীর জানে না। সে রাত্রিকালে কামবক্স যখন দুর্গাদাসের মাথার উপর তরবারি উঠিয়েছিল, তখন দুর্গাদাস যে কি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনাব—সে দৃশ্য ভুলবো না। হঠাৎ তার মাথা যেন শৈল শিখরের মত সোজা হ'ল। তার বক্ষ আকাশের ন্যায় প্রশস্ত হোল।—তাকে এত উচ্চ এত আয়তবক্ষ আর কখনো দেখিনি জনাব!

ঔরংজীব। হাঁ দিলীর! দুর্গাদাস মহৎ। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু—

দিলীর। জাহাপনা! দেখছি যে, কর্ত্তব্যের জন্য রাজপুতজাত শুদ্ধ মর্ত্তে ভয় পায় না,

তা নয়;—তাতে যেন সে একটা গর্ব্ব অনুভব করে। আর সেই রাজপুত জাতির মধ্যে সেরা রাজপুত দুর্গাদাস।

ঔরংজীব। স্বীকার করি দিলীর খাঁ।—তবে রাজিয়াকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা দুরাশা?

দিলীর। দুরাশা নয়। আমি সে কাজ উদ্ধার করে' দিতে পারি জনাব—যদি আমায় সম্রাট এ বিষয়ে অবাধ অধিকার দেন।

ঔরংজীব। কি উপায়ে?

দিলীর। জাঁহাপনা! আমি জানি, এই বাজপুত জাতিকে, বিশেষ এই দুর্গাদাসকে, কি রকম করে' চালাতে হয়। তার আত্ম-মর্য্যাদার উপর নির্ভর করুন, সে পুষ্পের মত কোমল। তাকে ভয় দেখাতে চান, সে লৌহবৎ দৃঢ়।

ঔরংজীব। উত্তম। তোমার উপর অবাধ ভার দিলাম। আমার মাথার ঠিক নাই। আমি বুদ্ধির দোষে মৌজামকে শত্রু করেছি, আজীমকে লোভী করেছি, আকবরকে বিদ্রোহী করেছি, কামবক্সকে পিশাচ তৈর করেছি। অথচ বুদ্ধির দোষ যে কোন্‌খানে সেইটে বুঝতে পারি না।

দিলীর। ঐ ত জনাব। বুদ্ধির দোষ কোন্ খানে তাই যদি বোঝা যাবে, তা হলে ত বুদ্ধির দোষ কেটেই গেল।

এই সময়ে কাবলেস্ খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

ঔরংজীব। কি কাবলেস্ খাঁ?

কাবলেস্। আজ্ঞে! শম্ভুজীকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কাফের চেঁচিয়ে বল্‌তে বল্‌তে এসেছে 'আমায় কেউ বধ কর।' কেউ সাহস করেনি।—তাকে এখন এখানে নিয়ে আসবো খোদাবন্দ?

ঔরংজীব। নিয়ে এসো।

কাব্‌লেস্। আমার ইনামটা খোদাবন্দ্।

ঔরংজীব। দিব, কাব্‌লেস্! দিব, প্রচুর পুরস্কার দিব।

[কাবলেস্ সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! জীবনে আর আমার স্পৃহা নাই। আমার উদ্যম গিয়েছে। আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। [—পরে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকার পর কহিলেন—] যা কখন ভাবিনি সম্ভব—আমার সম্রাজ্ঞী, ভারতের অধীশ্বরী—তাকে কি না দিয়েছিলাম। দিলীর—এ কখন ভাবিনি—স্বপ্নেও ভাবিনি।

দিলীর। জাঁহাপনা আমি বরাবর দেখে এসেছি যে, যেটা কখন ভাবা না যায়, সবার আগে সেইটে ঘটে।

পিঞ্জরাবদ্ধ শম্ভুজীকে লইয়া আজীম, কাব্‌লেস্ ও প্রহরীরা প্রবেশ করিল

ঔরংজীব। এই যে মরাঠা বীর। কেমন মহারাজ! কোরাণের আর কুৎসা কর্ব্বে? মস্‌জিদ অপবিত্র কর্ব্বে? মোল্লার অপমান কর্ব্বে?—কি? কথা নেই যে?

কাব্‌লেস্। হুজুর! ও উত্তর দিবে কেমন করে'? কোরাণের নিন্দে করার দরুন ওর জিভ কেটে দিইছি।

ঔরংজীব। মরাঠা বীর! এখনো বল, কোরাণ গ্রহণ কর্ব্বে? এখনও যদি বল, তোমার জীবন দান করি।

শম্ভুজী ঔরংজীবের উদ্দেশে পিঞ্জরের গরাদেতে পদাঘাত করিলেন

কাব্‌লেস্। এই ভাংলো বুঝি? জাঁহা-পনা—একে জলদি বধ করুন। একে বধ করুন। নহিলে—

ঔরং। যাও, এক্ষণি এর ছিন্ন মুণ্ড আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।

[শম্ভুজীকে লইয়া আজীম, কাব্‌লেস্ ও প্রহরীগণ প্রস্থান করিল।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! কথা কচ্ছ' না যে?

দিলীর। এর পরে আমার আর কিছু কহিবার নাই। বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য ব্যবহারই বটে!

ঔরংজীব। শম্ভুজী যদি কোরাণ গ্রহণ কর্ত্ত, আমি তাকে ক্ষমা কর্ত্তাম।

দিলীর। যদি শম্ভুজী এই সময়ে মৃত্যুভয়ে কোরাণ গ্রহণ কর্ত্তেন, আমি তাঁকে ঘৃণা কর্ত্তাম।—জনাব! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, কেউ তার বিবেকের বিরুদ্ধে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে?

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ, এই ইস্‌লাম

ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই এই রাজ্যভার নিইছি। এরই জন্য পিতাকে কারাগারে রুদ্ধ করেছি, ভ্রাতাকে হত্যা করেছি।—খোদা জানেন।

দিলীর। জানি সম্রাট। আপনি সরল ধার্ম্মিক মুসলমান বলে' এখনো আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাকে কপট বিবেচনা কর্লে বহুদিন পূর্ব্বে বন্দা বিদায় নিত। কিন্তু সম্রাট, বাহুবলে কি ধর্ম্ম-প্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদাঘাতে রাজভক্তি তৈর হয়? মহারাজাধিরাজ! এখনো বলি, শেষবার বলি—ফিরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মস্‌জিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মের নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে' আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট্‌। সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।

ঔরংজীব। হিন্দু মুসলমান এক হবে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেন হবে না সম্রাট! তা'রা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে', একই জল পান করে', একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আস্‌ছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হইনি? তা'রা একবার ধর্ম্ম-ভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, একবার নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তি বাষ্পগদগদ-স্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণভরে' মা বলে ডাকুক দেখি সম্রাট!

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি স্বপ্ন দেখেছো।

দিলীর। আমায় মাপ কর্ব্বেন জাঁহাপনা। আমি স্বপ্নই দেখ্‌ছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন।—ভেঙে গেল!

ঔরংজীব। স্বগত কহিলেন—"তা যদি হোত। তা যদি হোত।—না বড় অধিক বিলম্ব। এ বয়সে আর নূতন উদ্দেশ্য নিয়ে—রঙ্গভূমিতে নামতে পারি না।" [পরে প্রকাশ্যে কহিলেন—] দিলীর খাঁ, আমি বুঝতে পার্চ্ছি না যে আমি কি কর্চ্ছি—আমি যন্ত্রবৎ কাজ করে' যাচ্ছি। ভাব্‌তে পাচ্ছি না। সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি। মাথা ঘুর্চ্ছে। দিলীর! আমি আর সে ঔরংজীব নই। আমি তার কঙ্কাল মাত্র।

দিলীর। এখনো কিছু দেরি আছে জনাব। এখনো সে কঙ্কালের উপর মাংসটুকু ঝুল্‌ছে; ঝরে' পড়ে নি। তবে তার বড় বেশী দেরিও নাই।

এই সময়ে কাব্‌লেস শম্ভুজীর ছিন্ন মুণ্ড এক রৌপ্যপাত্রে আনিয়া সম্রাটের পদতলে রাখিল।—
সঙ্গে রক্তাক্ত আজীম ও প্রহরীগণ

ঔরংজীব। শম্ভুজীর মুণ্ড!—যাও, নিয়ে যাও।

দিলীর। দারার রক্তে যে রাজত্বের আরম্ভ হয়েছিল, এই বীরের রক্তে সেই রাজত্বের শেষ হোল।—

[এই বলিয়া দিলীর খাঁ চলিয়া গেলেন।

কাব্‌লেস্‌। জাঁহাপনা আমার ইনাম?

ঔরংজীব। তোমার পুরস্কার? এই যে—[প্রহরীদিগকে কহিলেন] বাঁধো।

কাব্‌লেস্‌। "এ্যাঁ—আমাকে"— [প্রহরীরা কাব্‌লেস্‌ খাঁকে বন্ধন করিল।]

ঔরংজীব। আজীম একে বাইরে নিয়ে যাও—এর মুণ্ড নিয়ে এসো।—কাব্‌লেস্‌ খাঁ! আমরা অনেক সময়ে বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিতে বাধ্য হই বটে। কিন্তু অন্তরে তাদের ঘৃণা করি—যাও যেখানে তোমার মনিব শম্ভুজী গিয়েছে।

কাব্‌লেস্‌। আজ্ঞে—জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। যাও—

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আজীম। চল্‌ কুত্তা!

কাব্‌লেস্‌। দোহাই সাহাজাদা সাহেব, আমায় মার্ব্বেন না। আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো!—আপনার—

আজীম। চল্‌ নেমকহারাম—[বলিয়া যষ্টি দিয়া প্রহার করিলেন।]

কাব্‌লেস্‌। মারো মারো মারো—জুতা মারো—লাথি মারো—তার পরে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও—শুধু একেবারে মেরে ফেলো না—দোহাই!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।
অজিতসিংহ ও শ্যামসিংহ

শ্যাম। মহারাজ বিবাহ করেছেন তবে রাণার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে?

অজিত। হাঁ মহারাজ! সেনাপতি দুর্গাদাস সম্প্রতি উদয়পুরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। আমি তাতে স্বীকার হই।

শ্যাম। মহারাজ! এ বড় সৌভাগ্য যে আজ মেবারের ও মাড়বারের ঘর মিলিত হোল। গজসিংহের কন্যাটিও শুনিছি পরম রূপবতী।

অজিত। কিন্তু কাঠের পুতুল! নেহাইৎ বালিকা।

শ্যাম। ঐ কাঠের পুতুলই একদিন রক্ত-মাংসে গড়ে' আস্‌বে। কিছু বল্‌তে হবে না মহারাজ!

অজিত। একটা কথাও কৈতে জানে না।

শ্যাম। শিখবে! মহারাজ, শিখবে! মেয়েমানুষ টিয়াপাখীর জাত—সীতারাম পড়াও, তাও পড়বে; আবার রাধাকৃষ্ণ পড়াও, তাও পড়বে।

এই সময়ে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন

শ্যাম। কি দুর্গাদাস! সাহাজাদী?

দুর্গা। আমি তাঁকে সেনাপতি সুজায়েৎ-এর হাতেই দিইছি আপনার হাতে দেওয়ার চেয়ে তাঁর হাতে দেওরাই শ্রেয় মনে কর্লাম।

শ্যাম। কি আমাকে কি বিশ্বাস হোল না?

দুর্গা। মহারাজ সত্য কথা বল্‌তে কি—বিশ্বাস ঠিক হলো না। কিন্তু একই কথা ত। তাঁকে সম্রাটের সমীপে আপনি নিয়ে গেলেও যা, সুজায়েৎ নিয়ে গেলেও তা।

শ্যাম। হাঁ—না—হাঁ—তা বেশ করেছেন। সাহাজাদীকে তার হাতে দেওয়াও যা, আমার হাতে দেওয়াও তা।

অজিত। সাহাজাদী! কোন্ সাহাজাদী দুর্গাদাস?

দুর্গা। আকবর সাহের কন্যা রাজিয়া উৎ উন্নিসা! তাঁর বিনিময়ে আমি মাড়বার পতির জন্য তিনটি জনপদ বিনা যুদ্ধে লাভ করেছি।

অজিত। কি দুর্গাদাস তুমি কি বলতে চাও দুর্গাদাস যে, তুমি আমার—তুমি রাজিয়াকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছো?

দুর্গা। হাঁ মহারাজ! তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

অজিতসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন; পরে কহিলেন "তাকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দেবার তোমার অধিকার কি সেনাপতি?—রাজা আমি! আমার অনুমতি না নিয়ে—"

শ্যাম। আমিও তাই সেনাপতিকে বলেছিলাম মহারাজ! যে মহারাজের অনুমতি না নিয়ে—

অজিত। তবে তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছো বিকানীর-পতি?

দুর্গাদাস। অনুমতি নেই নাই, কারণ অনুমতি চাইলে পেতাম না মহারাজ! আর আকবর আর তাঁর পরিবার আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহারাজের আশ্রয় নেন নি।

অজিত। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা দুর্গাদাস!—ভেবেছো—[ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।]

দুর্গা। শুনুন মহারাজ! স্পষ্ট কথা কহি! আমি জেনেছি যে আপনি সাহাজাদীর প্রণয়মুগ্ধ। এ কথা আমি যে দিন দাক্ষিণাত্য হতে ফিরে আসি, সে দিন মুকুন্দ দাসের কাছে শুনি। তার পরে নিজেও লক্ষ্য করেছি। এ প্রেম কোন পক্ষেরই শুভ নয়। কারণ আপনাদের বিবাহ হতে পারে না।—আমি সেই জন্যই উদয়পুরে আপনার বিবাহের প্রস্তাব করি। সেখানেই এই বিকানীরপতি সাহাজাদীকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। আমি তাতে সম্মত হই।

অজিত। সম্মত হও! প্রচুর উৎকোচ নিয়েছ বুঝি সেনাপতি—

দুর্গা। উৎকোচ মহারাজ! তা যদি নিতাম—না ক্ষমা কর্ব্বেন মহারাজ! আমি অন্যায় বল্‌তে যাচ্ছিলাম।

অজিত। ক্ষমা!—দুর্গাদাস! এই উৎকোচ নেওয়ার অপরাধে তোমাকে মাড়বার থেকে চিরনির্ব্বাসিত কর্লাম।

দুর্গা। যে আজ্ঞে মহারাজ—

[এই বলিয়া দুর্গাদাস সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অজিত। চক্রান্ত—চক্রান্ত—একটা প্রকাণ্ড চক্রান্ত!

শ্যাম। মহারাজ! আমি এর মধ্যে নেই—আমি বলেছিলাম—

অজিত। দূর হও—

বলিয়া শ্যামসিংকে পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিলেন

অজিত। রাজিয়া! তবে তোমায় হারালাম! জন্মের মত হারালাম। আর তোমার জন্য আমি দুর্গাদাসকেও হারালাম।

বলিয়া সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন

কাশিম দ্রুতপদক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল

কাশিম। রাজা! মহারাজ দুর্গাদাস কোথায়?

অজিত। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছেন।

কাশিম। তিনি গিয়েছেন না তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস্—শ্যামসিংহের মুখে যা শুনলাম! সত্যি?

অজিত। হাঁ আমি তাকে নির্ব্বাসিত করেছি।

কাশিম। তা বুঝেছি! কেন তাড়িয়েছিস্ রাজা?

অজিত। উৎকোচ—ঘুষ নেওয়ার জন্য।

কাশিম। ঘুষ!—মহারাজ দুর্গাদাস ঘুষ নিয়েছে!—ভ্যালা রে ভ্যালা! ওকথা মুখেও আনলি! দুর্গাদাস ঘুষ নিয়েছে! দুর্গাদাস ঘুষ নিলে তোরই মত একটা মহারাজা হতি পার্ত্ত না? সে ইচ্ছা কর্লে তোকে পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে যোধপুরের রাজা হয়ে বস্‌তি পার্ত্তো না? দুর্গাদাস ঘুষ নেবে? হা রে নেমকহারাম! যে তোরে এত্তদিন জান দিয়ে বাঁচিয়েছে; ধড়ের রক্ত দিয়ে এই পঁচিশ বছর দ্যাশের জন্যে লড়েছে—তার এই বুড়ো বয়সে তুই তাড়িয়ে দিলি; পরের দুয়োরে ভিক্ষে মেগে খাতি!' এই তোর ধর্ম্ম হোল রে নেমকহারাম?

অজিত। কাকা—

কাশিম। খবর্দ্দার! আর মোরে কাকা বলে ডাকিস্ না। মুই এমন নেমকহারামের কাকা নই!—মুই আর তোর রুটি খাতি' চাই না। মুইও যাবো। খাটি' খাবো। খাটি' ভিক্ষে মেগে আমার মহারাজ দুর্গাদাসকে খাওয়াবো। তার কিম্মৎ তুই কি বুঝবি রে নেমকহারাম!

[—বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল। অজিত কোন কথা না কহিয়া বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ঔরংগাবাদ রাজপ্রাসাদ। কাল—অপরাহ্ণ। গুলনেয়ার একাকিনী দ্বিতলকক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন—সম্মুখে রাজভৃত্য

গুলনেয়ার। কি! সম্রাট বল্লেন ফুর্সৎ নেই?

ভৃত্য। হাঁ বেগম সাহেব। বাদসাহ মক্কায় যাবার আয়োজন কর্চ্ছেন। এখানে আসবার তাঁর ফুর্সৎ নাই।

গুল। আচ্ছা যাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে গুলনেয়ার কহিলেন

—"এতদূর! আমি সম্রাটকে আমার পুত্রের বিজাপুর গমন রহিত কর্ত্তে বল্লাম—উত্তর এলো 'তাকে যেতেই হবে।' সম্রাটকে ডেকে পাঠালাম—উত্তর এলো—"ফুর্সৎ নেই"।—হুঁ মানুষের যখন পতন হয়, এই রকমই হয় বটে! সময় বদ্‌লেছে।—কিন্তু আমি একথা আজ নীরব হয়ে শুনলাম!—আশ্চর্য্য!—আমি কি সেই গুলনেয়ার? বিশ্বাস হচ্ছে না। দেখি—[আয়নায় গিয়া নিজমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন] —একি! সত্যই ত আমি সে গুলনেয়ার নই। চক্ষু কোটরে সেঁধিয়েছে; গণ্ড বসে গিয়েছে; চুল সব পেকে গিয়েছে। আমি ত সেই গুলনেয়ার নই।—কে আমি? [চীৎকার করিয়া] কে আমি?"

এই সময়ে রাজিয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

—সম্রাজ্ঞী।

গুল। কে? রাজিয়া! কি বলে' ডাকলে? সম্রাজ্ঞী? আমি তবে সম্রাজ্ঞী! আমি তবে সেই গুলনেয়ার!

রাজিয়া। ঠানদিদি—

গুল। রাজিয়া আমার পানে চেয়ে দেখ্ দেখি—সত্য সত্য বল্—আমি সেই গুলনেয়ার কি না?

রাজিয়া। ঠানদিদি তুমি সেই গুলনেয়ার কি না জানি না। কিন্তু তুমি আমার সেই ঠানদিদি।

গুল। সত্য কি রাজিয়া? চিনতে পাচ্ছিস্। সত্য করে বল্ দেখি—চিনতে পাচ্ছিস্? সেই একদিন আমায় দেখেছিলি ভারতসম্রাজ্ঞী গুল-নেয়ার—ভারতসম্রাট যার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত হোত; শত রাজ্য জনপদ অলক্ষ্যে যার রোষকুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ সভয়ে লক্ষ্য কর্ত্ত; দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধকৃপাণ দশ লক্ষ সেনানী যার তর্জ্জনীর দিকে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় চেয়ে থাকতো। আর আজ আমি—সম্রাটের উপে-ক্ষিত, রাজন্যবর্গের ধিক্কৃত, বিশ্বের বর্জ্জিত। আমি সেই গুলনেয়ার কি? চেয়ে দেখ ভালো করে'।

রাজিয়া। ঠানদিদি তুমি আমার সেই ঠানদি। জগৎ তোমায় বর্জ্জন করে করুক। আমি তোমায় আঁকড়ে ধরে' থাক্‌বো।

গুল। কেন রাজিয়া? আমি তোর কবে কি করেছি?

রাজিয়া। কিছু কর নাই। কারণ ঠানদিদি আমরা সমদুঃখিনী। আমিও অভাগিনী—ভালোবেসেছি।

গুল। তুই ভালোবেসেছিস? কাকে রাজিয়া? কিন্তু আমার মত বেসেছিস্ কি! আমার মত—ভালবাসার তুষানলে জ্বলে-ছিস্? একটা সাম্রাজ্য তার জন্য বিলিয়ে দিইছিস? পরে তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইছিস্?—না রাজিয়া! তুই এ দাহ কল্পনাও কর্ত্তে পারিস না।—সেইদিন হতে আমার সব শেষ হয়েছে। আজ যা দেখ্‌ছিস সে গুলনেয়ার নয়—তার কঙ্কাল। আর আমি সে গুলনেয়ার নেই—সব গিয়েছে।

এমন সময়ে বাঁদি প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিল

"সাহাজাদি! আসুন।"

রাজিয়া। দাঁড়া, যাচ্ছি একটু পরে।

বাঁদি। না সাহাজাদি বাদসাহের হুকুম নেই।

গুল। কি হুকুম নেই বাঁদি?

বাঁদি। সাহাজাদিকে এখানে আস্‌তে দেওয়া—

এই বলিয়া বাঁদি রাজিয়াকে কহিল

"চলুন।"

রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে গুলনেয়ারের মুখের দিকে চাহিলেন

গুলনেয়ার রাজিয়াকে কহিলেন

"যাও!"

[রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

গুল। আমি আজ এতই হেয়! নিজের পৌত্রীর সঙ্গে কথা কহিবারও যোগ্য নহি! একটা বাঁদিও চোখ রাঙিয়ে যায়! না, এর শেষ কর্ত্তে হবে! ভৃত্যেরও ধিক্কৃত হয়ে গুল-নেয়ার এ রাজ্যের পশ্চাৎ কক্ষে বাস কর্ব্বে না। এ রাজ্যে সম্রাজ্ঞী হয়ে প্রবেশ করে-ছিলাম। সম্রাজ্ঞী হয়ে এখান থেকে যাবো।

গাহিতে গাহিতে নৃত্যসহকারে একদল বৈরাগী নীচে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল

গীত

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ্‌বি—
ওরে মরণটাকে দেখবি, ওরে মরণটাকে দেখবি চল্।
পড়ে আছে অসীম পাথার,
সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার;
অঙ্গ এলে অবশ হয়ে, সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গর্জ্জে ঢেউ সে, দণ্ডমাত্র নয়ক স্থির;
নীচে পড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর;—
এতদিন ত ঢেউয়ে ভেসে, দিলি সাঁতার উপর দেশে
ডুব দিয়ে আজ দেখব, নীচে কতখানি গভীর জল।

গুল। ঠিক বলেছে "ডুব দিয়ে আজ দেখবো নীচে কতখানি গভীর জল।" ব্যস্ তাই হোক। কিসের ভয়? সেই ভালো। আজ আত্মহত্যা কর্ব্ব।

এই সময়ে কামবক্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মা আমি বিদায় নিতে এসেছি।—এখনি বিজাপুরে যাচ্ছি। পিতার আদেশ।"

গুল। হাঁ শুনেছি তোমার পিতার আদেশ। আমি বাধা দিবার কে? যাও।

কামবক্স গুলনেয়ারের চরণ স্পর্শ করিলেন। গুল-নেয়ার শুধু ঈষৎ মস্তক হেঁট করিলেন। পরে কহিলেন—

"কামবক্স এই আমাদের শেষ দেখা পুত্র।"

কাম। কেন মা?

গুল। কেন? কারণ আমি মর্ব্ব—আমি মর্ব্ব—আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

কাম। সে কি মা! জানি মা তোমার মন উত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু—

গুল। মর্ব্ব কেন? জান্তে চাও? তবে শুন! যতদিন আমি সম্রাজ্ঞী হয়ে ছিলাম—ততদিন বেঁচেছিলাম। যতদিন শাসন করে' এসেছিলাম—বেঁচেছিলাম। যতদিন মাথা উঁচু ক'রে গর্ব্বে থাক্‌তে পেরেছিলাম;—বেঁচেছিলাম। আজ সম্রাটের তাচ্ছিল্য নিয়ে, ভৃত্যের ধিক্কার নিয়ে, পুত্র প্রপৌত্রের করুণা নিয়ে, মাটীতে মুখ নুকিয়ে গুলনেয়ার থাক্‌তে চায় না।

কাম। আবার সেদিন আস্‌বে। মা, পিতার, মার্জ্জনা ভিক্ষা কর।

গুল। কি কামবক্স? মার্জ্জনা! আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ব্ব?—আমার পুত্র না তুমি?—কামবক্স, সূর্য্য যে গরিমায় ওঠে সেই গরিমায় অস্ত যায়!—যাও! কিন্তু ফিরে এসে তোমার মাকে আর দেখ্‌তে পাবে না।

কাম। মা—

গুল। চুপ! কোন কথা নয়। আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ! জেনো ধ্রুব জেনো, এই আমাদের ইহজগতে শেষ দেখা—যাও—

[কামবক্স ধীরে অবনত মুখে চলিয়া গেলেন।

গুল। সূর্য্য অস্ত যাবার অধিক বিলম্ব নাই! বাঁদী!—না কেউ নাই। একটা দাসীও আজ আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করে' থাকে না। স্বেচ্ছায় চলে' যায়। গিয়েছে—আমার গরিমা বৈভব সব গিয়েছে। আমিও যাই।

এই বলিয়া গুলনেয়ার সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষণপরে ঔরংজীব জনৈক পরিচারিকার সঙ্গে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন

ঔরং। কৈ সম্রাজ্ঞী?—

বাঁদী। জানি না। এখানেই ত ছিলেন। বোধহয় ভিতরে গিয়েছেন।

ঔরং। খবর দাও।

[বাঁদী চলিয়া গেল।

ঔরং। দুর্গাদাস! আমি তোমার কাছে বাহুবলে পরাজিত হয়েছিলাম, কিন্তু তার চেয়ে এই পরাজয় অধিক। তুমি গুলনেয়ারের মত নারীকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছো, গুলনেয়ারের মত সম্রাজ্ঞীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছ।—তুমি মহৎ! দিলীর খাঁর অনুরোধে, আর তোমার সম্মানে, আজ গুল-নেয়ারকে ক্ষমা কর্ব্ব—মক্কায় যাবার আগে এক উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল নারীর প্রতি আর ক্রোধ রাখি কেন?

গুলনেয়ার অধিকতর সজ্জিতভাবে প্রবেশ করিলেন

গুল। কে?—কে, সম্রাট?—এত অনুগ্রহ যে!—

ঔরংজীব। সম্রাজ্ঞী!—

গুল। চুপ! আর আমি সম্রাজ্ঞী নই। যতদিন তোমায় শাসন করেছিলাম, ততদিন আমি সম্রাজ্ঞী ছিলাম। আজ আর আমি সম্রাজ্ঞী নই। আমি শুধু গুলনেয়ার।—কি বল্‌বে বল।

ঔরংজীব স্বগত কহিলেন—সেই গুল-নেয়ার আর এই গুলনেয়ার!

গুল। বল! অধিক সময় নাই! আমি মর্ত্তে যাচ্ছি। আমি বিষ পান করেছি।

ঔরংজীব। বিষপান করেছো গুলনেয়ার? কেন?

গুল। কেন? জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ? স্থবির শীর্ণ ঔরংজীব! তোমার তাচ্ছিল্য নিয়ে আমি জীবন ধারণ কর্ব্ব মনে করেছিলে। তোমার কৃপা ভিক্ষা করে' বেঁচে থাক্‌বো ভেবেছিলে?—ঐ সূর্য্যের পানে তাকাও, তার পরে আমার পানে চাও—বল দেখি, দেখে বোধ হয় না কি যে আমরা দুই ভাই বোন্! সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্তরেখায় উঠেছিলাম, সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্ত রেখায় অস্ত যাচ্ছি!

ঔরংজীব। গুলনেয়ার, আমি এসেছি আজ তোমায় ক্ষমা কর্ত্তে।

গুল। ক্ষমা!

ঔরংজীব। তোমায় আর ভালোবাস্‌তে পারি না গুলনেয়ার! আমার সে শক্তি নাই। কিন্তু তোমায় ক্ষমা কর্ত্তে পারি।

গুল। [ব্যঙ্গস্বরে] কি মহৎ তুমি!—কিন্তু

সম্রাট্! গুলনেয়ার কখনো কাউকে ক্ষমা করেনি; সে কারো ক্ষমা চাহেও না।

ঔরংজীব। সে কথা সত্য গুলনেয়ার, তুমি কাহারে কখন ক্ষমা করনি।

গুল। না, দুর্গাদাসকেও না। আমি নরকে নেমে যাচ্ছি—সঙ্গে হৃদয়পূর্ণ করে নিয়ে যাচ্ছি—তার প্রতি তীব্র অসীম বিরাট ভালবাসা। যদি তাকে পেতাম, আমি তাকে এক-খণ্ড মেঘের মত, আমার সেই ভালবাসার ঝঞ্ঝা দিয়ে ঘিরে, টেনে, সঙ্গে করে' নিয়ে যেতাম; তাকে সেই ঈপ্সার জ্বালায় তিলে তিলে তুষানলের মত দগ্ধ কর্ত্তাম। ঔরংজীব! বিশ্বসংসারে বুঝি কেহ কেহ আছে, যার ভালবাসা প্রতিহিংসার মত প্রবল, উদ্দাম, জ্বালাময়। জেনো আমি সে নারী।—আমার মাথা ঘুর্চ্ছে, আর পার্চ্ছি না। আমি মর্চ্ছি। কোন দুঃখ নাই আমার ঔরংজীব! পড়িছি বলে' কোন দুঃখ নাই।—উঠিছিলাম—পড়েছি। যারা মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকে, তারা পড়ে না। কোন দুঃখ নাই। যদি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, পুরুষকে রেখেছিলাম মুঠোর মধ্যে। যদি সম্রাজ্ঞী হয়েছিলাম—সাম্রাজ্য শাসন করেছিলাম! যদি ভালবেসেছিলাম—ভালবাসা দান করেছিলাম, ভিক্ষা করিনি।—কোন দুঃখ নাই। একদিন মর্ত্তে হবেই। তবে দিন থাক্‌তে মরাই ভালো?—ঐ সূর্য্য অস্ত গেল—আমিও যাই।

—বলিয়া ভূপতিত হইলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদের যমুনালগ্ন অলিন্দ।
কাল—সন্ধ্যা।

দিলীর খাঁ এবং একজন কর্ম্মচারী কথা কহিতেছিলেন

কর্ম্মচারী। সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে?

দিলীর। হাঁ মোবারেক! বড় শোচনীয় মৃত্যু সে। তাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁর একজন পুত্র ছিল না—তাঁর বেগম ছিল না।—একা আমি! বড় শোচনীয় মৃত্যু।

কর্ম্মচারী। তাঁর মক্কায় যাবার কথা ছিল না?

দিলীর। হাঁ! কিন্তু আর যাওয়া হয় নাই। ঔরঙ্গাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সে দৃশ্য আমি ভুলবো না। অনুতপ্ত হৃদয়ের অর্দ্ধ সুপ্ত অবস্থায় সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন—ক্ষমা কর মরাঠা, ক্ষমা কর রাজপুত, ক্ষমা কর পাঠান। তার পরে মর্ব্বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সেই ভয়বিহ্বল ভগ্ন উক্তি—ঐ সম্মুখে মৃত্যুর কৃষ্ণ সমুদ্র! তাতে তরী ভাসিয়ে দিলাম।—শেষে 'হো আল্লা' বলে সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার—সে দৃশ্য ভুলবো না।

কর্ম্মচারী। বড় শোচনীয়।—এখন সম্রাট কে হন বলা যায় না।

দিলীর। যুদ্ধ বেধেছে, মৌজাম আর আজীমে!—ফল জগদীশ্বর জানেন।

কর্ম্মচারী। আপনি সাহাজাদী রাজিয়াকে এখানে নিয়ে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ মোবারেক! সাহাজাদীর আজ পিতা নাই, মাতা নাই—কেহ নাই। তাঁর মত দুঃখিনী কে?—এখানে তাঁকে এক বৃদ্ধা পরিচারিকার কাছে রেখে যেতে হচ্ছে।

কর্ম্মচারী। আপনি কোথায় যাবেন?

দিলীর। আমি যাবো একবার দুর্গাদাসের উদ্দেশ্যে।

কর্ম্মচারী। কেন?

দিলীর। প্রয়োজন আছে। এখন চল বাহিরে যাই।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

উদ্ভ্রান্তভাবে ধীরে ধীরে সেখানে রাজিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজিয়া। আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম। তাতে কি অন্যায় হয়েছিল? কে আমাদের বিচ্ছিন্ন কর্লে? কেন কর্লে?—এত সুখ তাদের সৈল না!

পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"ওগো সাহাজাদি"—

রাজিয়া। সে দিন আমাদের সেই আবু-গিরি দুর্গে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে পর্ব্বতপাদ-মূলে দেখা হোল—কেন আমাদের দেখা হোল অজিত!

পরি। ঐ সেই আবার বিড়ির বিড়ির ক'রে বক্‌ছে। বলি ও সাহাজাদি।

রাজিয়া। অজিত! অজিত! তার নামটিও মিষ্ট! অজিত।

পরি। না ও এখন উত্তর দেবে না। আমি এখন যাই। সাহাজাদীদের রকমই আলাদা।"

[—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজিয়া। সন্ধ্যার বাতাস বইছে! কোকিল ডাকছে। নীল-সলিলা যমুনা নদী প্রাসাদমূল বেষ্টন ক'রে ব'হে যাচ্ছে। আকাশ কি নির্ম্মল —কি নীল!

গীত

তবে আর কেন বহে মলয় পবন
আর কেন পাখী গায় গান?
আজি, হৃদয়কুঞ্জে সুখ মধুমাস
হয়ে গেছে যবে অবসান।
আজি, চলে' গেছে এক সংগীত,
ছিল ছেয়ে আকাশ ভুবন—
আমার, নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি,
হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—পেশোলা হ্রদতীরে প্রাসাদ।
কাল—মধ্যাহ্ন।

দুর্গাদাস একাকী দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিলেন

দুর্গা। ব্যর্থ হয়েছি। পার্ল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে, পুরবাসীরা নিস্তেজ। ছায়ানিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন! বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিইছি, দেখেছি যে, কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষণ কচ্ছে! সমস্ত জাতির প্রাণ নাই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদাহত স্থবির কুকুরের মত নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্ত্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করে না। মোগল সাম্রাজ্য থাক্‌বে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠ্‌বে না।

জয়সিংহ ও সরস্বতী আসিয়া পদবন্দনা করিলেন

সরস্বতী। ভিতরে আসুন দেব! জল গ্রহণ করুন। দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে।

দুর্গা। যাচ্ছি। চল মা!

জয়। এখানে আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না?

দুর্গা। কষ্ট?—রাণার আতিথ্যে আমি পরমসুখে আছি।

জয়। আমার আতিথ্য বল্‌বেন না। সরস্বতীর আতিথ্য। সরস্বতীই এস্থান পছন্দ করে' দিয়েছে! সরস্বতীই এ স্ফটিক হর্ম্ম্য তৈরী করিয়েছে। যে দিন আপনি আমাদের অতিথি হয়ে এক নিৰ্জ্জন স্থানে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই দিন সে নিজে এখানে এসে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছে। এখানে সে প্রতিদিন আপনার জন্য নিজে পাক করে।

দুর্গা। অসীম অনুগ্রহ মহারাণীর!

সর। অনুগ্রহ? অনুগ্রহ বলবেন না। দেব!—এ দীনের অর্ঘ্য! ভক্তের নৈবেদ্য! রাজস্থানে কে আছে, রাঠোর দুর্গাদাসের নামে যার বক্ষ স্ফীত না হয়; শির গর্ব্বে উন্নত না হয়? যদি একান্ত ভাগ্যবলে, পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ফলে, এই দেবতাকে অতিথি স্বরূপে পেয়েছি, পূজা করে' সাধ মেটাবো!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। মহারাজ! দ্বারে মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ রাঠোর সেনাপতির সাক্ষাৎ চান।

দুর্গা। দিলীর খাঁ! সে কি! দিলীর খাঁ?

দৌবারিক। হাঁ, সেই নামই ত বল্লেন।

দুর্গা। যাও পরম সমাদরে নিয়ে এসো! [সরস্বতীকে কহিলেন]—যাও মা ভিতরে যাও! আমরাও আস্‌ছি এখনি।

[মহারাণী সরস্বতী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

দুর্গা। দিলীর খাঁ এখানে? অর্থ কি?

জয়। বুঝতে পার্চ্ছি না।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন

দিলীর। বন্দেগী বীর দুর্গাদাস!—আমায় মনে পড়ে?

দুর্গা। আমার জীবনদাতাকে বিস্মৃত হব কিরূপে? আসুন, আমার আজ পরম

সৌভাগ্য! কিন্তু এখানে কি অভিপ্রায়ে সেনাপতি?

দিলীর। তীর্থদর্শনে। দুর্গাদাস! তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কাশী, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? সেখানে যাত্রীরা মাঝে মাঝে গিয়ে ধন্য হয়ে আসে?—আমিও মর্ব্বার আগে তোমায় একবার দেখতে এসেছি।

দুর্গাদাস ক্ষণেক নীরব রহিলেন পরে কহিলেন—দিলীর খাঁ—আমি সামান্য মানুষ; সাধ্যমত নিজের কর্ত্তব্য করে' এসেছি মাত্র।

দিলীর। এ পাপযুগে তাই কয়জন করে দুর্গাদাস?—যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হতে বঞ্চিত করে' আনন্দ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতিদ্রোহ করে' পরিতৃপ্তি, যে যুগে তোষামোদ, পীড়ন, মিথ্যাবাদ, প্রতারণা চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে, সে যুগে তোমার মত ত্যাগী দেখে আত্মা শুদ্ধ হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ করে, দেশের পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য দেশ ছাড়ে, অপ্সরা সম্রাজ্ঞীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণ রক্ষার্থে নিজের বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য নির্ব্বাসিত হয়—সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা আছে দুর্গাদাস?

দুর্গা। পুরাণে কেন দিলীর খাঁ! তার চেয়ে উচ্চ চরিত্র দেখ্‌তে চাও যদি—নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধর।

দিলীর। আমার!

দুর্গা। হাঁ দিলীর খাঁ, তোমার। আরও দেখ্‌তে পেতে দিলীর—যদি আজ কাশিম এখানে থাকতো। তোমারই জাতভাই কাশিম—

কাশিমের প্রবেশ

কাশিম। কৈ মহারাজ কৈ—এই যে! [আভূমি প্রণত অভিবাদন করিল।]

দুর্গা। এ কাশিম যে! কি আশ্চর্য্য! কাশিম, তুমি এখানে খুঁজে এলে কেমন করে'?

কাশিম। খুঁজে খুঁজে আলাম মহারাজ! কত জায়গায় তল্লাস করেছি—তার আর কি বলবো মহারাজ!

দুর্গা। তুমি মহারাজ কাকে বলছ কাশিম?

কাশিম। যাকে চিরকাল বলে' আস্‌ছি মহারাজ।

দুর্গা। না কাশিম! তোমার আর আমার মহারাজ এখন যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহ।

কাশিম। তার নাম কর্ব্বেন না মহারাজ! সে নেমকহারাম—

দুর্গা। কাশিম তুমি কার কাছে এ কথা বল্‌ছো মনে রেখো।

কাশিম। জানি! মোর দ্যাবতার কাছে কথা বলছি। তবু বেহক কথা চুপ করে শুনে যাতি পার্ব্বো না। যাকে আপনি বুকের মদ্দি করে' মানুষ কল্লে, যার কামে বেবাক জানটা দিলে, যাকে তার মা ছাওয়ালের মত দেখতো, সেই তাকে যে বুড়াবয়সে—মাফ কর্ব্বেন মহারাজা—গলা ধরে' আসছে—আর বলতে পার্ব্বো না।

জয়সিংহ। কাশিম! ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত তোমার মত মানুষও তৈর করে?

দুর্গা। সব ধর্ম্মেই এক কথা এক মহানীতি শিক্ষা দেয় মহারাণা! তবু যদি কেউ মানুষ না হয়ে পিশাচ হয়, সে ধর্ম্মের দোষ নয়! মুসলমান ধর্ম্মে কাবুলেস খাঁও আছে, দিলীর খাঁও আছে।

দিলীর। আর হিন্দুধর্ম্মে শ্যামসিংহও তৈরী হয়, দুর্গাদাসও তৈরী হয়।

কাশিম। তবে হুজুর মোর যে এক আর্জ্জি আছে।

দুর্গা। কি কাশিম?

কাশিম। শুনেছি যে হুজুর আজ রাণার রুটি খায়ে মানুষ! তা ত হাতি পারে না।

দুর্গা। কি হতে পারে না?

কাশিম। মোর জান থাক্‌তে মহারাজ ত আর একজনের দরোজায় যাবে না। তা ত মুই জান থাকতি দ্যাখ্‌বো না।

জয়। সে কি! তুমি কি কর্ত্তে চাও কাশিম?

কাশিম। কি কর্ত্তি চাই? শোন রাণা, মুই মহারাজকে খাওয়াবো।

জয়। কেমন করে?

কাশিম। যেমন করে পারি। মজুর খেটে খাওয়াবো!—ভিক্ষা মেগে খাওয়াবো।

জয়। তুমি কি পাগল হয়েছো কাশিম! তুমি পাবে কোথা থেকে!

কাশিম। যেখিন থেকে পাই! যদি আজ রাণী বেঁচে থাকতো, দুর্গাদাসকে পরের দুয়োরে ভিখিরী হতি হোত না। তিনি নেই, কিন্তু মুই আছি! মুই খেটে খাওয়াবো—খুঁদকুঁড়ো যা পাই খাওয়াবো—

জয়। তা কি হয়!

কাশিম। হয় না?—দেখ মহারাজ দুর্গাদাস! তোমার যেমন মনে লয় করো। বেছে লাও মহারাজ!—রাণার ফেলে-দাওয়া রাজভোগ খাবা? কি মোর পুজোয় দেওয়া খুঁদকুঁড়ো খাবা? বেছে লাও,—রাণার পায়ের তলায় থাকবা? না মোর মাথায় থাকবা?—যেটা লেবা; বেছে লাও!

এই বলিয়া কাশিম নিজবক্ষোপরি বাহুযুগল সম্বদ্ধ করিয়া সাভিমান গর্ব্বে দুর্গাদাসের দিকে চাহিল।

দুর্গা। ঠিক বলেছো কাশিম! দুর্গাদাস তোমার দেওয়া খুঁদকুঁড়োই খাবে।—[এই বলিয়া দুর্গাদাস উঠিয়া কাশিমকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—] ভাই কাশিম! আজ হতে' আমরা দুই ভাই—[পরে দিলীরকে কহিলেন] —দেখ দিলীর খাঁ, কি উচ্চ!

দিলীর। সত্য কথা বলেছিলে দুর্গাদাস! —দাঁড়াও তোমরা দুইজনেই আজ আমার সম্মুখে দাঁড়াও; একবার নয়নভরে দেখি—ঈশ্বর!—তোমার স্বর্গে যাঁরা দেবতা আছেন শুনি, তাঁরা কি এ'দের চেয়েও বড়?

যবনিকা পতন

সাজাহান

পুরুষ-চরিত্র

সাজাহান (ভারতবর্ষের সম্রাট্)। দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ (সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়)। সোলেমান, সিপার (দারার পুত্রদ্বয়)। মহম্মদ সুলতান (ঔরংজীবের পুত্র)। জয়সিংহ (জয়পুরপতি)। যশোবন্ত সিংহ (যোধপুরপতি)। দিলদার (ছদ্মবেশী জ্ঞানী—দানেশমন্দ)

স্ত্রী-চরিত্র

জাহানারা (সাজাহানের কন্যা)। নাদিরা (দারার স্ত্রী)। পিয়ারা (সুজার স্ত্রী)। জহরৎ উন্নিসা (দারার কন্যা)। মহামায়া (যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ; সাজাহানের কক্ষ।
কাল—অপরাহ্ন।

সাজাহান শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান

সাজাহান। তাই ত! এ বড়—দুঃসংবাদ দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে কিন্তু সে এখনও সম্রাট্ নাম নেয় নি; কিন্তু মোরাদ, গুর্জ্জরে সম্রাট্ নাম নিয়ে বসেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—দেখি, ভেবে দেখি—এ রকম কখনও ভাবিনি, অভ্যস্ত নই; তাই ঠিক ধারণা কর্ত্তে পার্চ্ছি না—তাই ত! [ধূমপান]

দারা। আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

সাজাহান। আমিও পার্চ্ছি না। [ধূমপান]

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা কর্ব্বার জন্য লিখছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান আনতচক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ! তাই ত! [ধূমপান]

দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন কর্ত্তে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাবছি না দারা; তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাবছি। [ধূমপান; পরে সহসা] না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। কাজ নেই। তাদের নির্ব্বিরোধে রাজধানীতে আস্‌তে দাও।

বেগে জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কখন না। এ হ'তে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! তা'রা আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক পুত্র। কি যায় আসে। পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও কর্ত্তে হবে!

সাজাহান। আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন! বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন কর্‌বো কোন্ প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে দেখ্—ঐ স্ফটিক গঠিত [দীর্ঘনিশ্বাস]—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—তার পর বলিস্ তাদের শাসন কর্ত্তে।

জাহানারা। পিতা, এই কি আপনার উপযুক্ত কথা! এই দৌর্ব্বল্য কি ভারতসম্রাট্ সাজাহানকে সাজে! সাম্রাজ্য কি অন্তঃপুর! একটা ছেলেখেলা! একটা প্রকাণ্ড শাসনের ভার আপনার উপর। প্রজা বিদ্রোহী হ'লে সম্রাট্

কি তাকে পুত্র বলে ক্ষমা কর্ব্বেন? স্নেহ কি কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?

সাজাহান। তর্ক করিস্ না জাহানারা। আমার কোন যুক্তি নাই! আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে স্নেহ। আমি শুধু ভাবছি দারা, যে, এ যুদ্ধে যে পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হ'লে আমায় তোমার ম্লান-মুখখানি দেখতে হবে; আবার তা'রা পরাজিত হ'য়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান-মুখ কল্পনা কর্ত্তে হবে। কাজ নেই দারা। তা'রা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌বো।

দারা। পিতা, তবে তাই হোক্।

জাহানারা। দারা, তুমি কি এই রকম করে' তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধির কাজ কর্ব্বে! পিতা যদি স্বয়ং শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে তোমার হাতে তিনি রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিতেন না। এই উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত সম্রাট্ মোরাদ, আর তার সহকারী ঔরংজীব বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে আগ্রায় প্রবেশ কর্ব্বে, আর তুমি পিতার প্রতিনিধি হ'য়ে তাই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে দেখবে? —উত্তম!

দারা। সত্য পিতা, এ কি হ'তে পারে? আমায় আজ্ঞা দিন পিতা।

সাজাহান। ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি!—ওঃ!

দারা। ভাববেন না পিতা, যে, আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য যুদ্ধ নয়! আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে।

জাহানারা। তুমি যাচ্ছ ন্যায়ের সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে, দুষ্কৃতকে শাসন কর্ত্তে, এই দেশের কোটী কোটী নিরীহ প্রজাদের অরাজক অত্যাচারের গ্রাস থেকে বাঁচাতে! যদি রাজ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে এ মোগল সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর কয় দিন?

দারা। পিতা আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ কর্ব্ব না, তা'দের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা তখন তা'দের ইচ্ছা হয়, ক্ষমা কর্ব্বেন! তা'রা জানুক, সম্রাট্ সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্ব্বল নয়।

সাজাহান। [উঠিয়া] তবে তাই হোক্! তা'রা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট্। যাও দারা! নাও এই পাঞ্জা। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা তোমায় দিলাম। বিদ্রোহীর শাস্তি বিধান কর। [পাঞ্জা প্রদান]

দারা। যে আজ্ঞা পিতা!

সাজাহান। কিন্তু এ শাস্তি তা'দের একা নয়। এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে, পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্দ্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে!

[প্রস্থান।

জাহানারা। তা'দের এই হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছু অনুমান করেছো দারা?

দারা। তা'রা বলে যে পিতা রুগ্ন এ কথা মিথ্যা; পিতা মৃত, আর আমি নিজের আজ্ঞাই তাঁর নামে চালাচ্ছি।

জাহানারা। তা'তে অপরাধ কি হয়েছে? তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভাবী সম্রাট্।

দাবা। তা'রা আমাকে সম্রাট্ বলে' মানতে চায় না।

সিপারের সহিত নাদিরার প্রবেশ

সিপার। তা'রা তোমার হুকুম মান্‌তে চায় না বাবা?

জাহানারা। দেখ ত আস্পর্দ্ধা! [হাস্য]

দারা। কি নাদিরা, তুমি অধোমুখে যে? তুমি যেন কিছু বলবে!

নাদিরা। শুন্‌বে প্রভু? আমার একটা অনুরোধ রাখবে!

দারা। তোমার কোন্ অনুরোধ কবে না রেখেছি নাদিরা!

নাদিরা। তা জানি। তাই বল্‌তে সাহস কর্চ্ছি। আমি বলি—তুমি এ যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

জাহানারা। সে কি নাদিরা!

নাদিরা। দিদি—

দারা। কি! বল্‌তে বল্‌তে চুপ কর্লে যে! কেন তুমি এ অনুরোধ কর্চ্ছ নাদিরা!

নাদিরা। কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

দারা। কি দুঃস্বপ্ন?

নাদিরা। আমি এখন তা বল্‌তে পার্ব্ব না। সে বড় ভয়ানক। না নাথ। এ যুদ্ধে কাজ নেই—

দারা। সে কি নাদিরা!

জাহানারা। নাদিরা, তুমি পরভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শঙ্কা-কুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।

নাদিরা। দিদি, যদি জান্তে যে সে কি দুঃস্বপ্ন! সে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

জাহানারা। দারা, এ কি! তুমি ভাবছো! এত তরল তুমি! এত স্ত্রৈণ! পিতার সম্মতি পেয়ে এখন স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে না কি! মনে রেখো দারা, কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে! আর ভাব্‌বার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য্য, আমি যাই। যথাযথ আজ্ঞা দেই গে যাই।

[প্রস্থান।

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার।

[সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান।

জাহানারা। এত ভয়াকুল! কি কারণ বুঝি না।

সাজাহানের পুনঃপ্রবেশ

সাজাহান। দারা গিয়েছে জাহানারা?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] জাহানারা—

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। তুইও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন্‌ জাহানারা। এ বড় নির্ম্মম কাজ! কি কর্ব্ব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে! উপায় নাই; কিন্তু তুইও এর মধ্যে যাস্‌ নে। তোর কাজ—স্নেহ—ভক্তি—অনু-কম্পা। এ আবর্জ্জনায় তুইও নামিস্‌ নে। তুইও অন্ততঃ পবিত্র থাক্‌।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্ম্মদাতীরে মোরাদের শিবির।
কাল—রাত্রি।

দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্য পরিহাস কর্ত্তে যাই, সে ব্যঙ্গের ধুম হ'য়ে ওঠে! মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে' হাসে।—মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর একদিকে সম্ভোগ-মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ—এই যে বর্ব্বর এখানে আস্‌ছে।

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দিলদার! আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ কর, স্ফূর্ত্তি কর। অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আমি সেখানে বস্‌ছি!—কি ভাব্‌ছো দিলদার? ঘাড় নাড়্‌ছো যে!

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কি? শুনি।

দিলদার। আমি শুনেছি যে, হিংস্র জন্তু-দের মধ্যে একটা দস্তুর আছে যে, পিতা সন্তান খায়। আছে কি না?

মোরাদ। হাঁ আছে। তাই কি?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে প্রথাটা ঈশ্বর কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দু'রকমই চাই ত! খুব বুদ্ধি!

মোরাদ। খুব বুদ্ধি! হাঃ হাঃ হাঃ! বড় মজার কথা বলেছো দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে বুদ্ধি, তার কাছে ঈশ্বরের বুদ্ধি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কি রকম?

দিলদার। এই দেখুন জাঁহাপনা, দয়াময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কি জন্য? চর্ব্বণ কর্ব্বার জন্য নিশ্চয়, বাহির কর্ব্বার জন্য নয়;

কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্ব্বণ ত করেই, তার উপর সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বল্‌তে হবে।

মোরাদ। তা বল্‌তে হবে বৈ কি—

দিলদার। শুধু হাসে না, হাসবার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে' বোধ হয়, এমন কি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ!

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়েছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখ্‌বার জন্য; কিন্তু মানুষ তার দ্বারা ভাষার সৃষ্টি করে' ফেল্লে। ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য ত?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁকবার জন্যও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরী করেছে! সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না।—আবার অনেকের নাক ঘুমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আজ্ঞে, জাঁহাপনার শুধু যে ডাকে তা নয়, সে দিনে দুপুরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাক্‌বে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিষ জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মত—ঠিক দেখানো যায় না। কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়, তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা, দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরী করতে পেরেছে?

দিলদার। ও বাবা! তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে' ফেল্লে যে, কান টান্‌লে মাথা আসে—অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে; অনেকের তা নেই কি না!

মোরাদ। নেই নাকি! হাঃ হাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

দিলদারের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া ঔরংজীবের প্রবেশ

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমাদের এই যুদ্ধ জয় হয়েছে। [আলিঙ্গন]

ঔরংজীব। আমার বুদ্ধিবলে, না তোমার শৌর্য্যবলে? কি অদ্ভুত শৌর্য্য তোমার! মৃত্যুকে একেবারে ভয় কর না।

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বল্‌তেন মনে আছে যে, যা'রা মৃত্যুকে ভয় করে, তা'রা জীবন ধারণ করার যোগ্য নয়। সে যা হোক, তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্য কি মন্ত্রবলে বশ কর্লে! তা'রা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুত সৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করে' ফিরে দাঁড়াল! যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার!

ঔরংজীব। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তা'রা মোগলদের বুঝিয়ে গেল যে, কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে দারার যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ; আর সেটা কোরাণে নিষিদ্ধ। তা'রা তাই ঠিক বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য্য তোমার কৌশল!

ঔরংজীব। কার্য্যসিদ্ধির জন্য শুদ্ধ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে ভাবতে হবে।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি সংবাদ মহম্মদ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁ'র শকটে চড়ে' সসৈন্যে আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ কর্চ্ছেন। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব?

ঔরংজীব। না।

মহম্মদ। এর উদ্দেশ্য কি?

ঔরংজীব। রাজপুত দর্প! এই দর্প-ই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমার আক্রমণ কর্ত্তেন ত আমার পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। কারণ তুমি তখন এসে উপস্থিত হও নি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল;

কিন্তু শ্নলাম এর্প আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে' মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা কর্চ্ছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মহম্মদ। আমরা তবে তাঁকে আক্রমণ কর্ব্ব না?

ঔরংজীব। না মহম্মদ! আমার সৈন্য-শিবির প্রদক্ষিণ করে' যদি মহারাজের কিছ্ব সান্ত্বনা হয় ত একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ কর্ন না। যাও।

[মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। প্ত্র যন্ধ পেলে হয়।—সরল, উদার, নির্ভীক প্ত্র। আমি তবে এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দ্শ্য

স্থান—কাশীতে স্জার সৈন্য শিবির। কাল—রাত্রি।
স্জা ও পিয়ারা

স্জা। শ্নেছো পিয়ারা, দারার প্ত্র—বালক সোলেমান এই য্দ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড় ভাই দারার প্ত্র দিল্লী থেকে এসেছেন? সত্য নাকি! তা হ'লে নিশ্চয়ই দিল্লীর লাড্ড্ব এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও। হাঁ করে' চেয়ে রয়েছো কি! লোক পাঠাও।

স্জা। লাড্ড্ব কি! য্দ্ধ—তা'র সঙ্গে—

পিয়ারা। তা'র সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে ত আরও ভালো। তাতেও আমার অর্চি নাই; কিন্তু দিল্লীর লাড্ড্ব শ্নতে পাই, যো খায়া উয়োভি পাস্তায়া—আর যো নেই খায়া উয়োভি পাস্তায়া। দ্'রকমেই যখন পস্তাতে হচ্ছে, তখন না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো—লোক পাঠাও।

স্জা। তুমি এক নিশ্বাসে এতখানি বলে' গেলে যে, আমি বাকিট্কু বলবার ফ্রস্ং পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বলবে কি! তুমি তো কেবল য্দ্ধ কর্ব্বে।

স্জা। আর যা কিছ্ব বল্তে হবে, তা বলবে ব্ঝি তুমি?

পিয়ারা। তা বৈ কি। আমরা যেমন গ্ছিয়ে বল্তে পারি, তোমরা তা পারো? তোমরা কিন্তু বল্তে গেলেই এমন বিষয়গ্লো জড়িয়ে ফেল, আর এমন ব্যাকরণ ভুল কর যে—

স্জা। যে কি?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্দ্ধেক শব্দই তোমরা জানো না। কথা বলেছ, কি ভুল করে' বসে' আছ। বোবা শব্দ অন্ধ ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রয়োগ কর, যে তার অন্তত কুঁজো হয়ে চলতে হবেই।

স্জা। তোমার নিজের প্রয়োগগ্লি খ্ব সাধ্ব বলে' বোধ হচ্ছে না!

পিয়ারা। ঐ ত! আমাদের ভাষা ব্ঝবার ক্ষমতাট্কুও তোমাদের নাই? হা ঈশ্বর! এমন একটা ব্দ্ধিমান স্ত্রীজাতিকে এমন নির্ব্বোধ প্র্ষজাতির হাতে সঁপে দিয়েছো, যে তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ায় চড়িয়ে দিতে, তা হ'লে বোধ হয় তা'রা স্খে থাকতো!

স্জা। যাক্—তুমি বলে' যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শ্ঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙ্গালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

স্জা। না, নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উঁহ্ঃ—অপাঙ্গ প্রথম কিছ্ব কাজ করে' থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে ঐ জিভে।

স্জা। না, তুমি আমাকে কথা কইবার অবকাশ দেবে না দেখতে পাচ্ছি। শোন কি বলতে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ ত তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা কর, যে সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে ব'সে থাকো।

স্জা। তুমি আর খানিক যদি ঐ রকম বকে' যাও ত আমার বক্তব্যটা আমি সত্যই ভুলে যাবো।

পিয়ারা। তবে চট্ করে' বল। আর দেরী কোরো না।

স্জা। তবে শোন—

পিয়ারা। বল; কিন্তু সংক্ষেপে! মনে থাকে যেন—এক নিশ্বাসে।

সুজা। এখন আমার বিরুদ্ধে এসেছে দারার পুত্র সোলেমান। আর তা'র সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁ।

পিয়ারা। বেশ, একদিন নিমন্ত্রণ করে' খাইয়ে দাও!

সুজা। না। তুমি ছেলেমানুষীই কর্ব্বে! এমন একটা গাঢ় ব্যাপার যুদ্ধ, তা তোমার কাছে—

পিয়ারা। তার জন্যই ত তাকে একটু—হ্যাঁ—তরল করে' নিচ্ছি। নৈলে হজম হবে কেন! বলে' যাও।

সুজা। এখনই মহারাজ জয়সিংহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, সম্রাট্ সাজাহান মরেন নি। এমন কি তিনি সম্রাটের দস্তখতি পত্র আমায় দিলেন। সে পত্রে কি আছে জানো?

পিয়ারা। শীঘ্র বলে' ফেল আর আমার ধৈর্য্য থাক্‌ছে না।

সুজা। সে পত্রে তিনি লিখেছেন যে আমি যদি এখনও বঙ্গদেশে ফিরে যাই, তা হ'লে তিনি আমায় এই সুবা থেকে চ্যুত কর্ব্বেন না। নৈলে—

পিয়ারা। নৈলে চ্যুত কর্ব্বেন! এই ত। যাক্! তার পরে আর কিছু ত বল্‌বার নেই? আমি এখন গান গাই?

সুজা। আমি কি লিখে দিলাম জানো? আমি লিখে দিলাম—বেশ, আমি বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যাচ্ছি। পিতার প্রভুত্ব আমি মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি; কিন্তু দারার প্রভুত্ব আমি কোন মতেই মান্‌বো না।

পিয়ারা। তুমি আমায় গাইতে দেবে না। নিজেই বকে' যাচ্ছ, আমি গাইব না!

সুজা। না, গাও! আমি চুপ কর্‌লাম!

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কি গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছে।—না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যার ভাষায় প্রেম, ভাবে প্রেম, ভঙ্গিমায় প্রেম, মূর্চ্ছনায় প্রেম, সমে প্রেম।—গাও আমি শুনি।

পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছো না পিয়ারা—যেন বারিবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে।

পিয়ারা। না, তুমি গাইতে দেবে না। আমি চল্লাম।

সুজা। না, ও কিছু নয়, গাও।

পিয়ারার গীত

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি'।
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায় ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি'
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা।
যত ভালোবাসি তাই আরও বাসিতে চাই—
দিয়ে প্রেম মিটেনাক আশা।
হউক অসীম স্থান হউক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ;
তখন মিটাব আশা দিব ঢালি' ভালোবাসা
জন্ম ঋণ করি পরিশোধ।

সুজা। এ জীবন একটা সুষুপ্তি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত স্বর্গ থেকে একটা ভঙ্গিমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যাতে বুঝিয়ে দেয়, এ সুপ্তির জাগরণ কি মধুর—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝঙ্কার। নৈলে এত মধুর হয়!

নেপথ্যে কামানের শব্দ

সুজা। [চমকিয়া] ও কি!

পিয়ারা। তাই ত! প্রিয়তম! এত রাত্রে কামানের শব্দ—এত কাছে! শত্রু ত ওপারে!

সুজা। এ কি! ঐ আবার! আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। তাই ত! বারবার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদলের নিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার—রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেল-বিদ্ধ হ'য়ে একটা মহা কোলাহলে আর্ত্তনাদ করে' উঠলো।—এ সব কি!

বেগে সুজার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! সম্রাট্ সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কি!

সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ!—আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোন ভয় নাই পিয়ারা—

[প্রস্থান।

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়্‌তে চল্‌ল। উঃ, এ কি—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে কোলাহল

সোলেমান ও দিলীর খাঁর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ

সোলেমান। সুবাদার কৈ!

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন।

সোলেমান। পালিয়েছেন? তাঁর পশ্চাদ্ধাবন কর দিলীর খাঁ।

দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ

সোলেমান। মহারাজ! আমরা জয়লাভ করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাত্রেই নদী পার হ'য়ে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন?

সোলেমান। কর্ব্ব যে, তা'রা কিন্তু তা ভাবেনি—তবু এত শীঘ্র জয় লাভ কর্ব্ব কখন মনে করিনি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একেবারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তা'দের সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙ্গে নি।

সোলেমান। তার কারণ, কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জান্তেন না?

জয়সিংহ। আমি সম্রাটের পক্ষ হতে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন, এমন কি যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

দিলীর। সাহাজাদা! সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সজ্জিত নৌকায়।

সোলেমান। পশ্চাদ্ধাবন কর—যাও সৈন্যদের আজ্ঞা দাও।

[দিলীর খাঁর প্রস্থান।

সোলেমান। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি করেছিলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞায়।

সোলেমান। পিতা ত আমাকে এ কথা কিছু লেখেন নি? তা আপনিও আমায় বলেন নি!

জয়সিংহ। সম্রাটের নিষেধ ছিল।

সোলেমান। তার উপরে মিথ্যা কথা!—যান।

[জয়সিংহের প্রস্থান।

সোলেমান। সম্রাটের এক আজ্ঞা আর আমার পিতার অন্যরূপ আজ্ঞা! এ কি সম্ভব?—যদি তাই হয়! মহারাজকে হয় ত অন্যায় ভর্ৎসনা করেছি। যদি সম্রাটের এরূপই আজ্ঞা হয়!—এ দিকে পিতা লিখেছেন যে "সুজাকে সপরিবারে বন্দী করে' নিয়ে আসবে পুত্র।" না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব! তাঁর আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের দুর্গ। কাল—প্রভাত।
মহামায়া ও চারণীগণ

মহামায়া। গাও আবার চারণীগণ!

যেথা গিয়াছেন তিনি সমরে,
আনিতে জয়গৌরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহবানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে;
মথিতে অমর মরণসিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির;
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
সেথা গিয়াছেন তিনি
করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে।
সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়;
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—
সে ভীম সমর মাঝে;
সেথা রুধিরসিক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে
জুড়াইতে সব জ্বালা;
হেথা হয় ত ফিরিতে জিনিয়া সমর;
হয় ত মরিয়া হইতে অমর;
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া
তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাণী!

মহামায়া। কি সংবাদ সৈনিক!

প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। এসেছেন? যুদ্ধে জয়লাভ করে' এসেছেন?

প্রহরী। না মহারাণী! তিনি এ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? কি বলছ তুমি সৈনিক! কে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন?

প্রহরী। মহারাজ।

মহামায়া। কি! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? এ কি শুন্‌ছি ঠিক! যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন! ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের কি এতদূর অধোগতি হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে; হ'তে পারে। তা হ'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে' পড়ে' আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি। যে এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না! দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর।—গাও চারণীগণ আবার গাও।

চারণীগণের গীত

যেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা, ইত্যাদি।

দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—রাত্রি।
ঔরংজীব একাকী।

ঔরংজীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসংকুল। এত প্রশস্ত যে তার ও-পার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হ'তে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি মোরাদ! কি সংবাদ!

মোরাদ। দারার সঙ্গে এক লক্ষ ঘোড়-সোয়ার আর এক শত কামান।

ঔরংজীব। তবে সংবাদ ঠিক!

মোরাদ। ঠিক; প্রত্যেক চরের ঐ একই-রূপ অনুমান।

ঔরংজীব। [পাদচারণা করিতে করিতে] এযে—না—তাই ত!

মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে সেনানিবেশ করেছেন।

ঔরংজীব। ঐ পাহাড়?

মোরাদ। হাঁ দাদা!

ঔরংজীব। তাই ত! এক লক্ষ অশ্বারোহী—আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই—

ঔরংজীব। চুপ! কথা কোয়ো না! আমাকে ভাবতে দাও! এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা থেকে! আর এক শত কামান!—আচ্ছা তুমি এখন যাও মোরাদ। আমায় ভাব্‌তে দাও।

[মোরাদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। তাই ত! এখন পিছোলে সর্ব্বনাশ, আক্রমণ কর্‌লে ধ্বংস—এক শত কামান। যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে'। হুঃ [দীর্ঘনিশ্বাস]—ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন! পতন? অসম্ভব। উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে? কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। তুমি আবার কেন?

মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েস্তা খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।

ঔরংজীব। এসেছেন? উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এসো। না—আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মোরাদ। তাই ত! শায়েস্তা খাঁ আমাদের শিবিরে কি জন্য! দাদা ভিতরে ভিতরে কি

মতলব আঁটছেন বুঝ্‌ছি না। শায়েস্তা খাঁ কি দারার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হবে, দেখা যাক্! [পরিক্রমণ]

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। ভাই মোরাদ! এই মুহূর্ত্তে আগ্রায় যাবার জন্যে সসৈন্যে রওনা হ'তে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কি! এই রাত্রে!

ঔরংজীব। হাঁ, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে তেমনি থাকুক। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ কর্ব্ব না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চ'লে যাবে! দারা সন্দেহ কর্ব্বেন না। তাঁ'র আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে!

ঔরংজীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও ত দ্বিরুক্তি কোরো না। নৈলে সর্ব্বনাশ—নিশ্চিত জেনো।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির।
কাল—প্রাহ্ণ
জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

দিলীর। ঔরংজীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শুনেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী আর ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা।

জয়সিংহ। পালাতেই হবে—আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। আপনি ত সবই জান্তেন—দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশী অর্থ নিয়ে যেতে পারেন নি; কিন্তু তার পরেই শুনেছি—বৃদ্ধ সম্রাট সাতাশটা অশ্ব বোঝাই করে' স্বর্ণ-মুদ্রা দারার উদ্দেশে পাঠান। পথে জাঠরা তাও ডাকাতি করে' নিয়েছে।

জয়সিংহ। আহা বেচারী! কিন্তু আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব ও মোরাদ বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলতঃ ঔরংজীব সম্রাট্।

জয়সিংহ। এ সব আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, আমি যদি সসৈন্যে সোলেমানকে পরিত্যাগ করে' যাই, তা হ'লে তিনি আমায় পুরস্কার দেবেন। আপনাকেও বোধ হয় তাই লিখেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ।

দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরংজীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে!

দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি যা করি তাই দেখে যাও।

দিলীর। বেশ—এসব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না; কিন্তু একটা কথা—

জয়সিংহ। চুপ্! সোলেমান আসছেন।

সোলেমানের প্রবেশ

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দেগি সাহাজাদা।

সোলেমান। মহারাজ! পিতা পরাজিত পলায়িত!—এই সম্রাট্ সাজাহানের পত্র। [পত্র দিলেন]

জয়সিংহ। [পত্রপাঠপূর্ব্বক] তাই ত কুমার!

সোলেমান। সম্রাট্ আমাকে পিতার সাহায্যে সসৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা কর্ত্তে লিখেছেন। আমি এক্ষণেই যাবো। তাঁবু ভাঙ্গুন আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—

জয়সিংহ। আমার বিবেচনায় কুমার আরও ঠিক খবরের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। কি বল খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমারও সেই মত।

সোলেমান। এর চেয়ে ঠিক খবর কি হ'তে পারে? স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।

জয়সিংহ। আমার বোধ হয় ও জাল। বিশেষ সম্রাট্ অথর্ব্ব! তাঁর আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে এক পাও নড়্তে পারি না! কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। সে ঠিক কথা।

সোলেমান। কিন্তু পিতা ত পলায়িত। আজ্ঞা দেবেন কেমন করে'?

জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয়।

সোলেমান। কি! ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা কর্ব্ব?

জয়সিংহ। আপনি না করেন, আমাদের তাই কর্ত্তে হবে বৈকি—কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকমেই দাঁড়ায় বটে!

সোলেমান। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দু'জনে তা হ'লে ষড়যন্ত্র করেছেন?

জয়সিংহ আমাদের দোষ কি—বিনা সমুচিত আজ্ঞায় কি করে' কোনো কাজ করি! লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশে যাওয়ার সমুচিত আজ্ঞা এখনও পাই নি।

সোলেমান। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি।

জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমরা আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?

দিলীর। তা কি পারি!

সোলেমান। বুঝেছি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা, আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি।

[সোলেমানের প্রস্থান।

দিলীর। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। কোন ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বশ করে' রেখেছি!

দিলীর। আপনার মত বিচক্ষণ কর্ম্মঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই; কিন্তু এ কাজটা কি উচিত হচ্ছে?

জয়সিংহ। চুপ! এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা এখনও ঔরংজীবের পক্ষে একেবারে হেল্ছি না। একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। কি জানি—

সোলেমানের পুনঃ প্রবেশ

সোলেমান। সৈন্যেরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় একপাও নড়্তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমান। মহারাজ! সম্রাট্ আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি কর্চ্ছি দিলীর খাঁ। দারার পুত্র আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি—যে আপনারা না যান—আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরংজীবের কতখানি শৌর্য্য। আমার এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনো কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি—মহারাজ!—দিলীর খাঁ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্রীত হয়ে থাক্বো।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারি না।

সোলেমান। দিলীর খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি—[জানু পাতিলেন]

দিলীর। উঠুন সাহাজাদা। মহারাজ আজ্ঞা না দেন আমি দিচ্ছি। আমি দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন সাহাজাদা, আমি আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে—আপনার সঙ্গে লাহোরে যাচ্ছি। আর শপথ কর্‌ছি যে, যদি সাহাজাদা আমার ত্যাগ না করেন আমি সাহাজাদাকে ত্যাগ কর্ব্ব না। আমি যুবরাজ দারার পুত্রের জন্যে প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দেবো। আসুন সাহাজাদা! আমি এই মুহূর্ত্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

[সোলেমান ও দিলীরের প্রস্থান।

জয়সিংহ। তাই ত! এক ফোঁটা চোখের

জলে গলে গেলে খাঁ সাহেব! তোমার মঙ্গল তুমি বুঝলে না। আমি কি কর্ব্ব; আমার অধীন সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা করি।

সপ্তম দৃশ্য

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা কচ্ছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র: আমার লজ্জা—আমার গৌরব!

জাহানারা। গৌরব পিতা? এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে! সেদিন যখন আমি তাঁর শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে; বল্লে যে, সে মহাপাপ করেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে দু' এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্লে; বল্লে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জান্তে পার্লে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তা'র সে কথায় বিশ্বাস করে' তা'কে অভাগা দারার হিতৈষী-দের নাম দিয়েছিলাম। পথে সে-পত্র সে হস্ত-গত করেছে। এত কপট! এত ধূর্ত্ত!

সাজাহান। না জাহানারা, তা সে কর্ত্তে পারে না। না না না! আমি এ কথা বিশ্বাস কর্ব্ব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তা'কে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী কর্ব্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা, সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। জাহানারা, কাজ নাই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব্ব। তা'তেও যদি সে বশ না হয়—তা হ'লে তা'র কাছে, পিতা আমি—তা'র সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো! বল্‌বো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালো-বাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা কর্ব্ব বাবা!

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই।

মহম্মদের প্রবেশ

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার পিতা কৈ!

মহম্মদ। তা ত জানি না ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। সে কি! সে এখানে আস্‌বার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে—শুনলাম—

মহম্মদ। কে বল্লে! তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে' আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়তে গেলেন। আমি ত যতদূর জানি, তাঁ'র এখানে আস্‌বার কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ!

মহম্মদ। এ প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার কর্ত্তে।

সাজাহান। সে কি! না তুমি পরিহাস কচ্ছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দ্দা, এ সত্য কথা!

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই বন্দী কর্ব্ব।

বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ।

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী। সৈনিক-গণ! অস্ত্র কেড়ে নাও!

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হ'লো।

বাঁশী বাজাইলেন।। দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে দিলে!

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি—মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝবো, যে আমি তোমার হস্তে বন্দী?

মহম্মদ। বন্দী ন'ন ঠাকুর্দ্দা। তবে আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি

নে। একি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান? তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি খুলে? একি! একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল! একদিন যার রোষ কষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্দ্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার পুত্রের হাতে—সে বন্দী! জাহানারা! কৈ! এই যে! একি কন্যা! তোর ঠোঁট নড়্ছে, কথা বার হচ্ছে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির শূন্যে-দৃষ্টি নির্গত হচ্ছে; গণ্ডদু'টি ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে।—কি হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা! কিন্তু জান্তে পারলে কেমন করে'! আমি শুধু তাই ভাব্ছি!

সাজাহান। মহম্মদ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এই রকম ব'সে নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব্ব! ভেবেছো এই কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তা'কে পদাঘাত করে' যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান। এই, কে আছো! নিয়ে এসো আমার বর্ম্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বা'র করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায় এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীদের কাজ কর্ব্বে।

সাজাহান। মহম্মদ! বিশ্বাসঘাতক!

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব! না, আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়! তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্ত্তাম, তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়-ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়্তো! একবার খোলা পাই না! একবার খোলা পাই না!—মহম্মদ! আমায় একবার মুক্ত করে' দাও। একবার! একবার!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার পিতা না? সে যদি তা'র পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে!—মহম্মদ! এসো! দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা! আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ, স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই। আবার ফিরে আসবো শপথ কর্চ্ছি। দেবে না—দেবে না?

মহম্মদ। ক্ষমা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা—আমি তা পার্ব্বো না।

গমনোদ্যত

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ! [কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরাণ লইয়া] দেখ মহম্মদ! এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ! এই কোরাণ স্পর্শ করে' আমি শপথ কর্চ্ছি যে বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো! কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি আজ শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু সম্রাট্ সাজাহান এ ভারতবর্ষে এতদিন ধরে, এমন শাসন করে' এসেছে যে, যদি সে একবার তা'র সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, তা হ'লে শুদ্ধ তা'দের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হ'য়ে পুড়ে' যাবে।—মহম্মদ! আমায় মুক্ত করে' দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে! আমি শপথ কর্চ্ছি মহম্মদ! শপথ কর্চ্ছি! আমি শুদ্ধ এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখাবো। মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সাজাহান। দেখ! এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট্ সাজাহান—কোরাণ স্পর্শ করে' শপথ কর্চ্ছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ কর্চ্ছি—দেখ, একদিকে তোমার পিতার

আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্ত্তে!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে' দেখ। ভাল করে' বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা শুন্‌বো না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

[প্রস্থান।

সাজাহান। চলে' গেল! চলে গেল'! জাহানারা! কথা কচ্চিস্ না যে!

জাহানারা। ঔরংজীব! তোমার এই পুত্র! যে তা'র পিতার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তা'কে ছলে বন্দী করেছো!

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা!—পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তা'দের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তা'রা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তা'রা সব শিশু-শয়তান। তা'দের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তা'দের সকালে বিকালে জোরে কষাঘাত কোরো। তা'দের সারা-জীবনটা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হ'লে বোধ হয় তা'রা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তা'দের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত বুক ভেঙ্গে ফেলো, চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে তুলে ফেলো; আর্ত্তনাদ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় ত নিজের টুঁটি ধোরো। ওঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে ব'সে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন কর্‌লে কিছু হবে না; পদাহত পঙ্গুর মত ব'সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে' অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে' ডাক্‌লে কিছু হবে না! উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে' উঠুন; হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে' উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মত কঠিন হোন; হিংসার মত অন্ধ হোন; শয়তানের মত ক্রূর হোন। তবে তা'র সঙ্গে পার্ব্বেন।

সাজাহান। উত্তম! তবে তাই হোক! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি', তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তা'কে এসে গ্রাস কর্। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয়! আয় ত; এক-বার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চ'লে যাই—তার পর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না। খধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় ঊর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মথুরায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি।
দিলদার একাকী

দিলদার। মোরাদ! কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ! সুরার স্রোতে ভাস্‌ছো। নর্ত্তকীর হাব-ভাব তার উপরে তুফান তুলে' দিয়েছে। তুমি ডুব্‌বে! আর দেরী নাই। মোরাদ, তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত সরল! সাহাজাদীর প্ররোচনায় ঔরংজীবকে ছলে বন্দী কর্ত্তে গিয়েছিলেন। জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বাদ!—আজ তার প্রতি-নিমন্ত্রণ! এই যে জাঁহাপনা!

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দাদা এখনও নেওয়াজ পড়্‌ছেন নাকি!—দাদা পরকাল নিয়েই গেলেন! ইহ-কালটা তাঁর ভোগে এলো না—কি ভাবছো দিলদার?

দিলদার। ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে মাছ-গুলোর ডানা না থেকে যদি পাখা থাক্‌তো তা হ'লে সেগুলো বোধ হয় উড়্‌তো।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাক্‌তো, তা হ'লে সে ত পাখীই হোত।

দিলদার। তা বটে। ঐটুকু আগে ভাবি নি। তাই গোলে পড়েছিলাম। এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—আচ্ছা জাঁহাপনা হাঁসের মত জানোয়ার বড় একটা দেখা যায় না। জলে সাঁতার দেয়, ডেঙ্গায় হাঁটে, আবার আকাশে ওড়ে।

মোরাদ। তার সঙ্গে বর্ত্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ কি মূর্খ!

দিলদার। দয়াময় পাদু'টো নীচের দিকে দিয়েছিলেন হাঁটবার জন্য সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোরাদ। যায় নাকি!

দিলদার। কিন্তু পা যদি ভাব্‌তে সুরু করে তা হ'লে মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়।—আচ্ছা, ঈশ্বর পশুগুলোর মাথা সম্মুখ দিকে আর লেজ পেছন দিকে দিয়েছেন কেন জাঁহাপনা?

মোরাদ। ওরে মূর্খ! তা'দের মুখ যদি পিছন দিকে হোতো তা হ'লে ত সেইটেই সম্মুখ দিক হোত।

দিলদার। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা।—কুকুর লেজ নাড়ে কেন, এর কারণ কিন্তু খাসা কারণ।

মোরাদ। কি কারণ?

দিলদার। কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশী। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশী হোত, তা হ'লে লেজই, কুকুরকে নাড়তো।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে দাদা!

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। এই যে এসেছো ভাই, তোমার বিদূষককে সঙ্গে করে' এনেছো দেখ্‌ছি।

মোরাদ। হাঁ দাদা। আমোদের সময় বয়স্যও চাই, নর্ত্তকীও চাই!

ঔরংজীব। তা চাই বৈকি। কাল হঠাৎ জনকতক অসামান্য সুন্দরী নর্ত্তকী এসে উপস্থিত হ'লো। আমার ত তাতে স্পৃহা নেই জানোই। আমি ত মক্কায় চলেছি। তবে ভাব্‌লাম তা'রা তোমার মনোরঞ্জন কর্ত্তে পার্ব্বে! আর এই কয় বোতল সুরা তোমার জন্যে গোয়ার ফিরিঙ্গীদের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখ দেখি কি রকম!

প্রদান

মোরাদ। দেখি! [ঢালিয়া পান করিয়া] বাঃ! তোফা! বাঃ দিলদার কি ভাব্‌ছো! একটু খাবে?

দিলদার। আমি একটা কথা ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখ দিকে হাঁটে কেন?

মোরাদ। কেন? পিছন দিকে হাঁটে না বলে'?

দিলদার। না। কারণ তা'দের চোখ দু'টো সম্মুখ দিকে; কিন্তু যারা অন্ধ তা'দের সম্মুখ দিকে হাঁটাও যা পিছন দিকে হাঁটাও তা—একই কথা!

মোরাদ। তোফা! এই ফিরিঙ্গীরা মদটা খাসা তৈরি করে! [পান] তুমি একটু খাবে না?

ঔরংজীব। না, জানোই ত আমি খাই না। কোরাণের নিষেধ।

দিলদার। অন্ধ জাগো—না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মোরাদ। কোরাণের সব নিষেধ মান্‌তে গেলে সংসার চলে না। [পান]

দিলদার। হাতীর যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বুদ্ধি থাক্‌ত, ত সে কি বুদ্ধিমান জানোয়ারই হোত। তা হ'লে হাতীর উপর মাহুত না বসে', মাহুতের উপর হাতী বস্‌তো! অতখানি শক্তি—যা অত বড় দেহখানাকে—মায় শুঁড় নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—ওঃ।

ঔরংজীব। তোমার বিদূষকটি বেশ রসিক।

মোরাদ। ও একটি রত্ন। কৈ নর্ত্তকীরা কৈ?

ঔরংজীব। ঐ যে ঐ শিবিরে। তুমি নিজে গিয়ে তা'দের ডেকে নিয়ে এসো না!

মোরাদ। এক্ষণই। মোরাদ যুদ্ধে কি সম্ভোগে কিছুতেই পিছপাও নয়।

[প্রস্থান।

দিলদার। "অন্ধ জাগো"—[বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে উদ্যত]

ঔরংজীব তাহাকে বাধা দিলেন

ঔরংজীব। দাঁড়াও কথা আছে।

দিলদার। আমায় মেরো না বাবা। আমি সিংহাসনও চাই না, মক্কাও চাই না।

ঔরংজীব। তুমি কে, ঠিক করে' বল! তুমি তো শুধু বিদূষক নও। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাবটা হচ্ছে খোসামুদী, বাঁদরামি, জোচ্চোরী, পেজোমীর একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়ে কুড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুইয়ের চেয়েও লম্পট!

ঔরংজীব। শোন, আমি পরিহাসপ্রিয় নই! তুমি কি কাজ কর্ত্তে পারো?

দিলদার। কিছু কর্ত্তে পারি না। হাই তুল্‌তে পারি, একটা কাজ দিলে সেটা পণ্ড কর্ত্তে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুঝতে পারি—আর কিছু পারি না জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। থাক — বুঝেছি। তোমাকে আমার দরকার হবে! কোন ভয় নেই।

দিলদার। ভরসাও নেই।

নর্ত্তকীদের সহিত মোরাদের পুনঃ প্রবেশ

মোরাদ। বাহবা!—এ তোফা! চমৎকার!

ঔরংজীব। তবে তুমি এখন স্ফূর্ত্তি কর। আমি যাই। তোমার বিদূষককে নিয়ে যাই। ওর কথাবার্ত্তায় আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।

মোরাদ। কেমন! হচ্ছে কি না? বলেছি ত ও একটি রত্ন। তা বেশ ওকে নিয়ে যাও। আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো সংসর্গ পেয়েছি।

[দিলদারের সহিত ঔরংজীবের প্রস্থান।

মোরাদ। নাচো, গাও।

নৃত্য-গীত

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে,
এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান;
আজি এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল;
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে' আসিয়াছি
তোমার নিধান;
আজি সব ভাষা সব যাক্—নীরব হইয়া যাক্;
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

মোবাদ শুনিতে শুনিতে সুরাপান করিতে লাগিলেন ও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। বাঁধো।

মোরাদ। কে দাদা! একি! বিশ্বাস-ঘাতকতা?—[উঠিলেন]

ঔরংজীব। যদি বাধা দেয়—তবে বধ কর্ত্তে দ্বিধা ক'রো না।

প্রহরিগণ মোরাদকে বন্দী করিল

ঔরংজীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার পুত্র সুলতান আর শায়েস্তা খাঁর জিম্মায় রাখ্‌বে, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি তোমায় একবার দেখ্‌বো।

ঔরংজীব। নিয়ে যাও।

[সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। আমার হাত ধরে' কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ। কাল—প্রভাত।
সাজাহান একাকী

সাজাহান। সূর্য্য উঠেছে। যেমন সেই প্রথম দিন উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল রক্ত-

বর্ণ! আকাশ তেমনি নীল; ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষ-রাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পুষ্পোজ্জ্বল; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিছি—[গাঢ়স্বরে] আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী—নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জ্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জ্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হ'য়ে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট্ সাজাহানের আজ—এ কি অবস্থা! [একটি স্তম্ভের উপর বাহু রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন]—ও কি শব্দ! ঐ! আবার! আবার! —এই যে জাহানারা।

জাহানারার প্রবেশ

সাজাহান। ও কি শব্দ জাহানারা? ঐ আবার!—শুন্‌ছিস? [সৌৎসুক্যে] দারা কি সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় ফিরে এলো? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও।—কি জাহানারা। চোখ ঢাক্‌ছিস যে! বুঝিছি মা—এ দারার বিজয় ঘোষণা নয়—এ নূতন এক দুঃসংবাদ! তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। জানি, দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে, সে তার পালা শেষ না করে' যাবে না। বল কি দুঃসংবাদ কন্যা! ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরংজীব্ আজ সম্রাট্ হ'য়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান। [যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে] কি! ঔরংজীব—কি করেছে?

জাহানারা। আজ, দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে।

সাজাহান। জাহানারা কি বল্‌ছো! আমি জীবিত আছি, না মরে' গিয়েছি? ঔরংজীব —না—অসম্ভব! জাহানারা তুমি শুন্‌তে ভুলেছো। এ কি হ'তে পারে। ঔরংজীব—ঔরংজীব এ কাজ কর্ত্তে পারে না। তা'র পিতা এখনও জীবিত—একটা ত বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে!

জাহানারা। [কম্পিত স্বরে] যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে ছলে বন্দী করে'—জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে আর কি না কর্ত্তে পারে বাবা!

সাজাহান। তবুও—না।—হবে।—আশ্চর্য্য কি! আশ্চর্য্য কি! এ কি! মাটি থেকে একটা কাল ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালীবর্ণ হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বুঝি।—ঐ—ঐ —না আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!—ঐ ত সেই নীল আকাশ, সেই উজ্জ্বল প্রভাত—হাস্‌ছে! কিছু হয় নি ত।—আশ্চর্য্য। [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া] জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। [গদগদস্বরে] তুই বাইরে কি দেখে এলি!—সংসার কি ঠিক সেই রকমই চল্‌ছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর কর্চ্ছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা কর্চ্ছে? গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে? দেখে এলি—যে বাড়ীগুলো সেই রকম খাড়া আছে! রাস্তায় লোক চল্‌ছে! মানুষে মানুষ খাচ্ছে না! দেখে এলি! দেখে এলি!

জাহানারা। নীচ সংসার সেই রকমই চল্‌ছে বাবা! বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

সাজাহান। না? —সত্য কথা? —তা'রা বল্‌ছে না যে, 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বল্‌ছে না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজা-হানকে কার সাধ্য বন্দী করে' রাখে?'—চেঁচাচ্ছে না যে—'আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব, ঔরং-জীবকে কারারুদ্ধ কর্ব্ব, আগ্রার দুর্গপ্রাকার ভেঙ্গে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার সিংহাসনে বসাবো?'—বল্‌ছে না? বল্‌ছে না?

জাহানারা। না বাবা! সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত! তা'রা এত আত্মমগ্ন যে, কাল যদি এই সূর্য্য না উঠে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, ত তারই রক্তবর্ণ আলোকে তা'রা পূর্ব্ববৎ নিজের কাজ করে' যাবে।

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাইরে যেতে পার্ত্তাম—একবার সুযোগ পাই না জাহা-

নারা! একবার আমাকে চুরি করে' দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে পারিস্?

জাহানারা। না বাবা! বাইরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তা'রা একদিন আমাকে সম্রাট্ বলে' মান্তো। আমি তা'দের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করি নি। হয় ত তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে' দিয়েছি, বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা!—মানুষ খোসামুদে—কুকুরের মত খোসামুদে—যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে।—এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তা'দের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শুভ্রশির মুক্ত করে', যষ্টির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহখানির ভার রেখে যদি আমি তা'দের সম্মুখে দাঁড়াই? তা'দের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা সংসারে দয়া মায়া নাই। সব ভয়ে চলেছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়" বলে চীৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিত, তা'রাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে, ত ঐ মুখে ঘৃণায় থুৎকার দেবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে?

সাজাহান। এতদূর? এতদূর!—[গম্ভীরস্বরে] যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি, তা'র সর্ব্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না। এইক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ—তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুংকারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপুতনার মরুভূমির প্রান্তদেশ।
কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।

বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্বে নিদ্রিত জহরৎউন্নিসা

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানেই খানিক বিশ্রাম কর।

সিপার। হাঁ বাবা—উঃ কি পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমাদের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখ্ছো—যা আমরা পার হ'য়ে এলাম? দেখ্ছো নাদিরা!

নাদিরা। দেখ্ছি—ওঃ—

দারা। আমাদের পেছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ মরুভূমি! জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধু ধু কর্চ্ছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না খেলে আমি বাঁচবো না!

দারা। [রুদ্রভাবে] হুঁ!

সিপার। উঃ! জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনখানে যদি একটু জল পাও দেখ! বাছা মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বুঝি যাচ্ছে নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাব্ছো!

নাদিরা। আমার জন্য বল্ছি না নাথ!—এই বেচারী—আহা—

দারা। আমরাও ভিতরে একটা দাহ! ভীষণ! আগুন ছুটছে। তার উপর বেচারীর শুষ্ক তালু দেখ্ছি—কথা সরছে না—দেখ্ছি—আর ভাবছো কি নাদিরা—সে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব্ব—জল নাই। এক ক্রোশের মধ্যে জলের দেখা নাই, চিহ্ন নাই। উঃ! কি অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছো দয়াময়! আর যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না—

দারা। মর — তাই মর — তোমরা মর —

আমিও মরি—আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হ'য়ে যাক্—তাই যাক্!

সিপার। মা—ওঃ আর কথা সরে না। কি যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উঃ কি যন্ত্রণা!

দারা। না, আর দেখ্‌তে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো! আর তাঁর এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁর প্রকাণ্ড জোচ্চোরি বের করে' দেখাবো। আমি মর্ব্ব; কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ কর্ব্ব! তোদের মেরে মর্ব্ব!

ছুরিকা বাহির করিলেন

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না—আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পাবে না—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো বাবা!

দারা। এ কি দয়াময়!—এ আবার—মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর অথচ এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে রক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছে না। এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্ব্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নীচে পড়ে'। এ যে আকাশের একখানা মাণিক মাটিতে ছটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙ্গে। এ কি প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা বাবা—উঃ—[পড়িয়া গেল]

নাদিরা। বাছা আমার! [তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে লইলেন]

দারা। এই আবার সেই নরক! না—না—না —এ আলোক-ভ্রান্তি, এ শয়তানী! এ ছল! অন্ধকার কত গাঢ় তাই দেখাবার জন্য এ এক জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড। কিছু না। আমি তোমাদের বধ করে' মর্ব্ব! [জহরতের দিকে চাহিয়া] ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মার্ব্ব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মর্ব্ব।—এসো একে একে।

নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। [সিপারকে এক হাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত] তবে।

নাদিরা। মর্ব্বার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্ত্তে দাও।

দারা। প্রার্থনা!—কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি! ধাপ্পাবাজি! ঈশ্বর নাই। কৈ কৈ! কে বল্লে ঈশ্বর আছেন? আছেন? ভালো! কর প্রার্থনা।

নাদিরা। আয় বাছা, মর্ব্বার আগে প্রার্থনা করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাকছি। প্রভু! দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো! তবু—তবু—মর্ব্বার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মর্ত্তে পার্ত্তাম।

দারা। [দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন] ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছো! তুমি না থাকো ত এমন একটা বিশ্বজগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিস দু'টি জগতে প্রস্ফুটিত হয়েছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে, এমন দীন ভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে, আর কখন ডাকি নি। দয়াময়! রক্ষা কর!

গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণীর প্রবেশ

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কার স্বর [চক্ষু খুলিয়া] কে তোমরা! একটু জল দাও, একটু জল দাও!—আমায় না দাও—এই নারী আর—এই বালককে দাও—

গোরক্ষক রমণী। আহা বেচারীরা! আমি জল আন্‌ছি এখনি! একটু সবুর কর বাবা!

[প্রস্থান।

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুঁক্‌ছে!

দারা। জহরৎ! জহরৎ মরে' গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরে নি। বাছা আমার!

দারা। জহরৎ!

জহরৎ। [ক্ষীণস্বরে] বাবা!

রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান

গোরক্ষক-রমণী। এসো বাবা, আমাদের বাড়ী এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা!

দারা। কে তোমরা? তোমরা কি স্বর্গের দেবতা! ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল! —এ আমার স্ত্রী!

দারা। তা'দের এত দয়া। মানুষের এত দয়া! এও কি সম্ভব!

গোরক্ষক। কেন বাবা! তোমরা কি কখন মানুষ দেখ নি? শয়তানই দেখে এসেছো?

দারা। তাই কি ঠিক? তা'রা কি সব শয়তান?

গোরক্ষক-রমণী। এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায় নি তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায় নি তাকে জল দেওয়া—এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। কেবল শয়তানই করে না। যদিও তারও যে তা মাঝে মাঝে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস করি না, এসো বাবা—

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গেরের দুর্গ-প্রাসাদমঞ্চ।
কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।
পিয়ারা বেড়াইতে বেড়াইতে গাহিতেছেন

গীত

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু।
ভানুর কিরণ দেখি।

সুজার প্রবেশ

সুজা। তুমি এখানে! এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

পিয়ারার গীত চলিল

নিচল ছাড়িয়া উঁচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।

সুজা। তারপরে তোমার স্বর শুনে বুঝলাম যে তুমি এখানে।

পিয়ারার গীত চলিল

লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।

সুজা। শোন কথা—আঃ—

পিয়ারার গীত চলিল

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুনবে না? আমি চল্লাম!

পিয়ারার গীত চলিল

জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি,
মরণ অধিক শেল।

সুজা। আঃ জ্বালাতন কর্লে! কেউ যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামীগুলোকে পেয়ে বসে। প্রথম পক্ষের হ'লে তোমাকে কি একটা কথা শোন্‌বার জন্য এত সাধতাম!

পিয়ারা। আঃ আমার এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে' দিলে! সংসারে কেউ যেন না দোজ-বরে বিয়ে করে। নৈলে কেউ এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে! আঃ জ্বালাতন কর্লে! দিবারাত্রি যুদ্ধের সংবাদ শুন্তে হবে! তার উপর না জানো ব্যাকরণ, না বোঝ গান। জ্বালাতন।

সুজা। গান বুঝিনে কি রকম!

পিয়ারা। এমন কীর্ত্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত!

পিয়ারা। কি করি, তুমি ত বুঝবে না! তাই আমি নিজেই গায়িকা নিজেই শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কি রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না—শ্রোত্রী।

পিয়ারা। [থতমত খাইয়া] তবেই ত মাটি করেছে।

সুজা। এখন কথা হচ্ছে এই যে সোলে-মান মুঙ্গের দুর্গ ছেড়ে চলে' গিয়েছে কেন তা জানো?

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তা'র বাপ দারা তা'কে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এ দিকে—

পিয়ারা। তা ও রকম হয়! অশুদ্ধ হয় নি!

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরংজীবের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুনবে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার কর যে আমার ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয়নি।

সুজা। চল—কাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কর।

পিয়ারা। দেখ, আপোষে মেটাও বল্‌ছি, নৈলে আমি এই নিয়ে রসাতল কর্ব্ব। সারা-রাত এমনি চেঁচাব যে, দেখি তুমি কেমন ঘুমাও। আপোষে মেটাও!

সুজা। তা হলে আমার বক্তব্যটা শুনবে?

পিয়ারা। শুনবো।

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি। বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোন, বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও নাকি? তবে রোস, আমি প্রস্তুত হ'য়ে নেই। [চেহারা ও পোষাক ঠিক করিয়া লইয়া] এখানে একটা উঁচু আসনও নেই ছাই। যাক্—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনবো। বল। আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে দস্তখত দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখত দারার জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার করছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছু কর্চ্ছি না। ব'লে যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঔরংজীবের হাতে দারার পরাজয় হয়েছে শুনেছ?

পিয়ারা। শুনেছি।

সুজা। কার কাছে শুনলে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।

সুজা। কখন?

পিয়ারা। এখনই!

সুজা। দারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছে! আর ঔরংজীব বিজয় গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করে' পিতাকে বন্দী করেছে, আর মোরাদকেও কারারুদ্ধ করেছে!

পিয়ারা। বটে!

সুজা। ঔরংজীব এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধে নাম্‌বে।

পিয়ারা। খুব সম্ভব।

সুজা। আর ঔরংজীবের সঙ্গে যদি আমার যুদ্ধ হয়—ত সে বেশ একটু শক্ত রকম যুদ্ধ হবে।

পিয়ারা। শক্ত বলে' শক্ত!

সুজা। আমার তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়।

পিয়ারা। তা হয় বৈকি!

সুজা। কিন্তু—

পিয়ারা। আমারও ঠিক ঐ মত—ঐ কিন্তু—

সুজা। তুমি যে কি বল্‌ছো তা আমি বুঝতে পার্চ্ছি নে।

পিয়ারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি সেটা আমিও বড় একটা পার্চ্ছি নে।

সুজা। দূর্—তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়াই বৃথা।

পিয়ারা। সম্পূর্ণ।

সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বুঝবে?

পিয়ারা। আমি কি বুঝবো?

সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা মুস্কিল হয়েছে।

পিয়ারা। সে মুস্কিলটা কি রকম?

সুজা। মহম্মদ ত আমার স্পষ্ট লিখেছে যে সে আমার কন্যাকে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে?

সুজা। কেন কর্ব্বে না? আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে?

পিয়ারা। ওমা তা কি চলে?

সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ কর্ত্তে চায় না।

পিয়ারা। তা ত চাইবেই না।

সুজা। লিখেছে যে তা'র পিতৃশত্রুর কন্যাকে সে বিবাহ কর্ব্বে না!

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে!

সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।

পিয়ারা। তা হবে বৈ কি! তা আর হবে না!

সুজা। আমি যে কি করি—কিছুই বুঝতে পাচ্ছির্ নে।

পিয়ারা। আমিও পাচ্ছির্ নে!

সুজা। এখন কি করা যায়!

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তোমার কাছে কোন বিষয়ে উপদেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বুঝেছো? কেমন করে' বুঝ্‌লে? হ্যাঁগা কেমন করে' বুঝলে? কি বুদ্ধি?

সুজা। এখন কি করি! ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ। তা'র সঙ্গে তা'র বীর পুত্র মহম্মদ। মহা সমস্যার কথা। তাই ভাব্‌ছি। তুমি কি উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম! আমার উপদেশ শুনবে? শোন ত বলি?

সুজা। বল, শুনি।

পিয়ারা। তবে শোন, আমি উপদেশ দেই, যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ এই শস্য-শ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি। কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তার কাছে কিসের সেই ময়ূর-সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে—করে কর, বক্ষে বক্ষ—বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধ-দৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে' যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময় শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে' পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয় ত যা আমাদের নাই তা পাবো না; যা আছে তা হারাবো।

সুজা। তবেই ত তুমি ভাবিয়ে দিলে! একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে, তার উপর—না, দারার প্রভুত্ব বরং মান্‌তে পার্ত্তাম। ঔরংজীবের—আমার ছোট ভাই-এর প্রভুত্ব—কখন স্বীকার কর্ব্ব না—না কখন না।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা! বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না কর্ত্তে, যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীতে দরবার-কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ।
সিংহাসনারূঢ় ঔরংজীব। পার্শ্বে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ ইত্যাদি। সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ, জয়সিংহ ও দেহরক্ষী, সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি এসেছিলাম—সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপনাকে আমার সৈন্য সাহায্য দিতে; কিন্তু এখানে এসে আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজ যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনি নর্ম্মদাযুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে' আমার অপ্রীতিভাজন নহেন। মহারাজের রাজ-ভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা মহারাজকে আত্মীয় বলে' গণ্য কর্ব্ব।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার অপ্রীতিভাজন হোক্ কি প্রীতিভাজন হোক্, তাতে তা'র কিছুমাত্র যায় আসে না! আর আমি আজ এ সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারী হ'য়ে আসি নাই।

ঔরংজীব। তবে এখানে আসা মহারাজের উদ্দেশ্য?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যে, কি অপরাধে আমাদের দয়ালু সম্রাট্ সাজাহান আজ বন্দী; আর কি স্বত্বে আপনি পিতা বর্ত্তমানে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।

ঔরংজীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমায় এখন মহারাজকে দিতে হবে?

যশোবন্ত। দেওয়া না দেওয়া আপনার

ইচ্ছে! আমি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি মাত্র।

ঔরংজীব। কি উদ্দেশ্যে?

যশোবন্ত। জাঁহাপনার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর কর্চ্ছে।

ঔরংজীব। কিরূপ? কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

যশোবন্ত। তা হ'লে বুঝ্‌বো জাঁহাপনার দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ কিছু নাই।

ঔরংজীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝুন; তাতে ঔরংজীবের কিছু যায় আসে না। ঔরংজীব তার কার্য্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম! তবে খোদার কাছেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। দাঁড়ান মহারাজ! আমার কৈফিয়ৎ না পেলে আপনি কি কর্ব্বেন?

যশোবন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব্ব—সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত কর্ত্তে—এই মাত্র। পারি, না পারি, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।

ঔরংজীব। বিদ্রোহ কর্ব্বেন?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ! সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন কর্ব্ব—যদি পারি।

ঔরংজীব। মহারাজ, এতক্ষণ ধরে' পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম যে আপনার স্পর্দ্ধা কতদূর উঠে। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি—আপনি নির্ভীক। মহারাজ! ভারতসম্রাট্ ঔরংজীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতায় ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর একবার ঔরংজীবের পরিচয় চান, পাবেন।—বুঝেছি, নর্ম্মদাযুদ্ধে ঔরংজীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক্ পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নর্ম্মদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীনবল সৈন্য আক্রমণ করে নাই। নইলে আমার সৈন্যের শুদ্ধ মিলিত নিশ্বাসে ঔরংজীব সসৈন্যে উড়ে যেতেন। এতখানি অনুকম্পার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ। সেই জয়ের গৌরব কর্চ্ছেন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরংজীবেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে। সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট্! চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? চোখ রাঙিয়ে জয়সিংহের মত ব্যক্তিকে শাসন করে' রাখ্‌তে পারেন! যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া জানবেন! যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কি স্পর্দ্ধা!

যশোবন্ত। স্তব্ধ হও মীরজুমলা! যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বন্য-শৃগাল তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কি হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরি নি। তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে—তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন—

সাবধান কাফের!

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন

যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজীর আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম্। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা—যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত! কে ভারত সম্রাট্?

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট্—বাদশাহ গাজী আলমগীর!

অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। মিথ্যা কথা, ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাট্ শাহানশাহ্ সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা জাহানারা। [মুখ উন্মুক্ত করিলেন]—কি ঔরংজীব! তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল যে।

ঔরংজীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—একথা ঔরংজীব, আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে' মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার্চ্ছ? আমি এখানে এসেছি ঔরংজীব, তোমাকে মহা রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্ত্তে।

ঔরংজীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নাই ভেবেছো ঔরংজীব? শয়তানের চাকরি করে' ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরংজীব। আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফাকিরি কর্চ্ছি—

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক—তোমরা ত লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে চলে' যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্ত্তে পার না!

ঔরংজীব। মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও!—এ—রাজসভা, উন্মাদাগার নয়—মহম্মদ।

জাহানারা! দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট্ সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়তানই হোক্।

ঔরংজীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন পিতা। সে স্পর্দ্ধা আমার নেই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্ব্বো না!

অন্য সকলে। কখনই না।

ঔরংজীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি! নিজের ভগ্নীর—সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার কর্ব্বার আজ্ঞা দিচ্ছি! ভগ্নি, অন্তঃপুরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুরে।

জাহানারা। তা জানি ঔরংজীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্ম্যরাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসূর্য্যম্পশ্যারূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ যে অন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে' যাচ্ছে, তা এর পূর্ব্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য, আজ ধর্ম্মের নামে চলে' যাচ্ছে। আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে! ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেচে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব—মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্ম্মনীতি? সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কি স্পর্দ্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরংজীবকে বসিয়েছো আমি জান্তে চাই।

ঔরংজীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত হন, সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত

জাহানারা। দাঁড়াও! আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও! আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্ত্তে আসি নি। আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্ত্তে আসি নি! আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে' এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন!

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট্ সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে, যে তার বিজয়-দুন্দুভি

তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্ম্মের আস্পর্দ্ধা এত বেশী হয়েছে যে, সে নির্ব্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?— বলো! তোমরা ঔরংজীবের ভয় কর্চ্ছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে কর্লে তাকে ওখান রাখতে পারো; ইচ্ছা কর্লে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পংক নিক্ষেপ কর্ত্তে পারো। তোমরা যদি সম্রাট্ সাজাহানকে এখনও ভালো বাসো, সিংহ স্থবির বলে' তাকে পদাঘাত কর্ত্তে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও ত বলো সমস্বরে "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়!" দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরংজীব। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম! তবে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্লাম! সভাসদ্‌গণ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎ সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, যে দারা সম্রাট্ হোন্, বলুন আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বস্‌তে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে' সিংহাসনে বস্‌তে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে কর্ব্বেন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে' নাই, বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, যে দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্ম্মহীন হোক্, আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি। সে ত আমার পরম সুখ! বলুন—

সকলে নিস্তব্ধ রহিল

ঔরংজীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখ্‌লাম। আমি এ সিংহাসনে বসেছি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে' দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি! আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে' যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্ব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃংখল অত্যাচার দেখতে পার্ব্ব না। বলুন, আপনাদের কি ইচ্ছা!— চল মহম্মদ! মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও— বলুন, আপনাদের কি অভিপ্রায়?

সকলে। জয় সম্রাট্ ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জান্‌লাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর—সাজাহানের কন্যার অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না।

ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

জাহানারা। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার! আমি প্রশংসা না করে' থাকতে পার্চ্ছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে' ছিলাম; তোমার ভেল্কি দেখ্‌ছিলাম। যখন চমক ভাঙ্গ্‌লো তখন সব হারিয়ে বসে' আছি! চমৎকার!

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি, যে আমি যতদিন

সম্রাট্‌ আছি, তোমার আর পিতার কোন অভাব হবে না!

জাহানারা। আবার বলি—চমৎকার!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি। ঔরংজীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া দেখিতেছিলেন

ঔরংজীব। কিস্তি। না গজ দিয়ে ঢেকে দেবে। আচ্ছা—না। ওঠসাই কিস্তিতে আমার দাবা যাবে! কিন্তু—দেখি—উঁহু! আচ্ছা এই গজের কিস্তি—চেপে দেবে। তার পর—এই কিস্তি। এই পদ। তার পর এই কিস্তি। কোথায় যাবে! মাৎ। [সোৎসাহে] মাৎ [পরিক্রমণ]

মীরজুমলার প্রবেশ

ঔরংজীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি উজীর সাহেব!

মীরজুমলা। সে কি জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। প্রথম, কামান চালাবেন আপনি। তার পরে, আমি হাতী নিয়ে সেই চকিত সৈন্যের উপর পড়বো। তার পরে মহম্মদের অশ্বারোহী। এই তিন কিস্তিতে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজীব। তার উপর এবার তত নির্ভর করি না। তাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে—আমাদের আর সুজার সৈন্যের মধ্যে; অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে! তার পশ্চাৎ থাক্‌বে তোমার কামান! আমি আর মহম্মদ তার দুই পাশে থাক্‌বো। বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানতঃ যশোবন্তের রাজপুত সৈন্যের উপর। তা'রা যুদ্ধ করে ভালো; নৈলে পিছনে তোমার কামান রৈল। তা যায়—দাবা যাক্‌। আমরা জয়লাভ কর্ব্ব। তবে কাল প্রত্যূষে প্রস্তুত থাক্‌বেন—এখন যেতে পারেন।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ঔরংজীব। যশোবন্ত সিংহ! এটা পরীক্ষা।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার স্থান হচ্ছে সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব শেষে আক্রমণ কর্ব্বে। শুদ্ধ প্রস্তুত থাক্‌বে। এই দেখ নক্সা। [মহম্মদ দেখিলেন]

ঔরংজীব। বুঝ্‌লে?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। কাল প্রত্যূষে।

[মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। সুজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত! বেশী কষ্ট পেতে হবে না বোধ হয়। একবার ছত্রভঙ্গ কর্ত্তে পার্লে হয়।—এই যে মহারাজ!

দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে?

ঔরংজীব। তাতে আপত্তি আছে?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরংজীব। আপনি যে ইতস্ততঃ কর্চ্ছেন।

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরোভাগে থাকবে কথা ছিল।

ঔরংজীব। আমি মত বদলেছি। তিনি থাকবেন আপনার দক্ষিণ পাশে!

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরংজীব। আপনার পশ্চাতে। আমি আপনার বাম পাশে থাক্‌বো।

যশোবন্ত। ও! বুঝেছি! জাঁহাপনা আমায় সন্দেহ করেন।

ঔরংজীব। মহারাজ চতুর। মহারাজের সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। মহারাজকে সঙ্গে এনেছি, তার কারণ এ নয়, যে মহারাজকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি এই কারণে যে আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান—সেটা বেশ জানেন বোধ হয়।

যশোবন্ত। না অতদূর ভাবি নি। জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে আমার একটা অহঙ্কার ছিল; কিন্তু দেখলাম যে সে বিষয়ে জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরংজীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কি?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্ততঃ আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে' তুলছেন: কিন্তু সাবধানে জাঁহাপনা। এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত কর্ব্বেন না! বন্ধুত্বে রাজপুতের মত মিত্র কেউ নেই। আবার শত্রুতায় রাজপুতের ভয়ঙ্কর শত্রু কেউ নেই। সাবধান!

ঔরংজীব। মহারাজ! ঔরংজীবের সম্মুখে ভ্রূকুটি করে' কোন লাভ নাই! যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন কর্ব্বেন। নৈলে জানেন ঔরংজীবকে!

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংহকে! আমি কারো ভৃত্য নই। আমি ও আজ্ঞা পালন কর্ব্ব না।

ঔরংজীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন ঔরংজীব কখন কাউকে ক্ষমা করে না! বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে, যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বুঝে কাজ কর্ব্বেন!

ঔরংজীব। এও কি সম্ভব!

যশোবন্ত। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। যদি তোমায় এই মুহূর্ত্তে আমি বন্দী করি, তোমায় কে রক্ষা করে?

যশোবন্ত। এই তরবারি। জেনো ঔরংজীব, এই দুর্দ্দিনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইঙ্গিতে ত্রিশ সহস্র রাজপুত-তরবারি এক সঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে উঠে! আর এ দুর্দ্দিনেও রাজপুত—রাজপুত!

[প্রস্থান

ঔরংজীব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক্ চিনলাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান!—চিনলাম না।

দিলদার। চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আস্‌ছেন শুদ্ধ জোচ্চোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি। তাদের বশ কর্ত্তে আপনি পটু; কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরংজীব। হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার কর্ত্তে পারি; কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হাকিমির বাইরে!

[প্রস্থান।

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে ছুঁচ হ'য়ে—এখন ফাল হ'য়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক! তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক! তার পরে?

কথা কহিতে কহিতে ঔরংজীব ও মীরজুমলার পুনঃপ্রবেশ

ঔরংজীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। তার চক্ষে একটা বড় বেশী রক্তবর্ণ দীপ্তি দেখেছি! আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতটাই তাই।

মীরজুমলা। আমি দেখেছি জাঁহাপনা, যে একটা কামানের চেয়েও একটা রাজপুত

ঔরংজীব। দেখবেন খুব সাবধান!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না, আমিই তার শিবিরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরংজীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্ব্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখি নি!—ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ—তাই বোধহয়!—ওঃ! ভা'য়ে ভা'য়ে বিবাদ কি অস্বাভাবিক! কি ভয়ঙ্কর!

দিলদার। আর কি উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজীরসাহেব! আমি এইটে কোন রকমেই বুঝতে পারি না যে শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এত বড় শত্রু। কারণ ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন?

দিলদার। এই দেখুন উজীরসাহেব, হিন্দু আর মুসলমান, এদের কি মেলে? প্রথমতঃ ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনে-বুনে যতখানি আলাদা করা যায় তা তা'রা করেছে। এরা রাখে দাড়ি সম্মুখে—ওরা রাখে টিকি পিছনে [তাও সম্মুখে রাখবে না]। এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে—লেখে না!

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কি?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে এক রকম সুখে আছে বল্‌তে হবে; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বে না।

মীরজুমলা হাসিলেন

দিলদার। [যাইতে যাইতে] কেমন ঠিক কি না?

মীরজুমলা। [যাইতে যাইতে] হাঁ ঠিক।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা। সুজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন। পুষ্পমালা হস্তে পিয়ারা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন

পিয়ারার গীত

আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলায়
মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু
করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে
সুললিত স্বরে পাপিয়া;
তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে,
প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া।
তখন প্রভাতের হাসি, পড়েছিল আসি
কুসুমকুঞ্জভবনে;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু
বকুল কুসুম কুড়ায়ে;
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি
কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু
তব মধুময় হাসি গো;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার,
তোমারই কারণে গেঁথেছি।

পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় দিলেন

সুজা। [হাসিয়া] এ কি আমার বরমাল্য পিয়ারা? আমি ত যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করি নি!

পিয়ারা। কি যায় আসে? আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাস—কি আজ্ঞা হয়? [জানু পাতিলেন]

সুজা। এ একটা বেশ নূতন রকমের ঢং করেছো ত পিয়ারা! আচ্ছা, যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে' দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব।

সুজা। শোনো! আমি একটা ভাবনায় পড়েছি!

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কি?—দেখি আমি যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি।

সুজা। [মানচিত্র দেখাইয়া] দেখ পিয়ারা —এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, আর এই-খানে ঔরংজীব।

পিয়ারা। কৈ আমি ত শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুজা। এখন এইরকম ভাবে আছে; কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাক্‌বে বলা যাচ্ছে না!

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুজা। ঔরংজীবের দস্তুর এই যে যখন তার পক্ষে কামানের গোলা বর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে। তা হ'লে ত বড় সহজ কথা নয়।

সুজা। তুমি কিছু বোঝ না।

পিয়ারা। ধরে ফেলেছো!—কেমন করে' জানলে? হাঁ গা—বল না কেমন করে' জানলে? আশ্চর্য্য! একেবারে ঠিক ধরেছো!

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। আমি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখবো। কিন্তু—আচ্ছা, তুমি কি উপদেশ দেও?

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে ত তুমি তা কখন শোনো না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুঁয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা কর বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে যাও।

সুজা। তা—হাঁ—তা—যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে, স্বামী যা বলেন তাতেই আমি পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মত হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই ত। দোষ আমারই বটে। পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে যাই।—ঠিক বলেছো! কিন্তু শোধরাবারও উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টা করি নে। আপন মনে গান গাই।

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুরা। শত দুঃখে শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝঙ্কার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত্ত্য—আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও—কাল যুদ্ধ। সে অনেক দোর! যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগেই এই পূর্ণজ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপুষ্পগুলিকে প্রেমচন্দন মাখিয়ে নাও—তার পরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলি আমার চরণে দান কর!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছো—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ কর্ত্তে পার্লাম না।

পিয়ারা। চুপ্! আমি গান গাই, তুমি শোনো। প্রথমতঃ এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে—এই রকম করে' বোসো! তার পরে হাতটা এই জায়গায় এই রকম ভাবে রাখো! তারপরে চোখ বোজো—যেমন খৃষ্টানেরা প্রার্থনা করবার সময় চোখ বোজে—মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—কিন্তু কার্য্যতঃ যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বুজে তাও অন্ধকার করে' ফেলে।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক ধার্ম্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন যেমন মিষ্টি লাগে—কারণ আমি কোন ধর্ম্মই মানি নে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বল্লেই একটা তেমন বলা চাই—

সুজা। দারা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী—ভণ্ড। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান—ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান—গোঁড়া নয়—ভণ্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোন ধর্ম্মই মানো না—ভণ্ড।

সুজা। কিসে?—আমি কোন ধর্ম্মেরই ভান করি নে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্রাট হতে চাই।

পিয়ারা। এইটেই ভণ্ডামি।

সুজা। ভণ্ডামি কিসে! আমি দারার প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে রাজি ছিলাম; কিন্তু আমি ঔরংজীব আর মোরাদের প্রভুত্ব মানতে পারি নে। আমি তাদের বড় ভাই।

পিয়ারা। ভণ্ডামি—বড় ভাই হওয়া ভণ্ডামি।

সুজা। কিসে? আমি আগে জন্মেছিলাম?

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভণ্ডামি। আর আগে জন্মানোতে তোমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। তার দরুণ তুমি সিংহাসন বেশী দাবী কর্ত্তে পারো না।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্চ্চি ঐ রহমৎউল্লা তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের উপর তার দাবী বেশী!

সুজা। সে ত আর সম্রাটের পুত্র নয়।

পিয়ারা। হতে কতক্ষণ!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি ঐ রকম তর্ক কর্ব্বে? না তুমি গান গাও—যা পারো!

পিয়ারার গীত

তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ
(আমি) পারি না যেতে ছাড়ায়ে,
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে যেতে বাজে চরণে এ যে বিরহ বাজে স্মরণে
কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সঙ্গীত! এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমে তৈরি করেছিলেন কেন?

পিয়ারা। তোমারি জন্য প্রিয়তম!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির। কাল—রাত্রি।

দারা। আশ্চর্য্য! যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতির উপরে হুকুম চালাত, সে নগর হ'তে নগরে প্রতাড়িত হ'য়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারী; আর তার দুয়ারে ভিখারী, যে ঔরংজীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে নেমে যেতে হবে তা ভাবি নি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমানের খবর পেয়েছ কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ জয়সিংহ তাকে পরিত্যাগ করে' সসৈন্যে ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেচারী পুত্র জনকতক অবশিষ্ট সংগীমাত্র নিয়ে [তাকে আর সৈন্য বলা যায় না] হরিম্বারের পথে লাহোরে আমার উদ্দেশ্যে আসছিল! পথে ঔরংজীবের এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সোলেমান এখন শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের দ্বারে ভিখারী। কি নাদিরা—কাঁদ্‌ছ?

নাদিরা। না প্রভু।

দারা। না কাঁদো। কিছু সান্ত্বনা পাবে।—যদি কাঁদ্‌তেও পার্ত্তাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে?

দারা। কর্ব্ব। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে, ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যুদ্ধ কর্ব্ব। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে; আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত কর্ত্তে পারি, যুদ্ধ কর্ব্ব। কি নাদিরা! মাথা হেঁট কর্লে যে! আমার এ সংকল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না!—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তবে—

দারা। তবে?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই প্রয়াস, এই পলায়ন কেন?

দারা। কি কর্ব্বে বল, যখন আমার হাতে পড়েছো তখন সৈতে হবে বৈকি?

নাদিরা। আমি আমার জন্য বলছি না প্রভু! আমি তোমারই জন্য বল্‌ছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। আমি কি তাই বল্‌ছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব। তোমাদের কি! তোমরা কেবল অনুযোগ কর্ত্তে পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিঘ্ন, দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। [ভগ্নস্বরে] নাথ! সত্যই কি তাই! [হস্তধারণ]

দারা। যাও! এ সময়ে আর নাকি-সুর ভালো লাগে না।

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

নাদিরা। [কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন। পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন] দয়াময় আর কেন!—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও! সাম্রাজ্য হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভোগ ছেড়ে এসেছি, পথে—রৌদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ স্বামীর সোহাগ হারাই নাই।—কিন্তু আজ—[কণ্ঠরুদ্ধ হইল] তবে আর কেন! আর কেন!

সব সইতে পারি, শুধু, এইটে সইতে পারি নে। [ক্রন্দন]

সিপারের প্রবেশ

সিপার। মা—এ কি? তুমি কাঁদছ মা!

নাদিরা। না বাবা আমি কাঁদ্‌ছি না—ওঃ, সিপার! সিপার! [ক্রন্দন]

সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত দিয়া চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেল

সিপার। মা কাঁদ্‌ছো কেন? কে তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে? আমি তাকে কখনও ক্ষমা করবো না—আমি—তাকে—

এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। এ কি!—মা কাঁদ্‌ছে কেন, সিপার?

নাদিরা। না জহরৎ! আমি কাঁদ্‌ছি না।

জহরৎ। মা! তোমার চক্ষে জল ত কখন দেখি নাই। জ্যোৎস্নার মত—রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি! অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখছি, যে তোমার অধরে সে হাসিটি দুর্দ্দিনের বন্ধুর মত লেগেই আছে—আজ এ কি মা?

নাদিরা। যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ। আজ আমার দেবতা বিমুখ হয়েছেন!

দারার পুনঃপ্রবেশ

দারা। নাদিরা! আমায় ক্ষমা কর! আমার অপরাধ হয়েছে। বাহিরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।

নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন

দারা। নাদিরা! আমি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছি! ক্ষমা চাচ্ছি। তবু—ছিঃ! নাদিরা যদি জান্তে, যদি বুঝতে যে এ অন্তরে কি জ্বালা দিবারাত্র জ্বল্‌ছে—তা হ'লে আমার এই অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জান্তে প্রিয়তম, যে আমি তোমায় কত ভালোবাসি, তা হ'লে এত কঠিন হ'তে পার্ত্তে না!

সিপার। [অস্ফুটস্বরে] তোমায় যে আমি দেবতার মত ভক্তি করি বাবা!

নাদিরা। বৎস! তোমার বাবা আমায় কিছু বলেন নি! আমি বড় বেশী অভিমানিনী—আমারই দোষ।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বাহিরে একজন লোক ডাকছেন, খোদাবন্দ।

দারা। কে তিনি?

বাঁদী। শুনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। আমি ভিতরে যাই।

[প্রস্থান।

দারা। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো সিপার।

[বাঁদীর সহিত সিপারের প্রস্থান।

দেখা যাক্—যদি আশ্রয় পাই।

সাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ

সাহা নাবাজ। বন্দেগি যুবরাজ?

দারা। বন্দেগি সুলতানসাহেব!

সাহা নাবাজ। জাঁহাপনা আমার স্মরণ করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতানসাহেব! আমি একবার আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম!

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন!

দারা। আজ্ঞা কর্ব্ব! সে দিন গিয়েছে সুলতানসাহেব; আজ ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। আজ্ঞা কর্ব্বে এখন—ঔরংজীব।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব! তার আজ্ঞা আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতানসাহেব! আজ ঔরংজীব ভারতের সম্রাট্।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব? সে স্বার্থত্যাগের মুখোস প'রে বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, স্নেহের মুখোস পরে' ভাইকে বন্দী করে, ধর্ম্মের মুখোস পরে' সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট্? আমি বরং এক অন্ধ পঙ্গুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে সম্রাট্ বলে' অভিবাদন কর্ত্তে রাজি আছি: কিন্তু ঔরংজীবকে নয়।

দারা। সে কি সুলতানসাহেব! ঔরংজীব আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব যদি আমার জামাতা না হ'য়ে আমার পুত্র হোত, আর সেই পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হোত ত আমি তা'র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্ত্তাম! অধর্ম্মকে কখনো বরণ কর্ত্তে পারি না—আমার জীবন থাকতে না।

দারা। কি কর্ব্বেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। পূর্ব্ব থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছি।

দারা। কি রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন?

সাহা নাবাজ। হয়েছেন।—কোন ভয় নাই সাহাজাদা। আসুন—আপনি আজ আমার অতিথি—সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তাঁর মনোনীত সম্রাট্। আমি একজন বৃদ্ধ রাজ-ভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সম্রাটের জন্য যুদ্ধ কর্ব্ব। জয়লাভ না কর্ত্তে পারি, প্রাণ দিতে পার্ব্ব! বৃদ্ধ হয়েছি, একটা পুণ্য করে' পাথেয় কিছু সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। আশ্রয় যুবরাজ! আজ থেকে আমার বাড়ী আপনার বাড়ী। আমি যুবরাজের ভৃত্য।

দারা। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি।

সাহা নাবাজ। সাহাজাদা! আমি মহৎ নই—আমি একজন মানুষ। আর আমি যা কর্চ্ছি একটা মহা স্বার্থত্যাগ কর্চ্ছি যে তা মানি না। সাহাজাদা! আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েছি—তবু সাহস করে' বল্‌তে পারি যে, জেনে অধর্ম্ম করি নি; কিন্তু ভালো কাজও বড় একটা করিনি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়বো কেন?

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

জহরৎ উন্নিসার পুনঃ প্রবেশ

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্ম্মণ্য আমি। পিতার কোন কাজেই লাগি না। শুদ্ধ একটা বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতামাতার এই অবস্থা দেখছি, কিছু কর্ত্তে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণ অশ্রুপাত।—কিন্তু আমি যাহোক একটা কিছু কর্ব্ব, একটা কিছু—যা পর্ব্বত শিখর হ'তে ঝম্পের মত অসম-সাহসিক—তার মত ভয়ঙ্কর।—দেখি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশ্মীরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

সোলেমান একাকী

সোলেমান। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে শেষে এই দূর পার্ব্বত্য কাশ্মীরে আস্‌তে হ'লো। পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম। নিষ্ফল হয়েছে।—সুন্দর এই দেশ। যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য্য। স্বর্গের একটি অপ্সরা যেন মর্ত্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হ'য়ে, পা ছড়িয়ে হিমালয়ের গায়ে হেলে, বাম করতলে কপোল রেখে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এ কি সঙ্গীত!

দূরে সঙ্গীত

এ যে ক্রমেই কাছে আস্‌ছে। ঐ যে এক-খানি সজ্জিত নৌকায় কয়টি সজ্জিতা নারী নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আস্‌ছে।—কি সুন্দর! কি মধুর!

একখানি সজ্জিত তরণীর উপর সজ্জিতা রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত

বেলা ব'য়ে যায়—

ছোট্ট মোদের পান্‌সীতরী সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল যূথি দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্‌ছে তরী দুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর,
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে
ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বল্‌ছে আকাশ সাঁঝের তপনে;
পূর্ব্বে ঐ বুন্‌ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে;
কর্চ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

১ নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি?

সোলেমান। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা সেকো! তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমান। হাঁ আমি তাঁর পুত্র।

১ নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ না সোলেমান? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্ত্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী!—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে? হায় হত-ভাগিনী নারী। কি জন্য?

১ নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছু! তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি ত জানো।

সোলেমান। জানি! জানি বলেই ত আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ, এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী? রূপ—শরীর, ভালোবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ব্ব নারী?

১ নারী। কেন! আমরা কি ভালোবাসতে জানি না?

সোলেমান। শিখবে কোথা থেকে বল দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে,—তা'রা ভালোবাসবে কেমন করে'? ভালোবাসা যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কি করে' বুঝবে মা!

১ নারী। তবে আমরা কি কখন ভালো-বাসি না?

সোলেমান। বাসো — তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি, হীরার আংটি, কার্পেটের জুতো, হাতীর দাঁতের ছড়ি। তোমরা হদ্দ-মন্দ ভালোবাসতে পারো—কোঁকড়া চুল, পটল-চেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখেছো, কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছো, বুঝি মুগ্ধ হয়েছো। এ ত ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা।

২ নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ নারী। আজ এ. হেন অসময়ে?—চল। —যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমান। কেন ক্রুদ্ধ হও মা? তোমা-দের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বিদ্বেষ নেই! কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম—অতল-স্পর্শ।

[গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান।

সোলেমান। কি আশ্চর্য্য—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, অপ্সরাসম্ভব গঠন, ঐ কিন্নর কণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুৎসিত।

পরিক্রমণ

শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রবেশ

রাজা। ছিঃ কুমার!

সোলেমান। কি মহারাজ?

রাজা। আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরংজীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

সোলেমান। আমি ত কখনও অস্বীকার করি নাই মহারাজ!

রাজা। এখনও শায়েস্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সম্রাটের পক্ষ হ'য়ে অনেক অনুনয় কর্চ্ছিলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন। আমি তবু স্বীকার হই নি।

সোলেমান। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাজা। কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘু-চিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল তা জান্তাম না।

সোলেমান। সে কি মহারাজ!

রাজা। আমি তোমাকে আমার বহিরুদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে' আমার রক্ষিতাদের সঙ্গে হাস্যালাপ কর্ব্বে, তা কখন ভাবি নাই।

সোলেমান। মহারাজ আপনি ভুল বুঝে-ছেন—

রাজা। তুমি সুন্দর, যুবা রাজপুত্র; কিন্তু তাই বলে'—

সোলেমান। মহারাজ! মহারাজ—আমি—

রাজা। যাও, যুবরাজ। কোন দোষক্ষালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত।

স্থান—এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির।
কাল—রাত্রি।
ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাত্রে আমার মহিলাশিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে' একটা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চলে' গেল!—অদ্ভুত! যা হৌক, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি!—কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে' আসছে। আর একটা ঝড় উঠ্‌বে। সাহা নাবাজ আর দারা—সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ। ভয়ের কারণ আছে। যদি—না তা কর্ব্ব না। এই জয়সিংহকে দিয়েই কর্ত্তে হবে।—এই যে মহারাজ!

মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি এতক্ষণ ধরে' আপনার প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলাম। আসুন—উঃ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম! কি রকম একটা ভাপ্ উঠ্‌ছে যেন।

ঔরংজীব। আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের ফুল্কি উড়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর ভালো আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরংজীব। দেখুন মহারাজ! আমি কাল প্রত্যূষে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যেরূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরংজীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞে, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরংজীব। তা জানি মহারাজ! আপনার মত বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

জয়সিংহ সেলাম করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! অতি দুঃখের বিষয়, যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভাণ্ডার শিবির লুট করে'ই ক্ষান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তাঁর বিমূঢ়তা।

ঔরংজীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি। মহারাজই নিজের সর্ব্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আন্‌ছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়!

ঔরংজীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উদ্ধত ব্যবহার মার্জ্জনা করেছি। এমন কি তাঁর শিবির লুণ্ঠনব্যাপারও মার্জ্জনা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি তিনি এখনও নিরস্ত হ'ন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল্লে ভালো হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে' আমি তাঁকে আমার বন্ধু কর্ত্তে চাই! তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বুঝিয়ে বল্‌ছি!

ঔরংজীব। হাঁ বল্‌বেন। আর এ কথাও জানাবেন যে, তিনি এ যুদ্ধে যদি কোন পক্ষই না নেন ত আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্ব, আর তাঁকে গুর্জ্জর সুবা দান কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে জান্‌বেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার!—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি কর্ত্তে পার্ব্বো।

ঔরংজীব। দেখুন—তিনি আপনার বন্ধু! আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা!

জয়সিংহ। নিশ্চয়ই।

ঔরংজীব। তবে আপনি এখন আসুন মহারাজ! দিল্লী যাত্রা কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হৌন!

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ঔরংজীব। 'শুধু আপনার খাতিরে।' অভিনয় মন্দ করি নাই! এই রাজপুত জাতি

বড় সরল, আর ঔদার্য্যের বশ! আমি সে বিদ্যা-টাও অভ্যাস কর্চ্ছি। বড় ভয়ঙ্কর এ যোগ। সাহা নাবাজ আর যশোবন্ত সিংহ।—আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা কর্চ্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—[ঘাড় নাড়িলেন] কম কথা নয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে' দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

মহম্মদ। পিতা আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ কর্ব্বে। মীরজুম্লাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞে পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে।

মহম্মদ। আমার একটা আর্জ্জি আছে পিতা!

ঔরংজীব। কী!—চুপ করে' রৈলে যে। বল পুত্র!

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব মনে কর্চ্ছি; কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখ্তে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে' রাখা হয়েছে কেন?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপ বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্ত্তমানে?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র!

মহম্মদ। পিতা! [বলিয়াই মুখ নত করিলেন]

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্ব্বে না। সে চেষ্টা করো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্ম্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হ'লে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। [কম্পিতস্বরে] না পিতা। আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরংজীব। তবে।

মহম্মদ নীরব রহিলেন

আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং।—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি; কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখ্তে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে' তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায় ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, ত দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসতো এই মহম্মদ!

ঔরংজীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস।

মহম্মদ। না, আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিষ; কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব খর্ব্ব হয়ে' যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না

বলছি পুত্র! জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার!

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে, কর্ত্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনি আজ আবার এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা! আপনি বিবেক বর্জ্জন করে' সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জ্জন না কর্লে সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারতসাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরংজীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি! সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পদ—কি যে হারালেন— আজ আর বুঝতে পার্চ্ছেন না। একদিন পার্ব্বেন বোধ হয়।

[প্রস্থান

ঔরংজীব ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন
যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ

জয়সিংহ। কিন্তু এই রক্তপাতে লাভ?

যশোবন্ত। লাভ? লাভ কিছু নাই।

জয়সিংহ। তবে কেন বৃথা রক্তপাত! যখন ঔরংজীবের এ যুদ্ধে জয় হবেই!

যশোবন্ত। কে জানে!

জয়সিংহ। ঔরংজীবকে কখন কোন যুদ্ধে পরাজিত হ'তে দেখেছেন কি?

যশোবন্ত। না ঔরংজীব বীর বটে! সেদিন আমি তাকে নর্ম্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখেছিলাম মনে আছে—সে দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলবো না—মৌন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ভ্রূকুটি-কুটিল—তার চারিদিক দিয়ে তার গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃকপাত নাই। আমি তখন বিদ্বেষে ফেটে মরে' যাচ্ছি কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পার্লাম না। —ঔরংজীব বীর বটে!

জয়সিংহ। তবে?

যশোবন্ত। তবে আমি খিজুয়ার অপমানের প্রতিশোধ চাই।

জয়সিংহ। সে প্রতিশোধ ত আপনি তাঁর শিবির লুট করে' নিয়েছেন।

যশোবন্ত। না সম্পূর্ণ হয় নি! কারণ, ঔরংজীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কর্ত্তে কতক্ষণ! যদি লুট করে' চলে' না এসে সুজার সঙ্গে যোগ দিতাম তা হ'লে খিজুয়া-যুদ্ধে সুজার পরাজয় হত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত করে দিতাম!—কি ভ্রমই হ'য়ে গিয়েছিল।

জয়সিংহ। কিন্তু তা'তে আপনার কি লাভ হোত? সম্রাট্ দারা হোন, সুজা হোন বা ঔরংজীব হোন—আপনার কি?

যশোবন্ত। প্রতিশোধ!—আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সব চেয়ে বিষচক্ষে দেখি —এই খল ঔরংজীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুয়া-যুদ্ধে তাঁ'র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লীর রাজসভায় তা'র সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্ত্বের ভান কর্লে, এমন ত্যাগের অভিনয় কর্লে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি কর্লে যে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম! ভাবলাম—'এ কি! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্ম্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!' এমন ভোজবাজী খেল্লে—যে সর্ব্বপ্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, "জয় ঔরংজীবের জয়!" তা'র সেদিনকার জয় নর্ম্মদা কি খিজুয়া-যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অদ্ভুত; কিন্তু সেদিন খিজুয়া-যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কূট, খল, চক্রী, ঔরংজীব।

জয়সিংহ। মহারাজ! খিজুয়া-ক্ষেত্রে আপনার প্রতি রূঢ় আচরণের জন্য সম্রাট্ পরে যথার্থই অনুতপ্ত হয়েছিলেন!

যশোবন্ত। এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে কথা যাক্; সম্রাট্ তা'র জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ক্ষমা ভিক্ষাও চান না। তিনি বিবেচনা করেন যে, আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না। তিনি চান যে, আপনি দারার পক্ষও নেবেন না, ঔরংজীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে তিনি আপনাকে গুর্জ্জর রাজ্য দিবেন—এই-মাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে' ক্রয় কর্ব্বেন—ঔরংজীবের বিদ্বেষ। আর হাত গুটিয়ে বসে' দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা প্রকাণ্ড উর্ব্বর সুবা—গুর্জ্জর। বেছে নেন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রতিহিংসা নিতে চান—নেন। এ সহজ ব্যবসার কথা, শুদ্ধ কেনা বেচা—দেখুন!

যশোবন্ত। কিন্তু দারা—

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সেও মুসলমান, ঔরংজীবও মুসলমান। আপনি যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যেতেন ত আমি কথাটি কইতাম না! কিন্তু দারা আপনার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত কর্ত্তে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে আপনারই বা কি লাভ, আপনার জন্মভূমিরই বা কি লাভ!

যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই ত এই তিন জনেই মোগল সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি আসুন।

জয়সিংহ। তারপরে সম্রাট্ হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মান্তে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজাতি বলে?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সইব না! আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো সেইখানেই যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। এই ধ্রুব সম্পৎ ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।

যশোবন্ত। হুঁ!—আচ্ছা মহারাজ। আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখ্‌বেন।—এ শুদ্ধ সাংসারিক কেনা বেচা! আজ আমরা স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম্ম।

[প্রস্থান।

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই হিম হয়ে গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না। "স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি।" ঠিক বলেছো জয়সিংহ! কার জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যাবো। দারা আমার কে?—নর্ম্মদার প্রতিশোধ খিজুয়ায় নিয়েছি।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ! আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে এই অপৌরুষ—সমভার নিক্তির আধারের মত এই আন্দোলন দেখছি!—খাসা! চমৎকার! বেশ বুঝে গেলে যে প্রতিশোধ নিয়েছো। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ? ঔরংজীবের পক্ষ হ'য়ে তার শিবির লুঠ করে' পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো। এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুত-জাতি যে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে তা তুমিই এই প্রথম দেখালে!

যশোবন্ত। লুঠ কর্‌বার আগে আমি ঔরংজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।

মহামায়া। আর তা'র পশ্চাতে তা'র সম্পত্তি লুঠ করেছো।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে' লুঠ করেছি, অপহরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বল?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া কি আর কথা নাই? দিবারাত্র তোমার তিক্ত

ভর্ৎসনা শুনবার জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ?

যশোবন্ত। কেন! আশ্চর্য্য প্রশ্ন!—লোকে বিবাহ করে আবার কেন!

মহামায়া। হাঁ, কেন? সম্ভোগের জন্য? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য? তাই কি?—তাই কি?

যশোবন্ত। [ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া] হাঁ—এক রকম তাই বলতে হবে বৈকি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন?

যশোবন্ত। ঝড় উঠ্‌ছে বুঝি!

মহামায়া। মহারাজ! যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্ত্তে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও ত তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নায় আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালোবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালোবাসা নয়। সে ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, সে ভালোবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তা'র দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালোবাসা প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণ-বর্ণ করে' দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মত যার উপরে পড়ে তাকেই পবিত্র করে' দেয়, দেবতার বরের মত যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালোবাসা; অচঞ্চল অনুদ্বিগ্ন, আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কি রকম ভালোবাসো মহামায়া?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে' আমি মর্ত্তে পারি—তা'র জন্য আমার এত চিন্তা, এত আগ্রহ যে, সে গৌরব ম্লান হ'য়ে গেছে দেখবার আগে আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি অন্ধ হ'য়ে যাই! রাজপুত-জাতির গৌরব—মাড়বারের গৌরব তোমার হাতে নিঃস্ব হ'য়ে যাচ্ছে দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই! আমি তোমায় এত ভালোবাসি।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া।—চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরি-শ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ। চেয়ে দেখ—ঐ পর্ব্বতস্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্য্যে কাঁপ্‌ছে। চেয়ে দেখ—ঐ নীল আকাশ, যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার কর্চ্ছে! ঐ ঘুঘুর ডাক শোন; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবো যে এইস্থানে একদিন দেবতারা বাস কর্ত্তেন। মাড়বার আর মেবার বীরত্বের যমজপুত্র; মহত্ত্বের নৈশাকাশে বৃহস্পতি ও শুক্র তারা। ধীরে ধীরে সে মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে' যাচ্ছে। এসো চারণবালকগণ! গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে আমার মনে হয় যে তখন আমার পূজার সময়! শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও; কথা কয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে!

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌম্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! [চারণবালক-গণের প্রবেশ] গাও বালকগণ! সেই গান গাও—আমার জন্মভূমি।

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে!
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি,
পাখীর ডাকে জেগে—
এমন দেশটি—ইত্যাদি—
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি ইত্যাদি—

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তা'রা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে।
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ?
—ওমা তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি'
আমার এই দেশেতে জন্ম—
যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি ইত্যাদি—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।
পিয়ারা গাহিতেছিলেন

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

সুজার প্রবেশ

সুজা। শুনেছ পিয়ারা, যে দারা ঔরংজীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন নাকি!

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে দারার পক্ষে লড়ে' মারা গিয়েছে—খুব জমকালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কি।

সুজা। নয়? বৃদ্ধ যোদ্ধা নিজের জামাই-এর বিপক্ষে লড়ে' মারা গেল—শুদ্ধ ধর্ম্মের খাতিরে। সোভানাল্লা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেয়াবৎ' পর্য্যন্ত বল্‌তে রাজি আছি। তা'র উপরে উঠ্‌তে রাজি নই।

সুজা। যশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিত—তা দিলে না। দারাকে সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হ'য়ে শেষে কিনা পিছু হট্‌লে।

পিয়ারা। আশ্চর্য্য ত!

সুজা। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কি পিয়ারা? এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

পিয়ারা। নেই নাকি? আমি ভাব্‌লাম বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন এই খিজুয়া-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকে ঠিক সেই রকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার আশ্চর্য্য কি!

পিয়ারা। তা আর কি—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষ পর্য্যন্ত শোনই।

সুজা। কি?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি—যে আগে আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম কি ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য্য যদি বল, তবে আশ্চর্য্য হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কি?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তা'র বাপের পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কি ভেবে।

পিয়ারা। তা'র মধ্যে আশ্চর্য্য কি! প্রেমের জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত কাজ করেছে। প্রেমের জন্য লোকে পাঁচিল টপ্‌কেছে, ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, বিষ খেয়ে মরেছে! এটা ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার! বাপকে ছেড়েছে। ভারি কাজ করেছে। ও ত সবাই করে। আমি এতে আশ্চর্য্য হ'তে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু আশ্চর্য্য! সে যাহোক্ কিন্তু মহম্মদ আর আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গদেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নাই। আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখতে চাই, তুমি ততই শিব্‌পা তোলো। রাশ মান্‌তে চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে। তার উপরে—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। এক ফকির দেখা কর্ত্তে চায় জাঁহাপনা।

পিয়ারা। কি রকম ফকির—লম্বা দাড়ি?

বাঁদী। হাঁ মা! সে বলে যে বড় দরকার, এক্ষণই!

সুজা। আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এসো।—পিয়ারা তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ। বেশ। আমি যাচ্ছি!

[প্রস্থান।

সুজা। যাও, এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

[বাঁদীর প্রস্থান।

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এই রকম করে' সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। বন্দেগী সাহাজাদা! সাহাজাদার একখানি চিঠি!

পত্র প্রদান

সুজা। [পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ] এ কি! তুমি কোথা থেকে এসেছো?

দিলদার। পত্রে দস্তখত নেই কি সাহাজাদা!—চেহারা দেখলেই সাহাজাদার বুদ্ধি টের পাওয়া যায়! খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কি চাল?

দিলদার। সাহাজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে করে'—উঃ—খুব ফিকির করেছেন। সম্মুখ থেকে তীর মারার চেয়ে পিছন দিক্ থেকে—উঃ! বাপ্‌কা বেটা কি না।

সুজা। পিছন থেকে তীর মার্চ্ছে কে?

দিলদার। ভয় কি—আমি কি এ কথা সুজা সুলতানকে বল্‌তে যাচ্ছি। চিঠিটা যেন তাঁকে ভুলে দেখিয়ে ফেল্‌বেন না সাহাজাদা!

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান সুজা; মহম্মদ ত আমার জামাই।

দিলদার। বটে! চেহারা ত বেশ যুবা পুরুষের মত রেখেছেন। শুনুন—বেশী চালাকী কর্ব্বেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন যা' বল্‌ছি ঠিক বুঝতে পারছেন। আর—যদি সুলতান সুজা হন, ত' যা' বলছি তা'র এক বর্ণও সত্য নয়।

সুজা। আচ্ছা. তুমি এখন যাও। এর বিহিত আমি এখনই কর্চ্ছি—তুমি বিশ্রাম করগে যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

[দিলদারের প্রস্থান।

সুজা। এ ত মহাসমস্যায় পড়্‌লাম! বাহিরের শত্রুর জ্বালায়ই অস্থির। তার উপর ঔরংজীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছেন, কিন্তু যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা কর্চ্ছি। ভাগ্যিস এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

সুজা। মহম্মদ! পড় এই পত্র।

মহম্মদ। [পড়িয়া] এ কি! এ কার পত্র?

সুজা। তোমার পিতার! স্বাক্ষর দেখছো না? তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' তাঁকে পত্র লিখেছিলে যে, তুমি যে তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, সে অন্যায় তোমার শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরিশোধ কর্ব্বে।

মহম্মদ। আমি তাঁকে কোন পত্রই লিখি নি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস কর্ত্তে পার্লাম না! তুমি আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ী পরিত্যাগ কর।

মহম্মদ। সে কি! কোথায় যাবো?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ কর্চ্ছি—

সুজা। না, ঢের হয়েছে—আমি সম্মুখ যুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে শত্রু পুষতে পারি না।

মহম্মদ। আমি—

সুজা। কোন কথা শুন্‌তে চাই না। যাও, এখনি যাও।

[মহম্মদের প্রস্থান।

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি বুদ্ধি করেছিলে দাদা; কিন্তু যাবে কোথায়! তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়!—এই যে পিয়ারা।

পিয়ারার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! ধরে' ফেলেছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে। বেটা মতলব ফেঁদে এসেছিল। তোমাকে এখনি বলছিলাম না যে,

এ বেশ একটু খটকা! এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কি!

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—ধন্য ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে! কিন্তু পার্লে না। ভারি ধরেছি!—এই দেখ পত্র!

পিয়ারা। [পত্র পড়িয়া] তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! হাকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল—কপট পত্র বুঝতে পাচ্ছ না? ঔরংজীবের ছল। এইটে বুঝতে পাচ্ছ না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছো—ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে। হেলে ধর্ত্তে পার না, কেউটে ধর্ত্তে যাও। তা' আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্লে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে! চল, এখন মেয়ে জামাইকে বোঝাইগে।

সুজা। পত্র কপট? তাই নাকি? কৈ তা ত তুমি বল্লে না—তা সাবধান হওয়া ভাল।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই ত। তা হ'লে ভারি ভুল হ'য়ে গিয়েছে বলতে হবে। যা' হোক্ শোন এক ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি! আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি! দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি, এতে দোষ নাই। ভয় কি—চল জামাইকে তাই বুঝিয়ে বলি। তাই বলে' তাকে বিদায় দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া ভাল। বোঝ না—চল বোঝাইগে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জিহন খাঁর গৃহের দরবার-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার!

সিপার। কি জহরৎ!

জহরৎ। দেখ্ছো!

সিপার। কি!

জহরৎ। যে আমরা এই রকম বন্য জন্তুর মত বন হ'তে বনান্তরে প্রতাড়িত; হত্যাকারীর মত এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছি; পথের ভিখারীর মত এক গৃহস্থের দ্বারে পদাহত হ'য়ে আর এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—দেখ্ছো?

সিপার। দেখ্ছি; কিন্তু উপায় কি?

জহরৎ। উপায় কি? পুরুষ তুমি—স্থির স্বরে বল্ছো "উপায় কি" আমি যদি পুরুষ হতাম, ত এর উপায় কর্ত্তাম।

সিপার। কি উপায় কর্ত্তে?

জহরৎ। [ছোরা বাহির করিয়া] এই ছোরা নিয়ে গিয়ে দস্যু ঔরংজীবের বুকে বসিয়ে দিতাম।

সিপার। হত্যা?

জহরৎ। হ্যাঁ হত্যা; চম্‌কে উঠলে যে?—হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লী যাও। তুমি বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না—যাও।

সিপার। কখন না। হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। ভীরু! দেখ্ছো—মা মর্চ্ছেন! দেখ্ছো—বাবা উন্মাদের মত হ'য়ে গিয়েছেন। বসে' বসে' দেখ্ছো!

সিপার। কি কর্ব্ব!

জহরৎ। কাপুরুষ!

সিপার। আমি কাপুরুষ নই জহরৎ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে' যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না; কিন্তু হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। উত্তম!

[প্রস্থান।

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভগ্নি! কোন উপায় নাই!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নাদিরার কক্ষ। কাল—রাত্রি।

খট্বাঙ্গের উপর নাদিরা শয়ানা। পার্শ্বে দারা অন্য পার্শ্বে সিপার ও জহরৎ

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করেছে—ঈশ্বর আমায় পরিত্যাগ করেছেন।

একা তুমি আমায় এতদিন পরিত্যাগ কর নাই। তুমিও আমায় ছেড়ে চল্লে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছো নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি—

নাদিরা। নাথ! তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব। সে গৌরবের স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চল্লাম—সিপার —বাবা! মা-জহরৎ! আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি না। তবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে বোধ হয় কোন দুঃখ নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাই, রোগ তাপ নাই, দ্বেষ দ্বন্দ্ব নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাবো মা —চল বাবা! আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা। তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছো! আর দুঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিবা। তাঁকে তোমার বাবা দু'বার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর যত্ন কর্ব্বেন।

সিপার। কিন্তু আমি তাকে কখনও ভালোবাসবো না।

দারা। কেন সিপার?

সিপার। তা'র চেহারা ভাল নয়। এখনই সে তা'র এক চাকরকে ফিস্‌ফিস্ করে' কি বল্‌ছিল—আর আমার দিকে এ রকম চোরা চাহনি চাচ্ছিল—যে আমার বড় ভয় কর্ল্ল মা! আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা! জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি, তা'র চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি. তা'র নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার পদতলে পড়ে' তার' প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তখন সে চেহারা এক রকমের: আর এ আর এক রকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ ভঙ্গিমা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু ত তাকে তুমি দু'বার বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ ত, সর্প ত নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা! দেখছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়! তবে মাঝে মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না, কিছু না! আমি তোমার কাছে আছি। তোমার স্নেহদৃষ্টির অমৃতে সব যন্ত্রণা গলে যাচ্ছে; কিন্তু আমার আর সময় নেই—তোমার হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে গেলাম—দেখো!—পুত্র সোলেমানের সঙ্গে— আর দেখা হ'লো না—ঈশ্বর! [মৃত্যু]

দারা। নাদিরা! নাদিরা!—না। সব হিম স্তব্ধ।

সিপার। মা! মা!

দারা। দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে।

জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া ঊর্দ্ধদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চারিজন সৈনিকসহ জিহন খাঁর প্রবেশ

দারা। কে তোমরা; এ সময় এ স্থানে এসে কলুষিত কর?

জিহন। বন্দী কর।

দারা। কি! আমায় বন্দী কর্ব্বে জিহন খাঁ!

সিপার। [দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া] কার সাধ্য?

দারা। সিপার তরবারি রাখো!—এ বড় পবিত্র মুহূর্ত্ত; এ মহাপুণ্য তীর্থ! এখনও নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে— পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে চেয়ে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। এখনও স্বর্গ থেকে দেবীরা তা'কে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পোঁছে নি! তা'কে ত্যক্ত কোরো না—আমায় বন্দী কর্ত্তে চাও জিহন খাঁ?

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজ্ঞায় বোধ হয়।

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। নাদিরা! তুমি শুন্তে পাচ্ছ না ত! তা হ'লে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠ্‌বে, তুমি নাকি ঈশ্বরকে বড় বিশ্বাস কর্ত্তে!

জিহন। একে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো। যদি

কোন বাধা দেন ত তরবারি ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা কর্ব্বে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমায় বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আমি এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে' আস্‌ছিলাম। অন্যে হয়ত অন্যরূপ আশা কর্ত্ত। অন্যে হয়ত ভাব্‌তো যে এ কত বড় কৃতঘ্নতা যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে—এ কত বড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস কচ্ছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ, কর্ত্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্ম্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে! সে ধর্ম্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে, ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।—কর জিহন খাঁ, আমায় বন্দী কর।

সিপার। তবে আমায়ও বন্দী কর।

জিহন। তোমায়ও ছাড়্‌চি না সাহাজাদা! সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।

দারা। পাবে বৈকি! এত বড় কৃতঘ্নতার দাম পাবে না? তাও কখনও হয়? প্রচুর অর্থ পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখ-খানি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি আনন্দ!—প্রচুর অর্থ পাবে! সঙ্গে করে' পরকালে নিয়ে যেও।

জিহন। তবে আর কি—বন্দী কর!

দারা। কর।—না এখানে না! বাইরে চল! এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন! এত বড় অভিনয় এখানে! মা বসুন্ধরা! এতখানি বহন কচ্ছ! নীরবে সহ্য কচ্ছ ঈশ্বর! হাত দু'খানি গুটিয়ে বেশ এই সব দেখ্‌ছো।—চল জিহন খাঁ, বাইরে চল।

সকলে যাইতে উদ্যত

দারা। দাঁড়াও, একটা অনুরোধ করে' যাই জিহন খাঁ! রাখ্‌বে কি? জিহন খাঁ, এই দেবীর মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে সম্রাট্‌ পরিবারের কবর ভূমিতে যেন তাকে গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে দু'বার বাঁচিয়েছি বলেই এ দান ভিক্ষা চাইছি। নৈলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পার্ত্তাম না—দেবে কি?

জিহন। যে আজ্ঞে যুবরাজ! এ কাজ না কর্লে আমার প্রভু ঔরংজীব যে ক্রুদ্ধ হবেন!

দারা। তোমার প্রভু ঔরংজীব! হুঁ—আমার আর কোন ক্ষোভ নাই! চল—[ফিরিয়া] নাদিরা!

এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তদ্বয়ের উপর মুখ ঢাকিলেন, পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে কহিলেন—

চল জিহন খাঁ!

সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

দারা। [রুক্ষভাবে] সিপার!

[সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল। সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন।
যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দণ্ডায়মান

মহামায়া। হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতঘ্নতার পুরস্কার স্বরূপ গুর্জ্জর প্রদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট আছো ত মহারাজ!

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কি মহামায়া?

মহামায়া। না অপরাধ কি? এ তোমার মহৎ সম্মান, পরম গৌরব।

যশোবন্ত। গৌরব না হ'তে পারে, তবে, তার মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখি নি! দারার সঙ্গে যোগ দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা। দারা আমার কে?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র!

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে; আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই ত! দারা আজ নিয়তি-চক্রের নীচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিক্কৃত। আর তাঁ'র সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? দারা তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার দিতে পার্ত্তেন, বেত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ত্তেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ! 'ছিলেন' এর কি কোন মূল্য নাই? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো? একদিন যিনি তোমার দয়াল প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁ'র কোন মূল্য নাই? ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক কর্ব্বার সম্বন্ধ নয়। আমি যা উচিত বিবেচনা কর্চ্ছি তাই করে' যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না।

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, কৃতঘ্ন হয়ে ফিরে এসে—তুমি চাও, আমার ভক্তি! না?

যশোবন্ত। সে কি বড় বেশী প্রত্যাশা মহামায়া!

মহামায়া। না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক! ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছো! জানো সমস্ত রাজপুতনা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে। বল্ছে যে ঔরংজীবের শ্বশুর সাহ নাবাজ দারার পক্ষ হ'য়ে তা'র জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে' মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ল, আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ালে!—হায় স্বামী! কি বলবো, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে অপমান তোমাকে স্পর্শও কর্চ্ছে না! আশ্চর্য্য বটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন! যাও, তোমার নূতন প্রভু ঔরংজীবের কাছে যাও।

[সরোষে প্রস্থান।

যশোবন্ত। উত্তম! তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা! বেশ তাই হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ।
কাল—রাত্রি।
সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা। আর কি বাকি আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকান রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক! মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা?

জাহানারা। বাবা! এ আমারই দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার নিকট রোজ দুঃসংবাদের বস্তা বহে' আনি; কিন্তু কি কর্ব্ব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না!

সাজাহান। বল। আর কি?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে!

সাজাহান। ধরা পড়েছে?—কি রকমে ধরা পড়লো?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ! জিহন খাঁ! কি বল্‌ছিস্ জাহানারা? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে!

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তা'র পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতীর পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তা'দের পরিধানে ময়লা শাদা কাপড়। তা'দের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান। তবু তা'দের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্ত্তে ছুটলো না? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে' দেখলে? তা'রা কি পাষাণ?

জাহানারা। না বাবা! পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তা'রা পাঁক। ঔরংজীবের ভাড়া করা বন্দুকগুলি দেখে তা'রা সব ত্রস্ত; যেন একটা যাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ; কেউ মাথা তুল্‌তে সাহস কর্চ্ছে না। কাঁদছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখতে পায়।

সাজাহান। তার পর।

জাহানারা। তার পর ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে' রেখেছে।

সাজাহান। আর সিপার আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তা'র পিতার সঙ্গ ছাড়ে নি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান। ঔরংজীব এখন দারাকে নিয়ে কি কর্ব্বে জানিস্?

জাহানারা। কি কর্ব্বে তা জানি না—কিন্তু —কিন্তু—

সাজাহান। কি জাহানারা!

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান। কি! কি জাহানারা? মুখ ঢাকছিস্ যে! তা—কি সম্ভব!—ভাই কি ভাইকে হত্যা কর্ব্বে?

জাহানারা। চুপ্। ও কার পদশব্দ! শুন্তে পেয়েছে!—বাবা আপনি কি কর্লেন! কি কর্লেন!

সাজাহান। কি করেছি?

জাহানারা। ও কথা উচ্চারণ কর্লেন!—আর রক্ষা নাই।

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়ত ঔরংজীব দারাকে হত্যা কর্ত্ত না। হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে আস্তো না; কিন্তু আপনি সে কথা তা'র মনে করিয়ে দিলেন! কি কর্লেন! কি কর্লেন! সর্ব্বনাশ করেছেন!

সাজাহান। ঔরংজীব ত এখানে নাই! কে শুনেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সব যে তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে? আপনি ভাব্ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়! ভাব্ছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিশ্বাস! এ প্রদীপ নয়—এ তা'র চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি! এ প্রাসাদে, এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার আমার একজন বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা? না, নেই! সব তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোসামুদের দল! জোচ্চোরের দল!—এ কার ছায়া?

সাজাহান। কে?

জাহানারা। না কেউ নয়। ওদিকে কি দেখছেন বাবা!

সাজাহান। দেব লাফ?

জাহানারা। সে কি বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা কর্ত্তে পারি।—তাকে তা'রা হত্যা কর্ত্তে যাচ্ছে। আর আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিরুপায়। চোখের উপরে এই দেখ্ছি অথচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েছি, কিছু কর্চ্ছি না!—দেই লাফ।

জাহানারা। সে কি বাবা! এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হ'লেই বা! দেখি যদি বাঁচাতে পারি।—যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন? মরে' গেলে আর দারাকে রক্ষা কর্ব্বেন কি করে'?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে' গেলে দারাকে বাঁচাবো কি করে'? ঠিক বলেছিস্। তবে—তবে—আচ্ছা একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আস্তে পারিস্ নে জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা, সে আস্বে না। নইলে আমি যে নারী—আমি তার সঙ্গে হাতে হাতে লড়ে' দেখ্তাম। সেদিন মুখোমুখি হ'য়ে পড়েছিলাম, কিছু কর্ত্তে পারি নি; সেই জন্য আমার পর্য্যন্ত আর বাইরে যাবার হুকুম নেই। নৈলে একবার হাতে হাতে লড়ে' দেখ্তাম।

সাজাহান। দিই লাফ! দেবো লাফ?

লম্ফ প্রদানে উদ্যত

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই ত আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!—না না না। আমি পাগল হব না! ঈশ্বর! এই শীর্ণ দুর্ব্বল জরাজীর্ণ নেহাৎই অসহায় সাজাহানকে দেখ ঈশ্বর! তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দী করে' রেখেছে—যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপতো—এতখানি অবিচার, এতখানি অত্যাচার, এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়মে সৈছে? সৈতে পার্চ্ছে! আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা—যে আমার নিজের পুত্র—ওঃ!

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে মুখোমুখি পাই তা হ'লে—

দন্তঘর্ষণ

সাজাহান। মমতাজ! বড় ভাগ্যবতী তুমি, যে এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তোমায় দেখতে হচ্ছে না। বড় পুণ্যবতী তুমি, তাই আগেই মরে' গিয়েছো।—জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। তোকে আশীর্ব্বাদ করি—

জাহানারা। কি বাবা?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

[এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঔরংজীব একখানি পত্রিকা হস্তে বেড়াইতেছিলেন

ঔরংজীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড।—এ কাজীর বিচার!—আমার অপরাধ কি!—আমি কিন্তু—না, কেন—এ বিচার! বিচারকে কলুষিত কর্ব্ব কেন! এ বিচার।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। এ হত্যা!

ঔরংজীব। [চমকিয়া] কে!—দিলদার!—তুমি এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি জাঁহাপনা। দেখে নেবেন। আর আমি যদি এখানে না থাকতাম, তা হ'লেও এ হত্যা—

ঔরংজীব। [কম্পিত স্বরে] হত্যা!—না দিলদার, এ কাজীর বিচার!

দিলদার। সম্রাট্ স্পষ্ট কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল!

দিলদার। সম্রাট্! আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌লেন যে! আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতাসের উচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এলো। কেন জাঁহাপনা! সত্য কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। দিলদার!

দিলদার। সত্য কথা—আপনি দারার মৃত্যু চান।

ঔরংজীব। আমি?

দিলদার। হাঁ—আপনি।

ঔরংজীব। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচার! জাঁহাপনা, সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কর্চ্ছিল, তখন তা'রা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল না। তখন তা'রা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা কর্চ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাদের গৃহিণীদের নূতন অলঙ্কারের ফর্দ্দ কর্চ্ছিল। বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার! জাঁহাপনা ভাব্‌ছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝলো; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না! জোর করে' মানুষের বাক্‌রোধ কর্ত্তে পারেন, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু কালোকে শাদা কর্ত্তে পারেন না। সংসার জান্‌বে, ভবিষ্যৎ জান্‌বে যে বিচারের ছল করে' আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ কর্ব্বার জন্য।

ঔরংজীব। সত্য না কি!—দিলদার তুমি সত্য কথা বলেছো! তুমি আজ দারাকে বাঁচালে! তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছো। আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে! যাও শায়েস্তা খাঁকে ডেকে দাও।

[দিলদারের প্রস্থান।

দারা বাঁচুন, আমায় যদি তা'র জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব! এতখানি পাপ—যাক্, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—[ছিঁড়িতে উদ্যত] না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাবো—এই যে শায়েস্তা খাঁ।

শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

সেনাপতি! বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে' আস্‌ছি! কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজে হাতে দেবার জন্য আমার হাত সুড়্‌সুড়্ করছে। আমায় দেন।

ঔরংজীব। কিন্তু তাঁকে মার্জ্জনা করেছি।

শায়েস্তা। সে কি জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে মার্জ্জনা!—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরংজীব। তা জানি। তার জন্যই ত তাঁকে মার্জ্জনা কর্ব্বার পরম গৌরব অনুভব কর্চ্ছি।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! এ গৌরব ক্রয় কর্ত্তে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

ঔরংজীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন অধিকার করেছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে' সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন কর্ত্তে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তা'রা বালকের মত কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তা'রা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরংজীব। কি রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে পার্ব্বেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোন দিন কোন সুযোগে দারাকে মুক্ত ক'রে দেয়—তা হ'লে জাঁহাপনা—বুঝ্ছেন?

ঔরংজীব। বুঝ্ছি।

শায়েস্তা। তার উপর বৃদ্ধ সম্রাট্ও দারার পক্ষে। আর তাঁকে সৈন্যেরা মানে তাদের গুরুর মত, ভালবাসে পিতার মত।

ঔরংজীব। হুঁ, [পরিক্রমণ] না হয় সিংহাসন দেবো।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে' তা অধিকার করার প্রয়োজন কি ছিল? পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশী দূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের! কাফেরকে ক্ষমা কর্ব্বেন আপনি খোদাবন্দ! এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখ্বেন। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখ্বেন।

ঔরংজীব। সত্য কথা জিহন খাঁ! আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি; কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা সৈব না। শপথ করেছি—হাঁ, দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দন্ড। জিহন আলি খাঁ, নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো দস্তখৎ করে' দিই। [দস্তখৎ]

জিহন। দিউন জাঁহাপনা! আজ রাত্রেই দারার ছিন্নমুন্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাবো—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরংজীব। আজই!

শায়েস্তা। [মৃত্যুদণ্ড ঔরংজীবের হস্ত হইতে লইয়া] আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভালো।

জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা।

প্রস্থানোদ্যত

ঔরংজীব। রোস দেখি। [দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ, পাঠ ও প্রত্যর্পণ] আচ্ছা যাও।

জিহন গমনোদ্যত হইলে, ঔরংজীব আবার তাহাকে ডাকিলেন

ঔরংজীব। রোস দেখি! [দণ্ডাজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ] আচ্ছা—যাও।

[জিহন আলির প্রস্থান।

ঔরংজীব। [আবার জিহনের দিকে গেলেন; আবার ফিরিলেন, তার পরে ক্ষণেক ভাবিলেন; পরে কহিলেন] না কাজ নেই!—জিহন আলি! জিহন আলি! না চলে গেছে।—শায়েস্তা খাঁ!

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। কি কর্‌লাম!

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বুদ্ধিমানের কার্য্যই করেছেন।

ঔরংজীব। কিন্তু যাক—

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শায়েস্তা। ঔরংজীব! তবে তোমারও বিবেক আছে?

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খিজিরাবাদের কুটীর। কাল—রাত্রি।

সিপার একটি শয্যার উপরে নিদ্রিত, দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়ে রেখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ত্বনা দাও। আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া—পিতার কাজ! তা আমি পারি নি—বৎস! তুই ক্ষুধায় অবশ হয়েছিস্, আমি খাদ্য দিতে পারি নি। শীতে গাত্রবস্ত্র দিতে পারি নি—আমি নিজে খেতে পাই নি, শুতে পাই নি—সে দুঃখ আমার বক্ষে সে রকম কখন বাজে নি বৎস, যেমন তোর দুঃখ তোর দৈন্য অবমাননা আমার বক্ষে বেজেছে! বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখ্ছি, আর

আমার মনে হচ্ছে আজ যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ, আজ আমি কারাগারে বন্দী, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

দিলদারের প্রবেশ

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি—এ—কি দৃশ্য!

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্ব্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট্ ঔরংজীবের সভাসদ্।

দারা। এখানে কি প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা কর্ত্তে এসেছি।

দারা। কেন যুবক? আমাকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে? কর।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসি নি। আর যদিই ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসতাম ত, এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে' অশ্রু হ'য়ে টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়তো—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! [ভগ্নস্বরে] ভগবান্!

দারা। এ কি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে—কাঁদ্‌ছো! কাঁদো!

দিলদার। না কাঁদ্‌বো না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য!—একটা পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে' রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে; একটা সূর্য্য মলিন হয়ে' গিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস হয়ে' যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট, পবিত্র, মহিমময়!

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখ্‌ছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদ-পদে উঠেছি, দার্শনিক-পদে এখনও উঠি নি। তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা হ'লে আমি দার্শনিক! সাহাজাদা, মূর্খ ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায়; যে গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে' যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখই তাঁর অত্যাচার; কিন্তু তা'রা একই নিয়মের দুইটি দিক্!

দারা। যুবক আমি তা ভাবি না—তবু—দুঃখে হাস্‌তে পারে কে? মর্ত্তে' চায় কে? আমি মর্ত্তে' চাই না!

দিলদার। যুবরাজ! আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে' এসেছি। আপনি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে' যান। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। আসুন, দুজনে বেশ পরিবর্ত্তন করি।

দারা। তারপরে তুমি!

দিলদার। আমি মর্ত্তে' চাই। মর্ত্তে' আমার বড় আনন্দ! এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক কর্ব্বে!

দারা। তুমি মর্ত্তে' চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মর্ব্বার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সাহাজাদা। মর্ত্তে' আমি বড় ভালোবাসি। আপনার কাছে যে আজ কি কৃতজ্ঞ হ'লাম তা আর কি বলবো।

দারা। কেন?

দিলদার। মর্ব্বার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কি! —না যুবক! আমি যাবো না।

দিলদার। কেন? মর্ব্বার এমন সুযোগও ভিক্ষা করে' পাবো না, সাহাজাদা!

পদধারণ

দারা। আমি তোমার মর্ত্তে' দিতে পারি না। আর বিশেষতঃ এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

জিহন খাঁর প্রবেশ

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কি!

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন সাহাজাদা। ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট্ মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার! তুমি এখন

অনুগ্রহ করে' বাহিরে যাও। আমাদের কার্য্য—আমরা করি!

দারা। ঔরংজীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য আমাকে আধকাঠা জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুঁড়ে ঘরে আছি, গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খাদ্য খান দুই পোড়া রুটি। তাও সে দিতে পারে না?

দিলদার। তুমি একটু অপেক্ষা কর জিহন আলি! আমি সম্রাটের আদেশ নিয়ে আসি।

জিহন। না দিলদার! সম্রাটের এই আজ্ঞা যে, আজই রাত্রিকালে সাহাজাদার ছিন্নমুণ্ড তাঁকে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র! এ মুণ্ড তার চাই-ই! নৈলে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে! —এ মুণ্ডের এত দাম আগে জান্তাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড না নিয়ে যেতে পার্লে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ওঃ! তবে আর তুমি কি কর্ব্বে জিহন খাঁ। উত্তম! তবে আমায় বধ কর! যখন সম্রাটের আজ্ঞা।—আজ কে সম্রাট্, কে প্রজা! —হাসছো?—হাসো।

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈ কি! আর প্রস্তুত না হ'লেই বা তোমাদের কি যায় আসে। [দিল-দারকে] একদিন এই জিহন আলি খাঁ-ই আমার কাছে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তা দিয়েছিলাম। আজ—বিধি!—তোমার রচনা-কৌশল—চমৎকার!

জিহন। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! আমি কি কর্ব্ব সাহাজাদা?

দারা। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! তা বটে! তুমি কি কর্ব্বে! যাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পার্লাম না। রক্ষা কর্ত্তে পার্লাম না যুবরাজ। তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এর একটা মহৎ পরিণাম আছে। নইলে এতখানি নির্ম্মমতা এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে? জেনো যুবরাজ! তোমার মত বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কি সে প্রয়োজন আমি তা বুঝ্‌ছি না; কিন্তু আছেই সে প্রয়োজন! হৃষ্টমনে প্রাণ বলি দাও।

দারা। নিশ্চয়ই, কিসের দুঃখ! একদিন ত যেতে হবেই! তবে দু'দিন আগে দু'দিন পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহু-দিনের পুরাতন বন্ধু।

দিলদার। তবে যান যুবরাজ! এখানে আমাদের শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

দারা। এখন আমায় বধ কর—জিহন আলি।

জিহন। নাজীর!

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ
জিহন সংকেত করিল

দারা। একটু রোস। একবার—সিপার! সিপার!—না! কেন ডাকলাম!

সিপার। [উঠিয়া] বাবা!—একি! এরা কা'রা বাবা!—আমার ভয় কর্চ্ছে।

দারা। এরা আমায় বধ কর্ত্তে এসেছে। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে জাগিইছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস! [আলিঙ্গন] এখন যাও। জিহন খাঁ, তুমি বোধ হয় এত বড় পিশাচ নও যে আমার পুত্রের সম্মুখে আমায় বধ কর্ব্বে! একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

জিহন। [একজন ঘাতককে] একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।

সিপার। [একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত হইয়া] না, আমি যাবো না। আমার বাবাকে বধ কর্ব্বে! কেন বধ কর্ব্বে! [ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া আসিল] বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।

এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া ধরিল

দারা। আমায় জড়িয়ে ধরে' কি কর্ব্বে বৎস! আঁকড়ে ধরে' কি আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে? যাও বৎস! এরা আমায় বধ কর্ব্বে। তুমি সে দৃশ্য দেখতে পার্ব্বে না।

ঘাতকদ্বয় চক্ষু মুছিতে লাগিল

জিহন। নিয়ে যাও।

ঘাতক পুনর্ব্বার সিপারকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে আসিল

সিপার। [চীৎকার করিয়া] না, আমি যাবো না। আমি যাবো না।

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। তার পরে ও আর কোন আপত্তি কর্ব্বে না—ছেড়ে দাও।

ঘাতক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সিপার দারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দারা। [সিপারের হাত ধরিয়া] সিপার!

সিপার। বাবা!

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার! আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও আমাকে ছাড়িস্‌ নি—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে, অনিদ্রায় আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বেড়িয়েছিস্‌—তবু আমাকে ছাড়িস্‌ নি। আমি যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে তোর বুকে ছুরি মার্ত্তে' গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িস্‌ নি। আমায় প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মত বুকের মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলি, আমায় ছাড়িস্‌ নি। আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা—[বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পরে বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া দারা কহিলেন]—তোর নিষ্ঠুর পিতা আজ তোকে ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা! মা গিয়েছেন—তুমিও—

ক্রন্দন

দারা। কি কর্ব্ব! উপায় নাই বৎস! আমায় আজ মর্ত্তে' হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে। [চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস! এরা আমাকে বধ কর্ব্বে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য। সে দৃশ্য তুমি দেখ্‌তে পার্ব্বে না!

সিপার। বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো—আমি যাবো না!

দারা। সিপার! কখনও তুমি আমার কথার অবাধ্য হও নি! কখনও ত—[চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস! আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা শুনবে না? সিপার, বৎস! যাও।

সিপার নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দারা ডাকিলেন—'সিপার!'

সিপার ফিরিল

দারা। একবার—শেষবার বুকে ধরে' নেই। [বক্ষে আলিঙ্গন] ওঃ—এখন যাও বৎস!

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল

দারা। [ঊর্দ্ধমুখে বক্ষে হাত দিয়া] ঈশ্বর! পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম! ওঃ যাক্‌, হয়ে' গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য্য কর।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে' নিয়ে এসো, এখানে দরকার নাই।

[ঘাতকদ্বয়ের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন।

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে নাই দেখলাম।—ঐ কুঠারের শব্দ ঐ মৃত্যুর আর্ত্তনাদ।

[নেপথ্যে। ও! ও! ও!]

জিহন। যাক্‌ সব শেষ!

সিপার। [কক্ষান্তর হইতে] বাবা! বাবা! [দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল]

ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল

জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার গৃহ। কাল—প্রাহ্ণ। ময়ূর সিংহাসনে ঔরংজীব। সম্মুখে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ ইত্যাদি

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞামত মহারাজকে গুর্জ্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে আমি আমার সেনা-সাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে এসেছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! ঔরংজীব দু'বার কাউকে বিশ্বাস করে না। তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে মাড়বার-রাজকে সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা হ'বার দ্বিতীয় সুযোগ দিব।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি বুঝেছি; যে ছলেই হোক্ বা শক্তিবলেই হোক, জাঁহাপনা! যখন সিংহাসন অধিকার করে' সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনরূপে সে শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যাওয়া পাপ।

ঔরংজীব। আমি এ কথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হ'লাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য কর্ত্তে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরংজীব। উত্তম মহারাজ!—উজীরসাহেব! সুলতান সুজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুমলা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' রেখে এসেছে।

ঔরংজীব। উজীরসাহেব, আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি।—সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে' রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। বেচারী পুত্র! কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহে জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে' দিয়েছে: কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। মূঢ় ভাই! নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে! আর আমি মক্কাযাত্রার মহাসুখে বঞ্চিত হ'লাম।—খোদার ইচ্ছা। দিলীর খাঁ! আপনি কুমার সোলেমানকে কি রকমে বন্দী কর্লেন?

দিলীর। জাঁহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সসৈন্য আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তা'তে কুমার আমাদের পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন। আমি তারপরেই জাঁহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' জাঁহাপনার আদেশ মত বল্লাম যে, "কুমার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট্ তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায় ক্ষাত্রধর্ম্মের অন্যথা হবে না।" শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হ'লেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ বুঝ্‌লাম না।

ঔরংজীব। অভাগা কুমার! তার পর!

দিলীর। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন: কিন্তু পথ না জানার দরুণ সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তার পর আমি সসৈন্যে গিয়ে—তাঁকে বন্দী করি—এতে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে' থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য নহি। আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞাপালন কর্ত্তে আমি বাধ্য!

ঔরংজীব। তা'কে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব!

দিলীর। যে আজ্ঞে!

[প্রস্থান।

ঔরংজীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ! শুন্‌লাম জিহন খাঁরই প্রজারা তাঁকে হত্যা করেছে!

ঔরংজীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন!—এই যে কুমার!

সোলেমান সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর প্রবেশ

এই যে কুমার!—কুমার সোলেমান!—কি কুমার! শির নত করে' রয়েছো যে?

সোলেমান। সম্রাট্—[বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন]

ঔরংজীব। বল, কি বল্‌ছিলে বল বৎস!—তোমার কোন ভয় নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমান। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাহি নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরংজীবের আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার কর্ব্বে! আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে, তা'তে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কি!

ঔরংজীব। সোলেমান! আমরা তোমাকে বধ কর্ব্ব না। তবে—

সোলেমান। ও 'তবে'র অর্থ জানি সম্রাট্! মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা কিছু কর্ত্তে চান। সম্রাটের মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য্য কর্ব্বার প্রবৃত্তি জাগে, ত শত্রুর তার বাড়া আর কোন ভয় নেই; কিন্তু যদি দু'টো নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁ'র মনে পড়ে, তবে যেটি বেশী নিষ্ঠুর সেইটেই ঔরংজীব কর্ব্বেন তা জানি। তাঁর প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁ'র দয়া ভয়ঙ্কর। আদেশ করুন সম্রাট্—তবে—

ঔরংজীব। ক্ষুব্ধ হয়ো না কুমার।

সোলেমান। না! আর কেন—ওঃ! মানুষ এমন মৃদু কথা কৈতে পারে, আর এত বড় দুরাত্মা হ'তে পারে!

ঔরংজীব। সোলেমান, তোমায় আমরা পীড়ন কর্ত্তে চাই না। তোমার কোন ইচ্ছা থাকে যদি ত বল। আমি অনুগ্রহ কর্ব্ব।

সোলেমান। আমার এক ইচ্ছা যে জাঁহাপনা, আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহন্তার কাছে আমি করুণার এক কণাও চাই না। সম্রাট্! মনে করে' দেখুন দেখি যে কি করেছেন? নিজের ভাইকে—একই মায়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি কেউ রোষকটাক্ষ কর্লে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এ এমন ভাই! আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি এক মুঠো ধূলার মত ফেলে দিতে পার্ত্তেন, যিনি আপনার কোন অনিষ্ট করেন নি, যাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়—এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁ'র সঙ্গে দেখা হবে, তাঁ'র মুখপানে চাইতে পার্ব্বেন?—হিংস্র! পিশাচ! শয়তান!—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি!

ঔরংজীব। তবে তাই হোক। আমি তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম!—নিয়ে যাও। [অবতরণ] আল্লার নাম কর সোলেমান।

বালকবেশিনী জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। আল্লার নাম কর ঔরংজীব।

সোলেমান তাহার হাত ধরিলেন

সোলেমান। এ কে? জহরৎ উন্নিসা!!!

জহরৎ। ছেড়ে দাও। কে তুমি? পাপাত্মাকে আমি বধ কর্ব্ব। ছেড়ে দাও—দাও!!

সোলেমান। সে কি জহরৎ! ক্ষান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পার্ত্তাম ত সম্মুখ যুদ্ধে এর শির নিতাম; কিন্তু হত্যা—মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব! পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ! চলে' যাও! আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেবো! ছেড়ে দাও, ঐ—ভণ্ড, দস্যু, ঘাতক—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

ঔরংজীব। মহৎ উদার যুবক!—যাও তোমায় আমি বধ কর্ব্ব না! শায়েস্তা খাঁ, একে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।—আর দারার কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাকান রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি।
সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নিয়তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে শেষে যে এই বন্য আরাকানের রাজার আশ্রয়ে এনে ফেল্‌বে তা কে জান্‌তো!

পিয়ারা। আবার কোথায় যে নিয়ে যাবে তাই বা কে জানে?

সুজা। বন্য রাজা কি রটিয়েছে জানো?

পিয়ারা। কি! খুব জাঁকালো রকম কিছু একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বল কি রটিয়েছে? শুনবার জন্য হাঁপিয়ে ম'রে যাচ্ছি!

সুজা। বর্ব্বর রটিয়েছে যে আমি চল্লিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে এসেছি—আরাকান জয় কর্ত্তে।

পিয়ারা। বিশ্বাস কি!—শুনেছি ব্যক্তিয়ার খিলিজি সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালা দেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব। ওটা কেউ বিদ্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারি যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা! রাজা কি আজ্ঞা দিয়েছে জানো? রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে' যেতে আজ্ঞা দিয়েছে!

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব একটা ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন।

সুজা। পিয়ারা, তুমি কি কঠিন, ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নাম্‌বে না' এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস কর্ত্তে নেই বুঝি? আগে বল্‌তে হয়। আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ গম্ভীর হ'য়ে শোনো! আর এক কথা শুন্‌বে? শোনো যদি, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌বে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে, সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছুট্‌বে।

পিয়ারা। ও বাবা!

সুজা। তবে বলি শোনো!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্য স্বরূপ কি চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তব্ধ হয়ে' রৈলে যে, কর পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়। আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ও রকম ক'রো না। আমি ক্ষেপে যাবো। এটা তোমার কাছে পরিহাস হ'তে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্ম্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধ হয়!

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পৎ, সর্ব্বস্ব—ইহকাল পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করি নি—আজ করলাম।

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি পরিহাস কর্চ্ছ!

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজপক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মত কেউ উচ্ছন্ন যায় নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি! তুমি শুধু মুখে পরিহাস কর্চ্ছ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে গুমুরে মরে' যাচ্ছো! তোমার মুখে হাসি চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছ! না! কে বল্লে আমার চোখে জল! এই নাও, [চক্ষু মুছিলেন] আর নেই।

সুজা। এখন কি কর্ব্বে ভেবেছো?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমায় ভালোবাসো ত ও মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোন—আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না! ঔরংজীবের দ্বারস্থ হব?—না। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি! কথা কচ্ছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাব্‌ছি!

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। [ক্ষণেক ভাবিয়া] কিন্তু পুত্র কন্যারা?

সুজা। কি?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না! আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়—তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সঙ্গে যাই?

সুজা। সুখে মর্ত্তে' পারি।—না, আমার জন্য তুমি মর্ত্তে' যাবে কেন!

পিয়ারা। না তাই হোক্‌।—কাল প্রভাতে আমাদের নির্ব্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর; করে' বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মর্ব্ব। আর পুত্র কন্যারা—তা'রা নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা কর্ব্বে আশা করি।—কি বল?

সুজা। বেশ; কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?

পিয়ারা। তদ্ভিন্ন উপায় কি! তুমি মরে' গেলে আমাকে কে রক্ষা কর্ব্বে! আজ তুমি এতদিন বীরের মত জীবন ধারণ করেছো,

বীরের মত মর! এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মর্ব্ব।

পিয়ারা। তবে আমাদের ইহ জীবনের এই শেষ মিলন রাত্রি?

সুজা। আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে' থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও—স্বর্গ মর্ত্ত্যে নেমে আসুক' ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্য্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে' দাও। রোস, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে' আসি। আজ সারা রাত্রি ঘুমাবো না।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। মৃত্যু! তাই হোক্! মৃত্যু—যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখদুঃখের সমাধি; মৃত্যু—যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয় না; যে স্তব্ধতা এখানে আর ভাঙ্গে না। মৃত্যু—মন্দ কি! একদিন তো আছেই। তবে দিন থাক্‌তে মরা ভালো। আজ তবে এই রূপ নির্ব্বাণোম্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে' উঠুক, এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক; আজিকার সুখ বিপদের মত কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মত কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে মরে' যাক্! আজ আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সাজাহানের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি।
বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ
সাজাহান ও জহরৎ উন্নিসা

সাজাহান। কা'র সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট্ সাজাহান, আমি স্বয়ং তা'কে পাহারা দিচ্ছি! কা'র সাধ্য!—ঔরংজীব?—তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক: ত ঝড় ওঠে: যদি বলি যে বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়ে।

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। উঃ কি গর্জ্জন! বাহিরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে এই অর্দ্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে। [মেঘগর্জ্জন] ঐ আবার!

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি, ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তা'রা আস্‌ছে—তা'রা আস্‌ছে।—যুদ্ধ কর্ব্ব! রণ-বাদ্য বাজাও! নিশান উড়াও!—ঐ তা'রা আস্‌ছে। দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের দূত! আমায় চিনিস্ না! আমি সম্রাট্ সাজাহান। সরে দাঁড়া!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা, উত্তেজিত হবেন না! চলুন, আপনাকে শুইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না! আমি সরে' গেলেই তারা দারাকে বধ কর্ব্বে।—কাছে আসিস্ না খবর্দ্দার!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস্ না। তোদের নিশ্বাসে বিষ আছে; সে নিঃশ্বাস বদ্ধ জলার বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোস্‌নে বলছি।

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা! রাত্রি গভীর। শোবেন আসুন।

জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কি করুণ দৃশ্য! পিতৃহারা বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অথচ তা'র নিজের বুকের মধ্যে ধুধু করে' আগুন জ্বলে যাচ্ছে। কি করুণ! দেখে যাও ঔরংজীব! তোমার কীর্ত্তি দেখে যাও!

জহরৎ। পিসীমা! তুমি উঠে এলে যে?

জাহানারা। মেঘের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল!—বাবা আবার উন্মাদের মত বক্‌ছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসীমা।

জাহানারা। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি; কিন্তু এবার জ্ঞান হ'তে বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে কর্লে! কে কর্লে!

জহরৎ। কি ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। মেরেছে! মেরেছে! ঐ রক্ত

ছুটে বেরোচ্ছে! ঘর ভেসে গেল!—দেখি! [ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত-রক্তে হস্ত দু'খানি মাখিয়া] এখনও গরম—ধোঁয়া উঠ্‌ছে।

জাহানারা। বাবা! এত রাত্রি হয়েছে, এখনও শো'ন্ নি?

সাজাহান। ঔরংজীব! আমার পানে তাকিয়ে হাস্‌ছো! হাস্‌ছো!—না দুরাত্মা! তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত যোড় করে' দাঁড়া!—কি! ক্ষমা চাচ্ছিস্?—ক্ষমা! ক্ষমা নাই! আমার পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব ভেবেছিস?—না! তোকে তুষানলে দগ্ধ কর্ব্বার আজ্ঞা দিলাম! যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শো'ন্ গে যান্!

জহরৎ। আসুন দাদা আমার!

হাত ধরিলেন

সাজাহান। কি মমতাজ! তুমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছ! না আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারে নি। ঘুমোন্ গে যান্।

সাজাহান। মারে নি? মারে নি—সত্য, মারে নি? তবে এ কি দেখ্‌লাম! স্বপ্ন?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো; কিন্তু বড় দুঃস্বপ্ন! যদি সত্য হয়!—কি জহরৎ! কাঁদছিস্ যে!—তবে এ স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন নয়!—ও—হো—হো—হো—হো—!

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। একি হচ্ছে বাইরে! আজ রাত্রিই কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি!—সব ক্ষেপে গিয়েছে, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—সব ক্ষেপে গিয়েছে!—উঃ কি ভয়ঙ্কর রাত্রি!

সাজাহান। এ সব কি জাহানারা?

জাহানারা। বাবা! রাত্রি গভীর! ঘুমোন্। আপনি ত উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বুঝ্‌তে পেরেছি, বুঝ্‌তে পেরেছি!—বাইরে ও সব কি হচ্ছে জাহানারা?

জাহানারা। বাইরে একটা প্রলয় বহে' যাচ্ছে। ঐ—শুনুন বাবা—মেঘের গর্জ্জন! ঐ শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন বাতাসের হুঙ্কার! মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আস্‌ছে। আর ঝঞ্ঝা সেই বৃষ্টির ধারা মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে! পৃথিবী নীরব হয়ে' সব সহ্য কর্ব্বে। ও তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন!—ও তোদের বুকে করে' মানুষ করেছিল কেন! তোরা বড় হইছিস্। আর মান্‌বি কেন!—ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কর্ব্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্বমন কর্ব্বে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। সে সমুদ্রতরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠ্‌বে! উঠুক, সে তরঙ্গ তার নিজের বক্ষের উপরেই দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়বে; তার অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পে সে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠ্‌বে? কিছু ভয় নেই! তাতে সে নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—অথর্ব্ব বুড়ী বেটি! ও বেটি কেবল শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে' দলে' চষে' দিয়ে যা! ও কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—দে বেটারা!—মা, একবার গর্জ্জে উঠ্‌তে পারো মা? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্য্যের প্রভায় জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হ'য়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছুট্‌কে যেতে পারো মা?—দেখি, ওরা কোথায় থাকে?

দন্তঘর্ষণ

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কি হবে! শোবেন আসুন।

সাজাহান। সত্য মা—বৃথা! বৃথা! বৃথা!

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। উঃ! কি রাত্রি পিসীমা! উঃ কি ভয়ঙ্কর!

সাজাহান। ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বা'র করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার গর্জ্জন!—মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গর্জ্জন

কচ্ছ'? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে' দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমার পিছনে ঐ সূর্য্য, নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে পারো?

মেঘগর্জ্জন

জাহানারা। ঐ আবার!

তিনজনে একত্রে। উঃ! কি রাত্রি!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত।
সোলেমান ও মহম্মদ

সোলেমান। শুনেছো মহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদণ্ড হয়েছে?

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক ব্যক্তি ছিলেন এই কাকা' আজ তাঁরও শেষ হ'লো!

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মহম্মদ। ঠিক জানি না! কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হ'ন, কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হ'ন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে!

সোলেমান। তা হ'লে তাঁর পরিবারের আর কেউ রৈল না!

মহম্মদ। না।

সোলেমান। তোমার স্ত্রী শুনেছে?

মহম্মদ। শুনেছে। কাল সারারাত্রি কে'দেছে; ঘুমায় নি।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার এত বড় দুঃখ! সৈতে পাচ্ছ'?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় সুখ! পিতা-মাতার উদ্দেশে বেরিয়েছিলে; আর দেখা হ'লো না।

সোলেমান। আবার সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর!—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এই রকম দগ্ধ কর্ত্তে! কোথায় আমায় সান্ত্বনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা। যদি এই বক্ষের রক্ত দিলে তোমার কিছুমাত্র সান্ত্বনা হয় ত বল আমি ছুরি এনে এইক্ষণেই আমার বুকে বসিয়ে দিই।

সোলেমান। সত্য বলেছো মহম্মদ। এ দুঃখে সান্ত্বনা নাই। সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো—দাও!

মহম্মদ। এমন কোন এক ঔষধ নাই কি দাদা! এমন একটা বিষ নাই যে—

সোলেমান। ঐ দেখ মহম্মদ!—সিপারকে দেখ!

সেতুর উপর সিপারের প্রবেশ

সোলেমান। ঐ দেখ ঐ বালককে—আমার ছোট ভাই সিপারকে দেখ। দেখ ঐ মূক স্থির-মূর্ত্তি! বুকের উপর বাহু বন্ধ করে' একদৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্ব্বাক! এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখনো দেখেছো মহম্মদ?—এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাব্‌তে পারো?

মহম্মদ। উঃ কি ভয়ানক!—সত্য বলেছো! আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়; কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে, তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠে, অমনি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হ'য়ে যায়।

সোলেমান। ঐ দেখ চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করে', দুই হস্ত মর্দ্দন কচ্ছে'! যেন যন্ত্রণায় হাহাকার কর্ত্তে চাচ্ছে, তবু বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছে না!—সিপার! সিপার! ভাই!

সিপার একবার সোলেমানের দিকে চাহিয়া পরে চলিয়া গেল

মহম্মদ। দাদা!

সোলেমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা কর।

সোলেমান। তোমার দোষ কি!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা কর! এত পাপের ভার পিতা সৈতে পার্ব্বে না। তাই তার অর্দ্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম! আমি ঘোরতর পাপী! আমায় ক্ষমা কর।

জানু পাতিলেন

সোলেমান। ওঠো ভাই। মহৎ, উদার, বীর। তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব আমি! তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য সইছ! আমি শুধু হত-ভাগ্য।

মহম্মদ। তবে বল আমার প্রতি তোমার কোন বিদ্বেষ নাই। ভাই বলে' আমায় আলিঙ্গন কর।

সোলেমান। ভাই আমার!

আলিঙ্গন

মহম্মদ। ঐ দেখ তা'রা কাকাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্চে!

সোলেমান সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—সেতুর উপরে প্রহরিগণ-বেষ্টিত মোরাদ প্রবেশ করিলেন

মোরাদ। [উচ্চৈঃস্বরে] আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই; কিন্তু ঔরংজীব বাদ যায় কেন?

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না! নিক্তির ওজনে ফিরে যাবে!

সোলেমান। ও কা'র স্বর?

মহম্মদ। আমার স্ত্রীর।

নেপথ্যে। তা'র যে শাস্তি আস্‌ছে, তা'র কাছে তোমার এ শাস্তি ত পুরস্কার।—কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।

মোরাদ। [সোল্লাসে] তা'রও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্যভূমিতে নিয়ে চল! আর দুঃখ নাই—

সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন

সোলেমান। মহম্মদ! এ কি! তুমি যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছো? কি দেখ্‌ছো?

মহম্মদ। নরক। এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কি রকম খোদা?

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি।
ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। যা করেছি—ধর্ম্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত—[বাহিরের দিকে চাহিয়া] উঃ কি অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!—এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূরে কর্ত্তে পার্চ্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, [দীর্ঘনিশ্বাস] উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! [পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া] ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির? -সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তা'রা আবার। আমায় ঘিরে নাচ্‌ছে!—কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও—ঐ মোরাদেব কবন্ধ। আমায় ডাকছে; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাস্‌ছে—এ কি সব!—ওঃ! [চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া] যাক্! চলে গিয়েছে!—উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে! মাথার উপর যেন পর্ব্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরংজীব। [চমকিয়া] দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। এ সব কি দেখলাম?—জানো?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি।—তবে আরম্ভ হয়েছে?

ঔরংজীব। কি?

দিলদার। অনুতাপ! জান্‌তাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতির কি বেশী দিন সয়? সয় না।

ঔরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম দিল-দার?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্ম্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্য্যুপরি এই ভ্রাতৃহত্যা! এত বড় পাপ কি অমনি যাবে?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজীর বিচার!

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্ত্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মার্‌তে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠ্‌বে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে! কে

তুমি দিলদার যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব? আমি মিৰ্জ্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী!—এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব। আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে, ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো। ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্চ্ছলাম? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চল্লাম সম্রাট্।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। জনাব!

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পার্ব্বে না ঔরংজীব!—আমি চল্লাম। তবে একটা কথা বলে যাই'। মনে ভাব্‌ছো যে এই জীবনসংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি।—অধঃপতন। তুমি যত ভাব্‌ছো উঠ্‌ছো, সত্যসত্য তুমি ততই পড়ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন শাদা চোখে দেখ্‌বে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহা ব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠ্‌বে। মনে রেখো।

[প্রস্থান।

[ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—অপরাহ্ণ। জাহানারা, জহরৎ উন্নিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীবের মত এমন সৌম্য, সহাস্য মনোহর পাষণ্ড দেখেছো কি মা।

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসীমা! ভিতরে এত ক্রুর, বাহিরে এত সরল; ভিতরে এত প্রবল, বাহিরে এত স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাহিরে এত মধুর।—এও কি সম্ভব! আমার ভয় হয়!

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যাই যে, মানুষ এমন হাস্‌তে পারে—আর সংগে সংগে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কইতে পারে—যখন সংগে সংগে অন্তরের বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাত জোড় কর্ত্তে পারে—যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কর্চ্ছে।—বলিহারি!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দাকে এই রকম বন্দী করে' রেখেছেন অথচ রাজকার্য্যে তাঁর উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর পুত্রদের একে একে হত্যা কর্চ্ছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁর ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সংকোচ!—অদ্ভুত! ঐ যে ঠাকুর্দ্দা আস্‌ছেন।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীব এ রত্ন সব পাছে চুরি ক'রে নেয়—তাই আমি পরে' পরে' বেড়াচ্ছি। কেমন দেখাচ্ছে! [জহরৎকে] আমাকে তোর বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন! উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মত এসে চলে' যাচ্ছে।

সাজাহান। [সহসা গম্ভীর হইয়া] কিন্তু খবর্দ্দার! বিয়ে করিস্ নি। [নিম্নস্বরে] ছেলে হ'লে তোকে কয়েদ করে' রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে! বিয়ে করিস্ না!

জাহানারা। দেখছো মা। এ উন্মত্ততা নয়। এর সংগে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।

জহরৎ। জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উম্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেংগে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে!—উঃ বড় করুণ!

[চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

সাজাহান। আমি উন্মাদ নই জাহানারা!

গুছিয়ে বল্‌তে পারি—চেষ্টা কর্লে গুছিয়ে বল্‌তে পারি!

জাহানারা। তা জানি বাবা।

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য্য! দারা, সুজা, মোরাদ—সবাইকে মার্লে? আর তাদের একটা ছেলেও রৈল না প্রতিহিংসা নিতে!—সব মার্লে!

ঔরংজীবের প্রবেশ

সাজাহান। এ কে? (সভীত বিস্ময়ে) এ—যে সম্রাট্!

জাহানারা। [আশ্চর্য্যে] তাই ত, ঔরংজীব!

ঔরংজীব। পিতা!

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেবো না, দেবো না! এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে' ফেল্‌বো।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। [সম্মুখে আসিয়া] না পিতা, আমি মণিমুক্তা নিতে আসি নি।

জাহানারা। তবে বোধ হয় পিতাকে বধ কর্ত্তে এসেছো! পিতৃহত্যাটা আর বাকি থাকে কেন! হ'য়ে যাক্।

সাজাহান। বধ কর্ব্বে! আমায় হত্যা কর্ব্বে! কর ঔরংজীব! আমাকে হত্যা কর! তার বিনিময়ে এই সব মণিমুক্তা তোমায় দেবো; আর—মর্ব্বার সময় তোমায় এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্ব্বাদ করে' মর্ব্ব। এই লোল বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দাও।

ঔরংজীব। [সহসা জানু পাতিয়া] আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী কর্ব্বেন না পিতা! আমি পাপী। ঘোরতর পাপী। সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তা'র সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ। সত্য, শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ।

জাহানারা। ঔরংজীব! ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এখানে একজন আছে সে তোমায় বেশ জানে। নূতন কি শয়তানী মতলব করে' এসেছো বল! কি চাও এখানে?

ঔরংজীব। পিতার মার্জ্জনা।

জাহানারা। মার্জ্জনা! এটা ত খুব নূতন রকম করেছো ঔরংজীব!

ঔরংজীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তব্ধ হও।

সাজাহান। বলতে দেও জাহানারা। বল। কি বল্‌তে চাও ঔরংজীব?

ঔরংজীব। কিছু বলতে চাই না। শুধু আপনার মার্জ্জনা চাই।

জাহানারা ব্যঙ্গ-হাসি হাসিলেন

ঔরংজীব। [একবার জাহানারার পানে চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন] যদি এ প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, ত পিতা আসুন আমার সঙ্গে; আমি এই দণ্ডে প্রাসাদ দুর্গের দ্বার খুলে দিচ্ছি; আর আপনাকে আগ্রার সিংহাসনে সর্ব্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন কর্চ্ছি। এই আমার রাজমুকুট পদতলে রাখ্‌লাম।

এই বলিয়া ঔরংজীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের পদতলে রাখিলেন

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে, গলে' যাচ্ছে।

ঔরংজীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন

সাজাহান। পুত্র!

ঔরংজীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু মুছিলেন

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরংজীব!

সাজাহান। কথা কস্ নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি? হা রে বাপের মন! এতদিন ধরে' তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে' এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্চ্ছিলি! এক মুহূর্ত্তে এই ক্রোধ গলে' জল হ'য়ে গেল।

ঔরংজীব। আসুন পিতা — আপনাকে আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট হ'য়ে বস্‌তে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তা মুকুট তোমার! আর মার্জ্জনা! ঔরংজীব—

ঔরংজীব। না সে সব মনে কর্ব্ব না! ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌লাম।

চক্ষু ঢাকিলেন

জাহানারা। পিতা! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা!

সাজাহান। চুপ! জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিস্‌ নে। তাদের তো আর ফিরে পাবো না। সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছি। দেখেছিস্‌ ত—একদিন সুখী হ'তে দে! তুইও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর মা।

ঔরংজীব। আমাকে ক্ষমা কর ভগ্নী।

জাহানারা। চাইতে পার্চ্ছ? পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!

সাজাহান। তোর মত মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর্‌। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাক্‌তো, সে কি কর্ত্ত জাহানারা? —তাই সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে। কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্‌ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্‌ ঐ আকাশের দিকে—দেখ্‌ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্‌ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্‌ সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ্‌ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর-কাহিনী—ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্‌—সে কি করুণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর—আর ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌ যে—এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস্‌—সে তত খারাপ নয়। জাহানারা!

জাহানারা। ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলো। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা কর্লাম।

মুখ ঢাকিলেন

বেগে জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি কর্ব্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি; ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মত তোমার আহারে বিহারে—তোমার পিছনে পিছনে ফিরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্ব্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভি-শাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়-বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর এই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্ব্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।

সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির অবনত করিলেন

যবনিকা পতন

মেবার-পতন

পুরুষ-চরিত্র

রাণা অমরসিংহ (মেবারের রাণা)। সগরসিংহ (অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত)। মহাবৎ খাঁ (মোগল-সেনাপতি, সগরসিংহের পুত্র)। অরুণসিংহ (সত্যবতীর পুত্র, মহাবৎ খাঁর ভাগিনেয়)। গোবিন্দসিংহ (রাণা অমরসিংহের সেনাপতি)। অজয়সিংহ (গোবিন্দসিংহের পুত্র)। হেদায়েৎ আলি খাঁ, আব্দুল্লা (মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়)। মহাবাজ গজসিংহ (মাড়বারের অধিপতি)। হুসেন (হেদায়েৎ আলির অধীন কর্ম্মচারী)।

স্ত্রী-চরিত্র

রাণী রুক্মিণী (রাণা অমরসিংহের স্ত্রী)। মানসী (অমরসিংহের কন্যা)। সত্যবতী (সগর-সিংহের কন্যা)। কল্যাণী (মহাবৎ খাঁর স্ত্রী ও গোবিন্দসিংহের কন্যা)।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহের কুটীর।
কাল—মধ্যাহ্ন।
গোবিন্দসিংহ ও তাঁহার পুত্র অজয়সিংহ
দাঁড়াইয়াছিলেন

গোবিন্দ। মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে, এ কথা রাণা কার কাছে শুনেছেন অজয়?

অজয়। তা জানি না পিতা।

গোবিন্দ। রাণা কি বল্লেন?

অজয়। রাণা বল্লেন যে, তাঁর ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি কাল প্রভাতে সভাগৃহে তাই সামন্তদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাকেও পাঠিয়েছেন।

গোবিন্দ। আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য?

অজয়। মন্ত্রণা করা।

গোবিন্দ। সন্ধি সম্বন্ধে?

অজয়। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। সন্ধির মন্ত্রণা ত পূর্ব্বে কখন করি নাই অজয়! পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে' যুদ্ধই করে' এসেছি। আমি জানি—তরবারির ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বের হ্রেষা, মৃত্যুর আর্ত্ত-ধ্বনি। এই এত দিন দেখে এসেছি; শত্রুর সংগে সন্ধি দেখি নাই। কি করে' সন্ধি করে তা ত জানি না অজয়!

অজয় নীরব রহিলেন

গোবিন্দ। [মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে আবার কহিলেন]—রাণা সন্ধি কর্ত্তে চান কেন, কিছু বলেছেন?

অজয়। রাণা বল্লেন যে, এই কয় বৎসরে মেবার সমৃদ্ধিশালী হয়েছে; কেন ধনধান্যপূর্ণ সুশ্যামল রাজ্যে আবার রক্তস্রোত বহান।

গোবিন্দ। তাই মোগলের পাদুকা যেচে নিয়ে শিরে বহন কর্ত্তে হবে? জানি! যখন বিলাস এসে স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের স্থান সবলে অধিকার কর্লো। তখনই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহুদূরে নয়! সে মহাপুরুষ মরবার সময় বলে-ছিলেন যে, তাঁর পুত্র অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। মোগলও ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত হ'য়েছে।—এবার যাবে। সব যাবে।

অজয়। রাণাও তাই বল্‌ছিলেন যে, এখন মোগলের শক্তি সংহরণ করা মেবারের পক্ষে অসম্ভব; তবে আর বৃথা রক্তপাত কেন?

গোবিন্দ। তোমারও কি সেই মত অজয়? দাস হব বলে, কি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবো?—অজয়, মোগল দিল্লীর রাজা, জানি। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, জানি। কিন্তু মেবার রাজ্য এখনও স্বাধীন। গোবিন্দসিংহ জীবিত থাকতে সে স্বাধীনতা বিক্রয় কর্ব্বে না। মেবারের যে রক্তধ্বজা সপ্তদশ বর্ষ ধরে', সহস্র ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত তুচ্ছ করে' মেবারের গিরি-প্রাকারে সদর্পে উড়েছে—আজ সে শুদ্ধ

মোগলের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে নেবে যাবে? কখনও না।—বলগে রাণাকে, আমি যাচ্ছি।

[অজয়ের প্রস্থান।

অজয়সিংহ চলিয়া গেলে গোবিন্দসিংহ দেওয়াল হইতে তাঁহার কোষবদ্ধ তরবারিখানি লইলেন; তরবারি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিলেন, পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

"প্রিয় সঙ্গী আমার! দেখো, তুমি আমার হাতে থাকতে মহারাণা প্রতাপসিংহের অপমান না হয়। প্রিয়তম! এতদিন তোমায় ভুলে ছিলাম, তাই বুঝি তুমি এত মলিন! ক্ষুব্ধ হোয়ো না বন্ধু! এবার তোমায় এই মেবার-যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে যাবো। মোগলের সদ্যঃ উষ্ণ রক্ত পান করাবো। আমায় ক্ষমা কর প্রাণাধিক। আমায় আলিঙ্গন কর—"

বুকে তরবারিখানি রাখিলেন। পরে তাহাকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া ঘুরাইতে চেষ্টা করিলেন। পরে কহিলেন—

"না, হাত কাঁপে। বুঝি আর তোর মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে পারি না। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।"

গোবিন্দ তরবারি রাখিয়া বসিলেন, দুই হস্তে মাথার দুই দিক ধরিয়া বিশ্রাম করিলেন। তাঁর চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পরে কহিলেন—

"ঈশ্বর! ঈশ্বর! কি কল্লে!"

পরে উঠিয়া আবার তরবারি লইলেন। এমন সময় তাঁহার কন্যা কল্যাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন

কল্যাণী। বাবা? ও কি?

গোবিন্দ। দেখ্ কল্যাণী—

কল্যাণী। না, ও তরবারি রেখে দাও বাবা। আজ হঠাৎ তোমার হাতে তরবারি কেন? তোমার ও মূর্ত্তি দেখ্লে আমার ভয় করে, রেখে দাও বাবা!

গোবিন্দ থামিলেন। পরে তরবারির অগ্রভাগ ভূমির উপর স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া কল্যাণীকে কহিলেন—

"দেখ্ কল্যাণী, কি ভয়ঙ্কর! কি সুন্দর! এ কি চায় জানিস্?"

কল্যাণী। কি?

গোবিন্দ। রক্ত।

কল্যাণী। কার?

গোবিন্দ। মুসলমানের।

কল্যাণী। কেন মুসলমানের প্রতি তোমার এই আক্রোশ বাবা?

গোবিন্দ। কেন? তোর জন্মভূমি মেবারকে জিজ্ঞাসা কর—কেন? এই সপ্তদশ বর্ষ ধরে' এই স্বাধীন রাজ্যটুকু গ্রাস কর্‌বার জন্য সে জাতি পুনঃ পুনঃ রাক্ষসের মত ধেয়ে এসেছে; আর শৈলাপহত সমুদ্রতরঙ্গের মত পুনঃ পুনঃ পদাহত হ'য়ে ফিরে গিয়েছে। কি অপরাধ করেছে এই মেবার? যখন ক্ষমতামদাক্ষিপ্ত হয়, তখন সে আর ন্যায়ের বাধা মানে না। তখন এই তরবারিই তাকে রোখে।—কিন্তু হায়, আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি কল্যাণী, বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন

গোবিন্দ। কি! কাঁদ্‌ছিস্ কল্যাণী? ভয় পেয়েছিস্? এই নে তরবারি কোষবদ্ধ কর্‌লাম! ভয় কি! [কথাবৎ কার্য্য] যা মা—ভিতরে যা। আমি আসছি।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। যদি জান্তে বাবা! যদি বুঝ্‌তে'—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের পথ। কাল—অপরাহ্ণ।
সত্যবতী ও চারণের দল গাহিতেছিল

গীত

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট্ দৈন্য দুঃখে, তাহার
শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে যেই দাবাগ্নি
সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে
যবন-সৈন্য ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
রঞ্জিত করি কাগার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে
ম্লেচ্ছ রাজার গর্জ্জনীর
হরিয়া আনিল কন্যা কাহার
বিজয় গর্ব্বে বাপ্পা বীর।

মেবার পাহাড়—উড়িয়ে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর;
সবার সবার হইতে মধুর
যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে
গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে
সুরভিস্নিগ্ধ পবন ধীর।
মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার
রক্ত পতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির,
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া
ভাসায় যাহার কানন তীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া
ঘুমায় অঙ্গে রমণী-শ্রীর।
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে
কে সম মেবার সুন্দরীর!
মেবার পাহাড়—উড়িয়ে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

এই সময়ে অজয়সিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

সত্যবতী। তুমি একজন রাজসৈনিক?

অজয়। হাঁ মা! আমি একজন মেবারের সৈন্যাধ্যক্ষ।

সত্যবতী। দাঁড়াও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যা শুনেছি, তা কি সত্য?

অজয়। কি মা?

সত্যবতী। যে, মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ করেছে?

অজয়। করে নি। তবে রাণা যদি সন্ধি না করেন ত আক্রমণ কর্ব্বে। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন, সেই কথা জান্‌বার জন্য মোগল সেনাপতি দূত পাঠিয়েছেন।

সত্যবতী। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?

অজয়। আমরা রাণার আজ্ঞাবহ। যুদ্ধ কি সন্ধি সে রাণার ইচ্ছা অনিচ্ছা।

সত্যবতী। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন, সে বিষয় কিছু জান?

অজয়। না। তবে রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করতে পিতাকে ডেকে আন্‌বার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

সত্যবতী। তোমার পিতা কে?

অজয়। মেবার-সেনাপতি গোবিন্দসিংহ।

সত্যবতী। ওঃ! সেনাপতি গোবিন্দসিংহ তোমার পিতা! তাঁর কি ইচ্ছা অবগত আছ?

অজয়। তাঁর ইচ্ছা যুদ্ধ করা।

সত্যবতী। উত্তম; যাও।

[অজয়সিংহ প্রস্থান করিলেন।

সত্যবতী। সন্ধি! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র বাস্তবিক মোগলের সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বার কল্পনাও কর্ত্তে পারেন! হ'তে পারে না। নিশ্চয় কোন ভ্রম হয়েছে। তোমরা সকলে ঐ তরুতলে আমার অপেক্ষা কর। আমি আসছি!

[চারণের দল ও সত্যবতী বিভিন্ন দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরে মেবারের রাজসভা। কাল—প্রভাত। সিংহাসনারূঢ় রাণা অমরসিংহ; তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে তাঁহার সামন্তগণ; গোবিন্দসিংহ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন

জয়সিংহ। রাণা! যখন মোগল-সৈন্য মেবারের দ্বারদেশে, তখন মেবারের কর্ত্তব্য কি, সে বিষয়ে রাজপুতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো।

রাণা। জয়সিংহ! এই ক্ষুদ্র জনপদ আজ কি সাহসে ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাট্ মোগলবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে?

কেশব। ক্ষত্রিয়-শৌর্য্যের সাহসে রাণা!

কৃষ্ণদাস। কি সাহসে রাণার পিতা স্বর্গীয় প্রতাপসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

রাণা। প্রতাপসিংহ? তিনি মানুষ ছিলেন না।

শঙ্কর। তিনিও রাজপুত ছিলেন।

রাণা। না শঙ্কর! তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না। তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন —একটা দৈব শক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কোথা থেকে এসেছিলেন

কোথায় চলে' গেলেন, কেউ জানে না। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না শঙ্কর।

কৃষ্ণদাস। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না, স্বীকার করি। কিন্তু রাণা প্রতাপ-সিংহের পুত্র তাঁর পদানুসরণও কর্ব্বেন, আশা করা যায়। প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন, আর তাঁর পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে?

রাণা। কৃষ্ণদাস, সে একটা সুন্দর অনুভূতিমাত্র; এই কয় বৎসরে মেবারবাসীরা ধনী, সুখী, সম্পদশালী হয়েছে। রাজ্যে একটা গভীর শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে। শুদ্ধ একটা অনুভূতির খাতিরে এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা হারাবো? যখন একটা নামমাত্র কর দিলেই এই হত্যাকান্ড থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শঙ্কর। কর দিব রাণা? কাকে? কে মোগল? কোথা থেকে এসেছে? কি স্বত্বে তারা ভগবান রামচন্দ্রের বংশধরের কাছে কর চায়?

রাণা। শঙ্কর! সামান্য একটা কর দিয়ে এই সুখশান্তি স্বচ্ছন্দতা অক্ষুণ্ণ রাখা শ্রেয়, না—কর না দিয়ে তা হারান ভাল? তুমি কি বিবেচনা কর গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দসিংহ চমকিয়া উঠিলেন; পরে কহিলেন

—"আমি কি বিবেচনা করি রাণা? আমি কিছু বিবেচনা করি না। আমি এ সব কিছু বুঝি না। সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা কাকে বলে, আমি তা জানি না। আমি শুদ্ধ দুঃখ জানি। বাল্যকাল হ'তে দুঃখের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, বিপদের ক্রোড়ে আমি লালিত! রাণা, আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে' রাণার স্বর্গীয় পিতা প্রতাপসিংহের সঙ্গে অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, অনাহারে, অনিদ্রায় ভ্রমণ করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি সেই মহাত্মার পদতলে বসে' দারিদ্র্যের ব্রত অভ্যাস করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি। কি সে সুখ! পরের জন্য দুঃখভোগ—কি সে সুখ। কর্ত্তব্যের জন্য দারিদ্র্যভোগ কি মধুর! প্রভাতসূর্য্যের কনক-রশ্মি যেমন স্নেহে দরিদ্রের কুটীরের উপর এসে পড়ে, তেমন স্নেহে এসে বুঝি আর কোথাও পড়ে না।—রাণা, আমার কি দিনই গিয়েছে!"

জয়সিংহ। বল গোবিন্দসিংহ। চুপ কল্লে যে? বল। আবার বল।

গোবিন্দ। কি আর বল্‌বো জয়সিংহ। তার পর—তার পর, সেই মেবারে সেই দেবতার কুটীরগুলি ভেঙে সম্ভোগের নাট্যভবন নির্ম্মিত হ'তে দেখেছি। সেই মহাত্মার মন্দির চূর্ণ করে' তারই প্রান্তরে ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ গঠিত হ'তে দেখেছি। তাঁর সেই মহৎ, তাঁর সেই কীর্ত্তি-পবিত্র, তাঁর সেই জয়ধ্বনি মুখরিত শৈলচ্ছায়ে বিলাসের নিকুঞ্জবন রচিত হতে দেখেছি। আমার এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্ত্বকে আকাশে মিশিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে! আর কি আছে জয়-সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি। এখন দেখ্‌ছি একটা ম্রিয়মাণ গৌরব মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ-নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।

কেশব। তুমি জীবিত থাক্‌তে সে গৌরব ম্লান হবে না গোবিন্দসিংহ।

গোবিন্দ। আমি! আমি আজ আর কি কর্ব্বো কেশব রাও? আজ আর আমার সেদিন নাই। আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি। এই জরা-বিকম্পিত হস্তে আমার সে তরবারি আর সোজা ধরে রাখ্‌তে পারি না। এই পঞ্জরের ক্ষীণ অস্থি ক'খানা আর এই লোল দেহকে খাড়া করে' তুলে রাখ্‌তে পার্চ্ছে না। নিদাঘের সূর্য্যোজ্জ্বল দিবালোকে আর এই ছায়া-ধূসরিত জগৎকে দীপ্ত কর্ত্তে পার্চ্ছে না। তবু এখনও ইচ্ছা করে রাণা—যে, আবার সেই পর্ব্বতে অরণ্যে ছুটে যাই, মায়ের জন্য আবার সেই মধুর দুঃখ ভোগ করি, ভাইয়ের জন্য আবার বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াই। ঈশ্বর! দুঃখ সহিবার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নিলে!

গোবিন্দসিংহ নীরব হইলে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে রাণা কহিলেন

"কিন্তু গোবিন্দসিংহ, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মোগল-সম্রাটের কাছে শির নত করেছে। আজ রাজ-পুতানার মধ্যে এক ক্ষুদ্র মেবার এই বিপুল বিশ্ববিজয়িনী বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? কি বল গোবিন্দসিংহ?"

গোবিন্দ। রাণা! আমার যা বক্তব্য ছিল, তা বলেছি। আর আমার কিছু বক্তব্য নাই।

রাণা। সামন্তগণ! আমার বিবেচনায় এ যুদ্ধ নিষ্ফল। আমরা মোগল-সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বো। মোগল-দূতকে ডাক দৌবারিক।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

গোবিন্দ। রাণা প্রতাপ! রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গ থেকে যেন এ কথা শুন্তে না পাও। বজ্র! তোমার ভৈরবস্বরে এ হীন উচ্চারণকে ঢেকে ফেল! মেবার! মোগল-প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাও।

মোগল দূতের প্রবেশ

রাণা। মোগল দূত! তোমাদের সেনাপতিকে বল যে, আমরা সন্ধি কর্ত্তে প্রস্তুত।

বেগে সত্যবতী প্রবেশ করিলেন

সত্যবতী। কখন না। সামন্তগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। রাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।

গোবিন্দ। কে তুমি মা! এই ঘনায়মান অন্ধকারে স্থির বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ালে, কে তুমি মা! এ কার মৃদু গম্ভীর বজ্রধ্বনি শুনচি?

রাণা। সত্য, কে আপনি?

সত্যবতী। আমি একজন চারণী! আমি মেবারের গ্রামে উপত্যকায় তাঁর মহিমা গেয়ে বেড়াই। এর চেয়ে আমার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

সামন্তগণ। আশ্চর্য্য!

সত্যবতী। সামন্তগণ! রাণা উদয়সাগরের প্রাসাদকুঞ্জে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব।

গোবিন্দ। এ কি! আমার দেহে কি নব-যৌবনের তেজ ফিরে এল। এ কি আনন্দ! এ কি উৎসাহ!—সামন্তগণ, প্রতাপসিংহের পুত্রকে এ অপযশ থেকে রক্ষা কর। দূর কর এ বিলাস, ভেঙে ফেল এ সব খেলনা।

এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ একখানি পিত্তল খণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নায় ছুড়িয়া মারিলেন। আয়নাখানি চূর্ণ হইল। গোবিন্দসিংহ কহিলেন—

"সামন্তগণ! অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও। [রাণাকে ধরিলেন] আসুন রাণা।"

রাণা। গোবিন্দসিংহ! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি! —মোগল-দূত, আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমার অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

সত্যবতী। জয় মেবারের রাণার জয়!

সকলে। জয় মেবারের রাণার জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ। কাল—প্রভাত।
সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ আব্-
দুল্লা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি হ'য়ে গিয়েছে?

হাঁ জনাব।

মহাবৎ। হেদায়েৎ? আপনি নিশ্চিত জানেন?

আব্দুল্লা। নিশ্চিত জানি। সম্রাট তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়েছেন।

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি!—তা হবে। আজকাল ত গুণের পুরস্কার হচ্ছে না—গুণের তিরস্কার হচ্ছে। আজ এই আর্দ্র আবর্জ্জনার যত ছত্রাক ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

আব্দুল্লা। সত্য কথা জনাব। হেদায়েৎ আলি খাঁ হ'লেন খাঁ খাঁনান—কারণ তিনি সম্রাটের ভগ্নীর পুত্র। আর—

মহাবৎ। তা হোন্, আপত্তি ছিল না; কিন্তু একটা বিরাট সৈন্য চালনা করা!—তার শালা এনায়েৎ সঙ্গে যাচ্ছে?

আব্দুল্লা। সম্ভব।

মহাবৎ। এনায়েৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। সম্রাট বোধ হয় হেদায়েৎকে নামে সেনাপতি করে' পাঠিয়েছেন। প্রকৃত সেনাপতি এনায়েৎ!

আব্দুল্লা। তবু যে নামেও সেনাপতি হবে, তার অন্ততঃ এরকম হওয়া চাই যে, সে বন্দুকের আওয়াজে ভয় না পায়।

মহাবৎ। যাক্—এবার মেবার যুদ্ধে যা হবে, তা গোড়াগুড়িই বোঝা যাচ্ছে।

আব্দুল্লা। আপনাকে মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য সম্রাট্ ডেকেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ সায়েদ সাহেব।

আব্দুল্লা। আপনি এ যুদ্ধে গেলেন না যে?

মহাবৎ। মেবার আমার জন্মভূমি। সম্রাট

আমায় বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, কাবুল, যে দেশ জয় কর্ত্তে পাঠান না কেন, আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু মেবার জয় করার প্রস্তাবটা আমার ঠিক পরিপাক হয় না।

আব্দুল্লা। সে কথা সত্য—মেবার যখন আপনার জন্মভূমি। তবে আজ যাই খাঁ সাহেব। বেলা হ'ল।—আদাব।

মহাবৎ। আদাব।

[আবদুল্লা প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ। এ উত্তম। হেদায়েৎ আলি খাঁ সেনাপতি, এ একটা তামাসা মন্দ নয়। ধ'রে বেঁধে ভিক্ষুককে নিয়ে জরির আসনওয়ালা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দেওয়া যায়, সে কতকটা এই রকম হয় বটে। [নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মোগল-শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী হুসেন শিবির প্রান্তে গল্প করিতেছিলেন

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয়-করা —হুসেন—হেঁঃ—দু'খানা মোরব্বা খাওয়ার চেয়েও সোজা।

হুসেন। জনাব! কাজটাকে যত সহজ মনে কর্চ্ছেন, সেটা তত সহজ নয়। এই সাত শ' বৎসর ধরে' মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই জনপদ সমানভাবে মাথা খাড়া করে' রয়েছে; কেউ তার মাথা নোয়াতে পারে নি—স্বয়ং সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত নয়।

হেদায়েৎ। আকবর! হেঁঃ—তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না তাই। হেঁ—সে সময় যদি খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর থাক্‌কেন! তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না, হুসেন।

হুসেন। কেন জনাব—মানসিংহ?

হেদায়েৎ। মানসিংহ আবার সেনাপতি! হেঁ—তা হ'লে—

খানসামার প্রবেশ

খানসামা। খানা তৈয়ারি খোদাবন্দ।

হেদায়েৎ। তা হ'লে আমার এই খানসামা জাফর মিঞাও সেনাপতি।—কি বল জাফর মিঞা?

খানসামা। খানা তৈয়ারি।

হেদায়েৎ। যুদ্ধ কর্ত্তে পারিস্?

খানসামা। এজ্ঞে মুর্গীর কোপ্তা।

হেদায়েৎ। তা জানি, মুর্গীর কোপ্তা যে তৈরি করেছিস্, তা বেশ করেছিস্। কিন্তু তা বল্‌ছি না! যুদ্ধ, যুদ্ধ।

খানসামা। কাবাব? আজ্ঞে—ভেড়ার।

হেদায়েৎ। বদ্ধ কালা! তা বেশ বলেছিস্—এবার আমরাও এদিকে ভেড়ার কাবাব বানাবো। যা—যাচ্ছি।

[খানসামার প্রস্থান।

হেদায়েৎ। হুসেন! এবার ভেড়ার কাবাব বানাবো।

হুসেন। কোন্ ভেড়ার?

হেদায়েৎ। কোন্ ভেড়ার আবার! এই রাজপুত! তারা ত একটা ভেড়ার পাল।

হুসেন। মাফ কর্ব্বেন জনাব, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পার্‌লেম না।

হেদায়েৎ। হুসেন! তোমার অনেক শিখ্‌বার আছে! এবার ত আমার সঙ্গে এসেছ। শেখো যুদ্ধ কাকে বলে, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে।

হুসেন। আজ্ঞে দেখি! বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে! এখন "মশায়" কি করেন দেখা যাক্।

হেদায়েৎ। হুসেন! তুমি বড় অসম্মান-সূচক শব্দ ব্যবহার কর্চ্ছ। মনে রেখো, আমি সেনাপতি। ইচ্ছা কর্‌লেই তোমার মুণ্ডটা কেটে দিতে পারি।

হুসেন। আজ্ঞে তা জানি। জনাব সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ আমি সেনাপতি। সেটা সর্ব্বদাই মনে রেখো।

হুসেন। তা রাখ্‌বো। তবে মেবার জয়টা—

হেদায়েৎ। আবার মেবার জয়! হুসেন! তুমি আমার নেহাৎ বন্ধু ব'লেই বলছি—এই মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ।

হুসেন। তা হ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি বল্‌তে হবে।

হেদায়েৎ। বিশেষ বড় নয়। যাও, আমি এখন খেতে যাই।

হুসেন প্রস্থানোদ্যত হইল, হেদায়েৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন

হাঁ, আর শোন হুসেন, সর্ব্বদা মনে রেখো যে আমি সেনাপতি।

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। যাও।

[হুসেন প্রস্থান করিল।

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয় করা। —হেঁ—গোটা দুই পটকা আওয়াজ করলেই কে কোথায় দৌড় দেবে এখনি। এদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরেব উদয়-সাগরের তীর।
কাল—প্রভাত।

মেবার-রাজকন্যা মানসী একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন

গীত

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে
এসেছি তোদের কাছে,
হৃদয়-ভরা প্রেম ল'য়ে আজ
এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব,
আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি,
কেবল তোদের ভালবাসা।
নাহিক আর বিরস হৃদয়
নাহিক আর অশ্রুরাশি,
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম,
হৃদয়ে জড়ায় হাসি,
ভাঙা-ঘরের শূন্য ভিতে
শুনবি না আর যে ভালোবাসে
কি দুঃখেতে কাঁদবে সে জন
প্রাণ ভরে দীর্ঘশ্বাসে;
আর যেন রে প্রাণের মতন
কাহারে বেসেছি ভালো,
উঠেছে আজ নতুন বাতাস
উঠেছে আজ মধুর আলো—

এক অন্ধ বালকের সহিত একটি ভিখারিণীর প্রবেশ

ভিখারিণী। ভিক্ষা দাও মা—

মানসী। এসো মা। এটি কি তোমার ছেলে?

ভিখারিণী। না, আমার বোনের ছেলে। বাছা জন্মান্ধ। বাছার মা নেই।

মানসী। বাপ আছে?

ভিখারিণী। সে দেশান্তরে গিয়েছে?

মানসী। আহা। আমায় ছেলেটি দেবে?

ভিখারিণী। ও যে আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না মা!

মানসী। আচ্ছা তবে তোমারই কাছে থাক্। ওকে রোজ রোজ আমার কাছে নিয়ে এসো। এই ভিক্ষা নাও।

ভিক্ষা দান

ভিখারিণী। জয় হোক মা।

[বালকের সহিত ভিখারিণীর প্রস্থান।

মানসী। কি মধুর ভিখারিণীর ঐ "জয় হোক"। জয়ভেরীর চেয়ে প্রবল, মাতার আশীর্ব্বাদের চেয়েও স্নিগ্ধ, শিশুর প্রথম উচ্চারিত বাণীর চেয়েও মধুর।

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। মানসী!

মানসী। অজয়! এসো। আমি বড় সুখী! আমার এ সুখের ভাগ তুমি কিছু নাও।

অজয়। এত সুখ কিসে মানসী?

মানসী। পরিপূর্ণ সুখ;—শরতের নদীর চেয়েও পরিপূর্ণ! এক ভিখারিণী আমায় আশীর্ব্বাদ করে' গিয়েছে।

অজয়। তোমায় কে না প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে মানসী! নিত্য পথে ঘাটে আমি মেবারের রাজকন্যার স্তুতিপাঠ শুনি।

মানসী। শোন? আমি একদিন শুন্তে পাই না কি অজয়?

অজয়। একদিন ঘরের বাহিরে গেলেই শুন্তে পাবে।

মানসী। আমি ত বাহিরে যাই। আমি এখানে একটা অতিথিশালা খুলেছি অজয়। সেখানে গিয়ে আমি প্রত্যহ নিজের হাতে তাদের খাদ্য দিই। নিজের হাতে না দিলে যে দিয়ে তৃপ্তি হয় না।

অজয়। তোমার জীবন ধন্য মানসী।— মানসী, আমি আজ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

মানসী। কেন? কোথায় যাবে?

অজয়। যুদ্ধে।

মানসী। ও!—কবে যাচ্ছ?

।। কাল প্রত্যূষে!

মানসী। কবে ফিরে আসবে?

অজয়। তা জানি না। ফিরে আস্‌বো কি না, তাই জানি না।

মানসী। কেন?

অজয়। যুদ্ধে যদি হত হই?

মানসী। ও! [মুখ নত করিলেন]।

অজয়। মানসী! যদি আর না ফিরি!

মানসী। তা হ'লে কি হবে?

অজয়। তোমার দুঃখ হবে না?

মানসী। হবে।

অজয়। এত উদাসীন! মানসী, তুমি জানো কি?

মানসী। কি জানি অজয়?

অজয়। যে আমি তোমায় ভালবাসি—তোমায় কত ভালোবাসি।

মানসী। তুমি আমায় ভালোবাসো, তা আমি জানি।

অজয়। তুমি আমায় ভালোবাসো না?

মানসী। বাসি।

অজয়। না। তুমি আর কাউকে ভালোবাসো!

মানসী। মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি।

অজয়। নিষ্ঠুর!

মানসী। কেন অজয়! তোমায় ভালোবাসি বলে' কি আমার আর কাউকে ভালোবাস্‌তে নেই? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়খানিকে গ্রাস করে রাখ্‌তে চাও? কি স্বার্থপর!

অজয়। এত বালিকা কি তুমি মানসী!

মানসী। তুমি আমায় ভর্ৎসনা কচ্ছ? আমার কি অপরাধ অজয়? আমি মানুষমাত্রকেই ভালোবাসি, এই অপরাধ? তবে সে অপরাধের দণ্ড দাও। আমি মাথা পেতে নেবো।

অজয়। তোমায় দণ্ড দেবো—আমি?

মানসী। হাঁ, তুমি দণ্ড দাও। অজয়! আজ তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ। এ যুদ্ধে তুমি যত বেশী হত্যা কর্ত্তে পার্ব্বে, সকলে তত উচ্চৈঃস্বরে তোমার কীর্ত্তি গাইবে। আর আমি যত বেশী ভালোবাসি, আমার কি তত অপরাধ?

অজয়। ভালোবাসো মানসী। তোমার উদার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করে নাও। আর আমি কোন কথা কইব না—মূঢ় আমি। আমি এই আকাশের মত উদার হৃদয়কে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে' রাখ্‌তে চাই! আমায় ক্ষমা কর।—বিদায় দাও মানসী।

মানসী। এসো অজয়। অন্যায় অত্যাচার জগৎ ছেয়ে রয়েছে। তাদের দূর কর্ব্বার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্য্য হয়। কিন্তু যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর কাজ। তার মধ্যে যতদূর পার, আপনাকে পবিত্র রেখো।

[অজয়ের প্রস্থান।

মানসী। যাও অজয়, যুদ্ধে যাও। আমার শুভেচ্ছা তোমাকে বর্ম্মের মত ঘিরে থাকুক।—আর যারা এ যুদ্ধে হত ও আহত হবে, তাদের কি হবে! তাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যারা কি ঠিক্ এইরকম আগ্রহে ভগবানের কাছে তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কচ্ছে না? এর কত প্রার্থনা নিষ্ফল হবে। কত সাধনা ব্যর্থ হবে। এর কি কোন প্রতিবিধান নাই?—

মানসী ক্ষণেক সজল নেত্রে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল; সহসা করতালি দিয়া কহিলেন—

"বেশ! আমার কাজ আমি কর্ব্বো, যারা যুদ্ধে মর্ব্বে, তাদের আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। কিন্তু যারা আহত হবে, তাদের ত শুশ্রূষা কর্ত্তে পারি। আমি তাই কর্ব্বো।—কেন! কি আপত্তি! বেশ! তাই কর্ব্বো।"

রাণী রুক্মিণীর প্রবেশ

রাণী। শুনেছ মানসী?

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার পিতা যে যুদ্ধে গিয়েছেন?

মানসী। শুনেছি।

রাণী। যুদ্ধ—মোগলের সঙ্গে!

মানসী। শুনেছি মা।

রাণী। বেশ বল্লে? খুব উদাসীনভাবে বল্লে, "শুনেছি মা।" যেন এ ননী খাওয়ার মত একটা মোলায়েম সংবাদ! জান, যুদ্ধে অনেক মানুষ মরে?

মানসী। সম্ভব।

রাণী। সম্ভব কি? নিশ্চয়। বিশেষ, সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ—এবার সব গেল।

যারা যুদ্ধে গিয়েছে তারা ত মর্ব্বেই, আর যারা যায়নি—তাদেরও কি হয় বলা যায় না।

মানসী। তা আমি কি কর্ব্বো মা?

রাণী। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। বিয়ে হবার আর অবকাশ হবে না। এত গোল-যোগের মধ্যে কখন বিয়ে হয়?

মানসী। নাই বা হ'ল।

রাণী। নাই বা হ'ল? বিয়ে যদি না হয় ত কি হবে?

মানসী। বেশ হবে।

রাণী। ও মা তাও কি হয়? মেয়ে মানুষেব বিয়ে না হ'লে চলে? যোধপুরের রাজার ছেলের সংগে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ কর্চ্ছিলাম। তা আর বিয়ে হবে না। সব মর্ব্বে। সব গেল—ভেস্তে গেল! বিয়েটা হ'য়ে যাওয়ার পর যুদ্ধটা কর্‌লেই হ'তো। তা রাণা শুনলেন না।

মানসী। মা তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি বিবাহ কর্‌বার চেয়ে একটা মহৎ কাজ কর্ব্বো ঠিক করেছি।

রাণী। কি?

মানসী। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো।

রাণী। সে কি?

মানসী। হাঁ মা! বলছিলে না মা' যে যুদ্ধে অনেক লোক মরে? যারা মর্ব্বে, তাদের আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তবে যারা আহত হবে, তাদের সেবা কর্ব্বো।

রাণী। সর্ব্বনাশ ক'রেছে! অজয় বুঝি তাই তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে?

মানসী। না, তাঁর কোন দোষ নাই মা। অজয় যাচ্ছেন বধ কর্ত্তে! আমি যাবো রক্ষা কর্ত্তে!

রাণী। না। তাও কি হয় কখন?

মানসী। বেশ হয়।

রাণী। তোমার যাওয়া হবে না।

মানসী। মা, নিশ্চিন্ত থাক। আমি যাবো। আমাকে জান ত, কর্ত্তব্য যখন ডাকে, তখন আমি আর কারো কথা শুন্‌বার অবকাশ পাই না'—যাও মা, আমি যাত্রার উদ্যোগ করি।

রাণী। কার সংগে যাবে?

মানসী। অজয়সিংহের সৈন্যের সংগে।

রাণী। যা ভেবেছি তাই। রাণা ঠিক এই সময়ে চলে' গেলেন। এখন বোঝায় কে যে তার ঠিক নাই।

মানসী। পিতা এখানে থাকলে এ প্রস্তাবে তিনি আপত্তি কর্ত্তেন না। আমি তাঁকে জানি। তাঁর দয়ার হৃদয়।

রাণী। তিনিই ত তোমাকে কোন কাজে বাধা না দিয়ে এই রকম ক'রে তুলেছেন। গেল। সব গেল। সব গেল। আমি জানি একটা কিছু গোলযোগ ঘট্‌বেই ঘট্‌বে।

মানসী। মা, তুমি কিছু চিন্তিত হয়ো না মা। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, আমি যতদূর লাঘব করতে পারি, কর্ব্বো।—যাও মা, কোন চিন্তা নাই।

রাণী। এবার কলিকাল পূর্ণ হ'ল।

[প্রস্থান।

মানসী। এ ইচ্ছা কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? এর জ্যোতি আমার অন্তরের কোণে উঁকি মার্চ্ছিল, এখন তার পূর্ণ মহি-মায় আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে। এ এক নবীন উৎসাহ! এ এক মহা আনন্দ! বিবাহে সুখের কি ক্ষুদ্র আয়োজন!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মেবার-যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—সন্ধ্যা।

হেদায়েৎ আলি ও তাঁহার সংগী হুসেন শিবিরাভ্যন্তরে কথোপকথন করিতেছিলেন। বাহিরে যুদ্ধের কোলাহল হইতেছিল। দ্বারদেশে দুইজন সৈনিক মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়াছিল

হেদায়েৎ। হুসেন! মেবার-সৈন্য আন্দাজ কত হবে ঠিক কর্ত্তে পেরেছ?

হুসেন। আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার হবে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—কৈ? রাজপুতেরা এখনও ত পালাচ্ছে না?

হুসেন। না জনাব।

হেদায়েৎ। সকাল থেকে যুদ্ধ কর্চ্ছে। এখনও ত পালাচ্ছে না।

হুসেন। না। তারা যুদ্ধটা কর্ব্বে মনস্থ করেছে যেন।

হেদায়েৎ। তারা যুদ্ধ কিছু জানে বোধ হচ্ছে।

হুসেন। তাই ত দেখছি জনাব।

হেদায়েৎ। ঐ রাজপুতদিগের সমরধ্বনি।

আমাদের সৈন্যেরা কৈ কোন রকম শব্দ-টব্দ কর্চ্ছে না ত? তারা যুদ্ধ কর্চ্ছে ত?

হুসেন। কর্চ্ছে বৈ কি। আপনি একবার বেরিয়ে দেখলে হ'ত না? আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ, আমি সেনাপতি। কিন্তু আমার স্বয়ং আর শিবিরের বাহিরে যাবার দরকার হবে না! আমার শালা এনায়েৎ খাঁ একাই এদের হারাতে পার্ব্বে। এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ কর্ব্বো কি হুসেন!

হুসেন। তা বটেই ত জনাব। ঐ আবার রাজপুতের যুদ্ধনিনাদ! ঐ আবার—জনাব! বড় সুবিধে বোধ হচ্ছে না।

হেদায়েৎ। হচ্ছে না নাকি? একবার বাহিরে গিয়ে দেখ্‌বে?

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। না, তুমি থাক। ছেলেবেলা থেকেই আমার একা থাকাটাই অভ্যাস নাই। খারাপ অভ্যাস।

হুসেন। খারাপ অভ্যাস বলতে হবে বৈ কি।

হেদায়েৎ। ঐ আবার।

হুসেন। এবার আরও কাছে।

হেদায়েৎ। বল কি?

হুসেন। একটু বেতর ঠেক্‌ছে যেন জনাব।

হেদায়েৎ। ঠেক্‌ছে না কি? [হুসেনকে ধরিলেন]

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। খোদাবন্দ! সৈন্যাধ্যক্ষ সামশের হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ!

হুসেন। আর আর সৈন্যাধ্যক্ষ?

সৈনিক। যুদ্ধ কচ্ছে।

হেদায়েৎ। এনায়েৎ খাঁ বেঁচে আছে ত?

সৈনিক। আছেন জনাব।

হুসেন। আচ্ছা যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

হেদায়েৎ। তাই ত হুসেন। সত্যই ত কিছু বেতর!

হুসেন। তাই ত দেখ্‌ছি। সেদিন যখন জনাব বলেছিলেন যে, মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ, বান্দা বলেছিল মনে আছে, তাহ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি! এখন দেখ্‌ছেন জনাব, সে গরীবের কথা—ঐ আরও কাছে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

হুসেন। না, কিছু বলা যাচ্ছে না!

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ?

সৈনিক। হজুর! আমাদের সৈন্যরা বাঁ দিকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে।

হেদায়েৎ। সে কি?

হুসেন। ঐ বুঝি তার কোলাহল?

সৈনিক। হজুর!

[প্রস্থান।

হুসেন। সেনাপতি! আপনি একবার শিবিরের বাইরে যান। আপনাকে দেখ্‌লেও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আশ্বস্ত হবে। বাহিরে যান—আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। আর সেনাপতি, হুসেন।

হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি করিলেন

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। খোদাবন্দ, এনায়েৎ খাঁ হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ—বলিস্ কি! তা কখন হয়!—ঐ—ঐ রাজপুতের জয়ধ্বনি!—নিতান্ত কাছে।

হুসেন। আপনি একবার বাহিরে যান।

হেদায়েৎ। আর সময় কৈ? ঐ শুন্‌ছ?

হুসেন। শুন্‌ছি। কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে। আরও কাছে।

চতুর্থ সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। সর্ব্বনাশ!

হেদায়েৎ। তা ত জান্তাম। আর কিছু?

হুসেন। আবার কি হবে? সর্ব্বনাশের উপর আবার কি হবে?

সৈনিক। আমাদের সৈন্যরা সব পালাচ্ছে। রাজপুতেরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

হেদায়েৎ। ও হুসেন। এলো বুঝি।

নেপথ্যে "পালাও, পালাও!"

হেদায়েং। কোন্ দিকে?

হুসেন। এই দিকে।

[পলায়ন।

হেদায়েং বিপরীত দিকে পলাইতে উদ্যত। এমন সময় একটি গুলি লাগিয়া ভূপাতিত হইলেন। রাজপুত-চতুষ্টয়ের সহিত মেবারপতাকা হস্তে অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। জয় মেবারের রাণার জয়!

সৈন্যগণ। জয় মেবারের রাণার জয়!

হেদায়েং। [হস্তদ্বয় তুলিয়া] দোহাই আমায় মেরে না। আমি এখনও মরিনি—আমায় মেরো না, বন্দী কর।

অজয়। তুমি কে?

হেদায়েং। আমি মোগল-সেনাপতি।

অজয়। মোগল-সেনাপতি! সেনাপতি এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে শিবিরে যে?

হেদায়েং। এ্যাঁ—আমি—এ্যাঁ, এর একটা বেশ ভাল কৈফিয়ৎ আছে। ঠিক মনে হচ্ছে না।—আমায় মেরো না, বাঁচ্তে দাও।

অজয়। বাঁচো! এই শশকের প্রাণ নিয়ে এসেছ মেবার জয় কর্ত্তে? ভয় নাই! মার্ব্বো না। এই মেবার জয় রাজপুতনায় বিঘোষিত হোক।

হেদায়েং। তা হোক—আপত্তি নাই।

[সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রস্থান।

হেদায়েং। প্রাণে বেঁচেছি — পিপাসা, পিপাসা—

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—অন্ধকার রাত্রি।

স্তূপীভূত আহত ও হত মনুষ্য ও অশ্বের দেহ। মানসী ও কতিপয় সৈনিক সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, কোন কোন সৈনিকের হস্তে মশাল ছিল

মানসী। দেখ, তোমরা ক'জন ঐদিকে যাও! আমরা এদিক দেখ্ছি।

কয়েকজন রাজপুত সৈনিক চলিয়া গেল

মানসী। উঃ, চারিদিকে কি হত্যা! কি আর্ত্তনাদ!—এ কি করুণ দৃশ্য! পরমেশ! তোমার রাজ্যে এই নিয়ম, যে, মানুষে মানুষ খায়! এ হিংসার বন্যা কি পৃথিবী থেকে নেবে যাবে না? মানুষ নির্ব্বিবাদে মানুষকে হত্যা কর্চ্ছে আর তুমি তাই নীরব হ'য়ে—দাঁড়িয়ে দেখ্ছ দয়াময়! নীল আকাশ ভেদ ক'রে বিশ্বে পাপের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার উঠছে, আর এখনও তুমি গলা টিপে ধর্চ্ছ না! উঃ! এ কি ভীম, করুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য! এই হতদের স্তূপ! এই আহতদের মৃত্যুযন্ত্রণার ধ্বনি! উঃ—আর দেখা যায় না।

১ আহত। উঃ কি যন্ত্রণা!

মানসী। কোথায় বেদনা সৈনিক? আহা, —বেচারী - বেচারী আমার।

১ আহত। এইখানে, এইখানে। কে তুমি?

মানসী। কথা কযো না—

এই বলিয়া আহত স্থান বাঁধিতে লাগিলেন। এক সৈনিককে ইঙ্গিত করিলেন। সে একটা পাত্র দিল। মানসী সৈনিককে কহিলেন—

"কোন ভয় নাই সৈনিক! ঔষধ খাও।"

প্রথম সৈনিক ঔষধ খাইল। সন্নিহিত দ্বিতীয় আহত সৈনিক আর্ত্তনাদ করিল। মানসী দ্বিতীয় আহতের কাছে গিয়া কহিলেন—

"স্থির থাক। তোমার শুশ্রূষার জন্য বন্দোবস্ত কর্চ্ছি।

এই বলিয়া এক রাজপুত সৈনিককে সংকেত করিলেন। সে বাহিরে গেল। মানসী দ্বিতীয় আহতকে কহিলেন

"স্থির থাক, আসছি।"

তৃতীয় আহত। ওঃ—মৃত্যু—মৃত্যুই আমার ভাল। ওঃ—কি যন্ত্রণা!

"এখনও শ্বাস আছে। সৈনিক একে দেখো।"

হেদায়েং। পিপাসা — পিপাসা—ওঃ, কি পিপাসা!

মানসী হেদায়েং খাঁর কাছে গিয়া এক সৈনিকের কাছে একপাত্র জল নিলেন ও হেদায়েং খাঁকে দিলেন—

"এই নাও, জল পান কর।"

হেদায়েং। [জল পান করিয়া] আঃ বাঁচলাম, হে আল্লা!

সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। এ অন্ধকারে কে তুমি?—মেবারের রাজকন্যা?

মানসী। কে অজয়?

অজয়। [নিকটে আসিয়া] হাঁ, মানসী।

মানসী। অজয়! সৈনিকদের বল, আহতদের সেবায় আমার সাহায্য কর্ত্তে। আমার লোক কম।

অজয়। তারা কি কর্ব্বে মানসী?

মানসী। তারা আহতদের বহন করে' আমার সেবা-শিবিরে নিয়ে যাবে।

অজয়। নিশ্চয়। সৈনিকগণ! বাহন আন।

[সৈনিকদিগের প্রস্থান।

মানসী। কি আনন্দ অজয়!

অজয়। কি জ্যোতিঃ মানসী!

মানসী। কোথায়?

অজয়। তোমার মুখে।—এই বিকট আর্ত্তনাদের জন্মভূমিতে, এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, এই ভয়াবহ শ্মশানে, এই নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে, এ কি জ্যোতিঃ। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘনকৃষ্ণ-মেঘান্তরিত স্থির নীল আকাশের মত, দুঃখের উপর করুণার মত—এ কি মূর্ত্তি!—একটা সৌন্দর্য একটা গরিমা!—একটা বিস্ময়! মানসী!

হাত ধরিলেন

মানসী। অজয়!

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজপথ। কাল—প্রত্যূষ।

চারণদলের প্রবেশ, পশ্চাতে অমরসিংহ, গোবিন্দসিংহ, অজয়সিংহ ও অন্যান্য সামন্তগণ ও সৈন্য

গীত

জাগো জাগো নরনারী
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি,
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্য্যবংশ
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি'
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব্ব
এসেছে মেবার ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—দাঁড়াইয়া সারি সারি,
আরো যারা পড়ে আছে সমর-ক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাওগো—দুইটি
বিন্দু-অশ্রুবারি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় রাজা সগরসিংহের গৃহকক্ষ।
কাল—প্রভাত।

রাজা সগর ও তাঁহার দৌহিত্র অরুণ

সগর। এটা ভৌতিক ব্যাপার বল্‌তে হবে অরুণ—অমর মোগল সৈন্যকে মেবারযুদ্ধে কচুকাটা করেছে।

অরুণ। ধন্য রাণা অমরসিংহ!

সগর। অমর ছেলেবেলায় শুনেছি অত্যন্ত বেমক্কা রকম সৌখিন আর উড়ো মার্কণ্ডে ছিল। সে যে শেষে এ রকম দাঁড়াবে—

অরুণ। দাদামশায়! মহর্ষি বাল্মীক প্রথম বয়সে দস্যু ছিলেন।

সগর। মহর্ষি বাল্মীকটা কে? তুলসীদাসের ছেলে না?

অরুণ। মহর্ষি বাল্মীকির নাম শুনেন নি দাদামশায়! সে কি! তিনি একজন মহর্ষি ছিলেন।

সগর। ছিলেন নাকি! তাঁকে কখন দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না ত।

অরুণ। দেখ্‌বেন কি! তিনি ত ত্রেতাযুগে জন্মেছিলেন!

সগর। কি যুগে?

অরুণ। ত্রেতাযুগে!

সগর। ও! তবে আমার জন্মাবার আগে। কিন্তু নাম শুনেছি।—রসিক পুরুষ এই বাল্মীকি!

অরুণ। সে কি দাদামশায়! তিনি যে রামায়ণ লিখেছিলেন।

সগর। লিখেছিলেন নাকি?—রামায়ণ বেশ বই।

অরুণ। ছিঃ দাদামশায়! রামায়ণ পড়েন নি? ভগবান্ রামচন্দ্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁর বিষয়ে কিছু জানেন না?—ছিঃ!

সগর। আরে পড়্‌বো কি! আমার যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তেই জীবনটা কেটে গেল। পড়্‌বার সময় পেলাম কৈ?

অরুণ। আপনি যুদ্ধ করেছিলেন নাকি?

সগর। উঃ, কি যুদ্ধ!—তোরা তখন জন্মাস নি।

অরুণ। কার সঙ্গে?

সগর। এ্যাঁ, ঐটেই ঠিক মনে হচ্ছে না। তবে যুদ্ধ করেছিলাম যে, তা ঠিক মনে আছে। তখন তোর মা—

অরুণ। আমার মা কোথায় দাদামশায়?

সগর। কেউ জানে না কোথায়। একদিন সকালে উঠে "মেবার মেবার" বলে' চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। তারপর সন্ধ্যার সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অরুণ। আর আমার বাবা?

সগর। সে ত চিরদিনই একটু ক্ষেপাটে ছিল। সে তার পরে মহারাজ গজসিংহের গুজরাট-যুদ্ধে গিয়ে মারা গেল।

অরুণ। আমার মা বোধ হয় মেবারে।

সগর। সম্ভব।

অরুণ। দাদামশায়! আপনি মেবার ছেড়ে এখানে কেন এলেন? দেখুন দেখি, আপনার ভাই প্রতাপসিংহ দেশের জন্য জীবন দিলেন।

সগর। তাই এত অল্প বয়সে মারা গেল। —বেচারি!—আমি মানা করেছিলাম। আমার দোষ নাই।

অরুণ। এখনও শুন্‌তে পাই যে চারণ কবিরা পথে-ঘাটে তাঁর কীর্ত্তি গেয়ে বেড়ায়।

সগর। বলি, মরে ত' গেল? সে ত আর এ গান শুন্তে পাচ্ছে না? আমার বেশ মনে আছে, যে একদিন—তখন প্রতাপ আর আমি ছেলেমানুষ—একদিন একটা বেজীর সঙ্গে একটা সাপের লড়াই হয়। আমি বল্লাম যে বেজী জিতবে। প্রতাপ বিশ্বাস করলে না। বেজী সাপের মাথা লক্ষ্য করে' একবার এদিক্ একবার ওদিক লাফাচ্ছে। আর সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ করে ফণার সাপট মার্চ্ছে। শেষে দাঁড়ালো এই যে বেজীর কামড় বস্‌লো সাপের মাথার উপর, আর সাপের কেবল মাটিতে মাথা কোটাই সার হ'ল। ভায়া হে! বেজীর ব্যবসাই হ'ল সাপ মারা। সাপ পার্ব্বে কেন? তাই আমি বেজীর পক্ষ নিয়েছিলাম; আর প্রতাপ নিয়েছিল সাপের পক্ষ। এখনও তাই।

অরুণ। কিন্তু এই মেবার যুদ্ধ, দাদা-মশায়!—

সগর। ভায়া হে, ও রক্তবীজের বংশ। কত কাটবে? আর মুসলমানের দলসংখ্যা যদি কমে' যায়, ত তারা আবার গোটাকতক হিন্দুকে 'মুসলমান করে' আবার লড়বে। হিন্দুরা সে রকম ত আর মুসলমানগুলোকে হিন্দু কর্ব্বে না। মুসলমানকে হিন্দু কর্ব্বে কি! যারা এক-বার ফেরে পড়ে' মুসলমান হয় তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না। ঐ জায়গাটাতেই হিন্দুরা ভুল করেছে।

অরুণ। কি রকম?

সগর। এই দেখ না, তোর মামা মহাবৎ খাঁ কেমন সাঁ করে' মুসলমান হ'ল। ওদের আব্‌-দুল্লা ঐ রকম সাঁ করে' হিন্দু হোক্ দেখি? তা হবার যো নাই।

অরুণ। তবে আপনি মুসলমান হ'লেন না কেন দাদামশায়?

সগর। ঐ জায়গাটায় দাদা সাহসে কুলোলো না। আমার ছেলেটার সাহস অসীম। সে দ্বিধাও কর্‌ল না। তবে আমি তার জন্য কাজটা অনেক এগিয়ে রেখেছিলাম। আমি সাহস করে' মোগলের পক্ষ না হ'লে মহাবৎ খাঁ সাহস করে' মুসলমান হ'তে পার্ত্ত না।

অরুণ। উঃ! কি সাহস!—দাদামশায়, আপনার মুসলমান হওয়া উচিত ছিল। যিনি হিন্দু হ'য়ে রামায়ণ পড়েন নি, তাঁর মুসলমান হওয়াই ঠিক্।

সগর। রামায়ণ!—সব গাঁজাখুরি।

মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ সায়েদ আব্‌দুল্লার প্রবেশ

সগর। এই যে আবদুল্লা সাহেব! আদাব!

আবদুল্লা। বন্দে গি রাণা।

সগর। রাণা কে?

আবদুল্লা। রাণা আপনি।

সগর। সে কি! কোথাকার রাণা?

আবদুল্লা। মেবারের রাণা।

সগর। কি রকম! মেবারের রাণা ত অমর-সিংহ।

আবদুল্লা। আজ সম্রাট্ আপনাকে মেবারের রাণাপদে নিযুক্ত করেছেন।

সগর। সে কি!

আবদুল্লা। তাঁর আদেশ, যে আপনি কাল চিতোরে যাত্রা করুন।

সগর। চিতোরে? কেন?

আবদুল্লা। সেই আপনার রাজধানী।

সগর। আর অমরসিংহের রাজধানী রৈল তবে উদয়পুর?

আবদুল্লা। সে ত আর রাণা নয়। সম্রাট্ তাকে পদচ্যুত করেছেন।

সগর। সে ছাড়বে কেন?

আবদুল্লা। তার ছাড়্তে হবে।

সগর। আমায় কি গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না কি?—না সাহেব, আমি রাণাপদ চাই না।

অরুণ। কেন? আপনি ত এখনই বল্‌-ছিলেন যে যুদ্ধবিদ্যাটা আপনার খুব জানা আছে, কেবল যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে আপনার জীবনটা কেটে গেল।—করুন এখন যুদ্ধ!

সগর। অরুণ, তুই কি বল্‌ছিস্?—না সায়েদ সাহেব, আমি যুদ্ধ কর্ত্তে পার্ব্বো না! যুদ্ধ পাছে কর্ত্তে হয়, সেই ভয়ে আমি নির্ব্বি-বাদে মোগলের কাছে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম। যুদ্ধ যদি কর্ত্তে হবে, ত নিজের দেশের পক্ষ হ'য়ে না লড়ে' তার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তেই বা যাবো কেন? এ রকম ত কোন কথা ছিল না?

আবদুল্লা। আপনার যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না। যুদ্ধ যা কর্ত্তে হবে, তা আমরাই কর্ব্বো। আপনাকে শুদ্ধ অনুগ্রহ করে' মেবারের রাণা হয়ে চিতোরে বস্‌তে হবে।

সগর। অমর যদি চিতোর আক্রমণ করে?

আবদুল্লা। তা কর্ব্বে না। এতদিন কর্‌ল না, আর আজ কর্ব্বে?

সগর। এও কি একটা প্রমাণ হ'ল সায়েদ্ সাহেব? একটা মানুষ আগে কখন মরেনি ব'লে সে কি কখনও মরে না? তুমি তা হ'লে সেদিন যে বিয়ে কর্‌লে, তবে বিয়ে করোনি?

আবদুল্লা। কেন?

সগর। কারণ আগে ত কখন বিয়ে করোনি। এও কি একটা প্রমাণ?—হাস্‌ছিস্ যে অরুণ?—সাপে আগে কখন কামড়ায় নি বলে' যে কখন কাম্‌ড়াবে না, এটা কি রকম ক'রে সাব্যস্ত হয়, তা জানি না।

আবদুল্লা। আরে মশায় ভড়্‌কাবেন কেন?

সগর। আরে মহাশয় ভড়্‌কাব না কেন? এতে কেউ না ভড়্‌কে থাকতে পারে?—না—আমি সমস্ত ব্যাপারের উপর চটে গিয়েছি। আমি রাণা হতে চাই না।

আব্‌দুল্লা। তা আপনি সম্রাটের কাছে চলুন ত, আপনার যা বক্তব্য তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌বেন।

সগর। আচ্ছা চলুন সাহেব। কিন্তু এ অত্যন্ত নীচ কাপুরুষের কাজ—মুঠোর মধ্যে আমায় পেয়ে—শেষে রাণা করিয়ে দেওয়া! তার পর যদি—কি হবে কে জানে। কৃতঘ্নতা। ঘোরতর অবিচার—চল অরুণ:

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান— উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত।
মানসী একাকিনী গাহিতেছিলেন

গীত

নিখিল জগৎ সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্যভরিত, দশদিক কলরব-মুখরিত
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নববিকশিত পুষ্পিত বন পলকে
হাস—উজল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে
কহ—স্নিগ্ধ অমিয়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার,
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবনহরষে।
কেশে তব নৈশ নীল অরুণভাতি বরণে;
অঙ্গ ঘিরি' মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে।
কুসুমহারজড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্তসরসে।

অজয়সিংহের প্রবেশ

মানসী। কে? অজয়?

অজয়। হাঁ, আমি অজয়।

মানসী। এতদিন আস নাই কেন? অসুস্থ ছিলে?

অজয়। না।

মানসী। আমি বাবাকে তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি তোমায় কিছু বলেন নি?

অজয়। না মানসী। তুমি এখানে একা ব'সে যে?

মানসী। গান গাচ্ছিলাম—আর ভাব-ছিলাম।

অজয়। কি ভাব্‌ছিলে?

মানসী। ভাব্‌ছিলাম যে মানুষ বড়ই দীন। মেবার যুদ্ধে আমার একটা মহা শিক্ষা

হয়েছে—সে শিক্ষা এই যে মানুষ বড় দুর্ব্বল! এক তরবারির আঘাতে সে ভূমিসাৎ হয়, এক জ্বরের বিকারে সে শিশুর মত অসহায় হ'য়ে নুয়ে পড়ে। যাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশে রয়েছে, তারা পরস্পরকে ভাল না বেসে ঘৃণা কর্ত্তে পারে? কি অজয়, আমার মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে।

অজয়। তোমার মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি—সে দিন যা দেখেছিলাম।

মানসী। কোন্ দিন?

অজয়। সেই রাত্রিকালে—সেই মেবার যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই দিন, সেই খানে, সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তোমাকে মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে অবতীর্ণা দেখেছিলাম; সেই দিন আমার উন্মুখ প্রেম একটা অসীম হতাশার দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে গেল।

মানসী। হতাশা কেন, অজয়।

অজয়। শুনবে কেন? আমি বুঝলাম যে, তোমাকে আমার ধরবার চেষ্টা করা বৃথা। বুঝলাম যে, তুমি এ জগতের নও, যে তুমি শরীরী মহিমা, একটা স্বর্গের কাহিনী। ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভায় সমুজ্জ্বল তোমার দেহখানিকে তোমার আত্মার আবরণ ক'রে গড়েছিলেন, পাছে সেই আত্মার অনাবৃত তীব্র-জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়। আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হ'ত; প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হ'ত; জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সঙ্গীত হ'ত, ত সে মহানাটকের নায়িকা হ'তে—তুমি। আমি আর তোমায় ভালবাসা দিতে পারি না। ভক্তি দিতে পারি। মানসী! সে ভক্তির বিনিময়ে তোমার এক বিন্দু করুণা চাই, দিবে কি? [এই বলিয়া অজয় মানসীর হাতখানি ধরিলেন। এই সময়ে রাণী প্রবেশ করিলেন ও ডাকিলেন] "অজয়সিংহ!"

অজয় হাত সরাইয়া লইলেন

মানসী। কি মা?

রাণী। অজয়, আমার কন্যার সহিত এরূপ নিভৃতে আলাপ কর্‌বার অধিকার তোমাকে আমি দিই নাই।

অজয়। মাৰ্জ্জনা কর্ব্বেন রাণী মা।

মানসী। কিসের জন্য মাৰ্জ্জনা অজয়?

রাণী। মানসী! তুমি রাজকন্যা, মনে রেখো। যাও, ঘরের ভিতরে যাও।

[মানসী চলিয়া গেলেন।

রাণী। অজয়! তুমি গোবিন্দসিংহের পুত্র! তোমাকে আমরা প্রায় আমাদের পরিবার-ভুক্ত বিবেচনা করি। কিন্তু এটা তোমার মনে রাখা উচিত, যে মানসী এখন আর ঠিক কচি মেয়েটি নয়, আর তুমিও ঠিক কচি ছেলেটি নও। এখন থেকে এই কথাটি মনে করে মানসীর সঙ্গে দেখা কোরো। আমার বিবেচনায় তার সঙ্গে তোমার আর দেখা না করাই ভাল।

অজয়। যে আজ্ঞে।

অজয় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন

রাণী। বেশ গুছিয়ে বলেছি। অজয়ের সঙ্গে যদি আমার মানসীর বিয়ে হ'ত, বেশ হ'ত। কিন্তু তা কখন হয়? তা হয় না। তা হ'তেই পারে না।—[এই বলিয়া রাণী স্থির-প্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িলেন। পরে কহিলেন] —"নাঃ। তা যখন হবার যো নেই, তখন তা আর ভেবে কি হবে।"

রাণা অমরসিংহ প্রবেশ করিলেন

রাণা। রাণী!

রাণী। রাণা!—এই যে আমি তোমায় খুঁজছিলাম!

রাণা। রাণী! তুমি মানসীকে ভর্ৎসনা করেছ?

রাণী। ভর্ৎসনা? কৈ? না।

রাণা। সে কাঁদ্‌ছে।

রাণী। [সবিস্ময়ে] কাঁদ্‌ছে?

রাণা। যাও, দেখ দেখি কাঁদে কেন?

রাণী। ন্যাকা মেয়ে! আমি কাঁদ্‌বার কোন্ কথা বলেছি? তুমি মেয়েটাকে ত দেখবে না। মেয়েটার যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। সে এক্ষণেই অজয়ের সঙ্গে—

রাণা। সাবধান রাণী। মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে কথা কোয়ো—মানসী—কে তা জান?

রাণী। কে আবার?

রাণা। ও যে কে, আমি জানি না। আমি ওকে এখনও চিনতে পারিনি। ও কোথা থেকে এসেছে, আমি বুঝতে পার্চ্ছি না।

রাণী। নেও! এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।—যাই, দেখি মেয়েটা কাঁদে কেন। জ্বালাতন করেছে। [প্রস্থানোদ্যত]

রাণা। আর দেখ রাণী—

রাণী ফিরিলেন

রাণা। দেখ, মানসীকে কখন ভর্ৎসনা কোরো না। স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে' মর্ত্তে নেমে এসেছে। অভিমান ক'রে চলে' যাবে।

রাণী অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হতাশা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাণা বেদীর উপর বসিলেন; পরে আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"এ জীবন একটা স্বপ্ন। ঐ আকাশ—কি নীল, স্বচ্ছ, গাঢ়! তার নীচে ধূসর মেঘগুলি ভেসে যাচ্ছে.—অলস, উদার, মন্থর! প্রকৃতি জীবন-সমুদ্রের মত তরঙ্গিত হ'য়ে উঠছে, পড়ছে! এই অলস সৌন্দর্য্য কদাচিৎ ভীম আকার ধারণ করে। আকাশে মেঘ গর্জ্জন করে। পৃথিবীর উপর দিয়ে ঝড় ব'য়ে যায়। —তারপরে আবার সব স্থির।"

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। কে গোবিন্দসিংহ! এ সময়ে হঠাৎ?

গোবিন্দসিংহ। রাণা! মেবার আক্রমণ কর্ব্বার জন্য নূতন মোগলসৈন্য আবার এসেছে।

রাণা। এসেছে ত? তা পূর্ব্বেই জান্‌তাম গোবিন্দসিংহ। এক মেবারে এ যুদ্ধ শেষ হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতানা সমভূমি না ক'রে ছাড়বে না।

গোবিন্দ। আমাদের পক্ষে এখনও যুদ্ধের আয়োজন নাই কেন রাণা?

রাণা। প্রয়োজন?

গোবিন্দ। রাণা কি আর যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ!—কি হবে?

গোবিন্দ। সে কি রাণা! মোগল এবার তবে নির্ব্বিবাদে এসে মেবার অধিকার কর্ব্বে!

রাণা। মন্দ কি? যখন তার এত আগ্রহ!—

গোবিন্দ। রাণা সত্য সত্যই কি যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। না—একবার করেছি—করেছি।

গোবিন্দ। একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে'—

রাণা। প্রয়োজন? আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি যে তা নিষ্ফল! মেবার যুদ্ধে আমরা অনেক রাজপুত হারিয়েছি। মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ যে কর্ব্বো,—সে সৈন্য কৈ?

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মাটি ফুঁড়ে উঠবে মহারাণা।

রাণা। কে? চারণী?

সত্য। হাঁ রাণা। আমি চারণী। শুন্‌লাম, মোগল আবার মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে। দেখ্‌লাম এখনও মেবার নিশ্চিন্ত—উদাসীন। ভাব্‌লাম, রাণার বুঝি এখন ঘুম ভাঙে নাই। তাই আমি রাণার ঘুম ভাঙাতে এলাম।

রাণা। চারণী! আমার আর যুদ্ধ কর্‌বার ইচ্ছে নাই! এবার সন্ধি কর্ব্বো।

সত্য। সে কি মহারাণা! এ মেবার জয়ের পর সন্ধি? এই মহৎ গৌরবের শিখর হ'তে এক ঝাঁপে গভীর অপমানের কূপে নেমে যেতে হবে?

রাণা। মেবার জয় চারণী! আমরা মেবারে জয়লাভ করেছি বটে—কিন্তু জান কি দেবী? —জান কি, যে এই মেবার যুদ্ধে আমরা অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়েছি; কত যে বীরের রক্ত দিয়ে আমরা সে জয় ক্রয় করেছি?

সত্য। কিছু দুঃখ নাই রাণা! বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে! দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।

রাণা। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, যে আর একটি যুদ্ধ কর্লেই হবে না—এ সময়ের অন্ত নাই। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্বজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অবিমিশ্র উন্মত্ততা।

সত্য। উন্মত্ততা রাণা? তাই যদি হয়— তবে এ উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু উর্দ্ধে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হ'তে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হ'লে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ কর্ত্তে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু যে যুদ্ধের শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্য। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ—অধীনতা কি মৃত্যু? মর্ব্বার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেবো? আর এ—যে সে রত্ন নয়—আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনাযুদ্ধে শত্রু-করে সঁপে' দেবো? তারা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নিক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে' রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পার্ব্বেন?—উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে! আর স্বপ্ন দেখবার সময় নাই!

রাণা। চারণী! তুমি কে? তোমার বাক্যে গর্জ্জন, তোমার চক্ষে বিদ্যুৎ, তোমার অঙ্গ-ভঙ্গীতে ঝটিকা। সূর্য্যের মত ভাস্বর, জল-প্রপাতের মত প্রবল, বজ্রের মত ভীষণ—কে তুমি? তুমি ত শুদ্ধ চারণী নও।

সত্য। কে আমি? শুনুন তবে কে আমি, গোপন করার প্রয়োজন নাই। আমি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই সগরসিংহের কন্যা—সত্যবতী!

রাণা। তুমি রাজা সগরসিংহের কন্যা!—সে কি?

সত্য। সে পরিচয় দিতে আজ লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। তবে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ কন্যার যতদূর সাধ্য সে তা কচ্ছে। আমার পিতা আজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বার জন্য চিতোর দুর্গে কল্পিত রাণা হ'য়ে বসেছেন। আর আমি তাঁরই কন্যা আবার তাঁরই বিরুদ্ধে এই মেবারবাসীদের উত্তেজিত করে' বেড়াচ্ছি; তাদের বলে' বেড়াচ্ছি, যে, এই সগরসিংহ মেবারের কেহ নয়, তিনি মোগলের ক্রীতদাস। জানেন রাণা—আজ পর্য্যন্ত মেবারের একটি প্রাণীও পিতাকে কর দেয় নাই!

রাণা। জানি ভগিনী।

সত্য। রাণা! মেবারের জন্য, আমি আমার সৌধ, সম্ভোগ, পিতা পুত্র ছেড়ে, তার কানন উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছি, আর আমার সেই সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুক্কুরশাবকের ন্যায় বিলিয়ে দেবে!—[বলিতে বলিতে সত্যবতীর চক্ষে জল আসিল: কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মুছিলেন।]

রাণা। শান্ত হও ভগিনী! তুমি আমার ভগ্নী, নারী, রাজকন্যা। তুমি যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পার, সে দেশের রাজা, তার ভাইও—তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। গোবিন্দসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সৈন্য সাজাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের সায়েদ্ আব্দুল্লার শিবির।
কাল—রাত্রি।

আব্দুল্লা, হুসেন ও হেদায়েৎ কথোপকথন করিতেছিলেন

আব্দুল্লা। এ দেশটায় বড় বেশী পাহাড়।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব।

আব্দুল্লা। তুমি যেবার হটলে, সেবার রাজপুতেরা কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ ক'রেছিল?

হেদায়েৎ। আমি ত হটিনি।

আব্দুল্লা। হটনি কি রকম? তোমায় বন্দী করে' নিয়ে গেল। আবার বল্‌ছ হটনি! হটা আবার কাকে বলে?

হেদায়েৎ। বন্দী করে' নিয়ে গেল কি? আমি চালাকির সহিত ধরা দিলাম।

আব্দুল্লা। চালাকির সহিত ধরা দিলে বুঝি?

হুসেন। হাঁ জনাব। উনি চালাকির সহিত ধরা দিলেন। যখন রাজপুতসৈন্য এসে পড়্‌লো, তখন আমাদের সৈন্যরা ভেবে চিন্তে খাপ থেকে তরোয়াল বার করল। পরে তারা তরোয়াল খাপ দুটোই নিজের নিজের বিছানায় রাখলো। রেখে সকলেই বেশ ধীরভাবে নিজের নিজের গোঁফ চুম্‌রে নিলো। পরে—খানাটা তৈরী কি না? না খেয়ে যেতে পারে না।—খানাটা খেলো। তার পরে খানা খেয়ে চুল আঁচড়ে আবার গোঁফ চুম্‌রে নিলো। তখন দেখা গেল যে রাজপুত-সৈন্য আমাদের শিবিরের দরজায় এসে উপস্থিত। তখন আমাদের সৈন্যেরা বল্লে, "এস'

বলে' যুদ্ধ কর্ত্তে গেল। কিন্তু আগে যে তরোয়াল আর তার খাপ পাশাপাশি রেখেছিল, তাড়াতাড়িতে তরোয়াল বলে' ভুল করে' তারা সব সেই খাপগুলো নিয়ে ছুটলো।

আব্দুল্লা। সবাই একরকম ভুল কর্লে বুঝি?

হেদায়েৎ। দৈব! দৈবের কথা কখন বলা যায় না।

আব্দুল্লা। তারা আর এক কাজ কর্ত্তে পার্ত্ত।

হেদায়েৎ। কি?

আব্দুল্লা। তারা খানা খেয়ে উঠে তরোয়াল আর খাপ দু'টো দু'পাশে রেখে, এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পার্ত্ত।

হেদায়েৎ। শত্রু যে এসে পড়্লো, কি কর্ব্বে।

আব্দুল্লা। তা বটে। ঘুমিয়ে নেবার সময় ছিল না। তার পর তুমি কি করলে?

হেদায়েৎ। আমি আর কি কর্ব্বো?

আব্দুল্লা। বল্লে বুঝি, "এই নাও হাত দু'খানা বাঁধ, গলাটা বাঁচিও!"

হেদায়েৎ। না, তা বলিনি, তবে তারই কাছাকাছি একটা কি বলেছিলাম। কি বলেছিলাম, ঠিক মনে হচ্ছে না।

আব্দুল্লা। যাক্—বিশেষ এমন জাঁকালো রকম নিশ্চয় কিছু বলনি, যা ভুলে গেলে উর্দ্দু-সাহিত্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়। কথাটা হচ্ছে, তার পর তুমি ধরা দিলে?

হেদায়েৎ। হেঁ—আজ্ঞে সেনাপতি। ঐ একেবারে ঠিক অনুমান করেছেন। তবে ধরা দেবার আগেই এক বুড়ো সৈনিক, কাউকে নিশ্চয় ভুল করে,' আমার উপর দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিল।

আব্দুল্লা। তার পর শুনতে পাই, রাণার মেয়ে তোমার সেবা করেছিলেন।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব, রাণার মেয়ে বীরকন্যা,—বীরের মর্য্যাদা বুঝেন। তার উপর এই চেহারাখানা জনাব—

হুসেনকে কুনো দিয়ে সঙ্কেত

হুসেন। হাঁ, চেহারাখানা একটা দেখবার মত জিনিস বটে!

হেদায়েৎ। চেহারার মত চেহারা কি না!—হুসেন?

হুসেন। আলবৎ।

আব্দুল্লা। তাই দেখে রাণার কন্যা বুঝি—

হেদায়েৎ। সে আর কি বল্বো জনাব!

আব্দুল্লা। তিনি খুব সুন্দরী?

হেদায়েৎ। উঃ!

আব্দুল্লা। তিনি তোমায় কি বল্লেন?

হেদায়েৎ। সাহস পেলেন না জনাব!—সাহস পেলেন না। একবার প্রাণেশ্বরের "প্রা" পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেছিলেন, "ণে'র টানটাও যেন দিয়েছিলেন; সেটা ঠিক হলফ করে' বল্তে পারি না। মিথ্যা কইব না। কিন্তু আমি এমনি কট্মটিয়ে তাকালাম, তার অর্থ "আমি সে ধাতুর লোক নই," যে তিনি বল্তে বল্তে হঠাৎ থেমে গেলেন, আর সাহস হ'ল না।

আব্দুল্লা। তার পর?

হুসেন। তার পর রাণা ভয়ে সেনাপতিকে ছেড়ে দিলেন।

হেদায়েৎ। নৈলে একবার দেখ্তাম।

আব্দুল্লা। বটে? হেদায়েৎ আলি তুমি বীর বটে!

হেদায়েৎ। না এমন আর কি বিশেষ। তবে যুদ্ধ বিদ্যাটা পয়সা খরচ ক'রে শেখা গিয়েছিল জনাব!

আব্দুল্লা। উঃ! পাহাড়গুলো রাত্রে কি কালো দেখাচ্ছে। এদেশে সবই পাহাড় বুঝি?

হেদায়েৎ। দু'টো চারটে নদীও আছে জনাব!

আব্দুল্লা। কাল সকালে ভাল করে' দেখা যাবে।

দূরে কামানের ধ্বনি

আব্দুল্লা। ও কি?—

হেদায়েৎ। হুসেন—

হুসেন। জনাব! মোগল-সেনাপতির আক্রমণের অপেক্ষা না করে' বুঝি রাণা এবার স্বয়ংই এসেছেন।

আব্দুল্লা। সৈন্যদের সাজতে বল, হুসেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোর দুর্গাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।
একটি শয্যায় শায়িত অরুণসিংহ। অপর শয্যা শূন্য। রাজা সগরসিংহ দুর্গমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন

সগর। এ আমায় চিতোরের দুর্গে এক রকম কয়েদ করে' রাখা। এই এমন বেজায় পুরানো পাথর, আর সব মান্ধাতার আমলের পুরানো গাছ, এক একটা যেন এক একটা ভূত। রাত্রে যখন বাতাস বয়, তখন সেটা বেশ টের পাওয়া যায়। যখন অন্ধকার হয়, তখন যেন সে আল্‌কাতরার মত কালো আর ঘন। নক্ষত্র দেখবার যো নাই। যা হোক, এখানে এসে একটা উপকার হয়েছে এই যে, এখানে এসে রামায়ণখানা একবার পড়া গেল, বেশ বই। আর চারণ-চারণীদের মুখে আমার পূর্ব্বপুরুষের কথা অনেক শোনা গেল। তাঁরা বীর ছিলেন বটে। না, সে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ কর্‌লে আর চল্‌ছে না। কিন্তু আজ আমার ভয় করছে যেন। তাই ত' এই নির্জ্জন দুর্গ' আর বাইরে এই ঝড়'—প্রহরী প্রহরী'

প্রহরীর প্রবেশ

দেখ্‌ খুব সাবধানে পাহারা দিবি—কেউ না ঢোকে'— ও বাবা' ওটা আবার কি?

প্রহরী। কৈ?

সগর। ঐ আবার -ঐ -ঐ আবার,—মরেছে রে'

প্রহরী। ও ঝড়ের ঝাপ্‌টা।

সগর। তোমাদের দেশের ঝড়ের ঝাপ্‌টাটা একটু বেশী দেখ্‌ছি। খুব ঝড় হচ্ছে বুঝি?

প্রহরী। আজ্ঞে রাণা।

সগর। আর রাণা' এবার বেঘোরে প্রাণটা গেল! ওরে তোদের দেশে অন্ধকার কি রকম? খুব অন্ধকার?

প্রহরী। আজ্ঞে।

সগর। এত বেশী অন্ধকার না হ'লেও চল্‌তো। তোরা জেগে থাকিস। আর বাইরে গোটাকতক আলো জ্বাল্‌। অন্ধকারকে তাড়া কর্‌। এত অন্ধকারে আমার ঘুম হয় না। আর তোরা চারিদিকে সদলবলে তরোয়াল বের করে'ই থাকবি। কেউ এলেই দিবি কোপ। দেখিস্‌, ভুলে যেন আমার ঘাড়ে কোপ দিস্‌নে'—যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সগর। অরুণ ঘুমোচ্ছে। উঃ! কি ঘুমটাই ঘুমুচ্ছে। ও যদি একবার এপাশ ওপাশ ক'রে উঃ আও করে, তা হ'লেও বুঝি জেগে আছে। না আজ ঘুম হবে না। এই দুর্গে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা থাকতো' তাদের যে খুব সাহস ছিল, তা এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।—প্রহরী'

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। জেগে আছিস্‌ ত বাবা' দেখিস্‌ যেন ঘুমোস্‌ নে। আর মাঝে মাঝে দু'টো একটা হাঁক ডাক দিস্‌ বাবা, যাতে বুঝি যে তোরা জেগে আছিস্‌—যা'

[প্রহরীর প্রস্থান।

সগর। অরুণ! অরুণ'

অরুণ। দাদা মশায়'

সগর। বেঁচে আছিস্‌ ত?—আচ্ছা ঘুমো। আজ রাতটা একটু সজাগ ঘুমোস্‌ দাদা! আমার ভয় কর্চ্ছে।

অরুণ। ভয় কি দাদা মশায়! ঘুমোন।

অপর পার্শ্বে ফিরিয়া নিদ্রিত

সগর। বেশ! তোমার আর কি? বলে' খালাস্‌। এদিকে- ঐ আবার—প্রহরী! প্রহরী! ঐ যা ঘুমিয়েছে—ঐ—ঐ—প্রহরী' অরুণ! অরুণ'

অরুণ। কি? ঘুমুতে দেবেন না দাদা মশায়?

সগর। ও কি শুন্‌ছিস্‌?

অরুণ। ও ঝড়। [পার্শ্বে ফিরিয়া শুইলেন।

সগর। আরে ও কখন ঝড় হয়! ঝড়ে কখন কথা কয়! ও যে কথা বল্‌ছে! [সভয়ে] ও' ও' ও'

অরুণ। কি দাদা মশায়!

সগর। ঐ ভূত'

অরুণ। সে কি দাদা মশায়,—কৈ?

সগরসিংহ হাঁ করিয়া দূরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন

অরুণ। কৈ আমি ত কিছু দেখ্‌ছি না! দাদা মশায়, আপনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন।

সগর। [দূরে লক্ষ্য রাখিয়া] আমি আস্‌তে চাইনি। আমায় তারা জোর ক'রে পাঠিয়েছে। না, আমি রাণা নই—রাণা অমরসিংহ, আমায় বধ কোরো না—আমায় বধ কোরো না।

অরুণ। দাদা মশায়! দাদা মশায়!

সগর। ও কে! চিতোরের রাণা ভীমসিংহ! জয়মল! প্রতাপ!—না, আমি কাল এ দুর্গ ছেড়ে যাব। অমন করে' আমার পানে চেয়ো না! এরা কারা, এরা কারা—মেরো না, মেরো না।

এই বলিয়া সগরসিংহ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইলেন। অরুণ তাঁহাকে ধরিলেন। প্রহরী প্রবেশ করিল

অরুণ। জল আন প্রহরী! দাদা মশায় মূর্চ্ছিত হয়েছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন।
মানসী ও কল্যাণী

মানসী। আমি এখানে একটা কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেছি, কল্যাণী! তাতে এরই মধ্যে অনেক কুষ্ঠরোগী এসে আশ্রয় নিয়েছে। আহা বেচারীরা কি দুঃখী!

কল্যাণী। আপনার জীবন ধন্য।

মানসী। আমার প্রশংসা কর কল্যাণী। আমার কাজ অনুমোদন কর। আমার হৃদয়ে বল দাও।

কল্যাণী। আপনাকে কি এ কাজে কেউ বাধা দেন?

মানসী। বাবা বাধা দেন না, আর সবাই দেন। বলেন—রাজকন্যার এ সব শোভা পায় না। যেন রাজকন্যার সুখী হ'তে নাই।

কল্যাণী। এ কি বড় সুখ?

মানসী। বড় সুখ কল্যাণী। পরকে সুখী ক'রেই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী কর্ব্বার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। হিংস্র জন্তুর মত সে চেষ্টা নিজের সন্তানকে নিজে ভক্ষণ করে।

কল্যাণী। দাদাও তাই বলেন। তিনি আপনার শিষ্য কি না। তিনি প্রায়ই আপনার নাম করেন।

মানসী। করেন?

কল্যাণী। তিনি আপনাকে পূজা করেন বল্লেই হয়। তিনিও আমায় বলেছেন—"তুমি তাঁর আত্মার হরিদ্বারে গিয়ে মাঝে মাঝে তীর্থস্থান ক'রে এসো।"

মানসী। তিনি নিজে আর আসেন না কেন? তাঁকে আস্‌তে বোলো কল্যাণী। আমি তাঁকে—আমার তাঁকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজকুমারী! এক ছবিওয়ালী এসেছে।

মানসী। ছবি বিক্রয় করে?

পরি। হাঁ।

মানসী। নিয়ে এসো।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

মানসী। তোমার দাদা সমস্ত দিন কি করেন?

কল্যাণী। বাড়ীতে প্রায়ই তাঁকে দেখি না। তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলে বলেন—অমুক রোগীর সেবা কর্ত্তে গিয়েছিলেন, কি অমুক আর্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। এই রকম একটা কিছু বলেন।

ছবিওয়ালীর প্রবেশ

মানসী। তুমি ছবি বিক্রয় কর?

ছবিওয়ালী। হাঁ, মা।

মানসী। দেখি তোমার ছবিগুলি।

ছবিওয়ালী মোট নামাইয়া ছবিগুলি বাহির করিতে লাগিল। মানসী ইত্যবসরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

ছবিওয়ালী। আগ্রায়।

মানসী। এতদূর এসেছ ছবি বিক্রয় কর্ত্তে?

ছবিওয়ালী। আমরা সব জায়গায়ই যাই মা।

মানসী। এ ছবিটা কার?

ছবিওয়ালী। সম্রাট আকবর-সাহার!

কল্যাণী। সম্রাট আকবর-সাহার! দেখি,—উঃ কি তীক্ষ্ন দৃষ্টি!

মানসী। কিন্তু তাতে যেন একটা স্নেহ আর অনুকম্পা মাখান।—এটি কার?

ছবিওয়ালী। মহারাজ মানসিংহের।

কল্যাণী। এ মুখখানিতে যেন একটা বিষাদ আর একটা নৈরাশ্য আছে।

মানসী। একটু চিন্তাকুল বটে! কিন্তু তার সঙ্গে বেশ একটু আত্মমর্য্যাদা আছে দেখেছ?—এটা?

ছবিওয়ালী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের।

কল্যাণী। কি দাম্ভিক চেহারা!

মানসী। সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রতিভাও আছে।—এটি কার চেহারা?

ছবিওয়ালী। এটি মোগল-সেনাপতি খাঁ খানান হেদায়েৎ আলিখাঁর! কি সুন্দর চেহারা দেখুন রাজকুমারী!

মানসী চেহারাখান ক্ষণেক দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন

কল্যাণী। হাস্‌ছেন যে!

মানসী। দেখ কি নির্ব্বোধের মত চেহারা। আর চেহারার সে কি ভঙ্গিমা! ঘাড়টি বাঁকান, কোঁকড়া চুল, মধ্যে সিঁথি—রমণীর মত যতদূর পুরুষের চেহারা করে' তোলা যায়—তাই!—একে বর্ব্বর, মূর্খ, অহঙ্কারীর মত দেখাচ্ছে।—এটি কার?

ছবিওয়ালী। মহাবৎ খাঁর।

মানসী। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর? দেখি। [ক্ষণেক দেখিয়া] প্রকৃত বীরের চেহারা। কি উচ্চ ললাট, কি তীক্ষ্ম দৃষ্টি! এমন তেজ, দৃঢ়-পণ, ঔদার্য্য, আত্মাভিমান প্রায় একত্রে লক্ষিত হয় না। কি কল্যাণী! একদৃষ্টে দেখ্‌ছ কি?

কল্যাণী। "না" [—এই বলিয়া শির নত করিলেন]

মানসী। ওগুলি কার ছবি?

ছবিওয়ালী। বাদশাহের ওমরাওদের।

মানসী। যাক্‌, আমি এই আকবরের, জাহাঙ্গীরের, মানসিংহের, আর মহাবৎ খাঁর ছবি ক'খানি নিলাম।—দাম কত?

ছবিওয়ালী। যা দেন।

মানসী অঞ্চল হইতে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন

—"এই নাও।"

ছবিওয়ালী। মুদ্রার উপর রাণা অমর-সিংহের মূর্ত্তি না?

মানসী। হাঁ।

ছবিওয়ালী। আপনার ছবি একখানি পাই না?

মানসী। আমার ছবি নাই।

ছবিওয়ালী। কখন কেহ নেয় নাই?

মানসী। না।

ছবিওয়ালী। তবে আমি নেই—যদি অনুমতি করেন।

মানসী। আমার ছবি? কেন?

ছবিওয়ালী। এমন করুণা-মাখান মুখ আমি কখন দেখি নাই। আমি ভাল আঁক্‌তে জানি না, তবে এ মুখখানি বোধ হয় আঁক্‌তে পার্ব্বো।

মানসী। না—কাজ নাই।

ছবিওয়ালী। কেন রাজকুমারী!—কি আপত্তি?

মানসী। না—আপত্তি আছে!—তুমি এখন তবে এসো।

ছবিওয়ালী। আচ্ছা তবে আমি আসি রাজকুমারী।

মানসী। এসো।

[ছবিওয়ালীর প্রস্থান।

মানসী। এত মনোযোগের সহিত কার চেহারা দেখ্‌ছো কল্যাণী?

কল্যাণী। না। [ছবিগুলি উল্টাইয়া মানসীর হাতে দিলেন]

মানসী। আমি সে ছবিখানি বার ক'রে দেবো? [বাছিয়া একখানি ছবি কল্যাণীকে দিয়া]—এইখানি না? নেও এ ছবিখানি—এত লজ্জা-সঙ্কোচ কিসের জন্য, কল্যাণী? তিনি ত তোমার স্বামী।

কল্যাণী। [অধোবদনে] তিনি বিধর্ম্মী।

মানসী। এই কথা? ধর্ম্ম কল্যাণী! যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম্ম সেই এক ধর্ম্মের সন্তান। তবে তাদের মধ্যে এত ভ্রাতৃবিরোধ কেন, জানি না! পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, আর কিছুর জন্য বোধ হয় তত হয় নাই।

কল্যাণী। তাঁকে ভালোবাসায় আমার পাপ নেই?

মানসী। ভালোবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিত, তাকে ভালোবাসায় তত পুণ্য! যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই এক অনাদি সৌন্দর্য্যের কিরণ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটিও রেখা এসে পড়ে নি। তার উপরে মহাবৎ খাঁ অধার্ম্মিক নন, তিনি মুসলমান মাত্র। তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজ-বাজিতে পাপী হ'য়ে গেলেন?

কল্যাণী। আজ হতে আপনি আমার গুরু!

মানসী। প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই; প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে না। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মত, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর। কি দেখ্‌ছো কল্যাণী!

কল্যাণী। —[এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে মানসীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। মানসীর আকস্মিক প্রশ্নে যেন তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি কহিলেন—] "রাজকুমারী! আপনার হৃদয়খানি একটি সঙ্গীত—" [পরে কহিলেন] "আজ বিদায় হই রাজকুমারী! কাল আবার আস্‌বো, যদি অনুমতি করেন।"

মানসী। এসো কল্যাণী। কাল আবার এসো। আর অজয়কে আসতে বোলো।

কল্যাণী প্রস্থান করিলে পরে মানসী গাহিলেন—

গীত

প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয়নাক হীন দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে, আকাশ মিলে সাগর জলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে, মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমের গান গগনভরা, প্রেমের কিরণ ভুবনময়!

রাণীর প্রবেশ

রাণী। মানসী!

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।

মানসী। কেন মা?

রাণী। তোমার বিবাহের ত একটা দিন স্থির কর্ত্তে হবে—তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চান। আমার কথা তাঁর গ্রাহ্যই হ'ল না।

মানসী। আমার বিবাহ?

রাণী। যোধপুরের রাজপুত্র কুমার যশোবন্তসিংহের সঙ্গে তোমার বিবাহের যে সব ঠিক। তবে বিবাহের দিন-স্থির কর্ত্তে মহারাজের কাছে লোক যাচ্ছে।

মানসী কাঁদিয়া ফেলিলেন

রাণী। সে কি! কাঁদ কেন?

মানসী। না, কাঁদ্‌ছি না।—মা, আমি বিবাহ কর্ব্বো না।

রাণী। বিবাহ কর্ব্বে না? সে কি?

মানসী। পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌বো না। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়!

রাণী। তা কি হয়—কুমারী হয়ে কি আর থাকা চলে!

মানসী। কেন চল্‌বে না মা!—বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে, আর বালিকা কুমারী ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে না? আমি ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্বো। আমি বাবাকে গিয়ে বল্‌ছি।

[প্রস্থান।

রাণী। এ কি রকম! মেয়েটা কি শেষে ক্ষেপে গেল না কি? যাবে না? রাণা ত দেখ্‌বেন না। যা ভয় কর্চ্ছিলাম—এই যে রাণা আসছে। আজ বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবো।

রাণার প্রবেশ

রাণা। রাণী! মানসী কোথায়?

রাণী। সে ত তোমার কাছেই গেল না? রাণা, মেয়েটা ক্ষেপে গেল।

রাণা। ক্ষেপে গেল?

রাণী। গেল বৈ কি। বলে সে বিবাহ কর্ব্বে না। বলে যে সে ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্বে।

রাণা। ও! বুঝেছি।

রাণী। আমি বলেছিলাম যে মেয়েটাকে

একটু শাসন কর। কর্‌লে না। তাই সে এ রকম অশায়েস্তা হয়েছে।

রাণা। রাণী! তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পার্চ্ছ না।

রাণী। খুব পার্চ্ছি!—ক্ষেপে গেল।

রাণা। এ ক্ষেপামি তোমার থাকলে রাণী, তোমাকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে পূজা কর্ত্তাম।

রাণী। নেও! "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।"

রাণা। রাণী! আমি যে খুব বুঝতে পাচ্ছি, তা নয়। তবে এটা বুঝছি যে এটা একটা স্বর্গীয় কিছু।

রাণী। তা যদি—

রাণা। কোন কথা ক'য়ো না রাণী। দেখে যাও। শুদ্ধ দেখে যাও।

[প্রস্থান।

রাণী। হয়েছে! মানসীর এ ক্ষেপামী পৈতৃক। আমার ভবিষ্যৎটা খুব উজ্জ্বল বলে' বোধ হচ্ছে না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহের অন্তঃপুর।
কাল—মধ্যাহ্ন।

একখানি ছবি দেওয়ালে লম্বিত ছিল। তার কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া পুষ্পগুচ্ছ-হস্তে কল্যাণী ছবিখানি দেখিতেছিলেন

কল্যাণী। প্রিয়! প্রিয়তম আমার! আমার যৌবননিকুঞ্জের পিকবর! আমার সুষুপ্তির সুখ-জাগরণ! আমার জাগ্রতের সোনার স্বপ্ন তুমি! তুমি আমার জগৎকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করেছ; আমার সামান্য জীবনকে রহস্যময় করে' গড়ে' তুলেছ! প্রভাতের সূর্য্য তুমি—কনক চরণক্ষেপে আমার অন্ধকার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করেছ। হৃদয়ের রাজা তুমি—এসে আমার হৃদয়ের সিংহাসনখানি অধিকার করেছ। আশা তুমি—আমার জীবনের নৈরাশ্যকে মুখ তুলে চাইতে শিখিয়েছ। হে চির-মধুর! হে চির-নূতন! স্বামী আমার, দেবতা আমার, চির-জীবনের তপস্যা আমার!—[এই বলিয়া কল্যাণী সেই চিত্রকে পুষ্পের অঞ্জলি দিলেন। গোবিন্দসিংহ ইতিমধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যার সেই পূজা দেখিতেছিলেন। এখন গম্ভীরস্বরে কল্যাণীকে ডাকিলেন—] "কল্যাণী!"

কল্যাণী। [ফিরিয়া] বাবা!

গোবিন্দ। ও কার চিত্র?

কল্যাণী। আমার স্বামীর।

গোবিন্দ। তোমার স্বামী?—মহাবৎ খাঁ?

কল্যাণী। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। এ চিত্র এখানে?

কল্যাণী। আমি আজ ঐ চিত্রটিকে ঐখানে ঊর্দ্ধে টাঙ্গিয়েছি—তাঁকে পূজা কর্ব্বো বলে'।

গোবিন্দ। পূজা কর্ব্বে বলে'?

কল্যাণী। হাঁ বাবা, পূজা কর্ব্বো বলে'! —কেন বাবা, তাতে কি অপরাধ? বাবা, ক্রুদ্ধ হবেন না। [পদতলে পড়িলেন]

গোবিন্দ। মহাবৎ খাঁ তোমার কে?

কল্যাণী। [উঠিয়া] মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী।

গোবিন্দ। তোমায় বার বার বলি নাই কন্যা, যে তোমার স্বামী নাই?

কল্যাণী। পূর্ব্বে তাই বুঝেছিলাম! এখন বুঝেছি, যে আমার স্বামী আছেন।

গোবিন্দ। স্বামী আছে? বিধর্ম্মী মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। বাবা! আমি ধর্ম্ম জানি না, আচার জানি না। এই মহাবৎ খাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। সেই বিবাহবন্ধনে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে', সেদিন আমরা দুইজন এক হয়েছিলাম। কার সাধ্য আর সে বন্ধন ছিন্ন করে।

গোবিন্দ। মহাবৎ যবন হ'য়ে যে বন্ধন স্বয়ং ছিন্ন করে নাই?

কল্যাণী। না তিনি মুসলমান হ'য়েও আমায় গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দ। গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন! যবন হ'য়ে তারপর গোবিন্দসিংহের কন্যাকে গ্রহণ করা না করা মহাবৎ খাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা? কল্যাণী! মহাবৎ যে দিন হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছিল, সেই দিন সে তোমায় পরিত্যাগ করেছিল।

কল্যাণী। না, তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই।

গোবিন্দ। পরিত্যাগ করেন নাই? এখনও তোমার অপমানের মাত্রা পূর্ণ হয় নি।—তবে শোন। তুমি মহাবৎ খাঁকে পত্র লিখেছিলে?

কল্যাণী। লিখেছিলাম।

অজয়সিংহের প্রবেশ

গোবিন্দ। হা অদৃষ্ট! [স্বীয় ললাটে করাঘাত করিলেন] মহাবৎ সে পত্র ফেরত পাঠিয়েছে—আর তার উপর এই কটা কথা লিখেছে এই মাত্র—"কল্যাণী, আমি তোমায় গ্রহণ কর্ত্তে পারি না।" এই অপমানটুকু যেচে না নিলে চলছিল না? এই নাও সে পত্র। [পত্র ফেলিয়া দিলেন। কল্যাণী আগ্রহসহকারে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সোৎসুক্যে দেখিতে লাগিলেন।]

গোবিন্দ। কি অজয়! সংবাদ ঠিক?

অজয়। হাঁ সংবাদ ঠিক পিতা। মোগল আবার মেবার আক্রমণ করেছে।

গোবিন্দ। এবার সেনাপতি কে?

অজয়। সাহাজাদা পরভেজ।

গোবিন্দ। কত সৈন্য?

অজয়। প্রায় লক্ষ।

গোবিন্দ। যাক্—এবার সব যাবে। মেবারের প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ কর্চ্ছিল—এবার সে যাবে! কি কল্যাণী! অধোবদনে রৈলে যে?

কল্যাণী। আমি কি বলবো বাবা?

গোবিন্দ। এখনও কি মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। শতবার। যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, সে স্বামীকে ত সকল স্ত্রীই পূজা করে। প্রকৃত সাধ্বী সেই,—স্বামী যে পায়ে পদাঘাত করে, সেই পা-দু'খানি যে স্ত্রী পূজা করে;—যার পতিভক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, নিরাশায় ক্ষোভ নাই,—যার পতিভক্তি অন্ধকারে চন্দ্রের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্ব্বতের মত দৃঢ়, বিবর্ত্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির;—যার পতিভক্তি সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায়, বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ;—সেই সাধ্বী স্ত্রী। মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী, পতি, দেবতা;—তা তিনি আমায় পায়ে রাখুন বা নাই রাখুন, সে আমার কাছে একই কথা।

গোবিন্দ। একই কথা? কল্যাণী! তুমি আমার কন্যা না?

কল্যাণী। হাঁ পিতা। আমি আপনার কন্যা। আপনার গৌরব আমি অক্ষুন্ন রাখ্‌বো। বাবা! আজ আমি একটা গরিমা অনুভব কর্চ্ছি। আজ আমি দেখাবার একটা মহৎ সুযোগ পেয়েছি, যে আমি তাঁর সাধ্বী-স্ত্রী। আপনি যেমন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি আজ আমার স্বামীর জন্য সেই মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে চলেছি।—আর আমায় রাখে কে?—[কল্যাণীর স্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল।]

গোবিন্দ। উৎসর্গ! তোমার এই কুলটা প্রবৃত্তিকে উৎসর্গ বল কন্যা!

অজয়। বিবেচনা করে' কথা কইবেন পিতা! আপনি ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে কি বল্‌ছেন, আপনি জানেন না। নইলে যা অতি মহৎ, অতি সুন্দর, অতি পবিত্র, তাকে আপনি এত কুৎসিত মনে কর্চ্ছেন কেন আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

কল্যাণী। [সগর্ব্বে] দাদা, তুমি আমার ভাই বটে!

গোবিন্দ। আমি একশতবার বলি নাই অজয়, যে, কল্যাণীর স্বামী নাই?—যে সে বিধবা?

কল্যাণী। আর আমিও প্রয়োজন হয়ত একশতবার বল্‌তে প্রস্তুত, যে জীবনে-মরণে মহাবৎ খাঁই আমার স্বামী!

গোবিন্দ। এই মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী? —এই ঘৃণ্য, নীচ, অধমাধম—

কল্যাণী। পিতা! মনে রাখ্‌বেন যে তিনি আপনার ঘৃণ্য হলেও আমার পূজ্য।

গোবিন্দ। পূজ্য? এই [illegible]তিদ্রোহী বিধর্ম্মী মহাবৎ খাঁ গোবিন্দসিংহের কন্যার পূজ্য—হা অদৃষ্ট!

কল্যাণী। পিতা! আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম্ম বুঝি না। আমার ধর্ম্ম পতি। এর চেয়ে মহৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা আমার জন্যে লেখেন নি। পিতা! নারী যখন একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে—সে অমৃতের সমুদ্রেই হউক, আর গরলের সমুদ্রেই হউক—সেইখানেই তার

জীবন, মরণ, ইহকাল, পরকাল। মহাবৎ খাঁ হিন্দু হোন, মুসলমান হোন, নাস্তিক হোন, তিনি আর আমি একই পথের পথিক। তার সঙ্গে যদি এর জন্যে নরকে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত।

গোবিন্দ। তবে তাই যাও। যথা ইচ্ছা যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্‌লাম।

অজয়। সে কি পিতা! আপনি কি কর্চ্ছেন? কল্যাণী আপনার কন্যা—

গোবিন্দ। আমার কন্যা নাই—যাও কল্যাণী! তোমার স্বামীর কাছে যাও।

কল্যাণী। পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে আমায় বিদায় দিউন পিতা! [কল্যাণী গোবিন্দসিংহকে প্রণাম করিলেন]

অজয়। পিতা! বিবেচনা করুন। এরূপ অন্যায় কর্ব্বেন না! কল্যাণী নারী। যদি সে ভ্রম ক'রেই থাকে, অপরাধ ক'রেই থাকে, তাকে ক্ষমা করুন।

গোবিন্দ। পুত্র! কল্যাণী নরকে যেতে চায়। যাক্! আমি তাতে বাধা দিতে চাই না।

অজয়। তার সে নরক নয় পিতা। যেখানে প্রেমের পুণ্যলোক, সেইখানেই স্বর্গ।—হেলায় এ রত্ন হারাবেন না। আপনি কি কর্চ্ছেন, আপনি জানেন না।

গোবিন্দ। বেশ জানি অজয়!—কল্যাণী! যে অন্তরে দেশের শত্রু, আমার গৃহে তার স্থান নাই। তোমার ধর্ম্ম যদি "পতি"—আমারও ধর্ম্ম "দেশ"। যাও—[পশ্চাৎ ফিরিলেন]

কল্যাণী। যে আজ্ঞা পিতা।

চলিয়া যাইতে উদ্যত

অজয়। দাঁড়াও কল্যাণী। পিতা! তবে আমাকেও বিদায় দিউন।

গোবিন্দ। [সম্মুখে ফিরিয়া] সে কি অজয়?

অজয়। আমি এই অবলা বালিকাকে একা যেতে দিতে পারি না। আমিও এর সঙ্গে যাব।

গোবিন্দ। তোমায় আমি গৃহ হ'তে নিষ্কাশিত করি নি অজয়।

অজয়। আমিও তার অপেক্ষা করি নাই, পিতা! কল্যাণী নারী। আপনি তাকে তার পুণ্যের জন্য গৃহ হ'তে দূর করে' দিয়ে তাকে এই হিংস্র নরসঙ্কুল সংসারের মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছেন। এ সময়ে যদি তার স্বামী থাকতো, ত সে তাকে রক্ষা কর্ত্তো। তার স্বামী কাছে নাই, কিন্তু তার ভাই আছে। সে তাকে এ বিপদে রক্ষা কর্ব্বে—এসো কল্যাণী! আজ আমরা ভাই ও ভগ্নী এ অকূল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে আমাদের তরী ভাসিয়ে দিলাম। দেখি কূল পাই কি না! পিতা, প্রণাম হই। [প্রণাম]

অজয় ও কল্যাণী চলিয়া গেল। গোবিন্দসিংহ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা।

সগরসিংহ ও অরুণসিংহ একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। দূরে একটি পাহাড়ের পরপারে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল

সগর। আমার এ রাজ্যে একটুকুও থাকবার ইচ্ছা নাই। চিতোর দুর্গটা যেন একটা জেল-খানা;—পুরানো, সেঁৎসেঁতে, আর অন্ধকার। আর এর চারিদিকে পাহাড়, আর গাছ; জন-মানব নেই। আর এত বুড়ো গাছও কোথাও দেখিনি। আমি আগ্রায় ফিরে যাবো, অরুণ।

অরুণ। আমার কিন্তু এ জায়গা বেশ লাগে, দাদা মশায়। এর প্রতি পাহাড়ের সঙ্গে আমার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি জড়ান রয়েছে। অতীত গৌরব-কাহিনী আপনার কাছে বড় মধুর ঠেকে না, দাদা মশায়?

সগর। মরেছে! আবার অতীত নিয়ে এলো! ওরে কুষ্মাণ্ড! অতীত যা তা অতীত, অতীত নিয়ে মাথা ঘামাস্ নে। মর্ব্বি।

অরুণ। কেন দাদা মশায়? আমার কাছে বর্ত্তমানের চেয়ে অতীত বড় মধুর বোধ হয়। বর্ত্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট। কিন্তু অতীতের চারিদিকে একটা কুজ্ঝটিকা ঘিরে আছে। অতীত যেন—ঐ নীলিমার মত, উপন্যাসের মত, স্বপ্নের মত।

সগর। মরেছে! যা ভেবেছি তাই! যত বড় হচ্ছে, তত মায়ের আকার ধারণ কর্চ্ছে।—ওরে ওরকম করিস্ নে। ঐ ক'রেই তোর মা বাড়ী ছেড়ে গেল। কোথায় যে গেল কেউ জানে না।

অরুণ। আমার মা কি এই সব কথা কইতেন?

সগর। হাঁ দাদা। সেই ত হল তার কাল।

সে "মেবার" "মেবার" করে ক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

অরুণ। আমি তাঁকে খুঁজে বা'র কর্ব্বো।

সগর। এই জঙগলের মধ্য থেকে? দাদা, এই জঙ্গলের মধ্যে যদি সূর্য্য ডুবে থাক্‌তো, তাকে খুঁজে বের করা শক্ত হ'ত। তোর মা তো মা।

অরুণ। না দাদা মশায়! আর আমি আগ্রায় ফিরে যাব না, আপনি যাবেন ত যান। আমার এ জায়গা বড় মিষ্ট লাগে। যখন আমার মা এই দেশে, তখন এই আমার ঘর। আগ্রায় এতদিন আমি নির্ব্বাসিত ছিলাম।

সগর। যা ভেবেছি তাই! আগ্রায় বাদ্‌সার নূতন সাদা পাথরের বাড়ী দেখিস্ নি বুঝি? চল্ তোকে তাই দেখাবো।

অরুণ। আমি তা দেখ্‌তে চাইনে। তার চেয়ে এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন বনও আমার কাছে মধুর।

সগর। আগ্রায় আটাত্তোরটা মস্‌জিদ আছে। একেবারে নূতন ঝক্‌ঝক্ কর্চ্ছে।

অরুণ। দাদা মশায়! আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্ণ-মসজিদের চেয়ে আমার দেশের একটি ভগ্নমন্দির প্রিয়তম। মোগলের পদতলে ব'সে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমার দীনা জননীর কোলে বসে' শাকান্ন খাওয়া ভাল!—দাদা মশায়! এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে, ভাই ছেড়ে, শতপুণ্যকাহিনীজড়িত নিজের গৃহ ছেড়ে, পরের দুয়ারে গিয়েছিলেন ভিক্ষে মেগে খেতে? তারা, আপনাকে নিত্য স্বর্ণ-মুষ্টি ভিক্ষা দিলেও তার সঙ্গে তাদের পায়ের ধুলো মিশে আছে! তারা আপনার পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন আমি দেখি, যে সে হাসির নীচে ঘৃণা উঁকি মার্চ্ছে। আমার কাছে দাদা মশায়, পরের দত্ত স্বর্ণ-ভান্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্টি!

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। বেঁচে থাক বাপ্! এই কথার মত কথা!

সগর। কে সত্যবতী! এ কি স্বপ্ন! না—সত্যবতীই ত! তুমি এখানে মা!

সত্য। যে দিন স্বদেশের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, তখন বৎস, তোর ছোট হাত দু'খানির বন্ধন ছিঁড়ে আসা সব চেয়ে শক্ত হয়েছিল। যখন এই পাহাড়ের ধারে ধারে মেবার-মহিমা গেয়ে বেড়াই, তখন তোর হাসিটি ভুলে থাকা সব চেয়ে কঠোর বোধ হয়! তুই এখানে এসেছিস শুনে আমি আর থাক্‌তে পারলাম না। আমি ছুটে তোকে দেখতে এলাম। এতক্ষণ অন্তরাল থেকে তোর সুধাবাণী শুন্‌ছিলাম, ভাব্‌ছিলাম—এ কি মর্ত্ত্যের সঙ্গীত। এও পৃথিবীতে আছে! তার পরে শেষে আর লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না!—পুত্র আমার! সর্ব্বস্ব আমার!

সত্যবতী হাত বাড়াইলেন

অরুণ। মা! মা!

সত্যবতীকে জড়াইয়া ধরিলেন

সগর। সত্যবতী! মা আমার! আমার পানে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লিনে! আমি কি অপরাধ করেছি?

সত্য। কি অপরাধ! আপনি জানেন না কি অপরাধ? না, তা বুঝ্‌বার শক্তি আপনার নাই। আপনি এই দীনা প্রপীড়িতা হৃত-সর্ব্বস্বা জননী জন্মভূমি ছেড়ে মোগলের প্রসাদভোজী হয়েছেন। সেই মোগলের দাস হয়েছেন;—যে আমাদের ভারতবর্ষ কেড়ে নিয়েছে, যে তার মন্দির বিচূর্ণ, তীর্থ অপবিত্র, নারী জাতিকে লাঞ্ছিত, আর তার পুরুষ-জাতিকে মনুষ্যত্বহীন করেছে; যে মোগল, দর্পে স্ফীত হ'য়ে এখন রাজপুতানার শেষ স্বাধীন রাজ্য মেবার, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, বিধ্বস্ত করেছে, তার শ্যামলতার উপর দিয়ে তার নিজের সন্তানের রক্তের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে, আপনি সেই মোগলের কৃপাদত্ত স্পর্দ্ধায় আপনার ভায়ের পুত্রকে, রাণা প্রতাপ-সিংহের পুত্রকে, সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে বসেছেন! তবু বল্‌ছেন কি অপরাধ্! যাক, পিতা, আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা আমাদের পথ বেছে নিয়েছি।—এসো পুত্র! এ অন্ধকারে, এ দুর্দ্দিনে তুমিই আমার সহযাত্রী—আজ হৃদয়ে দ্বিগুণ বল পেয়েছি! এস পুত্র!

অরুণকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত

সগর। যাস্‌নে সত্যবতী, যাস্‌নে অরুণ। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। আমার আজ চোখ

ফুটেছে। আমি আজ মাকে চিনেছি। আজ থেকে পরদত্ত নিগৃহীত কৃপা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আজ থেকে দেশের সঙ্গে দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন বেছে নিলাম! আয় মা, আমার বুকে আয়।

সত্য। সে কি পিতা! এত সৌভাগ্য কি আমার হবে, যে এক মুহূর্ত্তে, এক সঙ্গে, আমার পিতা ও পুত্র ফিরে পাবো! সত্য! সত্য!

সগর। সত্য সত্যবতী! আমি আগে বুঝতে পারিনি। আমায় তুই ক্ষমা কর্। ক্ষমা কর্।

সত্য। বাবা! বাবা!

সত্যবতী এই বলিয়া নতজানু হইয়া পিতৃপদে প্রণতা হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের সভাগৃহ। কাল—প্রভাত। সামন্তগণ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন

জয়সিংহ। এই কামানের যুদ্ধ, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

গোকুলসিংহ। পরভেজের রসদের পথ বন্ধ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল।

ভূপতি। তিনি এই বন্যপথের অস্তিত্ব বোধ হয় অবগত ছিলেন না।

গোকুল। কিন্তু পালাবার পথটা বেশ জান্তেন।

জয়। আজ মেবারের গৌরবময় প্রভাত। দেখ কি নবীন আলোকে মেবারের পাহাড়ভূমি উদ্ভাসিত।

ভূপতি। এই সুন্দর মারুত, এই বিজয়-বার্ত্তা ভারতময় রাষ্ট্র করুক।

রাণা অমরসিংহের প্রবেশ

সকলে। জয় রাণা অমরসিংহের জয়!

রাণা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন

রাজকবি কিশোরদাস প্রবেশ করিলেন ও রাণার জয়গীতি গাহিলেন

গীত

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি শাস'
ধরা অসীম প্রতাপে
তব শৌর্য্যে বক্ষ রক্ষ অসুর নর—ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জয়গান;
করে মেঘ মৃদঙ্গ গর্জ্জন;
করে আরতি আকাশে রবিশশী, টলে মহীধর তব
পদদাপে।

রাণা। কিশোরদাস! তোমার গানের শেষে আর এক চরণ জুড়ে দিও।

কিশোরদাস। কি মহারাণা?

রাণা। "সবই যাবে তব পাপে।"

জয়। কেন রাণা?

রাণা। [ঈষৎ হাসিয়া] কেন?—জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ!—দেখে নিও।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মেবারের রাণার জয় হউক।

রাণা। কে? ভগিনী সত্যবতী? [সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন]—"এসো বোন্।"

সত্য। মহারাণা! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই মেবারের বিজয়গাথা শুন্‌ছিলাম। শুন্তে শুন্তে চক্ষুদ্বয় আনন্দাশ্রুজলে ভরে এলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। লঙ্কাজয়ের পর মহারাণার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রবেশের কথা মনে পড়তে লাগলো। তার পর গান থেমে গেল। বোধ হ'ল যে, কোন্ দেবী এসে তাকে তাঁর আভা দিয়ে নিজের স্বর্গ-রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন! আমি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জেগে উঠ্লাম!

রাণা। গান এই রকমেই থেমে যায়—সত্যবতী। সব গানই একটা আনন্দ কোলাহলের মত উঠে; আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাসে মিলিয়ে যায়।

সত্য। সে কি রাণা! এই আনন্দের দিনে, আপনার এই নিরানন্দ চাউনি, এই বিরস আনন কেন? রাণা! আপনি আপনার এই নৈরাশ্য, প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। আজ মেবারের গৌরবময় দিন।

রাণা। গৌরবের দিন বটে। একটা নূতন সংবাদ সত্যবতী। আমরা এ কামানের যুদ্ধ জিতিনি।

সত্য। আমরা জিতিনি? সে কি!—তবে মোগল জিতেছে?

রাণা। না রাজপুতই জিতেছে। কিন্তু আমরা—যারা এখানে এই জয়োৎসব কর্চ্ছি, তারা এ যুদ্ধে জিতিনি। যারা এ যুদ্ধে জিতেছে, তারা সব সমরক্ষেত্রে পড়ে' আছে। প্রকৃত যুদ্ধ জয় তারা করে না সত্যবতী,—যারা নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি কর্ত্তে কর্ত্তে যুদ্ধ হ'তে ফেরে; আসল যুদ্ধজয় করে তারা—যারা সেই যুদ্ধে মরে!

সত্য। সে কথা সত্য রাণা। তাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হউক—রাণা, শুভ সংবাদ আছে।

রাণা। কি সংবাদ সত্যবতী?

সত্য। রাণা সগরসিংহ—আমার পিতা, রাণার হস্তে চিতোর দুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন। রাণা নির্ব্বিবাদে গিয়ে সেই দুর্গ অধিকার করুন।

রাণা। চিতোর দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন! কি বলছ সত্যবতী! এ কি সত্য! এ কি হ'তে পারে!

সত্য। এ কথা সত্য, রাণা!

রাণা। তিনি যে হঠাৎ এ দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিলেন? সম্রাটের আজ্ঞায়?

সত্যবতী। না। তিনি সম্রাটের আজ্ঞা নেন নি। তাঁকে সম্রাট চিতোর দুর্গ দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সে দুর্গ অর্পণ কর্ত্তে পারেন। পিতা অনুতপ্ত-চিত্তে এই দুর্গ রাণাকে দিয়ে—আগ্রায় ফিরে গিয়েছেন।

রাণা। সামন্তগণ! জয়ধ্বনি কর। স্বর্গীয় পিতার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে—তাঁর পুত্রের বাহুবলে নয়, তাঁর মাতার দানে। দুর্গ অধিকার কর—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর।

সত্য। জয়, রাণা অমরসিংহের জয়!

সামন্তগণ। জয়, রাণা অমরসিংহের জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গ্রাম্যপথপার্শ্বে একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীর। কাল—সায়াহ্ন।

কল্যাণী ও অজয় সেই পথে আসিতেছিলেন

কল্যাণী। আর হাঁটতে পারি না দাদা!

অজয়। আজ এই গ্রামেই আশ্রয় নেবো। এই কুটীরটি গ্রামের বাহিরে। বোধ হয় দোকান। দরোজা নাই। ভিতরে অন্ধকার।

কল্যাণী। ডাক দেখি।

অজয়। কে আছ? ভিতরে কে আছ?—কোন উত্তর নাই। কুটীরটি পরিত্যক্ত বোধ হচ্ছে।

কল্যাণী। আজ এইখানেই থাকি। আর হাঁটতে পারি না।

অজয়। বেশ। তুমি তবে এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঐ গ্রামে গিয়ে আলো নিয়ে আসি।

কল্যাণী। যাও, আমি আর এক পাও নড়তে পারি না। আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি দাদা!

অজয়। আমি কিছু খাবার নিয়ে আস্‌ছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

কল্যাণী। শীঘ্র এসো দাদা, একা আমার ভয় করে।

অজয়। আমি যত শীঘ্র পারি আস্‌বো, ভয় কি! এখানে জনমানব নাই।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। কখন পথ হাঁটি নাই। তাই পথ হেঁটে আস্‌তে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এতেই আমার কি আনন্দ! এই স্বেচ্ছাকৃত দুঃখে দৈন্যে আমি যেন একটা অসীম গর্ব্ব অনুভব কর্চ্ছি। নদী যেমন অপ্রতিহতগতি উত্তাল-তরঙ্গে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, আমি সেই রকম উদ্দাম-উল্লাসে আমার স্বামীর কাছে চলেছি। অথচ জানি না যে তিনি দাসীভাবেও আমায় তাঁর পায়ে স্থান দেবেন কি না।—কে তুমি?

ফকির-বেশে সগরসিংহের প্রবেশ

সগর। আমি রাজপুত। কোন ভয় নাই মা! আমি দেখ্‌ছি, আপনি রাজপুত নারী। আপনি এখানে একা যে মা?

কল্যাণী। আমার ভাই একটা বাতি আর কিছু খাদ্য আন্তে এক্ষুণি ঐ গ্রামে গিয়েছেন।

সগর। উত্তম। তবে তিনি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি এখানে থাক্‌বো। এই স্থানে মুসলমান সৈন্যের কিছু দৌরাত্ম্য, আজ চার পাঁচ জনকে এখনি এই স্থানের নিকটে দেখেছি। তোমার ভ্রাতা ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি তোমায় রক্ষা কর্ব্বো।

কল্যাণী। আমায় রক্ষা করুন!—আমার ভয় কর্চ্ছে।

নেপথ্যে। এই কুঁড়ে ঘরে?

নেপথ্যে। হাঁ এইখানেই। [দ্বারে আঘাত]

কল্যাণী। কেও?—দাদা! দাদা!

দস্যুগণের প্রবেশ

১ দস্যু। এই যে! এই যে!

৩ দস্যু। ধর্।

১ দস্যু। [কল্যাণীকে ধরিতে উদ্যত হইলে কল্যাণী দূরে সরিয়া গেলেন, কহিলেন—] "রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

সগরসিংহ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—

"সাবধান!"

১ দস্যু। এ কে?

২ দস্যু। যেই হোক—মার একে।

সগরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও ভূপতিত হইলেন

কল্যাণী। দাদা! দাদা! দাদা!

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। ভয় নাই কল্যাণী! আমি এসেছি।

এই বলিয়া অজয়সিংহ ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—দস্যুগণ ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ পলায়ন করিল

অজয়। এদের সব শেষ করেছি।—আপনি কে?

কল্যাণী। ইনি আমায় রক্ষা কর্ত্তে এসে আহত হয়েছেন।

সগর। তোমরা কে?

অজয়। আমি গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়সিংহ। ইনি আমার ভগ্নী কল্যাণী।

সগর। সে কি! মহাবৎ খাঁর স্ত্রী কল্যাণী!

অজয়। হাঁ বীরবর, আপনি কে?

সগর। আমি সেই মহাবৎ খাঁর পিতা—সগরসিংহ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ। কাল—প্রভাত।

মাড়বারপতি গজসিংহ, পারিষদ হরিদাস, গজরাজ পুত্র অমরসিংহ ও দূতবেশে অরুণসিংহ

গজসিংহ। দূত! বল মেবারের মহারাণাকে, যে আমি এ বিবাহে সম্মত হ'তে পার্লাম না। আমি সম্রাটের বিদ্রোহীর সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই না—কি বল হরিদাস?

হরিদাস। অবশ্য। অবশ্য।

অরুণ। বিদ্রোহী কিসে মহারাজ? মেবার এখনও মোগলের পদানত হয় নাই। যে স্বাধীনতা সে এতদিন রক্ষা করে' এসেছে, সে স্বাধীনতা রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা করার নাম বিদ্রোহ নয়।

গজ। এরই নাম বিদ্রোহ। সমস্ত রাজপুতানা অবনত-শিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করে, কেবল একা মেবার মাথা উঁচু করে থাকবে?

অরুণ। বুঝেছি। মহারাজের হিংসা হচ্ছে! সব পর্ব্বত-শিখর হ'তে গৌরবময় রশ্মি নেমে গিয়েছে, শুদ্ধ যে এখনও মেবারের পর্ব্বতের চূড়া ঘিরে থাকবে—সেটা মহারাজের সহ্য হচ্ছে না। সব রাজপুতরাজের শির উলঙ্গ, কেবল মেবারের রাণার মুকুট যে তাঁর মাথায় থাকবে, এ দৃশ্য মহারাজের চক্ষুঃশূল হ'তেই পারে!—তবে মহারাজ! এ গৌরব থেকে ত রাণা আপনাদের বঞ্চিত করেন নি। আপনারা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, এ রাণার দোষ নয়।

গজ। দূত! তোমার সাহস আছে। মহারাজ গজসিংহের সম্মুখে এ আস্পর্দ্ধার কথা আর কেহই কইতে পার্ত্ত না। রাণা যদি এমন মূঢ়, উদ্ধত, উন্মাদ হন, যদি মনে করেন, যে তিনি বিংশতি সহস্র রাজপুত নিয়ে ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, সে উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে৷

অরুণ। সত্য বলেছেন মহারাজ! এ উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে। এ উন্মাদ হবার শক্তি আপনার নাই। মহারাজ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

গজ। দূত! তুমি অবধ্য, নহিলে—

অরুণ। এতটুকু মনুষ্যত্ব আপনার আছে। দূত অবধ্য এ কথা শিখেছেন কোথায় মহারাজ? আপনার মুখে এত বড় নীতি, এত বড় কথা!

গজ। দূত! আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে। যাও, রাণাকে বলগে এ বিবাহে আমি অসম্মত। যাও—

অরুণ। যাচ্ছি। তবে একটা কথা বলে' যাই মহারাজ!—আমি শুনেছি, আপনি বার বার সম্রাটের পক্ষ হয়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করেছেন, গুর্জ্জর জয় করেছেন। বোধহয় এবার মেবারেও আসবেন। আমি সেই নিমন্ত্রণ করে' গেলাম!

[প্রস্থানোদ্যত।

গজ। উত্তম, তাই হবে! দাঁড়াও দূত! তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

অরুণ। কি? আমায় বন্দী কর্ব্বেন?

গজ। হাঁ দূত! অমর! দূতকে বন্দী কর।

অমর। সে কি পিতা! এ ত দূত! দূতের উপর অত্যাচার ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়।

গজ। ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার কাছে শিখতে আসিনি অমরসিংহ। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

অমর। আমি এ অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তে স্বীকৃত নই।

গজ। স্বীকৃত নও? উদ্ধত বালক! শোন, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু যদি অবাধ্য হও, ত ভবিষ্যতে এ রাজ্য তোমার নয়—এ রাজ্য আমার কনিষ্ঠপুত্রে যশোবন্ত সিংহের।

অমর। আপনার আবার রাজ্য! মোগলের পদাঘাত আর করুণা একত্রে গলিয়ে আপনার যে সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে সিংহাসনে বসবার জন্য আমি আদৌ লালায়িত নই—জানবেন। মোগলের পাদুকা শিরে বহিবার জন্য আমার কোন আগ্রহ নাই।

গজ। উত্তম! তবে আমি এই দণ্ডে তোমাকে রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করলাম। যাও।

অমর। এই মুহূর্ত্তে।

[প্রস্থান।

গজ। [ক্ষণেক পরে] যাও দূত! তোমায় বন্দী কর্ব্বো না।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মহাবৎ খাঁর বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি।
মহাবৎ একাকী

মহাবৎ। আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি বটে, তবু তাকে এখনও মনে পড়ে। এখনও সেই প্রেমবিহ্বল ঢল ঢল কিশোর মুখখানি মনে আসে। তখন মনে হয় কি রত্ন হারিয়েছি। কেন তার পত্র ফেরত পাঠিয়ে দিলাম? এত উচ্ছ্বাসের, এত নির্ভরের বিনিময়ে—আমার সেই তাচ্ছিল্য, সেই অবজ্ঞা, অনুচিত, অপৌরুষ হয়েছিল। তখন কল্যাণীর পিতার প্রতি ক্রোধে তার উন্মুখ প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। অন্যায় করেছিলাম—এখন বুঝতে পাচ্ছি। যদি এখন তার ক্ষমা চাইবার সুযোগ থাকত, ত করযোড়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তাম। —কে?

দৌবারিকের প্রবেশ

। খোদাবন্দ! মহারাজ গজসিংহ সাক্ষাৎ চান।

মহাবৎ। গজসিংহ! যোধপুরের রাজা?

দৌবারিক। খোদাবন্দ্!

মহাবৎ। এখানেই নিয়ে এসো—

[দৌবারিকের প্রস্থান।

মহাবৎ। মহারাজ গজসিংহ আমার ভবনে! —এই কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবক—এই যে মহারাজ!

গজসিংহের প্রবেশ

গজ। আদাব।

মহাবৎ। বন্দেগি! মহারাজ গজসিংহ, এ দীনের ভবনে কি মনে করে'? কোন সংবাদ আছে?

গজ। সম্রাট আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

মহাবৎ। সম্রাটের অনুগ্রহ।—মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য বোধ হয়?

গজ। হাঁ খাঁ-সাহেব!

মহাবৎ। আমি পুনঃ পুনঃ তাঁকে এ বিষয়ে আমার অভিমত জানিয়েছি; তথাপি বারবার তিনি আমাকে এরূপ সম্মানিত কর্চ্ছেন কেন, মহারাজ?

গজ। মেবারের রাণার কাছে এই বারংবার মোগল-সৈন্যের পরাজয়ে সম্রাট অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। এবার তিনি আবার আপনাকে অনুরোধ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। একা আপনিই তাঁকে এ অপমান থেকে রক্ষা কর্ত্তে পারেন। আপনি তাঁর ভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। কে বল্লে?

গজ। সকলেই জানে।

মহাবৎ। হুঁ—[কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন]

গজ। খাঁ-সাহেব! এবার আপনি মেবার-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুন। জানি—মেবার আপনার জন্মভূমি। জানি—আপনি রাণা অমরসিংহের ভাই। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে আপনি সে মেবার জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। আপনি সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন। মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রন্থি আপনি মুসলমান হ'য়ে স্বয়ং ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ দ্বিধা কেন?

মহাবৎ। [অর্দ্ধস্বগত] যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত।

গজ। সে জন্মভূমি কি আর কখনও আপনাকে নিজের কোলে তুলে নেবে? যান দেখি আপনি আবার মেবারে। বন্ধুভাবেই যান। মেবারবাসী আপনার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে' বল্‌বে—"ঐ প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র—বিধর্ম্মী মুসলমান হয়েছে।" বৃদ্ধগণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে। যুবকগণ রোষরক্তিম-নয়নে আপনার পানে চাইবে। নারীগণ গবাক্ষদ্বার হ'তে আপনার প্রতি অভিশাপবৃষ্টি কর্‌বে। কোন আশা নাই খাঁ-সাহেব, যে, কোন দিন কোন কারণে রাজপুত আবার আপনাকে ভাই বলে' নিজেদের মধ্যে আলিঙ্গন করে নেবে।

মহাবৎ। হুঁ—[ভাবিতে লাগিলেন।]

গজ। আপনার ভবিষ্যৎ মোগলের সঙ্গে জড়িত। তার উন্নতির সঙ্গে আপনার উন্নতি, তার পতনের সঙ্গে আপনার পতন। ভেবে দেখুন খাঁ-সাহেব।

সন্ন্যাসীবেশে সগরসিংহের প্রবেশ

সগর। মহাবৎ!

মহাবৎ। এ কি! পিতা! এখানে! এ বেশে!

সগর। আমি সন্ন্যাস নিয়েছি মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। সে কি পিতা!

সগর। আশ্চর্য্য হচ্ছ, মহাবৎ!—হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! দেশ, জাতি, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, ইহকাল হারিয়ে, চিরজীবনটা বিজাতির করুণাকণার ভিখারী হ'য়ে জীবনের সন্ধ্যাকালে ফিরে দাঁড়িয়েছি, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়েছি কেন, জান মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। না পিতা—

সগর। ফিরে দাঁড়িয়েছি, কারণ এতদিন পরে স্নেহময়ী মায়ের ডাক শুনেছি। কি গভীর! কি করুণ! কি গদগদ!—মায়ের সে আহ্বান! মহাবৎ!—তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পারো না—আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছি! আর তোমায় বল্‌তে এসেছি, যে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

মহাবৎ। আমার পাপের!

সগর। হাঁ, তোমার পাপের। আমি স্বজন ছেড়ে, সেধে মোগলের দাস হয়েছিলাম। তুমি তার উপর উঠেছ। তুমি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ছেড়েছ। তোমার পাপের সীমা নাই।

মহাবৎ। পিতা! আমার পাপ কোন্ জায়গায় আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমার যদি এই বিশ্বাস হয়, সে ইসলাম-ধর্ম্ম সত্য—

সগর। তোমার বিশ্বাস মহাবৎ খাঁ! তোমার এই বিশ্বাস কিসে হ'ল পুত্র? কোরাণ পড়েছ অবশ্য। সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম তাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের; তোমার পিতা প্রপিতামহের; ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচর্য্যের সেই ধর্ম্ম ছাড়বার আগে—সে ধর্ম্মটি পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎ খাঁ? মূর্খ অনক্ষর হ'য়ে এত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার তোমার কবে থেকে হ'ল! যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া,—যে দয়া শুদ্ধ মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্ত্তে যে ধর্ম্ম নিষেধ করে; সেই ধর্ম্ম তুমি এক কথায় ছেড়ে দিলে—মহাবৎ খাঁ! মহাবৎ খাঁ!—তুমি কি পাপ করেছ, তুমি জান না।

মহাবৎ। পিতা। আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছি, যে আপনি আজ—

সগর। যে আমি আজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর্ত্তে বসেছি! আশ্চর্য্য হবারই কথা! আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই, সেই পাষণ্ড আমি এই হয়েছি;—

যে সংসারে অর্থ ছাড়া কিছু বুঝে নাই, সে ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছে! কিন্তু মহাবৎ খাঁ! এমন হৃদয় নাই যেখানে উচ্চ প্রবৃত্তির একটি তারও উঁচু সুরে বাঁধা নাই। একদিন দৈববশে যদি সেই তার ঘটনার অঙ্গুলিপ্রহত হ'য়ে সহসা বেজে ওঠে, অমনি এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে' দেয়। আত্মা তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত হ'য়ে অনন্ত আকাশের দিকে ছুটে চলে' যায়। এ কথা কল্যাণী সেদিন বলেছিল।

মহাবৎ। কল্যাণী!

সগর। হাঁ, কল্যাণী সেদিন সে কথা বলেছিল। সে কথাটা এখনও আমার কানে সঙ্গীতের স্মৃতির মত বাজছে। জান মহাবৎ, যে কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন!

মহাবৎ। নির্ব্বাসিত করেছেন? — কি অপরাধে?

সগর। এই অপরাধে, যে কল্যাণী এখনও তোমার—এক বিধর্ম্মীর পূজা করে।

মহাবৎ। তার সঙ্গে আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হ'ল পিতা?

সগর। একটি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ভগ্নকুটীরে।

মহাবৎ। এই আপনার উদার—অত্যুদার—হিন্দুধর্ম্ম পিতা!—মুসলমানের প্রতি তার এত ঘৃণা, এত তার দম্ভ, এত তার মুসলমান-বিদ্বেষ, যে কল্যাণীর পতিভক্তির পুরস্কার নির্ব্বাসন! প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার কথা বল্‌ছিলেন না পিতা! হাঁ পিতা, আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো—কিন্তু তা মুসলমান হওয়ার জন্য নয়, একদিন যে হিন্দু ছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো।

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। পিতা! আজ থেকে হিন্দুদের প্রতি অনুকম্পার শেষরেখা হৃদয় থেকে মুছে ফেলে দিলাম। আজ থেকে আমি প্রতি শিরায়, মজ্জায়, স্নায়ুতে মুসলমান!

সগর। মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। যান পিতা! মহাবৎ খাঁ কম কথা কয়। আর সে যখন প্রতিজ্ঞা করে সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। যান পিতা! আর কোন উপদেশ, যুক্তি, আদেশ নিষ্ফল।

প্রস্থানোদ্যত

সগর। তোমার এতদূর অধোগতি হয়েছে মহাবৎ—তবে মর! এই অন্ধকূপে মর, পচ। ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী কুলাঙ্গার!

[প্রস্থান।

[সগরসিংহ চলিয়া গেলে মহাবৎ সেই কক্ষে উত্তেজিতভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—] "এত বিদ্বেষ!—এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয়, যে এই জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে! এই এ'দের উদার—অত্যুদার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! মুসলমান ধর্ম্ম, আর যাই হোক্, তার এ মহত্ত্বটুকু আছে যে, সে যে-কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করে' আপনার করে' নিতে পারে। আর হিন্দু ধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না। এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কার! এতদূর স্পর্দ্ধা! এই অহঙ্কার যদি চূর্ণ করতে পারি!—মহারাজ! আমি মেবার যুদ্ধে যাব। সম্রাটকে বলুন গে যান।"

গজসিংহ সবিস্ময়ে চাহিলেন

মহাবৎ। মহারাজ! আশ্চর্য্য হচ্ছেন? কেন জানেন?

গজ। কারণ আপনি সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। সে জন্য নয় মহারাজ। আমি যাব হিন্দুত্ব ধ্বংস কর্ত্তে। আপনাদের সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো। তার উচ্ছেদ কর্ব্বো। যান, সম্রাটকে বলুন গে যান।

[গজসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন, মহাবৎ বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন।

স্থান—জাহাঙ্গীরের সভা। কাল—প্রভাত।
সম্রাট জাহাঙ্গীর, সভাসদ, হেদায়েৎ-আলি খাঁ

জাহাঙ্গীর। এ অপমান মর্‌লেও যাবে না। এত অপদার্থ পরভেজ! হারলে কি বলে'!

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা। আমি এ বিষয়ে

শপথ কর্ত্তে পারি যে সাহাজাদার হারবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ! তোমরা সবাই অপদার্থ।

হেদায়েৎ। আজ্ঞে জাঁহাপনা! ঠিক অনুমান করেছেন।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ! তুমি যুদ্ধে হেরে বন্দী হ'য়ে শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হ'য়ে এলে! আব্দুল্লা তবু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তুমি যুদ্ধে মর্ত্তে পার্‌লে না?

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা, আমার বরাবরই সেই ইচ্ছা ছিল। তবে আমার গৃহিণী স্ত্রী সে বিষয়ে আপত্তি কর্‌লেন।

জাহাঙ্গীর। চুপ—

সগরসিংহের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর। এই যে রাজা সগরসিংহ।—সগরসিংহ!—

সগর। সম্রাট্!

জাহাঙ্গীর। তোমাকে মেবারের রাণা করে' চিতোর-দুর্গে পাঠিয়েছিলাম। তুমি চিতোর-দুর্গ রাণা অমরসিংহের হাতে সমর্পণ ক'রে এসেছো?

সগর। হাঁ সম্রাট্!

জাহাঙ্গীর। কার হুকুমে?

সগর। কারো হুকুমের অপেক্ষা রাখি নি সম্রাট্।

জাহাঙ্গীর। তবে?

সগর। আমি বুঝ্‌লেম যে চিতোর ন্যায়তঃ রাণা অমরসিংহের।

জাহাঙ্গীর। বুঝ্‌লে?

সগর। হাঁ সম্রাট্! আমি শুন্‌লাম যে সম্রাট আকবর ন্যায়যুদ্ধে চিতোর অধিকার করেন নি। তিনি ছলে জয়মল্লকে বধ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। তোমার এত ন্যায়-অন্যায় বিচার কবে থেকে হ'ল রাজা?

সগর। যেদিন থেকে আমি একটা নূতন আলোক দেখ্‌লাম!

জাহাঙ্গীর। নূতন আলোক দেখ্‌লে বিশ্বাসঘাতক!

সগর। হাঁ সম্রাট্। নূতন আলোক দেখ্‌লাম। আমার চক্ষের সম্মুখে সহসা একটা যবনিকা উঠে গেল। সেই রামায়ণের যুগ থেকে মেবারের একটা গৌরবময় অতীত আমার চক্ষের সামনে দিয়ে ভেসে গেল।—বাপ্পা-রাওয়ের বিজয় কাহিনী, সমরসিংহের আত্ম-বলি, চণ্ডের ত্যাগ, কুম্ভের শৌর্য্য—এর একটা মহামহিম অভিনয় দেখ্‌লাম। হঠাৎ একটা কুজ্ঝটিকায় সেই দীপ্ত রঙ্গমঞ্চ ছেয়ে এলো। আর সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে প্রতাপসিংহের—আমারই ভাই প্রতাপসিংহের—খড়্গ ঝলসাতে লাগলো। আমার মনে ধিক্কার হ'ল!

জাহাঙ্গীর। তার পর?

সগর। ধিক্কার হ'ল, যে সেই বংশেরই আমি সেই গৌরবকে ধ্বংস কর্ব্বার জন্য তার আততায়ীর সঙ্গে একটা নারকীয় ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি। তবু আমার মনকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লাম যে, উচিত কাজ কর্চ্ছি। তার পরে একদিন দেখ্‌লাম—কি দেখ্‌লাম জাঁহাপনা, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য!—

তিনি প্রায় গর্ব্বে কাঁদিয়া ফেলিলেন

জাহাঙ্গীর। কি, শুনি!

সগর। এ আর অতীত নয়, পুরাণ নয়, ইতিহাস নয়। দেখ্‌লাম যে আমারই কন্যা—এই অধম মোগলের-উচ্ছিষ্টভোজীরই কন্যা, সেই দেশের জন্য চীরধারিণী, বনচারিণী, সন্ন্যাসিনী—যে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্য মোগলের সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আমি যোগ দিয়েছি। আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল; একটা লজ্জায়, গর্ব্বে, স্নেহে, ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেল। আমি আর পার্‌লাম না! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে চিতোর-দুর্গ দিয়ে এলাম।

জাহাঙ্গীর। মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছ সগরসিংহ?

সগর। সম্পূর্ণ। আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম! কিন্তু সেদিন আমি এক নব মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লাম।

জাহাঙ্গীর। কি নব-মন্ত্র সগরসিংহ?

সগর। ত্যাগের। পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর

একটির দেবতা ঈশ্বর। আমি এত দিন স্বার্থের রাজ্যে বাস কর্‌ছিলাম। সেদিন ত্যাগের রাজ্য দেখ্‌লাম। সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ, সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড অনুকম্পা, পুরস্কার আত্মবলিদান। আমি সেদিন থেকে সেই রাজ্যের রাজা হ'লাম। যে হস্তে কখনও তরবারি ধরি নাই, সে হস্তে আত্মরক্ষার্থে তরবারি ধর্‌লাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খড়্গাঘাত, কুসুমের মত কোমল বোধ হ'ল।

জাহাঙ্গীর। তার পর?

সগর। তার পর আমি এখানে মৃত্যুতে আমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এলাম! আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু আর ভয় করি না। যে প্রাণভরে' ভালোবাস্‌তে পারে, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তার আবার মর্ত্তে ভয়!

জাহাঙ্গীর। উত্তম, তবে তাই হোক্।— প্রহরী—

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। প্রহরী কেন জনাব!—জল্লাদের সে কাজ আমি নিজেই কর্চ্ছি।—[এই বলিয়া নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন ও ভূতলে স্বীয় রক্তে রঞ্জিত হস্ত দুইখানি প্রসারিত করিয়া কহিলেন—] "এই রক্তে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।"

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

রাণা অমরসিংহ একটি বেদীর উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। উদয়সাগরের জলকল্লোল শ্রুত হইতেছিল। সন্নিহিত একটি বৃক্ষের উপর একটি কোকিল ডাকিতেছিল। রাণা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা শুনিতেছিলেন। কিয়দ্দূরে রমণীগণ "হোরি" উৎসবে নৃত্যগীত করিতেছিলেন

নৃত্য-গীত

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী,
আর কি ঘরে রইতে পারি?
কুঞ্জে পাখী গেয়ে উঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকি মিকি
যমুনার ঐ নীলবারি।
রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ও সে) আকুল হ'ল কেঁদে কেঁদে;
শত ভাঙা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে,
আয় লো ফেলে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে,
(ও সে) কেমন চতুর দেখবো আজি—
কেমন চতুর বংশীধারী।

অমর। এরা সব হোরি খেলায় মত্ত। এদের পদতলে যদি এখন ভূমিকম্প হয়, তাও বোধ হয় এরা টের পায় না। এই ত সংসার! মানুষকে এই সব পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। নইলে কে এ মরুভূমিতে থাক্‌তে চাইত! সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা।—এই যে মানসী!

মানসীর প্রবেশ

মানসী। বাবা এখনও এখানে! ঘরের মধ্যে এসো। ঠাণ্ডা পড়ছে।

রাণা। যাচ্ছি মানসী! একটু পরে। এই উদয়সাগরের তীরে খানিক বসলে মন শান্ত হয়।—মানসী!

মানসী। বাবা!

রাণা। মানসী! তোমার বোধ হয় না, যে সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা?

মানসী। ছলনা?

রাণা। হাঁ, ছলনা। মানুষ পাছে ভেবে অমর হয়, সংসার তাই তার মনকে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত করে' রেখেছে।

মানসী। আমি সংসারকে অত খারাপ ভাবতে পারি না, বাবা।

রাণা। এই জ্যোৎস্না দেখ! এই জলকল্লোল শোন! এই স্নিগ্ধ বায়ু অনুভব কর! সংসার তাকে এই সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখবার জন্য তার পায়ে জড়িয়ে, জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এ সংসার ত্যাগ কর্ব্বো মা! মানসী! সংসার মায়া!

মানসী। যদি মায়া হয় ত সে বড় মনোহর মায়া।—সত্য বটে, এই বহিঃপ্রকৃতি বড় সুন্দর।

সে আমাদের বড় ভালবাসে। যখন আমরা গ্রীষ্মের প্রচন্ড উত্তাপে দগ্ধপ্রায় হয়ে যাই অমনি বর্ষা মৃদুগম্ভীর গর্জ্জনে এসে তার বারিরাশি ছড়িয়ে দেয়। যখন দারুণ শীতে জর্জ্জর হই, অমনি নববসন্ত এসে তার সুগন্ধ মন্দ-মারুতে শীতের কুজ্ঝটিকা বন্ধন খুলে দেয়। যখন দিবার জ্যোতিতে ক্লান্ত হই, অমনি রাত্রি মাতার মত এসে ব্যথিত মস্তকটি তার ক্রোড়ে তুলে নেয়! কিন্তু এখানেই তার শেষ নয়।

রাণা। কোথায় তার শেষ মানসী?

মানসী। মানুষের চিন্তা-জগতে। দেখছো ঐ হ্রদ বাবা?

রাণা। দেখছি মা!

মানসী। ওর উপর চন্দ্রের শয়ান রশ্মি লক্ষ্য কর্চ্ছ?

রাণা। কর্চ্ছি।

মানসী। ওকে ধর্ত্তে পার?

রাণা। কাকে?

মানসী। ঐ জ্যোৎস্নাকে, ঐ বারি-কল্লোলকে। যখন অন্ধকারে এই বারিবক্ষ ছেয়ে আস্‌বে, বাতাস থেমে যাবে: তখন এ সৌন্দর্য্য, এ সংগীত কোথায় যাবে?

রাণা। কোথায় যাবে মা?

মানসী। ঠিক্ জানি না। তবে লুপ্ত হবে না। সে থাক্‌বে, ছড়িয়ে পড়বে। বিরহীর স্মৃতিতে, কবির স্বপ্নে, মাতার স্নেহে, ভক্তের ভক্তিতে, মানুষের অনুকম্পায় ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের যা কিছু সুন্দর, পৃথিবীর এই রশ্মি, সুগন্ধ, ঝঙ্কার, তাই নিত্য, নিয়ত গড়ে' তুল্‌ছে। নৈলে এই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়?

রাণা। মানুষের সুন্দর কি কিছু আছে মা? আমি যখন অন্নের একটি গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছি, তখন বিশ্ব-জগৎ সেই গ্রাসটির পানে লুব্ধ নয়নে চেয়ে আছে! যেন আমি সেই গ্রাসটি থেকে তাদের বঞ্চিত কর্চ্ছি!—এত লোভ এত ঈর্ষ্যা এত দ্বেষ!

মানসী। সে তার মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি না থাক্‌লে মানুষের অনুকম্পার স্থান রৈত কোথায়? কার দুঃখ দূর করে', কাকে টেনে তুলে মানুষ সুখী হোত? 'সংসার অধম বলে' কি তাকে ছাড়তে হবে বাবা? না। মানুষ বড় দুঃখী, তার দুঃখ মোচন কর্ত্তে হবে। সংসার বড় দীন, তাকে টেনে তুল্‌তে হবে।

রাণা। তুমি বোধ হয় সত্য বলেছ মা। আমার মস্তিষ্ক আজ বড় উত্তপ্ত হয়েছে। ভাবতে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে। মানসী—মানসী!

মানসী। যাই মা। বাবা ঘরে এসো—অন্ধকার হয়ে এলো!

[প্রস্থান।

রাণা। একটা স্বর্গের কাহিনী। একটা নীহারিকা। একটা জগতের সারভূত সৌন্দর্য্য। সুন্দর বাতাস বইছে। আকাশে মেঘখন্ডও নাই, জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল উদয়সাগরের উপর দিয়ে একটা সংগীতের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, যে কতকগুলি কিশোর স্বর্ণাভা এসে ঐ ঢেউগুলিতে স্নান কর্চ্ছে। এই কল্লোল তানের কলহাস্য! গাছগুলির পাতা জ্যোৎস্না-লোকে নড়্‌ছে, যেন বাতাসের সংগে খেলা কর্চ্ছে—এই মধুর-ধ্বনি তাদের ক্রীড়ার কলরব। আমার বোধ হয়, অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য্য অনুভব করে।

রাণী। রাণা—

রাণা। চুপ রাণী! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

রাণী। জেগে, জেগে! এবার আমি হার মেনেছি।

রাণা। যাক, মোহ ভেঙে গেল—কি হয়েছে রাণী?

রাণী। বাকীই বা কি!—মেয়েগুলো আজ-কাল তাদের বাপ-মায়ের কথা শুনছে না। সেদিন গোবিন্দসিংহের মেয়ে আর ছেলে বাপের এক কথায় বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। আবার কাল—

রাণা। যাক্, থেকে, গেল। আবার সেই দৈনন্দিন গল্প, সংসার-নেমির কর্কশ-ঘর্ঘর শব্দ, ঘটনার নিষ্পেষণ।

রাণী। কলিকালে মেয়েগুলো হ'ল কি! আমাদেরও একদিন ছেলে বয়স ছিল।

রাণা। সেটা বুঝি সত্যযুগে? রাণী! আমি চিরকাল দেখে আস্‌ছি, যে মা-গুলি চিরকাল জন্মায় সত্যযুগে, আর তাদের মেয়ে-গুলো জন্মায়—সব কলিযুগে। সে কথা যাক্। আমায় এখন কি কর্ত্তে হবে?

রাণী। মানসীর বিয়ে দেবে ত দাও নৈলে তার আর বিয়ে হবে না।

রাণা। আমারও তাই বোধ হয় রাণী, যে মানসীর বিয়ে হবে না। আমার বোধ হয় মানসী বিয়ের জন্য তৈরী হয় নি।

রাণী। হয়েছে! তোমারও ঐ দশা! হবে না!—যে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

রাণা। আমি তবুও স্বপ্ন দেখি। তুমি স্বপ্নও দেখ না।

রাণী। এখন কি হবে?

রাণা। তা জানি না রাণী! দেখা যাক্ কি হয়।

রাণী। দেখা যাক্! কি দেখ্‌বে? যোধপুর থেকে ত লোক এখনও ফিরে এলো না। সত্যবতীর পুত্রকে দূত করে' যোধপুরে পাঠান গেল, কৈ ফিরে এলো না ত!

রাণা। অরুণ ফিরে এসেছে রাণী।

রাণী। এসেছে! বিয়ের দিন কবে স্থির হ'ল?

রাণা। মহারাজ আমার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিয়ে দেবেন না।

রাণী। কেন?

রাণা। মহারাজ শুনলেম আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

রাণী। কেন?

রাণা। কারণ এক দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধে আমার জয় আর মোগলের পরাজয়।

রাণী। আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম, যে মানসীর বিয়ে হবে না। জানি বিয়ে হবে না। এত গোলযোগে কখন বিয়ে হয়?

রাণা। আমারও তাই বোধ হয়।—মানসী বিয়ের জন্য তৈরী হয় নি—সব ভ্রম!

রাণী। কি ভ্রম!

রাণা। যোধপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে মানসীর বিয়ের প্রস্তাবটাই ভ্রম; এই সৈন্য নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বসা ভ্রম। আমার তো বিয়ে করা ভ্রম। আমার রাজ্য, আমার জীবন—সব ভ্রম।

রাণী। আর আমায় যদি বিয়ে না কর্ত্তে, বোধ হয় তাও একটা ভ্রম হোত।—কি, হাসলে যে!

রাণা। আর শুনেছ রাণী, যে, মহারাজ আগ্রায় গিয়েছেন?

রাণী। না।—কেন?

রাণা। বোধ হয় সম্রাটকে আবার মেবার পুনরাক্রমণের জন্য উত্তেজিত কর্ত্তে।

রাণী। আবার?—এই! তুমি হাস্‌ছ যে। এ কি হাস্‌বার বিষয়?

রাণা। এমন হাস্‌বার বিষয় আর পাবে না রাণী। তুমি হেসে নাও।

রাণী। আমায়ও তোমার সঙ্গে পাগল হ'তে হবে?

রাণা। রাণী! বড় সুখবর!—কেউ থাক্‌বে না।—সব যাবে।

রাণী। তা সে যাই হোক—আমি শুন্‌তে চাইনে। এ বিয়ে হওয়া চাইই।

রাণা। কি রকমে?

রাণী। মাড়বার আক্রমণ কর।

রাণা। রাণী! তুমি যে ক্ষত্র-নারী এত দিন পরে তার একটা প্রমাণ দিলে! রাণী; শক্তির চেয়ে ভক্তি বড়। যোধপুরের মহারাজের যে মোগলভক্তি আছে, আমার তা নাই। আমার নিজের শক্তি মাত্র;—তাও নিভে আস্‌ছে।

রাণী। তবে এই অপমান নীরব হ'য়ে সহ্য কর্ব্বে?

রাণা। কর্ব্বো বৈ কি? তবে নীরব হ'য়ে সহ্য কর্ত্তে হবে না। একটা আর্ত্তনাদ কর্ব্বো।—দেখ আহার প্রস্তুত কি না?—কোন ভয় নাই। সব যাবে। যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তে পারেন না, মানুষ ত ছার।—যাও!

রাণী। কিন্তু তাতে তোমার অপরাধ কি?

রাণা। অপরাধ! আমার অপরাধ—যে আমি মহারাজের একই জাতি! রাণী! যদি একজন আরোহীর দোষে নৌকা ডোবে, সেই দোষীর সঙ্গে নির্দ্দোষী সহযাত্রীও জলমগ্ন হয়।—যাও।

[রাণীর প্রস্থান।

রাণা। আকাশ কি কালো!

[প্রস্থান।

মানসীর পুনঃপ্রবেশ

মানসী। অজয় দেশান্তরে গিয়েছে।

অজয়! চলে যাবার আগে একবার দেখাও করে' যেতে পার্ত্তে। শুদ্ধ একখানি পত্রে—শুষ্ক ক্ষুদ্র পত্রে এ কথাটা না জানিয়ে "জন্মের মত বিদায়"টি এসে নিয়ে যেতে পার্ত্তে। অজয়! অজয়!—না। নিষ্ঠুর তুমি! না। তোমার জন্য আমি শোক কর্ব্বো না—চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদয়সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল?

গীত

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোৎস্নার
উজলি মধুর ধরা বিকাশি' মাধুরী তার।
যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে;
চলে' যায় অমনি সে হয়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গূঢ়তর;—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম গন্ধ, যায় না ক' কুহুস্বর;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায় গীতরব;
শুকায় সৌরভ; যায় সব সুধা বসুধার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের প্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির।
কাল—প্রভাত।

মহাবৎ খাঁ, পরভেজ ও মহারাজ গজসিংহ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন

মহাবৎ। সাহাজাদা! আর বিলম্ব কর্ব্বেন না। আপনি এই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে চিতোর দুর্গ অবরোধ করুন।

পরভেজ। উত্তম সেনাপতি!

[প্রস্থান।

মহাবৎ। আর মহারাজ! আপনি মেবারের গ্রামগুলি একধার থেকে পুড়োতে আরম্ভ করুন। যদি কেউ বাধা দেয়—কোন বাছবিচার না ক'রে হত্যা কর্ব্বেন। আপনি সব চেয়ে সে বিষয়ে দক্ষ, তা জানি। কেবল দেখবেন, নারী-জাতির প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।—সাবধান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! আমি মেবারে রাজপুত রাখবো না।

মহাবৎ। তা জানি মহারাজ! রাজপুতের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে না জানি,—তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে' এটা ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতির উপর পীড়ন করে' হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়! মহারাজ, রাজপুত জাতির উচ্ছেদ আপনার মত আর কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না জানি। তাই এ কাজ আপনাকে দিয়েছি। যান—এই আদেশ পালন করুন মহারাজ।—যান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! [প্রস্থান।

মহাবৎ। হিন্দু! রাজপুত! মেবার! সাবধান! এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে। দেখি কে জেতে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ।
কাল—রাত্রি।

রাণা অমরসিংহ ও সত্যবতী

রাণা। কে? মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ রাণা। মহাবৎ খাঁ। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

রাণা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে কহিলেন]—"আমি পূর্ব্বেই বলি নাই সত্যবতী?"

সত্যবতী। কি?

রাণা। যে যাবে—সব যাবে। সমস্ত রাজপুতানা গিয়েছে। মেবার একা শির উঁচু করে থাকবে? এও কি বিধাতার নিয়মে সয়! এবার মেবারও যাবে।—কি সত্যবতী! মাথা হেঁট করে' রইলে যে? এ ত আনন্দের কথা!

সত্যবতী। পরম আনন্দের কথা রাণা?

রাণা। পরম আনন্দের কথা নয়? বিছানায় শুয়ে মেবার আর কত দিন ধরে' মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে? এবার তার যন্ত্রণার অবসান হবে।

সত্যবতী। তবে কি রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ কর্ব্বো না? যুদ্ধ কর্ব্বো বৈ কি! এবার সত্য সত্য যুদ্ধ হবে। এতদিন ত এ সব ছেলেখেলা হচ্ছিল! এবার একটা মহা আনন্দ, মহা বিপ্লব। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। সমস্ত ভারতবর্ষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে।

সত্যবতী। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে শুনলাম যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ এসেছেন।

রাণা। ও! বটে! তিনি তা হ'লে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন? আমি তাই ভাবছিলাম, যে মহারাজ আমাদের প্রতি কি এত বিমুখ হবেন যে নিমন্ত্রণটা গ্রাহ্য কর্ব্বেন না?

সত্যবতী। সেই রাজপুত কুলাঙ্গার—

রাণা। কে বল্লে!—ও কথা বোলো না। তিনি পরম ভক্ত, পরম বৈষ্ণব। আমরাই—মেবার-বংশের আমরাই কুলাঙ্গার—এতদিনে একটা ঈশ্বর মান্‌লাম না। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!"—গজসিংহ! বেশ! খাসা নাম। একাধারে গজ আর সিংহ! শুঁড়ও নাড়ে, কেশরও নাড়ে। তোফা!

সত্যবতী। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছেন!

রাণা। তা না হ'লে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে কেন? মহাদেবের সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গী না এলে চলে না!—শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না!

সত্যবতী। হা হতভাগা মেবার! [চক্ষু মুছিলেন]

রাণা। সত্যবতী! বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরী করেছিলেন, তখন তাঁর ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ কর্ব্বে তাঁর নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশিলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ, আর শক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ, আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কি না? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কি না? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না। যাও সত্যবতী। আমি সৈন্য সাজাই।

[সত্যবতীর প্রস্থান।

রাণা। যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষে যায়—সে এই রকম ক'রেই যায়। যখন জাত নির্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। এই যে গোবিন্দসিংহ! কি সংবাদ গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। রাণা, মহাবৎ খাঁ নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

রাণা। দিচ্ছে নাকি? উচিত কার্য্য কর্চ্ছে!

গোবিন্দ। উচিত কর্চ্ছে রাণা? আমরা এর প্রতিশোধ নেবো।

রাণা। নিশ্চয়। নৈলে মেবার ধ্বংস পূর্ণ হবে কেন?

গোবিন্দ। রাণা অবশ্য যুদ্ধ কর্ব্বেন?

রাণা। কর্ব্বো বৈ কি! যুদ্ধ কর্ব্বো না? কয়জন রাজপুত-সৈন্য আছে গোবিন্দসিংহ? পাঁচ সহস্র হবে? তাই যথেষ্ট। মর্ব্বার জন্য এর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। মহাবৎ খাঁর সৈন্য প্রায় এক লক্ষ হবে না? হৌক না। কি যায় আসে!

গোবিন্দ। রাণা—[বলিয়া মস্তক হেঁট করিলেন]

রাণা। কি গোবিন্দ! তুমিও মাথা হেঁট করেছ? উঠ, জাগ বন্ধু! আজ বড় আনন্দের দিন। গৃহে গৃহে মঙ্গলবাদ্য হোক। প্রতি সৌধশিখরে রক্ত নিশান উড়ুক। উদয়পুরের দুর্গে একবার ভাল করে' মেবারের রক্তধ্বজা উড়িয়ে দাও। ভাল করে' দেখে নাও। দু'দিন পরে আর দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। রাণা, আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমরা মর্ব্বো কিন্তু দুঃখ এই যে, তবু মাকে বাঁচাতে পার্ব্বো না।

রাণা। দুঃখ কি? মা কারো মরে না? আমাদের মা মর্‌বে। মা কারো চিরদিন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মর্ব্বো।

গোবিন্দ। তাই হোক্ রাণা।

রাণা। তাই হোক্। এসো গোবিন্দসিংহ, মর্ব্বার আগে একবার প্রাণ ভরে' আলিঙ্গন করে' নিই। [আলিঙ্গন] যাও, গোবিন্দ! মর্ব্বার আয়োজন করগে।

[গোবিন্দসিংহের প্রস্থান।

রাণীর প্রবেশ

রাণা। কে, রাণী! উৎসব কর! উৎসব কর!

রাণী। মানসীর বিয়ে?

রাণা মানসীর নয় রাণী, মেবারের বিয়ে।

রাণী। মেবারের বিয়ে? তুমি কি বলছো রাণা? মেবারের বিয়ে?

রাণা। এবার ধ্বংসের সঙ্গে মেবারের বিয়ে।

রাণী। সে কি?

রাণা। বড় মজা। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে

লড়াই! উৎসব কর। স্ফূর্ত্তি কর। এবার বিয়ে — বিনাশ।—ধ্বংস!

[প্রস্থান।

রাণী। এবার দস্তুরমত ক্ষিপ্ত। আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম।—শেষে সমস্ত পরিবারটা ক্ষেপে গেল। তাই ত এখন উপায় কি?

মানসী। মা, বাবার কি হয়েছে! বাবা ঠিক উন্মাদের মত কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন! বাবার কি হয়েছে মা!

রাণী। আর কি! ক্ষেপে গেছেন! চল্ দেখিগে।

[প্রস্থান।

মানসী। এই মহাবৎ খাঁ রাজপুত! এই মহারাজ গজসিংহ রাজপুত! এত ঈর্ষ্যা! এত দ্বেষ! হা রে অধম জাত! তোমার পতন হবে না ত কার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ —আর কে রক্ষা করে!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ।
কাল—সায়াহ্ণ।

অরুণ ও সত্যবতী হাঁটিয়া যাইতেছিলেন

সত্যবতী। অরুণ!

অরুণ। মা!

সত্যবতী। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

অরুণ। না মা।

সত্যবতী। আজ আমরা এই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্বো।

অরুণ। এখানে কি প্রয়োজন মা?

সত্যবতী। গ্রামবাসীদের ডাকতে হবে।

অরুণ। কোথায়?

সত্যবতী। যুদ্ধে। মেবারের বীরকুল নিঃশেষ হয়েছে। আবার নূতন বীরকুল সৃষ্টি কর্ত্তে হবে। পূজার নূতন আয়োজন কর্ত্তে হবে। চল যাই, সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

কতিপয় গ্রামবাসীর প্রবেশ

১ গ্রামবাসী। এমন সুন্দর দেশ এবার গেল।

২ গ্রামবাসী। এবার মহাবৎ স্বয়ং এসেছে। এবার আর রক্ষা নাই।

৩ গ্রামবাসী। মহাবৎ খাঁ কি খুব যুদ্ধ কর্ত্তে জানে?

২ গ্রামবাসী। উঃ!

৪ গ্রামবাসী। কোথায়! হুঁ! সে যুদ্ধ শিখলেই বা কবে? আমি ত সেদিন তাকে হ'তে দেখলাম।

২ গ্রামবাসী। হ'তে ত একদিন সকলকেই কেউ না কেউ দেখে।

৪ গ্রামবাসী। তুমি ত বাপু বড় তার্কিক!

৩ গ্রামবাসী। ঐ দেখ, ঐ গ্রামে বুঝি আগুন লাগিয়েছে!

অন্য সকলে। কৈ?

১ গ্রামবাসী। ঐ যে ধোঁয়া উঠেছে—

৪ গ্রামবাসী। ওটা মেঘ।

২ গ্রামবাসী। মেঘ বুঝি মাটি থেকে উপর দিকে ওঠে? না, মেঘ ঘোরে? দেখ্ছ না, ওটা পাক খাচ্ছে?

৪ গ্রামবাসী। তবে ওটা ধুলো।

২ গ্রামবাসী। ধুলোর বুঝি কালো রং হয়?

৪ গ্রামবাসী। তুমি ত বড় বেশী তার্কিক বাপু?

১ গ্রামবাসী। ঐ—ঐ গ্রামবাসীদের চিৎকার শুন্ছ না?

অন্য সকলে। হাঁ, হাঁ।

৪ গ্রামবাসী। গান গাচ্ছে। না হয় গাধা ডাক্ছে।

২ গ্রামবাসী। দু'টো আওয়াজই প্রায় একরকম শুন্তে—মা পাঁড়েজি?

১ গ্রামবাসী। ঐ জনকতক গ্রামবাসী চেঁচাতে চেঁচাতে এইদিকে ছুটে আসছে।

৩ গ্রামবাসী। তাদের পিছনে সৈন্যরা গুলি চালাচ্ছে।

নেপথ্যে। দোহাই সাহেব! মেরো না, মেরো না।

১ গ্রামবাসী। আহা—হা—বেচারীরা—

অজয় ও কল্যাণীর প্রবেশ

অজয়। গ্রামবাসিগণ! দাঁড়িয়ে রয়েছ কি? ঐ গ্রামবাসীদের বাঁচাও?

গ্রামবাসী। আমরা কি কর্ব্বো মহাশয়!

অজয়। তোমরা শুধু দাঁড়িয়ে এ অত্যাচার দেখ্‌বে?

৪ গ্রামবাসী। নইলে কি দাঁড়িয়ে মর্ব্বো? —চল পালাই। এদিকে আস্‌ছে।

কল্যাণী। পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছ? তা হবে না। কেউ বাদ যাবে না। তোমাদেরও পালা আসছে! তোমাদেরও ঘর পুড়বে।

১ গ্রামবাসী। সে যখন পুড়বে তখন দেখা যাবে। পরমায়ু থাক্‌তে মরি কেন? চল, ঐ এসে পড়লো; পালা পালা।

[অজয়, কল্যাণী ভিন্ন সকলের পলায়ন।

অজয়। ঐ যে আর্ত্তনাদ আরও কাছে এসেছে। ঐ বন্দুকের শব্দ! কল্যাণী, তুমি একটু সরে' দাঁড়াও—আমি এদের রক্ষা কর্ব্বো।

কল্যাণী। পার ত এদের রক্ষা কর দাদা!

অজয়। রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব কি না জানি না কল্যাণী। তবে তাদের জন্য প্রাণ দিতে পার্ব্বো। আমি মানসীর কাছে যে মহামন্ত্র শিখেছিলাম, আজ তার সাধনা কর্ব্বো। ঐ আসছে!

এই বলিয়া অজয় তরবারি নিষ্কাশিত করিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে কয়েকজন গ্রামবাসীর প্রবেশ। তাহাদের পশ্চাতে মুক্ত-তরবারি হস্তে কয়েকজন মোগল-সেনানীর প্রবেশ

গ্রামবাসী। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

অজয়ের পদতলে পড়িল

অজয়। [আ[illegible]কে] খবর্দ্দার

১ সৈনিক। চুপ রও!

তরবারি উত্তোলন। অজয় তাহাকে তরবারির এক আঘাতে ভূশায়িত করিলেন

অন্যান্য সৈনিক। তবে মর কাফের।

সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। একে একে মোগল সৈনিকগণ ভূশায়িত হইতে লাগিল। পরে আর একদল সৈনিক আসিয়া আক্রমণ করিল

অজয়। আর রক্ষা নাই। পালাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তুমি মর্ব্বে, আর আমি পালাবো দাদা!

অগ্রসর হইয়া আসিল। এই সময় একজন মোগল-সৈনিকের গুলির আঘাতে অজয় ভূপতিত হইল

কল্যাণী। [ছুটিয়া আসিয়া] দাদা—দাদা

২ সৈনিক। এ কে? ধর একে!

৩ সৈনিক। না রে! সেনাপতির আদেশ —নারী জাতির উপর কোন রকম জুলুম না হয়।

অজয়। আমি মরি কল্যাণী—ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। [মৃত্যু]

কল্যাণী। দাদা—দাদা—কোথা যাও!

অজয়ের মৃত দেহের উপরে পড়িলেন

৪ সৈনিক। কোথা যাবে বেটী! একদিন যেখানে সকলেই যায়!

কল্যাণী। আমি শোক কর্‌ব না! ক্ষত্র-বীর! তোমার কাজ তুমি করেছ। আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে—আর এরা! শয়তানের দূত এরা! —রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদ এরা! যারা বিনা অপরাধে পরের ঘর জ্বালিয়ে দেয়; নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে—এদের যেন নরকেও স্থান না হয়।

১ সৈনিক। আমাদের দোষ দিলে কি হবে বিবিসাহেব। আমাদের সেনাপতির হুকুমে ঘর জ্বালাচ্ছি, মানুষ মার্চ্ছি।

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতি কে?

২ সৈনিক। সেনাপতি কে জান বিবি-সাহেব! সেনাপতি স্বয়ং মহাবৎ খাঁ।

৩ সৈনিক। চল চল, যাওয়া যাক্‌।

কল্যাণী। মহাবৎ খাঁ? তাঁর এই হুকুম! —অসম্ভব।

৪ সৈনিক। চল্‌ চল্‌।

কল্যাণী। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

১ সৈনিক। যাবি! কোথায় যাবি!

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতির কাছে।

২ সৈনিক। তোকে নিয়ে গিয়ে শেষে আমরা কি—

৩ সৈনিক। তাই তো, শেষে কি বিপদে পড়বো!

৪ সৈনিক। এ স্বেচ্ছায় যাচ্ছে। চল্‌, একে নিয়ে চল্‌।

১ সৈনিক। আচ্ছা চল।

কল্যাণী। চল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজসভা। কাল—প্রভাত। রাণা, গোবিন্দ ও সামন্তগণ

রঘুবীর। রাণা, যতদিন সম্ভব আমরা যুদ্ধ করেছি। আর সম্ভব নয়।

রাণা। না রঘুবীর! আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। কোন বাধা মানি না। সৈন্য সজ্জিত।

কেশব। কোথায় সৈন্য রাণা! সমস্ত মেবার কুড়িয়ে পঞ্চসহস্র সৈন্য সংগ্রহ কর্ত্তে পারি কি না সন্দেহ। এই নিয়ে কি লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব!

রাণা। অসম্ভব কিছু নয়। কেশব রাও, আমার পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ লক্ষ!

জয়সিংহ। মহারাণা শুনুন, এখন মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।

রাণা। তা হবে না। যখন সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিলাম, তোমরা শোন নাই। তখন মোগল সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিল। সে যোগ উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। এখন যেচে মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিতে পারি না।

কেশব। কিন্তু—

রাণা। কথা কয়ো না। আর উপায় নাই। প্রাণ দিতে হবে। কি বল গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা, আমরা প্রাণ দিব, মান দিব না।

রাণা। ঠিক বলেছ গোবিন্দসিংহ। প্রাণ দিব, মান দিব না!

রঘুবীর। মহারাণা!

রাণা। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না রঘুবীর। যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই। সৈন্য সাজাও। মেবারের রক্তধ্বজা উড়াও। রণভেরী বাজাও। যাও, প্রস্তুত হও।

রাণা অমরসিংহ ভিন্ন সকলে চলিয়া গেলেন। তখন রাণা শূন্যনেত্রে চাহিয়া কহিলেন—

মেবার—সুন্দর মেবার! আজ তোমার এ কি সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছি মা! এ ত কখন দেখি নাই। তোমায় তারা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে—ছিন্ন-বসনা, ধূলিধূসরিতা, আলুলায়িতকেশা! এ কি সৌন্দর্য্য মা! আজ এতদিন পরে তোমায় চিন্‌লাম। এতদিন তোমার সৌভাগ্যের সূর্য্য-কিরণ তোমায় ছেয়েছিল। সে সূর্য্য নেমে গিয়েছে। আজ তাই তোমার আকাশের প্রান্ত হ'তে এ কি অপূর্ব্ব অগণ্য আলোক উদ্ভাসিত দেখ্‌ছি!—এ কি জ্যোতিঃ! এ কি নীলিমা! এ কি নীরব মহিমা!!

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—প্রভাত।
মহাবৎ খাঁ ও মহারাজ গজসিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন

গজ। রাণা যুদ্ধে সসৈন্যে এসেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ মহারাজ! কিন্তু একা ফিরে গিয়েছেন। তাঁর পঞ্চ-সহস্র সৈন্যের মধ্যে চারি সহস্র সমরক্ষেত্রে পড়ে'।

গজ। এই পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছিলেন! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা!

মহাবৎ। স্পর্দ্ধা বটে!—মহারাজ শুনবেন তবে! আমি আজ একটা গৌরব অনুভব

গজ। কর্ব্বারই ত কথা খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। কেন কর্চ্ছি, আপনি কল্পনাও কর্ত্তে পারেন না! কেন কর্চ্ছি জানেন?

গজ। কেন?

মহাবৎ। এই বলে' গৌরব অনুভব কর্চ্ছি, যে আমি ধর্ম্মে মুসলমান হ'লেও, আমি জাতিতে এই রাজপুত; এই মনে করে', যে আমি এই অমরসিংহের ভাই। যে ব্যক্তি পঞ্চ-সহস্র সৈন্য নিয়ে আমার লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সে মর্ত্তেই এসেছিল। এই নির্ভীকতা, এ স্বদেশ-প্রাণতা, ভারতবর্ষের মধ্যে এক রাজপুতেরই আছে। আর আমি সেই রাজপুত!

গজ। সে সত্য কথা সেনাপতি!

মহাবৎ। আর আপনি পতিত হ'লেও আপনিও এই রাজপুত। আপনিও গর্ব্ব করুন; আর লজ্জায় মাথা হেঁট করুন, যে কি হ'তে পার্ত্তেন, আর কি হ'য়েছেন। আমার ত কথাই নাই। তবে আমার এক সান্ত্বনা যে আমি রাজপুত নাম ঘুচিয়েছি। আমি রাজপুত ছিলাম; আপনি এখনও রাজপুত।

গজ। রাণা এ যুদ্ধে নিহত কি বন্দী হয়েন নাই?

মহাবৎ। বড় ক্ষোভ হচ্ছে মহারাজ—না? তাঁকে বধ কর্ত্তে কি বন্দী কর্ত্তে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম। এরূপ শত্রু পৃথিবীর গৌরব! এ গৌরব ক্ষুণ্ণ কর্ত্তে চাই না!

গজ। আমি এখন আসি সেনাপতি।

[গজসিংহের প্রস্থান।

মহাবৎ। আসুন মহারাজ। দূরে প্রধূমিত গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। দূরে গ্রামবাসীদের দূরন্থে অস্পষ্ট হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব নিয়ে মর হিন্দু-জাতি। তোমার দম্ভ, তোমার বিদ্বেষ, তোমার স্পর্দ্ধা, চূর্ণ করেছি কি না! তোমার—

সৈন্যচতুষ্টয়ের সহিত কল্যাণীর প্রবেশ

মহাবৎ। এ কে?

১ সৈনিক। জানি না খোদাবন্দ। পথে দেখলাম।—নারী স্বেচ্ছায় এসেছে।

মহাবৎ। কে আপনি?

কল্যাণী। কে আমি, তা শুনে আপনার কোন লাভ নাই, মোগল-সেনাপতি!

মহাবৎ। আপনি এখানে কি চান?

কল্যাণী। আমি এখানে আপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছি।

মহাবৎ। কিসের বিচার?

কল্যাণী। আপনার এই সৈন্য বিনাদোষে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।

মহাবৎ। আপনার ভাইকে হত্যা করেছে! কি রকমে?—সৈনিকগণ!

২ সৈনিক। খোদাবন্দ! আমরা গ্রাম-বাসীদের বধ কর্চ্ছিলাম। এই নারীর ভাই তাদের পক্ষ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে ল'ড়ে মারা গিয়েছে।

মহাবৎ। [কল্যাণীকে] এ কথা সত্য?

কল্যাণী। হাঁ সত্য! আপনার সৈন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ কর্চ্ছিল; আমার ভাই তাদের রক্ষা ক'রতে যান। এরা তাঁকে বধ করেছে'।

মহাবৎ। তবে যুদ্ধে বধ করেছে।

কল্যাণী। তবে তাই। এরা আমার ভাইকে যুদ্ধে বধ করেছে।

মহাবৎ। এদের অপরাধ নাই দেবি! আমার এরূপই আজ্ঞা ছিল—তোমরা বাহিরে যাও সৈনিকগণ!

[সৈনিকগণ বাহিরে গেল।

কল্যাণী। আপনার আজ্ঞা নিরীহ গ্রাম-বাসীদের বধ কর্ত্তে?

মহাবৎ। হাঁ, ঐ আজ্ঞা ছিল।

[?]। গ্রাম পুড়িয়ে দিতে?

মহাবৎ। হাঁ দেবী।

কল্যাণী। আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ উচ্চ ধারণার কারণ কি?

কল্যাণী। আমার স্বামী এরূপ নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আপনার স্বামী?

কল্যাণী। হাঁ, আমার স্বামী। প্রভু! চেয়ে দেখুন দেখি, আমায় চিন্তে পারেন কি না! আমি আপনার পরিত্যক্ত স্ত্রী কল্যাণী!

মহাবৎ। কল্যাণী! কল্যাণী! তবে এরা তোমার ভাই অজয়সিংহকে বধ করেছে?

কল্যাণী। হাঁ মোগল-সেনাপতি! আমি যেদিন আপনাকে লক্ষ্য করে' আমার প্রেমকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে', আমার ক্ষুদ্র তরীখানি অকূল সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, সেদিন আমার ভাই অজয় সানন্দে স্বেচ্ছায় আমাকে বাঁচাবার জন্য এ মহাযাত্রায় আমার দুঃখের সহযাত্রী হয়েছিল। পথে আপনার এই মুসলমান বনদস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর্ত্তে অজয় সাংঘাতিক আহত হয়। আমি তখন সেই নির্জ্জন পরি-ত্যক্ত কুটীরে—নিঃসহায়া আমি বহুদিন তার সেবা করে,—গ্রামে ভিক্ষা মেগে তাকে খাইয়ে, ভাইকে বাঁচাই। আমার এ হেন ভাইকে আপনি কেড়ে নিলেন। তবে আর কেন প্রভু! আমাকে বধ করুন।

মহাবৎ। আমায় ক্ষমা কর কল্যাণী।

কল্যাণী। গ্রামবাসীদের এ সব হত্যা আপনার আজ্ঞায় হয়েছে?

মহাবৎ। হাঁ, আমারই আজ্ঞায় হয়েছে কল্যাণী। আমি সৈন্যকে রাজপুত জাতির উচ্ছেদ কর্ত্তে আজ্ঞা করেছিলাম।

কল্যাণী। ভগবান এ কি কর্লে! এই আমার আরাধ্য-দেবতা! আমি এই ঘাতকের স্মৃতি বক্ষে ধ'রে সন্ন্যাসিনী হয়েছিলাম! আমার কি মরণ ছিল না? ভগবান! আজ একদিনে, এক ক্ষেপে, স্বামী আর ভাই—দুই-ই হারালাম! আজ আমার মত অভাগী কে!—ওঃ!

মুখ ঢাকিলেন

মহাবৎ। জান কল্যাণী, আমি কি জন্য—

কল্যাণী। কিছু জান্তে চাই না প্রভু! আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আমি এতদিন আপনার পূজা কর্ত্তাম, আজ আমি আপনাকে পরম শত্রু জ্ঞান করি! আমি মোগলকে তত শত্রুজ্ঞান করি না, যেমন আপনাকে করি! মোগল-সেনাপতি! মোগল আমাদের কেউ নয়। তাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—কাফের বধ কর্ত্তে। কিন্তু আপনি এই দেশের সন্তান, আপনার ধমনীতে বিশুদ্ধ রাজপুতরক্ত, আপনি তুচ্ছ রৌপ্যের লোভে, বিদ্বেষে, স্বজাতির উচ্ছেদ-সাধন কর্ত্তে বসেছেন। কি বল্‌বো প্রভু—আপনি মোগলের উপরেও বাড়িয়েছেন। তারা চায় মেবার জয় কর্ত্তে। তারা এই নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর জ্বালাতে চায় নি। আপনি তাদের সে ত্রুটিটুকু পূর্ণ কর্চ্ছেন। আপনি তাদের ধর্ম্মের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, আপনার এই হিংস্র সৈন্যদের—এই ঘৃণিত মাংসলোলুপ নর-কুক্কুরদের এই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন! আপনি মেবারকে শ্মশান করেছেন। হাহাকারে তার আকাশকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। মোগল তা চায় নি।—ঈশ্বর! দেশের এই কুলাঙ্গারদের জন্য তোমার দণ্ড-বিধিতে কি কোন শাস্তি লেখে নি! এখনও এদের মাথার উপর আকাশের বজ্র ফেটে পড়ছে না!

মহাবৎ। জান কল্যাণী! আমি এ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি—তোমার জন্য!

কল্যাণী। আমার জন্য? মিথ্যা কথা।

মহাবৎ। মিথ্যা নয় কল্যাণী! যেদিন শুনলাম তোমার পিতা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণায় তোমায় নির্ব্বাসিত করেছেন, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে আমি মেবারের বিপক্ষে অস্ত্র-ধারণ করেছি।

কল্যাণী। সত্য! তাই-ই যদি হয় তবে কোন্ ধর্ম্মমতে আপনি একের অপরাধে একটা জাতির উচ্ছেদসাধন কর্ত্তে বসলেন?

মহাবৎ। তাতে আশ্চর্য্য কি কল্যাণী! একা রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয় নাই? আর এ মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ তোমার পিতার একার নয়। তোমার পিতা সমস্ত মুসলমান জাতির প্রতি সমস্ত হিন্দুর বিদ্বেষ উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র, আমি হিন্দুর সেই জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে এসেছি।

কল্যাণী। সে প্রতিহিংসা যদি কেউ নিতে চায় ম্লেচ্ছসেনাপতি, ত যারা জাতিতে মুসল-মান তারা নিতে পারে। আপনি যখন স্বয়ং মুসলমান হয়েছিলেন, তখন হিন্দুর এই মুসলমান বিদ্বেষ জেনে মুসলমান হয়েছিলেন। আপনার এই অবস্থা আপনার নিজের সৃষ্ট—প্রভু! বৃথা কেন নিজের মনকে প্রবোধ দেন যে, আপনি একটা অন্যায়ের প্রতিকার কর্ত্তে বসে-ছিলেন। আপনার মধ্যে মুসলমান যেটুকু, তা আপনাকে এ প্রতিহিংসায় চালিত করে নি, আপনার মধ্যে গর্ব্বী মহাবৎ খাঁ যেটুকু, তাই আপনাকে প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল।

মহাবৎ। [অর্দ্ধস্বগত] সে কি! সত্য না কি!

কল্যাণী। আপনি সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষে মেবারের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছেন। এই আপনার ধর্ম্ম! এই আপনার শৌর্য্য! এই আপনার মনুষ্যত্ব! হা ভগবান, কি কর্লে! আমার এ কি কর্লে! এত দিন আমি আকাশে প্রাসাদ তৈরি করেছিলাম, আজ তা ধূলিসাৎ হ'য়ে ভূমিতলে গড়াচ্ছে।

মহাবৎ। কল্যাণী—

কল্যাণী। না, আর না। আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আপনি আমার স্বামী, আমি আপ-নার স্ত্রী। আমি একদিন গর্ব্ব ক'রে বলে-ছিলাম, কার সাধ্য আমাদের পৃথক করে? কিন্তু এখন দেখছি, আপনার আর আমার মধ্যে একটা সমুদ্র ব্যবধান। আমাদের মধ্যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে' রয়েছে; আর তার চেয়েও বেশী—আমাদের দু'জনার মধ্যে আমাদের স্বদেশের রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। নির্ম্মম দেশদ্রোহী রক্ত-পিপাসু জল্লাদ!—ওঃ—ঈশ্বর, ঈশ্বর! এই নীচ, হিংস্র ভ্রাতৃহন্তাদের—এই দুর্ম্মুঠো উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালদের বিকট অট্টহাস্যধ্বনি শুনে শেষে যেন তোমাতেও বিশ্বাস না হারাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি। মানসী একাকী গান গাহিতেছিলেন

গীত

কত ভালবাসি তায়—বলা হোলো না।
বড় ক্ষেদ মনে রয়ে গেল—বলা হোলো না।
হৃদয়ে বহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর;
মনের কথা মনে রয়ে গেল—বলা হোলো না।
যদি ফুটিল না মুখ কেন ভাঙিল না বুক—
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হোলো না।

রাণার প্রবেশ

মানসী। এই যে বাবা! যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ বাবা?

রাণা। হাঁ মানসী!

মানসী। কি! হয়েছে বাবা!—এ কি মূর্ত্তি! কি হয়েছে বাবা!

রাণা। চুপ। কথা কস্ নে। আমি একটা—আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এসেছি—অদ্ভুত! অদ্ভুত! আশ্চর্য্য!

মানসী। কি হয়েছে—যুদ্ধ—

রাণা। না, এবার আর আমাদের যুদ্ধ হ'লো না, মানসী!—যুদ্ধ ক্ষেত্রে শুদ্ধ একটা অগ্নির ঝড় ব'য়ে গেল, আর আমার সৈন্য সব পুড়ে গেল।

মানসী। সে কি!

রাণা। আমি কিছু বুঝতে পার্লাম না। সে যেন একটা কি!—যেন সে এ জগতের কিছু নয়; সে যেন একটা উল্কা বৃষ্টি—একটা অভিশাপের বন্যা! আমি নিমেষের জন্য চোখ বুজলাম! আমার শরীরের উপর দিয়ে একটা হৃৎকম্প চ'লে গেল—আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উড়ে গেল। আর কিছু বুঝতে পার্লাম না। পরে সুপ্তোত্থিতের মত চোখ খুলে দেখলাম, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা, আর কেউ নাই! চারিদিকে রাশি রাশি শব! উঃ—সে কি দৃশ্য! সে কি দৃশ্য!

মানসী। বাবা, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। বোসো, আমি তোমার সেবা করি।

রাণা। আমি সেই শ্মশানে একাকী বিচরণ কর্ত্তে লাগলাম। আমাকে কিন্তু কেউ বধ কর্লে না।

মানসী। এ যুদ্ধে তুমি পরাজয় স্বীকার করেছ?

রাণা। স্বীকার না কর্লেও বড় যায় আসে না। যুদ্ধ তর্ক নয় যে, হার স্বীকার না কর্লেই জিত। এ স্থলে, কঠিন, প্রত্যক্ষ সত্য—বড় প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমায় তারা বধ কর্লে না কেন? আমি সে মহাশ্মশানে চেঁচিয়ে ডাকলাম "মহাবৎ খাঁ—গর্জসিংহ—" কেউ এলো না। কেউ এলো না কেন মানসী?

মানসী। ক্ষুব্ধ হোয়ো না বাবা—

রাণা। আর একটা কথা বুঝতে পার্চ্ছি না, যে মহাবৎ যুদ্ধে জয়ী হ'য়েও বিজয়গর্ব্বে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্চ্ছে না কেন! এখন ত তার এসে এ দুর্গ অধিকার কর্লেই হ'ল।

মানসী। বাবা, হেরেছ হেরেছ, তার দুঃখ কি? এক পক্ষের যুদ্ধে পরাজয় ত হবেই।

রাণা। ঠিক্ বলেছ মা! এক পক্ষের ত পরাজয় হবেই। তবে আর দুঃখ কি?—কোন দুঃখ নাই মানসী। তবে তারা আমায় বধ কর্লে না কেন?

রাণীর প্রবেশ

রাণা। রাণী! মহা সমস্যায় পড়েছি। তুমি কিছু জান?

রাণী। কি রাণা?

রাণা। আমায় তারা বধ কর্লে না কেন?

রাণী মানসীর দিকে চাহিলেন

রাণা। শোন রাণী! সেই গভীর নিশীথে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেই স্তূপীকৃত হত্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে একা আমি।—কি সে দৃশ্য! রাণী তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পার না। উপরে নিশ্চল উলঙ্গ নক্ষত্ররাজি আর নীচে অগণ্য শবরাশি! তাদের দুইয়ের মধ্যে আর কিছু না, কেবল রাশি রাশি অন্ধকার। আমার বোধ হ'ল যেন আমি এ জগতের কেহ নই। যেন আমিও মরে' গিয়েছি; যেন আমি একটা জীবন্ত জাগ্রত মৃত্যু। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তরবারি বাহির করে' আস্ফালন কর্লাম। সে কেবল সেই নৈশ আর্দ্র বায়ু কেটে চলে' গেল।—ডাকলাম "মহাবৎ!" সে ধ্বনি চারিদিক বৃথা খুঁজে ফিরে এলো। তারপর যখন [ভগ্নস্বরে] যুদ্ধক্ষেত্রের পানে আবার চেয়ে দেখ্‌লাম—সেই

নক্ষত্রের আলোকে—যে আমার সোনার রাজ্য একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে, [নিম্নস্বরে] তখন সেই মহাশ্মশানের উন্মুক্ত বায়ু যেন মৃত সৈন্যদের দেহমুক্ত আত্মার ভারে ভারি বোধ হ'তে লাগল। বহু-কষ্টে টেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লাম। সে নিশ্বাস আকাশে না উঠে নিজ ভারে মাটিতে পড়ে' গেল। আমার বোধ হয়, এত অন্ধকার না হ'লে সেখানে তাকে খুঁজলে পাওয়া যেত।

রাণী। যা হবার তা হয়েছে। আর এখন ভেবে কি হবে? আমি গোড়াগুড়িই বলে-ছিলাম।

রাণা। ঠিক বলেছিলে রাণী! মেবার মরে' গেল, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম। তাকে স্কন্ধে করে' এখানে এনেছি।-দেখবে এসো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের বাহিরে যাতায়াত পথ। কাল—রাত্রি।

দুইজন পরিচারিকা কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ করিল

১ পরিচারিকা। আহা বৃদ্ধ গোবিন্দ-সিংহের বড় দুঃখ!—এক ছেলে।

২ পরিচারিকা। কিন্তু সে যা হোক্, চারণী-ঠাক্‌রুণ সেই মড়া ঘাড়ে করে গোবিন্দ-সিংহের বাড়ী টেনে নিয়ে এলেন কেন, তা তিনিই জানেন।

১ পরিচারিকা। ওঁর সব বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড। যেন হাতে আর কোন কাজ ছিল না।—সেখানে লোক জমেছে অনেক?

১ পরিচারিকা। উঃ! আঙ্গিনা ভরে' গিয়েছে। গোবিন্দসিংহ বাড়ীতে নাই। ঠাক্‌-রুণের ছেলে অরুণসিংহ তাঁকে ডাক্‌তে গেল। দেখলাম যে সেই আঙ্গিনায়—সেই শবের কাছে ঠাক্‌রুণ একা দাঁড়িয়ে। দূরে লোকজন।

১ পরিচারিকা। অন্ধকার?

২ পরিচারিকা। অন্ধকার বৈ কি। দূরে ঘরের মধ্যে—একটা আলো মিটমিট করে' জ্বলছে—ও কি! ও কে!

১ পরিচারিকা। কৈ?

২ পরিচারিকা। ও কে?

১ পরিচারিকা। আমাদের রাজকুমারী! ও কি মূর্ত্তি! চোখ কপালে উঠেছে। গা থেকে আঁচল খসে মাটিতে লোটাচ্ছে। দুই হাতে মুঠো বাঁধা।

২ পরিচারিকা। ঐ যে রাজকুমারী এই দিকে আসছেন। চল আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিপরীত দিক হইতে মানসীর প্রবেশ

মানসী। চলে' গেছে! অজয় জন্মের মত চলে' গেছে! আমায় একবার না বলে' বিদায় না নিয়ে জন্মের মত চলে' গেছে!—এ কি সত্য! ওঃ! আমার মাথা ঘুর্চ্ছে। আমার চক্ষের সম্মুখে শত পীতবিম্ব মাটি থেকে উর্দ্ধে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা তরল জ্বালা ছুটে যাচ্ছে! আমার মাথার উপর থেকে আকাশ সরে' গিয়েছে। আমার পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে' গিয়েছে! আমি কোথায়! ওঃ—[ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে আবার কহিলেন]—নিষ্ঠুর আমি! কখন মুখ ফুটে বলি নাই। যখন সেদিন অজয় আমার কণামাত্র অনুকম্পার ভিখারী হ'য়ে—আমার মুখপানে দীন-নয়নে চেয়ে ছিল, আমার শুদ্ধ একটি সকরুণ দৃষ্টিপাতের জন্য পিপাসায় ফেটে ম'রে যাচ্ছিল তবু আমার মুখ ফোটে নি। তাই আমার অজয় অভিমান করে' গিয়েছে। আমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ করে', পদতলে দলিত ক'রে চলে' গিয়েছে! অজয়—আজ যে তোমার পায়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্চে; আজ যে হৃদয় চিরে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আর সময় নাই! আর সময় নাই!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহাঙ্গন। কাল—রাত্রি।

ঝড় বহিতেছিল। অজয়সিংহের মৃতদেহ। অদূরে সত্যবতী ও চারিজন বাহক দণ্ডায়মান। গোবিন্দ-সিংহ একদৃষ্টে মৃতদেহের দিকে চাহিলেন। শেষে কহিলেন—

গোবিন্দ। এই আমার পুত্র অজয়সিংহের মৃতদেহ! কোথায় দেখলে সত্যবতী!

সত্যবতী। রাস্তার ধারে।

গোবিন্দ। কি রকম করে' তার মৃত্যু হ'ল সত্যবতী?

সত্যবতী। যারা তার চারি পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছে শুনলাম যে, মহাবৎ খাঁর সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা কর্চ্ছিল। অজয়সিংহ তাদের রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আর কল্যাণীকে সৈন্যেরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য! সত্য! অজয়! পুত্র আমার! আমায় ক্ষমা চাইবার অবকাশ দিলি নে? আমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলাম! তাই তুই গৃহ ছেড়ে চলে' গেলি তবু আমি কথাটি কই নি। কেন তোকে ডেকে ফিরালাম না! কেন যেতে দিলাম!—অজয়! প্রাণাধিক আমার! ক্ষমা চাইবারও অবকাশ দিলি না! এত অভিমান! এত অভিমান! আমি তোর বুড়ো বাপ! অজয় —অজয়!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখ কি? অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য কথা বলেছ সত্যবতী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। দুঃখ কি!—আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। যাও সগৌরবে এর দাহ করগে, যাও!

মুখ ঢাকিলেন, বাহকগণ অজয়সিংহের দেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে গোবিন্দসিংহ কহিলেন—

গোবিন্দ। দাঁড়াও! আর একবার দেখে নেই। সর্ব্বস্ব আমার! বৃদ্ধের সম্বল! অন্ধের যষ্ঠি! প্রিয়তম বৎস আমার! একবার!—না, না, দুঃখ কিসের? সত্য বলেছ সত্যবতী। অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।—মেবার! রাক্ষস! এত নিয়েও তোর উদর পূর্ণ হ'ল না—তুই ত যেতে বসেছিস্! তবে সব না খেয়ে যাবি নে! আমার সোনার সংসার! না! না! কে বল্লে আমার অজয় মরেছে।-মরে নি ত। ঐ যে আমার পানে চাইছে। ঐ যে এখনও বেঁচে আছে!—অজয়! অজয়!

গোবিন্দসিংহ অজয়ের মৃতদেহের পানে ধাবিত হইলে সত্যবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! শোকে উন্মত্ত হ'য়ো না। তোমার পুত্র আর নাই!

গোবিন্দ। নাই! পুত্র নাই! সত্য বটে; পুত্র নাই! এ আমার ভ্রান্তি—অজয়! অজয়! আমার সর্ব্বস্ব! [মুখ ঢাকিলেন]

সত্যবতী। তুমি বীর। পুত্রশোকে এত অধীর হওয়া তোমার কি শোভা পায় গোবিন্দ-সিংহ!

গোবিন্দ। কি বলছ সত্যবতী, আরও চেঁচিয়ে বল। শুন্তে পাচ্ছি না। আমার ভিতর একটা ঝড় বইছে। কিছু শুন্তে পাচ্ছি না। ওহো হো হো হো!

নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পিতা! পিতা!

গোবিন্দ। কে ডাকলে? কল্যাণী না? সর্ব্বনাশী—দেখ্ তোর কীর্ত্তি! আমার অজয়কে তুই খেয়েছিস্ রাক্ষসী! দে, তাকে ফিরিয়ে দে।

কল্যাণী। বাবা—এই যে দাদার মৃতদেহ! —দাদা! দাদা! দাদা!

কল্যাণী অজয়ের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিলেন

গোবিন্দ। সরে' যা, আমার অজয়কে স্পর্শ করিস্ না। সরে' যা ডাইনি—

এই বলিয়া কল্যাণীর হাত ধরিলেন

কল্যাণী। [উঠিয়া] বাবা, আমি সত্যই ডাইনি। আমায় বধ কর। কে আমার নাম রেখেছিল কল্যাণী?—বাবা! আমি তোমার গৃহে অকল্যাণের শিখা—মেবারের ধূমকেতু—পৃথিবীর সর্ব্বনাশ। আমায় বধ কর! এ সর্ব্বনাশীকে জগৎ হ'তে দূর কর। আবার সব ফিরে পাবে। আমায় বধ কর! বধ কর!

গোবিন্দের সম্মুখে জানু পাতিলেন

গোবিন্দ। আমার অন্তরে এ কি হচ্ছে! এ যে একটা নরকের দাহ—একটা পিশাচের নৃত্য! আর যে পারি না! আর যে পারি না জগদীশ!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখে অধীর হ'য়ো না। সগৌরবে তোমার বীর পুত্রের দাহ কর। তোমার পুত্র আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে!

গোবিন্দ। সত্য কথা! সত্য কথা! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে, আর দুঃখ কর্ব্বো না। ক্ষমা কর মা!—এ ত আমার গৌরবের

কথা—তবে—[ক্রন্দনস্বরে] বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি সত্যবতী! বড় বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী। বাবা—

গোবিন্দ। [কম্পিতস্বরে] আয় কল্যাণী! আমার বুকে আয় মা! আয় আমার গৃহ-প্রতাড়িতা, পতিপরিত্যক্তা, মাতৃহীনা, অভাগিনী কন্যা আমার! আমি সতী-সাধ্বীর অমর্য্যাদা করেছিলাম, তাই আমায় ঈশ্বর এই শাস্তিবিধান করেছেন।—যাও, তোমরা মৃতদেহ দাহ করগে।

বাহকগণ মৃতদেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে বেগে আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা মানসী সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

মানসী। দাঁড়াও! আমি একবার দেখে নি।

সত্যবতী। এ কি! রাজকন্যা!

মানসী। অজয়! প্রিয়তম! জীবনসর্ব্বস্ব আমার! স্বামী আমার!

সত্যবতী। সে কি রাজকন্যা—তোমার স্বামী!

মানসী। তবে শোন সবাই! কখন বলি নাই, আজ বলি।—এই অজয়সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জান্তে পারে নি—আমি নিজে জান্তে পারি নি। নীরবে, নিভৃতে, আত্মায়-আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল।—প্রিয়তম! কোথা যাও। দেখ, আমি এসেছি—আজ আমি আর তোমার সে প্রগল্‌ভা গুরু নহি; দীনে দয়াময়ী রাজকন্যা নহি; আজ আমি তোমার প্রেমভিখারিণী দুর্ব্বলা রমণী! আজ আমি পথের দীনতম ভিখারিণীর চেয়েও দীন! অজয়! তোমায় কখন বলি নাই যে, তোমায় কত ভালবাসি! আমি আগে বুঝতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর।

সত্যবতী। আহা, রাজকন্যা শোকে উন্মত্ত হয়েছেন! শান্ত হও মানসী! অজয় আর্ত্ত-রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে—

মানসী। সত্য কথা। এই রকম করেই প্রাণ দিতে হয়। প্রিয় শিষ্য আমার! আজ তুমি আমার গুরুর স্থান অধিকার ক'রেছ। তোমার গরিমার রশ্মি পরলোক ছাপিয়ে পৃথিবীর গায়ে লেগেছে। মর্ত্তে হয় ত এই রকম করে'ই!—বৃদ্ধ গোবিন্দ! বৃদ্ধ গোবিন্দ! ধন্য তুমি, যে, এ হেন পুত্রের গৌরব কর্ত্তে পার! ধন্য আমি! যার এই স্বামী।—গোবিন্দসিংহ! এ আমাদের গর্ব্ব কর্ব্বার সময়, শোক কর্ব্বার সময় নয়।

গোবিন্দ। [শুষ্ককণ্ঠে] রাজপুত্রী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। কিসের দুঃখ? [ভগ্নস্বরে] অজয় দেশের জন্য—

এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ আর কথা কহিতে পারিলেন না। গৃহ-প্রাচীরের উপর দক্ষিণ বাহু রাখিয়া তাহার উপর মুখ ঢাকিলেন। একটা নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাঁহার জীর্ণ দেহখানি আলোড়িত হইতে লাগিল।

মানসী। বৃথা! বৃথা! বৃথা! ভিতর থেকে একটা প্রবল শোকের উচ্ছ্বাস সব সান্ত্বনা ছাপিয়ে উঠ্‌ছে! আর পারি না—অজয়! অজয়!

কল্যাণী। এ সব কি! কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। এ স্বর্গ না মর্ত্ত্য! এরা দেবতা না মানুষ! এ জীবন না মৃত্যু! আমি কে—ওঃ—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

সত্যবতী। কল্যাণী! কল্যাণী!

গোবিন্দ। মেয়েটা মর্চ্ছে! মর্ত্তে দেও! এক সঙ্গে সব যাব—পুত্র, কন্যা, আমি, মেবার—সব যাব—পুত্র গিয়েছে—কন্যা গিয়েছে; ঐ মেবার—আমার সাধের মেবার—সেও ডুব্‌ছে—ডুব্‌ছে—ঐ ডুব্‌লো—আমিও নাই।

সত্যবতী। মাত্রা পূর্ণ হ'ল!—এখন একটা প্রলয় হোক—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের পর্ব্বতপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির।
কাল—সায়াহ্ন।

মহাবৎ শিবিরের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া মেবার পাহাড়ের উপর অস্তগামী সূর্য্যরশ্মিরেখা দেখিতেছিলেন; পরে কহিলেন—"যাক্, অস্ত গেল।" এমন সময়ে মহারাজ গজসিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

গজ। খাঁ-সাহেব—

মহাবৎ। মহারাজ!

গজ। যুদ্ধে জয় লাভ ক'রেও আপনি সসৈন্যে উদয়পুরে প্রবেশ কর্ব্বেন না কেন?

মহাবৎ। তার কারণ আমায় কি এখন মহারাজকে দিতে হবে?

গজ। না, একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা

কর্চ্ছিলাম মাত্র—শুনেছেন খাঁ-সাহেব, এবার মেবারের নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন!

মহাবৎ। নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন!—নারীগণ!

গজ। হাঁ, দেখা যাক্, তাঁরা যুদ্ধ কি রকম করেন। এবার এ যুদ্ধের মধ্যে একটু কোমল ভাব আস্‌বেই। এবার যুদ্ধে আমি যাব।

মহাবৎ। মহারাজ, রাজপুত নারী নিয়ে, রাজপুত আপনি এরূপ ঘৃণ্য পরিহাস কর্ত্তে পারেন! আপনি কি সত্যই রাজপুত? না—

গজ। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। যান—যান—এই শৌর্য্যটুকু ভবিষ্যতে আপনার দেশের জন্য গচ্ছিত রাখবেন।

[গর্জসিংহের প্রস্থান।

মহাবৎ। এই সব মহাত্মারা হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা উড়াচ্ছেন। হিন্দু! তোমরা সাম্রাজ্য হারিয়েছ সহ্য হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বটুকুও হারিয়েছ!

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

মহাবৎ। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। সাহাজাদা সসৈন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহাবৎ। এসেছেন?—আচ্ছা যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

মহাবৎ। সৈন্য নিয়ে আসবার আর প্রয়োজন ছিল না। মেবার ধ্বংস আমি সম্পূর্ণ করেছি! তবে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে উদয়পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে চাই না। সে কাজ সাহাজাদা—মোগল, স্বয়ং করুন। আমার কাজ এইখানে শেষ।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

মহাবৎ। কে তুমি বৃদ্ধ?

গোবিন্দ। আমি মেবারের একজন সামন্ত।

মহাবৎ। এখানে কি মনে করে'?

গোবিন্দ। বল্‌ছি, হাঁফ নিতে দাও।

মহাবৎ। তুমি কি রাণা অমরসিংহের দূত! সন্ধির প্রস্তাব এনেছ?

গোবিন্দ। তার পূর্ব্বে যেন আমার শিরে বজ্রাঘাত হয়!

মহাবৎ। তবে তুমি এখানে কি চাও?

গোবিন্দ। মর্ত্তে চাই। বৃদ্ধ হয়েছি; মর্ত্তে চাই। যুদ্ধ করে মর্ত্তে চাই।—তবে সামান্য সৈনিকের হাতে মর্ব্বার ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা—তোমার হাতে মর্ব্বো—তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে' মর্ব্বো।

মহাবৎ। বৃদ্ধ! তুমি কি বাতুল!

গোবিন্দ। না মহাবৎ, আমি বাতুল নই। তুমি ভাব্‌ছ যে, আমি পারি যদি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ কর্ত্তে এসেছি। হা ঈশ্বর! সে শক্তি আমার যদি এখন থাক্‌ত!—না মহাবৎ খাঁ, আমি জানি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার সঙ্গে আজ আর পার্ব্বো না। তবে মর্ত্তে পার্ব্বো। আমি তোমার হাতে মর্ত্তে চাই।

মহাবৎ। এ অত্যন্ত অদ্ভুত ইচ্ছা।

গোবিন্দ। কিছু না আমি অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধ স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে করেছি। এ দেহে অনেক ক্ষতের চিহ্ন আছে। আমার শেষ ক্ষত তোমার খড়্গাঘাতে হোক্।

মহাবৎ। তাতে তোমার লাভ?

গোবিন্দ। লাভ বিশেষ নাই। তবে তুমি ধর্ম্মে যবন হ'লেও জাতিতে রাজপুত। আর তুমি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তোমার হাতে মরার একটা গৌরব আছে।

মহাবৎ। আপনি কি সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঃ—হাঃ? হাঃ—চিনেছ মহাবৎ খাঁ? এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছো, যে কেন মর্ত্তে চাই? মহাবৎ খাঁ! আজ তুমি মেবার জয় করেছ—মেবার ধ্বংস করেছ। তবু তোমায় উদয়পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে দিব না। মেবারের আর সৈন্য নাই। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না। মেবারের শেষ বীর আমি। আমি একা দাঁড়িয়েছি, আজ উদয়পুরে মোগলবাহিনীর গতিরোধ কর্ত্তে। আমায় বধ না করে' উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বে না। অস্ত্র নাও।

[তরবারি নিষ্কাশন।

মহাবৎ। বীরবর! আমি সে দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে চাই না।

গোবিন্দ। চাও, না চাও, সমানই কথা।—নাও; অস্ত্র নাও!

মহাবৎ। শুনুন—

গোবিন্দ। না, শুন্‌তে চাই না। শুন্‌তে চাই না। আমার অন্তরে একটা দাবাগ্নি জ্বল্‌ছে। আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই—আমি মর্ত্তে চাই! আমার স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই—আর তার হাতে মর্ত্তে চাই, যে আমাব জামাই হ'য়েও আমার পুত্রহন্তা—আমার দেশের সন্তান হ'য়েও যে পরের গোলাম—আমার ধর্ম্মের হ'য়েও যে মুসলমান—আমার বাজার ভাই হয়েও যে তাব শত্রু। অস্ত্র নাও মহাবৎ।

মহাবৎ তরবারি নিষ্কাশন করিয়া কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হউন। আমি আপনাকে কখনও বধ কর্‌বো না।

গোবিন্দ। কোন কথা শুন্‌তে চাই না। নিজেকে রক্ষা কর।

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি—

গোবিন্দ। আমায় বধ কব—বধ কর—

মহাবৎ। আমি অস্ত্র পরিত্যাগ কব্‌লাম।

গোবিন্দ। ছাড়্‌ছি না মহাবৎ, অস্ত্র নাও। আমি আজ মর্ত্তে এসেছি, মর্ব্বো। অস্ত্র নাও। আমি ছাড়্‌বো না।

[আক্রমণ কবিতে উদ্যত।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে গজসিংহ আসিয়া গোবিন্দসিংহকে গুলি কবিলেন, গোবিন্দসিংহ পতিত হইলেন

মহাবৎ। এ কি! কি কর্‌লে মহারাজ!

গজ। বধ করেছি।

মহাবৎ। জানেন উনি কে?—

গজ। কে? একজন দস্যু।

গোবিন্দ। দস্যু আমি নই মহারাজ! দস্যু তোমরা! পরের রাজ্য লুঠ কর্ত্তে আমি যাই নাই—তোমরা এসেছ। মহাবৎ খাঁ! যাও, এখন উদয়পুরে যাও। আর কেউ তোমার গতিরোধ কর্ব্বে না। নিজের মাকে ধরে' মোগলের দাসী করে' দাও। সন্তানের কার্য্য কর। অজয়! কল্যাণী—

মৃত্যু

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ রাজপথ। কাল—রাত্রি।

একজন দুর্গরক্ষক রাজপুত-সৈনিক ও পুরবাসিগণ কথোপকথন করিতেছিল

১ পুরবাসী। রাণা দুর্গের বাহিরে গিয়েছেন কেন সৈনিক?

সৈনিক। কেন তা জানি না। শুনলাম, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে সম্রাটকে পত্র লিখেছিলেন। তাই সাহাজাদা খুরম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন। মোগলদূত সাহাজাদার কাছ থেকে এক পত্র এনেছিল। শুনেছি তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন। মোগলদূত ফিরে গেলে রাণা তার পরদিন—আজ প্রত্যূষে উঠে ঘোড়ায় চ'ড়ে সাহাজাদার শিবিরের দিকে গেলেন।

২ পুরবাসী। তার পর?

সৈনিক। তার পর কি হয়েছে তা জানি না।

৩ পুরবাসী। রাণা এখনও ফিরে আসেন নি?

সৈনিক। না।

৪ পুরবাসী। তাঁর সঙ্গে কে গিয়েছে?

সৈনিক। কেউ যায় নাই। তিনি একা গিয়েছেন।

১ পুরবাসী। ও কে?

২ পুরবাসী। আমাদের রাণা নয় ত?

৩ পুরবাসী। তাই ত! ও কে? রাণা ত না!

৪ পুরবাসী। রাজার মত পোষাক কে লোকটা জানেন সৈনিক?

সৈনিক। উনি যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ।

১ পুরবাসী। ঐ সেই রাজা, না, যে, মহাবৎ খাঁব সঙ্গে মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে?

সৈনিক। হাঁ।

২ পুরবাসী। জাতিতে রাজপুত?

৩ পুরবাসী। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের শত্রু।

সৈনিকদল সহ মহারাজ গজসিংহের প্রবেশ

গজ। সৈনিক, দুর্গের দ্বার বন্ধ?

সৈনিক। হাঁ, মহারাজ!

গজ। দ্বার খোল। এখন এ দুর্গ আমাদের।

সৈনিক। প্রভুর বিনা আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার খুলতে পারি না মহারাজ!

গজ। প্রভু! তোমাদের প্রভু এখন রাণা অমরসিংহ নয়, তোমাদের প্রভু আমি।

সৈনিক। আপনি! সেটা জানতাম না। তবুও আমাদের রাণা অমরসিংহের বিনা আজ্ঞায় দুর্গদ্বার খুলতে পারি না।

গজ। সৈনিকগণ! এর কাছ থেকে চাবি কেড়ে নাও!

সৈনিক। প্রাণ থাকতে নয়।

তরবারি বাহির করিল

গজ। তবে একে বধ কর—

১ পুরবাসী। [অন্য পুরবাসীকে] দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি—মারো।

সকলে মিলিয়া গজসিংহকে আক্রমণ করিল

গজ। সৈনিকগণ—

গজসিংহের সৈনিকগণ পুরবাসীদের আক্রমণ করিল। তখন পশ্চাৎ হইতে মোগল-সৈন্য-পরিবৃত রাণা অমরসিংহ আসিয়া কহিলেন—

অমরসিংহ। সৈনিকগণ—অস্ত্র রাখ।

রাজপুত-সৈনিকগণ মোগলসৈন্যগণকে দেখিয়া অস্ত্র রাখিল

রাণা। মহারাজ গজসিংহ! এখানে তোমার প্রয়োজন?

গজ। আমি এই দুর্গে প্রবেশের অধিকার চাই।

রাণা। রাজ-অতিথি! রাণা অমরসিংহ যথোচিত অতিথি-সৎকার কর্ব্বে।—মোগলের কুক্কুর! তোমার যোগ্য অতিথি-সৎকার এই। [পদাঘাতে গজসিংহকে ভূপাতিত করিলেন] সাহসী সৈনিক, দুর্গদ্বার খোল। [দুর্গদ্বার খুলিলে তিনি মোগল-সৈনিকদিগকে কহি-লেন] তোমরা যেতে পার।

রাণা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মেবারের গিরিপথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

সত্যবতী ও তাঁহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ

চারণীগণের গীত

(১)

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর?
মেবার পাহাড় হইতে তাহার
নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ,
হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার
রক্ত নিশান উড়ে না আর।
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা
—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার;

(২)

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার
পিকবর আজ হরষগান;
ফোটে নাকো ফুল আসে না আকুল
ভ্রমর করিতে সে মধুপান;
আর নাহি বয়, শিহরি মলয়,
আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ;
মেবার নদীর ম্লান দু'টি তীর
—করে নাকো আর সে কলনাদ।
মেবাব পাহাড় ইত্যাদি—

(৩)

মেবারের বন বিষাদ মগন;
আঁধার বিজন নগর গ্রাম,
পুরবাসী সব মলিন নীরব;
বিষাদ মগন সকল ধাম;
নাহি করে আর খর তরবার
আস্ফালন সে মেবার বীর;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি,
ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

(৪)

এ ঘন আঁধার! কিবা আছে তার!
সান্ত্বনা আর কে করে দান
চারণ কবির বিনা সে গভীর
অতীত মেবার মহিমা গান!
গেছে যদি সব সুখ কলরব,
অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্,
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে
শূন্যে মেবার ধ্বনিয়া যাক্।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

সৈনিকদ্বয়ের সহিত হেদায়েৎ আলির প্রবেশ

হেদায়েৎ। কে তুমি?

সত্যবতী। আমি চারণী।

হেদায়েৎ। তুমি পথে ঘাটে এই গান গেয়ে বেড়াচ্ছ?

সত্যবতী। হাঁ সৈনিক! আমার ব্যবসাই গান গাওয়া।

হেদায়েৎ। তুমি এ গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। কেন সৈনিক?

হেদায়েৎ। আজ এ দেশ তোমাদের নয়; এ দেশ মোগলের।

সত্যবতী। মোগলের জয় হোক। যতদিন মেবার স্বাধীন ছিল, আমরা যুদ্ধ করেছি। এখন মেবার একবার যখন অবনতশিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করেছে, তখন মোগলের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ নাই। তবে তাই বলে' কাঁদ্‌তেও পাব না?—মোগল-সৈনিক! জগতে সবারই মাকে ভালবাস্‌তে আছে, কেবল কি হতভাগ্য মেবারবাসীরই নাই?

হেদায়েৎ। না, গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। আমরা গাইব, দেখি কে রোখে; গাও মা।

হেদায়েৎ। এ গান গাও যদি, তোমায় আমাদের বন্দী কর্ত্তে হবে।

সত্যবতী। কর বন্দী সৈনিক! আমাদের বন্দী কর। আমরা তোমাদের কারাগারে বসে' এই দুঃখের গানে তার গভীর অন্ধকার ধ্বনিত কর্ব্বো—গাও পুত্র!

হেদায়েৎ। উত্তম! তবে তুমি আমার বন্দী।

অগ্রসর

অরুণ। খবর্দ্দার। [তরবারি বাহির করিলেন] মাকে স্পর্শ করিস্ না, যদি প্রাণে মায়া থাকে।

হেদায়েৎ। উদ্ধত বালক! অস্ত্র রাখ।

অরুণ। কেড়ে নাও।

সৈনিকগণ অরুণকে আক্রমণ করিল। অরুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র! তোমার মাকে রক্ষা কর।

একজন সৈনিক ভূপাতিত হইল

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র! প্রাণ থাক্‌তে অস্ত্র ছেড়ো না। এই ত চাই—ওঃ—কি আনন্দ!

হেদায়েৎ আলি 'পরে অরুণকে স্বয়ং আক্রমণ করিলেন। অরুণসিংহ পিছাইয়া বসিয়া যুদ্ধ করিলেন। সৈনিকগণ ও হেদায়েৎ তাঁহাকে ঘিরিলেন। সত্যবতী, পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময়ে মহাবৎ খাঁ পশ্চাৎ হইতে সসৈন্যে আসিয়া কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হও হেদায়েৎ আলি।

সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্ষান্ত হইল

লজ্জা নাই হেদায়েৎ আলি, দুইজন মোগল-সৈনিক মিলে একজন বালককে আক্রমণ করেছ! তার উপর তোমারও তরবারি বা'র কর্ত্তে হ'ল! ধিক!—তুমি প্রাণ দিয়ে তোমার মাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলে। ধন্য তুমি! এই রকম ক'রেই ত প্রাণ দিতে হয়! বেঁচে থাক বৎস!

সত্যবতী এতক্ষণ সম্বন্ধ মুষ্টিদ্বয় স্বীয় বক্ষোপরি রাখিয়া সগৌরবে তীব্র আনন্দে অরুণের মুখের উপর চাহিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি মহাবৎ খাঁর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া শির নত করিলেন। মহাবৎ সত্যবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ডাকিলেন—

মহাবৎ। ভগিনি!—আর কি বলব তোমাকে! তোমাকে ভগ্নী বলে ডাক্‌বারও অধিকার রাখি নি। তবে—আর কি বলব্! আমায় ক্ষমা কর, ভগিনি!

সত্যবতী। ভগবান—এ কি কর্লে! আমার ছোট ভাইটি আমাকে ভগ্নী বলে' ডাক্‌ছে! তবু আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিতে পার্চ্ছি না!

অরুণ। ইনি কে মা?

সত্যবতী। ইনি মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ।

মহাবৎ। আমি তোমার মামা।

সত্যবতী। চল বৎস। আমরা যাই।

মহাবৎ। কোথা যাবে? আমায় ক্ষমা করে যাও।

সত্যবতী। তুমি কি পাপ করেছ, তা জান মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। জানি আমি নিজের হাতে নিজের

ঘরে আগুন দিয়েছি; আর পৈশাচিক উল্লাসে তার উত্থিত ধূমরাশি দেখেছি।

সত্যবতী। শুধু তাই কি!

মহাবৎ। আর কি? মুসলমান হয়েছি? আমি স্বীকার করি না যে আমি তাতে কোন পাপ করেছি।—যা'র যা বিশ্বাস। তবে—

সত্যবতী। উত্তম!—এসো বৎস!

মহাবৎ। দাঁড়াও। তাই যদি হয়, তা হ'লে সে পাপ কি এত ভয়ানক যে, সে পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পারে? ভগ্নি! আমি জানি, যে নারীর হৃদয় পবিত্রতার তপোবন, আত্মোৎসর্গের লীলাভূমি, প্রীতির নন্দনকানন। আচারের নিয়ম কি এতই কঠোর, যে এই নারীর হৃদয়কেও পাষাণ করে' দিতে পারে? একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যাও, যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী। শুদ্ধ মনে কর, যে তুমি মানুষ, আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী—আমি ভাই। মনে কর সেই শৈশবকাল, যখন তুমি আমায় কোলে করে' বেড়াতে, আমার গণ্ডদেশ চুমায় চুমায় ভরে' দিতে, আমাকে কোলে করে' জড়িয়ে থাকতে। মনে কর—আমরা সেই দুই মাতৃহীন ভাই-ভগ্নী!—দিদি!

সত্যবতী। ভগবান—

মহাবৎ। দিদি—

সত্যবতী। আর পারি না। যা হবার তা হয়েছে।—ছোট ভাইটি আমার! যাও আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমায় ক্ষমা করেন। যাও ভাই! তুমি আর আমার কাছে মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নও! তুমি শুধু আমার সেই ছোট ভাই মহীপৎ।—যাও ভাই।

মহাবৎ। তবে এসো দিদি।

প্রণাম করিলেন

সত্যবতী। আয়ুষ্মান্ হও ভাই!—চলে' এসো বৎস!

হেদায়েৎ। কোথা যাবে? আমরা তোমায় বন্দী কর্ব্বো।

মহাবৎ। কারও সাধ্য নাই যে আমার সম্মুখে আমার ভগ্নীর একটি কেশ স্পর্শ করে।—যাও ভগ্নী!

হেদায়েৎ। তুমি আর সেনাপতি নও মহাবৎ খাঁ! এখন আমরা তোমার কথা মানি না। সেনাপতি এখন সাহাজাদা খুরম।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। উত্তম। তবে আমি স্বয়ং সে আজ্ঞা দিচ্ছি! যাও মা! নিঃশঙ্কে ঘরে যাও।

হেদায়েৎ। কিন্তু এ নারী পথে ঘাটে বিদ্রোহের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে সাহাজাদা।

সাজাহান। আমি দূর হ'তে সে গান শুনেছি। সে এক হতাশাময় গভীর দুঃখের গান।

হেদায়েৎ। এতে যদি রাজ্যে অশান্তি হয় সাহাজাদা?

সাজাহান। সে অশান্তি দমন কর্ত্তে মোগলসম্রাট জানে। হেদায়েৎ আলি খাঁ! মেবারে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে, তার কোন সন্তান তার মায়ের নাম গাওয়ার জন্য যদি এই বিপুল মোগলসাম্রাজ্য একখণ্ড শরতের মেঘের মত উড়ে যায় ত যাক্। মোগল সাম্রাজ্য এমন বালুর ভিত্তির উপর গঠিত নয় হেদায়েৎ। সে সাম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় স্নেহের উপব প্রতিষ্ঠিত! মোগলসম্রাট কখন কোন সঙ্গত, ন্যায়োচিত ভক্তি-পবিত্র মাতৃপূজায় বাধা দিবে না। তার জন্য যদি তার এ সাম্রাজ্য দিতে হয়—দিবে। বুঝ্‌লে হেদায়েৎ?

হেদায়েৎ। যে আজ্ঞা সাহাজাদা?

সাজাহান। গাও মা। দুঃখ তা নয় যে তুমি এই গান গেয়ে বেড়াও; দুঃখ এই, যে, সে গান শুনবার লোক আজ মেবারে নাই। গাও মা, কোন ভয় নাই। আমি শুন্‌বো। আমি তোমার মায়ের অতীত গরিমার সঙ্গে অশ্রু মিশিয়ে কাঁদতে জানি।—গাও মা! গাও বালক! আমিও সে গানে যোগ দিব! গাও হেদায়েৎ আলি। গাও সৈনিকগণ।

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—সন্ধ্যা।

মানসী একাকী

মানসী। আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। আবার সমুদ্রের সেই মৃদুগম্ভীর

অনাদি সংগীত শুনতে পাচ্ছি—শতগুণ মধুর। মেঘ কেটে গিয়েছে। আবার আকাশের সেই নক্ষত্রোজ্জ্বল অবারিত নীলিমা দেখতে পাচ্ছি—শতগুণ নির্ম্মল! আমার কর্ত্তব্যপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে, বহুদূরে প্রসারিত দেখছি।

কল্যাণীর প্রবেশ

মানসী। কে, কল্যাণী?

কল্যাণী। হাঁ রাজকুমারী!

মানসী। আবার রাজকুমারী! তোমার সঙ্গে আমার এক নূতন সম্বন্ধ হয় নাই?—এই আবার কাঁদ্‌ছ কল্যাণী! ছিঃ বোন্।

কল্যাণী। আর কাঁদ্‌বো না। কিন্তু বোন্—আর যে সৈতে পারি না। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম! আমায় সান্ত্বনা দাও।

মানসী। তোমার সমস্ত দুঃখভার আমাকে দাও, আর আমার সুখ তুমি নাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তোমার সুখ!

মানসী। হাঁ, আমার সুখ! দুঃখ আমাকে পিষে ফেল্‌বে ঠিক ক'রে এসেছিল—তা সে পারে নাই, পার্ব্বেও না। আমি দুঃখকে হিংস্র জন্তুর মত বেঁধে বশ করে' নিজের কাজে লাগাবো। দুঃখ আমার বড় উপকার করেছে কল্যাণী। এতদিন আমি সুখের রাজ্যে বাস করে' এসেছিলাম—দুঃখের রাজ্য দূর থেকে একটা কুজ্ঝটিকার মত দেখ্‌ছিলাম। আজ সেই রাজ্যে বাস করে' এসেছি। শত্রুকে জেনেছি, চিনেছি। আর সে আমায় অসতর্ক অবস্থায় পাবে না। এতদিন জীবন অপূর্ণ ছিল, আজ পূর্ণ হয়েছে।

কল্যাণী। ধন্য তুমি বোন্!

মানসী। তুমিও ধন্য হবে কল্যাণী!

কল্যাণী। কেমন করে' বোন্?

মানসী। এ কাজে আমার সহায় হও। এসো, আমরা দুইজন মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করি। তোমার কল্যাণী নাম সার্থক হউক।—আমার সহায় হবে?

কল্যাণী। হব।

মানসী। বেশ। তবে দেখ, সান্ত্বনা পাও কি না। এ ব্রত যার তার কিসের দুঃখ?

কল্যাণী। উত্তম! সেখানেই আমার ব্যর্থ-প্রেম পূর্ণ হোক।

মানসী। তুমি মহাবৎ খাঁকে এখনও ঘৃণা কর?

কল্যাণী। বোন্! সেদিন গর্ব্ব করে' তাঁকে তাই বলে' এসেছিলাম। কিন্তু বুঝে দেখেছি যে, তাঁকে ঘৃণা কর্ব্বার শক্তি আমার নাই। বাল্যকালে যাঁর স্মৃতি ধ্যান করে' বড় হয়েছি; যৌবনে যাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা করে' বেরিয়েছিলাম, এ হতাশার অন্ধকারে যাঁর চিন্তা আমার অন্তরে রাবণের চিতার মত অবিরত ধূ ধূ করে' জ্বল্‌ছে; তাঁকে ঘৃণা কর্ত্তে পার্ব্বো না। সে কেবল কথার কথা।

মানসী। তার প্রয়োজন নাই কল্যাণী! তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা ক'রে সুখী।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্যবতী। মানসী! তোমার বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।

মানসী। বাবা ফিরে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ মা।

মানসী। মোগলের সংগে সন্ধি হয়েছে?

সত্যবতী। না, রাণা দেখলেন যে সাহাজাদা খুরম যে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে পত্র লিখেছিলেন, সে মৌখিক প্রার্থনা। সে একটা আকাশকুসুম, একটা মৃগতৃষ্ণিকা।

মানসী। কেন মা?

সত্যবতী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—

সত্যবতী। মানসী! বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের সংগে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না, জয়ধ্বনির সংগে আর্ত্তনাদের বন্ধুত্ব হয় না! সাহাজাদা চান যে, রাণা দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্ম্মান নেন। মানসী! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল।

মানসী। বাবা কি কর্ব্বেন?

সত্যবতী। রাণা আজ সামন্তদের ডেকে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ

করেছেন। তিনি রাণীর সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বনবাস কর্ব্বেন।—আজ মেবারের পতন হ'ল মানসী।

মানসী। মা! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হ'ল? না মা, তার পতন আজ হয় নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্বে হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে মা?

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা' দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে' ক্রন্দন কর্লে কি হবে মা?

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে, মেবার গিয়েছে যাক্; তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক্। আমি চাই যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক্, যে সে দুঃখে নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বো তাকে তুলতে। তবু যদি না পারি—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক! দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হোক।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না! আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এই জাতি আবার মানুষ হবে!

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখ্‌বে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে; যেদিন তারা যা উচিত বা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই করে' যাবে; কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্‌তে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছু কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে' আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ, কুটিল স্বার্থসেবী হ'য়ে রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ-প্রদীপ কোলে করে', চিরজীবন হাহাকার কর্লেও কিছু হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।
রাণা অমরসিংহ একাকী

রাণা। মেবারের আকাশ ক্রোধে গর্জ্জন কর্চ্ছে। মেবারের পাহাড় লজ্জায় মুখ ঢাকছে। মেবারের হ্রদ ক্ষোভে তটতলে আছড়ে পড়ছে। মেবারের কুল-দেবতারা রোষে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার হাতে আমার মেবার—রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হ'ল।—ওঃ! [পাদচারণা করিতে লাগিলেন]—এই যে মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ খাঁর প্রবেশ

রাণা। বন্দেগি খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। মেবারের রাণার জয় হোক্।

রাণা। মোগল-সেনাপতি! তোমার শুদ্ধ হত্যার বিদ্যাই জানা আছে, তা নয়। দেখ্‌ছি তুমি ব্যঙ্গ কর্ত্তেও বেশ পটু। 'মেবারের রাণার জয় হোক্'ই বটে!

মহাবৎ। না রাণা, আমি ব্যঙ্গ করি নাই।

রাণা। কর না কর, বড় যায় আসে না।—যাক, মহাবৎ খাঁ, আমি একবার তোমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন।

রাণা। বিনয়ী বটে! শোন। আমি এমন একটা কাজ কর্ত্তে তোমায় ডেকেছি, যা তুমি ছাড়া আর কেউ কর্ত্তে পারে না।

মহাবৎ। আদেশ করুন।

রাণা। মহাবৎ খাঁ, আগে আমার পানে চাও দেখি; বল দেখি তুমি আমার কে?

মহাবৎ। আমি আপনার ভাই।

রাণা। ভায়ের উচিত কাজ হয়েছে। তোমার পিতামহের প্রপিতামহের মেবার তুমি মোগলের পদদলিত করেছ। তার বক্ষের রক্তে তোমার হাত দু'খানি রঞ্জিত করেছ।

মহাবৎ। আমি সম্রাটের নিমক খেয়েছি রাণা।

রাণা। সে কতদিন থেকে মহাবৎ খাঁ? যাক্ তোমার কাজ তুমি করেছ। তার জন্য তোমার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করা বৃথা। যে বিধর্ম্মী, যে মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, তার পক্ষে এ কাজ অনুচিত হয় নি। সে নিজে একটা অনিয়ম; উদ্দাম স্বেচ্ছাচারের উদ্বমন, তার এ কাজ অনুচিত হয় নি। তুমি মেবার ধ্বংস করেছ। সে কাজ এখনও পূর্ণ হয় নি। তার সঙ্গে মেবারের রাণারও শেষ কর। এই নাও, তরবারি।

তরবারি দিতে গেলেন

মহাবৎ। রাণা—

রাণা। প্রতিবাদ কর' না। শোন, আমাকে বধ কর! তাতে তোমার কালিমা বেশী বাড়বে না। আর তোমার কোন অপ্রিয় কাজ কর্ত্তে আমি তোমাকে বল্‌ছি না। আমি জানি, তুমি আমার রক্তপান কর্ব্বার জন্য আকুল পিপাসায় ফেটে মরে' যাচ্ছ। তোমার ঐ দক্ষিণ হস্ত আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেল্‌বার জন্য উদ্যত আগ্রহে কাঁপছে। এই নাও সে হৃৎপিণ্ড। আমায় বধ কর।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ এত হীন নহে! আমি মেবারভূমি তরবারির আঘাতে ও অগ্নি-দাহে শ্মশান করেছি সত্য। তবু আমি অন্যায় যুদ্ধে করি নি। ন্যায় যুদ্ধে করেছি!

রাণা। ন্যায় যুদ্ধ! একে ন্যায় যুদ্ধ বল মহাবৎ? একটি ক্ষুদ্র জনপদের মুষ্টিমেয় সেনার উপরে একটা সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনীর ভার; একটা স্ফুলিঙ্গের উপর সমুদ্রের তরঙ্গপ্রপাত; শিশুর আত্মার উপর নরকের দুঃস্বপ্ন। ন্যায় যুদ্ধ! যাক—তুমি জিতেছ। এখন সে কাজ শেষ কর। এই তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দেখো যেন তার অপমান না হয়।" আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হয়ে যাক।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ যোদ্ধা; সে জল্লাদ নয়।

রাণা। তবে যুদ্ধ কর। তোমার অস্ত্র নাও!

নিজে তরবারি নিলেন

মহাবৎ। রাণা, আমি মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছি।

রাণা। সে কবে থেকে মহাবৎ? অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—আজ মেবারের শ্মশানের উপর মৃত মাতার শব স্কন্ধে করে', আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্চ্ছি।

মহাবৎ। রাণা শুনুন।

রাণা। কোন কথা শুন্‌বো না। ভীরু...... ম্লেচ্ছ...কুলাঙ্গার! যুদ্ধ কর। দেখি তোমার কি শৌর্য্য কি বীর্য্য দেখে সমস্ত ভারত মহাবৎ খাঁর নামে কম্পমান! অস্ত্র নাও—ছাড়বো না। অধম! নরকের কীট! শয়তান!

মহাবৎ। উত্তম রাণা—তবে তাই হোক [তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন] সাবধান রাণা! মহাবৎ খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যদি কেউ থাকে ত তুমি—তবু সাবধান—

উভয়ে তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন

রাণা। আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—যা জগতে কেউ কখন দেখে নি। পৃথিবীতে প্রলয় হোক।

এমন সময় আলুলায়িত কেশ বিস্রস্তবসনা মানসী আসিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন

মানসী। এ কি পিতা! এ কি—[মহাবৎ খাঁর দিকে চাহিয়া] ক্ষান্ত হোন!

রাণা। দূরে চলে' যাও মানসী! এ যুদ্ধে বাধা দিও না।

মানসী। ক্ষান্ত হোন পিতা! সর্ব্বনাশ যা হবার হয়েছে। সে সর্ব্বনাশ আর নিজের ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত কর্ব্বেন না। এ শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা- আবার মানুষ হওয়া।

রাণা। মানুষ হওয়া—সে কি রকম করে' মানসী?

মানসী। শত্রুমিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে। বিদ্বেষ বর্জ্জন করে'। নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত ক'রে দিয়ে।—গাও চারণীগণ, সেই গান যা তোমাদের শিখিয়েছি—"আবার তোরা মানুষ হ"।

রাণা অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। গৈরিকবসনপরিহিতা চারণীর দল গাহিতে গাহিতে সেখানে প্রবেশ করিল। মানসী সেই গানে নিজে যোগ দিলেন।

চারণীগণের গীত

কিসের শোক করিস ভাই
—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই
—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ,
নিজেরই যদি শত্রু হো'স্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ
—আবার তোরা মানুষ হ'॥
ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই
হতাশময় বর্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল
ভায়ের প্রতি ভায়ের টান;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর,
পরকে নিয়ে আপন কর;
শত্রু হয় হোক্ না, যদি
সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ,
তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—
তাহারে দূর করিয়ে দে—
সবার বাড়া শত্রু সে
—আবার তোরা মানুষ হ'॥
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা
পরস্পরে রাঙায় চোক;
পুণ্যসেনা নিজেরে কর্
পাপের সেনা শত্রু হোক্;
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক,
ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক
—আবার তোরা মানুষ হ'॥

রাণা। মহাবৎ!

মহাবৎ। অমর!

রাণা। তোমার কোন দোষ নাই। আমাদেরই দোষ। ক্ষমা কর।

মহাবৎ। ক্ষমা কর ভাই!

আলিঙ্গনবন্ধ

যবনিকা পতন

সমাজবিভ্রাট

ও

কল্কি অবতার

পুরুষ- ও স্ত্রী-চরিত্র

রাজা বিমলেন্দু। নব্যহিন্দু ও রাজার বয়স্য : বিধুভূষণ (বৈজ্ঞানিক); নিধিরাম (ডাক্তার), নীলমণি (উকিল), হারাধন (মুন্সেফ)। গোঁড়াহিন্দু : কুঞ্জনাথ (সম্পাদক), চতুরানন (বক্তা)। পণ্ডিত : শিরোমণি, চূড়ামণি, বিদ্যারত্ন, স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন, বাচস্পতি। গঙ্গারাম (ব্রাহ্ম)। মিষ্টর দাস (বিলেতফেরত)। গোবর্দ্ধন (মিষ্টর দাসের পিতা)। অন্যান্য নব্যহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিতগণ। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীগণ। বসুমতী। শীতলা, মনসা, ওলা ও অন্যান্য দেবদেবীগণ। যক্ষকন্যাগণ ও কনষ্টেবল। বানর ও বানরীগণ। ব্রহ্মা, সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মা। ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী। কল্কি, বৃহস্পতি, ধর্ম্ম ও অনুচরবর্গ ইত্যাদি।

পদ্যগুলি পড়িবার নিয়ম

কথোপকথনে শব্দগুলির যেরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে। যেমন সমাজ' কথাটি স—মা—জ এরূপ না পড়িয়া সমাজ্ এইরূপ পড়িতে হইবে। পদাগুলি অবিকল গদ্যের মত করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছত্রে ছত্রে মিল আছে, সে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে।

গল্পের আভাষ (Plot)

এ প্রহসনে গল্পের ভাগ বড়ই কম। সংক্ষেপতঃ, সমাজ-বিভ্রাট দেখিয়া পণ্ডিতগণ গোঁড়াগণের সহিত মিলিত হইলেন; অপর দিকে বিলেতফেরত ও নব্যহিন্দুগণ এক ম্লেচ্ছাচারী রাজার সহিত যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন সুরসিক সর্ব্বভুক্ পণ্ডিত রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যানিধি। পণ্ডিতগণ ও গোঁড়াগণ যে দিন রাজাকে ম্লেচ্ছাচারী হইতে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাগানবাড়ীতে আক্রমণ করেন, সে দিন বিদ্যানিধি ও রাজা, বিলেতফেরত ও নব্যহিন্দুগণের সহিত খানায় বসিয়াছিলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ খানিক রাজা ও বিলেতফেরতের সহিত বচসা করিয়া, শেষে সেই সমিতিতে যখন বিদ্যানিধিকেও দেখিলেন, তখন পরাজয় অনিবার্য্য দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। গোঁড়া-হিন্দুগণ তাহাতেও হতাশ্বাস না দেখিয়া এক মহতী সভা ডাকিয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশটুকু জনসাধারণের প্রীতিকর না হওঁয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। পণ্ডিতরা খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত, এমন সময় শুনিলেন যে, রাজা বিলেত যাইতেছেন। এইখানে সমাজ-বিভ্রাট শেষ! এদিকে ইন্দ্রদেব স্বর্গ হইতে প্রতাড়িত হইয়া, মনস্যাদি দেবদেবীগণ হিন্দুধর্ম্ম-প্রচার সত্ত্বেও উপযুক্ত পূজা না পাইয়া, যক্ষগণ রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, বানর-বানরীগণ রম্ভাপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, ও বসুমতী পাপের ও অনাচারের ভারে ব্যথিত হইয়া, ব্রহ্মাদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা কল্কি-অবতার হইবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় অভিনয়ে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও তাঁহার কাছে পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলেতফেরতের বিচার হইতেছে।

স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায় নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবীবিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য। কারণ, হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট

যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। আর তাহা না হইলেও, বঙ্কিম বাবু ও দীনবন্ধু বাবুর লেখনীপ্রসূত দেবদেবীবিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই এবং যখন "ছিঃ মা কালী তামাসাও বোঝ না" এরূপ রহস্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন এ দীনের দুই এক স্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা 'রাগের কথা'। অতি বিশুদ্ধ হিন্দুও জগন্মাতাকে 'পাষাণী', শ্যামকে 'লম্পট' বলেন অথচ পূজাও করেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্যগুলি কি নিরীহ।

বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেতফেরত এই সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

কোন চরিত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি বা পত্রিকা উক্ত কথা কাহারও মুখে দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে শুদ্ধ কোন্ পক্ষ হইতে কি কথা বলা হইতেছে, তাহাই দেখাইবার জন্য, উক্ত ব্যক্তি বা পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য নহে।

স্থান ও পোষাক

প্রহসনের স্থান কলিকাতা। দৃশ্য ও পোষাক সমস্ত আধুনিক।

প্রস্তাবনা

পাঠিকা ও পাঠক! আমার এই নাটক—
প্রহসনই বলুন, পাছে 'না মিষ্টি না টক'
কোন এক রূপসী এ কথা বোলে, করেন
রসিকতা;
প্রহসনই বলুন—তা'তে দিবনাক আটক;
—কথা নিয়ে মিছে তর্ক,—আপনাদের কাছে
এ দীনের গুটিকতক নিবেদন আছে।

প্রথমতঃ গ্রন্থখানি সমাজের চিত্র।
হ'য়েছে অঙ্কিত তা'তে যে সব চরিত্র,
উদ্দেশ্য নয় এ প্রকার, যে ব্যক্তিবিশেষ,
লক্ষ্য ক'রে তাঁরে করা ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ।
নিয়ে নব্য বঙ্গ করা একটু রঙ্গ
উদ্দেশ্যটা; হোয়ে' পড়ে সঙ্গে একটু ব্যঙ্গ,
নেবেন ভালভাবে, তা'লেই চুকে যাবে;
কেন নেবেন উড়োতর্ক নিজের নিজের ঘাড়ে;
বিবাদ বিসংবাদ যতই করেন ততই বাড়ে।

বানিয়ে আহাম্মক, এ বিলেত ফের্ত্তা, ও
ব্রাহ্মকে,
বেয়োর কত পদ্য গদ্য,—নানা কথাও রটে;
তাতে তারা মারা যায়?—না তাতে তারা চটে?
এ জীবনে আমোদ প্রায়ই দেখি, না মদ
খেয়ে পাওয়া দুষ্কর (প্রবাদ); যদি তা না
খাওয়া যায়,
(যেহেতু সে স্বাস্থ্যনাশক), আমোদটাও তার
পাওয়া যায়,
মন্দই কি? না হয় একটুকু কাহার
চড়ই দিলাম, কিংবা দুটো গালই দিলাম,
যা হয়,
ভাল, বন্ধুভাবে;—সে কি মোরে' যাবে?
—বন্ধুভাবে চড় কি গালে কাহারই বা অরুচি?
বেশ আমোদ হোল একটা বিনা বেশী খরচে।

দ্বিতীয়তঃ এখন, আপনারা দেখুন,
পড়ুন এই গ্রন্থ, আদি থেকে অন্ত;
দশ জন ডেকে নিয়েও আসুন; উপরন্ত,
—বইয়ের কোণা, ধার, মলাট করুন সব
তদন্ত;
দেখতে পান কি না কোন স্থানে একটা শক্ত,
অন্যায়, কি দ্বেষবান্ মত অভিব্যক্ত।
আমার মত (সে যা'ই হোক্)—এ নাটকেতে
দেখান,
উদ্দেশ্যই নয়। "তবে এ জায়গায় এ কেন?"
"অমুক পাতে এ কথা বা কেন টেনে আনা?"
—হ্যাঁ—এ রকম প্রশ্ন, তর্ক হোতে পারে নানা।

হ'তে পারে ত উত্তরও এ প্রশ্নের বহুতরো;
তার একটি এই—যে হাস্‌তে গেলে ভাই,
(এ নাটকের উদ্দেশ্যটা অনেকটা তাই)
'এটা বাচালতা,' 'ওটা মিছে কথা,'
এ রকম 'বাছবিচার' কর্ত্তে কিছু নাই;
দরকার হয়ত একটু রং দেওয়াই চাই।

মানুষের কি রকম একটা গাম্ভীর্য্যের যে অভাব,
ঘুমোচ্ছে কেউ, গিয়ে (তার) নাকে কাটি দিয়ে
অর্থাৎ একটু কষ্ট দিয়েও হাসা তার স্বভাব।
কিন্তু তাই বোলে কারুর কাণ মোলে
দেওয়া উচিত?—স্ত্রীর বোনরা তাহাই ছাড়েন কৈ?
যদিও ওটার আমি পক্ষপাতী নই।

আবার দেখুন যেমন, মানুষের কেমন
নিহিত দুষ্টুমি এ,—যে কেউ যদি ঘুমিয়ে
নাক ডাকায়;—কিংবা যদি কেউ বর্ষার কাদায়
পিছলে প'ড়ে বেশ একটু গোলযোগ বাধায়;
(আর) দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি কেউ থাকে
উপস্থিত, একটু হেসে নেয়ই সেই ফাঁকে।
কিংবা কোন ছেলে সারাদিন খেলে,
গল্প কোরে, দেরি কোরে, পাঠশালায় এলে,
গুরুম'শায় বলেন যখন "বল্‌ত হতভাগা—
বল্‌ত দেখি,—না বল্‌তে পারিস্‌ ত আগা
থেকে গোড়া পর্য্যন্ত পিটোব—বল্‌ত রে
'শিবের বাহন কি?'—কিছু মনস্থ না কোরে,
সে যদি শুধু একটা দেরির ওজোর সুরু
কর্ত্তে গিয়ে, গেঙগরে গেঙগরে বলে—
"আ—আজ্ঞে গুরু—
গুরু—ম—শায়—" অমনি যা'রা একটু দুষ্টু ছাত্র,
আর গুরু ম'শায়ের নয় বিশেষ প্রিয়পাত্র,
চেঁচিয়ে হেসে ওঠে; সে হাসির চোটে
গুরুত নেই অথচ তাঁর দোষ নেই মোটে।

এই সব নিয়ে যদি কেউ গিয়ে
গল্প বানায়; তা হোলে এ সিদ্ধান্তটি দোষবান্‌;—
যে সে এই মতাবলম্বী, ও মতে আক্রোশবান্‌।
শুধু একটু মজা করা (বিনা ভাঙগ মদ্যে)
মত প্রকাশ কর্ত্তে গেলে কর্ব্ব কি আর পদ্যে?

তৃতীয়তঃ, মানি এ নাটকখানি
সনাতন প্রথাত্যাগী—প্রায় পদ্যের মতন;
বিশেষ মিত্রাক্ষরে—বটে, এটা খুব 'নূতন'।
আবার মিত্রাক্ষরও কিছু নূতনতরো;—
অক্ষরের বিপর্য্যয় গরমিল হোল এ—
এ ছত্রটা তেরোয়, এটা বিশে, সেটা ষোলয়;
পূর্ব্বতন প্রথা হ'য়েছে অন্যথা
এরূপে:—হাঁ অস্বীকার করি না এ কথা।

"গদ্য কি পদ্যয় আগে বেশ চৌদ্দয়
চেনা যেত; কি প্রকার হোল আবার অদ্য এ?
বেল্লিকামি, বেয়াদবি, বে-আক্কেলি সদ্যঃ এ;
এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কাণের উপর বিশ্বাস!"
হয়ত বল্‌তে পারেন কেউ ফেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
এর উত্তর "ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পড়তে স্বাভাবিক নিঃসন্দো';
থাক্‌লেই বা এক্‌টুখানি বেল্লিকামির গন্ধ।"
এর উত্তর এও—"যেটা অভিনেয়
সেটা কতক গদ্যের মত তৈরি করাই শ্রেয়ঃ;
নির্দ্দোষ ও কড়া ছন্দোবন্ধ প্রতি মাত্রায়,
আবশ্যক নেই কথায়, থিয়েটরে যাত্রায়।
তবে গদ্য থেকে দেখবেন প'ড়ে একে,
এটা অনেক ফারাক—অর্থাৎ শুনতে একটু মিষ্ট;
যেখানে তা হয়নি তা সে আমার দুরদৃষ্ট।"

আরও একটি কথা "নাটকের প্রথা
নয় যে কর্ব্বেন গ্রন্থকার দীর্ঘ ও প্রশস্ত
ক্রিয়াযুক্ত মত ব্যাখ্যা;—এও একটা মস্ত
বেয়াদবি" হোতে পারে—কেউ এরূপ ক'তে পারে—
কিন্তু বোধ হয় তাঁরা একটা জানেন নাক যে 'আদবেই'
আমি এরূপ মত প্রকাশ মানি নাক 'বেয়াদবি।'

এই যেমন, একা ভাবা, স্বপ্ন দেখা
স্বপ্নে মরা, ওড়া, ধন ও স্ত্রী লাভ হয় সবারই;
(হয়ত কারো' কারো' কারণ নেই এরূপ হ'বারই;
কারো কারো আছেও ত, আর মরা বাঁচাও ত

অনেক সময় নির্ভর করে এই স্বপ্নের উপরে)—
কেউ আবার এরূপ স্বপ্ন দেখে দিনে দুপরে।
এখন তার চেঁচিয়ে ভাবতেই হবেঃ কিংবা
সেই
স্বপ্ন ব্যক্ত কর্ত্তেই হবে: এরূপ কড়ার নেই।
(আর) দীনের মতে তারে লেখা যেতেও
পারে;
বিশেষ যখন প্রাসঙ্গিক করে কিছু ব্যাখ্যা:—
না দেন ত নাই দিলেন এরে নাটক আখ্যা।

পাঠক ও পাঠিকা, কল্লাম এ যা টীকা,
দিবেন আমার 'মেফে.' হাসি রাখেন চেপে.
ভালই; না রাখেন যদি আরো ভালো. কারণ
আমারও সেই উদ্দেশ্য—তায় করি না নিবারণ।
শুধু এক কথা শেষে বোলে হই বিদায়
(লাখ কথার এক কথা);—হবেন নাক নিদয়
এ দীনের প্রতি: তাঁবেদার অতি
বেচারী; আর আপনারা গরীবের মা বাপ:
এ বালক নাটকখানি কর্ব্বেন না 'কাবাব'।

প্রথম অভিনয়

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শিরোমণির বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত।

দক্ষিণ জানু উঁচু করিয়া তদুপরি দক্ষিণ বাহু প্রসারিত রাখিয়া শিরোমণি, ও সম্মুখে উপুড় হইয়া চূড়ামণি আসীন

শিরো। [হতাশভাবে চূড়ামণির মুখের দিকে তাকাইয়া] সমাজ আর টেঁকে না যেরূপ গতিক দেখি।

চূড়া। [মাথা নাড়িয়া] নাঃ কোনমতেই না—
কেমন ক'রেই টেঁকে?
একে বহিছে ইংরাজি শিক্ষার খরতর স্রোত;
তদুপরি প্রবল বাত্যা—থাকে না আর পোত।

শিরো। বিষম সংকট। [নস্য গ্রহণ]

চূড়া। শুধু সংকট?—বাত্যাবিঘূর্ণিত
জীমূত-পটলযোগে—প্রলয় উপস্থিত।

শিরো। উপায়?

চূড়া। [নস্য লইয়া] উপায় আর কি?—
মহাকালির আবির্ভাব;
ইষ্টদেবের নাম জপ; যত দিন এ পাপ
না ঘুচান অবতীর্ণ হয়ে দেব কল্কি:
ঘুচাতে এ মনুষ্যের সাধ্য কি.—বল্ কি—

বিদ্যানিধির প্রবেশ

বিদ্যা। [উচ্চৈঃস্বরে] কৈ শিরোমণি মশায়
কৈ?—বাঃ এই যে। [চূড়ামণিকে ঠেলিয়া]
কি উভয়ে ধ্যান হচ্ছে হে?
কথা নেই যে।

শিরো। [মাথা হেঁট করিয়া]
আর কি ভাই মাথা মুণ্ডু—
সমাজ টেঁকে না।
তাই ভাব্‌ছি ভাই,
আর সমাজ টেঁকে না

দীর্ঘ নিশ্বাস

বিদ্যা। তা বটে তা বটে।
তবে কর্ব্বেন নাক রোষ,
এ ত—ওর নাম কি—সব
আপনাদেরই দোষ।

উভয়ে। [সাগ্রহে] কিসে কিসে?

বিদ্যা। কিসে? এ ত আপনাদেরই শ্রাদ্ধ
গড়াচ্ছে:—দেখুন দেখি. এমন সুখাদ্য
কুক্কুট—তা ছেড়ে কিনা
শুক্‌নো পাঁটা আহার!—
কল্লেন যে এ ব্যবস্থাটি—এ দোষটি কাহার?

শিরো। ও যে ম্লেচ্ছে খায়, ভাই—
কুক্কুট ও পেঁয়াজ
খেলে যদি হিন্দু তবে পড়ুক না
নেওয়াজ,

চূড়া। মুসলমান হতে তবে বাঁকি রইল
কি আর?

বিদ্যা। [হাত নাড়িয়া] কি আর? তোমার
মাথামুণ্ডু!—শোন বলি এয়ার,
মুরগী মানুষের খাদ্য করেছেন যে ব্রহ্মা.
প্রমাণ তার দিব খুব চওড়া ও লম্বা।

চূড়া। ওঁ বিষ্ণু! বিদ্যানিধি তুমি নিশ্চয়
যবন,
অথবা খেয়েছ তুমি. তাহাদের লবণ।

শিরো। আচ্ছা শুনুনই দেখি—কি দেয় ও
প্রমাণ—

বিদ্যা। [মাদুর চাপড়াইয়া]
প্রমাণ!—প্রমাণ দেব আমি হিমালয় সমান;

প্রথমতঃ, দেখুন, পাখা দিয়াছেন বিধি,
সব পাখীর। দেন নি কি?

চূড়ামণিকে ধাক্কা দিলেন

চূড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যানিধি,
বটে বটে।
বিদ্যা। [মুখ নাড়িয়া] কেন?

মাদুরে টোকা দিতে লাগিলেন

চূড়া। [মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া]
বোধ হয় উড়িবার জন্য।
বিদ্যা। [উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া চূড়ামণিকে প্রণাম করিয়া]
চূড়ামণি মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য।
আচ্ছা—পাখা দিয়াছেন মুরগীরও;—নয়?
দেন নি কি?—বলুন্ ত দাদা মহাশয়!
[শিরোমণিকে]
শিরো। [একটু বিমনা হইয়া] অবশ্য
অবশ্য।
বিদ্যা। তবে পারে না কেন উড়্‌তে?
বলুন দেখি কেন?

কঠিন সমস্যাসূচক ঘাড় নাড়িলেন

উভয়ে। কেন?
বিদ্যা। [মাথা ঘুরাইয়া] হুঃ হুঁ—পাল্লেন
নাক ফুঁড়্‌তে
এই প্রশ্ন দাদা মশয়—হুঃ হুঁ—চূড়ামণি,
সোজা কথা—এর উত্তর—ওর নাম কি—
ননী?
খাওয়ার মত সোজা—তবে বলি,
বলি এ—
এ—এ—এটি বিধাতার সঙ্কেত; বাঃ তলিয়ে
বুঝ্‌ছেন না? তিনি দিলেন মুরগীরে
এ লক্ষণ,
অর্থ—[সভঙ্গি] মানুষ তারে কাট এবং
কর ভক্ষণ।

উভয়ের হাস্য

বিদ্যা। নইলে সব পাখী ওড়ে—
মুরগী পাখা থেকেও
উড়্‌তে পারে না কেন? বোঝাতে হয়
একেও?
চূড়া। [নস্য লইয়া] কিঞ্চিৎ কূট বটে।
বিদ্যা। দেখুন আরো দ্বিতীয়তঃ,
কুক্কুটের মাংস কেন বিধি কল্লেন অত
রসাল ও মধুর?
শিরো। [আশ্চর্য্য] হ্যাঁ! সে কি তুমি তবে
খাও বুঝি।—
বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] তা কি বল্‌ছি—
জানি অনুভবে।

বাচস্পতি, স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন ইত্যাদি পণ্ডিতের প্রবেশ

বিদ্যা। [হাত বাড়াইয়া]
আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ হেঁ হেঁ।
স্মৃতি। বস্‌তে আজ্ঞা হোক,
বাচ। কি হচ্ছে সব?—বিদ্যানিধি
লাল কেন চোখ?
এই যে শিরোমণি ম'শয়—একবারে কোণে?
কচ্ছেন কি? [উত্তর না পাইয়া]
এতই যে চিন্তাকুলমনে?
বিদ্যা। কর্ব্বেন আর কি? কেন দে'ক করেন
এঁকে?
ইনি ভাব্‌ছেন সমাজটা টেঁকে কি না টেঁকে।
স্মৃতি। কেন? সমাজে হয়েছে কি?
বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] নাঃ হবে আর কি,
তবে কি না, যায়।—তা সে গেলেই বা
কার কি?
ন্যায়। যাবে কি হে? কত ধর্ম্ম এল
গেল আবার,
এ ধর্ম্ম কি যায় বাপু—এ ধর্ম্ম কি যা'বার?

অন্যান্য পণ্ডিতেরা হেঁ হেঁ করিলেন ও সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িলেন

বিদ্যা। স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন মিছামিছি আর
[বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া]
নব্যসম্প্রদায়ের কাছে টেঁকেন না এবার,
জানেন? রাজা—ওর নাম কি—
বিমলেন্দ্র রায়,
আস্‌চে দুর্গোৎসবে—হুঁ হুঁ—সপ্তমী
পূজায়,
দিচ্ছেন সাহেবদের ডেকে ভয়ঙ্কর খানা:
খাদ্য সব হবে এক হোটেল থেকে আনা;
আস্‌চে শ্যাম্পেন—
[দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি হেলাইয়া]
সোমরস কোথায় বা লাগে?
এমন সুধা দেখিনি কেউ আর্য্যাবর্ত্তে আগে।

সকলে। [সাগ্রহে] বটে বটে, তা'লেই ত
সংকট এবারে,
বাচ। চল যাওয়া যাক্ গিয়ে
বোঝাইগে তাঁরে—

হরির মালা হস্তে, দীর্ঘ টিকিসমন্বিত, গলদেশে মালাসুশোভিত, গুম্ফদাড়িবিবর্জ্জিত, নামাবলী উত্তরীয় পরিধেয়ী গোবর্দ্ধনের প্রবেশ

শিরোমণিকে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম

শিরো। এই যে শিষ্য যে। কি হে গোবর্দ্ধন
দাস!
দীর্ঘজীবী হও।
গোবর্দ্ধন। [দন্তহীন কম্পিতস্বরে]
গুরো, আজ সর্ব্বনাশ,
অভয় দেন, অভয় দেন।
শিরো। কেন? হ'য়েছে কি?
গোব। আর হ'য়েছে কি?
গুরো! আঁধার জগৎ দেখি;
আমার বৃদ্ধের এক পুত্র হরিহর দাস
নিরুদ্দেশ হ'য়েছিল। পরে কত মাস
কোন খোঁজ পাইনি কোরে বিবিধ তল্লাস।
পরে এক দিন চিঠি এল হঠাৎ—কি না—
লম্পট
বুড় বাপের টাকা ভেঙ্গে বিলেতে চম্পট!!!
এত দিন তা ভাঙ্গিনি; ওঃ দয়াময় হরি!—
কাল যে সে বাড়ী ফির্ছে; এখন কি করি?

কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন

সকলে। এ্যাঁ এ্যাঁ বল কি গো!

আশ্চর্য্যে পরস্পরের মুখাবলোকন

গোব। আর মাথামুণ্ডু গুঁরো!
কি বল্‌বো! বৃদ্ধ বয়েস—যজ্ঞেশ্বর খুড়ো
ঠিক বলেছিল, বেটা কালি দেবে কুলে,
—দীনবন্ধু—গুরো আপনি
শাস্ত্রফাস্ত্র খুলে,
কোরে দি'ন একটা যাহোক ব্যবস্থা, যাহাতে
প্রায়শ্চিত্ত কোরে টোরে উঠ্‌তে পারে জাতে।
—হরি হে দীনবন্ধু—দুর্গা—শিব শিব।

মালা জপন

শিরো। তাইত, তাইত, এর ব্যবস্থা কি দিব।
যেত যদি রেঙ্গুন মেঙ্গুন, খেত ঘরে বসে'
যা খুসী তাই, দেখা যেত; কিন্তু শিষ্য
দোষ এ
একটু বিশেষ গুরুতর;—বিলেত যাওয়া;
আর
বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পার;—
এর প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না দেখ্‌ব সেটা;—
আচ্ছা কুলাঙ্গার!—এমন ভালো মানুষের
বেটা
এমনও হয়।
গোব। [উঠিয়া] দেখ্‌বেন গুরো এর
ব্যবস্থাটা
দিতে পাল্লে, যথাসাধ্য একশটি পাঁটা,
বিশটা মোষ গুণে মায়ের পায়ে নিবেদিব;
আর আপনাদের জানেন সবই,—
দুর্গা—শিব—
দেব প্রতি জনে, জানেন আমার কথা খাঁটি,
এক এক শ টাকা আর রুপোর থালা বাটি।
সকলে। [হর্ষে, পরস্পরের মুখে সহর্ষে
চাহিয়া]
নারায়ণ! [মুখ অবনতকরণ]
শিরো। আচ্ছা যাও, দেখ্‌বো ভালো কোরে,
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা—এখন যাও ঘরে;
[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।
বিদ্যা। বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বী এই—
কত যে এ'র পেটে—
সকলে। যাক্ যাক্ দরকার কি আর
ও সব কথা ঘেঁটে;
স্মৃতি। শিরোমণি ভায়া,
একটা শীকার পেলে ভালো,
কিছু গাঁটে আস্‌বে।
শিরো। হাঁ হাঁ শীকারটা জাঁকালো
বটে, কিন্তু ভাই এ সব কলিকালের ছেলে,
প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে নাই বা যদি বলে' ফেলে।
বাচ। তা'লে কর্ব্ব একঘরে।
বিদ্যা। করে' ভারি লাভ হে।
ফিরে এসে রোষ্ট চপ্ বেশী করে' খাবে।
শিরো। তা বটে। এখন ও সব একঘরে করে
লাভ নাই। ইংরেজমুলুক, খাটে না ত
জোর হে;—
বল্‌তে কি সত্যি কথাটা নিজেদের মধ্যে,—
হিঁদুয়ানির অবস্থাটা, বল্‌বে সব বৈদ্যে,

দাঁড়িয়েছে খারাপ; দেখ, আসল পাপ সব
বাদ দিয়ে,
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে;—
আরও সেটাও একরকম ম্লেচ্ছের উপর
ক্রোধে;
যেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ।
মুরগী, পেঁয়াজ, দাড়ি রাখা ইত্যাদি নিষিদ্ধ
মুসলমানী বোলেই ত—যারা কৃতবিদ্য
তারা এ সব মান্‌বে কেন! [চিন্তা]

চূড়া। [হতাশভাবে নস্য লইয়া]
কূটপ্রশ্ন, কূট!

শিরো। আমার বোধ হয় হিঁদুয়ানির
একটু ছাট ছুট
দরকার হচ্ছে। এই দেখুন বিলেতযাত্রা এ ত
লক্ষণটা ভাল নয়; দু এক জন যেত
না হয় যেত;—সবাই গেলে কাকে নিয়ে
থাকি;
তা'লেই একঘরে হ'ল যারা রৈল বাকি।

চূড়া। হা হতোঽস্মি [নস্যগ্রহণ]
তবু আর্য্য ঋষিগণের কথা—
আর সত্যযুগের সব সনাতন প্রথা—

নস্যগ্রহণ

বাচ। আচ্ছা, আপাততঃ এক পরামর্শ আছে;
ভূতনাথ খুব গোঁড়া হিঁদু, বক্তা, তার কাছে
যাওয়া যাক্‌। সে যদিও নব্যহিন্দুদলে
আমাদের হয়ে দু'কথা বুঝিয়ে বলে।

পণ্ডিতদের গীত

ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সে দিন আর নাই;—
ঐ ক্ষত্র হ'ক, বৈশ্য হ'ক, শূদ্র হ'ক—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিত রে যবে;
যবে গণ্ডূষে সাগরজল করিলাম পান;
সবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগরসন্তান;
যবে দ্বিজপদাঘাতচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি,
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হতেন শ্রীহরি।—
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া। *
ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সে দিন আর নাই;—
ঐ গেয়েছিনু যেই দিন সামবেদ গান;
ঐ রচেছিনু যেই দিন দর্শন, পুরাণ;
ঐ লিখেছিনু যেই দিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা;
ঐ ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গোব্রাহ্মণে কর্ত্তে চায় জবাই।
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সেদিন আর নাই;—
ঐ উঠে গেল যাগযজ্ঞ কলিকালের ফেরে;
ঐ প্রণামও করে না শূদ্র দেখি ব্রাহ্মণেরে;
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে পাইলে সুবিধা,
ঐ ব্রাহ্মণেরে জেলে দিতেও করে নাক দ্বিধা;
আর আমরাই তাদের করি
নতশিরে 'সেলাম'—
ঐ কলিকালের মহাঘোরে—
এবার আমরা গেলাম।
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
[ক্রন্দন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অমরাবতী। কাল—রাত্রি।

ইন্দ্র বসিয়া সুধাপান করিতেছেন। চারিদিকে দেব-দেবীগণ যথাস্থানে আসীন। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছে। পার্শ্বে চিত্ররথ দণ্ডায়মান

অপ্সরাগণের গীত

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে
নিয়ে আয় তোর নূতন হাসি, গানের পাতা,
গানের ফুলে।
বলে, পড়ি' প্রেমফাঁদে তারা সব হাসে
কাঁদে রে;
মোরা শুধু কুড়োই হাসি সুখনদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে
মধুবিষে রে;
মোরা শুধু বেড়িয়ে বেড়াই—নেচে গেয়ে
প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি, তারার কিরণ,
চাঁদের হাসি রে।
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয় উড়িয়ে দে
এই এলোচুলে।

ইন্দ্র। বাহবা—বেড়ে! [সুধাপান] বেড়ে! [সুধাপান]

রম্ভা। [হাসিয়া] প্রভু 'বেড়ে' ঐ গানটা না সুধাটা?

ইন্দ্র। এই সুধাটা অবশ্য বেশী 'বেড়ে'!

* ক্রন্দনটি 'ই' নিশ্বাস ফেলিয়া ও 'য়া' নিশ্বাস টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

আহা, আজকাল কি সোমরসই আর্য্য ঋষিগণ তৈর কচ্ছেন।

চিত্ররথ। প্রভু!—এটি সোমরসও নয়, আর্য্য ঋষিদিগের তৈরও নয়।

ইন্দ্র। তবে এ কি?

চিত্র। এ বিলাতি মদ, নাম—Rum.

ইন্দ্র। উর্ব্বশী! এ কি ইংরাজী সুরা?—হ'তেই পারে না।

উর্ব্বশী। না, তাও কি হয় প্রভু!—রময়তি ইতি রম্ (Rum). ইংরেজেরা শুধু আর্য্য ঋষিগণের মদগুলোর নাম ইংরেজী করে' নিয়েছেন মাত্র। এই যেমন champagne, কি না সোমপানীয় অর্থাৎ সোমমদ্যম্। Beer বীরার অপভ্রংশ বৈ আর কি? Medeira আর মদিরা একই; আর Sherryও দেখাই যাচ্ছে সুরা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। দেব বৃহস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

সকলে। বাঃ বাঃ কি গবেষণা! বাঃ—

চিত্ররথের প্রতি হৃৎশোষী দৃষ্টিনিক্ষেপ। যাহাতে চিত্ররথ একেবারে মুষড়ে গেলেন

ইন্দ্র। আমি ত তাই বলি। ঋষিরা নইলে কি কেউ এমন মদ্য তৈর কর্ত্তে পারে। অতএব যখন ঋষিদিগের মান্য অক্ষুণ্ণ রৈল, তখন নর্ত্তকীকুল, পুনরায় গাও—

অপ্সরাদিগের নৃত্য ও গীত

প্রেম যে লো মাখা বিষে জানিতাম কি তায়
তা হ'লে কি পান করে' মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল বয়;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কন্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

ইন্দ্র। বহুৎ আচ্ছা। আহা! আর্য্য ঋষিগণ কি স্বর্গটাই করেছিলেন! মরে' আছি, বুঝলে উর্ব্বশী—মরে' আছি।

উর্ব্বশী। হ্যাঁ, তা বটেই ত।

বেগে বসুমতীর প্রবেশ

বসু। দেব! ধরাতলে ঘোর বিশৃংখলতা। একটা উপায় বিধান করুন, উপায় বিধান করুন,

ইন্দ্র। [চমকিয়া] কেন? কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বসু। প্রভো, প্রথমতঃ পণ্ডিতেরা আমাকে যাহোক্ বাসুকির স্কন্ধের উপর থাক্‌বার একটা ব্যবস্থা করে' দিইছিলেন। বাসুকি কিন্তু আজ মোটে সে কথা আমলই দেয় না। বলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসারে তার স্কন্ধে আমার কোন প্রকার মৌরশী দাবী নাই। সে ত পালিয়েছে। আর, নিরুপায় ভাবে আমি এখন শূন্যে ঝুল্‌ছি।

ইন্দ্র। [বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে] ঝুল্‌ছ কি রকম!

বসু। আজ্ঞা হাঁ ঝুল্‌ছি—এক অলক্ষিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে শূন্যে ঝুল্‌ছি—এখনকার বিজ্ঞান এই বল্‌ছে। শুধু তাই নয়, আবার সূর্য্যদেবের চারিদিকে ঘুর্‌ছি শুনতে পাই।

ইন্দ্র। সেটা একটু অসুবিধাকর বটে।

মস্তক কণ্ডূয়ন.

গ্রহগণ। [উঠিয়া] প্রভু, আমরা গ্রহগণ আমাদেরও সেই দুর্দ্দশা! বিজ্ঞান বল্‌ছে, আমরাও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুর্‌ছি। হয় এর কিছু প্রতিবিধান করুন—নয় আপনার চাকরিতে ইস্তফা [হাত দিয়া ইস্তফা দিলেন]। আমরা ঘুর্‌ব, আবার এখানে হাজিরিও দেব, এ ত পেরে উঠিনে।

চন্দ্র। [উঠিয়া] আর আমি হলেম চন্দ্র, আমাকে কিনা ঐ অপদার্থ বসুমতীটাকে পরিক্রমণ কর্ত্তে বলে। আমি ইন্দ্রের সুধা-ভাণ্ড বহন করি—আমাকে কি না একটা মেয়ে মানুষের আঁচল ধরে' বেড়াতে বলে। উপরন্তু বলে, আমি একটা মরা উপগ্রহ মাত্র, এ অপমান অসহ্য;—অসহ্য।

দেবদেবীগণ। [উঠিয়া কোলাহল করিয়া] আর আমাদের 'মিথ' (myth) বলে' উড়িয়ে দিতে চায়। আমরা এই আপনার স্বর্গ ছেড়ে চল্লাম [উত্থান], এই রইল আপনার অমরাবতী, করুন আপনি রাজত্ব।

ইন্দ্র। আরে রোস রোস, ব্যস্ত হও কেন? কি বল্‌ছ, মোটেই আমার মাথার মধ্যে সেঁধোচ্ছে না।—কে উড়িয়ে দিতে চায়?

সকলে। এই বৈজ্ঞানিকগণ; আবার কে?

ইন্দ্র। বৈজ্ঞানিকদল কারা?

বসু। তারা একদল নূতন দ্বিহস্তপদবিশিষ্ট অদ্ভুত জাতি। আর বল্‌তে ভয় হয়

প্রভু, তারা আপনাকে রাজ্যচ্যুত কর্ব্বার প্রস্তাব কচ্ছে। বল্‌ছে, আপনি এ স্বর্গশাসনে অযোগ্য। তারা এ কথাও বল্‌ছে যে, আপনি একটি সুন্দর খাদ্য।

ইন্দ্র। [সভয়ে]—এ্যাঁ—আমি—খাদ্য?—কার খাদ্য?

বসু। 'আপনি' অর্থ, আপনার রাজ্য। অতএব আপনি যখন খাদ্যই, তখন অপরের খাদ্য না হ'য়ে বৈজ্ঞানিকগণের খাদ্য হ'লে আপনার নাম অনেকটা বজায় থাক্‌বে। তাই, আপনার হিতৈষিতাপ্রণোদিত হ'য়ে—

ইন্দ্র। [উঠিয়া সক্রোধে] বজ্র কোথায়? বজ্র!—

বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। আজ্ঞা প্রভু মাপ কর্ব্বেন। আমি আর নেই।

ইন্দ্র। [সাশ্চর্য্যে] সে কিরূপ! নেই!—

বজ্র। কৈ আর আছি। বৈজ্ঞানিকেরা বল্‌ছে যে, আমি যে, বিদ্যুৎও সে। আমি চল্লুম।

প্রস্থানোদ্যত

ইন্দ্র। শোন শোন! না হয় তুমি বিদ্যুৎই—

বজ্র। না আমি কিছুই না। বুঝ্‌লেন না, বিদ্যুৎই আছে, আমি নেই।

ইন্দ্র। সে কি! আচ্ছা বিদ্যুৎ কোথায়?

বজ্র। Franklin সাহেব ঘুড়ি উড়িয়ে তাকে ধরে' নিয়ে গিয়েছে। সে এখন Eden Gardens-এ আলো দিচ্ছে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। আচ্ছা আমি যাচ্ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে, দেখি—এর প্রতিবিধান আছে কি না। বজ্রও আমাকে ত্যাগ কল্লে।

বায়ু। [সব্যঙ্গস্বরে] আর এক বজ্র নিয়ে কর্ব্বে কি? বৈজ্ঞানিকেরা যে Maxim gun করেছে—মিনিটে ৫০০ বার আওয়াজ হয়।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] এ্যাঁ—

অগ্নি। "এ্যাঁ" কি?—ঘুমাও, তুমি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও—কেবল দিবারাত্র রম্ভা আর উর্ব্বশী—উর্ব্বশী আর রম্ভা—ঘুমোও—

ইন্দ্র। আচ্ছা দেখ্‌ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে গিয়ে—

বায়ু। তাঁর কাছে যাবে কি, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকেই বড় মান্‌ছে!

ইন্দ্র। [একবারে আকাশ থেকে পড়িয়া] এ্যাঁ—

যম। বেটা সম্পদে শুধু সম্ভোগ আর বিপত্তৌ মধুসূদন। বীর ত ভারি, কেউ স্বর্গ আক্রমণ কল্লেই মার দৌড়; বজ্রও গ্যাছে এখন কর্ব্বে কি। বেটাকে দু'ঘা দিয়ে দেব নাকি।

অগ্নি। হ্যাঁ মার বেটাকে। বেটা কাপুরুষের চরম।

ইন্দ্র। ও মা বলে কি সব, বজ্র কোথা।

পলায়নোদ্যত

সকলে। মার্ বেটাকে—

ইন্দ্র। ওরে বাবা রে

পলায়ন

সকলে। মার্ মার্ মার্

[পশ্চাদ্ধাবন ও নিষ্ক্রান্ত।

নর্ত্তকীদিগের গীত

ঐ যায় যায় যায়,—
পড়ে এ, কলির ফেরে সবই যে রে—
ভেঙ্গে চুরে ভেসে যায়।
ঐ যায়, ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথ চিৎ;
ঐ যায়, দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে
যায় রে মিথ্ (myth)
ঐ যায়, রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র; দিবারাত্র টানাটানি
তাঁরেও শেষে।
ঐ যায় ৮৪ নরক সপ্ত স্বরগ—এক সঙ্গে মিশি;
ঐ যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ব্যাস, নারদ
ঋষি;—
ঐ যায় গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা,
সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি;—
রৈল শুধু আপিস, থানা, হোটেলখানা,
রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায় পুরাণ, তন্ত্র, বেদমন্ত্র, শাস্ত্র ফাস্ত্র
পুড়ে;
ঐ যায় গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম
উড়ে;
রৈল শুধু ডারুইন, মিল, আর গেটে শিলার—
ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়া';
রৈল শুধু ভার্য্যার স্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ,
জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।
[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভূতনাথের বহির্ব্বাটী। কাল—বৈকাল।

ভূতনাথ, চতুরানন ও রাধা, শ্যাম, হরি ইত্যাদি গোঁড়া হিন্দুগণ একটি ফরাসে নানারূপে উপবিষ্ট। সম্মুখে হুঁকা, গুড়গুড়ি ইত্যাদি

চতু। [হাই তুলিয়া] কাজ নেই, কর্ম্ম নেই,—কাঁহাতক কাটে বসে' আর হাই তুলে?—সময়টা হাঁটে ঠিক যেন শুঁয়োপোকা। বসে' কিই বা করি!—

'তা না না না' করিয়া গানের সুর করণ

ভূত। 'করা'—তাই ত। তামাক দে রে তাকিয়াটা হরি সরিয়ে দেও ত—[তাকিয়া গ্রহণ] তামাক দে রে—

হরি। [সস্মিতমুখে, বোধ হয় তিনি গত বাজি জিতিয়াছিলেন] আর একবার হবে?

চতু। [বিরক্তভাবে। কি? পাশা—কত খেল্‌বো?

হরি। কি আর কর্ব্বে তবে।

বিদ্যানিধির প্রবেশ ও ক্রমে উপবেশন

চতু। [সুর করিয়া] এস এস বঁধু এস,
আধ ফরাসে বোসো;
কিনিয়ে রেখেছি কল্‌সি দড়ি;
[তোমার জন্যে হে]
তুমি হাতি নও, ঘোড়া নও
যে সোয়ার করিয়ে ঘাড়ে চড়ি।
তুমি চিঁড়ে নও বঁধু, তুমি চিঁড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে;
যদি তোমায় লেজ একটা দিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

শ্যাম। এস বাপধন এস,—ভাব্‌ছিলাম বাবা,
সময় কি রকম কাটে—

বিদ্যা। ওঃ তাই নিয়ে ভাবা?—
পরনিন্দা কর না হে আধ্যাত্মিক ভাবে
সময়টা সন্ধ্যাতক্ বেশ কেটে যাবে।

ধূমপান

ভূত। [নিশ্বাস ছাড়িয়া]
এলে গিইছি পরনিন্দা করে' করে' নিয়ত;
গুড়গুড়িটা বিদ্যানিধি একবার সরিয়ে
দিও ত।—

বিদ্যানিধি তদ্রূপ করিলেন ও শুইয়া পড়িয়া ভূতনাথের ধূমপান

বাকি আছে কে আর এই দুনিয়ার পারে
অন্ততঃ তিন শ বার পাঠাইনি যারে
জাহান্নমে—

হরি। হ্যাঁ একটা কথা গিইছিলাম ভুলে।

সকলে। [ব্যগ্রভাবে] কি? কি?

হরি। [হাসি চাপিয়া] ভারি মজা'—বল্‌ব?

চতু। বল না হে খুলে।

হরি। [গূঢ়ভাবে] ফিরেছে বিলেত থেকে
গোবর্দ্ধনের ছেলে।

[বিদ্যানিধি ভিন্ন সকলে]

বটে বটে' ব্যস তারে দেও জাতে ঠেলে।

ভূত। গোবর্দ্ধনকে শুদ্ধ।

হরি। [করুণাপ্রকাশক স্বরে] কেন.
বেচারির কি দোষ?

ভূত। দোষ?—সমূহ দোষ:—ওঠ—

উঠিয়া চাদর গায়ে দিলেন

বিদ্যা। [চাদর ধরিয়া টানিয়া]
আরে বোস বোস; ব্যস্ত কেন?

ভূত। [ক্রুদ্ধ স্বরে] কর তারে একঘরে—

উপবেশন

চতু। [উত্তেজিত স্বরে] পুড়োক্ কোট
পেণ্টেলুন

হর্ষে তাঁহার প্রায় চক্ষে জল আসিল

শ্যাম। গোবর খাক্—

অগ্রসর হইলেন

রাধা। [অগ্রসর হইয়া; সে শারীরিক ক্রিয়ায় একটি হুক্কার পতন] মাথা মুড়োক্—

ভূত। ঘোল ঢালুক্—

তাঁহার গায়ে আগুন পড়িয়াছিল, ঝাড়িলেন

চতু। আর হোক্ সব ব্রাহ্মণদের ডাকা—
দেক রূপোর থালা আর এক এক শ টাকা।

ভূত। তা ত দেবেই।—নেব কি হে
না করে' জখম—

শ্যাম। কর দলাদলি—

ফরাস চাপড়াইলেন

রাধা। [তাকিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া]
একটু পাকাপাকি রকম—

ভূত। হেঁঃ সময় কাটা?—ফুঃ—এও নিয়ে
ভাবে?
এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।

হরি। দু দশ দিন?—একটি মাস
কেটে যাবে বেশ!

চতু। এক মাস কি? একটি বছর—এর শেষ
না দেখে ছাড়া হবে না—
[ফরাস চাপড়াইয়া] বিদ্যানিধি তুমি,
দুনিয়ার খবর রাখ জুড়ে ভারত ভূমি,
রাখনি ক বাড়ীর পাশে জবর খবর হেন!
বিদ্যা। [তিনি এতক্ষণ প্রতি বক্তার পানে
তাকাইয়া মুচকি হাসিতেছিলেন] রাখিনি
কি তবে এটা ভূয়ো খবর।
ফরাসে টোকা দিতে লাগিলেন
সকলে। [বিদ্যানিধির দিকে মুখ নাড়াইয়া]
কেন?
বিদ্যা। [বিজ্ঞভাবে] কেন আর? তোমাদের
এ মিছে গন্ডগোল;
সে ছেলে কি তেমন?
ঢালবে তার মাথায় ঘোল!
অবিলম্বে—ওর নাম কি—তোমাদের মাথায়
ঘোল ঢাল্‌বে—ঘোল খাওয়াবে—
পেলে পরে হাতায়।
সকলে। [ভীতস্বরে] সে কি গো!
বিদ্যা। [আত্মবিশেষত্ব বুঝাইতে আগাইয়া
বসিলেন]
একবারে সে তৈরিয়া মেজাজ,
তার পূর্ব্বকার 'ইস্কুল ফেরেন্ডরা' আজ
সকালে গিইছিলেন সব দেখা কর্ত্তে যেই;
সে বল্লে 'বাবু লোক কো বোলো, ফুর্‌সৎ
নেই';
ইরির মধ্যেই বাড়ীতে সে মহা হুলস্থুল,
লাগিয়ে দিয়েছে—বুড়ো বাপ্‌কে বলে
'ফুল',
কারণ, সে বল্‌ছিল "বাবা প্রায়শ্চিত্ত করে'
আমার সোনার ঘরের ছেলে ফিরে এস
ঘরে।"
--শিরোমণি গিইছিলেন—বোল্লেন কত
বোঝায়ে—
কোরে দিল 'হুট', ছেলে বুঝি বড় সোজা
এ?
প্রায়শ্চিত্ত—ওর না কি—বল্লে—"আমি আগে
ছিলাম যে এ সমাজে ঘুম হয় না সে রাগে।"
ভূত। এঃ ছেলেটা গোল্লায় গেছে;
চতু। [তাকিয়া হেলান দিয়া] একবারে অজ।
বিদ্যা। অজ না হে—ম্যাজিস্টর—কবে হবে
জজ।

সামলাও আগে—ওর নাম কি—
নিজের নিজের শির,
কবে চেয়ে দেখ্‌বে নেই, তখন চক্ষুঃস্থির
আর কি—হেঃ—পু [চুমকুড়ি]
সকলে। [ভীতস্বরে] কেন?
বিদ্যা। কেন আবার? তুলিয়ে
কোন্ দিন দেবে কারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে;
সকলে স্ব স্ব মস্তকে হাত দিয়া তাহার অস্তিত্ব
বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া লইলেন
বিদ্যা। প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে—ওর নাম কি—
নিয়ে লাঠি
বাগান বাড়ীর জিনিস পত্তর—
সিন্দুক, তক্তা, পাটী,
তোষক, বালিশ, বাসন-কুসন
ফেলে দিচ্ছে টেনে;
বলে 'ল্যাজারসের' বাড়ী থেকে জিনিস এনে
ঘর সাজাবে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে।
প্রায়শ্চিত্ত!—ভাল যে সে করে নি মেম
বিয়ে।
শ্যাম। [ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া]—
তবেই ত, ফস্কে গেল সব মতলব সবার,
রাধা। ফস্কে গেল শুধু!—
আর কথাটি নেই কবার;
ভূত। [হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িয়া]—
নেও কি কর্ব্বে কর।
ফুরিয়ে গেল হুজুগ—
এখন সবাই নিজে নিজে
নিজের কর্ম্ম বুঝুক;
গুড়গুড়ির এতক্ষণ অনাদৃত নল মুখে দিয়া
টানিলেন ও নির্ব্বাণ কলিকা হেতু ধূম না
পাইয়া ফেলিয়া দিলেন
হরি। কেন? গোবর্দ্ধনকে তবে কর না
একঘরে।
বিদ্যা। বাপের পৃথক সাবেক বাড়ী
আছে যে সে, হরি;
হরি। একটা কিছু করা চাই ত—
নইলে কি করি।
ভূত। [পুনর্ব্বার ভুলিয়া নল মুখে
করিয়া ও রাখিয়া]—
না না ওটা রেখে দেও, ওটা গেছে ফেঁসে;
আর কেউ কিছু জানো!—না সে
ছেলে সর্ব্বনেশে,

বোঝা গেছে। সাত সমুদ্র তের নদী
পার হ'য়ে,
চায় না প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে। সহানুভূতি
কার হয় এ
বিলেত ফের্ত্তার সঙ্গে?—গেছে
একবারে ব'য়ে—
চতু। আসে এরা সব এক এক
জানোয়ার হ'য়ে।
ভূত। রোস না হে দিচ্ছি একটা
'আর্টিকেল' ঝেড়ে!
গোঁড়া হিন্দুগণ। হাঁ হাঁ দেও একটা—বেশ
বলেছ হে,—বেড়ে!

শিরোমণি আদি পণ্ডিতগণের প্রবেশ

শিরো। ওহে ভূতনাথ বাড়ী আছ?
ভূত। এই যে আসুন।

সকলের যথারীতি প্রণাম

শিরো। [সকলকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ
করিয়া] বিদ্যানিধি কোথ্ থেকে?
বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] এই আমার
অন্নপ্রাশন—
এ'দের নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এইছিলাম আমি।
স্মৃতি। নিজেই যে—
শিরো। না না এখন রাখো ফাজ্‌লামি—
আমরা এলাম জান্তে যে কি কোন
উপায় আছে
যা'তে এই দুর্ব্বিপাকে হিন্দুধর্ম্ম বাঁচে!
বাচ। তোমরা ত সব ইংরাজীতে
এক একটি জজ,
বিদ্যা। আর হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানে এক একটি অজ;
শিরো। চুপ কর বিদ্যানিধি—বোধ হয় কি
কারো,
হিঁদুয়ানীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে
পারো?
ভূত ও চতুরানন। [একত্রে সাগ্রহে] এখনই
এখনই; শুধু এই—
চূড়া। সাধু সাধু। [নস্যগ্রহণ]
বিদ্যা। বেঁচে থাক বাপধন বেঁচে থাক যাদু।
এমনি একটা ব্যাখ্যা দেবে যা'তে অমনি
সটাং
নব্য হিন্দু—ওর নাম কি—হয় চিংপটাং।

ভূত। আমি প্রচার কর্ব্ব চক্‌মকি, সাজি-মাটি,
বল্‌ব গর্হিত সাবান আর দেশলাই-কাটি।
যত সব, বিলেত-ফের্ত্তাদের গাল, দেব ঝেড়ে,
বিদ্যা। অবশ্য যতক্ষণ 'পুলিশ' না আসে
তেড়ে।
চতু। আমি বল্‌ব এ জগতে আমরাই ধন্য,
আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে অন্য সব বন্য।
বিদ্যা। [ঘাড় নাড়িয়া] ই'তে যদি হিন্দুধর্ম্ম
না বাঁচে, নিঃসন্দ,
হিন্দুধর্ম্মের কপালটা নিতান্তই মন্দ।
চতু। এ বিষয় প্রমাণ দিব মোক্ষমূলর
থেকেই—

আল্‌মারি হইতে একখানি কেতাব আনিয়া খুলিয়া
দেখিতে লাগিলেন

স্মৃতি। হুঁঃ আসল শিক্ষা যা সে বলে একেই
বিদ্যা। [মাথা কাৎ করিয়া] 'ঐখান ধরেছ
বাবা বেশী কাৎ করে,'
দেখ আধ্যাত্মিকতাটা গড়িয়ে না পড়ে।
শিরো। আচ্ছা, তবে এখন আসি [উত্থান]
বাচ। দেখ সবাই দেখ,
হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপে টেনে টুনে রেখ!
[পণ্ডিতদের প্রস্থান।
চতু। এ একটা মন্দ নয়, আধ্যাত্মিকভাবে
এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।
ভূত। আমারও কাগজে অনেক
লিখ্‌বার জিনিস হ'ল,
হরি। কাগজও বেশ কাট্‌তি হবে।
ওঠা যাক্ চল।
[নিষ্ক্রান্ত।

বিদ্যানিধির গীত

বলি ত হাসব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে:
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে যেতে হয়
প্রায় ক্ষেপে; [হাস্য]
পাহারা-তাড়াহত থতমত অন্তঃস্থ স্ত্রীর;
ও' ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর;
যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে,
দেশোদ্ধারে ধায়,
তখনও হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে
ওঠে দায়। [হাস্য]
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে—
একটু ইংরাজি পড়ে', কেহ চড়ে বিজ্ঞানের ঘাড়ে—
কোর্ত্তে এক-ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া;
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভরে' ছেড়ে
প্রাণের মায়া! [হাস্য]

নিয়ে কেউ বৈদ্যুতিকী পক্ক টিকি ভাগবত পড়ে;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে;
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরে হরির মালা;
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে
রাখ্‌তে পারে কোন্—[হাস্য ও দৌড়]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কলিঙ্গা স্ট্রীট। কাল—প্রভাত।
মনসা, শীতলা ও ওলা আসীনা

শীতলা। এবার ভোজ!

ওলা। দস্তুর মত ফলার!

মনসা। কৈ? আমি ত কিছুই দেখি নে।

শীতলা। আমি ত নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবসর পাই নে।

ওলা। নিঃশ্বাস!—আমি মর্ব্বার অবসরটুকু পাই নে।

মনসা। সেটা দুঃখের বিষয়। তা এ আর বেশী দিনের জন্যে নয়। কল্‌কাতায় যে ডাক্তারের ধুম।

শীতলা ও ওলা। [একত্রে] তারা কর্ব্বে কি?

মনসা। কর্ব্বে আর কি!—তবে কল্‌কাতা সহরে এত রকম 'প্যাথি'র অধিষ্ঠান হ'য়েছে—কল্‌কাতায় যে মানুষ বেঁচে আছে, এইটেই বিস্ময়ের কথা।

শীতলা ও ওলা। হুঃ—তারা কর্ব্বে কি!

মনসা। নব্যহিন্দু যে ঘোরতর অনাধ্যাত্মিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন কলেরা হ'লে ওলা-বিবিকে পূজো দিয়ে মরা অপেক্ষা, তবু ডাক্তার ডেকে বাঁচ্‌বার চেষ্টা করাই লোকের এক রকম রোগ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

ওলা। এ্যাঁ—সে কি গো!

মনসা। আর ডাক্তাররা 'ভ্যাক্‌সিনেশন্' নামক এক প্রকার ঔষধ বের করে' বসন্ত লোপ কর্ব্বার চেষ্টা ক'রছে।

শীতলা। সে কি বল!

মনসা। আমাদের শীঘ্রই বোধ হয় পথ দেখ্‌তে হচ্ছে।

শীতলা ও ওলা। সে কি?—তবে উপায়?

মনসা। উপায়—হিন্দুধর্ম্ম প্রচার। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মটা সাবেক আকারে পুনর্ব্বার খাড়া করা শ্রেয়ঃ নয়! ব্রহ্মা আদি দেবগণ যেরূপ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সেইরূপই ঘুমোন। তাঁদের জাগিয়ে কাজ কি?

শীতলা ও ওলা। [বিজ্ঞভাবে] ঠিক।

মনসা আর আজ তাঁদের খোঁজ খবরই বা রাখে কে। তাঁরা যদিও হলেন আমাদের ওপরে, কিন্তু তাঁদের চেয়ে লোকে এখন আমাদেরই বেশী ডরায়।

শীতলা। এই লাট সাহেবের চেয়ে লোকে যেমন পুলিশকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঐ রকম।

ওলা। কিংবা যেমন রোদের চেয়ে লোকে তপ্ত বালিকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঠিক ঠিক।—সেই রকম। তাই বল্‌ছি তাঁদের ঘুমোতে দেও। আর কেউ যদি তাঁদের পূজো করেই, ত করুক, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য দক্ষিণাটি পেলেই হোল।

উভয়ে। চল তবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করা যাক্।

মনসা। রোস, আমি অন্য দেবদেবীদেরও ডেকে নিয়ে সব আসি।

[প্রস্থান।

শীতলা। বেশ বলেছে মনসা।

ওলা। বেশ বলেছে ভাই!

ক্রমে ঢাক ঢোল চড়বড়ি ইত্যাদি বাজনা সহ নানা
মর্ত্ত্যদেবদেবী লইয়া মনসার পুনঃ প্রবেশ

মনসা। এই বার চল আমরা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে বেরুই।

সবাদ্য গীত; গাইতে গাইতে গমন

ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হো কার্ত্তিক গণপতি;
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী;
আর শচী, ঊষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম;—
ঐ সবই আছে;—হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম।—
[কোরাস্] ছেড়ো নাক এমন ধর্ম্ম
ছেড়ো নাক ভাই;
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম্ম নাই।
[বাদ্য] তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্
তড়ালাক্ ডুম্।
ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর;
হ'ন নিত্য নিত্য উদয় নব নব অবতার;
দাদা বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর।—
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]

আছে বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী,
ময়ূর, পেঁচা, গাই;
আর তুলসী, অশথ, বেল, বট, পাথর—
কি এ ধর্ম্মে নাই?
দেখ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক্';
সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—
কিছু যায় নি ফাঁক।—
ছোড়ো নাক [ইত্যাদি]
হয় ত্রিভুবন স্তব্ধ শুনে গান্ডীবের শব্দ;
আর হনুমানের বগলেতে সূর্য্যিমামা জব্দ;
আর গোপীসহ কুঞ্জে কেলি করেন কানাই;
দাদা অদ্ভুত আদি,—বীররস—তোমার
বল না কি চাই?
ছোড়ো নাক [ইত্যাদি]
যদি চোর হও, ডাকাত হও—গঙ্গায় দেও ডুব;
আর গয়া, কাশী, পুরী যাও—পুণ্যি হবে খুব;
আর মদ্য মাংস খাও যদি হয়ে পড় শৈব;
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও;—এর
গুণ কত কইব।
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]
[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—রাজার বহির্ব্বাটী। কাল—রাত্রি।

চেয়ারে বিধুভূষণ, নিধিরাম, নীলমণি ও হারাধন ও অন্যান্য নব্যহিন্দু আসীন। সম্মুখে টেবিলে ডিনারের আয়োজন। নেপথ্যে মধ্যে পূজার বাজনার শব্দ পাওয়া যাইতেছে

নব্যহিন্দুগণের গীত

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে
আমরা Reformed Hindoos
আমাদের চেনে নাক যে
Surely he is an awful goose.
কেন না আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food;
কারণ, চলে মধ্যে মাঝে 'এ'টা 'ও'টা 'সে'টা
যখন we choose—
কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি If you think.
তা'লে you are an awful goose.
আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কর্ত্তে পারি নি ঠিক;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবেরা বলে সব
superstitious ও obtuse—
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali;
করি English ও Bengalir খিচুড়ি বানিয়ে
conversationএ use—
কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose.
মোটা তাকিয়ায় দিয়া ঠেস
আমরা নবাবী করি বেশ;
আর among friends সব মুরুব্বিদিগে করি
খুব hate ও abuse—
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা'লে you are an awful goose,
আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার;
করি hoot alike the Hindoos,
the Buddhists,
the Mohamedans, Christians & Jews—
কিন্তু বিয়েয় পৈতেয় হিন্দু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose,
About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage আর
widow-remarriage
আমাদের খুব enlightened views;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose,
You are not far wrong
if you think
যে আমরা করি একটু বেশী drink;
কিন্তু considering our evolutionএর state
আমাদের morals নয় খুব loose;
আর about morals we care a hang
if you think,
তা'লে you are an awful goose,
From the above দেখ্‌তে পাচ্ছেন বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh;
আমরা curious commodities,
human oddities
denominated 'the Baboos';
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি
কিন্তু কাজের সময় সব টুঁ টুঁ-s
আমরা beautiful muddle,
a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

বিদ্যানিধির প্রবেশ

বিধু। কি হে বিদ্যানিধি, তুমি এত
দেরী করে'!
নিধি। এতক্ষণ ছিলেন বোধ হয়
আফিঙের ঘোরে·

হারা। ও সব ছাড় বিদ্যানিধি—
গাঁজা গুলি চরস্
এ সব চেয়ে হুইস্কি সোডা
শতগুণে সরস;
বিদ্যা। তা আর বল্‌তে!—তবে কি না
নানান্ দলে মেশা,
তাই কাজেই কর্ত্তে হয় নানান্ রকম নেশা;
গ্লাসে সুরা ঢালিয়া পান

রাজার প্রবেশ

রাজা। এই যে সব। কতক্ষণ?—
বিদ্যানিধি গুরু,
কটি গ্লাস পার কল্লে?
নিধি। এই সবে সুরু—
হারা। এখনও নতুন কি না ক্রমে বোতল স'বে।
বিধু। ক্রমে ও এক জন পাকা হুইস্কিখোর হবে।
রাজা। দাস কোথায়? তাঁকে কাল ত
invite করে' এইচি।
নীল। তা—ই—ত—[মস্তক কণ্ডূয়ন]
বিধু। তা তার সঙ্গে দু' একবার ত খেইচি।
নিধি। তা কেই বা টের পাবে?—বেশ খাওয়া যাবে বৈকি।
হারা। বিদ্যানিধি সহায় যখন, তখন আর
ভয় কি?
বিদ্যা। হুঁ আজকাল তাদের সঙ্গে
কে'ই বা খায় না—
বিধু। তাদের সঙ্গে এ সব খানা
খেলে 'জাত' যায় না।
রাজা। তার স্ত্রীটি, বিদ্যানিধি,
দেখ্‌তে বড় খাসা।
বিধু। তাই তাঁর বাড়ী তোমার এত
ঘন যাওয়া আসা।
রাজা। কিন্তু মিসেস্ দাস একটু বেশী
bashful যেন।
হারা। আমাদের introduce করে'
দেয় না কেন?

দাসের প্রবেশ

রাজা। এই যে দাস—[অভিবাদন]
বোস; না না,—এস, আমার এই
দু' এক বন্ধুর সঙ্গে
introduce করে' দেই—
দাসের সকলের সঙ্গে অভিবাদন
রাজা। [নেপথ্যে চাহিয়া] এই জল্‌দি খানা
লে আও—
[নেপথ্যে] বহুত আচ্ছা—হুজুর।
ক্রমে খানা আনয়ন ও সকলের খানা খাইতে
আরম্ভ; নেপথ্যে পূজার বাজনা
দাস। [কাণে হাত দিয়া]
ওঃ কি barbarous
এই বাজনা এ সব পূজোর!
বিলেত হ'লে এরে public nuisance
বলে' নালিশ চল্‌ত—Well Rajah do
you dance?
রাজা। ভাল partner পেলেই আমি
খুব ভাল নাচি।
বিধু। ভাল partner পেলে আমরাও
নাচ্‌তে রাজি আছি।
দাস। [বিধু বাবুকে] Well, আপনারা
শুনি তালগাছ সমান
Reformed কিন্তু তার দেন কৈ প্রমাণ?
বিধু। কেন?—টিকি নেই; এত মুরগীর
প্রভাব;
কোট পেণ্টেলুন—তবু সংস্কারের অভাব!
স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এ সব নিয়ে
অনিবার
Speech দেই এমন কি প্রায়ই
প্রতি শনিবার—
বিদ্যা। অমন অমন 'লেক্‌চর'—হুঁঃ;
শুনি আমি ঢের,—
নিজের স্ত্রীকে বন্ধ করে' পরের স্ত্রীকে বে'র।
নিধি। সে আর বেশী দিন নয়; স্ত্রীরা এখন
খুঁজে
নিজের নিজের পোঁটলাপুঁটলি নিচ্ছে বেশ
বুঝে।
হারা। দুদিন পরে বাড়ী থেকে মেরে ধরে'
ভাই—
স্বামীদের তাড়িয়ে না দিলে বে'চে যাই—
রাজা। এতদূর না কি?—
বিদ্যানিধি,—খাচ্ছ কৈ?
বিদ্যা। এই যে খাচ্ছি বৈকি—এই খানসামা
—ঐ

—ওর নাম কি—শ্যাম্পেন আর এক গেলাস
ঢালো;

বিধু। যাই বল, বিদ্যানিধি লোক অতি
ভালো।

নীল। ভাল বোলে'!—বল্‌তে গেলে
এ ত ও'রই জোরে
খাচ্ছি আমরা এই সব এত সাহস করে'।

নিধি। তাইতেই ত ও'য়াকে এ দলে
মিশিয়ে নেওয়া।

বিদ্যা। [সগর্ব্বে] খাও দেখি, কে কি বলে;
নেই' কুছ পরওয়া।'

নীল। শুনেছি চতুরানন না কি আজকাল
ভারি
হিন্দুয়ানী প্রচার কচ্ছে; কাল মহা জারি
করে' বলেছে যে সব যা'রা মুর্গীখোর
তাদের হুঁকোয় তামাক খাবে না।

দাস। [ব্যঙ্গস্বরে] উঃ, কি কঠোর!

নীল। আর, বিলেত-ফের্ত্তা আর ব্রাহ্মদের
নাম ধরে'
ভূতু অনর্গল গাল দিচ্ছে ভারি জোরে।

বিদ্যা। আরে দুং—ওর নাম কি—এ মুর্গী
বিপাকে
আর কি ও পচা তাদের হিন্দুয়ানী থাকে!
কেন ভয় কর; যত পার খাও ছাই,
তার পর আমি আছি—কুছ পরওয়া নাই।
[নেপথ্যে সিঁড়ি হইতে]
হরিশবাবু বাড়ী আছেন!

বিদ্যা। [চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া]
মরেছে রে—ঐ
তারাই আবার [ক্রন্দনস্বরে]
ও সাহেব কোথায় লুকোই।

বিদ্যানিধি টেবিলের নীচে লুকাইতে গেলেন, তাঁহার লম্বা শরীর তাহার মধ্যে ঢুকিল না; তিনি মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন

নীল। লুকোবে কি তুমি? তুমিই আমাদের
ভরসা।

বিদ্যা। [দৌড়াদৌড়ি] বল বুদ্ধি ভরসা,
সব কারে পড়্‌লেই ফরসা।

[নেপথ্যে] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন?
দরোয়ানের সহিত তর্ক

বিদ্যা। [বিকৃত স্বরে] না গো বাড়ী নাই—

হারা। [চেঁচাইয়া] হ্যাঁ আছেন।

[হারাধনের কন্যা ছিল না]
নেপথ্যে জুতা ও খড়মের শব্দ

বিদ্যা। [হারাধনকে] লুকোই কোথা
বলে' দে না ভাই!

হারা। কেন? তুমি ওই কোণে কেষ্ট ঠাকুর
হয়ে'
দাঁড়াও না;—বাঁশি নেও।
[একটি কালো ছড়ি দিয়া] সময় যায় বয়ে,
শীগ্‌গির যাও—এসে পড়্‌ল পণ্ডিতের
দল ও—

বিদ্যা। [সন্দিগ্ধ স্বরে] এত বড় কেষ্ট
ঠাকুর হয়?

হারা। নাই বা হ'ল।
আমরা সবাই বল্‌ব এই কেষ্ট ঠাকুরখানি
সম্প্রতি indent করা—বিলাতি আমদানি।

বিদ্যানিধি অগত্যা লাঠিটা লইয়া সুদূর কতক অন্ধকার কোণে কৃষ্ণ ঠাকুরের ন্যায় ত্রিভঙ্গে দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য, নীলমণি, বিধু ও নিধিরাম বিশেষ আরাম অনুভব করিতেছিলেন না, তথাপি নিরুপায় ভাবে বসিয়া রহিলেন

নীল। এটা একটু বেশ uncomfortable
নয় কি?

নিধি। তা' যখন বিদ্যানিধি আছে, তখন ভয়
কি?

রাজা। এ আবার এক গেরো—
এরা কেন আবার?—কি দায়!—
[দাসকে] ওহে এদের দুঘা দিয়ে
করে' দিও বিদায়!—
দরোয়ানটাই এদের—কেন দুঘা দিলে নাক।

দাস। আসুক না, তুমি চুপ করে' বসে' থাক।

পণ্ডিতগণসহ শিরোমণি ও স্বীয় গুণগ্রাহিগণের সহিত ভূতনাথ ও চতুরাননের প্রবেশ

শিরো। [আসিয়াই আক্রমণ সুরু করিলেন; তিনি রাজার পানে চাহিয়া কঠিনস্বরে কহিলেন] দেখ বাপু তুমি একটু বেশী
বাড়াবাড়ি
সুরু করেছ এ—দেখ—সে দিন সাহেব
বাড়ী
প্রকাশ্যতঃ খেলে, আবার আজ পুজোর দিন
দিচ্ছ খানা—

দাস। [খাইতে খাইতে] এসব খাওয়া অন্যায়,
বুঝিয়ে দি'ন।

চতু। আমি দিচ্ছি—শুনুন, ও সব নয়ক
সাত্ত্বিক খাদ্য।

দাস। [মুখ খিঁচাইয়া]
আরে দুৎ সাত্ত্বিক খাদ্য, না সব তোমার
শ্রাদ্ধ।
সাত্ত্বিক আহার করে' কবে' সবই
এক এক জন—
হাউয়ার্ড, সক্রেটীস্, হার্বার্ট স্পেন্সার,
নিউটন;
ধর্ম্ম, বিজ্ঞান জগতে যা—এ'দেরই এক-
চেটে;—
তাই দু'তিন হাজার বছর খেটে খেটে খেটে
শেষে কল্লেন কি না ঠিক—যা সব অতি
bosh—
যে হাঁস খেলে দোষ নেই, মুর্গী খেলে
দোষ;
প্যাঁজ খাওয়া দোষ, আর হিং খাওয়া নয়;
চীন গেলে ধর্ম্ম থাকে, বিলেত গেলে
যায়;—

ভূত। [উঠিয়া গম্ভীরস্বরে]
ইংরাজি পড়ার দোষ!—মহাশয় আপনি
আজ
বোলে ফেল্লেন 'হিন্দু মূর্খ'—কিন্তু জগৎ
শুদ্ধ
মানে, ভক্তি করে, পূজে—চৈতন্য ও বুদ্ধে
সমাজে যা করে,

পুনরুপবেশন

শিরো। ও সব তর্ক ছেড়ে দেও [মোলায়েম-
ভাবে]
ভুল হ'ক—সেটা বাপু থাকা উচিত ধরে'।

স্মৃতি। [রাজাকে] দেখ বাপু, তোমার
বাপ ছিলেন সমাজের মাথা,
তোমার কি উচিত তারে করা ফাঁতানাতা?

ভূত। আর আমাদের এই সমাজটাকে কাঁদান?

চতু। আর সমাজেতে শুধু জোড়াপট্‌কে
বাধান?

ন্যায়। আর কভু চল্‌বে নাও সমাজেতে এ ত—

দাস। চল্‌বে নাই বা কেন?—
মড়াকাটাও চলেছে ত,
স্ত্রীদের রেলভ্রমণ, স্ত্রীশিক্ষাও চলে'
গেছে;—
পাঁওরুটি—, বিলাতি নুণ, পেঁয়াজ চলেছে।
সীলোন, রেঙ্গুন গেলে এখন
জাত যায় না কারো,
বিলেত যাওয়া, মুর্গী কেন চলবে না—

রাজা। [জড়িত স্বরে] হ্যাঁ, আরো
কত কি—নিজেই চলবে,
তোমরা নাই বা চালাও;
এখন পোঁটলাপুঁটলি বাঁধ;—
আর কেন—পালাও—

চূড়া। [বিধুকে] ওহে বাপু, ঐ কোণে
ঐ জিনিসটা কি?

বিধু। ওটি কেষ্ট ঠাকুর। [নিধিকে চোখ
টিপিলেন]

চূড়া। [সাগ্রহে] সত্যি?—বটে?—
সত্যি না কি—

হারা। হ্যাঁ, এ কেষ্টঠাকুরখানি বিলাতি
আমদানি—
ও আবার বাঁশী বাজায়;—বলতে কি হানি
কল টিপে দিলে আবার নাচেও—

চূড়া। [সকৌতুহলে] সত্যি?—নাঃ—
আচ্ছা টিপে দেও দেখি—

হারাধন গিয়া সজোরে বিদ্যানিধির পশ্চাদ্ভাগে চিমটি দেওয়ায় বিদ্যানিধি—নিরুপায় হইয়া মস্তক এদিকে ওদিকে ফিরাইতে লাগিলেন ও লাফাইতে লাগিলেন

চূড়া। [সস্মিত ও প্রীতস্বরে] সত্যিই ত বাঃ,
কই বংশী বাজাল না—

হারাধন পুনর্ব্বার গিয়া বিদ্যানিধির কানে কানে কি কহিলেন ও কান সজোরে মলিয়া দিলেন। বিদ্যানিধি—তাহাতে গলায় বাঁশীর সুর করিতে লাগিলেন; ও সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইলেন

চূড়া। [মাথা নাড়িয়া] বংশী নয় খুব
সুস্বরা—[নস্যগ্রহণ]
—কিন্তু বাঁশীটা যে বাপু উল্টো দিকে
ধরা—

হারা। কলিকালে সব, মশয়, উল্টোই
ত হবে—

চূড়া। [এ ব্যাখ্যায় তুষ্ট হইয়া]
বটে বটে। সত্যিই ত! ঠিকই বটে তবে—
[নস্যগ্রহণ]

হারা। আবার পেটে খোঁচা মাল্লে কোঁৎ
করায় কলে;

বলিয়া গিয়া বিদ্যানিধির পেটে সজোরে খোঁচা মারিলেন ও বিদ্যানিধি অগত্যা কোঁৎ করিলেন

আবার নাক ধরে' টান্‌লে "রাধা রাধা"
বলে।

বলিয়া বিদ্যানিধির নাক ধরিয়া সজোরে টানিলেন, বিদ্যানিধি নাকি সুরে "রাধা রাধা" ডাকিয়া উঠিলেন

চূড়া। [অতি বিস্মিত] বাঃ, এটা ভারি
মজার কেষ্টঠাকুর বটে—
অতি সুন্দর [নস্যগ্রহণ] দেখি গিয়া
একটু নিকটে।

চূড়ামণি নিতান্ত নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন ও তাহার কলকৌশল পরীক্ষার মানসে তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন; তাহাতে বিদ্যানিধি হঠাৎ মুখ সূচলো করিয়া চূড়ামণির মুখে অগ্রসারিত করিলেন; চূড়ামণি বিদ্যানিধির এই আকস্মিক অভাবিতপূর্ব্ব শারীরিক প্রক্রিয়ায় ভীতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন; এবং বিদ্যানিধি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ স্বীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চূড়ামণি আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যানিধির মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলেন ও তাহাতে বিদ্যানিধির পূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গির পুনরাবৃত্তি হইল। চূড়ামণি পুনর্ব্বার হটিলেন।

হারা। দেখ্‌ছেন না এর মুখে
চুম্বক পাথর আছে।

চূড়া। সত্যি? পাশ দিয়েই তবে
যাই ওর কাছে—

তিনি এবার বিদ্যানিধির দক্ষিণ দিক্ দিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; তাঁহার স্কন্ধের নিকট পঁহুছিবামাত্র বিদ্যানিধির মুখ তদ্দিকে সূচলো হইয়া ফিরিল। চূড়ামণি পিছাইয়া বামদিক্ দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহাতে বিদ্যানিধির মুখ পূর্ব্ববৎ ভাবে দক্ষিণ দিক্ হইতে সবেগে বামে ফিরিল। চূড়ামণি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত; একটু ভাবিলেন; পরে বিদ্যানিধির মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ দিকে জোরে ফিরাইলেন; কিন্তু ছাড়িবামাত্র সে দুর্দ্দান্ত নাসিকা পুনরায় তাঁহার দিকে পূর্ব্ববৎ ফিরিল। চূড়ামণি ত অবাক্। হারাধনের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইলেন

হারা। [চূড়ামণিকে] আপনার নাকে লোহা
আছে নাকি?

চূড়া। কেন?

হারা। চুম্বক পাথরটাকে টান্‌ছে
বেশী জোরে যেন।

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা সবার নাকেই
লোহা আছে তবে?

মিত্র। লম্বা নাকে বেশী আছে।

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা হবে।

চূড়ামণি এখন সম্মুখে আসিয়া নিজের নাক নীচু করিয়া হেঁট হইয়া ঠাকুরের দক্ষিণ পা দেখিতে ব্যাপৃত হইলেন। তাহাতে বিদ্যানিধির দক্ষিণ পা তাঁহার দিকে প্রসারিত হইল; চূড়ামণি ভয়ে পিছাইলেন ও হারাধনের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। পরে গিয়া ঠাকুরের ডান পাটি যথাস্থানে রাখিলে, বিদ্যানিধির বাম পদ প্রসারিত হইল। বাম পদ যথাস্থানে রাখিতে যাওয়ায় এক তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। বিদ্যানিধি ছড়ি ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে চূড়ামণির চূড়া পাকড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ঘাড়ে চড়িলেন। চূড়ামণি ভয়ে বিস্ময়ে, চেঁচাইয়া পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছোপক্রান্ত হইলেন। বিদ্যানিধি তখন উঠিয়া নিজমূর্ত্তিতে পণ্ডিতদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

চূড়া। [আশ্বস্ত হইয়া] বিদ্যানিধি বটে!
সেটা আগে বল্‌তে হয়।

শিরো। [কঠিন স্বরে] তুমি নদেয় যাও নি—

বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] আমি মুর্গীখোর
নয়। অর্থাৎ খেলেও—ওর নাম কি হজম
করি নাক।

শিরো। বোঝা গেছে, এখন তোমার
ফাজলামি রাখ।

বিদ্যা। [নিরুপায়ভাবে] তবে বল্‌ব
এক কথা? আর্য্যর্ষিগণ নাকি,
মুর্গী গরু খেতে কিছু রেখেছিলেন বাকি?

শিরোমণি ইত্যাদি দেখিলেন পরাজয় অনিবার্য্য, আর যুদ্ধ বৃথা; তাই তাঁহারা চম্পট দিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন

স্মৃতি। [হতাশভাবে রাজাকে] না হয়
খেলেনই; কিন্তু মুসলমান, হাড়ি, এই এ
সব রাঁধুনি কেন?

রাজা। দিতাম ত সব ছাড়িয়েই, কিন্তু
ব্রাহ্মণেতে মুর্গীটুর্গী রাঁধে না যে।

মদ্যপান

ন্যায়। আর হাড়ি? [এটি নেপোলিয়ানের
শেষ উদ্যমের "যা থাকে কপালে" ভাবে]

রাজা। মুসলমানে শূয়র রাঁধে না যে—

স্মৃতি। এ সবই খান বুঝি—বিলেত-ফেরত
দলে
মিশে এখন বুঝি ও সব গুলোই চলে?

শিরো। তা'লে আর আমাদের এখানে আসাই
ভালো দেখায় নাক।
রাজা। [জড়িত স্বরে] বাবা, ফিরে যাও
বাসায়
কেন গোলযোগ কর?—এ সব মিছে সাধা;
ক্ষণিক আমাকে এসে কেন দেও বাধা?
শিরো। চল চল; এ সব ম্লেচ্ছ, যবন;
চল চল!
চূড়া। হা হতোস্মি।

নস্যগ্রহণ

অন্য পণ্ডিতেরা। চল তবে; দুর্গা দুর্গা
বল—
[পণ্ডিতদের ও গোঁড়াহিন্দুগণের প্রস্থান।
রাজা। বাঁচা গেল!—আঃ—তোমরা
তাড়িয়েছ খাসা।
কেন এদের মিছামিছি দেক্ কর্ত্তে আসা।
দাস। I say রাজা। তুমি এদের শিক্ষা
দেবার জন্যে বিলেত যেতে পার?
বিধু। না না, সেটা বড় অন্যায়।
দাস। কিসে?—ব্রুটস্ শুধু এক principle-
এর জন্যে ছেলের বধের হুকুম দিল—আর
এইটে অন্যায়!
নিধি। আমাদের দেশেও দশরথ মর্‌তে মর্‌তে
রামকে পাঠাল বনে সত্য রক্ষা কর্ত্তে।
বিধু। দশরথের কাযটি বড় ভালো হয় নি।
নিধি। কেন?
বিধু। কেন?—মূর্খ দশরথ—রামচন্দ্র হেন
সুপুত্রকে—গোবেচারী,—কোন দোষ নাই—
দিলেন বনবাস;—হ'ল সত্যরক্ষা ছাই!
[রাজাকে]
রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো হয় নি—
একি নীলু ঢুলো না—
বিধু। এর সঙ্গে হয় কি আর ব্রুটসের তুলনা?
ব্রুটস্ অন্য অপরাধীর সঙ্গে সমান বিচার
করে', দিলে ছেলের দণ্ড—এর সঙ্গে
কি ছার—
রাজা। এ কি নীলমণি—ও নীলু—রাত কত
—নাক ডাকে যে।
নীল। [চমকিয়া] কৈ? [সকলের হাস্য]
এখন নাকডাকা এত গুরুতর অপরাধ নয়, কিন্তু
এই দৌর্ব্বল্যটুকু কেহ স্বীকার করিতে চাহে না।
রাজা। চোক যে জবাফুলের মত!

হারা। তবে যাবার আগে সব এক
এক গ্লাস ঢালো।

সকলে সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন ও পান
করিয়া উঠিলেন

দাস। হ্যাঁ হ্যাঁ I say রাজা—well!
কি বল্‌ছিলাম ভালো—
বিলেত চল না হে একটা সব সহরময়
হুলস্থুলস্ হয়ে যায়—এরাও জব্দ হয়।
রাজা। বটে! বটে! কি বল হে বিদ্যানিধি?
বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] হাঁ তা
ওর্ নাম কি—তবে যদি পণ্ডিতেরা—না
না—
বিলেতই ত একরকম কলিকালের কাশী।
রাজা। মন্দই কি একবার না হয়
বিলেত ঘুরে আসি।
আরও এই পণ্ডিতগুলোও জ্বালিয়েছে
ভারি;
তা'লেও যদি তা'দের আসা বন্ধ কর্ত্তে
পারি।
[নিষ্ক্রান্ত

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যক্ষদেশ। হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপবন।
কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

যক্ষকন্যারা বিহার করিতেছেন
সবাদ্য যক্ষকন্যাদিগের গীত

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারক'গণ রে
হের নয়ন, হর্ষ মগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব কূজন রব, নীরব ভব রে;
সুন্দর নব হেরি বিভব, মেদিনী তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন,—প্লাবিত বন রে;
নন্দন বন, তুল্য গহন—মোহিত মন রে।

একজন কনষ্টেবিলের প্রবেশ

কনষ্টেবিল। [স্বগত] এ সব ত আচ্ছা নাচ্-
আওলি হয়, মগর্ সাহাব ত বহুৎ ক্ষ্যাপা
হোত হয়। [প্রকাশ্যে] এই মাইয়া লোক
সব, এ দুপুর্ রাতমে কাহে হল্লা করতা
হয়—হামরা সাহাবকা ডেরাকা এত্তা
নগীজমে। সাহাবকো নিদ যানে দেগা
নেই?
১ যক্ষকন্যা। কে এ উল্লুক আবার এ সময়
এসে বিড়ির বিড়ির বক্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

২ য-ক। এ দেখা যাচ্ছে নিতান্ত কবিত্বহীন।

৩ য-ক। দেখেছ, বেটার পাগড়ী থেকে জুতা পর্য্যন্ত সব গদ্য।

৪ য-ক। বোধ হচ্ছে, এ খাম্বাজ রাগিণী মোটে বোঝে না।

কনষ্টেবল। এই, চুপ কর্‌কে খাড়া রহিলি কাহে রে? তোমরা হুঁস নেহি হয়। এ জায়গাকা নস্‌দীক্ সাহাবকা তাম্বু হায়।

১ য-ক। কে তোর সাহেব?

সিপাহী। [সগর্ব্বে]। কমিশনর সা'ব, জান্তা নেই।

২ য-ক। রেখে দে তোর কমিশনর সাব।

সিপাহী। [সাশ্চর্য্যে] আরে!—ডর্‌তা নেই! তোমলোক জাহান্নম যানে মাঙ্গ্‌তা?—আর হিঁয়া সা'বকা ডেরা হয়—সমজ্‌তা নেই?

৩ য-ক। তোর সাহেব এখানে ডেরা কল্লে কেন? সে কি মর্ব্বার আর জায়গা পেলে না?

সিপাহী। [অতি বিস্ময়ে] কেয়া? জান্তা নেই সা'ব হিঁয়াকা রাজাকো সাথ্ লড়নে আয়া?

৪ য-ক। কেন, আমাদের রাজা তোদের কি করেছে?

সিপাহী। কি করেছে!—কি আবার কর্ব্বে!—সা'ব এ মুলুক লেনে মাঙ্গ্‌তা। তোমারা রাজা কুছ কাম্‌কা নেই, ইস্কো ওয়াস্তে! আওর কেয়া? লড়াইকা খবর নেহি রাখ্‌তা?

৫ য-ক। হাঁ হাঁ জানি, জানি! আচ্ছা তুই যা, আমরা বাড়ী যাচ্ছি, রাতও হয়েছে; [অন্য যক্ষকন্যাদিগকে] চল—[গমনোদ্যত]

সিপাহী। আরে গোসা কাহে—থোড়া দারু পিও—চিল্লানেসে ফয়দা কেয়া?—দারু পিও—হামকো সাথ থোড়া পিয়ার করো—হম কুছ নেই কহে গা। [অগ্রসর হইল]

১ য-ক। মর্ উল্লুক!

২ য-ক। আবার দাঁত বের ক'রে হাস্‌চে।

৩ য-ক। এ যে যায় না; দুষা দিয়ে দেও না।

৪ য-ক। নেও বেটার তলওয়ার কেড়ে—

৫ য-ক। মার বেটাকে—

সকলে অগ্রসর হইয়া তাহার তরোয়াল কাড়িয়া লইয়া, পাগড়ি খুলিয়া, প্রহার সুরু করিল

সিপাহী। আরে কর কি ভাইয়া সব!—এ কেইসে তামাসা!—আরে ছোড়—ছোড়—দাড়ি ছোড়—তরোয়াল দেও।

ক্রমে যক্ষকন্যাগণ সিপাহীকে গুরুতর প্রহার আরম্ভ করায় 'উরে বাবারে এত সব মাইয়া লোক নেহি, মাইয়া লোককা বাবা' ইত্যাদি বলিয়া, কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইয়া, সিপাহী পাগড়ি তরোয়াল ইত্যাদি ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল

১ য-ক। বেটা বীর ত ভারি, আবার এ দেশে লড়াই কর্ত্তে এসেছে।—চল—

সকলে গৃহাভিমুখিনী

২ য-ক। কিন্তু এ দেশ কি সত্যই সাহেবেরা নিতে এসেছে?

৩ য-ক। হ্যাঁ নিতে এসেছে, আর নেবেও যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা ভারি পরাক্রান্ত জাতি। শুনছি তারা অমরাবতী একরকম দখল ক'রে বসে' আছে। আর ইন্দ্র এক দৌড়ে ব্রহ্মার কাছে চম্পট দিয়েছেন।

৪ য-ক। দৌড় ত তাঁর চিরাভ্যস্ত! হায়! এমন সুন্দর অমরা আজ অনাথা।

৫ য-ক। আমাদের অবস্থায় শীঘ্রই সমান শোচনীয় হবে। তার জন্য চিন্তা কর্ত্তে হবে না।

[নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজার বাগানবাটী। কাল—রাত্রি।

বিধু, নিধিরাম, হারাধন, নীলমণি, বিদ্যানিধি দণ্ডায়মান ও রাজা উপবিষ্ট, সম্মুখে সুরার বোতল ও গ্লাস ইত্যাদি

নব্যহিন্দুগণ ও বিদ্যানিধির গীত

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার;—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস
আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ, ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন
মোদের রাণী,
আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে
কাহারো হানি;
আমরা, রাখিনে কাহারও তক্কা; আমরা
করিনে কাউকে কেয়ার,

এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন,
কেন, তুমি হ'লে নাক কবি হলো সেক্ষপীয়ার?
আর সে সব কথা কাজ কি বলে';—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, দেবতা দিলে তাড়িয়ে দৈত্যে
বল দেখি দাদা?—
কারণ, দেবতা খেত লাল পানি আর
দৈত্য খেত সাদা!
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি,—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

মোদের দিও নাক কেউ গালি,
মোদের কোরো নাক কেউ মানা,
আমরা, খাব নাক কারো চুরি করে'
দুধ, ননী, ছানা;
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু
পেয়ার;
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

পুনঃ পুনঃ শেষ পদ গাইতে গাইতে ঘোর নৃত্য
গঙ্গারামের প্রবেশ

হারা। কে গো এয়ার কোথা থেকে—
বল দেখি নাম!
গঙ্গা। আমার নাম গঙ্গারাম।
বিধু। নিবাস কোন্ গ্রাম?
গঙ্গা। সাবেক নিবাস 'উলো'।
বিধু। হ্যাঁ!—উলো—[নিধিকে] নিধি, সে
কি!
নিধি। [গঙ্গাকে] আচ্ছা বাপু, তোমার
গ্রামের জেলা বল দেখি!
গঙ্গা। জেলা?
হারা। নাও, বোঝা গেছে, অতি পাড়াগেঁয়ে।
নীল। একটা উজ্‌বুক এল আবার কোথা থেকে,
কে এ?
রাজা। যা হ'ক শুনি এখানেতে মশয়ের
কি কাজ আছে?
গঙ্গা। [বসিয়া] এলাম আমি হেঁ, হেঁ—
রাজা বিমলেন্দের কাছে।
রাজা। কেন মশয়, আমি কোন দোষ ত
করিনি—

বিদ্যা। [স্বগত] এ দেখছি সেই ব্রাহ্মভ্রাতা—
এঁরে বেশ চিনি,

গঙ্গারামের প্রতি পশ্চাৎ দিয়া বসিয়া মদ্যপান

রাজা। কি চা'ন শীঘ্‌ঘির বলে' ফেলুন।
কাণ পেতে আছি—
নীল। হ্যাঁ হ্যাঁ শীঘ্‌ঘির সেরে ফেলুন—
তা'তে আমরাও বাঁচি।
গঙ্গা। মহারাজের সঙ্গে—হেঁ হেঁ—
আলাপ কর্ত্তে এলাম—
হারা। না হয় সেটা পরে হবে—
এখন তবে—সেলাম
দ্বার দর্শাওন
গঙ্গা। [না দেখিয়া, রাজাকে] হেঁ হেঁ কবে
আসা হোল?—
রাজা। —হেঁ হেঁ দিন চারিক [উন্মনা]
গঙ্গা। হেঁ হেঁ কুশল শারীরিক এবং
পারিবারিক?
রাজা। হেঁ হেঁ—আজ্ঞে খুব ভাল—হেঁ
হেঁ—তবে কিনা
শূলের ব্যারাম—এমন কি বাঁচি কি বাঁচি
না—
এই রকম! [অধিকতর উন্মনা]
গঙ্গা। পরিবার?—হেঁ হেঁ—
রাজা। [অধীর]—হেঁ হেঁ তিনি ভালো;
তবে—
তাঁর কাল হয়েছে এই দুই বছর হবে।

সকলের হাস্য

গঙ্গা। ছেলেপিলে—
রাজা। [আরও অধীর] তারাও ভালো—
কি বল্‌ছিলাম ছাই—
অ—অর্থাৎ—আমার কোন ছেলেপিলে
নাই—
বিধু। 'অর্থাৎ' কি রকমে বুঝবেন বুঝিয়ে
না দিলে?
হারা। তবে "অর্থাৎ" এর গানটা গাও
সবাই মিলে—

নব্যহিন্দুগণের গীত

হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন ভাই
আর তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন
তাঁহার সভায়;

অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তানসান
বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানসান
জন্মাননিক মোটে।
[কোরাস্‌] তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি
ধিনতাকি,—মেও এ'ও এ'ও।

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায়
চড়ে' রেলের গাড়ী;
আর হুগলি ব্রিজ পার হ'য়ে উঠলেন
বিক্রমাদিত্যের বাড়ী;
অ—অর্থাৎ উঠ্‌তেন নিশ্চয়,
কিন্তু রেল পুল তখন হয় নি।
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—
উজ্জয়িনী।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এ'ও এ'ও।

যাহোক্‌ এলেন তানসান রাজার কাছে
দেখাতে ওস্তাদি;
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—
পিয়ানো ইত্যাদি;—
অ—অর্থাৎ আন্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু হলো হঠাৎ
দৃষ্টি,
যে হয় নিক তানসানের সময় 'পিয়ানো'র সৃষ্টি!
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,
মেও এ'ও এ'ও।

যাহোক তানসান গাইলেন এমন 'মল্লার'
রাজা গেলেন ভিজে;
আর গাইলেন এমন দীপক,
তানসান জ্বলে উঠ্‌লেন নিজে;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে,
তানসান উঠ্‌তেন জ্বলে';
কিন্তু রাজা গেলেন দিগ্বিজয়ে
আর তানসান এলেন চলে'।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এ'ও এ'ও।

হোল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের
গীতি বাদ্য;
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ
করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ;
অ—অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—
তাঁর ত হয়ে গ্যাছে কবে?
আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ
কেমন করে' হবে?
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এ'ও এ'ও।

[নিষ্ক্রান্ত।

গঙ্গা। [তথাপি সপ্রতিভভাবে হাসিয়া]
হ্যাঁ হ্যাঁ—তা—তা
মহারাজ আপনি যে সুন্দর লোক
পাওয়া দুষ্কর এমন একটি বোধ হয় খুঁজে
নরলোক
আপনি কেন ব্রাহ্ম হোন না।
রাজা। ভাল লোকটা কিসে
দেখ্‌লেন আমায় সেটা শুনি।
গঙ্গা। তা দেখ্‌ছি;
অতি উদার লোক, নেইক অলঙ্কার লেশ;
আর খাওয়া সম্পর্কে খোলাখুলি বেশ;
কারু রাখেন নাক তক্কা—সমাজের ধার
ধারেন নাক একরকম;—অতি পরিষ্কার।
ব্রাহ্ম হন না, সমাজ ত ছেড়েছেনই নিজে।
রাজা। কিন্তু সমাজটা আমাকে তবু ছাড়ে
নি যে—
নিধি। আচ্ছা বল দেখি ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা
কি রকম?
গঙ্গা। ধর্ম্মটা? ধর্ম্মটা অতি উচ্চ এবং নয়
কম
নীতি অঙ্গে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্‌"—তা
সেওয়া—
নিধি। সে ত তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম থেকেই
নেওয়া—
গঙ্গা। এ ত—হে' হে'—হিন্দুধর্ম্মের
সারটুকুই নিয়ে—
নীল। তা যদি হয়, তবে ব্রাহ্ম নাম-টাম দিয়ে
কান্ড-মান্ড দরকার কি? হিঁদুই বল
না হে—
গঙ্গা। হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক। বিশেষতঃ
তাহে,—
বিধু। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক নয়?
গঙ্গা। দেখলেন কিসে?
বিধু। কিসে? সবতাতেই।
তফাৎ উনিশ আর বিশে।
হিঁদু না হয় একেশ্বরে পূজে, দিয়ে মাটি;
তোমরা না হয় পূজ, দিয়ে ভাষা পরিপাটি।
তোমরা পিতার 'চরণ' ধোরে
কাঁদ নাক ছড়ায়?
তারা না হয় মাটিতে সে চরণটা গড়ায়।
তারা যেটা বাইরে গড়ায় খড় মাটি দিয়ে,
তোমরা না হয় ভজ সেটা মনে গ'ড়ে নিয়ে।

ভজ—কেউ চোখ বুজে, কেউ চোখ মেলি—
তারা না হয় বাইরণ, তোমরা না হয় সেলি।
তফাৎটা কোথায়? [মদ্যপান]
গঙ্গা। মশায় তফাৎ আছে—
নিধি। আছে
আর একটু—তোমার পিতা
ঢালা বিলাতি ছাঁচে।
আর হিন্দুর পিতামাতা
অন্যায়রূপে দেশী।
নীল। তোমাদের খরচ কম,
আর তাঁদের খরচ বেশী।

মদ্যপান

হারা। আরও একটু তফাৎ আছে,
বোল্লেন না ক সেটা।
গঙ্গা। কি প্রকার? [স্বগত] এ ত দেখ্‌ছি
বাধে ভারি লেঠা।
হারা। বোল্লেন না যে ব্রাহ্মগণ
ভজেন চোখ বুজে।
আর হিন্দু চোখ খুলে দেবতারে পূজে।
অর্থাৎ—যখন হিন্দু পূজেন ঢাক
ঢোলে জাঁকিয়ে;
আমার ব্রাহ্মভ্রাতা পূজা দিচ্ছেন
নাক ডাকিয়ে।

সকলের হাস্য

গঙ্গা। না তা আপনারা যদি করেন তামাসা;—
নিধি। কেন মিছে বক ভাই। পা দোলাও
খাসা;
সোজা ধর্ম্ম—কারো মনে দিও না ক কষ্ট:
কেন মাথা ঘামাও, নিয়ে যা অতি অস্পষ্ট—
ঈশ্বর ভালো কিম্বা মন্দ, সগুণ কি বিগুণ,
এ সব ভেবে কেন মিছে ক্ষিধে বাড়াও
দ্বিগুণ,
গরম গরম ফুল্‌কো লুচি খাও
গ্যাসের আলোয়;
যদি সঙ্গে থাকে মুরগীর কারি,
আরো ভালই।
মজাফরপুরি লিচু, পাকা আঁব বোম্বাই,
ভাল খাজা কাটাল, আর মর্ত্তমান রম্ভায়।
রাতে মিলে দশজনে খাও টপাটপ—
রোষ্ট আর কাট্‌লেট, স্টু আর চপ,
মেজাজ হবে ঠাণ্ডা, দেহে হবে শক্তি;
আর ঈশ্বরে বাড়বে বৈ কম্‌বে না ক ভক্তি;
আর বেড়ে যাবে তোমার পরমায়ু ছোট;
কেন মাথা ঘামাও ভায়া—যাও এখন ওঠ।
হরি। কেন তর্ক কর বাবা,
খাবে এক গেলাস?
খাবে ত খাও নইলে উঠে যাও
'থার্ড কেলাস্'—
নীল। আমাদের আমোদের উপর কোরো না ক
Trespass, বাবা যদি আইনের ভয় রাখ;
করে' দেব ৪৪৮ ধারায় নালিশ—
তখন শোবার জন্য পাবে একটু শক্ত
বালিশ।
হারা। [এক গেলাস মদ্য দিয়া] নেও খাও।
গঙ্গা। কি ও?
হারা। বাবা বুদ্ধি কর পালিশ।
কেন তর্ক কর, বাবা, ঢক্ করে'
গিলে ফেল;
আর আমাদের সঙ্গে ফক করে' মিলে ফেল।
এ সংসারে সার হ'চ্ছে পরের উপকার,
তাই করে' দিচ্ছি তোমায় ভবসিন্ধু পার।
নেও—এস—[মদ্য প্রদান]
গঙ্গা। [ধার্ম্মিকভাবে] আচ্ছা কিইবা হবে
একটু খেলে, দেখাই যাক্ না সে কি
রকম। [গেলাস লইয়া পান।]
হারা। এই নক্ষি ছেলে।
এখন একটা গান ধর—গাও—
কর্ত্তাভজা হয়,—
তরজা হয়, কবি, টপ্‌পা—যা হয়—
যাতে মজা হয়—
বাবা থিয়েটারের গান জানো?

গঙ্গারাম উক্ত গানে অনভিজ্ঞতা-প্রকাশক ঘাড় নাড়িলেন

—ভালো, না জানো
নাই জানো—পাঁচালি?—যাত্রা?—
বাবা বেয়ালা বাজান?
শোন যদি মতির দলের, বল্‌বে
"বাঃ বাঃ আ মরি! মরিরে!"

কণ্ঠে বেহালার সুর অনুকরণ করিতে করিতে রিক্তহস্তে বেহালা বাজান অনুকরণ

বিদ্যা। [মদালস স্বরে] বেঁচে থাক—
শুনে যেন না মরি;

হারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি আঃ—
কিবে যাত্রা মতির?
—আহা সেই গানটা জানো?—
[সুর করিয়া] 'হে গতি অগতির'
একটা তুমি গাও না হে, গঙ্গারাম ভাই—
গঙ্গা। কি গাইব? [চিন্তা]
ভাল, একটা আত্মা বিষয় গাই

সুর করণ

বিধু। ও কি হচ্ছে গঙ্গারাম?—ও যে—
না গঙ্গা না রাম—
নিধি। গা'না একটা ভাই, আমরা করি
একটু আরাম
হারা। পড় বাবা গঙ্গারাম—গঙ্গারাম পড়
[চুমকুড়ি]
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম!—
গঙ্গারাম—পড় [চুমকুড়ি]
বিদ্যা। [উঠিয়া] গঙ্গারাম—আমার
প্রাণের গঙ্গারাম—এস,
এস ভায়া উঁড়ি; [উচ্চতর স্বরে] উঁড়ি
[উঁড়িতে উদ্যত] প্রাণকান্ত মেসো
বলেছিলে "খেয়ো না ক মদ, যদি টলো"—
গঙ্গারাম ভায়া তুমি টল্‌ছ—যাই বলো,
টল্‌ছ;—নয়?—দেখি আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য
পাতাল,
আমার কাছে মিছে কথা? ভায়া তুমি মাতাল
হোয়েছো,—আর খেয়ো না! দেখ
শোন বলি;
[টলিতে টলিতে] আমি খাই বটে,
কিন্তু কদাপি না টলি।
আমি মাতাল হই নি;—দেখ দাঁড়াই
এক পা তুলে,

এক পা তুলিয়া দণ্ডায়মান

দু'পা তুলেও পারি; [তৎচেষ্টা ও পতন]
এ্যাঁ পড়ে' গিইছি ভুলে,
হেস না ক; ফের দাঁড়াই

পুনঃ তৎচেষ্টা ও পতন

এ্যাঁ এ কি রকম—
[উঠিয়া] পশ্চাদ্ভাগটা দেখ্‌ছি
এবার হয়েছে বেশ জখম?
তা পা যা হক্‌—মাথা ঠিক—
দেখ বাপধন—নয়?
আন ভট্টিকাব্য সব করে' দেব অন্বয়।
তুমি পার?—বোধ হয় না;—
. কর দেখি ভাই—
—"নিরাকরিষ্ণু বর্ত্তিষ্ণু"

গঙ্গারাম অক্ষমতাপ্রকাশক ঘাড় নাড়িলেন

তা না পার নাই-ই—
তাই ত বাপু!—পাণিনি পড়া বিদ্যে—
এ কি যে সে—
গঙ্গারাম ভায়া—তোমার নাকটি ত বেশ হে।
একটু টেনে দেই

গঙ্গারামের নাসিকা আকর্ষণ

গঙ্গা। বাপ্‌ রে মলাম [চীৎকার]
বিদ্যা। [তন্দ্রাজড়িত স্বরে] মরে কে যায়—
কি চীৎকার—গঙ্গারাম ভায়া তুমি বেজায়
খেয়েছ; আর খেয়ো না—
যাও, শোও গে যাও—
হারা। কিংবা যদি ভাল চাও—একটা গান গাও।
গঙ্গা। [নিরুপায়ভাবে] আপনারা গা'ন
আমি যোগ দেব'খনি!
হারা। আচ্ছা তাই-ই সই [অন্য সকলকে]
গাও—ধর নীলমণি!

সুর করিয়া শেষে গীত ধরিলেন

—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
রাম তুই হবি বনবাস—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার
ধ্রুব এ বিশ্বাস। এ কি [ইত্যাদি]
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে,
সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ [ওরে]
ভালো দুজোড় তাস। এ কি [ইত্যাদি]
ওরে আমি যদি তুই হইতাম,
পোর্টম্যাণ্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের খানকতক [ওরে]
ভালো উপন্যাস। এ কি [ইত্যাদি]

হারা। গাও না সঙ্গে—ওঠ না সব [গঙ্গারামকে]
ওঠ না হে ভাই।
সকলে। [উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে]
রাম তুই হবি বনবাস, এ কি [ইত্যাদি]

হারা। ও রাম, দেখিস্ তোর বাপ মাকে
চিঠি লিখিস প্রতি ডাকে,
আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হ'লে [ওরে]
দুই' এক ডোজ খাস্।
সকলে।— এ কি [ইত্যাদি]

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—ময়দান। কাল—বিকাল।

গোঁড়া হিন্দুগণ ও পণ্ডিতগণ কেন্দ্রে স্থিত। চারি দিকে মহতী জনতা ভূতনাথের লিখিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে

ভূতনাথ। আর্য্যঋষিগণ—ছিলেন
আর্য্য ঋষি যাঁরা—
বল প্রাণের ভ্রাতৃগণ কি না জান্তেন তাঁরা?
ধরণী যে মহী; তড়াগ নদী; আকাশ ব্যোম;
নক্ষত্র যে তারা; সূর্য্য রবি; চন্দ্র সোম;
সবই জান্তেন—সবই এই হিন্দুশাস্ত্রে পাবে।
—এই অনাদৃত—তোমার নিজের
শাস্ত্রেই পাবে।
শ্যাম। সাবাস্—সাবাস্!
রাধা। বেশ—বাঃ!
চূড়া। [সহর্ষে বারংবার নস্য লইয়া] সাধু!
সাধু!
বিদ্যা। [উচ্চস্বরে] বলিহারি! [জনান্তিকে]
আর এক ছিলম টেনে নাও যাদু।
ভূত। ভূ-বিদ্যাবিৎ কি জানে যে ছিল না এ দেশ?
টেলিগ্রাফ? রেল? ষ্টীমার?
জলের কল? গ্যাস?
স্প্রিঙের গাড়ী? ঘড়ি? ফনোগ্রাফ?
টেলিস্কোপ?
সবই ছিল—কালে কালে হয়েছে সব লোপ।
১ শ্রোতা। ঐ গুলোই লোপ কল্লে!—
আর দিলে রাখি'
গরুর গাড়ী, চরকা, ঘানি, কপিকল,
আর ঢেঁকি।
ভূত। [বিরক্ত হইয়া] আঃ ধর নাই ছিল।
হিন্দুধর্ম্মের কাছে কি
এরা লাগে?—এ গুলোয়
আধ্যাত্মিকতার আছে কি?
এগুলি বিজ্ঞানের কৌশল, বিজ্ঞানেরই
ফিকির,
শুদ্ধ বিনাশিতে আধ্যাত্মিকতা যা টিকির।

চতু। ও যে আমি বল্‌ব হে [ভূতনাথকে
টানিতে লাগিলেন]
—বস না হে ছাই
আমাকেও একটুখানি বল্‌তে দিও ভাই।
ভূত। আরো বলি, দেশী ময়লা
অন্ধকারও ভালো—
এনো না এনো না দেশে বিদেশীয় আলো।

অনিচ্ছায় উপবেশন

শ্যাম। ওঃ কি ভাষা!

সবেগে পা চুলকাইতে লাগিলেন

রাধা। কি তেজ!

সবেগে দুহাতে মস্তক কণ্ডূয়ন

২ শ্রোতা। [১ শ্রোতাকে জনান্তিকে]
না, কথাগুলো ঠিক্
চূড়া। [সোল্লাসে] গভীর গভীর [নস্য গ্রহণ]
স্মৃতি। চমৎকার। [নস্য গ্রহণ]
বাচস্পতি। অলৌকিক।
চতু। [উঠিয়া] হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিক যা
অন্য ধর্ম্ম নহে,
চুরি করা দোষ কি আর কোন শাস্ত্রে কহে?
দ্বেষ, হিংসা ছেড়ে—উচিত দয়া, ধর্ম্ম শেখা,
এ সব আর্য্য ঋষিগণই বুঝেছিলেন একা;
সতীত্ব যে ধর্ম্ম শুধু—হিন্দুশাস্ত্রেই লেখা।

করতালি ও জলপান

আমিষাশী যেই জাতি, আর্য্যর্ষিদের কায,
তাদের আধ্যাত্মিকতা কি বুঝিবে সে আজ?
ভাইগণ তোমরা যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, খনা
জানকী;
মনু, ব্যাস, দুর্গাবতী—এ'দের কথা
জান কি?
না ভাই তোমরা ইংরাজীজ্ঞ—
তোমরা সবাই জান বেকন ও
মিল্, মিল্টন, আর্য্যর্ষিদের
পুরাণ কথা মানিবে কেন!
২ শ্রোতা। ভারি বল্‌ছে।
চতু। গুটিকত নব্যহিন্দু দুরাচার আজ
ভাঙ্গিতে উদ্যত এই পবিত্র সমাজ।
ভাই—ছাড় ম্লেচ্ছাচার ও মুর্গী পেঁয়াজ
ঘাটা—
ধর কচু, কলা, শাগ—হন্দ না হয় পাটা।

৪ শ্রোতা। আর মাঝে মাঝে মিষ্টি
বারাঙ্গনার ঝাঁটা!
শিরো। [কুপিত হইয়া] কে তুই?
৪ শ্রোতা। আমি যে হই সে হই—
এঃ যেন মহারাজ,
—মুর্গীই যদি ছাড়্‌ব ত জীবনে কি কাজ।
শিরো। মুর্গী এতই মধুর?
৪ শ্রোতা। [মুখ খিঁচাইয়া]
তোমার কচুর চেয়ে ভালো।
অন্য শ্রোতারা। শত গুণে ভালো
হাজার, লক্ষ গুণে ভালো।
১ শ্রোতা। হিন্দুয়ানির প্রশংসাতে
খুব রাজি আছি;
কিন্তু মুর্গী—আঃ—মুর্গী ছাড়্‌লে কি
বাঁচি!
চতু। ওহে শোন সেটা নয় যে
আধ্যাত্মিক আহার।
৪ শ্রোতা। দুৎ [চলিয়া গেল]
চতু। আধ্যাত্মিকতাই যে হিন্দু ধর্ম্মের বাহার।
২ শ্রোতা। বাহার নিয়ে ধুয়ে খাওগে,—
চল সব চল—
অন্য সকলে। বোঝা গেছে বৃদ্ধ বেশ্যার
তপস্বীর দল ও।

[শ্রোতাদিগের প্রস্থান।

শিরো। [হতাশভাবে]
না এ মিছামিছি—ওহে মুর্গী চালিয়ে
নেও হে।
চূড়া। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া]
হা হতোস্মি!—স্মৃতিরত্ন নস্যদানটা
দেও হে।
শিরো। তবে শাস্ত্র এই রকম খাড়া করা যাক্
যে মুর্গীকে হাঁস বলে' যার খুসী খাক্।
সকলে। [স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল, এই ভাবে]
ঠিক্ ঠিক্।
শিরো। আর মুর্গীর ডিম—কেউ তারে
হাঁসের ডিম বলে' খেতে চায়—খেতে পারে।
বিদ্যা। [সহর্ষে] বাঃ বাঃ। আর বাঁকিগুলো?
শিরো। [একটু চিন্তা করিয়া] গো আর শূয়র
বোধ হয় খাওয়া যেতে পারে—
দিয়ে ঘরের দুয়োর;
কিংবা হোটেলেতে বসে'—মার্কণ্ড পুরাণেও
এইরূপই লেখে; মনুসংহিতার এক স্থানেও
এ বিধান আছে।
বিদ্যা। [স্বীয় ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে]
কেয়াবাৎ! কি শাস্ত্রজ্ঞান! আঃ—
ন্যায়। কি ধীশক্তি!
চূড়া। কি গভীর গবেষণা! [নস্যগ্রহণ]
অন্য সকলে। বাঃ!
শিরো। আপাততঃ বিলেতফের্ত্তা ব্রাহ্ম ফ্রাহ্ম
হ'ল
একঘরে। বাঁকিটাকে হিন্দুসমাজ বল।
স্মৃতি। কিন্তু সে গুড়েও বালি!
এদিকেও দুর্য্যোগ;
শুনি, রাজা কচ্ছেন, এবার বিলেত
যাবার উদ্যোগ।
পণ্ডিতেরা সকলে। সে কি? সত্যি না কি?—
[বিদ্যানিধিকে]
বিদ্যা। না না [স্মৃতিরত্নকে] তামাসা বোঝ না?
হরি। না সে তামাসা নয় বড়—
আমারও তাই শোনা।
ভূত। সত্য না কি? হ্যাঁ
শেষে কিনা বিলেত!
শ্যাম। চীন নয়, ব্রহ্ম নয়, কাবুল নয়—
বিলে—এ—ত্!!
রাধা। তাও রেলেও নয়,—জাহাজে চড়ে'—
বি—লে—এত্!!
চতু। হা ব্যাস—হা মনু—ওঃ—দয়াময় হরি!

উন্মত্তের ন্যায় বেগে ঘুরিয়া বহির্গমন

ভূত। হে বসুধে দ্বিধা হও—আমি প্রবেশ করি।

পতন ও মূর্চ্ছা

হরি, শ্যাম ও রাধা। হা হা ভূতনাথ মূর্চ্ছায়—
ধরুন ওঁকে ধরুন।

ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন

বিদ্যা। [পশ্চাতে যাইতে যাইতে রিক্তহস্তে
ভূতনাথের মাথা ধরিতেছেন এইরূপে]
আহা হা হা—দেখি—দেখি
[পণ্ডিতদিগকে]
সরুন মশায় সরুন।

[নিষ্ক্রান্ত।

নবম দৃশ্য

স্থান—ব্রহ্মালয়। উচ্চে দূরে নির্ঝর-প্রপাত।
কাল-প্রভাত।

ব্রহ্মা চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন
সরস্বতীর দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইয়া গীত

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার?
বিষাদের রেখা কেন বা আননে?
নিরখি অরুণোদয় হাসে বিশ্ব সমুদয়
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে।
এই ছিলে হাসি হাসি ঢালি কর সুধারাশি
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে।
লুকালো সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

ব্রহ্মা। সরস্বতি, তুমি এখন বীণা ছেড়ে আবার বেহালা ধল্লে কেন?

সর। এখনকার 'ফ্যাসন' হচ্ছে বেহালা। মেয়েদের বেহালা বাজান লোকে ভারি পছন্দ কচ্ছে।

ব্রহ্মা। কিন্তু আমার কাছে মেয়েদের বেহালা বাজানোর দৃশ্যটা মনোরম বোধ হয় না। কি একটা অদ্ভুত পদার্থকে নাকের নীচে বাঁ হাত দিয়ে ধরে' ডান হাত দিয়ে এক গাছ ছড়ি নাড়ার চেয়ে, বীণায় হেলে স্বর্ণবলয়নিক্কণসহ বামহাতের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর ঈষৎ বক্রভাবে সঞ্চালন দেখতে বেশী ভাল বোধ হয়। তাহাতে শরীরের ও হাতের মাধুর্য্য যেন বেশী পরিস্ফুট করে' তোলে।

সর। কিন্তু 'ফ্যাসন' মাফিক চলতে হবে ত।

ব্রহ্মা। তাও বটে।—তা সে যা হো'ক তুমি এখন একটা ছাঁকা ভৈরবী গাও দেখি।

সর। তা পারবো না। এখন শুদ্ধ রাগ-রাগিণী গাওয়া 'ফ্যাসন' নয়। মিশ্র ভৈরবী বলেন ত একটা গাই।

ব্রহ্মা। [চটিয়া] তবে এখন কি খিচুড়ি ফ্যাসন হয়েছে? আচ্ছা না হয় মিশ্রই গাও।

সর। [বেহালার কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন]

ব্রহ্মা। একটা চা'র বিষয় গান জানো?

সর। তা আর জানি নে!

ব্রহ্মা। তবে তাই গাও।

বেহালা বাজাইয়া সরস্বতীর গান

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই এক 'প্যালা' চা।
তার সঙ্গে দুখান সরভাজা থাকে আপত্তিকর নয় তা'
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
প্রাতে এক প্যালা চা।
[তান, যাহাতে ব্রহ্মা যোগ দিলেন] চা—চা—চা
—প্রাতে এক প্যালা চা।
শ্যাম্পেন, ক্লারেট পোর্ট স্যেরি আর খাও
যার খুসী যা;
শুধু কেড়ে কুড়ে নিও না আমার প্রাতে
এক প্যালা চা।
অসাব সংসার কেবা বল কার—
দারা সুত বাপ মা;
অসার জগতে যাহা কিছু সার—
প্রাতে এক প্যালা চা।
[পূর্ব্ববৎ তান] চা—চা—চা—
প্রাতে এক প্যালা চা।

ব্রহ্মা। [মুগ্ধ হইয়া] বাঃ চমৎকার! এটি বড় চমৎকার গান।

[তান করিয়া] চা—চা—চা—আহা।

শশব্যস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ

ব্রহ্মা। কি হে ইন্দ্র, কি মনে করে'? এত ব্যস্ত কেন?

ইন্দ্র। [প্রণাম করিয়া করযোড়ে] প্রভো আজ মহা বিপদ!—আমাকে স্বর্গচ্যুত কর্ত্তে চায়।

ব্রহ্মা। আবার দৈত্যেরা এসেছে বুঝি। কেন তোমার বজ্র সহায় আছে ত।

ইন্দ্র। এ সব দৈত্য বজ্রে নিরস্ত হ'বার নয় শুন্তে পাই।

ব্রহ্মা। দৈত্যেরা স্বর্গ আক্রমণ করেছে বুঝি।

ইন্দ্র। না, কর্ব্বে বলেছে।

ব্রহ্মা। তাতেই তুমি পালিয়েছ? তুমি তা হ'লে ত দেখ্‌ছি ভারি বীর। [হাস্য]

ইন্দ্র। আজ্ঞে না। আমার দেবতারাও বিদ্রোহ করেছে এবং আমাকে ধরে' বেশ দু ঘা দিয়ে দিয়েছে; আর বজ্রও চম্পট।

ব্রহ্মা। [সাশ্চর্য্যে] বল কি! সরস্বতি আর এক 'কপ্' চা ঢাল ত। [সরস্বতী তাহাই করিলেন]

ইন্দ্র। আর এই দৈত্যেরা আমাকে মানা

দূরে থাকুক, আপনাকেও মান্তে চাচ্ছে না। বল্‌ছে যে আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ ঋষিদিগের মস্তিষ্কে।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান]

শীতলা মনসা আদি মর্ত্ত্য দেব-দেবীগণের প্রবেশ

শীতলা। [দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া] ব্রহ্মন্‌ ধরাতলে আমাদের পরমায়ু শেষ হয়েছে। আমাদের সেখানে আর কেউ মান্‌ছে না। আদেশ করেন ত আমরা মরি।

ক্রন্দন

ব্রহ্মা। সে কি! ব্যাপারখানাটা কি বল দেখি।

মনসা। দেশে এত রকম 'প্যাথি' সৃষ্টি হয়েছে যে, সব মানুষগুলো তারাই মেরে ফেল্লে; আমাদের পূজা দিবার জন্য আর কেউ রৈল না। [ক্রন্দন] এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলেই লোকে আমাদের হুট্‌ কোরে দিচ্ছে।

ব্রহ্মা। [বিস্ময়াভিভূত] বল কি!

যক্ষ ও যক্ষবালাদের প্রবেশ

১ যক্ষ। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] প্রজাপতে! আমরা অসুর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে প্রতাড়িত।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান] যক্ষরাজ কোথায়?

২ যক্ষ। তিনি অসুরহস্তে বন্দী। সম্প্রতি অসুরেরা তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান কর্ব্বার অসুবিধাকর প্রস্তাব করেছে।

ব্রহ্মা। বল কি?

বানর ও বানরীগণের প্রবেশ

১ বানর। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] প্রভো! ধরাতলে চিরপূজ্য বানরজাতি আজ তাহাদের বংশোদ্ভূত সন্তানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত, পরাভূত ও গুলীকৃত। একটা যা হোক্‌ ব্যবস্থা করুন, নহিলে আমরা এবার গেলাম।

বসুমতীর প্রবেশ

বসু। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] চতুর্ম্মুখ, আমি আর পাপের ভার সইতে পারি না। ধরাতলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা তার উপর বাসুকিও পালিয়েছে। আমি একা আর কত সইব।

ব্রহ্মা। সে কি বসুমতি!

বসু। হ্যাঁ প্রভো, আমি ইন্দ্রদেবের কাছে গিয়াছিলাম ত তিনি নিজেই রাজ্য হ'তে প্রতাড়িত। [ইন্দ্রকে দেখিল] এই যে তিনিও এখানে।

ব্রহ্মা। তবে কি কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। ডাক ত কেউ বিশ্বকর্ম্মাকে।

এক জনের বহির্গমন

ব্রহ্মা। এ্যাঁ, হোল কি!—[চা-পান] সরস্বতি, এবার চা'টা একটু তেত হ'য়ে গিয়েছে।

সর। দেখি [ব্রহ্মার কপ্‌ হইতে একটু পান করিয়া] হ্যাঁ, tannic acid হয়ে গিয়েছে; আর খাবেন না।

কল্কিপুরাণ লইয়া তাহার পানে চাহিতে চাহিতে ধীর পদবিক্ষেপে, গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। বিশ্বকর্ম্মা ধরাতলে এখন কলিকালের কোন্‌ ভাগ?

বিশ্ব। [গম্ভীর স্বরে, পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া] এখন কলিকালের শেষভাগ।

ব্রহ্মা। কলির শেষে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হবে, পুরাণ থেকে পড় দেখি!

বিশ্ব। [পুস্তকের দিকে চক্ষু রাখিয়া গম্ভীর স্বরে] কলিকালের শেষভাগে নব্যহিন্দু নামক এক প্রকার মনুষ্যজীব জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা বাক্যে অপরিমিত বলশালী ও কার্য্যে অচিন্তিতপূর্ব্বরূপে পৃষ্ঠপ্রদর্শক হইবে। তাহারা ইংরাজী পড়িবে, তিন পোয়া পরিমাণে ইংরাজী পোষাক পরিবে; কদাচিৎ গোপনে ইংরাজী খাদ্য খাইবে; অর্দ্ধ ইংরাজী কহিবে; মসীযুদ্ধে কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইবে না; ও বাক্‌যুদ্ধে তাহারা অদ্বিতীয় হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়া 'ব্রাহ্ম' নামধারী কতিপয় যুবক 'হিন্দু' নাম পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে এবং তাহাদিগের মনে মনে এরূপ জ্ঞান জন্মিবে যে, তাহারা এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বিলেতফের্ত্তা নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে; তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে সাহেব-দিগের ষোল আনা মাত্রায় অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাট্ কোট পরিয়া আত্মবিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বুল চর্ব্বণ, গুড়্গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায় সমস্ত দেশীয় রীতি-নীতির প্রতি তাহা-দের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে এবং কেবল 'কুলি' সম্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাষায় বাঙ্গালা বা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজী 'স্ল্যাং' (slang) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজী সুরে শিষ দিবে; ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে। হুইস্কি খাইবে এবং পদদ্বয় যতদূর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া দলাদলি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে এবং নীতি ও ধর্ম্ম অপেক্ষা খাদ্যে ও ভ্রমণে অধিক মনোযোগ দিবে—অর্থাৎ মিথ্যা, চুরি, নরহত্যা ইত্যাদি অপেক্ষা ম্লেচ্ছ আহার ও ম্লেচ্ছ-দেশভ্রমণ অধিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। শিক্ষিত শূদ্র তাহাদিগকে প্রণাম করিতে চাহিবে না; ও তাহারাও তাই টিকি রাখিয়া ও ফোঁটা কাটিয়া আত্ম-ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।

জন কতক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে—হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ও অবান্তর ধর্ম্মের হীনতা জগতে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইবে ও নব্য সম্প্রদায়কে সভ্য ও অসভ্য দুই প্রকার গালিই অকার্পণ্যে বর্ষণ করিবে। ইহাদের নাম হইবে 'গোঁড়া'। ইহারা টিকি রাখিবে ও কুক্কুটভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।

স্বর্গীয় দেব-দেবীতে ক্রমে সাধারণের অবি-শ্বাস জন্মিবে ও ক্রমে কতকগুলি মর্ত্ত্য-দেব-দেবী উদ্ভূত হইয়া নিরক্ষর অপগণ্ড ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায়স্বরূপ হইবে। ক্রমে সর্ব্ব দেব-দেবীতে অবিশ্বাস জন্মিবে এবং জগতে 'স্বার্থ'-পূজা প্রধান পূজা বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রমে সমাজে সর্ব্ব প্রকার খাদ্য চলিবে; ও রাজা মহারাজারা বিলাত যাইতে আরম্ভ করিবে; তখন বিলাতযাত্রা আর দূষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। বিধবা-বিবাহ সমাজে চলিবে; বহু-বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ উঠিয়া যাইবে। হিন্দুসমাজ এইরূপ হইলে কলিকালের শেষ হইবে।

ব্রহ্মা। ধরাতলে সমাজ এখন এই রকম হয়েছে নাকি?

সকলে। আজ্ঞা হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছে।

ব্রহ্মা। বোঝা গেছে; কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। আমি যাচ্ছি—বিষ্ণুকে কল্কি-অবতার হ'তে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে। তোমরা নির্ভয়ে বাড়ী যাও।

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

ক্রমে সরস্বতী ভিন্ন অন্য সকলের সোল্লাসে
প্রস্থান সরস্বতীর বীণা লইয়া গীত

কেন আর এ ভাঙ্গাঘরে মারিস্ তোদের সিঁধকাটি?
ছিন্ন তরুর মূল হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি?
বিষে জ্বর জ্বর প্রাণে কেন হানিস্ বিষ বাণে?
পাপের বন্যাভরা দেশে আনিস্ নরক খাল কাটি?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে?
দু'দিন গেলে দিস্ রে ফেলে—
পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি!

দ্বিতীয় অভিনয়

প্রথম দৃশ্য

স্থান নবরচিত কল্কিদেবের বিচিত্র আদালত।
কাল—দ্বিপ্রহর বেলা।

বিরাট জনতা।
সম্মুখে ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী

ঘোষণাকারী। শুন শুন সবে পাপাত্মা মানবে—
কল্কিদেব অবতীর্ণ হয়েছেন ভবে;
সকলের তাঁর কাছে আজ বিচার হবে;
ভাইগণ এই ক্ষণ প্রস্তুত হও তবে;—
চুপ করে' বসে' থাক, করো না ক গোল;
সকলেরই ডাক হবে—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধ্বনি

যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট,
করেছেন যাঁরা হিন্দুসমাজ-বিভ্রাট,
দেবেন তাঁদের সাজা দেব কল্কি সম্রাট্,
—রাজার উপর রাজা যিনি, লাটের উপর লাট।

নয়ক' এ মুসলমান কি ইংরাজের আমোল,
এবার শাস্তি শূল বাবা। [ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধ্বনি

বিলেতফেত্তা-চয়, দেখ্‌বে কি হয়;
বড় পা ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে চুরোট
খাওয়া নয়!
চোখ বুঁজে পার পাবে না ব্রাহ্ম সমুদয়।
নব্যহিন্দু—নুকিয়ে খাওয়া কত দিন সয়।
দিন রাত এর ওর ঠ্যাং আর ঝোল—
নেও এবার ঠেলা সব—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধ্বনি

গোঁড়া হিন্দুরাই হাস্‌ছ কি ছাই!
ছেলে-বেলায় খাদ্য বুঝি মনে নাই ভাই?
পণ্ডিতগণ তুড়ি দিয়ে হাজার তোল হাই।
শাস্ত্র মনে না থাকে ত পরিত্রাণ নাই—
হাজার নাড় টিকি, হাজার বল হরিবোল,
রক্ষা নাই কোন দিকে—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধ্বনি

এই বঙ্গদেশ আজ হবে পেষ:
সমাজে পাকিয়েছ তোমরা গোলযোগ বেশ;
তোমাদের অনাচারে কলিকালের শেষ;
তাই এসেছেন কল্কি—ব্রহ্মারই আদেশ—
ঐ শোন কল্কিদেবের আগমনের রোল;
নিজের নিজের পথ দেখ—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামাধ্বনি ও উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ময়দানের বিরাট তাম্বুর অভ্যন্তর।
কাল—প্রভাত।

সিংহাসনারূঢ় কল্কিদেব। চারিদিকে সশস্ত্র অনুচর-বর্গ। 'মন্ত্রী' বৃহস্পতি, কল্কিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে আসীন। সম্মুখে অভিযোগী ধর্ম্ম দণ্ডায়মান

কল্কি। [গম্ভীর স্বরে]—
হিন্দুসমাজ ভাঙ্গার জন্য প্রধান দোষী
কে কে?
তাদের দেখা যাক্‌ নিয়ে এস একে একে।

ধর্ম্ম। [করজোড়ে] সমাজ ভাঙ্গার জন্য,
প্রভো, দেব, দয়াসিন্ধু!
বিলাত-ফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত,
নব্যহিন্দু—
এই পঞ্চ সম্প্রদায়কে অভিযোগ করি।
কল্কি। আচ্ছা, নব্যহিন্দুদলে বোলাও প্রহরী।

প্রহরীর প্রস্থান ও ক্রমে বিধু, নিধিরাম, নীলমণি, হারাধন, ও পশ্চাতে বিদ্যানিধিকে হেঁছড়াইতে হেঁছড়াইতে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ

বিদ্যা। আমায় কেন টান—আমি
নব্যহিন্দু নই, বাবা
হারা। তুমি নব্যহিন্দুর বাবা,
আমরা যাই হই, বাবা
তুমি নব্যহিন্দুর চেয়ে তিলার্দ্ধও নও কম;
ফাউল খাবার রাক্ষস, আর মদ খাবার যম।
বিদ্যা। আহা যদি রাজার সঙ্গে
বিলেত যেতাম চলে'
পড়তে হ'ত না—ওর নাম কি—
এ বিষম গোলে।

নব্যহিন্দুরা কল্কিদেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন

ধর্ম্ম। এ'রাই নব্যহিন্দু—ওরফে
Reformed Hindoos;
এ'রা বাক্যে বৃহস্পতি, তর্কে মহাভুজ,
বক্তৃতায় সরস্বতী, মসীযুদ্ধে ভীষ্ম,
প্রতিজ্ঞায় ভীমস্পর্দ্ধী, ও কার্য্যে অদৃশ্য।
কাগজ এ'দের যুদ্ধক্ষেত্র, কলম এ'দের অসি;
রণবাদ্য হুঙ্কারব; রক্তপাত মসী।
এ'দের পরাজয় শুধু গৃহিণীর গালি;
এ'দের জয় টাউন হলে ঘোষে করতালি।
এ'দের ধর্ম্ম জীবনেতে যাতে কম ক্ষতি,—
—যেই দিকে কম বাধা সেই দিকে গতি।
এ'রা মেয়ের বিয়েয় হিঁদু, ব্রাহ্ম চোখ
বোঁজায়,
নাস্তিক ফাউল খাবার সময়—ই'তে যা'ই
বোঝায়;
এ'রা খান—গৃহে ভাত, পূজা-গৃহে পাঁটা,
বন্ধুগৃহে 'ফাউল', এবং বেশ্যাগৃহে ঝাঁটা;
নব্য হিন্দুদলে প্রভু করিলাম পেষ—
দাঁড়ি গর্ব্ব, মুখ সর্ব্ব, খর্ব্ব—
বন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।

বৃহ। বা এ'রা ত অপরূপ!—কারো এক ছুট,
কারো ধুতি, উড়োনি আর পায়ে দীর্ঘ
'বুট';
কারো ধুতির উপর ঝোলে
একটি পিরাণ মোটে;
কারো সেটি অর্দ্ধ ঢাকা
দীর্ঘ চায়না 'কোটে';
বিলাতি পিরাণ 'কোট' কারো চারু অঙ্গে;
দেখি আবার 'নেকটাই', কাপড়ের সঙ্গে;
কল্কি। বা এরা ত বেশ!—এরা শাস্ত্র-টাস্ত্র
জানে?
[বৃহস্পতিকে]—জিজ্ঞাসা কর ত এরা
'কোন্ ধর্ম্ম মানে?'
বৃহ। ভো—ভো—নব্যহিন্দু—তোমরা
কোন্ শাস্ত্র জানো?
কোন্ ভাষায় কথা কও
কোন্ ধর্ম্ম মানো?
বিধু। ধর্ম্ম?—হোঃ ধর্ম্ম!
pooh ধর্ম্ম কর্ম্ম কার?
আজ কাল ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে কর্ম্মকার;
রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর এবং চর্ম্মকার।
ধর্ম্ম?—হোঃ! তাই যদি মান্‌বে তবে
Ganot
হুম্‌বোল্ড, লাপ্‌লাস্ আর ডারুইন পড়া
কেন?
জলে ফেলে দিলেই হয়।
বৃহ। ধিক্—অহো ধিক্
শতধিক্—কে তুমি হে?
বিধু। আমি বৈজ্ঞানিক—
Physical Science—এর আমি Lecturer—
নাম বিধুভূষণ—ধর্ম্মর ধারি নাক ধার।
বৃহ। ধর্ম্ম নেই ত সমাজ থাকে কেমন কোরে
পাগল।
বিধু। The iron law of necessity, the
beautiful struggle
For existence—এই ধর্ম্ম—the survival of the fittest—
কল্কি। [হতাশভাবে বৃহস্পতির মুখের দিকে
তাকাইয়া] এ কি বলে।
বৃহ। [বিধুকে] রাখ হে ও সব
তুমি সমাজতঃ কি হে?

বিধু। সমাজতঃ—হিন্দু।
সমাজতঃ আবার কি!
বৃহ। বেশ! তা যদি হও বিধু।
তবে হিন্দু-ধর্ম্মও মানো—
বিধু। মোটেই না—আমার
বিশ্বাস যে, বিশ্বাস করুন যাকে ইচ্ছা।—
শ্যামার,
দুর্গার, শিবের, বিষ্ণুর, ইন্দ্রের অস্তিত্বে;
কি বরুণ
অগ্নি, বট, পাথর,—যাকে খুসী বিশ্বাস
করুন—
শীতলা কি মনসা—কিংবা তেলাপোকা
ইন্দুর,
ছারপোকা,—যত আছে দেব দেবী হিন্দুর;
একেশ্বর মানুন; ভূত মানুন, নাই মানুন;
কিংবা নে'ন থিয়সফিষ্টদের আইন কানুন;
কিংবা নাই' নে'ন; দুনিয়ার বদ্‌মায়েসী
বাড়ান
ধাপ্পাবাজি, চুরি করুন; স্ত্রীকে মারুন,
তাড়ান;
বিয়ে কোরে দশ বিশ গণ্ডা বাঁধা
বেশ্যা রাখুন;
তবু বেশ চলে যাবেন।—অর্থাৎ যদি না খান
গো, মুর্‌গী, শুয়র, পেঁয়াজ;—
বিশেষ কুংড়ো সিদ্ধ
বুধবারে রাতে খাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ;
টিকি রাখেন আরো ভালো,
না রাখেন, নাই—
কিন্তু একটু বয়স হোলে সেটা শুদ্ধ চাই।
কল্কি। সে কি! ঐরূপ হিন্দুধর্ম্ম পেলে
কোথা থেকে?
বিধু। পণ্ডিতেরা শিক্ষা দেন তাঁদের
পুঁথি দেখে।
কল্কি। [ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া] সত্যি!
বিধু। না হয় জিজ্ঞাসুন পণ্ডিতদের
ডেকে—
কল্কি। লোকাচার মানো?
বিধু। মানি বটে প্রকাশ্যতঃ
এক ঘ'রে না হবার জন্যে দরকার যত।
মুরগী যদি খাই—I would tell a lie,
As soon, ও as easily as would
eat a pie,

তার উদ্দেশ্য নয়ক কাউকে ফাঁসি দেও
বিশেষ;
উদ্দেশ্য—not to hurt society's prejudices এটা একটা white lie কারণ
society সব জানে;
জিজ্ঞাসুন বিদ্যারত্নে—আছেন ঐখানে।
বৃহ। সমাজ যদি জানে তবে ঢাকাঢাকি কেন?
বিধু। কি জানেন? societyটা অবিকল যেন
Old father; ব'লে ডেকে নব্যহিন্দু
দলের
Headদের, "বাবা জুতো মারো।
মেরো না সকলের
সম্মুখে। মার্‌বে ত জানিই।
এখন হইছি বৃদ্ধ ঃ
না তাড়িয়ে দিও দুটি আলোচাল সিদ্ধ;
আর মাঝে মাঝে—মেরো Dawson
বাড়ীর জুতো,
আস্তে, পীটে—ঘরে বোসে।"
Society বস্তুতঃ
এক রকম reasonable, আমরাও তাই
তাকে তাচ্ছিল্য না কোরে ঘরে বসে' খাই।
কল্কি। তোমার ওসব ফাজ্‌লামি এখন
দেও রেখে;
বোঝা গেছে—[প্রহরীকে] আচ্ছা
এখন গিয়া বসাও একে
নিয়ে এস দেখি,—ওই লোকটা বলে কি।
বৃহ। কে হে তুমি?
নিধি। আমি ডাক্তার!
বৃহ। আচ্ছা এস দেখি;
তুমি ধর্ম্ম-টর্ম্ম মানো?
নিধি। আমি ধর্ম্ম মানি।
বৃহ। সে কিম্বিধ বল, যদি বলতে নাহি
হানি।
নিধি। আমার ধর্ম্ম—Humanitarianism,
কল্কি। উঃ—বাপ্—
অর্থটা কি কুমীর, না বাঘ, না কি সাপ?
নিধি। ওর অর্থ এই—কি না বিশ্বপ্রীতি—
কল্কি। বা—রে?
এত বড় কথাটা কি ঐটুকু ভারি?—
সে কিরূপ প্রকাশ কোরে বল এই খানে।
নিধি। The greatest good of the
greatest number মানে
বেশী লোকের যেইটেতে বেশী উপকার
তাই ধর্ম্ম।—
কল্কি। [স্বগত] মন্দ নয় অর্থ কথাটার।
যা হোক্ হিন্দুধর্ম্ম বিষয় তোমার কি
মন্তব্য?
নিধি। হিন্দুধর্ম্ম অতি Foolish;
অতীব অসভ্য
কল্কি। [সাতিবিস্ময়ে] কেন?
নিধি। দেখুন medically, vegetable চেয়ে
Meat ঢের digestable। না,—রোজ এক-
ঘেয়ে
কুমড়োঘণ্ট, শাগচচ্চড়ি। থোড়বড়ি খাড়া,
আর খাড়া বড়িথোড়।—হায়! এ জাতটা
মড়া
হোল—মশায়, বল্‌ব কি, কেবল না খেয়ে;
ভাত আর শাগ আধ্যাত্মিক আহার!!! তার
চেয়ে
খেতো যদি ছাতু কিংবা পশ্চিমে চাপাটি
যেত তবু পেটে খানিক নাইট্রোজেন খাঁটি।
না, কি?—শুধু ঘি আর ভাত,
সন্দেশ আর মুড়ি,
Starch আর fat খেয়ে বাড়াচ্ছেন ভুঁড়ি।
আরো দেখুন sea breezeটা সব চেয়ে
খাঁটি,
না, সমুদ্র একবারে পার হলেই—মাটি।
তাই বুঝি নদীতেই টানুক গিয়ে দাঁড়!
না আঁধারে বসে' সবাই যত ধর্ম্মের ষাঁড়
দাবার বড়ে টেপা—আর হাতে হুঁকো ধরা
আমার বিশ্বাস, উচিত তাদের একঘরে করা;
তাই না হক বাড়ীটাই হোক একটু ভালো!
তা সে এমন—যেন বাঘ বাতাস আর
আলো;
জানালাটা বড় করা যেন একটা পাপ,
গিন্নীদের দেখা যাবে—কি ভীষণ বাপ!
আরে! Ventillation Indiaর hot
climateএ
Essentialএ বুদ্ধিটাও নাই তাদের পেটে
অর্থাৎ brainএ (ভুলিছিলাম)—
দেখুন দিথি ছাই
এই কি ভুল notion—পেটে বুদ্ধি!!!
আরে ভাই,
Anatomy জাননাক; Physiologyর ধার

ধার নাক; Microscopeটা ভাব বধির
খেল্ কি! Chemistry, Physicsএর ব্যাপার
দেখলে ভাব ভেল্কি:
Hygiene বোঝ নাক; আছ চিরকাল ধোরে
পাঁচন আর হরিতকী; অগ্নি ফক্ কোরে
খাবার ব্যবস্থা দিলে, কল্পে ধর্ম্ম সেটা,
হয় নাক হিঁদুয়ানি, না মানিলে যেটা।
এই মশায় হিঁদুয়ানি, পণ্ডিতের রচা—
শুঁটকোঃ চিম্‌সেঃ ছাতাধরাঃ পচাঃ—
মানবে বলুন কেবা তাঁদের এই হিঁদুয়ানি
Nineteenth Centuryর বিদ্বান ও

বৃহ। তবে—হিঁদু নও—
নিধি। না, সে সমাজতঃ মানি,
কেন না যখন আমার মত সভ্য বেশ,
তখন যায় আসে নাক what I profess;
সব তারি থাকা ভাল ভেতর আর সদর,
এই যে দেখ্‌ছেন আমার এই, সুগোল
ও নধর
চেহারাটি—তারো যদি উল্টে দেখেন ভিতর,
দেখ্‌বেন সেটা কিরূপ বীভৎস, ও কি
ইতর!
কল্কি। আচ্ছা ও সব নিয়ে তুমি ধুয়ে খেও
গিয়ে।
মাথা ঘামিয়েছ কভু স্বর্গ নরক নিয়ে?
নিধি। সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অতীব ধোঁয়াটে।
তবে—কট্‌লেট, চপ্ ও ক্যারি—ভবসিন্ধুর
ঘাটে
অনেকটা এনে দেয় স্বর্গের আভাষ;
আর ঝাঁঝাঁ খিদেতে,—নিরম্বু উপবাস
যারে বলে, সেই নরক—এই সোজাসুজি,
স্বর্গ—ও নরক—আমি যত দূর বুঝি।
কল্কি। না হে না, তুমি ত দেখি
অতীব বেল্লিক!
মানুষ মর্‌লে কি হয়—সেটা জানো কিছু
ঠিক?
নিধি। তা ঠিক জানি।
কল্কি। বল দেখি মানুষ মর্‌লে কি হয়?
নিধি। আড়ষ্ট হয়।
বৃহ। না না তার পরকালে কি হয়?
নিধি। পরকালে? হয় উপোষ না হয় ভাল
খানা।

কল্কি। তুমি যাও, তুমি অতি পেটুক—
গ্যাছে জানা।
আচ্ছা ওকে ডাক, যে ঐ কি ভেবে মনে
নুকিয়ে নুকিয়ে গিয়ে হাস্‌ছে এক কোণে।

হারাধন আজি ঘটনাক্রমে মদিরায় 'চুর' হইয়া আসিয়াছিলেন

বৃহ। তোমার নাম কি?
হারা। [হাসিয়া] হিঃ হিঃ—হারাধন—গোসাই
বৃহ। হাস কেন?
হরা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হাসি কেন?—
মশয়—
নীল। হারাধন আদালতে জবাব দিও না
হেসে,
আদালতে হাস্‌তে আছে? fine
হবে শেষে।
বৃহ। তুমি কেহে আবার?
নীল। [সগর্ব্বে] হাইকোর্টের উকিল আমি।
বৃহ। এখন তুমি চুপ কর, রাখ ফাজ্‌লামি—
[হারাধনের প্রতি] নাম কি তোমার?
হারা। হারাধন!
বৃহ। বয়স?
হারা। দেড় কুড়ি।
বৃহ। পেশা?—
হারা। [হাই তুলিয়া] বাবা হাই তুলি—
আর দেই তুড়ি—
করি মুনসেফি, দিনে আপিসেতে যাই,
রাতে এসে কখনও বা দু এক dose খাই;
তুমি বাবা কি কর? হিঃ—হিঃ—হিঃ—
কল্কি। —ফের হাসি?
অমন যদি কর তবে তোমায় দেব ফাঁসি।
বৃহ। উত্তর দেও। God মানো?
তোমার হাসি রাখ।
হারা। [গম্ভীরভাবে] না বাবা goddess
মানি—God মানিনাক।
বৃহ। কিরূপ তোমার দেবী? কিরূপ
আকৃতি।
হারা। নিরাকার; সচ্চিদানন্দ, বোতলেতে
স্থিতি—
কল্কি। নিরাকার তিনি?
হারা। [পূর্ব্ববৎ] তিনি নিরাকারই, তবে
ধরেন আকার যাতে ঢাল তাঁতে যবে।
কল্কি। [সবিস্ময়ে] সে কি রকম?

হারা। [বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া]
—এই ঢাল বোতলেতে যখন,
নশ্বর বোতলাকৃতি মা আমার তখন

বোতল দেখাইয়া

গেলাসেতে ঢাল যখন গেলাস-আকৃতি

দেখাইলেন

পেটে ঢাল [খাইলেন] ব্যস্‌ বাবা
বাহুল্য বিস্তৃতি

কল্কি। [সবিস্ময়ে বৃহস্পতির পানে চাহিয়া]
বলে কি এ?—বৃহস্পতি 'হুইস্কি'
এরই নাম?

হারা। একটু খেয়ে দেখ বাবা; না হয় তার
দাম নেবনাক; খাও বাবা, রাগ কেন?—
আমাদের mission
প্রত্যেকে অন্ততঃ ১০ জন convert করা
ফি সন্‌। খৃষ্টান পারে, ব্রাহ্ম পারে
[মোটে লাইসেন্স না নিয়ে]
যত ভালমানুষের ছেলে দিতে বানর
বানিয়ে;
আমরা পারিনাক? নেও, খাও বাপধন এস;
গিলে ফেল নাম কোরে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

গ্লাস ও বোতল কল্কিদেবের সম্মুখে রাখিলেন

জনৈক প্রহরী। বল্‌ছিস্‌ কি রে গণ্ডমূর্খ।
অর্ব্বাচীন—আ মর
স্বয়ং বোসে কল্কিদেব এযে জানিস, পামর?

হারাধনকে ঘাড় ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন

হারা। হলেই বা! কথাটা কি বলেছি অমন্দ?
ইঃ রাগ দেখ—ছাড়্‌—তোর মুখে গন্ধঃ—

প্রহরী। আমার না তোর মুখে?
মাতালের ডিম।

হারা। মাতাল কিসে? তুই মাতাল।
[সজোরে] মাতালের ডিম।

ফিরিয়া যাইতে উদ্যত

কল্কি। ছেড়ে দাও ওকে এখন; ক্রমে শাস্তি
ওর
বিধান কচ্ছি; বেটা মাতাল বদ্‌মায়েস
খোর!

হারা। আমি বদ্‌মায়েস?
offer কল্লাম গেলাস মদ্যর;
গা'ল দেও? কল্কি তুমি বেজায় অভদ্দর—
চিরকাল ধেনো খেয়ে মরেছ ত খালি.
দিলাম যদি খাঁটি মদ তা'তে দাও গালি—
কখন ত হয়নি তোমার ভদ্দরদলে মেশা.
কখন করনি একটু উঁচু রকম নেশা,
তুমি খাও ধেনো, তোমার শ্বশুর খান ভাঙ্‌,
ই'তে আর কত হবে? তাই সব বিদ্যেয়
চতুরাং,
—বৃহস্পতি! তোমার কাছা খুলে গ্যাছে.
ভাই—[হাস্য]

বৃহ। [শশব্যস্তে] কৈ? [কচ্ছ ঠিক করিতে
ব্যস্ত]

হারা। ঐ যে নীচে পড়ে।—কাছার ঠিক নাই
মোকর্দ্দমা কর্ত্তে এলে বাবা; যাও, যাও—
—ধেনো খেয়ে কত হবে?—নেও, বাবা
যাও—

গেলাস প্রদান

বৃহ। আবার?

কল্কি। [প্রহরীকে] দেও ত ওরে সজোরে
কানটি

প্রহরীর তদ্রূপ করণ ও ইত্যবসরে কল্কিদেবের
লুকাইয়া দু-ঢোক পান

কান ধোরে দশ বার করাও ছুটাছুটি।

হারা। [দৌড়াইতে দৌড়াইতে]
কেন বাবা?—এমনই কি!
তোর ধেনো খাগে যেয়ে
হুইস্কি খাবিনে ত' খাসনে,—
[উচ্চৈঃস্বরে] ছেড়ে দেনা লাগে যে—

সকলের হাস্য

বিদ্যা। লাগ্‌ছে নাকি? আমি ভাবছিলাম
বুঝি আরাম হচ্ছে:
তুমি কল্কির বোনাই কি না
তাই তামাসা কচ্ছে—

হারাধন নিষ্কৃতি পাইয়া চারিদিকে
তাকাইয়া উকিলকে

হারা। দেখ ভাই বেইজ্জৎটা কল্লে—শুধু রাগে

নীল। হ্যাঁ, ইতে ৩৫২ ধারা বেশ লাগে—

কল্কি। [সক্রোধে] নিয়ে এস উকিলটাকে।
দেখি কিরূপ সেটা

বৃহ। এস দেখি উকিল ভায়া দেখি তুমি কার বেটা
নামটা কি?
নীল। লোকে ডাকে নীলমণি ঘোষ—
বৃহ। বাপের নাম?
নীল। [ভাবিয়া] মশয়, যদি না থাকে দোষ
তবে বলি. বাপের বিষয় চাক্ষুষ evidence
পারিনাক দিতে। তবে শোনা কথা [hence
আদালতে অগ্রাহ্য] যে নীলাম্বর ঘোষ
আমার পিতা। এ বিষয়ে—করিবেন না রোষ
আমার পিতার জবানবন্দি নেওয়া হয় যেন—
বৃহ। ব্যস্. নীলাম্বর ঘোষ। জাতি? ভাব কেন?
নীল। জাতি? জাতি? তা—যদি না ভাবেন দূষ্য,
ও বিশ্বাস করেন—ত আমি জাতিতে মনুষ্য।
কল্কি। [হাস্য] অবিশ্বাসের কারণ?
নীল। সত্যি কথাটা কি—
আমরা সর্পজাতি। তবে দিয়ে ফাঁকি টাকি—
আর বিধাতার চখে ধুলো টুলো দিয়ে,
হয়েছি, মনুষ্য জাতি
কল্কি। [বৃহস্পতিকে]—হ্যাঁহে—বলে কি এ?

আর এক ঢোক পান

বৃহ। আচ্ছা পেষা?
নীল। [ভাবিয়া] পেষা? পেষা?—
বল্লেই বা কি ক্ষতি
মক্কেলের ঘাড়ভঙ্গ—নাম ওকালতি।
বৃহ। পেষা উকিল। বল এখন তোমারে শুধাই;—
ঈশ্বরে বিশ্বাস? কি কর না?—তাই।
নীল। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।
বৃহ। তাঁর কিরূপ আকার?
নীল। শুভ্রবর্ণ, গোলাকার, অবিকল, টাকার মত।
বৃহ। সে কি প্রকার?
নীল।—অর্থাৎ কি না—টাকাই ঈশ্বর।
কল্কি। টাকাই ঈশ্বর!!!
নীল। প্রভু! টাকাই ঈশ্বর।

—স্বর্গে নীচ হয় উচ্চ, বোকা বুদ্ধিমান্,
পাপী, সাধু; ঘৃণ্য, প্রিয়; গোমূর্খ বিদ্বান্;
বৃদ্ধ যুবা;—আমরা একটি দেখেছি চাক্ষুষ,
আদালতে আমলাদের মাঝে মাঝে ঘুষ
অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করে। যাহা অসম্ভব,
মিছে কথা কওয়ার মত হয় সাধ্য সব।
কোন কোন জজেরও—এমন কি প্রকাশ্যে
গোল গোঁফ বিস্ফারিত হ'য়ে যায় হাস্যে;—
মোকদ্দমার যে pointটা যাচ্ছে নাক বোঝা;
হ'য়ে যায় হাস্যকর রূপে সোজা!
প্রকাশ্যে অভোজ্য-ভোজীর বোঝা যায় না দোষ,
বেত্রাঘাতেও পণ্ডিতদের আশ্চর্য্য সন্তোষ;—
কল্কি। আচ্ছা ওসব রেখে দেও;
তুমি ত হে হিন্দু?
নীল। কি জানেন, অবিকল যে রকম বিধু;
জানিওনে, পোষায়ও না ধর্ম্ম নিয়ে খোঁজা;
সুবিধাই ধর্ম্ম, আমার এত মত সোজা।
আর প্রভু, আমি অতি গোবেচারি প্রজা।
—বিলেতেও যাইনি, ভূতেটুতেও পাইনি,
আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে কট্‌লেট্‌ও খাইনি;
আমি বিধুবাবুর মত তর্ক ফর্কও করিনে;
Herbert Spencer কি ভাগবতও পড়িনে;
এ্যাঁ এ্যাঁ বাড়ীও যাই—এ্যাঁ এ্যাঁ গুলোও খাই—
তবে গণ্ডগোল কোরে কাজ কিরে ভাই?
সমাজ চোখ বুজে, আছে নাক গুঁজে,
কেন তাকে খোঁচাখুঁচি—সব জানে,—বুঝে।
তবে রাখিনাক টিকি—সভ্যরা সব চটে,
আর একটুখানি চক্ষুলজ্জা;—সেটাও বটে।
বুঝলেন কি না। যতদূর দরকার তা চেয়ে
কেন বেশী ভণ্ডামী। গুটিকতক মেয়ে
পার করা নিয়ে বিষয়; হ'য়ে গেলে সেটা,
চুকে গেল সব, আর ফুরিয়ে গেল লেঠা;
তার পর—বুঝলেন কি না—আর কোন্ বেটা
হিন্দুয়ানির ধার ধারে, রাখেই বা তক্কা;
হিন্দুয়ানিও অচিরাৎ পাইবেন অক্কা—

কল্কি। বোঝা গেছে—প্রকাশ কচ্ছি ক্রমে
অভিপ্রায়।

পান

[প্রহরীকে] এখন নিয়ে এস দেখি ব্রাহ্ম
সম্প্রদায়ে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত গঙ্গারামের প্রবেশ

ধর্ম্ম। হায় হায় আস্‌চেন ঐ সব
ব্রাহ্ম সম্প্রদায়।
বেশ-ভূষার পারিপাট্য, চাকচিক্য নাই;
নির্ব্বিরোধী, নির্ব্বিলাসী, নিষ্কাম, নিরেট;
প্রমাণ—বোতামহীন ক্যাফ, বোতামহীন
প্লেট।
এ'রা অতি অনুতপ্ত—অতি শুদ্ধ রুচি:
প্রমাণ—খান কাঁচা গোল্লা, সরপুরি ও
লুচি:—
সুবিধা থাকিলেই করেন রম্য গৃহে বাস;
আর, সেবন করেন কভু সিমলার বাতাস;
এ'রা পরেন গরদ, মাখেন চন্দন এবং
আতর;—
কিন্তু মনে এ'রা অতি দীন, অতি কাতর।
ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে প্রভু করিলাম পেষ—
চসমাদাড়িবান্ লুচিপ্রাণ,
বন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।
কল্কি। আচ্ছা তোমাদের মধ্যে প্রধান কে বল।
ব্রাহ্মগণ। সবাই স্ব স্ব প্রধান।
কল্কি। [সাশ্চর্য্যে] সে কি রকম হ'ল?
[গঙ্গারামকে] তুমি নিশ্চয় সর্ব্বপ্রধান—
প্রশ্ন করি বল।
কি প্রকার তোমাদের ধর্ম্ম?
গঙ্গা। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া] পরিষ্কার—
আমাদের একব্রহ্ম—নির্গুণ, নিরাকার,
সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী;
কল্কি। শুধু এই?
তোমাদের ধর্ম্মেতে কি আর কিছু নেই।
গঙ্গা। আবার কি?—পরব্রহ্ম ওঁকার মহান্,
নিত্য, সত্য, পূর্ণ প্রভু, সর্ব্বজ্ঞানবান্—
কল্কি। এ ত হিন্দু ধর্ম্ম। কেন তোমরা
সকলে
হিন্দু নাম ছেড়ে নাচ ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বোলে!
গঙ্গা। নামে কি যায় আসে?

বৃহ। নামে?—মতেতে না যত
চটায়, নামে তত চটায়—এই যদি ধরি
তোমার আছে এক মেয়ে, সুশীলা সুন্দরী,
রাখ দেখি তার নাম 'গলগণ্ড বেওয়া'
হাজারই অপ্সরা হোক্—তার বিয়ে দেওয়া
সৌখীন সমাজে হয়ে ভয়ঙ্কর লেঠা;
প্রথমতঃ নাম শুনেই পালাবে সব বেটা।
আর নাম দেও দেখি মিস্ প্রভা—রায়
অমনি বরের হুড়াহুড়ি—যায়গা পাওয়া
দায়;
হোক্ না সে কদাকারা—টেরা এবং বোঁচা,
অর্দ্ধেক বাঙ্গালী—প্রেমে মূর্চ্ছা যাবে চোঁচা
না দেখেই তারে। আর সে বিকিয়ে যাবে
হেসে
হয়ত এক কবিই তারে ফেল্‌বে ভালবেসে।
বিদ্যা। আরো—যেমন:—থিয়েটরে actress
হলো রাণী
অমনি stall এ ঘেঁষা-ঘেঁষি,
কেমনই না জানি।
—অভিনেত্রী দেখে আসা যাক—এই রকম
অথচ হয় ত act কল্লেন [দেখাইয়া]
যেন বক্ বকম্।
বৃহ। ওকি হলো?
কল্কি। [স্বগত] এটা একটা হতভাগা
কে রে?
বিদ্যা। ওটা—ওর নাম কি—প্রভু মিলোতে
না পেরে—
কল্কি। এ কে? [ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন]
ধর্ম্ম। ইনি বিদ্যানিধি—একজন পাকা
রসিক লোক:
সর্ব্বনেশা-পক্ষপাতী এবং সর্ব্বভুক্
ভোজই হোক্—খানাই হোক্—
খাবার পেলেই নাচেন।
শাকেও আছেন, মাছেও আছেন,
ভুতুড়িতেও আছেন।
কল্কি। ইনি পণ্ডিত না?
ধর্ম্ম। হ্যাঁ ইনি নামে বটে পণ্ডিত
কিন্তু সব দলেই আছেন—
সর্ব্বগুণে মণ্ডিত
বৃহ। [গঙ্গারামকে] না হয় 'ব্রাহ্ম হিন্দু'
ধর্ম্মই নাম দেও ছাই!
হিন্দুধর্ম্মের শাক্ত শাখা বৈষ্ণব শাখা নাই?

না হয় আর একটা তাতে ব্রাহ্মশাখা হ'ল।
না হয় ধর্ম্মটাকে 'ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্ম্ম' বল।
গঙ্গা। [চিন্তা করিয়া] 'হিন্দু' বল্লেই যেন
সে জাতীয় ধর্ম্ম হয়,
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন বিশেষ জাতিবদ্ধ নয়;
ঈশ্বরের নামেতেই নামকরণ তার;
সব জাতির এ ধর্ম্মেতে সমান অধিকার।
কল্কি। [স্বগত] এরা সবাই এক এক জন
মন্দ তার্কিক নয়,
আমার বুঝি এদের কাছে ঘোল খেতে হয়—
[গঙ্গারামকে] আচ্ছা বোস।
বিলেতফের্ত্তা নিয়ে এস এখন।
[এক জন প্রহরীর প্রস্থান।
বিদ্যা। [সহর্ষে] হ্যাঁ সে জীবটা একবার
কি রকম দেখুন।

প্রহরীর প্রস্থান ও অন্যান্য বিলেতফের্ত্তাসহ
মিষ্টার দাসের সহিত পুনঃপ্রবেশ

ধর্ম্ম। হায় হায় আস্‌চেন সব
বিলেতফের্ত্তা ভাই—
সমাজ ভাঙ্গার জন্য এ'রা প্রধানতঃ দায়ী।
খেয়েছেন অনামিক অখাদ্য প্রচুর;
রেঙ্গুন, ব্রহ্ম পার হয়েও গেছেন বেশী দূর;
হ্যাট কোট পরিধেয়ী, চুরোটক পায়ী,
টেবিলে ভক্ষক—এ'রাই প্রধানতঃ দায়ী।
অশাস্ত্রীয়, অনাচারে, অনামুখোর সেরা,
পাপী এবং ঘোরতর 'একঘরে' এ'রা।
এ'দের একঘরে হওয়ার আছে ভারি কেতা,
'একঘরে' হয়েও এ'রা বহুঘরের নেতা।
এ'দেরই বক্তৃতায় প্রায় 'টাউন হল্' ফাটে;
এ'রাই নির্ব্বাচিত হন 'লেজিস্‌লেটিভ'
হাটে।
বিলেতফের্ত্তার দলে প্রভু করিলাম পেষ;
বুদ্ধিহীন, অর্ব্বাচীন, দীন—
বন্দিগণ। আহা বেশ।
বৃহ। ভো ভো বিলেতফের্ত্তার দল
ধর্ম্মটর্ম্ম মানো।
কি ভাষায় কথা কও এবং কি জানো?
দাস। Waltz নাচ্‌তে জানি, Billiards
জানি।
Tennis জানি।
ইংরাজি গান জানি ও হ্যাভানা
চুরোট টানি।
বৃহ। বাঙ্গলা গান?
দাস। বাঙ্গলা tunes—oh by gad!
So horrid, monotonous nasal and
sad.
বৃহ। বাঙ্গলা তামাক ছাড় কেন সেটা
কিসে মন্দ।
দাস। সস্তাঃ, ঠান্ডাঃ, দেশীঃ, গন্ধঃ।
কল্কি। যাক্ হিন্দুধর্ম্ম বিষয়—
তোমার মতটা কি?
দাস। [নাসিকার উপর বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি
রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া
দেখাইয়া]
This much,
কল্কি। [সবিস্ময়ে] ও কি!
দাস। ধর্ম্ম টর্ম্মর খোঁজ নাহি রাখি;
তবে old কৃষ্ণের বিষয় কিছু কিছু জানি;
পড়া গিইছিল ছেলেবেলায় মহাভারতখানি।
বৃহ। মনে আছে বইখানার দু একটা
শ্লোক?
দাস। না, তবে যা বুঝি—কৃষ্ণ অতি
পাকা লোক
ছিলেন। Political economy পড়া ছিল।
আর যদিও তাঁর amours একটু অশ্লীল
(বোধ হয় পড়ে' জয়দেবের
diction)
But I have read worse things in
Reynolds' fiction
And, I trust যে জয়দেব ছিলেন,
Reynolds ভায়ার
সমান great or even a much
greater liar.
আমার কৃষ্ণের উপর আছে respect
immense, আর
In Philosophy, he would lick
Herbert Spencer
আর politics চাই—আমার বিশ্বাস যে,
He would beat, Bismark or
Gladstone any day.
কল্কি। [বৃহস্পতিকে] কি বলে এ?
অধিকাংশই গেল না ক বোঝা,
ফেঁদে ফেল্লে উড়োতর্ক, নিয়ে এমন সোজ
বিষয়।

বৃহ। হচ্ছে না সে কথা,
এখন রাখ সব ব্যাখ্যান ও;
শ্রীকৃষ্ণকে কি হে তুমি ঈশ্বর বলে' মানো?
দাস। তা মানি না; মানি তাঁর বুদ্ধি বড়
ছিল সাফ, আর
He was a great politician
ও ফিলসফর।
And a wee bit Spooney on the
fair sex—হাঁ মানি এ
বিদ্যা। [না বুঝিয়া]—
কেন গোলযোগ কর যা মানো না তা নিয়ে—
বৃহ। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি সমাজ করে'
'হুট'
কেন দিলে একবারে বিলেতেতে ছুট?
দাস। সমাজ 'হুট' করিনি ক,
বিলেত গিইছি বটে।
And I care a hang
যদি সমাজ তা'তে চটে।
সে যা বলে শুন্তে হবে?—সমাজ যদি তবে
উঁচু দিকে চাইতে মানা করে, শুন্তে হবে।
আমরা reasonable men,
আমরা sheep নই;
যে না বুঝে দশ জনে যা বলে, তাহাই সই।
কি কারণ আছে, সমাজ কি কেউ বুঝিয়ে
দি'ন,
যে বিলেত যাওয়াটা একটা গুরুতর sin;
যখন কোনই কারণ নেই, এ rule সমুদয়
চাষায় মান্তে পারে বটে, ভদ্রলোকে নয়।
বৃহ। আগে কারণ ছিল—
দাস। ব্যস্ এখন ত নেই, তবে,
Time এর সঙ্গে সমাজকে
মিলে চল্তে হবে।
কোন জিনিষ unchangeable
আছে পৃথিবীর
Circumstances change কচ্ছে,
সমাজ রবে স্থির?
বৃহ। রোস রোস অত বেশী হও না অধীর?
সমাজও চিরদিন এক থাকি নি ত বঙ্গে;
ক্রমেই পরিবর্ত্তন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে।
তুমি বেশী আগিয়ে গেলে সমাজে কি
স'বে?
সমাজকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে হবে।

দাস। Excuse me বৃহস্পতি;
বল্ছেন, কি তবে
যে এক সঙ্গে ত্রিশ কোটি বিলেত যেতে
হবে?
বৃহ। না না ক্রমে যাও—
দাস। Aden, প্রথম বছরে?
পরের বছর Suez পরে Gibralter,
পরে—
বৃহ। না না যাও সমাজের নিয়ে অনুমতি—
দাস। কার মত নিয়ে যাব, কে সমাজপতি?
ভাটপাড়া মত দিতে পারেন,
নবদ্বীপ দেবেন না;
পিসে ঘরে নিতে পারেন, মেসো ঘরে
নেবেন না।
পঞ্চাশ জন কর্ত্তা আজ হয়েছে যে দেশে।
বৃহ। [ভাবিয়া] প্রায়শ্চিত্ত কল্লে না ক
কেন ফিরে এসে?
দাস। কিসের প্রায়শ্চিত্ত?
theft murderও করি নি।
কারুর wife seduce করে' নিয়েও
আসি নি—
তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নাই
আসল এ Sin গুলোর জন্য।
প্রায়শ্চিত্ত চাই।
মুরুগী আর শূকর খেলে, বিলেত গেলে
চলে',
কিংবা বাপ Cholera কি বাজ পড়ে'
মলে'।
এ প্রায়শ্চিত্ত অর্থ যে কি পাইনেক
খুঁজে,
এ প্রায়শ্চিত্তের value বা কি উঠিনিও
বুঝে—
এ Society মানবে কে? Priestরা
সব চোর,
আর এ Societyও আজ
rotten to the core.
কল্কি। [হতাশভাবে] আচ্ছা, এখন আন দেখি
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকে।
বৃহ। [প্রহরীকে] ডেকে আন আস্তে
চায় গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে কে?

[প্রহরীর প্রস্থান

চতুরানন ও ভূতনাথ অন্য গোঁড়া
হিন্দুগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ

ধর্ম্ম। এ'রাই সব আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক,
এ'রা বাল্যে পাঁটাহারী, যৌবনে গোভক্ষক,
বার্দ্ধক্যে তপস্বী; এবং পরি' হরি মালা,
সুরু করেন ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের পালা।
যতই ঘরেতে কন্যা বাড়ে এ'দের ক্রমে,
ততই হিঁদুয়ানিটা আসে এ'দের জমে,
এ'দের যেমন নানামত সুবিধা বিশেষে,
ভিন্ন সময় প্রকাশ এ'রা হন নানাবেশে;—
এ'দের মাথায় বাল্যে তেড়ী, ক্রমে বারাঙ্গনা,
শেষে চৈতন্;—করেন তখন ধর্ম্ম-আলোচনা।
এ'রা শাস্ত্রজ্ঞানে ঢ্যুঁঢ্যু বটে; কিন্তু তার
গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারে এক এক ঢিঢিকার।
এ'রা ঘটান—'গীতা' এবং 'স্পেন্সর' কোরে পাঠ
বৈজ্ঞানিক জগতে এক তুমুল বিভ্রাট
হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষকগণে করিলাম পেষ
ধর্ম্মষণ্ড, অশ্ব-অণ্ড, ভণ্ড—

বন্দিগণ। আহা বেশ।

বৃহ। ভো ভো ধর্ম্মনেতৃগণ প্রচার কর কোন্ ধর্ম্ম?

[সকলে] সনাতন হিন্দুধর্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

বৃহ। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেতে তোমরা কি জানো?

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখতাকাতাকি
করিতে লাগিলেন

চতু। সত্যি কথা—শাস্ত্র-ফাস্ত্র বড় এক খানও
পড়িনিক; সংস্কৃতের জ্ঞানও অস্পষ্ট;—
তবে, ফরাসেতে বসে', বিনে বেশী কষ্ট'
পাছড়িয়ে গোঁফ মোড়া দিয়ে হুঁকো টেনে,
গীতার দু এক পাত উল্টে, পুরাণ একটু জেনে,
যত দূর হয়—দেশের হিঁদুয়ানী রাখি;
অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য সময় দেওয়া ফাঁকি;
আর আমরা বার করেছি 'আধ্যাত্মিক' এক শব্দ,
যার কাছে মুরগীভক্ষী হিঁদুরা খুব জব্দ

বৃহ। তুমি তা খাও না?

চতু। [মাথা চুলকাইয়া] এ্যাঁ যখন দাঁত ছিল শক্ত,
মেয়েও হয়নি এতগুলো; গরম ছিল রক্ত;—
খেতাম নাক বল্লে মিছে কথা বলা হয়;
এখন খাইনে—বল্‌তে পারি এ কথা নিশ্চয়।

বৃহ। প্রচার কর হিঁদুয়ানী কি রকম সূক্ষ্ম।

চতু। বলি, 'হিন্দুরাই সব আর সবাই মূর্খ',

বিদ্যা। কেউ সেটা বুঝ্‌লে নাক এইটেই যা দুঃখ;

বৃহ। তোমার মত কি বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে?

চতু। একেবারে চটে' যাই তার নাম গন্ধে—

বৃহ। কেন?

চতু। এও কি একটা কথা—
তাদের আপনাদের পাপে,
তাদের স্বামী যদি মরে—সেই মনস্তাপে
তাদের উচিত কাজ হচ্ছে চিরকাল কাঁদা;
তাদের উচিত নিষ্কাম হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য সাধা;
তাদের উচিত যে যা দেবে খাওয়া তাই নিয়ে;
তাদের উচিত এয়ো স্ত্রীদের সেবা করা গিয়ে;
পুণ্যাত্মাদের বাতাস করা, তাদের চুল বাঁধা,
ঝাঁট দেওয়া, বাসন কুসন মাজা, ভাত রাঁধা—

বৃহ। পুরুষরা বিয়ে করে দশবার যে—

চতু। তা জানি,
তা'তে তা'দের ধর্ম্মের কিন্তু হয় নাক হানি।
পুরুষ বিয়ে করে বোলে—এও কি একটা প্রমাণ
হোল মশয়? পুরুষ আর স্ত্রীলোক কি সমান?
পুরুষের গোঁফ আছে; স্ত্রীলোকের আছে?
স্ত্রীলোক কি বিষয়ে লাগে পুরুষের কাছে?

বিদ্যা। বটে; এমন—ওর নাম কি—
ক্ষমা সহকারে
মনিবের পদাঘাত হজম কর্ত্তে পারে?
বেশ্যার বিরস বাক্যগুলি ফিরে রাত দুপুরে
বয়ে' এনে ঝাড়্‌তে পারে সতী স্ত্রীর উপরে?
এমন সুন্দর ঘোঁট কর্ত্তে পারে জোট হ'য়ে?
বোতল পার কর্ত্তে পারে? কি কোন সময়ে

পুরুষের সমান ছিল সাহসে কি দৌড়ে?
দেখুন যখন ১৭ জন তুরকসোয়ার গৌড়ে
প্রবেশ কল্লে তখন লক্ষ্মণ সেন
যেমন ছাড়্‌তোকে
—চম্পট দিলেন কচুবনে, স্ত্রীলোক হ'লে
পার্ত্ত কি?
বোধ হয় না; দাঁত-কপাটিই যেত
তার লেগে,
অন্ততঃ পলা'তে পার্ত্ত না সে অত বেগে।
কল্কি। [সহাস্যে] তুমি চুপ কর
সবতা'তেই ফাজ্‌লামি
বিদ্যা। [কুঁকড়িয়া] না না যেটা সত্যি কথা
তাই বল্‌ছি আমি।
কল্কি। আচ্ছা, দেখি [ভূতনাথকে] তুমি কে হে?
ভূত। [গম্ভীররবে] স্বদেশহিতৈষী।
বৃহ। বয়স?
ভূত। ঐ চতুরই প্রায় সমানই বয়সী।
বৃহ। কি কাজ কর?
ভূত। প্রতি হপ্তা দিবারাত্র ধরি'
খেটে খেটে ধর্ম্ম রাখি—দেশ উদ্ধার করি—
বৃহ। শুনি—তুমি দেশ উদ্ধার কর
কেমন করে'
ভূত। [গম্ভীর স্বরে] কলমের জোরে
প্রভু কলমের জোরে—
একখানি সাপ্তাহিক ভালো কাগজ চালাই—
বিদ্যা। সময় বুঝে লড়ি এবং সময় বুঝে
পালাই—
ভূত। আমি একজন ভয়ঙ্কর বীর
মসীযুদ্ধের—
বৃহ। [সাশ্চর্য্যে] কলমের জোরে কভু
দেশ হয় উদ্ধার!
গ্রীস রোম কি মসীযুদ্ধে হ'ল বলীয়ান্?
কতলোক দেশের জন্য দিয়ে গেল প্রাণ—
ভূত। তা সে শীতের দেশে বোধ হয়
পরে' জুতোমোজা
দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া অনেকটা সোজা।
এখানে এ গরম দেশে প্রাণদান করা
সোজা বুঝি—প্রথমতঃ ঘেমেই হবে মরা—
কল্কি। বোঝা গেছে—হিন্দুধর্ম্ম মানো?
ভূত। মানি বৈ কি।
দেখুন আমি দেখ্‌তে ঠিক হিন্দুর মত
নই কি?

সেই রকম চেহারা—সেই রঙের বাহার;
সেই রকম ভুঁড়ি করে' আধ্যাত্মিক আহার;
সেই গড়ন, ও সেই রকম স্বভাব,
গলায় মালা, মাথায় টিকী,
বলুন কিসের অভাব?
কল্কি। হিন্দুধর্ম্মটা যে রাখ, কি রকম শুনি!
বিদ্যা। [সকৌতূহলে] হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বেশ
শুনুন কি বলেন উনি!
ভূত। গালি দেই সভ্য ও বিলেতফের্ত্তাকে।
বিদ্যা। তাতে তারা সব বাসায় গিয়ে
ম'রে থাকে—
[বৃহস্পতিকে] শুন্‌লেন উনি এই রকমে
হিঁদুয়ানী রাখেন—
জিজ্ঞাসা করুন ত উনি গুলি
খেয়ে থাকেন
কি না?
বৃহ। [ভূতনাথকে] গুলি খাও?
ভূত। নাঃ।
বিদ্যা। গাঁজা, চরস?
ভূত। না না—
বিদ্যা। মিছে কথা কইলে ভাই?—
আমার কি নেই জানা?
একসঙ্গে—ওর নাম কি—আমরা
সব খেইছি—
আমার সামনে মিছে কথা?—ছিঃ
ভূতু—এইঃ ছিঃ।
কল্কি। বোঝা গেছে—[স্বগত] তা দোষ কি,
আমার শ্বশুর খানও।
[প্রকাশ্যে] আচ্ছা—এখন দেখি
সব পণ্ডিতদের আনো।
প্রহরীর প্রস্থান ও পণ্ডিতগণ সহ পুনঃ প্রবেশ
ধর্ম্ম। এঁ'রা সেই আর্য্যঋষির বংশধরগণ।
রচেছিলেন যাঁরা বেদ, পুরাণ, দরশন।
এ'রা দীর্ঘ টিকীশালী; নামাবলিধারী;
ধূম্রপায়ী; ফোঁটাবান্; ও দুগ্ধ ফলাহারী।
এ'দের অমায়িক ভুঁড়ি সগৌরবে দোলে,
নন্দের নন্দন যথা যশোদার কোলে।
জীবনের সারকর্ম্ম—এ'রাদের জ্ঞান—
নস্য নেওয়া; কাড়িবাঁধা হুঁকোয় ধূমপান;
কভু পৈতে কাণে দেওয়া;—এবং তা ছাড়া—
ফোঁটা কাটা;—আর মাঝে মাঝে
টিকী নাড়া।

পৃথিবী যে সভ্যতর হয় রোজ রোজ,
এ'য়াদের কার্য্য নহে রাখা তার খোঁজ।
এ'দের কার্য্য অতি সোজা—দু একটা
শ্লোক।
পাণিনি মুখস্থ কোরে—এ'রা জ্ঞানী
লোক।
এ'দেরই প্রসাদে সব শাস্ত্রের অপমান;
বেদ, পুরাণ, ঈশ্বর, ধর্ম্ম গড়াগড়ি যান,
হোল বেদ নীতি স্মৃতি—ফোঁটা আর
টিকী;
মুরগী আর প্যাঁয়াজ, তুড়ি, হাঁচি ও
টিকটিকী।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে এই করিলাম পেষ—
গোলাকার টিকী মালা সার—
ন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।
হ। এরাই পণ্ডিত?—[স্বগত] ইঃ কি
জবর ফোঁটা—
বুকে, নাকে, হাতে, কাণে
সরু এবং মোটা;
গায়ে জবর নামাবলি—গলায় আবার মালা;
আর এত বড় টিকী দেখেছে কোন্—
শাস্ত্র জানে? বৃহস্পতি করত জিজ্ঞাসা;
দেখে হচ্ছে বোধ—এরা ভয়ংকর চাষা।
(প্রকাশ্যে) ভোঃ পণ্ডিতপুঞ্জ—তোমরা
শাস্ত্র ফাস্ত্র জানো?
সকলে। জানি। হাঁ তা আর জানিনে?—হ'ঃ
বেদ পুরাণ—ও—সব মুখস্থ।
কল্কি। দুটো শ্লোক বলত বেদ থেকে।
চূড়া। ন্যায়রত্ন বল ত হে একটা ভাল দেখে।
ন্যায়। শ্লোক?—তাই ত—অ'হ'ঃ—বল নাহে
শিরোমণি!
শিরো। শ্লোক?—বেদ থেকে—আঃ হচ্ছে না
যে মনে—
শ্লোক? [মস্তক কণ্ডুয়ন]
কল্কি। দেখ যদি বেদ গিয়া থাক ভুলে
একে একে তোমাদের চড়াব সব শূলে।
বিদ্যা। [লম্ফ দিয়া] ওরে বাবা—
ও শিরোমণি—বলে কিগো? বাবা,
এবার দেখ্ছি সবই তোমরা
জাহান্নমে যাবা।
এতদিন খেয়েছ বোসে চাল আর কেলা;
নেও তার ঠেলা, এখন নেও তার ঠেলা।

[তর্করত্নকে] বলি ও তর্কচঞ্চু
আয় না চলে' কাছে;
বল্ না একটা শ্লোক,
তর্ক। আর মনে কি ছাই আছে?
বিদ্যা। বলি ও স্মৃতিরত্ন ও চূড়ামণি চাচা,
একটা শ্লোক বোলে ভাই এইবারটি বাঁচা।
কল্কি। তোমাদের মধ্যেতে কে
পণ্ডিত প্রধান?
বৃহ।—অর্থাৎ চাল-কলা-টলা সব
কে বেশী খান?
সকলে। ঐ শালা। [পরস্পরকে দেখাইতে
লাগিলেন, পরে চূড়ামণিকে দেখাইয়া] না
না মহাশয়—ঐ কালো বুড়ো
যার মাথায় সবার চেয়ে দেখ্চেন
লম্বা চুড়ো।
কল্কি। [হাসিয়া] বটে চূড়ামণি' তুমিই
প্রধান সবার?
চূড়া। কোন্ শালা প্রধান, প্রভু,
ধর্ম্ম-অবতার।
কল্কি। হাঁ তুমিই প্রধান, তোমায় শ্লোক
বল্তে হবে।
চূড়া। শ্লোক?—আচ্ছা শ্লোক বলি দু একটা
তবে।

"খনা বলে চাচি
বাড়ী থেকে বেরোতে যদি পড়ে হাঁচি।
বেরিও না বাবা;
বেরও যদি একেবারে জাহান্নবে যাবা।"
সকলে। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ।
কল্কি। বা শাস্ত্র। [ন্যায়রত্নকে] তুমি একটা
শ্লোক বল দেখি,
ন্যায়। [নাক চুলকাইতে চুলকাইতে]
শ্লোক?—তাই ত—বলি একটা
উদ্ভুট্টি শাস্ত্র থেকে
"জীবনের সার বস্তু টিকী,
খনা বলে রাখ আর নস্য নেও দেখি,
পরে দেও মাঝারি রকমের এক লাফ,
দেখ্বে বুদ্ধি হয়ে যাবে অনেকটা সাফ।"
বিদ্যা। সাবাস্ সাবাস্ বেঁচে থাক
মোর বাপ্।
কল্কি। [সহাস্যে] দেখ তোমাদের ধর্ম্মের
নূতন ব্যাখ্যান
শুনে, একেবারে আমার ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।

ভেবেছিলাম শাস্তি দিব—কাউরে শূন্যে তুলে
আছাড় দিব; কাউরে বা চড়াইব শূলে;
গদাঘাতে কারো কর্ব্ব মস্তক বিচূর্ণ,
—কিন্তু দেখ্‌ছি সব ঘোর হাস্যরসপূর্ণ,
তাই ভেবে চিন্তে সবায় করিলাম মাফ
অতএব তোমরা একটা দিতে পার লাফ।

সকলের সোল্লাসে লম্ফপ্রদান ও নৃত্য

ধর্ম্ম হক্, সত্য হক্—যেটুকু তার মধ্যে
হাস্যকর আছে—সেটা গদ্যে কি পদ্যে
হাসা কিছু মন্দ নয়—ধর্ম্ম তায়
কি ক্ষয়ে যায়?
তার যেটা সত্য সেটা চিরকালই রয়ে যায়
হাসি মানেই গাল নয়—এরূপ হাস্য
মন্দ কি!

সকলে। বটেই ত বটেই ত. তাতে আবার
মন্দ কি?

কল্কি। সমাজটাও কতক বিলাতি কতক দেশী
দাঁড়িয়েছে একটুখানি হাস্যকর বেশী
—তার বিষয় বল্‌তে গেলে প্রহসনই
হয়ে যায়।

সকলে। হলেই বা প্রহসন তাতেই বা কার
বয়ে যায়।

কল্কি। বিলেতফেরত, নব্য, ব্রাহ্ম. গোঁড়া,
পণ্ডিত হাঁদা.—
যেন সব বানর, মর্কট, বিড়াল, কুকুর. গাধা।
বানর যেন লব্ধরম্ভা—দিয়া লম্ফ যোজন
পেয়েছেন যা—গাছে চড়ে' করিছেন
ভোজন।
মর্কটটি লম্ফ দিতে অসমর্থভাবে—
কচ্চেন কিচিমিচি—অর্থ—
"আচ্ছা দেখা যাবে—
লম্ফ দিতে পারি নাই বটে, এটা মানি,
কিন্তু ওসব আমরাও কতক পারি—
আমরাও জানি।"
কুকুর নীচে বৃথা কর্চ্ছেন 'ভেউ
ভেক্ ভেক'—
ও'রা দাঁত খিচোন, অর্থ—"কেন কর
দেক্"।
বিড়াল এদিক ওদিক ঘুরে কর্চ্চেন
'মেউ মেউ'
তার অর্থ "মাছ ত কৈ দিলে না ক কেউ"।
গর্দ্দভ ঘাস খেতে খেতে, কাণ তুলে চাচ্চেন,
অর্থ ব্যাপারখানাটা কি?—আবার
ঘাস খাচ্ছেন।
সমাজটা ত এই রকম দাঁড়িয়েছে ভাই;
কারুর সঙ্গে কারুর বড় মতের তফাৎ
নাই,
সকলেই সমান নিজের আহারটি খোঁজেন
আর ভালো আহারটি কি,—
তাও বেশ বোঝেন।
তথাপি এ দিন রাত সদাই খিচির খিচির,
ঘুস্ ঘুস্, ফিস্‌ফিস্ এবং কিচির মিচির,
আমার 'রায়' তোমরা এখন ওসব
গিয়ে ভুলে,
একবার কোলাকুলি কর প্রাণ খুলে।

সকলে কোলাকুলি করিলেন

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টি'কে থাকে
বিশ্বাস. প্রেম. মনুষ্যত্বই সমাজকে রাখে।
খাওয়া শোওয়া, পরা নিয়ে কেন ঘুষোঘুষি
সেটা কর বাড়ী গিয়ে যার·যেমন খুসী—
জাতি রাখ্‌তে চাও—থেকো
এই সত্য ধরি'—
ভুলো নাক মনুষ্যত্ব স্বদেশ ও হরি;
—এখন একটা গান গাও দেখি সবাই মিলে
যাতে বুঝুব দলাদলি করা ছেড়ে দিলে।

সকলের গীত

নাঃ এ জীবনটা কিছু নাঃ
শুধু একটা ঈঃ আর একটা উঃ আর একটা আঃ
এ ছাড়া জীবনটা কিছু নাঃ।
সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি,
এ সব কোরো নাক, খাসা বোসে থাক
ভায়া ছড়িয়ে দিয়ে পাঃ
আর বল 'জীবনটা কিছু নাঃ।'

কেন চটাচটি আর রোষারোষি,
আর গালাগালি আর দোষাদোষী?
কর হাসাহাসি ভালবাসাবাসি
আর বসে' গোঁফে দাও তাঃ,—

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ'
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

ছেড়ে দাঁতাদাঁতি আর হাতাহাতি,
আর চুলোচুলি আর লাথালাথি,
আর গুঁতোগুঁতি, আর জুতোজুতি,—
কর চুমোচুমি—সার ঘাঃ.

হ'য়ে মুখোমুখি, হ'য়ে বুকোবুকি,
হ'য়ে খোলাখুলি, কর কোলাকুলি;
প্রেমে ঠেসাঠেসি বোস ঘেঁষাঘেঁষি—
যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ;—
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

এত বকাবকি, চোখ-রাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়-ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই'
আর সদাই 'বাপ রে মাঃ';—
ছেড়ে কিচিমিচি আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুর্মুহু 'হায়!—উহু—উহু'
প্রাণের সার যাহা কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ;
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

যবনিকা পতন

বিরহ

পুরুষ-চরিত্র

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়—(কৃষ্ণনগরের কিঞ্চিৎ বিষয়সম্পন্ন পণ্ডিত; বয়স একোনপঞ্চাশৎ, বর্ণ 'হাফ আখড়াই' গোছ—'হাফ' গৌর—শিরোদেশে টাক ও টিকি, গুম্ফদাড়িবিবর্জ্জিত; চেহারা সুন্দর;—দীর্ঘ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, চক্ষু দুটি বড় না হইলেও আয়ত ও তীক্ষ্ম, হাস্যময় ওষ্ঠ, বিভক্ত চিবুক; একহারা, বিবাহের পর একটু 'গায়ে পুরন্ত' হইয়াছিলেন)। ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(গোবিন্দের ভায়রাভাই, হুগলি কলেজের উত্তীর্ণ গ্রাডুয়েট' [বি. এ,] ও নবনিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; বয়স পঞ্চবিংশতি; বর্ণ সুগৌর; সুপুরুষ)। রামকান্ত ওরফে বেচারাম ঘোষ—(গোবিন্দের ভৃত্য; বেঁটে, কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল)। গদাধর, পীতাম্বর, বংশীবদন, ছবিওয়ালা, অর্জ্জুন ও নিতাই ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

নির্ম্মলা—(গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী; বয়স ঊনবিংশতি, বর্ণ শ্যাম, দীর্ঘ অতি স্থূল ও প্রশস্ত দেহ, ক্ষুদ্র ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রশস্তস্থূলাধরা, দীর্ঘকেশী; পায়ে মল পরিতেন ও গায়ে প্রচুর পরিমাণে গহনা পরিতেন)। চপলা—(নির্ম্মলার ভগিনী ও ইন্দুভূষণের নবোঢ়া স্ত্রী; অন্ডার গ্রাডুয়েট; সুরূপা, কৃশাঙ্গী, গৌরী, দীর্ঘপক্ষ্মনেত্রা, হাস্যময়ক্ষুদ্রোষ্ঠা; কামিজাদি ও জুতা-মোজা পরিতেন)। গোলাপী—(একটি চাষার কন্যা)। চাঁপা, জুঁই, বেলা, মল্লিকা, দামিনী, যামিনী, প্রমদা ও সারদা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বাহির্বাটী।
কাল—দেড়প্রহর দিবা।

ফরাসে বসিয়া গোবিন্দ ও তাঁহার বন্ধুত্রয়—বংশী, গদাধর ও পীতাম্বর আসীন। গোবিন্দের কোলে বাঁয়া, পার্শ্বে ডাহিনে, পীতাম্বরের হস্তে বঙ্গবাসী, গদাধরের হস্তে হুঁকা ও বংশীর মুখে চুরোট

গদাধর। তুমি কিন্তু বেশ গোবিন্দ বাবু! তোমার একবারে দেখাই পাবার যো নেই।

বংশী। আমাদের ঘরে স্ত্রী আছে। আমরাও একদিন নতুন বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু গোবিন্দ বাবু! তুমি যে রকম বিয়ে করে' চলালে, এ রকম চলানটা কখন চলাই নি। [পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া] কি বল ভায়া?

গোবিন্দ। [সস্মিত মুখে, তবলায় চাঁটি দিতে দিতে] কি রকম?

গদাধর। কি রকম আর! যেমন দেখ্‌ছি। প্রথমতঃ বিয়ে কল্লে তা আমাদের একবার বল্লে না! আমরা কি তোমার স্ত্রীটিকে কেড়ে নিতাম?

বংশী। না, রসগোল্লার মত টপ্‌ করে' গালে পুরে দিতাম? [পীতাম্বরকে] কি বল?

গদাধর। তার পর, না হয় না বলে' কয়ে বিয়েই কল্লে, কিন্তু দার-পরিগ্রহ করে' যে বন্ধু-বর্জ্জন কর্ত্তে হবে, এমন কোন কথা আছে কি? সন্ধ্যের পরে ত দেখা পাবার যো নেই, কিন্তু সকালেও কি বেরোতে নেই?

বংশী। না কেউ ছোট একটা মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, বেরিও না? কি বল পিতু? তুমি যে কথাই কও না হে?

পীতাম্বর। তৃতীয় পক্ষ যে! সেটা যে তোমরা ভুলে যাচ্ছ! [এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে বঙ্গবাসী পড়িতেছিলেন। কাগজ রাখিয়া] তার ওপরে আবার শুনেছি, গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষটি ভারি সুন্দরী।

গোবিন্দ। [তবলায় চাঁটি দিতে দিতে] সেটা ঠিক শুনেছ,

[যেন] চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

গদাধর। কি রকম!

গোবিন্দ। [তবলা রাখিয়া] এই তোমরা কেউ অপ্সরা দেখেছ? নিশ্চয়ই দেখনি। সংস্কৃতও বোঝ না।—[চিন্তিত ভাবে] তবে কি রকম করে' আমার নাবোঢ়ার রূপ বর্ণনা

কারি? [সহসা] সরভাজা খেয়েছ অবিশ্যি?

সকলে। হাঁ হাঁ।

গোবিন্দ। আমার স্ত্রীটিও ঠিক তাই! [আবার নিশ্চিন্ত ভাবে তবলা নিলেন]

পীতাম্বর। বাঃ! সব জলের মত সাফ হয়ে গেল! [বংশী ও গদাধরকে] এখন ওঠ। সরভাজার সঙ্গে রমণীর রূপের তুলনা আজ পর্য্যন্ত কোন কবি করেন নি।

গোবিন্দ। বুঝলে না? সরভাজা যেমন খেতে, আমার স্ত্রীটি সেই রকম দেখ্তে।

গদাধর। তা হোক, আমরা তা'তে লোভ কচ্চিনে। এখন আজ রাতে কি তোমার দর্শন পাওয়া যাবে?

বংশী। না রূপসী, বিদুষী, ষোড়শীর অনুমতি চাই। বল না হয় তোমার হয়ে বাড়ীর ভেতর গিয়ে আমরাই সেটা নিয়ে আসি। [সস্মিত মুখে পীতাম্বরের প্রতি চাহিলেন]

পীতাম্বর। তুমি, যাবে কি যাবে না? একটা ঠিক করে' বলো।

গোবিন্দ। আমার পৃষ্ঠচর্ম্মের প্রতি কিছু মায়া রাখি। যদি আজ রাতে যাই, ত কাল পীঠের চামড়াখান মেরামত কর্ব্বার জন্য একটা জুতো সেলাইওয়ালা ডাক্তে হবে।

পীতাম্বর। তবে যাবে না?

গোবিন্দ। [তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে, মাথা নাড়িয়া] উঁহু, হুকুম নেই। হুকুম পাই ত যাব। আর তোমরা কেন দেরী কর? স্নানাদি কর গে যাও। আর সন্ধ্যাকালে যেখানে যেতে চাও যেও, যা খুসী কোরো! আমাকে এখন অন্ততঃ দিন কতকের জন্যে তোমাদের দল থেকে বাদ দাও। তৃতীয় পক্ষ ত কেউ কর নি,— জান্বে কেমন করে' তার মজাটা?

পীতাম্বর। তা এতক্ষণ বল্লেই হ'ত। আমি গদাকে বলেছিলাম যে, তুমি আস্তে পার্ব্বে না, উচ্ছন্ন গিয়েছ তা এরা তবু ধরে' বেঁধে নিয়ে এলো। চল!

[তিন জনের প্রস্থান।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ, এরা সব কোত্থেকে শুনেছে যে আমার স্ত্রীটি পরমা সুন্দরী? ভাগ্গিস কেউ দেখেনি। আমার স্ত্রীটিকেও এসে পর্য্যন্ত কারো বাড়ী পাঠাইনি সেই ভয়ে। গুমর ভাঙ্গা হবে না। স্ত্রীটিকে বিয়ের আগে পাউডার ফাউডার মাখিয়ে, গহনা ফহনা পরিয়ে জাঁকালো বোম্বাই সাড়ি ফাড়ি জড়িয়ে একরকম যা হোক দেখিয়েছিল। তার পরে দেখি, ওমা!—যাক্, গতানুশোচনায় ফল নেই। এ বৃদ্ধ বয়সে এক রকম হ'লেই হ'ল। কেবল ভাবি, পৃথিবীতে বিয়েতে পর্য্যন্তও কি ফাঁকি চলে? বাপ! অমন অন্ধকারের মত রঙকেও ঘসে' মেজে আল্তা দিয়ে পাউডার মাখিয়ে এক রকম চলনসই করে' তুলেছিল! বাবা! কালো বলে' কালো! যা হোক্, আমার কালোই ভালো।

তবলা বাঁয়ার বাদ্যসহকারে গুণ গুণ স্বরে

কালোরূপে মজেছে এ মন!
ওগো সে যে মিশমিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো অতি নিরুপম।
কাক কালো ভোমরা কালো,
আমরা কালো তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো;
কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ্।
ওগো সেই কালো রঙ।
অমাবস্যার নিশি কালো,
কালী কালো, মিশি কালো।
গদাধরের পিসী কালো;
কিন্তু তার চেয়েও কালো এ কালো বরণ। ওগো—

নির্ম্মলার প্রবেশ

গোবিন্দ। [তাঁহাকে দেখিয়া, সভয়ে পূর্ব্ব-বং সুরসংযোগ]

ওগো সে শ্যাম বরণ।

নির্ম্মলা। বেশ! বেশ! এতক্ষণ এয়ারদের সঙ্গে বসে' বসে' মাথামুণ্ডু ছাইভস্ম বকে' এমন তাকিয়া ঠেশ দিয়ে, উঁচু দিকে মুখ করে' ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছে!

গোবিন্দ। [সকাতরে] গান গাচ্ছি—

নির্ম্মলা। ও! তা বলতে হয়! তা বেশ! বসে' বসে' সমস্ত দিনটা গান গাও না। আর এ দিকে আমি সারাটা দিন খেটে খেটে—

গোবিন্দ। কাটিটি!—একেবারে জ্যোৎস্না-ময়ীর মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্পা! তবে ও অঙ্গ-লতিকা 'ক্রব্যাম্ভির্বিলুপ্তা' হ'লে পৃথিবীর বড় ক্ষতি ছিল না।

নির্ম্মলা। তা তুমিই কেবল দেখ মোটা!

সে দিন হরের মা বলে' গেল 'ওমা এমন কাহিলও হয়েছ মা!'

গোবিন্দ। আর বলে' বোধ হয়, মণখানেক চাউলও আদায় করে' নিয়ে গেল।—তা' হবে, কি রকম করে' ব্ঝ্বে বল? তোমার মোটা কি কাহিল হওয়া সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা। ও শরীরে সের দশেক মাংস হ'লেই বা কি, আর গেলেই বা কি!

নির্ম্মলা। বটে! তা তুমি ত আমায় মোটা দেখবেই। আমি কুৎসিত, আমি মোটা, কালো, তা ত দেখবেই দেখবেই!

গোবিন্দ। না না, রাম! তাও কি হয়? এরূপ অশাস্ত্রীয় রকম আমি তোমায় দেখতে যাব কেন? তুমি হলে' আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—বিশেষতঃ আমার এই বৃদ্ধ [জিব কাটিয়া] প্রৌঢ় অবস্থায়। পথের মাঝখানে ঝড়-ঝাপটায় গোয়ালঘরও প্রাসাদ! এস প্রিয়ে! তুমি একবার আমার বামপার্শ্বে বস। আমি একবার তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন, তাকে না নিরীক্ষণ করে' আমার চিত্তরূপ যে চকোর তাকে চরিতার্থ করি।

গীত

[কীর্ত্তন—"এস এস বঁধু এস" সুর।]

এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি [তোমার জন্যে হে]
তুমি হাতি নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হইয়া পিঠে চড়ি।
তুমি চিড়ে নও বঁধু তুমি চিড়ে নও।
যে খাই দধি গুড় মেখে [বঁধু হে]
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
চিঁড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

নির্ম্মলা। [সরোষে] দেখ, হ'তে পারে যে আমি মুরুখ্খু সুরুখ্খু মানুষ। কিন্তু যেমন কোরেই বল, আর সুরেই বল বা বেসুরেই বল, গা'ল দিলে সেটা বুঝ্তে পারি। আর তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমার গালগুলো খুব সংস্কৃত না হলেও খুব লাগসই—

গোবিন্দ। তা আর ব'লে। একবারে মর্ম্মস্পর্শী! কালিদাসের উপমা কোথায় লাগে! শ্রীহর্ষের পদলালিত্য তার কাছে লজ্জা পায়। ভারবির রচনাও তার সঙ্গে তুলনায় অর্থহীন ঠেকে! [সহাস্যাননে নির্ম্মলার করধারণ করিয়া] প্রিয়ে! আমায় একটা গাল দাও না, আমি শুনে ধন্য হই! নীরব রৈলে কেন! প্রাণেশ্বরি!

নির্ম্মলা। অকর্ম্মার ঢিবি, হাবাতে, হতচ্ছাড়া মিন্সে!

গোবিন্দ। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, শ্লথ হস্তপদ সহকারে] বাঃ বাঃ কি মধুর? কি গভীর অর্থপূর্ণ! কি প্রেমময় সম্ভাষণ? বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা! [শ্লথভাবে অবস্থিত]

নির্ম্মলা। [তাঁহাকে ক্ষণেক দেখিয়া] সং! [মুখ বক্র করিলেন] নাও, এখন রঙ্গ রাখো। ও পোড়ার মুখে দুটো ভাত গুঁজতে হবে? না, হবে না? কি কথা নেই যে? বলি ও ডেকরা অলপ্পেয়ে!

গোবিন্দ। [জিহ্বা দ্বারা কথার রসাস্বাদন করিয়া] আহা! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক! যার ঘরে এরূপ স্ত্রী, তার আর কিসের অভাব?

ইয়ং গেহে লক্ষ্মী[illegible]য়োঃ কি মিঠে আওয়াজ! যেন কর্ণে শত বেণুবীণামুরজমন্দিরা বাজিয়ে দিয়ে গেল গা! যার কথা এত মিঠে সে নিজে না জানি কি মিষ্টি! যেন সরপুরিয়া! প্রিয়ে শোন—এ—একবার আমার এ—এই কানটা মলে দাও ত, সর্ব্ব শরীর শীতল হোক্!

গীত

[রামপ্রসাদী সুর]

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক মিশমিশে বা ফিট্‌ফিটে।
মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গহনাগুলি'
মিষ্টি চুড়ির ঠন্‌ঠনিটে;
যদিও সে,—গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে
স্বামীর ভিটে।

নির্ম্মলা। গয়না দিয়ে ত আর রাখলে না, তাই হাতে কগাছি সোনার চুড়ি বৈ আর কিছু নেই। ও পাড়ার বিধুর বৌর কত গহনা। তা তার স্বামী ভালবাসে দেবে না কেন?

গোবিন্দ। গীত

প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তার
কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে!
আর সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ
চিনির ছিটে:

নির্ম্মলা। যত বুড়ো হচ্ছেন তত রঙ্গ বাড়ছে!

পৃষ্ঠে ছোট একটি কীলপ্রদান

গোবিন্দ। গীত

আহা—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন
গিঁটে গিঁটে।

নির্ম্মলা। [গোবিন্দের পৃষ্ঠে চড়] মরণ আর কি?

গোবিন্দ। গীত

আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি আহা যেন
পুলিপিটে।

নির্ম্মলা। বটে! তবে দেখি এইটে কি রকম। [কানুটি প্রদান]

গোবিন্দ। গীত

আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি
প্রিয়ার হস্তের কানুটিটে:
মধুর—সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—
আহা যখন পড়ে পীঠে।

নির্ম্মলা। তবে হবে না কি একবার? বড় পীট সুড়সুড় কচ্ছে। তবে বাড়ুনটা আন্তে হ'ল।

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। না না, কর কি? এঃ—আজ রসিকতাটা একটু বেশী দূর গড়ায় দেখছি!—এই যে! সত্য সত্য একগাছ বাড়ুন নিয়ে আসে দেখ্‌ছি।

বাড়ুন হস্তে নির্ম্মলার পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দ। না না, তামাসা রাখো! ছিঃ ওকি! [বাড়ুন ধরিতে উদ্যত]

নির্ম্মলা। কেন?—"মিষ্টি সব চেয়ে তার এইটে" না?

গোবিন্দ। কথাতে কথাতে—চল্‌ছিল বেশ। কথাটা সব সময় কাজে পরিণত করা কি ভালো? এই ধর তুমি যখন বল,—আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্ব, আমি কি অমনি ছুটে গিয়ে তোমাকে খুব মজবুত এক গাছ দড়ি এনে দেব?

নির্ম্মলা। তা বলা তোমার বড় আশ্চর্য্য নয়। তোমার মনের কথাও তাই। আমি ম'লেই ত তুমি বাঁচ।

গোবিন্দ। আহা! তাও কি হয়? প্রাণেশ্বরি তা'লে আমায় ভাত রেঁধে দেবে কে?

নির্ম্মলা। বটে! আমি তোমার রাঁধুনী বামনী কি না? কাল থেকে কোন্ শালী আর রান্নাঘরে ঢোকে—

গোবিন্দ। আহা। চট কেন? বলি, রন্ধন কার্য্যটা ত মন্দ নয়। দ্রৌপদী যে দ্রৌপদী, তিনি স্বয়ং রাঁধতেন। নল রাজা ইচ্ছে কল্লে এক জন প্রসিদ্ধ বাবুর্চি হ'তে পার্ত্তেন। সীতা রাঁধতে জান্তেন না, কাজেই রাম তাঁরে নিয়ে কি কর্ব্বেন ভেবে চিন্তে না পেয়ে, তাঁরে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত মেয়েদের চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতনৈপুণ্য ইত্যাদির চেয়ে রন্ধনপটুতা ভালবাসি। এমন রসনাপরিতৃপ্তকর, উদরস্নিগ্ধকারী, চিত্তরঞ্জক কার্য্য আর আছে?

নির্ম্মলা। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানা শুন্তে চাইনে। কাল থেকে তুমি নিজে রেঁধে খেও। "ভাত রেঁধে দেবে কে!" বটে! এক নিষ্কর্ম্মার সেরা, কুড়ের সর্দ্দার, ষাট বছরের বুড়ো—

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম্ম! আমার বয়স এখনও ৫০ পেরোই নি।

নির্ম্মলা। এক চুল-পাকা, গাল-তোবড়ান, কলপ-দেওয়া, আম্‌সির মত চিম্‌সে, মান্ধাতার পুরোণো,—

গোবিন্দ। এত পুরোণো তবু ত হজম কর্ত্তে পাচ্ছ না; নতুন হ'লে, বোধ হয় উদরাময় হতো! আর এই বুড়ো পুরোণো নইলে তোমাকেই বা আর কোন্ এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বিয়ে কর্ত্তে আস্‌বে বল? অমন নধর, নিটোল, বার্ণিশ করা—

নির্ম্মলা। ফের! তোমার কপালে আজ এটা নিতান্তই আছে দেখ্‌ছি। [বাড়ুন কুড়াইয়া প্রহার] তবে এই—এই এই—এই [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

গোবিন্দ। ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে গো!

চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার

গোবিন্দের ভগিনী চিন্তা ও ভৃত্য রামকান্তের প্রবেশ

উভয়ে। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

গোবিন্দ। [চিন্তাকে সকাতরে] আমাকে মাচ্ছে। [উঠিয়া বসিলেন]

রাম। তাই ত. মা মা-ঠাকুরুণ যে বাবুর পীঠে আর কিছু রাখেনি ক। মেরে পোম্বা উড়িয়ে দিয়েছে।

চিন্তা। হাঁ লা বউ! এই দুপুর বেলা দাদাকে মাচ্ছিস্ কেন?

গোবিন্দ। হাঁ, জিজ্ঞাস কর ত এই অসময়ে—

নির্ম্মলা। বেশ করেছি মেরেছি। তোমার তাতে কি? আমার স্বামীকে আমি মেরেছি, তোমার ত স্বামী নয়।

গোবিন্দ। অ্যাঁ—তা বেশ করেছে, ওর স্বামীকে ও মেরেছে।

রাম। আহা পীঠের হাড়গোড় চুরমার ক'রে দিয়েছে গা!

চিন্তা। [নির্ম্মলাকে] দুপুর বেলা শুধু শুধু মার্ব্বে?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, এই দ্বিপ্রহরে কোথায় স্নানাদি ক'রে, একটু বিশ্রামাদি কর্ব্বে না—

নির্ম্মলা। ও যদি আমার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

গোবিন্দ। বটেই ত! আমি যদি আমার স্ত্রীর হাতে মার খেতে ভালবাসি [চিন্তাকে] তোমার তাতে কি?

রাম। আহা হা পীঠ্‌টা—[চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ]

চিন্তা। [সহাস্যে] তুমি মার খেতে ভালবাস! তবে এখনই চেঁচাচ্ছিলে কেন? তুমি সারাটা দিন পড়ে' পড়ে' মার খাও না, আমার কি? এই নাও বৌ বাকারিটা নাও, খুব সাধ মিটিয়ে মারো। [একগাছ বাকারি ভূমি হইতে তুলিয়া প্রদান]

নির্ম্মলা। আমি মার্ব্ব না। তোমার কথায় আমার স্বামীকে আমি মার্ব্ব না কি?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, তোমার কথায় মার্ব্বে না কি? কখন মার্ব্বে না।

চিন্তা। এখনি যে মাচ্ছিলি?

নির্ম্মলা। আমার যখন খুসী হয়, তখন আমি মারি। তোমার যখন খুসী হয়, তখন আমি মারিনে। ও ত তোমার স্বামী নয়, আমার স্বামী।

গোবিন্দ। হ্যাঁ, ওরই ত স্বামী।

চিন্তা। [সহাস্যে] বাবা! তোর সম্পত্তি-জ্ঞানটা দেখ্‌ছি খুব টন্‌টনে! তোর স্বামী নিয়ে তোর যা খুসী কর্ ভাই! খাও দাদা, পড়ে' পড়ে' সমস্ত দিনটা মার খাও!

[প্রস্থান।

রাম। বাবু! আগে ডাক্তার ডাক্‌ব না আগে পুলিস ডাক্‌ব?

গোবিন্দ। তোর কিছু ডাক্‌তে হবে না, তুই যা ফাজিলের সর্দ্দার!

[রামকান্তের প্রস্থান।

নির্ম্মলা। [সাভিমানে] স্ত্রী নিজের স্বামীকে মার্ব্বে, তাও লোকে সইতে পারে না; চোক টাটায়। আমারও যেমন কপাল! নিজের স্বামীকে যখন খুসী মার্ত্তে পাব না! [ক্রন্দনোপক্রম]

গোবিন্দ। [স্বগত] এ-এ — মুস্কিল বাধালে দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে] খুব মার্ব্বে, দুশো মার্ব্বে; সকালে একবার মার্ব্বে, আবার বিকেলে একবার মার্ব্বে। আর যদি দরকার হয় ত রাত্রে শুতে যাবার আগে আর একবার মেরো। লোকের ভারি অন্যায়! কেঁদ না, মারো পীঠ পেতে দিচ্ছি! ফের মারো।—ওগো! নীরব রৈলে কেন? একটা কথাই কও না। [সুর করিয়া] প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

নির্ম্মলা। যাও, বিরক্ত করো না। আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা কর্ব্ব, বিষ খেয়ে মর্ব্ব, গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্ব, ছাদ থেকে প'ড়ে মর্ব্ব।

গোবিন্দ। এমন কাজটি করো না। আমার অপরাধটা কি? উপুড় হয়ে প'ড়ে মার খেয়েছি; এই অপরাধ।

নির্ম্মলা। আর চেঁচিয়ে পাড়া শুদ্ধ হাজির কর্ল্লে!

গোবিন্দ। কেমন মজা হ'ল!

নির্ম্মলা। মজা ত ভারি? ষাঁড়ও ত চেঁচায়। মজা হয় কোথায়?

গোবিন্দ। ওই যে পাড়ায় চেঁচায়, সেই পাড়ায়।

নির্ম্মলা। সকলের সম্মুখে বল্লে "আমাকে মার্চ্ছে।"

গোবিন্দ। তাতে তোমার গৌরব কত বাড়িয়ে দিলাম যে, আমি হেন স্বামী তোমার কাছে নিরাপত্তিতে মার খাই!

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি নতুন এয়েছেন। তিনিই বা কি মনে কর্লে'ন? যেন আমি এই রকম তোমাকে মেরেই থাকি।

গোবিন্দ। না, রাম! মার্ব্বে কেন! পীঠের ধুলো ঝেড়ে দাও!

নির্ম্মলা। আমি কালই বাপের বাড়ী চ'লে যাব। তোমার বোনকে নিয়ে তুমি থাক। আমার এত সহ্য হয় না। আমার হাড় জ্বালাতন পোড়াতন হয়েছে। [বসিয়া চখে কাপড় দিয়া] আমার যেমন কপাল! নইলে এ-এত পাত্র থাক্‌তে কি না শেষে এই ঘ-ঘরে বিয়ে হয়! [ক্রন্দন] ক-কত ভালো পাত্র মিলেছিল [ক্রন্দন] চা-চাতরার জমীদারের লোকেরা এসে বা-বাবাকে সা-সাধাসাধি। তা আ-আমার মা নাই বলে' আমার ভা-ভালোটা কেউ দেখ্‌লে না গো [ক্রন্দন] বাবা মু-মুখ্য কুলীন শুনে গ-গলে' গেলেন! এ-এক বুড়ো, তিন কাল গিয়েছে, এক কাল আছে, দুটোকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে এসেছে,—এমন এক কুড়ে সর্ব্বনেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে কি না শেষে!—আবার তাকেও আমি ইচ্ছেমত মার্ত্তে পাব না! তার উপরে তাঁর রোখ কত! আমি তাঁর রাঁধুনী বাম্‌নী, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ করা জুতো। [ক্রন্দন] এ-এক বছর না যেতেই এই, পরে আরো কত কি এ পোড়া কপালে আছে গো। ওগো মাগো, কি হ'ল গো! [প্রবল বেগে ক্রন্দন]

গোবিন্দ। না না, ওটা—শোন—ওগো—[স্বগত] আঃ কি বলি—[ব্যস্তভাব]

নির্ম্মলা। [সরোদনস্বরে] আমি রাঁধুনী বাম্‌নী, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ-করা জুতো।

গোবিন্দ। ওটা—হেঃ হেঃ। এতক্ষণ প-পরিহাস কর্চ্ছিলাম। পরিহাস বোঝ না? আহা! নিতান্ত ছেলেমানুষ! কি করে' বুঝ্‌বে বল? এখনও গাল টিপ্‌লে মায়ের দুধ বেরোয়। আমারই অন্যায়। এমন সরলা, বালিকার সহিত এরূপ রূঢ় পরিহাস করাটা ভালো হয় নি! ওগো—

নির্ম্মলা। যাও. তোমার রঙ্গ আমার ভাল লাগে না।

গোবিন্দ। [সবিনয়ে] .আহা শোনই না।

নির্ম্মলা। যাও. বিরক্ত করো না।

গোবিন্দ। [হাস্যচেষ্টাসহ] প-পরিহাস বোঝ না। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমাকে আমি রূঢ় বাক্য বল্‌তে পারি? ওগো একটা কথা কও—[জানু পাতিয়া সুরসংযোগে] 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতি-মিরমতিঘোরম্।'

নির্ম্মলা। যাও বল্‌ছি। ভালো লাগে না!

গোবিন্দ। [সুরসংযোগে] 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্নম!' [কর ধারণ]

নির্ম্মলা। যাও! [গোবিন্দের হাত দূরে নিক্ষেপ]

গোবিন্দ। [সুর করিয়া] 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।' [চরণ ধারণ]

নির্ম্মলা। স্ত্রী নিজের স্বামীকে মার্ত্তে পাবে না—এমন কপাল ক'রেও এসেছিলাম!

গোবিন্দ। খুব মার্ব্বে। এই নাও মারো [ঝাড়ুন প্রদান] পীঠ পেতে দিচ্ছি। আর দুই এক ঘা দাও. আমি তা খেয়ে মানব-জন্ম সফল করে' নিই।

নির্ম্মলা। যাও, তোমার সব সময়ে তামাসা ভালো লাগে না!

গোবিন্দ। সত্যি বলছি প্রিয়ে, তোমার হস্তের সম্মার্জ্জনী সংঘর্ষণে যেরূপ শীঘ্র আমার পৃষ্ঠদেশ ও মেধা পরিষ্কার হয়, গত দুই পক্ষের কারো হাতের সম্মার্জ্জনীতে সেরূপটি হয় নি। না, আমি পরিহাস কচ্ছিনে। তোমার হাতে কি একটা গূঢ় গুণ আছে।

নির্ম্মলা। যাও, তোমার আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না। কালই আমি বাপের বাড়ী চলে' যাব!

[অভিমানে প্রস্থান।

গোবিন্দ। এ ত ভারি বিপদ! আমি যতই স্নিগ্ধ হই, প্রিয়া আমার ততই উষ্ণ হন! আমি যদি গরম হই, তা'তে বোধ হয় উনি বোমার

মত ফেটে চৌচির হয়ে যান! এই চিন্তা আসা থেকে যেন ও'র মেজাজটা আরও রূক্ষ হয়েছে। এমন আবদারও দেখিনি। মাঝ্‌র্খে আমি তাতে কাঁদ্‌তেও পাব না।

চিন্তা ও রামকান্তের পুনঃপ্রবেশ

চিন্তা। বসে' বসে' কি ভাব্‌ছ দাদা? খাওয়া দাওয়া কর্ত্তে হবে না? বৌ ত ঘরে গিয়ে দুয়োর দিলে?

রাম। মুই কবিরাজের কাছে যাইয়ে গন্ধমাদন ত্যাল নিয়ে আইছি। পীঠে মাখিয়ে পীটটা ডলে' দেব?

গোবিন্দ। তুই এখন যা! দেখ্‌ দেখি চিন্তা, আমি যে কি কর্ব্ব, ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। দেখ্‌লি ত!

চিন্তা। তুমি দাদা কখনও স্ত্রী বশ কর্ত্তে পার্ব্বে না। অত ভালো মানুষটি হলে' কি হয়?

গোবিন্দ। কি কর্ব্ব? তাকে ঠেঙাব?

চিন্তা। ঠেঙাতে হবে কেন? একটু কড়া হও দেখি। মেয়েমানুষের জাত একটু রাশ আল্‌গা দিয়েছ কি অমনি পেয়ে বসেছে। একটু রাশ কড়া করে' ধর, অমনি মাটির মানুষটি। আমি নিজে মেয়েমানুষ জানি ত সব।

গোবিন্দ। আচ্ছা, এবার তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি। কি কর্ব্ব বল দেখি? ও ত বাপের বাড়ী চলে' যাবে বলে' ভয় দেখিয়ে গেল।

চিন্তা। তুমি চুপ করে' বসে থাক'। যাক্‌ না দেখি একবার।

গোবিন্দ। যদি সত্যি সত্যিই যায়?

চিন্তা। যায় যদি, তিন মাসের মধ্যে আপনিই ফিরে আসবে। আর একেবারে শুধ্‌রে যাবে। আর যেতেই কি পার্ব্বে! এখন নাও খাও দেখি।—ওঠ!

[প্রস্থান।

রাম। মুই গন্ধমাদন ত্যাল আনিছি—

গোবিন্দ। যা বেটা ফাজিল, ষণ্ডামার্ক পাজি!

[রামকান্তের প্রস্থান।

গোবিন্দ। যাক্‌ই না দিন কতক। মন্দই কি! বন্ধুদের সঙ্গে আবার দুদিন বেড়িয়ে চাঁড়িয়ে বেড়াই। তার পর ফিরে আসবে 'খনি। ও'র মেজাজটা নরম হওয়া অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য দরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে আবার আস্‌ছেন—

নির্ম্মলার প্রবেশ

নির্ম্মলা। বোনের সঙ্গে যুক্তি করা হচ্ছিল।

গোবিন্দ। [স্বগত] এবার কড়া হতে' হবে! নরম হওয়া হবে না। দেখি তাতেই কি হয়। [প্রকাশ্যে] আড়াল থেকে শুনেছ বুঝি? শুন্‌লাম, তুমি গিয়ে ঘরে দুয়ার দিলে, যেন আমি তোমার পিছু পিছু তোমাকে ধর্ত্তে গিইছি। তা যাও না তুমি বাপের বাড়ী একবার দেখি। [স্বগত] এবার খুব কড়া হইছি।

নির্ম্মলা। যাব না ত কি! তোমার বোন বুঝি বুঝিয়েছে যে, আমি যেতে পার্ব্ব না। আর গেলেও ফিরে আসব? তা এই দেখ যাই কি না। আমার সঙ্গে রামাকে দাও, আমি কালই চলে' যাব। তুমি আন্‌তে লোক পাঠিও না বল্‌ছি। আর নিজে যদি ফিরে আসি ত আমি নীলরতন চাটুর্য্যের মেয়েই নই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন]

গোবিন্দ। আর আমি যদি আন্তে লোক পাঠাই ত আমি রামকমল মুখুর্য্যের নাতিই নই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন]

নির্ম্মলা। আঃ! দিন কতক হাড় জুড়োয়—

গোবিন্দ। আঃ! দিন কতক হাঁপ ছেড়ে বাঁচি—

নির্ম্মলা। বেশ!

গোবিন্দ। উত্তম!

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

যাক্‌!—এবার খুব রাশ কড়া টেনেছি, তবে ছিঁড়ে না যায়। দেখা যাক্‌ কি গড়ায়। যাই, স্নানাদি করিগে; কিন্তু কাজটা ভালো হলো না বোধ হচ্ছে। মোট এক বছর বিয়ে—যা হোক্‌, একবার 'বজ্রাদপি কঠোর' হ'তে হচ্ছে। তার পর না হয় আবার 'মৃদুনি কুসুমাদপি' হওয়া যাবে।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হাঁসখালিতে চূর্ণীনদীর একটি নিভৃত ঘাট।
কাল—প্রত্যূষ।

হাঁসখালির রূপসীবৃন্দ ঘাটে সমবেত,—কেহ জলে, কেহ স্থলে। তাঁহাদের আরও বিশেষ পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক.

জুঁই। সে ভাই তোদের মিছে কথা।

মল্লিকা। সত্যি, ভাই, মাথার দিব্যি!

চাঁপা। তা হবে না কেন? আজকালকার মেয়েদের ত দশাই ওই।

চামেলি। তা সে বেশ করেছে। ওর সোয়ামী ফেরার! ওকি বইসে' বইসে' বিচিলি কাটবে নাকি? এই আটটি বছর সে পোড়ার-মুখোর দেখা নেই। ও হ'ল ষোল বছরের সোমত্ত মেয়ে, ওরই দোষ দেই কেমন ক'রে বল্। [বেলাকে] হাঁ ভাই! তুই বল্‌না।

বেলা। [বিজ্ঞভাবে] তা ভাই, তা বলে' ও রকম পাড়া শুদ্ধ লোকের সঙ্গে এ কীর্ত্তি করে' বেড়ানটা মোদের কাছে ভালো ঠেকে না। গেরোস্থ ঘরের ত মেয়ে!

চাঁপা। ঢের ঢের দেখ্‌লাম এই বয়সে। কিন্তু এমন বেহায়া মেয়েমানুষ ত্রিজগতে কোথাও দেখ্‌লাম না। ওর বাপ ত ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তা এখানে এসেও কি—সেই কাণ্ড!

জুঁই। হ্যাঁ ভাই! ওর বাপ ওরে বাড়ী থেকে তাড়ালে কেন?

চাঁপা। সে এক কেলেঙ্কারি!—ওর বাপ দেখ্‌লে যে ওকে বাড়ী রাখলে কি আর জাত থাকে? তাই ওকে তার বুড়ী মামীর বাড়ী রেখে দিয়েছে—

বেলা। মামীই কি স্বীকার হয়! তবে গোলাপীর বাপ বড় মানুষ, তাকে টাকা দিয়ে স্বীকার করায়।

মল্লিকা। সেই অবধি মেয়েটা কেমন বিগ্‌ড়ে গিয়েছে।

বেলা। তা হবে না-ই বা কেন? মেয়ে মানুষ ত পাহাড়ের ওপরের ভেঁটা। রইল ত রইল! কিন্তু যদি একবার গড়ালে ত একেবারে নীচে পর্য্যন্ত না গড়িয়ে আর থামে না।

নেপথ্যে গান

চামেলি। ঐ যে গোলাপী আস্‌ছে। আবার গান হচ্ছে।

চাঁপা। ঈঃ আস্‌ছে দেখ না! মরণ আর কি! যমেও নেয় না!

জুঁই। তোরা যা বলিস্ ভাই, কিন্তু এক-বার দেখ দিখি, রূপে একবার দশ দিক আলো করে' আস্‌ছে। মুখখানি যেন গোলাপ ফুল।

মল্লিকা। ও গোলাপের মত দ্যাখ্‌তি বলে' ওর বাপ নাম রেখেছিল গোলাপী।

চামেলি। গোলাপী ঠিক আমার নাকটা পেয়েছে। ওর মা আমার কি রকম মাসী হয় কি না।

চাঁপা। যখন এখেনে এইছেল, তখন আমার সঙ্গে খুব ভাব ছেল। আমরা যখন পথ দিয়ে যেতাম, লোকে বল্‌ত যেন দুইটি পরী [মল্লিকাকে] মর্—হাস্‌ছিস—যে—

গাইতে গাইতে গোলাপীর প্রবেশ
[ভৈরোঁ—রূপক]

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বসি' মধুর সম্ভাষি'
যমুনার বাঁশী বাজে,
ঐ কানন উছলি' রাধে রাধে, বলি—
যায় চলি বন-মাঝে।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই,
অধরে মিলায় হাসি;
ঐ যমুনায় এসে, নায় এলোকেশে
নিভৃতে জ্যোছনারাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে,
উছলে যমুনা-বারি;
সখি ত্বরা করে' আয় যাই যমুনায়
হেরিতে মুরলীধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে,
জাগিল পূরবে ভাতি;
ঐ কুঞ্জে গীত উঠে, কুঞ্জে ফুল ফুটে—
সখিরে পোহাল রাতি।

গোলাপী। কি! ফুলের কুঁড়ি সব। ঘাটে যে বাগান বসিইছিস্ লা। কিলো চাঁপা, মুখ-খান ভার ক'রে রইছিস্ কেন?

চাঁপা। নে তোর আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না।

গোলাপী। কেন কি হয়েছে? এ বয়সে রঙ্গ কর্ব্ব না ত কি তোর মত যৌবন পেরিয়ে গেলে রঙ্গ কর্ব্ব না কি? [পাঠক বুঝিয়াছেন বোধ হয় যে, চাঁপা গোলাপীর উপর কেন এত অসন্তুষ্ট।]

চাঁপা। মরণ আর কি!

গোলাপী। সে ত এক দিন সকলের আছেই। আরো তার জন্যেই ত আজ যত পারো হেসে নেও। ঐ কে বলিছিল—

গীত

[মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়খেমটা]

হেসে নেও—এ দুদিন বৈ ত নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে যাবে হায়;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
এলে মলয় পবন ক দিন রয়।
আসে যায়, আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যার সে কিন্তু ফেরে নাক আর
পিয়ে নেও যত মধু তায়।
আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ;
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু দণ্ডেই সুখ;
হারায়ো না হেলায় সেটুক—
—ভাল বাস ভুলে ভাবনা ভয়।

মল্লিকা। হ্যাঁলা গোলাপী! তোর এখানে রঙ্গ কত্তে আসা না জল নিতে আসা? তোর যে বেলা আর হয় না। নাইবি? না, গান গেয়ে নেচে কুঁদে চলে' যাবি?

চাঁপা। ও কি রূপের গরবে কিছু দেখতে পাচ্ছে?

গোলাপী। বিধাতা রূপ ত আর সকলকে দেন না। যা'কে দিয়েছেন, সে একটু গরব করবে বৈ কি।

বেলা। রূপ ত পিরদীপের আলো, নিজে পোড়ে, দশ জনকে পোড়ায়। আবার তেল ফুরোলে কি বাতাস এলেই দপ করে' নিভে যায়।

গোলাপী। চাঁপার একটা সুবিধে আছে—নিভবার ভয় নেই।

চাঁপা। [বিরক্তি সহকারে] মোর নাওয়া হয়েছে—মুই উঠি।

চামেলি। র'স না, এক সাথেই উঠছি। হ্যাঁ লা গোলাপী! তোর সোয়ামীর খবর টবর কিছু পেলি?

চাঁপা। হ্যাঁ তার আবার খবর! সে পোড়ার-মুখো নিঃষংশ মরেছে।

গোলাপী। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তা'লে আমি একটা বিয়ে করি।

মল্লিকা। সে সাধ আবার কবে থেকে হ'ল?

গোলাপী। হবে না কেন? তোরা সব কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠিছিস, আর আমি এই ভরা ভর্ত্তি ভাদ্দর মাসে শুকিয়ে থাক্‌ব না কি? আমার সাধ যায় না?

মল্লিকা। মোদের চেয়ে তোর দুষ্কটা কিসের? মোরা সব নদীর মত এক এক খালের মধ্যেই চলিছি, আর তুই বিষ্টির জলের মত সবজায়গাই সমান ছড়িয়ে পড়িছিস। অমন্দটা কি?

গোলাপী। মন্দ কি কিছু? তবে কি না নদী থেকে উঠে মধ্যে মধ্যে ছাপিয়ে পড়া—আরও ভাল না? দশ জনের দশটা কথা শুন্‌তে হয় না। বিপদে আপদে একটা সোয়ামী আছে, ভয় নেই।

বেলা। গোলাপীর সঙ্গে কথায় কারু পারবার যো নেই।

গোলাপী। আর সত্যি ভাই, আমার একটা লোকের কান ধরে' খাটাতে বড় সাধ যায়। তা'লে তোরা একবার দেখ্‌তিস্ যে, সে কি রকম দিন রাত আমার পায়ের তলায় পড়ে' থাক্‌ত!

মল্লিকা। একটা সোয়ামী ছিল, তা'কেই ধ'রে রাখতি পাল্লি বড়! আবার তোর পায়ের তলায় প'ড়ে থাকবে!

গোলাপী। তখন আমার বয়স কি? আট নয় বছর বৈ ত নয়। তখন আমার হাসিতে কি মুক্তো গড়াত? না' লাথি মাল্লে অশোক ফুল ফুটত? সে এখন একবার আসুক না, দেখি সেই কত বড় আর আমিই কত বড়!

চাঁপা। তোরা ত ভাই উঠবিনে। মুই উঠি। বেলা হ'ল।

অন্য রূপসীরা। চল্ ভাই মোরাও যাই।

সকলের উত্থান

গোলাপী। যা' না। আমি কি বসে' থাকতে বলেছি? আমি এখন আধ ঘণ্টা ধরে' দাঁতে মিশি দেব। তার পর আধ ঘণ্টা ধরে' সাবান মাখব। আমার ত বাড়ীতে জুজুর ভয় নেই।

চাঁপা। মুখে আগুন! এমন হতচ্ছাড়ীকেও ওর মামী ঘরে রেখেছে গা।

[গোলাপী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

গোলাপী। আহা! কি হাওয়াটাই বচ্ছে! পোড়ারমুখীরা আমায় ত দিন রাতই গাল পাড়ছে। অথচ যে আমার এ হেন যৌবন আর রূপ বৃথাই যাচ্ছে, তা ত ওরা চখে দেখে না। কেবল দিন রাত আমার দুর্নাম রটাচ্ছে। কেন? না, আমি একটু হাসি বেশী।—তা হাসিটা আমার স্বভাব। আর সেটা ত মন্দ কাজ নয়! আর গান গাই—গাইতে জানি, তাই গাই। তার বাড়া আর ত কিছু করিনে। তা যদি দেখ্‌তিস, না হয় বল্‌তিস। তোদের মধ্যে যে কেউ কেউ স্বামী থাক্‌তেই—না, সে সব বলে' আর কাজ কি? তবে আমার সঙ্গে তোরা লাগিস্ কেন পোড়ারমুখীরা? আমি কি তোদের কারো নামে কিছু রটাতে গিইছি, না কারু পাকা ধানে মৈ দিইছি? যাক্, সে সব ভেবে কি হবে? এখন ওঠা যাক্। ঐ কে আবার এদিকে আস্‌ছে দেখছি। উঃ! আমার পানে তাকাচ্ছে দেখ, যেন পেলেই এক্ষণই টপ করে' গালে পুরে ফেলে। আঃ কি হাওয়াটাই আজ হ'চ্ছে। সাধে বলে বসন্তকাল ঋতুরাজ!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

[কালাংড়া—খেমটা]

বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয় বায়,
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ছোটে,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গায়;
হাতে ল'য়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের
নুপুর পায়—
বলে—আজি আমি রাজা, পথ ছেড়ে দাও
আজ আমায়,
না মানিলে ফুলশরে হৃদে বিঁধে চ'লে যায়।

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। গিইছিলাম মুই মা ঠাকুরুণকে রাখ্‌তি। ফিরে আস্‌তি পথে কি রতনই দেখ্‌লাম রে। ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দ্যাখিছি কিন্তু এ একেবারে মেয়ে মানুষের ট্যাক্কা। এর সাথ মোর যদি বিয়ে হয় ত মুই এর একবারে গোলাম হ'য়ে থাক্‌তাম। মেয়েটা গেল কোথা? সাঁ ক'রে তাকিয়ে সোঁ ক'রে চলে গেল। আর কি গানই গাইলে গা? যেন কুইনিনে জ্বর ছাড়লো! মেয়েটার খোঁজ নিতি হ'চ্ছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত। গোবিন্দ এক কোণে হুঁকা বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তস্থ কলিকায় ফুঁ দিতেছিলেন। চিন্তা দণ্ডায়মানা

চিন্তা। দিন কতক চোক নাক কান বুজে থাক না। দেখো, দু মাসের মধ্যেই সে ফিরে আস্‌বে।

গোবিন্দ। যখন তোর বুদ্ধিতে সুরু করেছি, তখন তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি।

চিন্তা। একটা কথা—কোন রকমে—আকার ইঙ্গিতেও তাকে জান্তে দিও না যে, তুমি তার বিরহে মনকষ্টে আছ। বরং তাকে দেখাতে হবে যে, তুমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ। নেও, এখন খেতে এস। কত বেলা হ'ল।

গোবিন্দ। যাচ্ছিখুনি, তুই বাড়ীর ভিতর যা এখন। [চিন্তার প্রস্থান] খাচ্ছি ত দিন রাতই। বোন নইলে কেউ খাওয়াতে জানে না। দিন রাত ঘি, আর দুধ; তাই শরীরটিও দিন দিন গোলাকৃতি হচ্ছে।—এ আবার আসে কে?

ইন্দুভূষণের প্রবেশ

—এ যে ইন্দু যে! বলি কোত্থেকে? সব ভালো ত? আমার সম্বন্ধী—অর্থাৎ ভগিনীপতি বিধুর শরীর ভালো? তার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হই নি। তোমার সঙ্গেও—হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা—তোমার সঙ্গে যে আমার ডবল সম্বন্ধ হয়েছে হে। ওদিকে তুমি আমার ভগিনীপতির ভাই, আবার এ দিকে তুমি আমার শালী চপলাকে বিয়ে করেছ। এঃ! তোমাকে যে আমার মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে হে—এস এস—[ব্যস্তভাবে]

ইন্দু। এই আমি শ্বশুরালয় অভিমুখে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে' যাই।

গোবিন্দ। বেশ! বেশ! ভালোই করেছ। বোস বোস, তামাক।—হ্যাঁ! তামাক খাওনা? বল কি?

ইন্দু। আপনার বাড়ীর সব মঙ্গল? [উপবেশন]

গোবিন্দ। হ্যাঁ মঙ্গল। আমার গৃহিণী এখন তাঁর বাপের বাড়ীতে, তা জানো বোধ হয়?

ইন্দু। কেন হঠাৎ বাপের বাড়ীতে?

গোবিন্দ। [স্বগত] কি বলি [প্রকাশ্যে] কেন মেয়েকে কি তার বাপের বাড়ীতে যেতে নেই? আর সত্যি কথাটা কি জানো,—বোলো না যেন তাকে গিয়ে,—বেঁচেছি দিন কতক! স্ত্রীদের মধ্যে মধ্যে তাদের বাপের বাড়ীতে না পাঠালে পেরে ওঠা যায় না। রাম যে সীতাকে কেন বনবাস দিয়েছিলেন, তা আমি এখন কতক বুঝতে পাচ্ছি।

ইন্দু। তবে আপনি তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহ কল্লেন কেন?

গোবিন্দ। [কলিকাতে সজোরে ফুঁ দিতে দিতে] কুগ্রহ!—এই রামা!—গ্রহেতে পড়ে' কত লোকে কত রকম করে' উচ্ছন্ন যায়, আমি বিয়ে করে' উচ্ছন্ন গিইছি। কোত্থেকে বার বছরের বোলে এক মহিষমর্দ্দিনী ষোড়শী নিয়ে এলাম! আরও আগে দুবার বিয়ে করিছি—কিন্তু এমন জবরদস্ত গুরুমশায় স্ত্রী আর পূর্ব্বে কখন দেখিনি!—কথাগুলো যেন তা'কে বোলো না।—বাবা! সংযম আর কি শিক্ষার মাঝখানেই পড়েছিলাম। সকল রকম সৎ নেশা, আর সকল রকম সৎ স্ফূর্ত্তি জীবন থেকে জমা খরচ কাটতে হইছিল।

ইন্দু। কেন?

গোবিন্দ। নইলে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র। আরে! নবোঢ়া ষোড়শীর অশ্রুবিন্দু মোচন করবার জন্য কোন রসিক যুবা পুরুষ—এ্যাঁ—তা সে যুবাই হোক—আর প্রৌঢ়ই হোক—শুধু রসিকতার খাতিরে তার ডান হাতখান কেটে ফেলতে না পারে? কিন্তু সহিষ্ণুতার যে একটা সীমা আছে, তা আমি এত দিন কোন নবোঢ়াকে সম্যক্. হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে দেখিনি। [ধূমপান]

ইন্দু। সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতে আমার বেশ মেলে।

গোবিন্দ। তাও ত বটে। তুমিও নতুন বিয়ে করেছ কি না। কেমন ঠিক্ না। হাঃ হাঃ হাঃ!—হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী চপলাকে আমি কখন যে দেখিছি, তা মনে হয় না।

ইন্দু। [স্বগত] ছোটটিকে দেখ্‌লে কি বড়টিকে বিয়ে কর্ত্তেন? [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ, সে এত দিন কলকাতার ইস্কুলে পড়ত কি না।

গোবিন্দ। তাও বটে। পাশ-টাশও করেচে শুনিছি।

ইন্দু। হ্যাঁ, গতবার ফার্ষ্ট আর্টস্ পাশ করেছে! তা তাঁর আর কিছু শেখা হোক না হোক, জ্যেঠামিটা বিলক্ষণ শিখেছেন।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ!—পাশ-করা মেয়ে-মানুষগুলো ঐ রকমই হয়। হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর কাল চিঠি পেলাম যে, চপলা আমার একখানা 'ফটো' চেয়েছে' আমি এখানকার ছবিওয়ালা শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্যকে ডাক্‌তে পাঠিইছি। তার এখনই আস্‌বার কথা আছে।—কিছু জলখাবার আন্‌তে দিতে হচ্ছে।—বড় ক্ষিধে পেয়েছে। কি রেটে গজিইছি, দেখ্‌ছ বোধ হয়। আমার স্ত্রী বোধ হয় ভেবেছেন যে, তাঁর বিরহে আমি একেবারে শীতকালের পদ্মার মত শুকিয়ে যাব। তা যে যাইনি, তা এ 'ফটো' পেলেই দেখতে পাবেন। তুমি এসবগুলো তাকে বোলো না যেন!—তুমি শীগ্‌গির স্নানাদি কর। আমার স্নান হয়েছে। কাপড় দিতে হবে বটে'—এই রামা, রামা'—বেটা ঘুমিয়েছে। বেটা কেবল ঘুমোয়। তোমার এখন দুদিন যাওয়া হচ্ছে না। দিন ১০।১৫ থেকে যেতে হবে।—এই রামা! ওরে বেটা কুড়ের সর্দ্দার হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া শুওর গাধা নচ্ছার!

চক্ষু মুছিতে মুছিতে রামকান্তের প্রবেশ

গোবিন্দ। বেটাকে গাল না দিলে উত্তর দেয় না। ঘুমোচ্ছিলি বুঝি?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। এজ্ঞে!—বেটার বল্‌তে লজ্জা করে না?—বেটা আহাম্মক বেহায়া পাজি।

রাম। [গমনোদ্যত]

গোবিন্দ। বেটা, যাস্ যে! যাচ্ছিস্ কোথা?

রাম। আপনি তেতক্ষণ গাল দাও, মুই আর একটু ঘুমিয়ে নেই। কাল রাতে ভালো ঘুম হইনি, ভারি মশা।

গোবিন্দ। বেটার আস্পর্দ্ধা দেখ!—ঘুম হই নি! বেটা নবাব। নিশ্চয় বেটা গুলি খায়। গুলি খাস্ না?

রাম। এজ্ঞে!

গোবিন্দ। আবার বলে এজ্ঞে! বেটা যদিই

যা খাস্, তা আমার সম্মুখে স্বীকার কর্ত্তে লজ্জা করে না? সটাং বল্লি এজ্ঞে!

রাম। তা মুনিবের সাম্‌নে কি মিথ্যে কইতে পারি।

গোবিন্দ। উঃ! বেটা ত ভারি সত্যবাদী। শোন্, একটা কাজ কর্। পার্ব্বি?—হাই তুলছিস্ যে!—পার্ব্বি?

রাম। এজ্ঞে, না।

গোবিন্দ। আবার বলে 'না!' কাজ পার্ব্বিনে ত আছিস্ কি জন্যে? বেটা গুলি-খোর! দেখাচ্ছি মজা। লাঠিগাছটা গেল কোথায়?

রাম। এজ্ঞে কি কর্ত্তে হবে বলেন না।

গোবিন্দ। বেটাকে লাঠির ভয় না দেখালে বেটা কি কোনমতেই কাজ কর্ত্তে চাইবে? শোন্, শীগ্‌গির যা, আট পয়সার খুব ভালো কচুরি, আট পয়সার সিঙাড়া, দশ পয়সার সন্দেশ, আট পয়সার বঁদে, আর পাস্ যদি এক পোয়া সরভাজা নিয়ে আয়। আগে এঁর স্নান কর্ব্বার সব উদ্যোগ করে' দে। ভালো ফুলল তেল দে। কাপড় দে। দেখছিস নে, আমার ভায়রাভাই এসেছে? আবার বেটা হাঁ করে' দেখিস্ কি! শীগ্‌গীর যা। কাপড় তেল দিয়েই দৌড়ে এই পাশের দোকানে যা, আর দৌড়ে আস্‌বি—যেন এখেনেই ছিলি। যা—

রাম। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] যদি পাশের দোকানে ভাল সন্দেশ না পাওয়া যায়?

গোবিন্দ। তা'লে খুব দূরের একটা দোকান থেকে, খারাপ সন্দেশ নিয়ে আস্‌বি। যা রোজই করে' থাকিস্।

রাম। পচা নার্কলে আন্‌ব?

গোবিন্দ। পচা নার্কলে" আন্‌বি কি রে। যা ভালো পাস। যা দৌড়ে, ভারি ক্ষিধে পেয়েছে।

রাম। ভালো খারাপ সন্দেশ মুই কম্‌নে পাব?

গোবিন্দ। ভারি বদমায়েস চাকর! তোকে ভালো খারাপ সন্দেশ আন্তে কে বল্লে! যা ভালো পাস নিয়ে আস্‌বি।

রাম। আপনি এই বল্লে খারাপ সন্দেশ নিয়ে আয়, আব্বুর এই বলো যে, যা ভাল পাস্ নিয়ে আয়!

গোবিন্দ। আরে মোলো। এ আবার জেরা আরম্ভ কল্লে! যা বল্‌ছি—যা শীঘ্যির, নইলে ভালো হবে না। লাঠিগাছটা গেল কোথা?

লাঠি লইয়া পশ্চাদ্ধাবন ও রামকান্তের পলায়ন

গোবিন্দ। [পুনরুপবেশন করিয়া সকাতরে] চাকর-বাকর মানে না।

ইন্দু। তাই দেখছি। আপনি যে 'নাই দেন।

গোবিন্দ। ওদের নিয়ে কি করি, ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। গৃহিণী গিয়ে অবধি—ঐ যে কি সব বাক্সফাক্স নিয়ে বোধ হয় ছবি-ওয়ালা আসছে। এঃ, এত বেলায়! তা যাও তুমি স্নান করে' নেও, আমি ততক্ষণ ছবি তুলে নেই। বেলা হয়েছে; একে ক্ষুধাতিশয্য, তাতে আবার খানিক ভোগান। "গন্ডস্য উপরি পিন্ডকঃ!" যাও শীঘ্যির, স্নান করে' নেও।

ইন্দুভূষণের প্রস্থান ও ছবিওয়ালার প্রবেশ

গোবিন্দ। এই যে আসুন আসুন, বসুন।

ছবিওয়ালা। আপনি কাল ডেকে পাঠিয়ে-ছিলেন, তাই এলাম।

গোবিন্দ। বেশ করেছেন। এই রামা—না, সে ত বাজারে গিয়েছে—কে আছিস্ তামাক নিয়ে আয়—ও ঝি, ঝি।

ছবিওয়ালা। না না ম'শায়! আমি দেরি কর্ত্তে পার্ব্বো না। এক্ষণই রাজবাড়ী যেতে হবে। বেলা কর্ত্তে পার্ব্বো না।

গোবিন্দ। একটু বসুনই না।

ছবি। না না, আপনি শীঘ্যির ঠিক ঠাক্ করে' নেন।—[যন্ত্র ঠিক করিতে করিতে] আপনার এখানে ভালো চেয়ার আছে—নেই? তা দাঁড়িয়েই বেশ হবে'খন।

গোবিন্দ। কেন, ফরাসে বোসে?

ছবি। ফরাসে বোসে কি ফটো তোলা যায়? আপনারা ত এ বিষয়ে কিছুই জানেন না! যা বলি শুনুন! রসুন—আমি পেছনের কাপড়খানা টাঙিয়ে দেই [কথাবৎ কার্য্য] আপনি এই জায়গায় দাঁড়ান! আপনি কি এই রকম খালি গায়ে চেহারা নেবেন? তা বেশ, আপনার ইচ্ছা।

রামকান্তের জলখাবার লইয়া প্রবেশ

গোবিন্দ। এই যে! এতক্ষণ দেরী!

[রামকান্তের প্রস্থান।

মহাশয়! একটু অপেক্ষা কর্লে হয় না। জল-খাবারটা এয়েছে, খেয়ে নিই। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ছবি। না না, রৌদ্র চ'ড়ে গেলে ভাল চেহারা উঠ্‌বে না!

গোবিন্দ। তবে নাচার! [জলখাবারের প্রতি বিষণ্ণভাবে দৃষ্টি]

ছবি। ভয় কি? আপনার জলখাবার ত—কেউ এখেন থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না! [গোবিন্দকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া] রসুন, আমি একবার দেখে নিই [যন্ত্র ঠিক করিতে ব্যস্ত] অত ফাঁক করে' নয়। না না, কাছা-কাছিও নয়। হাঁ, এই বাঁ হাতটা কোমরে কেন? আপনি ত নাচ্‌তে যাচ্ছেন না?

গোবিন্দ। নাচ্‌তে হবে না বুঝি?

ছবি। না!—বাঁ হাতটা ওরকম ঝুল্‌লে চল্‌বে না। না না, পিছন দিকে নয়! ও কি! বাঁ হাতটা ভুঁড়ির উপর রাখ্‌লেন যে! লোকে ভাব্‌বে, আপনার উদরাময় হয়েছে, তাই পেটটা চেপে ধরেছেন।

গোবিন্দ। পেটে উদরাময় না হোক, বিরহানল হয়েছে।

ছবি। [সবিস্ময়ে] পেটে বিরহানল!

গোবিন্দ। আমার বিরহানল পেটেই জ্বলে থাকে।

ছবি। বটে [ফোকস্‌ করিতে ব্যস্ত] ও কি? বাঁ হাতটা ফের পেছনে কেন? আবার সম্মুখ দিকে ঝুলিয়ে রাখলেন? না না, ঝুল্‌লে চল্‌বে না। হাঃ হাঃ হাঃ! বাঁ হাতটা শেষে বুঝি মাথায় দিলেন? হাঃ হাঃ হাঃ!

গোবিন্দ। তবে কি হাতটাকে কেটে ফেলতে বলেন? হাতটা রাখি কোথা? এক জায়গায় ত রাখ্‌তে হবে।

ছবি। তাও ত বটে! আচ্ছা রসুন। এই থামটা ধ'রে দাঁড়ান দেখি। এ—এ—এইবার বেশ হয়েছে। আর ডান হাতটা কোথায় রাখ্‌বেন?

গোবিন্দ। আমিও তাই ভাব্‌ছি। এদিকে ত কাছে থাম নেই। আপনাকে ধ'রে দাঁড়াব নাকি?

ছবি। না না। তা কি হয়! আমি যে ছবি তুল্‌ব। আপনার ডান হাতে একগাছ ছড়ি নিতে পারেন ত।

গোবিন্দ। যদি কিছু নিতেই হয়, তবে ঐ সন্দেশের রেকাবিটা নেই না কেন? কিংবা রেকাবিটা নেই বাঁ হাতে, আর ডান হাতে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেতে সুরু করি।

ছবি। সে কি রকম?

গোবিন্দ। এই—আমি সন্দেশ খাই, আর আপনি ছবি তুলুন। দুই কাজই একসঙ্গে হয়ে যায়। আর হাত দুটোরও যা হয় এক রকম সদ্গতি হয়।

ছবি। [সন্দিগ্ধভাবে] সে ভালো দেখাবে না।

গোবিন্দ। বেশ দেখাবে। আর আমার ইচ্ছে যে, ঐরকম করে' চেহারা তুলি। আপনার ত তাতে কোন ক্ষতি নেই।—

ছবি। আপনি ত আচ্ছা লোক দেখ্‌ছি। তা নেন। আপনার যেমন মর্জ্জি,—রেকাবিটা বাঁ হাতে এমনি করে' ধরুন। ডান হাতে সন্দেশটা তুলুন দেখি।

গোবিন্দ। "কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্‌? তেন হি অয়ং সুগৃহীতো জলঃ"—[সন্দেশভক্ষণ]

ছবি। [যন্ত্রমধ্য হইতে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে] তাই বলে' আপনি সত্যিই সন্দেশ খেতে সুরু কর্ব্বেন না। সন্দেশটা মুখে তুলছেন, এই মাত্র কর্ত্তে পারেন। মুখ নড়লে চেহারা উঠ্‌বে না। আপনারা এ সব জানেন না, যা বলি, তা করুন। রসুন, আপনার মাথাটা, ঠিক করে' নেই। মাথাটা তুলুন দেখি—অত উঁচু নয়, অত নীচু কেন? একেবারে যে হেঁট হয়ে পড়লেন। না না, অত সোজা না। মাথাটা ডান দিকে বেঁকাচ্ছেন কেন?—না না, বাঁ দিকেও নয়। এঃ! আপনার মাথাটা নিয়ে কি করি ভেবে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনে।

গোবিন্দ। কেন? মাথাটা কেটে ফেল্লে হয় না?

ছবি। আরে মশায়, বলেন কি! মাথা কেটে চেহারা নেব কিসের?

গোবিন্দ। কেন? ভুঁড়ির। ঐ

জন্যেই ত চেহারা তোলা; মাথা কেটে ফেল্লে চেহারা তোলার কোন বিঘ্ন হবে না।

ছবি। না না, তাও কি হয়। মাথা কেটে ফেলে কারুর চেহারা আমি এত দিন নিই নি। আর তা পার্ব্বোও না! ও কি! পেছন ফির্লেন কেন?

গোবিন্দ। [বিরক্তিসহকারে] তবে মাথাটা নিয়ে আমি কি কর্ব্ব বলুন না? উঁচু নয়, নীচু নয়, সোজা নয়, বেঁকা নয়, পেছনেও ফির্ব্বো না, তাই ত বল্‌ছিলাম যে, মাথাটা কেটে ফেল্লে সব আপদ চুকে যায়।

ছবি। ব্যস্ত হবেন না! ঠিক করে' দিচ্ছি [মাথাটা ধরিয়া ঠিক করিয়া] এ—এই বাঃ। বেশ হয়েছে। একটু হাসুন দেখি। অত হাস্‌লে চল্‌বে কেন? দাঁত বের কর্ব্বেন না। অত গম্ভীর হলেন যে?

গোবিন্দ। তবে কি করব? হাস্‌ব অথচ দাঁত বের কর্ব্ব না? আজ আমি ভারি জ্বালায় পড়েছি দেখ্‌ছি।

ছবি। [চিন্তা করিয়া] "আচ্ছা, একটা কোন বেশ আনন্দের কথা মনে করুন দিখি। হাঁ এইবার বেশ হয়েছে। কি মনে করেছেন বলুন দিখি।

গোবিন্দ। আমার গৃহিণীর হস্তে সম্মার্জ্জনীর কথাটা ভাবছি।

ছবি। [ফোকস্‌ করিতে করিতে] সেটা আপনার পক্ষে খুব আনন্দের কথা হ'ল! আমাদের পক্ষে ত সেটা তত আমোদের বোধ হয় না।

গোবিন্দ। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। আমার স্ত্রীর মত আপনার যদি সম্মার্জ্জনীসঞ্চালন-সুদক্ষা, লম্বা চৌড়া, স্থূলমধ্যাঙ্গ, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী থাক্‌তো ত আপনারও তাঁর হস্তে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত ও অতি উপাদেয় বোধ হ'ত—মশায়, কথাগুলো ফটোতে উঠ্‌বে না ত? তাঁর কাছেই ছবি যাবে।

ছবি। না না, ভয় পান কেন? নেন, একটা সন্দেশ ডান হাতে তুলুন। নড়বেন না। ঐ রকমই রাখুন। মুখটা সন্দেশের দিকে একটু সস্নেহভাবে—হ্যাঁ, বাঁ হাতে রেকাবিটা এই রকম। আর একটু হাসি হাসি মুখ করুন দিখি। হ্যাঁ, হাতটা আর একটু—এই। ডান পাটা এই রকম। নড়্‌বেন না। বেশ হয়েছে। স্থির থাকুন। নড়্‌বেন না। [যন্ত্রের মুখের ঢাকনি খুলিয়া বন্ধ করিলেন] ব্যস্, হয়ে গিয়েছে! এখন আপনি সন্দেশ খেতে পারেন। দিন দশেকের ভেতরে আপনার চেহারা পাবেন। [যন্ত্র গুছাইতে গুছাইতে] যদি ভালো না উঠে থাকে ত আর এক দিন এসে নিয়ে যাব। তবে আমি এখন যাই।

[যন্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাপ্! যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। [উপবেশন] প্রিয়া আমার চেহারা পেলে কি খুসীই হবেন! আঃ খাওয়া যাক্। এই রামা। এক গেলাস জল নিয়ে আয় শীঘ্যির।

ইন্দুভূষণের প্রবেশ

গোবিন্দ। কি ইন্দু! স্নান হলো? এস, একটু জলযোগ করা যাক্। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধ'রে গিয়েছে। আঃ [উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত] 'বাপ্‌রে, পেটে কি বিরহই জ্বলেছে। খাও না।

[ঝিঁঝিট—আড়া]

তোমারই বিরহে সই রে
দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু
[আর] ঘুম পেলেই ঘুমোই।
কি বল্‌ব আর—পরিত্যাগ
[এখন] একেবারে চিঁড়ে দই—
রোচে না ক মুখে কিছু
[আর] পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।
এখন সকালবেলা উঠে তাই,
হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দুখান সরপুরি—
[আর] দুঃখের কথা কারে কই?
দুঃখের বারিধির আমার
কোন মতেই পাইনে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি
[আমার] ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!
[এখন] বিকেলটা যদি হায়
সর্ব্বং খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন
প্রাণটা আর বাঁচে কৈ?
কে যেন সদাই এ প্রাণের
পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—

[তাই] রাতে দু চার এয়ার ডেকে
[এ দারুণ] বিরহের বোঝা বই।
[এখন] ভাবি ও বিধুবয়ানে
ঘুম আসে না নয়ানে,
রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন
চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে
[আমি] তোমা বই আর কারো নই।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—হুগলীর একটি ঘাটের সমীপবর্ত্তী পানের দোকান। কাল—গোধূলি।

গোলাপী একাকিনী বসিয়া পান সাজিতে সাজিতে গান গাহিতেছিল

[সুর মিশ্র—খেমটা]

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠ্‌কে হিঁয়া নিরিবিলি;
রহা এতো দিন জীয়া—তুম্‌ বেকুফ নেহাইৎ—
ইসি খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ!
দুনিয়া পর আ' কর্‌ তভ্‌ কোন্‌ কাম?
অ্যারে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ!
আরে রাম! রাম! রাম!
ইস্‌নে থোড়াসে গুয়া আওর চুণা খুস্‌ বো;
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
বে ফয়দা জান যো ইসি খিলি নেই খায়,
আরে ৎ! ৎ! ৎ! আরে হায়! হায়!

গোলাপী। এঃ! ভারি মেঘ করে' এল যে। আজ আর আমার পান কিন্তে কেউ আস্‌ছে না। খিলি বিক্রি করে' কি আমার চলে? মামীটা দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। বলে—এমন স্বভাব-চরিত্তিরের মেয়ে সে বাড়ীতে রাখতে পারে না। নিশ্চয় সেই পোড়ামুখী চাঁপার এই কাজ। সে মামীর কাছে আমার নামে দিবারাত্তিরই লাগাচ্ছিল কি না! যদি বিদেশে এলাম চাকরি কর্ত্তে, তা ছাই চাকরিই কি জুট্‌লো! একটা বাড়ীতে যদিই বা কত চেষ্টা-চরিত্তির করে' ঢুকলাম ত তারাও দিলে তাড়িয়ে। কেন না, গিন্নি এক দিন শুন্‌লেন যে, আমি গান গাচ্ছি, আর কার সঙ্গে কবে একটু হেসে কথা কইছি,—সত্যি কথাটা—তাঁর কর্ত্তাটিই এক দিন আমার সঙ্গে একটু বেশী রসিকতা কর্ত্তে গিইছিলেন, গিন্নী তা টের পেইছিলেন। থাক্‌—অদৃষ্টে যা আছে, তা হবে। এঃ! আবার বৃষ্টি নাম্‌ল দেখছি, কি করি?—এখন পানের দোকান খুলিছি, পরে আরো কি কর্ত্তে হবে কে জানে! ঈশ্বর জীবনটা দিইছিলেন, সেটা সৎ কি অসৎ যে উপায়েই হোক, রাখতে ত হবে। বাঃ! এ আবার কে আসে। মাথায় পাগড়ি, পরণে শাড়ীই বোধ হচ্ছে, আবার পায়ে জুতো। মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ বোঝা যাচ্ছে না!

চপলার প্রবেশ

চপলা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বৃষ্টি। এই জায়গায় একটুখানি অপেক্ষা করে' নেই—বৃষ্টিটা থামুক। একটা স্ত্রীলোক দেখছি এক কোণে বসে' রয়েছে। এর সঙ্গে ভাব করে নেওয়া যাক। [প্রকাশ্যে] দেখ মেয়েমানুষটি! তোমার সঙ্গে আমার ভারি ভাব।

গোলাপী। তা ত হবেই! দরকার পড়লে সকলেই ভাব কর্ত্তে আসে। আবার দরকার শেষ হয়ে গেলে একেবারে ভুলেও যায়। বাইরে বৃষ্টি কি না, তা এখন আমার সঙ্গে ভাব বৈ কি!

চপলা। [স্বগত] স্ত্রীলোকটি মুখরা [প্রকাশ্যে] কেন, আমার সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমার আপত্তি আছে?

গোলাপী। সে তুমি মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ, না জানলে বলি কেমন করে?

চপলা। কেন, সেটা কি এখনো ঠিক করে' উঠতে পার নি?

গোলাপী। কৈ আর পেরেছি? শাড়ী-পরা পুরুষমানুষ আমি এত দিন পর্য্যন্ত দেখি নি। আবার জুতো পায় দেওয়া আর মাথায় পাগড়ি পরা মেয়েমানুষ দেখাও আমার ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত ঘটে' ওঠে নি।

চপলা। [স্বগত] আবার রসিকা [প্রকাশ্যে] এ রকম পোষাক দেখনি? এ নব্যাদের পোষাক। আমি এক জন নব্যা।

গোলাপী। নব্যা পুরুষ না নব্যা স্ত্রীলোক?

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! নব্যা পুরুষ! আকা-রান্ত শব্দ কখন পুরুষ হয়?

গোলাপী। হবে না কেন? বাবা মামা দাদা কাকা সবই ত আকারান্ত, আর তাঁরা পুরুষ বলেই ত আমার এত দিন জ্ঞান আছে।

চপলা। [স্বগত] আবার কতক শিক্ষিতা।

[প্রকাশ্যে] তা বটে, কিন্তু ওগুলো ত সংস্কৃত শব্দ নয়! তা যা হোক, তোমার বাবা দাদা কি কাকা কেউ নেই?

গোলাপী। আছে শুন্‌তে পাই।

চপলা। কেন? তারা তোমার খোঁজ নেয় না?

গোলাপী। নেয় কি না নেয়, তোমার তা জেনে দরকার আছে বল্‌তে পার?

চপলা। আহা, চট কেন?

গোলাপী। [কতক মোলায়েম] সমস্ত দিনটা চাকরির ধান্ধায় ঘুরে কিছু হলো না, ইতে মেজাজটা কি খেজুর গুড়ের কলসী হয়ে থাকবে?

চপলা। তুমি চাকরি কর্ব্বে না কি?

গোলাপী। পেলেই করি।—পাই কই?

চপলা। তুমি কি কাজ জানো?

গোলাপী। এই নাচ্‌তে জানি, গাইতে জানি। কিছু কিছু লেখাপড়াও জানি, পাড়া-গাঁয়ে পাঠশালায় পড়েছিলাম, তার পর বাড়ী ব'সেও পড়িছি। অন্য কাজের মধ্যে ছোট-খাট সব কাজ কর্ত্তে পারি,—যেমন চিঠিখান ডাকে দেওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা, —এই রকম ছোট-খাট কাজ।

চপলা। তবে বেশ হয়েছে। আমি ঠিক ঐ রকম লোক একটা খুঁজছিলাম। আমি সম্প্রতি স্বামীর বাড়ী যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে?

গোলাপী। তা—তা রাখ্‌লেই থাকি।

চপলা। আমার কাছে তোমার বড় কাজ কর্ত্তে হবে না। আসল কাজের মধ্যে আমাকে বেশ ভাল মেজাজে রাখা।

গোলাপী। [লজ্জিতভাবে] তা থাকব, তবে মাইনেটা—

চপলা। সে ঠিক করে' দেব। দেখ, কাল সকালে তুমি আমাদের বাড়ীতে যেও। আমার নাম চপলা। আমি এখানে এখন আমার বাপের বাড়ীতে আছি: সে বাড়ী কোথায় জানো? বড়বাজারে চাটুর্য্যেদের বাড়ী বল্লে সকলেই চিনিয়ে দেবে। আমার বাপ নীলতরন চাটুর্য্যে, এখানকার জমিদার। বৃষ্টি থেমেছে। আমি যাই। [গমনোদ্যত] বড়বাজারে বাবু নীলরতন চাটুর্য্যের বাড়ী, মনে থাক্‌বে?

গোলাপী। [সসম্ভ্রমে উঠিয়া] হ্যাঁ, থাকবে।

চপলা। আচ্ছা। কাল সকালে দেখতে পাবে যে, আমি নিজের দরকার শেষ হ'লেই ভুলে যাইনে।

[প্রস্থান।

গালাপী। এরেই বলে কপাল। পড়তে না পড়তে উঠিছি। এখন প্রদীপ জ্বালা যাক্।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হুগলীতে নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহান্তঃপুরের ছাদ। কাল—সন্ধ্যা।

চপলা, নির্ম্মলা ও ভট্টপল্লী হইতে আগতা তাঁহার বন্ধুদ্বয় দামিনী ও যামিনী আসীনা

দামিনী। আহা, এই সৌধচূড়ার কি শোভা!

যামিনী। আহা!

দামিনী। উপরে নির্ম্মুক্ত- সান্ধ্য নীলা-কাশ।

যামিনী। পদতলে মুঞ্জরিতকিশলয়দল-শ্যামলা ধরিত্রী।

দামিনী। আহা, কি মধুরই বা মলয়-পবন।

গীত

[আলেয়া—ঝাঁপতাল]

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে,
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে—
না জানি কেন এত সুধা মলয়-বাতাসে,
কি সুখে ধরা ফুলভরা এত হাসি হাসে,
প্রেমের কথা পবন সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভরে' কারে ভালোবাসে।

যামিনী। আর কোকিলকূজনই বা কি মধুর।

গীত

[গৌড়-সারং—ঝাঁপতাল]

কি জানি কেন কোয়েলা গায় এত মধুর গানে।
ও কুহু কুহু, কুহুর তান শিখিল্‌ কোন্‌খানে!
কত যে নব মিলনকথা, কত দীর্ঘ বিরহব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কুহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বুঝি "এসেছি আমি ওগো এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় লয়ে স্বর্গ হ'তে নামি,

সঙ্গে লয়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধভরা,
সঙ্গে লয়ে মলয়মধু তব সন্নিধানে।
মধুরতর মিলন-গাথা গেয়েছে কবি শত;
গায়নি কেহ বিরহগান পাখী রে তোরই মত।
—কি অনুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেদনাময়,
—ও কুহু তাই আকুল করে বিরহিজন-প্রাণে।

দামিনী। অ হ হ! [গদগদভাবে অবস্থিতি।]

যামিনী। সখি রে! [তদ্বৎ]

নির্ম্মলা। [চপলাকে] তুমি একটা গাও না সহচরী!

যামিনী। হাঁ হাঁ—একটা বসন্তবিষয়ক।

নির্ম্মলা। ওর গলা আছে বেশ, তবে গান বড় শিখিনি।

দামিনী। একটি গাও স্বজনি।

যামিনী। হাঁ, একটি বসন্তবর্ণনা জানো?

চপলা। জানি বৈ কি। তবে বর্ণনাটি আপনাদের মনোমত হবে কি না বল্‌তে পারি নে!

দামিনী। [ভাবী গানের রসাস্বাদন করিতে-করিতে] আহা!

চপলা। আচ্ছা গাই। বর্ণনাটি কিন্তু একটু মারাত্মক।

গীত

[বসন্ত—একতালা]

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্
বুঝি শিশির হইল অন্ত,
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার—
সখি রে এল বসন্ত।

দামিনী। বাঃ, বেশ। আরম্ভটি খাসা। বসন্ত রাগ দেখ্‌ছি।

যামিনী। সুন্দর! তবে 'টেঁকা' কথাটা—

চপলা। শুনে যান, আরও আছে।

গীত

বহিছে মলয় আকুলি, বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি
এ সময় তাই বিরহিণীগুলি
—কেমনে রবে জীবন্ত।

দামিনী। বসন্তে বিরহ শাস্ত্রসিদ্ধ। তবে রাস্তায় ধূলো ওড়ার উল্লেখ না কল্লেও চল্‌ত।

যামিনী। অন্ততঃ কোন কবি আজ পর্য্যন্ত সেটা করেন নি।

চপলা। কিন্তু কথাটা সত্য কি না?

গীত

ঝর্ ঝর্ ঝর্ কুলু কুলু কুলু কুলু
বহে ঘাম সব গাত্রে—
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায়
শন্‌শনে মশা রাত্রে—

দামিনী। বসন্তে ঘাম বহার কথা কালিদাসের ঋতুসংহারে ত নেই।

যামিনী। আর কোকিল ভ্রমর এ সব থাক্‌তে মশা আর মাছির কথা আনাটা কি ভালো হয়েছে সখি?

চপলা। ভ্রমর ও কোকিল আস্‌ছে। ব্যস্ত হবেন না।

গীত

ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু,
গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচিনে বাঁচিনে উহু উহু উহু—হি হি
হু হু হা হা হন্ত।

দামিনী। এটুকু মন্দ নয়।

যামিনী। হ্যাঁ, তবে ভাষাটা একটু উচ্ছৃঙ্খল।

চপলা। শুনে যান না; শোনার পর সমালোচনা কর্ব্বেন।

গীত

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে
আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি
গুড় দিয়ে রাঁধ্ অম্বল।

[দামিনী ও যামিনীর সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত।]

স্মরণে যে ধারা বহে—রসনায়
কি করি কি করি বাঁচা হ'ল দায়,
ভাঁড়ার ঘরটা আর তবে আয়
করে' আসি লো তদন্ত।

দামিনী। বসন্তবর্ণনাটি উত্তম নয়।

যামিনী। নাঃ—এ সব সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

চপলা। কিন্তু স্বভাবসঙ্গত।

গীত

দেখ সখি দেখ বাজারেতে
বুঝি ঘি দুধ হইল সস্তা;
কিনে আন্ খেয়ে লঘু করে' নেই
বিরহের ভারি বস্তা।

দামিনী। সখি সখি!

যামিনী। এ কি? এ যে অলঙ্কার-শাস্ত্রকে বধ করা!

চপলা। [কর্ণপাত না করিয়া গাহিয়া চলিলেন।]

হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে, খেয়ে নিয়ে
শুই বিরহশয়নে,
পড়ি গো অর্দ্ধ-মুদিত-নয়নে
গোলেবকাওলি গ্রন্থ।

দামিনী। সখি, থাক্ আর গাইতে হবে না।

যামিনী। হাঁ, আর কাজ নাই। ক্ষান্ত হও।

চপলা। আর এক কলি মাত্র আছে।

গীত

নিয়ে আয় সখি বরফ—নহিলে মরি
এ মলয়-বাতাসে.
নিয়ে আয় পাখা—এল নাক পতি
আজ যে মাসের ২৭এ—
নিয়ে আয় পান তাস আন্ ছাই—
বিরহের এত জ্বালা—মরে' যাই।
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস, লো ভাই
বাহির করিয়ে দন্ত।

দামিনী। এ গান বসন্তের অবমাননা।

যামিনী। বিরহের অপবাদ।

চপলা। [সহসা] উহু, উহু! [বক্ষে হাত দিয়া উর্দ্ধমুখে] মরি যে!—

দামিনী ও যামিনী। কি হয়েছে সখি?

চপলা। [চীৎ হইয়া পড়িয়া] ভয়ঙ্কর বিরহ সখি ভয়ঙ্কর বিরহ! শাস্ত্রে বিরহের কি কি অবস্থা আছে বল, শীগ্গির শীগ্গির সেরে নেই। আমার প্রাণকান্ত যে কখন্ এসে পড়েন ঠিক নেই।

দামিনী ও যামিনী। সমাশ্বসিহি! সমাশ্বসিহি!

চপলা। [উঠিয়া] আঃ—বাঁচলেম। কই কান্ত কই? পতি কই? বল সখি কি কর্ত্তে হবে বল—এখন আমি মূর্চ্ছা যাব? না হাস্‌ব? না কাঁদব? না সন্দেশ খাব?

গোলাপীর প্রবেশ

গোলাপী। ছোট দিদিমণি! আপনি একবার বাহিরে আসুন ত।

চপলা। কে—ডাকলে?—উঃ—গোলাপী? বরফ এনেছ?—চল—যাই—ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান।

দামিনী। তোমার ভগ্নীটি সত্যই চপলা।

যামিনী। একটু অধিক মাত্রায়।

নির্ম্মলা। ওর হাসি তামাসা ঠাট্টা করাটাই স্বভাব।

দামিনী। বসন্তের এরূপ বর্ণনা! যাকে জয়দেব বর্ণনা করেছেন—ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।

যামিনী। মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল-কূজিতকুঞ্জকুটীরে।

দামিনী। আহা! এই ত বসন্ত।

যামিনী। আহা! এই রকম বসন্তেই ত হয় বিরহ।

দামিনী। এই সময়ে তুমি তোমার প্রাণ-পতিকে ছেড়ে আছ কেমন করে' সখি?

যামিনী। সত্য, সহচরি!

হাসিতে হাসিতে চপলার প্রবেশ

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ—

নির্ম্মলা। [চমকিয়া] কি লা?

চপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—

নির্ম্মলা। হাসিস্ কেন চপলা?

চপলা। হোঃ হোঃ হোঃ—

নির্ম্মলা। হেসে যে গড়িয়ে পড়লি। হয়েছে কি?

চপলা। ফিরিছে।

নির্ম্মলা। কে?

চপলা। মিন্সে।

নির্ম্মলা। কোন্ মিন্সে।

চপলা। স্ত্রীলোকের আবার ক'টা করে' মিন্সে থাকে! সেই মিন্সে—সাধু ভাষায় মনুষ্য. যে আমাকে বিয়ে করে'—সাধু ভাষায় পাণিগ্রহণ করে' কৃতার্থ করেছে। এক কথায় আমার স্বামী—হোঃ হোঃ হোঃ।

[হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া প্রস্থান।

দামিনী। [গম্ভীরভাবে] সখি! আমরা উঠি।

যামিনী। হাঁ উঠি।

নির্ম্মলা। কেন? কেন?

দামিনী। সখি, মনে বড় আঘাত পেইছি।

উত্থান

যামিনী। হৃদয়ে বড় আঘাত পেইছি।

উত্থান

নির্ম্মলা। কেন? কেন ভাই?

দামিনী। যখন আমরা প্রেমের চিন্তায় মগ্ন, তখন এইরূপ তোমার ভগ্নীর হৃদয়হীন উচ্চ-হাস্য!

যামিনী। এই প্রেমের অবমাননা!

নির্ম্মলা। না না, বোস ভাই, চপলের ঐ রকম স্বভাব, সব বিষয়েই হাসি তামাসা।

দামিনী। আর তার উপরে স্বামীর প্রতি এরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ বিশেষণপ্রয়োগ! মিন্সে! কোথায় বল্‌বে কান্ত, নাথ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেবতা—না মিন্সে।

যামিনী। কোথায় বল্‌বে জীবনবল্লভ, হৃদয়সর্ব্বস্ব, প্রেমকাণ্ডারী, হৃৎসরোজসূর্য্য—না মিন্সে! না সখি! আমরা যাই।

নির্ম্মলা। না না, বোস না ভাই—ওর কথা ধর্ত্তে আছে?

দামিনী। কখন না।

যামিনী। [বক্ষে হাত দিয়া] ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান ও গোলাপীর প্রবেশ।

গোলাপী। [নির্ম্মলাকে] আপনার জন্যে ছোট জামাইবাবু এই চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন যে, নিজে একটু পরে আসছেন।

নির্ম্মলা। [সাগ্রহে] কৈ কৈ? [পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠারম্ভ ও গোলাপীর প্রস্থান।]

নির্ম্মলা। তা স্ত! কথাগুলো ত বড় ভাল ঠেক্‌ছে না। কি জানি কেন, আর আমার এখানে একদণ্ডও থাক্‌তে মন সর্‌ছে না। দেখি, তার পরে কি লেখে। [পাঠ] "আমার মানসিক অবস্থার নাকি ছবি তোলা যায় না, তাই পাঠাইতে পারিলাম না। আমার শোচনীয় শারীরিক অবস্থা তোমার অনুজ্ঞামত প্রেরিত ছবিতে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে।"—কৈ ছবি ত পাঠায় নি।

চপলার প্রবেশ

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ। এমন কালি ঝুলি মেখে এয়েছে যে চেনবার যো ছিল না। মুখ ধুচ্ছিল, আর আমি এক চিলিম্‌চি জল তার মাথায় ঢেলে দিইছি।

নির্ম্মলা। চপল, চিঠিতে লিখেছে যে ছবি পাঠিয়েছে। তা কৈ—ছবি কৈ? জিজ্ঞাসা করে' আয় ত।

চপলা। যেতে হবে কেন? ঐ যে, অশ্বত্থ-বৃক্ষের ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হই-তেছে।

ইন্দুভূষণের প্রবেশ

ইন্দু। [চপলাকে] বেশ! সুন্দর অভ্যর্থনা হুগলী জেলায় বুঝি মাথায় ঘোলা জল ঢেলে আদর করে?

চপলা। মাথা ঠাণ্ডা করে' দিলাম।

ইন্দু। তা বেশ! [নির্ম্মলাকে] কি দিদিমণি। গোবিন্দবাবুর চিঠি পড়ছেন?—এ যে দিস্তে খানিক।

চপলা। গাধার মোট কি না, অল্প হ'লে ত ডাকেই পাঠাতে পার্ত্তেন।

ইন্দু। কি কৃতজ্ঞতা! আমি চিঠিখান বয়ে' নিয়ে এলাম, তার বিনিময়ে আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা?

চপলা। সে আর বানাতে হবে কেন?

ইন্দু। কি রকম!

চপলা। বলি' সে ত গোড়াগুড়িই আছ!

ইন্দু। বাঃ, পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা!

নির্ম্মলা। সেখেনে সব কেমন দেখলেন? তারা সব ভালো!

ইন্দু। তা'রা মানে তিনি, আবার তিনি মানে গোবিন্দ বাবু। "ভালো আছেন?" তা আর বলে' কাজ কি? আপনি এসে অবধি তাঁর শরীরের পরিধি যেরূপ দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই তাঁর ষোলকলা পূর্ণ হবে। ভয় নাই। তা ভয় নেই-ই বা কেমন ক'রে বলি।

মস্তক কণ্ডূয়ন

চপলা। কেন?

ইন্দু। না, আর কিছু নয়, তবে তাঁর মধ্য-দেশ যেরূপ ক্রমাগত বেলুনের মত স্ফীতি হচ্ছে, তা'তে, যদি তিনি ফেটে না যান ত শীঘ্রই আকাশমার্গে উড্ডীন হবেন।

নির্ম্মলা। তোমার তামাসা রাখ দিখি।

ইন্দু। তামাসা!—তবে এই দেখুন তাঁর

ছবি। [পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানি ছোট ফটো নির্ম্মলার হস্তে দিলেন]

নির্ম্মলা। [ছবি সাগ্রহে লইয়া ক্ষণেক দেখিলেন ও পরে তাহা স্বতঃই তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল।]

চপলা। কৈ দেখি! [ছবি কুড়াইয়া লইয়া] এই গোবিন্দবাবুর চেহারা নাকি? এ কি অসভ্য রকম চেহারা! খালি গায়ে!—হাঃ হাঃ হাঃ, আবার হাসি হচ্ছে! আবার এক হাতে একটা রেকাবি, আর এক হাতে একটা বুঝি সন্দেশ মুখে দেওয়া হচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ, ভারি মজার লোক ত। আমার তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে যে।

ইন্দু। [নির্ম্মলাকে] কি দেখ্‌লেন। যে আপনার বিরহে তিনি ছিন্নমূল মাধবীলতার মত শুকিয়ে যান নি।

নির্ম্মলা। আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দেও কেন?

[সবেগে প্রস্থান।

চপলা। দিদিমণি অত দুঃখিত হ'লেন যে?

ইন্দু। বোধ হয় তাঁর স্বামী তাঁর বিরহে মোটা হয়েছেন দেখে। স্ত্রীরা ভাবেন যে, তাঁরা নইলে স্বামীদের চলে না। তা যে চলে, তাই শুধু আমি দেখাচ্ছিলাম।

চপলা। তবে তুমি বিয়ে কর্ত্তে গিয়েছিলে কেন? তোমাকে ত আর বাপ মায়ে ধরে' বিয়ে দেইনি।

ইন্দু। পুরুষমানুষগুলো জীবনের মধ্যে একবার ক্ষেপে। সে বিয়ে কর্ব্বার আগেই। একটা ক্ষুদ্রবেণীসমন্বিত মাথার নীচে একটা ছোটখাটো গোলগাল মোলায়েম মুখ দেখে বুদ্ধি শুদ্ধি হারিয়ে সে একটা কাজ করে' ফেলে, যার জন্য তাকে আজীবন অনুতাপ কর্ত্তে হয়।

চপলা। তা বটে, তবে সে ক্ষেপামীটা স্ত্রী থাক্‌লেই যায়, স্ত্রী মলেই আবার হয়। গোবিন্দবাবুই তার দৃষ্টান্ত। বরং স্বামী নইলে স্ত্রীর কতক চলে।

ইন্দু। কিসে?

চপলা। কিসে? স্ত্রী বার বছরে বিধবা হলেও আবার বিয়ে না ক'রে থাক্‌তে পারে। আর পুরুষ ৬০ বছরেও স্ত্রী মলেই আবার বিয়ে না করে' থাক্‌তে পারে না।

ইন্দু। তবে তোমরা প্রথমবারেই বা বিয়ে কর কেন?

চপলা। টাকা রোজগার কর্ব্বার জন্যে একটা স্বামী দরকার, তাই। [কাছে গিয়া ইন্দুর বক্ষঃস্থলে তর্জ্জনী দিয়া মৃদুস্বরে] মোট বইবার জন্য প্রতি ধোপানীরই একটি করে' গাধা থাকে।

ইন্দু। এই গাধাদেরই বুদ্ধিতে তোমরা দু' মুটো খেতে পাও। আমরা নইলে কি তোমাদের চলে সোনার চাঁদ?

চপলা। বটে! আমাদের বুদ্ধিতেই তোমরা ক'রে খাও। শ্রীকৃষ্ণের সারথি না থাক্‌লে অর্জ্জুনের সাধ্য কি যে যুদ্ধ কর্ত্তেন। আমরা নৈলে তোমাদের কি চলে দন্তমাণিক?

ইন্দু। তার দৃষ্টান্ত গোবিন্দবাবু। তাঁর চল্‌ছে কেমন করে' মাণিকজোড়?

চপলা। তাঁর বাড়ীতে কি স্ত্রীলোক একেবারেই নেই?

ইন্দু। তাঁর ভগ্নী আছেন বটে!

চপলা। দেখলে, ফটিকচাঁদ।

ইন্দু। তিনি নইলে কি আর গোবিন্দবাবুর চলত না।

চপলা। তবে দেখবে গোপালধন?

ইন্দু। কি?

চপলা। পনর দিনের মধ্যে দিদিমণিকে নিতে লোক আস্‌বে।

ইন্দু। দেখি।

চপলা। তা'লে স্বীকার কর্ব্বে যে, বুদ্ধিতে তোমাদের হার?

ইন্দু। হ্যাঁ। আর দিদিমণিরও একটু উপকার হয়।

চপলা। গোবিন্দবাবুকে কিছু বলে' দিতে পাবে না।

ইন্দু। না, আমি তাঁকে কিছু বল্‌ব না।

চপলা। আর তোমারও একটু কাজ কর্ত্তে হবে। আমি নিজেই কর্ত্তাম, যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ থাক্‌ত।

ইন্দু। কি?

চপলা। বেশী কিছু নয়। সদুদ্দেশ্যে দুই একটা সাদা মিছে কথা!

ইন্দু। তথাস্তু। তবে—

চপলা। এখন চল নীচে [যাইতে যাইতে] যা' বলি কর দেখি। তার পর দেখো, যা বলিছি তা হয় কি না। হাঃ, পুরুষ মানুষগুলোকে এই কড়ে' আঙগুলের ওপরে করে' ঘুরাতে পারি।

ইন্দু। [যাইতে যাইতে স্বগত] আমাকে ত পার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বহির্ব্বাটী। কাল—সন্ধ্যা। ডাইনে বাঁয়া সহকারে গোবিন্দ একাকী ফরাসে উপবিষ্ট

গোবিন্দ। [তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে] আজ বাদলার দিনে কেউ যে এ-মুখো হচ্ছে না। লোকগুলোর কি বাড়ী থেকে বেরবার নামটি নেই! ইরির জন্যে ত লোকে বিয়ে করে। এ সময়ে প্রিয়ার নথ-আন্দোলন মনে পড়ছে, আমার প্রাণটা হা হুতাশ করে' উঠ্ছে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে একটা স্ত্রী বিশেষ দরকার।—এই রামা! বেটা ঘুমোচ্ছে—ওরে হতভাগা গুলিখোর, ষণ্ডামার্ক, মুন্দোফরাস, হাড়ি ডোম—

নেপথ্যে। এজ্ঞে যাই।

গোবিন্দ। [ভেঙ্চাইয়া] এজ্ঞে যাই। এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয়—শীঘ্যির। কি যে করি, ভেবে পাইনে—ঐ যে গোকুল ভায়া ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। ওহে গোকুল ভায়া এস এস।

নেপথ্যে। না না, ওপাড়ায় বিশেষ দরকার আছে।

গোবিন্দ। আরে দুত্তর দরকার।—একটা গান গেয়ে যাও।

নেপথ্যে। আমি গাইতে জানি না।

গোবিন্দ। তবে একটু নেচে যাও।

নেপথ্যে। না না, বাড়ীতে ব্যারাম। ডাক্তারখানায় যাচ্ছি—

গোবিন্দ। এঃ চ'লে গেল।

[রামকান্তের প্রবেশ ও হুঁকা দিয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। কি করা যায়! স্ত্রীটা ফটো পেয়েও এলো না। এদিকে আমার বুদ্ধিদাত্রী বোনটিও চলে' গেল। বলে' গেল যে বসে থাক না, স্ত্রী তিন মাসের মধ্যেই চলে' আসবে। তা ত আর আসবার কোন লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে না। একখান চিঠিই বা লিখ্‌ল কৈ?—ঐ যে বংশী যাচ্ছে—ওহে বংশী! একবার এস না এদিকে।

নেপথ্যে। না না, দরকার আছে—

গোবিন্দ। ঈঃ—একেবারে হন্ হন্ করে' চলে' গেল! এ বাদলার দিনে কোথায় একটু কাজের লোকের মত দু ছিলিম তামাক খাবে, তাস পিট্‌বে, একটু হুইস্কি খাবে, দুটো খোসগল্প কর্ব্বে—না সব কুড়ের মত ছাতা মাথায় দিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া করে' বেড়াচ্ছে। নাঃ, হুইস্কির বোতলটা আনান যাক্।—এই রামা, এই বেটা কুড়ে গাধা।

রামকান্ত। [প্রবেশ করিয়া মুখ খিঁচাইয়া] কি—

গোবিন্দ। "কি?" বেটা যেন নবাব! ফের যদি ও রকম উত্তর দিবি ত লাঠি দিয়ে তোর হাত ভেংগে দেব। যা শীঘ্যির হুইস্কির বোতলটা নিয়ে আয়—আর একটা গেলাস।

[রামকান্তের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ এবং বোতল ও গেলাস দিয়া পুনঃ প্রস্থান।

গোবিন্দ। [বোতল খুলিয়া মদিরা ঢালিতে ঢালিতে] একটু কোম্পানীর উপকার করা যাক্। [সুর করিয়া] "সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।" এঃ পীতাম্বর যে; আবার সংগে গদাও যে—এস এস ভায়া, এস বাবাজি!

পীতাম্বর ও গদাধরের প্রবেশ

গোবিন্দ। হুইস্কির গন্ধ অত দূর থেকে পেয়েছ? আচ্ছা নাক বাবা! কি, পীতু, সব ভাল ত? বলি শশীর খবর কি? তার ভায়ের স্ত্রীটা না কি মারা গিয়েছে। এই রামা—হরিতারণ শ্বশুরবাড়ী এসেছে শুনলাম্। তাকে ধরে' নিয়ে আস্‌তে পাল্লে না? সে এবার ভারি মুটিয়েছে। গদা!—শ্যামচাঁদের মাছ খেতে খেতে কাঁটা গলায় বেঁধেছিল যে তা গিয়েছে? এই রামা! দুটো গেলাস নিয়ে আয়! গোলাপ-

বাবুর বড় মেয়েটি বিধবা হয়েছে।—আহা! তার বয়স কত? ১৫।১৬ বছর হবে না?—সিদ্ধেশ্বরের কোন খবর টবর পেলে?

পীতাম্বর। তুমি একাই যে সব কয়ে' ফেল্লে হে।

গোবিন্দ। আরে সমস্ত দিনটা কথা কইতে না পেয়ে পেট ফে'পে মরি আর কি। তোমরা এলে, একটু কথা কয়ে' বাঁচলাম। এই রামা—বেটা নিশ্চয় ফের ঘুমিয়েছে! এই যে—

[রামকান্তের প্রবেশ ও দুটি গেলাস রাখিয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। [মদিরা ঢালিতে ঢালিতে] আমার সোডা ফুরিয়ে গিয়েছে, জল দিয়ে খেতে হবে। এ বাদলার দিনে চারিটি চাল ভাজতে বলব? [পূর্ণ পাত্র উভয়কে প্রদান।]

পীতাম্বর। আমরা বেশীক্ষণ বস্‌ব না। কাজ আছে। [পান]

গোবিন্দ। আচ্ছা যা হোক্—পৃথিবী শুদ্ধ লোকের এক দিনেই কাজ! তবলাটা রয়েছে একটা গান ধর না হয়।

গদা। না না—দেরী হয়ে যাবে। [পান]

গোবিন্দ। আরে বসই না।

পীতাম্বর। না না আর না। এখন উঠি।

গদা। বাড়ীতে উত্তম-মধ্যমের ভয় আছে ত। [উত্থান]

গোবিন্দ। সকলেরই ঐ দশা?

গদা। আরে হাড় জ্বালাতন করেছে। একটু যেতে দেরী হ'লেই কে'দে কেটে একটা হাঙ্গামা বাধায়।

গোবিন্দ। তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পার না?

পীতাম্বর। আরে তা'লে কি আর ঘর-সংসার চলে।

গদা। আর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতেই রাখব ত বিয়ে না কল্লেই চল্‌ত।

গোবিন্দ। তা একটু পরে যেও'খনি। একটু বসো না।

পীতাম্বর। না না—আমার বাড়ীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী পালিয়েছে। স্ত্রীরও অসুখ—শয্যাগত। দেখি, এ পাড়ার হরের মাকে যদি পাই। [উত্থান]

গদা। আমারও ঝি পালিয়েছে। বেহাই এয়েছে।—তাই পাঁঠার মাংস আন্তে যাচ্ছি—উত্থান]

গোবিন্দ। পাঁটার মাংসের সের কত করে?

গদা। আট আনা করে'! আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। সব শালাই সমান। দেখি খাবারের দেরী কত। এই রামা—ফের ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। জ্বালালে। ওরে ষণ্ডামার্ক, চোর, বজ্জাত, হারামজাদা।

রামকান্তের প্রবেশ

গোবিন্দ। ফের ঘুমোচ্ছিলি?

রাম। ঘুমোব কেন? আয়েস কর্চ্ছিলাম।

গোবিন্দ। [সাশ্চর্য্যে] আয়েস কর্চ্ছিলি। মনিবের সম্মুখে বলতে লজ্জা করে না! আর তুই কি দিবারাত্রই আয়েস কর্ব্বি? এদিকে আমি ডেকে ডেকে সারা!

রাম। অমন ডাক্‌তি নেই। রক্ত-মাংসের ধড় ত। সকাল থেকে খ্যাটে খ্যাটে—

গোবিন্দ। বটে! সকাল থেকে কি খেটে-ছিস্ বল।

রাম। এই তামাক ত সাজছিই সাজছিই। তার পর বাজার করা।

গোবিন্দ। তোর আর কাল থেকে বাজার কর্ত্তে হবে না।

রাম। মুই কর্ব্ব না ত কে কর্ব্বে?

গোবিন্দ। কেন! ঝি কর্ব্বে।

রাম। ঝি বাজার কর্ব্বে! তবে মোরে আর মাইনে দিয়ে রাখা কেন? মুই বৈসে বৈসে মুনিবের মাইনে খাতি পার্ব্ব না। একটা ত ধরম আছে।

গোবিন্দ। বেটা এখনি বল্লে 'খেটে খেটে সারা' আবার ব'লে বসে বসে মাইনে খেতে পার্ব্ব না। তোর বসে' বসে' খেতে হবে না। তুই তামাক সাজবি।

রাম। আর বাজার কর্ব্বে ঝি! তা'লে ঝিই বাড়ীর গিন্নী হ'ল। আর মুই হলাম চাকর।

গোবিন্দ। তুই চাকর নয় ত কি মুনিব? আর ঝিই বাড়ীর গিন্নী হ'ল কিসে? গিন্নীতে বুঝি বাজার করে?—যা দেখে আয় খাবারের দেরি কত—হাঁ, আর আজ কি যে বাজার কল্লি, তার ত হিসেবটাও দিলি নে।

রাম। আপনি যে খাচ্ছিলে।

গোবিন্দ। তোর জন্যে কি আমি খাবও না? আর সারাদিনই কি বসে' বসে' খাচ্ছি?

রাম। তা বৈ কি। আর তার পরে যে সব দুপুরটা বিকেলটা ঘুম দিলে! আর মুই ঘুমোলেই য্যাত দোষ।

গোবিন্দ। বেটা, তুই আর আমি সমান?—কি কি বাজার কল্লি বল্।

রাম। [ট্যাঁক হইতে হিসাব বাহির করিয়া] এই আলু দু' সের, ৵১৫,—

গোবিন্দ। কাল যে দু' সের এনেছিলি! ফুরিয়ে গেল?

রাম। তা ফুরোবে না? আপনি ত কচি খোকাটি নও যে দিন এক সের আলুতে হবে!

গোবিন্দ। কচি খোকায় বুঝি দিন এক সের ক'রে আলু খায়—আচ্ছা, তার পর?

রাম। ঘি এক সের—২৷৷৫

রুইমাছ এক সের—১৷৶৫

বেগুন ৪টে—৷৴১০

ময়দা এক সের—৷৵১০

গোবিন্দ। পাঁঠার মাংস আনিস্ নি?

রাম। আন্‌ব না কেন! পাঁঠার মাংস দুসের ২৲।

গোবিন্দ। এক টাকা ক'রে পাঁঠার সের! কাল যে পনর আনা করে' এনিছিলি—

রাম। বাজারের দর কবে বাড়ে কবে কমে, তার কিছু ঠিকেনা নিশেনা আছে?

গোবিন্দ। দর যে কখন কম্‌ল, তা ত দেখ্‌লাম না—বাড়ছেই।

রাম। আপনার খাওয়াও যে বাড়ছেই।

গোবিন্দ। খাওয়া বাড়ছে বলে' দর বাড়বে? বেটা আমাকে গাধা বোঝাচ্ছে। এখনি গদা বলে' গেল, পাঁঠার মাংসের সের ৷৷৹ করে'! কাল থেকে আমি নিজে বাজার যাব। বেটা আমাকে কেবল ঠকাচ্ছিস্ বোধ হচ্ছে। যা বেটা, বেরো বাড়ী থেকে [তাড়া করায় রাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল] বেটা আমায় পেয়ে বসেছে।

ধোপানীর প্রবেশ

ধোপানী। কাপড়গুলো গুণে নেবা না? কতক্ষণ বসে' আছি।

গোবিন্দ। আচ্ছা আজ রেখে যা; কাল সকালে আসিস্।

[ধোপানীর প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাড়ীর হ্যাংগামও ত কম নয়। আগে বোন্‌টা ছিল, সব দেখ্‌ত শুন্‌ত। তা সেও চলে' গেল। এখন আগের ডবল-খরচ হচ্ছে বোধ হয়। তবু ভাঁড়ার নিজে রাখি।

রসুই ব্রাহ্মণের প্রবেশ

রসুই ব্রাহ্মণ। বাবু যে তেল দিয়েছিলেন, ফুরিয়ে গিয়েছে। আর একটু তেল বের করে' দিতে হবে।

গোবিন্দ। এই চাবি নেও [চাবি প্রদান] আবার চাবি এখনি দিয়ে যেও। [রসুই ব্রাহ্মণের প্রস্থান] নাঃ, এরা জ্বালাতন কল্লে। স্ত্রীকে নৈলে আর কোন মতেই চলে না। বিরহের প্রকৃত মর্ম্ম এখন বুঝ্‌ছি।

গীত

[বেহাগ—ঝাঁপতাল]

বিরহ জিনিসটা কি,
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি।
যখন দাঁড়ায় আসি' রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়ে বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন কাতরভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
যদিও রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না;
দু' সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন বিরহবেদনা আর সয় না সয় না;
বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি;
ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি;
ভাবিরে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

নাঃ, স্ত্রীকে আন্তে লোক পাঠাতে হচ্ছে। কিন্তু তা'লে যে সে এসে পেয়ে বস্‌বে। কি করি!

রামকান্তের প্রবেশ

গোবিন্দ। বেটা কি চাস্?

রাম। একখানা চিঠি [চিঠি প্রদান]

গোবিন্দ। ডাকের চিঠি দেখ্‌ছি। এতক্ষণ দিস্ নি?

রাম। বেভ্যুল হয়ে গিইছিল।

গোবিন্দ। খেতে ত বেভুল হয় না। বেটাকে দিন কতক কেবল বেত দিতে হয়।

[রামকান্তের প্রস্থান।

এ চিঠিখানার খাম খুব বড় দেখ্‌ছি। আবার ভারি ভারি ঠেক্‌ছে। কে লেখে খুলে' দেখি। ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ও! ইন্দু। ভায়া কি লেখেন দেখা যাক্; এঃ, আবার কাগজে মোড়া একখানা ছবি। কার? স্ত্রীর নাকি?—বুঝি এটা আমার ফটোর জবাব।—দেখি। ঈঃ! এ যে মেলা লোক। দুটো স্ত্রীলোক আর দুটো পুরুষ। ইনি ত আমার গৃহিণী। মুটোয়নি বরং কাহিলই হয়েছে। যাক্, বাঁচা গিয়েছে।—এ ত ইন্দু। আর এ মেয়েটি কে? আর এ ছেলেটাই বা কে? এঃ এর একেবারে ইংরিজী পোষাক যে!—হাতে ছড়ি মাথায় বিলিতি টুপি! চিঠি খানা পড়ে' দেখি। [নীরবে পাঠ] এ্যাঁ! কথাটা ত ভালো নয়। "ইনি আমার স্ত্রী ও আপনার স্ত্রীর পুরাতন বন্ধু—নাম শ্রীশরৎকুমার হালদার।" দেখি শরৎকুমার হালদার! [ছবি লইয়া দেখিয়া] এ আবার আমার স্ত্রীরই চেয়ারের ঠিক পিছনে—এক হাত আবার তার ঘাড়ের ওপর!—কথাটা ত ভালো নয়। নাঃ, তাকে আন্তে এখনি লোক পাঠাতে হচ্ছে। বন্ধুফন্ধু রেখে দাও। এত বন্ধুত্ব ভাল নয়। একেবারে আমার স্ত্রীর ঘাড়ে হাত! এমন ঘরেও বিয়ে করে? উঁহু!—আন্তে হচ্ছে। কিন্তু একটু কৌশল করে আন্তে হবে, যাতে আসল কারণ টের না পায়। দেখি রামাটার সঙ্গে পরামর্শ করে'। ওকেই পাঠাতে হবে। বেটা চোর বটে, কিন্তু, ওর পেটে পেটে বুদ্ধি! [কাসিয়া] এই রাম, ওহে রামকান্ত, ও প্রিয় ভৃত্য রামকান্ত—ও আমার প্রাণাধিক রামকান্তপ্রসাদ।

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। [মোলায়েম ভাবে] এজ্ঞে। [স্বগত] বাবুর মেজাজ যে ভারি নরম হয়ে গেল!

গোবিন্দ। দেখ রাম, একটা কাজ কর্ত্তে পার বাবা!

রাম। এজ্ঞে আপনি বল্লে আর পার্ব্ব না?

গোবিন্দ। কাজটি অতি সোজা। এমন কি সন্দেশ খাওয়ার চেয়েও সোজা।

রাম। [মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে] তবে নিশ্চয় ভারি খুব সোজা।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। তবে কি না একটু বুদ্ধি দরকার। তা তোমার বুদ্ধি ত বেশ আছে দেখ্‌তে পাই।

রাম। এজ্ঞে। বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছি কর্ত্তা!

গোবিন্দ। বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছ নাকি? তা বেশ। খাবে বৈ কি! আর শোন্—তোমাকে দিয়ে সে কাজটি যেমন হবে, আর কাউকে দিয়ে তেমন হবে না।

রাম। এজ্ঞে না!

গোবিন্দ। তুমি হ'লে বাড়ীর পুরোন চাকর। তোমার ক'বছর চাকরি হোল?

রাম। এজ্ঞে পাঁচ বছর কি কুড়ি বছর হবে।

গোবিন্দ। দূর্—তোর প্রায় সাত বছর চাকরি হোল। না?

রাম। এজ্ঞে। কষে' নেও।

গোবিন্দ। কষে' নেবো? তোমার বয়স কত হোল বাবা?

রাম। অত কি কর্ত্তা খেয়াল থাকে? বোধ করি এক কুড়ি হবে।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ! তোর চল্লিশ বছরের এক কাণাকড়িও কম নয়।

রাম। এজ্ঞে তা ঠিক! আপনি কত বল্লে?

গোবিন্দ। এই ৩৪ কি ৩৫ বছর হবে, না?

রাম। সে ক'গণ্ডা?

গোবিন্দ। সে খোঁজে তোর দরকার কি—তুই ত আর বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছিস্ নে—যাচ্ছিস্ নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ—তা বিয়ের সাধ যায় মলে'! তা শোন্, যদি তুই আমার এই কাজটা কর্ত্তে পারিস্ ত তোর বিয়ের খর্চ্চা দিয়ে দেব। দেখ্ পার্ব্বি?

রাম। [সজোরে] হাঁ, খুব পার্ব্ব—

গোবিন্দ। শোন্ তবে। তোর মাঠাকরুণ অর্থাৎ আমার গিন্নী—বুঝ্‌লি?

রাম। এজ্ঞে, এর আর শক্তটা কম্‌নে। কি বল্লে বাবু?

গোবিন্দ। বুঝ্‌তে পাল্লিনে! তোর মা-ঠাকরুণ এখন ত তার বাপের বাড়ীতে?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। তাকে তোর গিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে।

রাম। [স্বগত] তা'লেই ত মোর মুস্কিল। [প্রকাশ্যে] তিনি যদি না আসে?

গোবিন্দ। তা' হ'লে ছলে কৌশলে নিয়ে আস্‌বি।

রাম। [ভাবিয়া] রাস্তা দিয়ে হেঁছড়াতে হেঁছড়াতে নিয়ে আস্‌ব নাকি?

গোবিন্দ। আরে না। বেটা বুঝেও বুঝ্‌বে না। তাকে কোন রকমে ভজিয়ে নিয়ে আস্‌বি। জান্তে দিবিনে যে আমি তোকে আন্তে পাঠিইছি। বুঝ্‌লি? এমন একটা কিছু বানিয়ে বল্‌বি. যাতে সে না এসে আর থাক্‌তে পারে না।

রাম। [ভাবিয়া] তবে বল্‌বে যে বাবু কলেরায় মর মর!

গোবিন্দ। উঁহু। সে চালাকি বুঝতে পার্ব্বে 'মর মর' বল্লে' হবে না।

রাম। তবে বল্‌ব. মরেছে।

গোবিন্দ। দূর বেটা। যা, তোকে দিয়ে হবে না। যদি এটা কর্ত্তে পার্ত্তিস বাবা, তা'লে তোকে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিতাম!

রাম। এ্যাঁ—তবে বল্‌ব যে এই বশেখ মাসে বাবুর বিয়ে—

গোবিন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক! তোকে দিয়েই হবে। বেশ! বেটার পেটে পেটে বুদ্ধি।

রাম। এজ্ঞে হ্যাঁ। কেবল সেটা তলায় পড়ে' থাকে। একটু ঘাঁটিয়ে নিলেই হয়।

গোবিন্দ। ঘাঁটিয়ে নিলেই হয় বুঝি! তবে তুই সকালে যাস্‌। বেশ গুছিয়ে বল্‌বি। কথা টথা আগে থেকে বানিয়ে নিয়ে যাবি বেশ করে'।

রাম। এজ্ঞে।—বক্‌শিশের কথা মনে থাকে যেন কর্ত্তা।

গোবিন্দ। তা থাক্‌বে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হাঁসখালিতে চূর্ণি নদীর ধারে খেয়াঘাটের দোকান। কাল—অপরাহ্ন।

রামকান্ত, নিতাই ও অর্জ্জুন নামা দুই জন হাঁসখালিবাসী উপবিষ্ট ও তামাকু-সেবনে ব্যস্ত

রাম। বলি নেতাই! তোদের গাঁয়ে যে একটা জবর মেয়েমানুষ আছে, তারে চিনিস্‌ ভাই?

নিতাই। কে সে?

রাম। আরে মুইও ত তাই জিজ্ঞেসা কর্চ্ছিলাম। সেই যে ঐ ঘোষপুকুরের কিনারায় তার বাড়ী। বয়স বছর ১৫।১৬ হবে। নামটা শুনেছি গোলাপী। যেমন নাম তেমনি জবর দেখ্‌তি।

অর্জ্জুন। বুঝিছি বুঝিছি। ও সেই মাইতির মেয়ে।

রাম। কোন্‌ মাইতি?

অর্জ্জুন। কে জানে কোন্‌ মাইতি। তার ত এখানে ঘর নয়। কেন, সে তোর কি করেছে?

নিতাই। তারে দেখ্‌লি কেমন?

রাম। গীত

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই
ডোবার ধার দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায়
কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি করে', চেয়ে গেল
শুধু মোরই পানে.
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—
ঠিক এ—এইখানে॥

রাম। তার রং যে বড্ডই ফর্সা
তারে পাব হয় না ভরসা

নিতাই ও অর্জ্জুন। তার রং
বড্ডই ফর্সা
তারে পাবি হয় না ভরসা } [একত্রে]

রাম। তার জন্যে কচ্ছে রে
মোর প্রাণ আনচান।

নিতাই ও অর্জ্জুন। তার জন্যে
করুক যতই প্রাণ আনচান॥ } [একত্রে]

রাম। ও পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি
শান্তিপুরে;
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই,
শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর,
যেন পটল চেরা;
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—
সকলকার সেরা॥
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]

ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁকা
পায়ে বাঁকা মল;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল-ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি
একরত্তি,
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
এর আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]
তার এলো চুলের কিবা বাহার—
আর বল্‌বো কিরে;
—তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—
মিথ্যে বলিনি রে;
মুই মিথ্যে কবার নোক নইরে— করিনিও ভুল,
ও তার হেঁটুর নীচে চুল রে ভাই
হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]
তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট,
গোল গাল যে তার ঢং;
আর কি বলব মুই ওরে নেতাই!
কিবা তার রং;
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল ক'রে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল
নয়নের ছুরি।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]

নিতাই। তা তার সাথে পীরিতি করে' কি হবে!

রাম। কেন ওরা ত কৈবর্ত্ত।

অর্জ্জুন। তোর তারে বিয়ে কর্ত্তি সাধ গিয়েছে না কি? তা'ত হবার যো নেই।

রাম। কেন, ওরা কৈবর্ত্ত না?

অর্জ্জুন। কৈবর্ত্ত না কি আর বেরাহ্মণ? ও কৈবর্ত্ত, ওর বাপ কৈবর্ত্ত, আর ওর ঠাকুর্দ্দা —সেও বুঝি কৈবর্ত্ত।

রাম। তবে ওর সাথ মোর বিয়া হবে না কেন?

অর্জ্জুন। আরে, ওর যে একটা সোয়ামী আছে। তুই কি ভাবিস্ যে ওর এতদিন বিয়া হয় নি!

রাম। বটে বটে। সে কথাটা ত এতদিন খেয়াল করি নি। ওর যে সোয়ামী আছে!

নিতাই। কোথায় ওর সোয়ামী? সে কি আর আছে? সে নিঃযুশ মরেছে। আজ আট বছর সে ফেরার। বেঁচে থাক্‌লে সে কি আর এতটা দিন আস্‌ত না?

রাম। [সাগ্রহে] বটে। তবে ত বিয়া হয়।

অর্জ্জুন। আরে বিধবার কি বিয়া হয়?

নিতাই। তা হবে না কেন? ঐ সে দিন কেষ্টনগরে বৈকুণ্ঠবাবুর—

অর্জ্জুন। তার কি আর জাত আছে? সে নতুন আইনে বিয়ে।

রাম। তা জাত না রৈল ত মোর এইটি। মুই তারে লয়ে দ্যাশত্যাগী হ'তে পারি।

অর্জ্জুন। বটে! এত দূর?

রাম। আরে, তার এক চাহনির দাম হাজার টাকা।

অর্জ্জুন। তুই ত তারে বিয়ে কর্ব্ব বলে' ক্ষ্যাপলি,—তবে সে বিয়ে কল্লে ত।

রাম। তাও ত বটে! সেটা ত মুই এত্‌-দিন্‌টা ভাবিনি। [ভাবিয়া]—তা তাকে রাজি কর্ব্ব।

অর্জ্জুন। তা কর্ব্বি করিস্। কিন্তু তার স্বভাব চরিত্তিরটা ভাল নয় বলে' রাখ্‌ছি।

রাম। তা মোর স্বভাব চরিত্তিরটাই বা কি এমন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের মত।

নিতাই। তা সে ত আর এ গাঁয়ে নেই।

রাম। [হতাশভাবে] এ্যাঁ—তবে সে কোতায়?

নিতাই। সে কোতায় চলে' গিয়েছে?

রাম। তবে! [পিছন দিকে দুই হাত দিয়া মাদুর ধরিয়া চিৎ হইয়া হাঁ করিয়া রহিল।]

অর্জ্জুন। সে শুনি হুগলি গিয়েছে চাকরি কর্ত্তি।

রাম। [সোৎসাহে উঠিয়া] বলিস্ কি! মুইও ত সেথা যাচ্ছিরে। এরেই ত বলে কপাল! [পরিভ্রমণ।]

অর্জ্জুন। তারে কি আর সে সহরের মধ্যে ঢুঁড়ে নিতে পার্ব্বি?

রাম। তা দেখি কি হয়। ভাগ্‌গিস আজ তোদের দেখা পাইছিলাম ভাই।

নিতাই। মুই উঠি।

অর্জ্জুন। মুইও যাই।—তবে রাম ভাই, তুমি বসি রও, মোরা উঠি।

রাম। মুইও যাই।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভাগীরথীর একটি বাঁধান ঘাট।
কাল—বিকাল।

গোলাপীর প্রবেশ

গোলাপী। এই ঘাটে একটু বসে' নেওয়া যাক্। বাপ্, চন্দননগর কি এখেনে? [ঘাটে উপবেশন] উঃ, পা ধরে' গিয়েছে। দিদিমণি বল্লে থাক্, এক দিন তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাব' খনি। তা আমার যেমন গেরো! বল্লাম, নিজেই গিয়ে দেখে আসি। খাসা গাড়ী করে' যাওয়া যেত।—বাঃ! ঘাটে কেউ নেই দেখ্ছি। বেশ হাওয়া হচ্ছে।

গীত

[বেহাগ—আড়খেমটা]

সে কেন দেখা দিল রে
না দেখা ছিল রে ভালো,
বিজলির মত এসে সে
কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখতে না দেখতে সে
কোথা যে গেল রে ভেসে;—
যেন কোন্ মায়া-সরসী
ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।
যেন কোন্ মোহন বাঁশী রে
সুমধুর জ্যোছনা নিশি—
বাজিতে না বাজিতে সে
জ্যোছনায় গেল রে মিশি,
যেন বা স্বপনেতে কে
আমারে গেল গো ডেকে,
প্রভাত আলোরই সনে
মিশালো যেন সে আলো।

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। [স্বগত] হাঁ, সেই ত বটে। মোর কি কপালের জোর! বাঃ, কি চেহারা, যেন একেবারে কেষ্টনগরের বাদামে পুল্লি! আর গলাই বা কি—যেন শান্তিপুরের খয়ে মোয়া। কি করে' এর সঙ্গে আলাপ সুরু করি? [ভাবিয়া] হাঁ হয়েছে। [প্রকাশ্যে] হে' গাঁ! তোমাদের এ সহরে গরু আছে?

গোলাপী। [তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হাঁ আছে। কেন?

রাম। এ্যাঁ—এ্যাঁ—তাদের কটা করে' শিং?

গোলাপী। আরে মলো!—গরুর আবার কটা ক'রে শিং থাকে!

রাম। [সরিয়া আসিয়া] এ্যাঁ—তাই জিজ্ঞেসা কচ্ছিলাম। [নিকটে উপবেশন]

গোলাপী। তা কচ্ছিলে ত কচ্ছিলে। অত কাছে ঘেঁষে বস কেন?

রাম। এ্যাঁ! [ভাবিয়া] আর বল্‌ছিলাম, তোমার গলাটি ত খাসা। [আরও সরিয়া আসিল।]

গোলাপী। খাসা ত খাসা। তা তোর তাতে কি বিট্‌কেলে মিন্‌সে?

রাম। না তাই বল্‌ছিলাম। মুই ওস্তাদ মানুষ কি না। সওদাগরেই রতন চেনে।

গোলাপী। আরে! এও ত বড় মন্দ নয়।—ওস্তাদ মানুষ হস্ না হস্ তাতে আমার কি?—অত ঘেঁষে বস্‌লে ভালো হবে না বল্‌ছি।

রাম। আহা, রাগো কেন ভাই? তোমার সঙ্গে ত এই নতুন দেখা নয়।

গোলাপী। তোর সঙ্গে আবার আমার কবে দেখা হোল?—আরে মোলো!

রাম। কেন সেই হাঁসখালিতে ঘোষেদের পুকুরের ধারে।

গোলাপী। [স্বগত] এ আমারে চেনে দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে] তা হইছিল ত—হইছিল। তা এখেনে কি?

রাম। এখেনে মুই আজ আইছি—যাব নীলরতন চাটুর্য্যের বাড়ী—পথে তোমায় দ্যাখ্‌লাম, পুরোন আলাপী নোক—তাই ভাব-লাম দুটো কথা কয়ে যাই।

গোলাপী। [স্বগত] এ যে দিদিমণির বাড়ীই যাচ্ছে। [প্রকাশ্যে] সেখেনে কেন যাচ্ছ?

রাম। মোদের মাঠাকরুণকে আন্তি। বাবু পেঠিয়েছে।

গোলাপী। তোর বাবুই বা কে আর তোর মাঠাকুরণই বা কে?

রাম। বাবু কে? তা জানো না! কেষ্ট-নগরের গোবিন্দ মুখুয্যে! তাঁরে না জানে এমন মানুষ ক'টা? মোর মাঠাকরুণ তাঁরই ইস্তিরি—নীলরতন বাবুর বড় মেয়ে।

গোলাপী। [স্বগত] তবে ত সত্যিই এ বড়দিদিমণির শ্বশুরবাড়ীর চাকর। [ভাবিয়া]

না, একেবারে চটান হবে না দেখ্‌ছি।

রাম। ভাবছ কি ঠাকরুণ—একটা গান শুন্‌বা!

গোলাপী। শুনি।

রাম। গীত

[পূরবী—আড়া]

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল—
আর সে নিজে বসে বেড়ে,
টাকা কড়ির চিন্তে ছেড়ে—
গাচ্ছিল [উঁচু দিকে মুখ কোরে]
—এই পূরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া হুয়া,
হুয়া ক্যা হুয়া, রে ক্যা ক্যা ক্যা।

গোলাপী। [কাণে হাত দিয়া] বাপ রে, মোলাম! তোমার আর গাইতে হবে না।

রাম। দেখ্‌লে?

গোলাপী।—শুনলাম বটে। বেশ গান।

রাম। তবুও সেটা গাই নি।

গোলাপী। সে আবার কোন্‌টা?

রাম। তবে শোন্‌। [গীত ধরিল]

তোরে না হেরে রে মোর—আন্দাজ,
হয় দিনে গড়ে—
বার পঁচিশ চাঁদপানা ঐ মুখখানি
তোর মনে পড়ে।
যেমন মুই উঠি ভোরে,—
পুবে চাই পচ্চিমে চাই, কোথায়
দ্যাখিনে তোরে,
তেখন প্রাণ কেঁদে উঠে, ভেউ ভেউ কোরে;
বল্‌তে কি—তখন রে মোর জানটা আর
থাকে না ধড়ে।
যেখন গো বেলা দুকুর—
বেভুল হয়ে দেখছি যেন তোরে আর
সেই পানা পুকুর;
পরে দ্যাখি শুয়ে শুধু কেলে কুকুর,
তেখন মোর ডুক্‌রে ডুক্‌রে
পরাণ যে কেমন করে।
বিকেলে নেশার ঝোঁকে,—
মনে হয় আঁবগাছতলায় যেন পরাণ
দেখ্‌ছি তোকে
পরে আর, দ্যাখতি পাইনে সাদা চোখে—
তেখন মোর গলার কাছটা কি যেন রে
এঁটে ধরে।
রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে,—
স্বপ্নে মুই দ্যাখি তোরে, তার পরে
ঘুম ভেঙ্গে, ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস কোরে,
কলাগাছ পড়ে যেমন চৌত্তির কি
আশ্বিনের ঝড়ে।
বটে তুই থাকিস দূরে,
থাক্‌ না তুই পাবনা জেলায়
আর মুই থাকি হাজিপুরে,
তবু জান উজান্‌ চলে ফিরে ঘুরে,—
যেথাই র'স তোরই জন্যে মোরি মাথার
টনক নড়ে।

রাম। কেমন!

গোলাপী। বেশ!—তোমার এত পীরিত কার সঙ্গে হোল?

রাম। তবে বল্‌ব সত্যি কথাটা? তোর সাথ গোলাপী, তোর সাথ। যে দিন মুই তোরে, সেই হাঁসখালির ডোবার ধারে দ্যাখি-ছিলাম, সে দিন থেকে [করুণস্বরে] কি বল্‌ব গোলাপী, মুই মরে' বেঁচে আছি। তোর যে কত তল্লাস করিছি, তার আর কি কইব মুই। [চক্ষু মুছিল]

গোলাপী। তা আমার সঙ্গে পীরিত করে' কি হবে? আমার যে সোয়ামী আছে!

রাম। মোর কাছে কেন আর ঢাকিস্‌ গোলাপী? তোর স্বামী ত দশ বছর ফেরার। সে কি আর আছে? সে মরেছে।

গোলাপী। তা' হ'লেও বিধবার কি বিয়ে হয়?

রাম। তা হয়, আজকাল নতুন আইনে মুই শুনিছি। মোদের কেস্টনগরে তা হয়েছে—কি বলে—বিদ্যাসাগরের মতে।

গোলাপী। তা' হ'লে যে জাতে ঠেলা কর্ব্বে লোকে। নইলে তোমাকে বিয়ে কর্ত্তে আর কি?

রাম। [আবার করুণ স্বরে] তা করুক, তোরে নিয়ে আমি দ্যাশত্যাগী হব গোলাপী।

গোলাপী। [সস্মিতমুখে] কেন, তোমার এত দিন বিয়ে হইনি?

রাম। বিয়ে কোথায়? একবার কোন্‌ ছেলেবেলায় হইছিল—সে ভুলে গিইছি। হুঃ, সে আবার বিয়ে!

গোলাপী। কেন? সে বৌ কোথা?

রাম। আরে রাম! সে আবার বৌ! সে মরেছে।

গোলাপী। কিসে মলো?

রাম। কিসে আবার। অপঘাতে।

গোলাপী। কি? বজ্রাঘাতে?

রাম। বজ্রাঘাত নয় চপেটাঘাত—[একটু হাসিল; ভাবিল ভারি রসিকতা করিয়াছে।]

গোলাপী। সে কি রকম?

রাম। এই—তা তোর কাছে আর মুই মিথ্যে কইব কেন? তুই আর মুই এখন ত এক জান। কেবল ধড় আলাদা। তবে যদি তুই কাউকে না বলিস্—

গোলাপী। [সকৌতূহলে] না কাউকে বল্‌ব না—

রাম। তবে শোন্। আমার বিয়ে হয় সুজামুটা পরগণার হিঞ্চিংড়ে গাঁয়ে—কি?

গোলাপী। না একটা পিঁপড়ে। তার পর?

রাম। তার পরে এক দিন কি কথায় মুই তার রগে এক চড় দেলাম। যে দেওয়া, আর সেই সে ঘুরে পড়ল। আর যে পড়া, সেই মরা। মোর শালা বল্লে যে, মোর শ্বশুর পুলিশ ডাক্‌তে গিয়েছে। এই শুনেই মুই চম্পট! কি—চমকালি যে?

গোলাপী। না না। তোমার শ্বশুরের নাম কি?

রাম। গোকুল মাইতি। শালার নাম নীলমণি।

গোলাপী। তোমার নাম?

রাম। মোর আসল নাম বেচারাম। কিন্তু সেই দিন হ'তে মুই নাম ভাঁড়িয়ে হলাম রামকান্ত।

গোলাপী। এ কথা সত্যি?

রাম। তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি। সে বৌ মরেছে। মুই পুলিশের ভয়ে ফেরার হয়ে কেষ্টনগরে গোবিন্দবাবুর বাড়ী নকরি নেলাম। নৈলে মোর বাপ বড়মাইনুষ। নক্‌রি না কল্লেও চলে। কি উঠিস্ যে গোলাপী! মোরে পুলিশ ধরিয়ে দিবি না কি? না গোলাপী, মুই তোর পায়ে ধরি, ধরিয়ে দিসনে। [এই বলিয়া সে গোলাপীর পায়ে ধরিতে গিয়া ভুলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল]

গোলাপী। না না ছাড়। ধরিয়ে দেব কেন? [স্বগত] তবে ত দেখছি এই ত আমার ফেরার স্বামী। [প্রকাশ্যে] তুমি যে আমাকে বিয়ে কর্ত্তে চাচ্চ, তা আমি কার মেয়ে, আমার স্বভাব চরিত্র কেমন, এ সব না জেনে এক অজানা অচেনা মেয়েমানুষকে বিয়ে কর্ব্বা?

রাম। সত্যি কথাটা কি, মুই শুনেছি যে তোর স্বভাব চরিত্তিরটা ভালো নয়। তা মোরেই বা সেটা এমন কি ভালো? তোরে মুই এমনি ভালোবাসি যে ও সব ভাববার সময় নেই। তোরে মুই সাধি না কল্লে মোর জান যাবে।

গোলাপী। তুমি এখেনে মাঠাক্‌রুণকে নিতে এসেছ। কবে ফিরে যাবা?

রাম। সত্যি কথাটা কি? মাঠাকরুণ বাড়ী থেকে রাগ ক'রে চলি আইছে। বাবু ত তার আসার পরে আন্দাজ তিন মাস খুব নাতি খাতি নাগ্‌ল। তার পর একদিন মোরে কয় 'রামকান্ত!' মুই কই 'এজ্ঞে'! বাবু বলে 'রাম, তোমার একটা কাম কর্ত্তি হবে বাপু,' মুই কই, 'কি কাম?' বাবু কয় 'এই ইস্তিরিকে তার বাপের বাড়ী থেকে ফিকির করে' নিয়ে আসতি হবে।' মুই ত তাতে নারাজ—সে এক দজ্জাল মেয়ে। মুই তো ঘাড় নেড়ে কই 'তাই ত—সে বড় শক্ত কাম, মুই কর্ত্তি পার্‌ব না।' তার পর কি না বাবু কয় 'যদি বাপু এটি কর্ত্তি পার ত তোমারে পঞ্চাশ টাকা বক্‌শিশ দেব।' তেখন মুই কই 'বাবু—হেঁ হেঁ রামকান্তের অসাধ্যি কি—এ ত সোজা কতা।' তার পরে মুই এমন এক ফিকির বাবুকে বল্লাম যে, বাবু কয়, 'বেশ বেশ রামকান্ত বেঁচে থাক্ বাপ্।

গোলাপী। কি ফিকির?

রাম। তা তোরে আর কইতি কি—মুই বল্লাম যে, মাঠাকরুণকে বল্‌ব যে বাবু আর একটা বিয়া কর্ত্তি যাচ্ছে! তা'লে কি আর মাঠাকরুণ দুদণ্ড নিশ্চিত হয়ে থাক্‌তি পার্ব্বে?

গোলাপী। তোমার খুব বুদ্ধি ত।

রাম। হুঁ হুঁ—মুই এখনি সেথা যাইচ্ছি। কালই বেহানে মাঠাকরুণকে বাবুর ওয়ানে নিয়ে গিয়ে বক্‌শিশ আদায় করে' তবে নিশ্চিন্তি। বাবু নোক ভাল। যো কতা একবার দেয়, তার লড়চড় হবার যো নেই।

গোলাপী। তবে ত ভালো। তবে কাল আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল! সেখেনে গিয়েই বিয়ে হবে খুনি।

রাম। তা আর কৈতে আছে! আর মুই

অনেক টাকা জমিইছি—গোলাপী! মোর বিয়ের পর আর নক্‌রি কর্ত্তি হবে না।

গোলাপী। বটে, কত টাকা?

রাম। তা মুই কইতি পারি না। এক মহাজনের কাছে রাখ্‌ছি। সে মোর বড় দোস্ত।

গোলাপী। বটে!—তবে আর কি তুমি এখন যাও, আমিও যাই। কাল সকালে আমি কাপড় চোপড় নিয়ে নীলরতনবাবুর বাড়ীতে তৈরী থাকব।—নীলরতনবাবু বাসা বদ্‌লেছেন জানো?

রাম। তুই তাঁদের চিনিস্‌ না কি?

গোলাপী। চিনি বই কি?

রাম। তবে ফিকিরটা বলে' দিস্‌নে যেন তাদের।

গোলাপী। আঃ রাম! তাও কি হয়। আমি হব তোমার স্ত্রী।

রাম। তা নীলরতনবাবু বাসা কোতা করেছেন?

গোলাপী। ঐ নতুন বাজারে চৌরাস্তার সম্মুখে! লোককে জিজ্ঞাসা কল্লেই বলে' দেবে 'খুনি—ঐ রাস্তা দিয়ে বরাবর পশ্চিম দিকে চলে' যাও।

রাম। আচ্ছা তবে মুই যাই। মনে থাকে যেন গোলাপী। [পরে সাদরে গোলাপীর গলদেশ ধারণ করিয়া] তবে গোলাপী?

গোলাপী। কি?

রাম। একটা—

গোলাপী। ছাড় ছাড় ঐ লোক আসছে। [রাম গলদেশ ছাড়িয়া দিল।]

রাম। তাই ত—তবে মুই এখন যাই।

[সতৃষ্ণ নয়নে গোলাপীর প্রতি বারবার চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।

গোলাপী। কি আশ্চর্য্য! এতদিন পরে ফেরার স্বামীর সঙ্গে এখেনে কি না হুগলিতে সাক্ষাৎ!—ও এখনো জানে না যা, আমি ওর স্ত্রী। এখনো বলা হবে না। একটু মজা কর্ত্তে হবে ওরে নিয়ে। যাই ছোট দিদিমণিকে সব বলিগে যাই! ওর অনেক আগে আমি যাব' খুনি—ওরে যে ভুল রাস্তা ব'লে দিইছি। লোকটা মুর্খসুর্খ বটে, কিন্তু সরল ধাতুর মানুষ। ফের প্যাঁচ নেই। আর ও যে রকম মজেছে, ও আমার হাতের পুতুলটি হয়ে থাক্‌বে। আমিও ঐ রকম বোকা সরল লোক ভালোবাসি। তাদের বেশ খেলানো যায়। আগে বেশ একটু ঘোল খাওয়াতে হবে। তার পরে শোধ বোধ। যাই বেলা গেল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।
কাল—সন্ধ্যা।

নির্ম্মলা, চপলা ও তাঁহাদের প্রতিবেশিনীদ্বয় প্রমদা ও সারদা একটি বিছানায় বসিয়া তাস খেলিতে নিযুক্ত

চপলা। [তাস কুড়াইয়া] এবার এস ত! —বিন্তি—

প্রমদা। [তাস তুলিয়া] আমারও বিন্তি—

চপলা। তোমার ও ছুটো বিন্তি রেখে দাও। কি বড়?

প্রমদা। সাহেব বড়—

চপলা। তোমার বিন্তি পেলে না। আমার বিবি বড়।

প্রমদা। পেলাম না!—আমার যে সাহেব বড়—

চপলা। হলোই বা সাহেব বড়। সাহেবের চেয়ে আজকাল বিবি বড়। বিশ্বাস না হয় কল্‌কাতায় গড়ের মাঠে দেখে এস গিয়ে। তোমার বিন্তি পাবে না—

প্রমদা। তোমার কথায় নাকি?—আমার বিন্তি রৈল। বলে' রাখ্‌লাম কিন্তু—

সারদা। আর তক্‌রারে কাজ কি? আমার হাতে ইস্তক পঞ্চাশ।—এই দেখ—[তাস দেখাইলেন।]

চপলা। [হতাশভাবে] ইস্তক পঞ্চাশ!—আচ্ছা পেলে।

সারদা। তবে ধর পঞ্জা।

চপলা। পঞ্জা ধর্ব্বে কি? ইস্তক পঞ্চাশের কাগজে পঞ্জা হয় না।

সারদা। মাইরি!—চাঁদবদনি!—ধর পঞ্জা— [পঞ্জা ধরিলেন]

চপলা। ধর্ব্বে?—ধর!—তুমিও ধর, আমিও ধরি। এস ধরাধরি করে' তুলি। [উঠাইয়া দিলেন।]

প্রমদা। এ কি ভাই জোর না কি? [পঞ্জা ধরিল।]

নির্ম্মলা। কি করিস্ চপলা, খেলে যা না। ধর্‌লেই বা পঞ্জা।

সারদা। দেখ দেখি!—সব রকম জ্যেঠা সওয়া যায় ভাই, মেয়ে জ্যেঠা সওয়া যায় না। লেখাপড়া শিখলে সব মেয়েই এই রকম জ্যেঠা হয় নাকি?

চপলা। আচ্ছা, তোমাদের পঞ্জা দিলাম। ভয়ই বা কি? আমরা ছক্কা ধর্ব্ব।

গোলাপীর প্রবেশ

গোলাপী। ছোটদিদিমণি, একবার এদিকে আসুন ত একটা দরকারী কথা আছে।

নির্ম্মলা। রোস যাচ্ছে।

চপলা। শুনেই আসিনে কি কথা! তোমরা ততক্ষণ তাস্ দাও। [গোলাপীকে] আচ্ছা চল্ ঐ পাশের ঘরে।

[গোলাপীর সহিত প্রস্থান।

প্রমদা তাস দিতে লাগিলেন

প্রমদা। চপলের আর সব ভালো, কেবল একটু জ্যেঠা। মেয়েমানুষ নরম সরম না হ'লে ভালো দেখায় না।

সারদা। তারই জন্যে ত আমি মেয়েদের অমন জুতো মোজা পায়ে দিয়ে যেখানে সেখানে হেঁটে বেরোনো পছন্দ করিনে।

নির্ম্মলা। এখনও নিতান্তই ছেলেমানুষ। কি না—আমার চেয়েও চার বছরের ছোট।

প্রমদা। তোমার বয়স কত?

নির্ম্মলা। এই ১৭ বছরে পড়েছি।

সারদা। নে ভাই আর জ্বালাস্ নে। তোর বয়স ২১ বছরের এক দিনও কম নয়। আর চপলাও ১৬ বছরের হবে। তবে দেখায় বটে ছেলেমানুষ। বয়স সকলের বাড়্‌ছে বৈ ত আর কম্‌ছে না দিদি।

প্রমদা। হ্যাঁ, আমারই বয়স প্রায় ডেড়্ কুড়ি হ'তে চল্লো। অথচ সারদা দিদি ত আমাকে জন্মাতে দেখেছে বল্লেই হয়।

সারদা। দেখ প্রমদা, তোর আর রঙ্গ দেখে বাঁচা যায় না। তোর বয়স ডেড় কুড়ি হোক্, আমার বয়সের কথা তুই কস্‌নে বল্‌ছি। ছুঁড়ীর আস্পর্দ্ধা দেখ না।

নির্ম্মলা। চপলা কোথায় গেল? [হাতের তাস দেখিতে ব্যস্ত।]

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। [সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নির্ম্মলাকে] মাঠাকরুণ! পেরণাম হই।

নির্ম্মলা। [চমকিয়া] কি রাম, কোথ্‌-থেকে?

প্রমদা। এ আবার কে?

সারদা। [নির্ম্মলাকে] তোর শ্বশুরবাড়ীর লোক বুঝি।

নির্ম্মলা। হ্যাঁ। [রামকে] বাড়ীর সব ভালো ত?

রাম। ভাল ত। তবে কর্ত্তা ত রেগে একটা নতুন বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছে।

প্রমদা। বলিস্ কি?

সারদা। [নির্ম্মলাকে] এ ক্ষেপা না পাগল?

রাম। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া] তিনি ত আপনারে খবর দিতে চায় না। মুই আপনা থেকে আলাম। ভাবলাম সেটা কি ভাল হয়?

প্রমদা। বলিস্ কি? বাবুর আবার বিয়ে?

সারদা। পুরুষগুলোর কি লজ্জা সরম কাণ্ডজ্ঞান নেই? কবে বিয়ে?

রাম। এই দোসরা বশেখ। বাড়ীতে ঘটা টটা হবে না। কেবল বিয়ে।

প্রমদা। পাত্রী কোথায় ঠিক হোল?

রাম। মেয়েটা ঐ পাবনা জেলায় কি বলে—ঐ এক—কে যে হাকিম আছে—হ্যাঁ হ্যাঁ মহেশ ভশ্চার্য্যির মেয়ে। মেয়েটা দেখ্‌তে যেন মেম।

প্রমদা। বাবু আবার বিয়ে কর্ত্তে গেল কেন?

রাম। তা মুই কি কর্ব্ব? কত মানা কল্লাম। বাবু শোনে না।

প্রমদা। সম্বন্ধ করে' দিল কে?

রাম। ঐ কে—[মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে] তার নামটা খেয়াল হচ্ছে না। সে—সে দিন তিন ঘণ্টা ধরে' বাবুকে ভজালো। বল্লে, বাবুর এ তিন পরিবারে ত কোন নাতি পুতি হ'ল না। কুল রাখে কে!—মেয়েটা শুনি

খুব ফরসা। বাবু তারে দেখেই পুরুত ডেকে দিন ঠিক কল্ল—এই দোসরা বশেখ।

সারদা। আজ কোন্ তারিখ? ২০—এ চৌত্তির না?

প্রমদা। গায়ে হলুদ এখনো হয় নি? [নির্ম্মলাকে] তুমি দিদি কালই চলে' যাও। কথাটা ত ভালো নয়!

নির্ম্মলা। আমি নিজে থেকে প্রাণ গেলেও সেখেনে যেতে পার্ব্ব না। আমি গলায় দড়ি দেব। আত্মহত্যা কর্ব্ব।

প্রমদা। তা স্বামীর বাড়ী ত নিজের বাড়ী। নিজে থেকে গেলেই বা?

সারদা। তা'ও কি হয়! সেই যে ছবি পাঠানো হইছিল? তাই দেখেই বা রেগে মেগে বিয়ে কর্ব্বার মতলব করেছে—কে জানে?

চপলার প্রবেশ

নির্ম্মলা। দেখ্ দেখি চপল তুই কি কর্ত্তে কি কল্লি। সেই ছবি পেয়ে উনি আর এক বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছেন। এই চাকর নিজে থেকে খবর দিতে এসেছে। তুই ত সব গোল পাকালি ভাই। [ক্রন্দনোপক্রম]

সারদা। জানি ও সব ইস্কুলে পড়া মেয়েদের সবই বিদ্ঘুটি।

প্রমদা। একটু পড়তে শিখে ভাবে যেন সংসারে সব জানে। তুইই ত ভাই এই গোলটা পাকালি।

চপলা। [সস্মিতমুখে] তুমি কিছু ভেব না দিদিমণি; কিছু গোলযোগ হইনি। [রামকে] তোমার নাম রামকান্ত?

রাম। এজ্ঞে!

চপলা। কে আছে এখানে, পুলিশ ডাক। শীঘ্যির পুলিশ ডাক।

রাম। [সভয়ে] এজ্ঞে বাবু বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছে ত মুই কি কর্ব্ব?

চপলা। আমাদের সঙ্গে চালাকি! তোমার নাড়ী-নক্ষত্র সব জানি। তোমার আদত নাম বেচারাম—নয়?

রাম। [সভয়ে] এ—এজ্ঞে। কেমনে জান্লে?

চপলা। এত দিন ফেরার হয়ে নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়েছিলে, বটে! তার ওপর আমাদের কাছে মিছে কথা?—বাবুর বিয়ে না? পুলিশ ডাক বল্ছি কেউ। ফেরারী আসামী পাওয়া গিয়েছে, ছাড়া হবে না। রোস, তোমায় চপ্ করে' খাব। এই কে আছ একে বাঁধ, আর পুলিশ ডাক।—বাবুর বিয়ে?

রাম। [কম্পিত দেহে সরোদন স্বরে] এ—এজ্ঞে—না—না—মুই সত্যি বল্ছি। মোরে পুলিশে দিও না।

চপলা। এক্ষণি বল্। বাবুর বিয়ে?

রাম। এজ্ঞে না।

চপলা। তবে এক্ষণি মিথ্যে বল্ছিলি কেন?

রাম। এ—এজ্ঞে—বাবু বল্‌তি বলে' দিই-

চপলা। তোরে এখানে কে পাঠিয়েছে?

রাম। এ—এজ্ঞে বাবু।

চপলা। কেন?

রাম। মা ঠাক্‌রুণকে নিতি। বাবু কয়ে দিল যে তোর মাঠাক্‌রুণকে ছল করে' নিয়ে আস্‌তে পারিস্, যাতে মাঠাক্‌রুণ না জান্‌তি পারে যে বাবুই তারে আন্তি নোক পেঠিয়েছে? মুই বল্লাম, না বাবু মুই মিথ্যে কইতি পার্ব্ব না। আর মাঠাক্‌রুণের সাথ চালাকি কি কর্ত্তে পারি, তা বাবু ছাড়ে না। মুই দ্যাখলাম, রাম মাল্লে মরিছি, রাবণ মাল্লেও মরিছি। কি করি? বাবু যা বল্লে, তাই কর্ত্তি রাজি হ'লাম।

চপলা। [নির্ম্মলাকে] নেও দিদিমণি হল'!

নির্ম্মলা। [প্রসন্ন] বটে! আমার সঙ্গে এত দূর চালাকি, তাকে একটু জব্দ কর্ত্তে পারিস্ চপল?

প্রমদা। তা'লে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয় বটে।

চপলা। সে ভার আমার। তাঁকে বেশ দুই এক চুবনি দেওয়া যাবে' খনি! [রামকে] দেখ্, তোর মুনিবের সঙ্গে একটু তোর চালাকি খেল্‌তে হবে।

রাম। মুনিবের সাম্‌নে মুই মিথ্যে কইতি পার্ব্ব না।

চপলা। ভারি সত্যবাদী! তোর মাঠাক্‌রুণ সাক্ষাতে সটাং মিথ্যে বল্লি—আর বাবুর

সাক্ষাতে মিথ্যে বল্‌তে পারিস্‌ নে! নইলে পুলিশে দেব, মনে থাকে যেন।

রাম। [পুনর্ব্বার কম্পিত] এজ্ঞে তবে যা কর্ত্তে কও তাই কর্ব্ব।

চপলা। আচ্ছা কি বল্‌তে হবে, পরে বলব'খন এখন যা!

রাম। [যাইতে যাইতে] গোলাপীর শেষে এই কাজ। এখেনে এসে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছে। আগে তার সাথে দেখা হোক্‌। পরে তার সাথে বুঝোপড়া আছে।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। [চপলাকে] কি করে' জব্দ করা যায়?

চপলা। ব্যস্ত হও কেন? দেখো না তোমার সামনেই তাঁরে বেশ ঘোল খাওয়াব, আর ভেড়া বানাব।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কৃষ্ণনগরে গোবিন্দের শয়ন-ঘর।
কাল—প্রথমরাত্রি।

গোবিন্দ একটা টুলের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন

গোবিন্দ। রামা বেটার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না যে! বেটা রাস্তায় নিশ্চয় মরেছে। সত্যি সত্যিই স্ত্রীর জন্যে আমার মনটা কেমন কচ্ছে। ইন্দু আজ আবার চিঠি লিখেছে যে, তার হঠাৎ জ্বর-বিকার হয়েছিল, তবে বাঁচবার আশা এখনও আছে। সত্যি না কি! যা হোক্‌ তা হোক্‌, সে এলে বাঁচি। একবার নিজেই যাব নাকি!

বালকবেশে চপলার প্রবেশ

গোবিন্দ। কে হে ছোকরা, কথাবার্ত্তা নেই, তুমি যে একেবারে হন্‌ হন্‌ করে' শোবার ঘরের মধ্যে চলে' আস্‌ছ।

চপলা। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া একেবারে কোণে গিয়া ছাতি রাখিয়া বিছানায় উপবেশন] এঃ, জুতোটা ভারি আঁটো হয়েছে। এই কে আছিস—জুতোটা খুলে দে ত—আপনার নাম গোবিন্দবাবু! ভদ্রলোক এল, পান আস্তে বলুন না। না, আমি তামাক খাই না। উঃ! ক্ষিদেও পেয়েছে। এখেনে কে আছে ঝি, ও ঝি।

ঝির প্রবেশ

চপলা। দেখ্‌, এক সের খুব ভালো সন্দেশ, এক পোয়া বাদামতক্তি—যেন পচা না হয়—বাজারের কচুরি আমি খাই না। ঠাকুরকে বল্‌ যে শীগ্‌গির খান কুড়িক লুচি ভেজে এনে দেয়। শীঘ্যির চাই। আর আট পয়সার গোলাপী খিলি। [গোবিন্দকে—ঘরে বোধ হয় ভালো আঁব নেই?] গোটা দুই ভালো নেংড়া পাস্‌ যদি নিয়ে আসিস্‌।—নূতন উঠেছে টাকায় চার্‌টে করে'—শীঘ্যির নিয়ে আয়। [গোবিন্দকে—একটা টাকা দেন ত।] বাঃ! এই বালিসের নীচে টাকা রয়েছে যে। এই নে [বলিয়া একটা টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন।]

ঝি। এ আবার কে রে? বাবুর সম্বন্ধি বুঝি।

[টাকা লইয়া প্রস্থান।

চপলা। আপনার বাড়ীটি ত বেশ। ক'টা ঘর? খাসা বারান্দা আছে দেখ্‌ছি। [উঠিয়া পরিভ্রমণ] বাঃ খাসা খোলা ত। দক্ষিণ দিক্‌ এইটে না! এখেনে একটা জানালা বসিয়ে নেবেন।

গোবিন্দ। [তিনি এতক্ষণ অবাক্‌ হইয়া বালকবেশী চপলাকে দেখিতেছিলেন, এখন বাক্যযন্ত্র পরিচালনক্ষম হইয়া কহিলেন] আ—আপনার নাম?

চপলা। পশ্চিমদিকেও ছোট একটু বারান্দা আছে দেখ্‌ছি। ওটা কি? বাজার না? এখেন থেকে কলেজ কত দূর? কি? আমার নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। আমার নাম শ্রীহৃদয়নাথ চৌধুরী—

গোবিন্দ। [স্বগত] চেহারা দেখেও নামটা হৃদয়নাথ হৃদয়নাথ বলেই বোধ হচ্ছে। বেশ মোলায়েম চেহারাখানি।

চপলা। আপনি বোধ হয় আমার মাথায় এত বড় পাগড়ি দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছেন। এ পাগড়ি স্বয়ং আকবর সা—আকবর সার নাম অবশ্যই শুনেছেন—তিনি নিজের হাতে আমার প্রপ্রপ্রপ্রপ্রপ্র পিতামহকে—কটা 'প্র' হলো!

৬টা ত? তাহলেই হয়েছে—অর্থাৎ আমার এক পূর্ব্ব পুরুষকে দিয়ে যান। তার পর ১৭০৭ সালে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ আমার প্রপ্র পিতামহের কাছ থেকে রামনগরের যুদ্ধে তাঁরে হারিয়ে এটা কেড়ে নেয়। পরে আর এক যুদ্ধ হয়—সেটা বুঝি রাবণপুর—সেখানে তিনি আলিবর্দ্দিকে হারিয়ে এটা ফিরে পান। তার পর থেকে এ পাগড়ি বরাবর আমাদের বাড়ীতে আছে! একবার নবাব খাঞ্জা খাঁর এটির প্রতি লোভ হয়। তা নিতে পারেন নি।—আমার প্রপিতামহ রাজা প্রচিদিন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে প্রতাপগড়ে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাতে তিনি হটে যান। একটা গুলী তাঁর ডান চোখে লাগে, তাতেই তিনি কাণা হয়ে যান। বোধ হয় জানেন, নবাব খাঞ্জা খাঁর এক চোক কাণা ছিল।

গোবিন্দ। [অন্যমনস্কভাবে।] না, সেটা আমি অবগত নই।

চপলা। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। এক বেগম তিনি আমার পিতামহ ৺রামরতন চৌধুরীকে দিয়ে যান। আর একটি বেগমের বিষয় ইতিহাসে কিছু লেখে না।—বাঃ! পান সাজা রয়েছে যে—তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়! না, আপনার উঠতে হবে না—আমিই হাত বাড়িয়ে নিচ্ছি। [একটি পান লইয়া চর্ব্বণ] বাঃ! সর্ব্বৎও রয়েছে—পানটা আগে খেয়ে ফেল্লাম। আমার বাড়ী কোথায়, তা জান্তে বোধ হয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। সে শুনলে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। আমার জন্ম হয় ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে। ম্যাডাগাস্কার কোথায় জানেন? ইটালি বলে' যে একটা সহর আছে, তারই ঠিক একেবারে ধারে। উত্তর দিকে।—না না উত্তরপশ্চিম কোণায়। সেখেন থেকে দেখা যায়।—আমার রং তাই এত ফর্সা। সেখানে আমার মা প্রতি বছর একবার করে' যান। সেখেনে এখনও আমাদের একটা বাড়ী আছে।

গোবিন্দ। কিন্তু এ দীনের বাড়ীতে হঠাৎ—

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! এখানে এইছি কেন? কেন' তাতে আপনার আপত্তি আছে? আপনার কাছে একটু প্রয়োজন আছে। বল্‌ছি —হাঁফ জিরিয়ে নেই আগে। যে ঘুরিছি আজ! কোথায় কৃষ্ণনগর, কোথায় হুগলি।—আপনার শ্বশুরবাড়ী হুগলি না? আমি সেখেন থেকেই আস্‌ছি। আপনার শ্বশুর আমাদের তালুকদার, তা বোধ হয় জানেন?

গোবিন্দ। না, সেটা এত দিন জানা ছিল না।

চপলা। বাবা আমায় জমীদারী কাজ শেখাবার জন্য বলেছেন যে, আমায় নিজেই খাজনা আদায় কর্ত্তে বেরোতে হবে—তাই আমি বেরিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য, দেশ দেখে বেড়ান, আর আপনার মত দশ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা। বাবা ভারি কড়া লোক। খাজনা কারও বাকি থাক্‌বার যো নেই। বাকি হইলেই ডিক্রি জারি। আপনার শ্বশুরালয়ে খাজনা আদায় কর্ত্তে গিইছিলাম। তা কাল সেখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে সব খাজনা বকেয়া রয়ে গেল। বাড়ীতে এমন দুর্ঘটনা, কি করেই বা খাজনা চাই? কিন্তু এক হপ্তা পরে আবার যেতে হবে। তখন আপনার শ্বশুর খাজনা দিতে না পাল্লে আমার তাঁর নামে ডিক্রি জারি কর্ত্তে হবে। বাবার ভারি কড়াক্কড় হুকুম। কি কর্ব্ব বলুন!

গোবিন্দ। [উৎকণ্ঠিত স্বরে] তাঁর বাড়ীতে কি দুর্ঘটনা হয়েছে বল্‌তে পারেন?

চপলা। তা ঠিক জানি নে। তাঁর একটি মেয়ে মারা গিয়েছে। শুন্‌ছি।

গোবিন্দ। এ্যাঁ—কোন্‌টি?

চপলা। তা জানি নে; বড়টি কি ছোটটি। যেটির বিকার হইছিল।

ঝির জলখাবার লইয়া প্রবেশ

চপলা। এই যে জলখাবার এয়েছে। ঝি, এক গেলাস জল। [ঝির প্রস্থান] এখেনে বরফ পাওয়া যায় না? তা হোক্ [আহারান্তে] কিছু মনে কর্ব্বেন না। বাঃ, এখেনে খাসা জলখাবার পাওয়া যায় ত। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়া ফরমাজ না দিলে ভালো পাওয়া যায় না শুনিছি। সঙ্গে দু' হাঁড়ি নিয়ে যেতে হবে যাবার সময়। আজ আমি এখেনে থাকব, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।—আপনার বাড়ীটা আর একটু রাস্তার ধারে হ'ত ত খেতে খেতে রাস্তার লোকের যাতায়াত দেখা যেত। ওটা দেখ্‌তে আমি বড় ভালোবাসি। [আহার শেষ

করিয়া সর্ব্বৎ পান করিয়া পান খাইয়া শয়ন] আঃ, বাঁচা গেল। আমি এই খাটেই শোব'খন। আপনি অন্যত্র শোবেন। আপনি ভারি ভদ্রলোক দেখ্‌ছি। আপনার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কেন? আপনার শ্বশুরের নামে ডিক্রিজারি করা বাবার হুকুম না হ'লে সেটা রহিত কর্ত্তাম। আচ্ছা দেখুন, আপনার খাতিরে না হয় এক মাস কাল অপেক্ষা কর্ত্তে পারি। তাঁদের বাড়ীতে দুর্ঘটনা —আর আপনার মত ভদ্রলোকের শ্বশুর। না, মেয়েটি বুঝি মরে নি। তবে মরমর বটে।

গোবিন্দ। [সাগ্রহে] তবে এখনও বেঁচে আছে!

চপলা। হাঁ,—মরার দাখিলই। কলকাতার নয়নচাঁদ সার্ব্বভৌমকে চেনেন' সে ভারি মস্ত কবিরাজ। সে একবার তিন কিলে পিলে আরাম করে' দিইছিল। আবার এক দিন চুণোগলির এক ফিরিঙ্গি রাগে তার স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেছিল। পরে রাগ পড়লো নয়নচাঁদ সার্ব্বভৌমকে নিয়ে এল। তিনি মাথাটা কুকুর দিয়ে খাওয়ালেন—অমনি আরাম—গোর দিতে হলো না। তিনি নাকি এক সাপে কামড়ানর ওষুধ বার করেছেন যে, সাপে কাউকে কামড়ালে সে ওষুধটা সাপের মাথায় যেই দেওয়া, সেই সব আরাম।

গোবিন্দ। [সবিস্ময়ে] বলেন কি?

চপলা। আমার ঠাকুর্দ্দাকে একবার একটা বাঘে কামড়িছিল। সমস্ত ধড়টা খেয়ে ফেলেছিল। নয়নচাঁদ কবিরাজ এল, এসে একটা গরুর ধড় লাগিয়ে বেঁধে কি ওষুধ লাগিয়ে দিল, অমনি জোড়া লেগে গেল। আমার ঠাকুর্দ্দা দিন গেলে বরাবর এক সের দেড় সের করে' দুধ দিয়ে এয়েছেন।

গোবিন্দ। না না, তাও কি হয়!

চপলা। আশ্চর্য্য! যার কাছে এটা বলেছি, সেই অবিশ্বাস করেছে; কিন্তু হিন্দুভৈষজ্য শাস্ত্রে কি সব আশ্চর্য্য ওষুধ আছে, তার ত খোঁজ রাখে না।

গোবিন্দ। বটে! যে বাঘটা খেইছিল, সে বাঘটা কত বড়?

চপলা। সে বাঘটা ৩০ ফুট লম্বা আর পৌনে দশ ফুট উঁচু। ঠাকুর্দ্দা—সেটাকে যে গুলী মেরেছিলেন, তাতেই ওছট মেরে পড়ে' গিয়ে ধরা পাড়িছিল। এখন সেটা কলকাতায় চিড়িয়াখানায় আছে। ঢুকতেই ডান দিকে।

গোবিন্দ। তবে সে কবিরাজকে আনালে হয়!

চপলা। তা হ'ত। কিন্তু তাঁকে ত আর পারার যো নেই। তিনি হাওয়া বদলাতে এরাকানে গিয়েছেন। [শিষ দিলেন] [বেগে রামকান্তের প্রবেশ ও ভূমিতে লুণ্ঠন]

[চপলার প্রস্থান।

রাম। [ক্রন্দন স্বরে] বাবু কি হবে! কি হবে!

গোবিন্দ। [ব্যগ্রভাবে] কি! কি!

রাম। মোর গিন্নী ঠাক্‌রুণ?—ওঃ— [সুদীর্ঘ নিশ্বাস]

গোবিন্দ। গিন্নী ঠাক্‌রুণ কি?—জ্বরে মারা গিয়েছে বুঝি? ওঃ! যা ভেবেছি, তাই। ওগো, তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো! [ভূতলে পতন]

রাম। জ্বর-টর রোগ-টোগ কিছু হইনি গো, রোগ ত তার ছোট বোনটির—মোদের গিন্নী ঠাক্‌রুণ—বাবা রে—কি হ'ল রে।—

গোবিন্দ। কি হ'ল, বল্‌ না শীঘ্‌গির খুলে।

রাম। তাঁর শরীর ত বেশ ছিল—কিন্তু—

গোবিন্দ। কিন্তু কি?

রাম। যে দিন আপনার বিয়ের কথা মিছে করে' বলি গো, মিছে করে বলি—সে দিন— ওঃ—

গোবিন্দ। সে দিন কি?

রাম। তাঁর শোবার ঘরে রাতে দুয়োর দিয়ে, আফিঙ গুলে—

গোবিন্দ। খেলে বুঝি! [বসিয়া পড়িয়া] ওগো আমার কি হবে গো! কেন মিছে করে' বল্‌তে বল্লাম—

রাম। এজ্ঞে না। আফিং খায়নি।—তবে—

গোবিন্দ। [উঠিয়া] খাইনি; আবার তবে কি?

রাম। আফিঙ গুলে' খানিক ভেবে চিন্তে' সেটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল।

গোবিন্দ। তবু ভালো। অমন করে' বলে? ভয়ে আত্মাপ্রাণী শুকিয়ে গিইছিল। [উঠিয়া গা ঝাড়িলেন]

রাম। কিন্তু—

গোবিন্দ। আবার 'কিন্তু' কি?

রাম। সে ঘরে আড়ায় চারগাছ লম্বা দড়ি ঝুল্‌ত। যা'তে বিছানা তোলা থাক্‌ত গো বিছানা তোলা থাক্‌ত—

গোবিন্দ। সে দড়ি কি হয়েছে?

রাম। সে দড়ি খুলে নিয়ে এক সঙ্গে লম্বা করে' বেঁধে—উঃ-হুঃ-হুঃ—

গোবিন্দ। গলায় দড়ি দিল বুঝি? [বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন]

রাম। এজ্ঞে না, গলায় দড়ি দেই নি—

গোবিন্দ। এ্যাঁ—দেই' নি? [উঠিয়া] তবে কি হ'ল শীঘ্যির বল্‌।

রাম। সেই দড়িগুলো একসঙ্গে বেঁধে, তার সিন্ধুক পেট্রাতে কাপড় গহনা পত্তর পুরে, সেগুলো ত কষে' দড়ি দিয়ে বাঁধল। তার পর সেগুলো নৈহাটি ইষ্টিশনে একখানা গরুর গাড়ী করে' কখন যে পাঠিয়েছে, কেউ জান্তি পারি নি গো—

গোবিন্দ। অ্যাঁ—[বসিয়া পড়িলেন]

রাম। তার পরে সেই যে এক বকা ছোঁড়া তাদের বাড়ী থাক্‌ত—তার চেহারাখানা বড় ভালো গো, চেহারাখানা বড় ভালো।—তার সঙ্গে একেবারে—উঃ হুঃ-হু-হুঃ—বাবা রে—

গোবিন্দ। নিরুদ্দেশ বুঝি? তোরা পিছু পিছু ইষ্টিশনে যেতে পাল্লিনে?

রাম। যাইনি কি? উঃ—ভদ্দর লোকের ঘরে—

গোবিন্দ। গিয়ে দেখ্‌লি যে তারা নেই? ওঃ! যা ভেবেছিলাম, তাই সে হতভাগা ছোঁড়ার চেহারা দেখেই খারাপ মতলব টের পেইছি। [ক্রন্দন]

রাম। এজ্ঞে না। মোরা ইষ্টিশনে গিয়ে দেখি, মা ঠাক্‌রুণ রেল গাড়ীতে উঠ্‌লেন।

গোবিন্দ। এ্যাঁ—তোরাও উঠতে পাল্লি নে?

রাম। এ—এ-এজ্ঞে উঠেই ত মাঠাক্‌রুণকে সঙ্গে করে' নিয়ে আলাম। এই মাঠাক্‌রুণ আপনি আস্‌ছে।

[একদিক্‌ দিয়া রামকান্তের প্রস্থান, অপর দিক্‌ দিয়া নির্ম্মলার প্রবেশ।

গোবিন্দ। [মাটিতে পড়িয়া] ওগো! আমার স্ত্রী কোথায় গেল গো! যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে গো—

নির্ম্মলা। একবারে যে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে? আন্‌তে লোক না কি পাঠাবে না বলিছিলে?

গোবিন্দ। [স্বগত] এ কি সত্যই গৃহিণী স্বয়ং উপস্থিত, না স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নে মতিভ্রমতি কিমন্বিদমিন্দ্রজালম্‌। সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি। সব রামা বেটার বজ্জাতি দেখ্‌ছি। ছোকরাটা গেল কোথায়? রামা বেটাই বা গেল কোথায়? [প্রকাশ্যে] তা এ দীনের বাটীতে যে ভবদীয় ব্যক্তির ন্যায় মহতের পদার্পণ হয়েছে—সে আমার ন্যায় হীনজনের সৌভাগ্য! তবে এ ষড়্‌যন্ত্র কেন?

নির্ম্মলা। তুমিই বা কম করিছিলে কি? তোমার বিয়ে না? কবে? আমরা বরণ-টরণ কর্ত্তে এলাম। বৌ কৈ গো!

গোবিন্দ। পাত্রীটি হঠাৎ মারা গিয়েছে।

নির্ম্মলা। বটে!—তোমায় দেখে আতঙ্কে না কি?

গোবিন্দ। [স্বগত] আর চালাকিতে কাজ কি? কার কত দূর দৌড় দেখা গিয়েছে। [প্রকাশ্যে] আমারই হার! তোমার জিত। হলো? এই যে ইন্দু যে, আবার ইটি কে?

ইন্দুভূষণ ও স্ত্রীবেশে চপলার প্রবেশ

ইন্দু। তা গোবিন্দবাবু ঠিক বলেছেন। প্রেমের পাশাখেলায় রমণীদের চিরকালই জিত। এখন আপনার সঙ্গে—আমার নবোঢ়া বুদ্ধি-মতী সুন্দরী পত্নী ও আপনার শ্যালিকা চপলা দেবীর আলাপ করে' দেই। চপলা! ইনিই গোবিন্দবাবু—গোবিন্দবাবু! ইনিই—চপলা। কেমন গোবিন্দবাবু, আমার স্ত্রীটি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী কি না?

গোবিন্দ। [অন্যমনস্ক ভাবে] হাঁ, সুন্দরী বটে। কিন্তু ও'র বুদ্ধিমত্তার এখনও পরিচয় পাই নি।

ইন্দু। পেয়েছেন বৈ কি? এখনই যিনি এই বিছানার উপরে হৃদয়নাথ চৌধুরী রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনি ইনি ভিন্ন আর কেউ ন'ন।

গোবিন্দ। [যেন আকাশ হইতে পড়িয়া]

এ্যাঁ—ইনি কি এ'র সহোদরা! একটু মাংসটি বিভাগ করে' নিলে হ'ত না।

ইন্দু। এ দাস তাঁর আজ্ঞাবহ। তাই তাঁর আজ্ঞাক্রমে আমি আপনাকে যথাক্রমে দুইখানি অলীক সংবাদপূর্ণ পত্র লিখেছি। মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

চপলা। স্বামী! তোমার বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়ে থাকে যদি, তবে আমার তিনটি প্রার্থনা আমার ভগ্নীপতির সম্মুখে জ্ঞাপন করি।

গোবিন্দ। আজ্ঞা করুন। গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ণদ্বয় উচ্চ করিয়া আছেন।

চপলা। প্রথমতঃ নিবেদন—আপনি—আপনার ভার্য্যা অর্থাৎ মদ্ভগ্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করুণ। কারণ, আমি শপথ সহকারে বল্‌ছি যে, তিনি আপনার সতী সাধ্বী ও অনুরক্তা স্ত্রী।

গোবিন্দ। তথাস্তু। তবে—

চপলা। [কর্ণপাত না করিয়া] দ্বিতীয়টি এই যে, আপনার বিশ্বাসী ভৃত্য রামকান্তের সম্প্রতি অভৃত্যোচিত ব্যবহার মার্জ্জনা করুন।

গোবিন্দ। তথাস্তু। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

চপলা। তৃতীয়তঃ, আমাদের বন্ধু শ্রীশরৎকুমার হালদারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। [উচ্চৈঃস্বরে] রামকান্ত ওর্ফে বেচারাম, আর গোলাপী ওর্ফে শরৎকুমার।

রামকান্তের ও গোলাপীর প্রবেশ

চপলা। ইনিই উক্ত শরৎকুমার হালদার, আসল নাম গোলাপী, এ রামকান্তের বহুদিন পূর্ব্বে পরিণীতা ভার্য্যা।

গোবিন্দ। রাম! সত্যি?

রাম। এজ্ঞে, মুনিবের সাম্‌নে কি মিথ্যে কইতি পারি—ইনিই মোর ইষ্টদেবতা।

গোবিন্দ। পারিস্‌নে বটে?—তবে এতক্ষণ কি হচ্ছিল? বেটা আমার সঙ্গে চালাকি?—লাঠিগাছটা গেল কোথা!

চপলা। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। আর, কাকেও সাজা দিতে হয় আমাকে দেন।

গোবিন্দ। শ্যালিকার চিরকালই সাত খুন মাফ! আমি যদিও স্বভাবতই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি', তথাপি দরকার হ'লেই তক্ষণই আবার 'মৃদূণি কুসুমাদপি' হ'তে পারি।

চপলা। গোবিন্দবাবু, স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে নিজে মোটা হওয়া যদিও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার লক্ষণ বলে' আমার বোধ হয় না, তবে আমাদের বিশ্বাস, আপনার নবোঢ়া স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা আছে—সেটা প্রকাশ কর্ত্তে লজ্জিত হবার কোন কারণ দেখিনে। স্ত্রী অভিমান করে, স্বামীর কাছে আদর প্রত্যাশা করে বলে'—স্বামীর কর্ত্তব্য নয় যে, অভিমানকে পায়ে ঠেলা। দুর্ব্বল রমণীজাতির অভিমান আর অশ্রু ছাড়া আর কি প্রহরণ আছে?

গোবিন্দ। কেন? সম্মার্জ্জনী। [নির্ম্মলাকে] কি বল?

ইন্দু। সে উনি আপনাকে নেহাৎই আপনার লোক ব'লেই মারেন—নইলে আমাকে ত আর মার্ত্তে যান নি—

গোবিন্দ। [নিম্নস্বরে মস্তক-কণ্ডুয়নসহকারে] কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাত্রাটা বেশী হয়ে যায় যে—

নির্ম্মলা। কোন্‌ শালী আর তোমাকে ঝাঁটার বাড়ি মারে!

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম্ম!—মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘা দিও! সেটা যে মৌতাত হয়ে গিয়েছে। অমন সঞ্জীবনৌষধিরস, নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দজ জিনিষ ছাড়্‌তে আছে?

চপলা। তবে এখন এই বিরহের পালা শেষ করা যাক্‌—

ইন্দু। রাধিকার বিরহ নিয়ে কত কবিতা নাটক ছড়া হলো, কিন্তু এ বিরহটির বিষয় কেউ লেখে না;—এই দুঃখ। দেখি, যদি কেউ এই বিষয়ে একখান নাটিকা লিখ্‌তে স্বীকার হয়।

চপলা। তবে এখন মঙ্গলাচরণ করে' আপাততঃ পালাটা শেষ করাই বিধেয়।

সকলের গীত

[সুর—বাউল]

পুরোনো হোক ভাল হাজার
হায় গো এমনি কলির বাজার;
মাঝে মাঝে নতুন নতুন
নৈলে কারো চলে না।

নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার
বল ভালো লাগে কাহার?
আমার ত তা দু'দিন পরে
গলা দিয়ে গলে না।
দু চার বর্ষ হ'লে অতীত
চাষার জমি রাখে পতিত;
নইলে সে উর্ব্বরা হ'লেও
বেশী দিন আর ফলে না।
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই
প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই;
যদিও ঘুমিয়ে থাক্‌লেও
কেউ কিচ্ছুই বলে না?

ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল,
প্রত্যহ অপ্সরা দেখ্‌লেও
তাতে মন টলে না।
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার
ঝালিয়ে নিতে হয় দু'চারবার—
বিরহ-আহুতি ভিন্ন
প্রেমের—আগুন জ্বলে না।

যবনিকা পতন

প্রায়শ্চিত্ত

পুরুষ-চরিত্র

উমেশচন্দ্র লাহিড়ী, রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পরেশচন্দ্র চন্দ্র এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র (নব্য হিন্দুগণ)। গঙ্গারাম চম্পটি (ব্যারিস্টার)। বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। ইন্দুমতীর দেবর (গুলিখোর)।

স্ত্রী-চরিত্র

সুকেশিনী (উমেশের স্ত্রী)। সুবেশিনী (রমেশের স্ত্রী)। সুহাসিনী (পরেশের স্ত্রী)। সুভাষিণী (সুরেশের স্ত্রী)। ইন্দুমতী (নব্যা বিধবা)। সরোজিনী (ইন্দুমতীর সখী, সম্পর্কে ভগ্নী)। রেবেকা (চম্পটীর স্ত্রী)।

প্রস্তাবনা

CHORUS

নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো কাটো, কানগুলো ছাঁটো,
পাগুলো সব উঁচু করে' মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো,
কিংবা চিৎপাত হোয়ে পাগুলো সব ছোড়ো;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো;
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতিচাদর নিবারণী সভা;
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে;
ধুতি-চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ্ ধরো;
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
কিংবা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো;
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও, কিংবা খুব খানিক লেখো।
Bain Mill ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধোরে মারো;
কিংবা তাদের মাথায় তুলে নাচো
—ভালো আরো।
একেবারে নিভে যাচ্চে দেশের স্ত্রীলোক;
বি-এ, এম-এ, ঘোড়সোয়ার, যা
একটা কিছু হোক;—
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো;
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু
করো।
হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব;
মর্ব্বে না হয় মর্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব;
নতুন রকম বাঁচো, কিংবা নতুন রকম মরো—
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উমেশবাবুর বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত।
উমেশ, রমেশ, পরেশ ও সুরেশ হতাশভাবে আসীন

গীত

সকলে। নাঃ আর ভালো লাগে নাক
প্রত্যহই একঘেয়ে,
মেউ মেউ করা যত
বাঙ্গালীর সব মেয়ে।

উমেশ। না জানে নাচতে না জানে গাইতে—

রমেশ। না জানে সৌখীনরকম চক্ষু তুলে চাইতে—

পরেশ। সভ্যরকম হাসতে—

সুরেশ। সভ্যরকম কাস্‌তে—

সকলে। জানে না;—

উমেশ। বিদ্যাবত্তায় একটি হস্তিমূর্খ যেন;

রমেশ। না পড়েছে Shakespeare না পড়েছে Ganot;

পরেশ। Hockey Tennis খেলতে,—
সুরেশ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে,—
সকলে। জানে না;—
উমেশ। Adam Smith-এর Political economy জানে না—
রমেশ। Malthus-এর Theory of Population মানে না—
পরেশ। শাড়ী ঘুরিয়ে পরতে—
সুরেশ। Bicycles-এ চড়তে—
সকলে। জানে না—
উমেশ। Huxley, Tyndal, Spencer, Mill-এর ধারও ধারে নাক—
রমেশ। Dynamics-এর আঁকও কষ্‌তে পারে নাক—
পরেশ। উল বোনা শিখতে—
সুরেশ। নাটক নভেল লিখতে—
সকলে। জানে না—
উমেশ। হাড় জ্বালিয়েছে—
রমেশ। অরুচি ধ'রে গেছে দাদা—
পরেশ। যা বোলেছো—
সুরেশ। ঠিক!
উমেশ। দেখ দেখি এই বিলেত ফের্ত্তাদের স্ত্রীগুলোকে! Societyতে mix কর্ত্তে জানে—
রমেশ। শাড়ী ঘুরিয়ে পর্ত্তে জানে—
সুরেশ। চা খেতে জানে—
পরেশ। খবরের কাগজ পড়তে জানে—
উমেশ। একেই বলে স্ত্রী—
রমেশ। আহা—
পরেশ। বাঃ!
সুরেশ। কেয়াবাৎ।
উমেশ। না, যত কাঠের পুতুল—
রমেশ। ও'চা!
পরেশ। জড়ভরৎ!
সুরেশ। সং!
সকলে। আঃ ছ্যাঃ—

ক্ষণেক সকলে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন

উমেশ। এখন উপায়?
রমেশ। এ জন্মটা বৃথায় গেছে,—পরজন্মে দেখা যাবে।
পরেশ। আবার জন্ম হলে ত—
সুরেশ। হাঁ, যে পুণ্যের জোর—বলা ত যায় না—
উমেশ। ওহে না হে না! একটা উপায় ভাবো—ভাবো—
পরেশ। [ক্ষণেক চিন্তার পর] আমি একটা উপায় ঠাউরেছি—
উমেশ। কি বল দেখি—
পরেশ। [পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া] আমি বল্‌ছি কি, স্ত্রীলোকগুলোকে টুটি টিপে মেরে ফেল্লে হয় না? আবার ভাল দেখে বিয়ে করা যাবে।
উমেশ। আরে তা হবে কেমন করে! শেষে কি খুনের মকদ্দমায় পড়বো?
পরেশ। তাও ত বটে!
রমেশ। স্ত্রীগুলো যদি নিজে বুদ্ধি কোরে মর্ত্ত ত অনেকটা সুবিধা হত। তাও কি মর্ব্বে!
সুরেশ। নেহাইৎ অকাব! দেখো দিখি নগেন্দ্রকে please কর্ব্বার জন্যে কুন্দনন্দিনী কেমন টকাশ কোরে মোলো।
উমেশ। তবে কি করা যায়? কি বল সুরেশ!
সুরেশ। আমি বলি divorce—
রমেশ। আরে দুত্তর divorce—হিন্দু আইনে কি divorce হয়?
রমেশ। তা'লে কি আর ভাবনা ছিল?
পরেশ। আহা ঋষিরা কি ভুলটাই কোরে গেছেন!
উমেশ। তুমি একটা ঠাওরাও দেখি রমেশ।
রমেশ। আমি বলি কি, যে আর একটা কোরে ভাল দেখে বিয়ে করা যাক্ না—শাস্ত্রেও আছে অধিকন্তু ন দোষায়।
পরেশ। না দাদা, আমি ত উরি মধ্যে নেই।
উমেশ। কেন?
পরেশ। শরীরটাকে এখনো বাটোয়ারা কোরে দিতে রাজি নই। তার উপর আর এক ভয় আছে।
উমেশ। কি?
পরেশ। বাবা, এক স্ত্রীতেই বাড়ীতে পুত্রকন্যার এক উপনিবেশ স্থাপন কর্ত্তে হয়েছে। একাধিক স্ত্রী হলে' কি রাবণের বংশ হ'য়ে দাঁড়াবে?

সুরেশ। আরে শোন কেন? এক ঘোড়া চালাতে পারো না, জুড়ি চালাবে—

উমেশ। তবে কি করা যায় ছাই?

রমেশ। আমি ত আগেই বলিছি, এ জন্মটা বৃথাই গিয়েছে. পুনর্জন্মে দেখা যাবে।

পরেশ। তবেই ত।

সুরেশ। [হতাশভাবে শিষ দিলেন।]

উমেশ। এই যে মিষ্টার চম্পটি আস্‌ছেন—

রমেশ। দেখ যাক্‌ উনি যদি কোন উপায় বের কর্ত্তে পারেন।

পরেশ। হাঁ ও'কে জিজ্ঞাসা করা যাক—

সুরেশ। বেশ কথা!

মিষ্টার চম্পটির প্রবেশ

সকলে। Good morning চম্পটি সাহেব—

চম্পটি। Good morning my friends! —কি এখেনে বোসে সব কচ্ছেন কি? What news?

গীত

উমেশ। হা হা মশয় আমরা সবাই পড়েছি এক ভাবনায়—
রমেশ। ভেবে দেখলাম আমাদের আর বেঁচে কোনই লাভ নাই—
পরেশ। মনে ভারি দুঃখ, স্ত্রীরা গণ্ডমূর্খ—
সুরেশ। ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি কটকে কি পাবনায়—

চম্পটি। Indeed!

উমেশ। এই শুনুন চম্পটি সাহেব, আমরা ভেবে দেখ্‌লাম যে, স্ত্রীগুলোকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলা যায় না।

রমেশ। Divorceও করা যায় না—

পরেশ। আর একটা কোরে বিয়ে করাও পোষায় না—

সুরেশ। তবে করা যায় কি!

চম্পটি। By Jupitor!—মোটে এই? এর ত সোজা solution হয়েই রয়েছে।

সকলে। কি রকম কি রকম!

চম্পটি। এই তাদের নামে মকর্দ্দমা করুন, Civil suit আনুন।

সুরেশ। দুৎ! কি solution কল্লেন—

রমেশ। মরে' যাই—

পরেশ। স্ত্রীর নামে আবার মকর্দ্দমা কি!

উমেশ। না, তাও কি কখন হয়?

চম্পটি। হয় না বটে? Bombayর High Courtএ যদিও একটা ruling আছে; —তা তবে মকর্দ্দমা কোরে কাজ নেই; তবে আর এক কাজ করুন।

সকলে। [সাগ্রহে] কি? কি?

চম্পটি। সে ভারি সোজা—ও হো হো হো—it is as easy as to drink a peg of whisky.

রমেশ। তবে ত এ নিশ্চয় খুবই easy—

চম্পটি। Oh my! এ যে যতই ভেবে দেখছি ততই সোজা বোধ হচ্ছে।

পরেশ। বলেন কি!

চম্পটি। ভারি সোজা। — By Venus and Adonis—You have only to follow your nose.

সুরেশ। বটে? তার পর?

চম্পটি। Problemটা ত এই যে আপনাদের স্ত্রীরা uneducated? এই রকম ত?

সকলে। ঠিক ঐ রকম—

চম্পটি। Well! তা যদি হয়, ত তাদের educate করুন।

উমেশ। তাও ত বটে—

রমেশ। এ ত ভারি সোজা!

পরেশ। এটা এতক্ষণ আমাদের কারও মাথায় ঢুকেনি হে?

সুরেশ। কি আশ্চর্য্য?

উমেশ। কিন্তু মশয়! এত বয়সে কি আর তারা শিখ্‌তে পার্ব্বে?

চম্পটি। Oh my! খুব পার্ব্বে, দুশো পার্ব্বে, পাঁচশো পার্ব্বে—আপনারা Ainsli-র Evidence Act পড়েন নি বুঝি?

উমেশ। না।

রমেশ। মশায়! educated হলে তা'রা কি কি শিখ্‌বে?

চম্পটি। কি কি শিখ্‌বে? সব শিখ্‌বে। চল্‌তে, ফির্ত্তে, নাচ্‌তে, গাইতে, হাসতে, কাসতে, flirt কর্ত্তে, মূর্চ্ছা যেতে—

পরেশ। বলেন কি! মূর্চ্ছা যেতেও শিখ্‌বে?

চম্পটি। Of course! Ladies-রা educated হলে Hobhouse-এর মত মূর্চ্ছা যেতেই হবে।

সুরেশ। আমার মুখ দিয়ে কিন্তু লাল পড়ছে ভাই। কি বলেন উমেশবাবু—আপনি ভাবছেন কি?

উমেশ। আমি ভাবছি যে তবে থাক্।

রমেশ। কি থাক্?

উমেশ। ঐ female education-টা: আমার স্ত্রীর একেই hysteria আছে।

চম্পটি। oh dear me!—সত্যি সত্যিই কি মূর্চ্ছা যাবে? সভ্যরকম ভাবে, সুবিধা হলে ও বিশেষ অন্য কোন কাজ না থাকলে.—এই—by way of variety—একটু মূর্চ্ছা যাবে।

পরেশ। কি বল হে।

উমেশ। বলছি কি—যে তবে যেমন আছে থাক না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে? কাজ কি খুলে ঢাক্‌না।

সুরেশ। তুমি ত ভারি obstructive—এক্ষনি ঠিক হয়ে গেল যে শিক্ষিতা স্ত্রী নৈলে বেঁচে সুখ নাই।—আবার—বলুন চম্পটি সাহেব?

চম্পটি। তা আর বল্‌তে — By Hercules! উমেশবাবু! যদি আপনি বিলেত যেতেন, তা'লে দেখ্‌তেন, বিলেতে কোন lady-র গদ্যে কি পদ্যে লিখ্‌তে না পারাটা ভৌতিক ব্যাপারের মধ্যে—quite a phenomenon, আর পড়তে না জানা—my goodness! সে আর বলে কাজ কি?—newspaper খাওয়াদাওয়ার মধ্যে। না পড়লে হাই ওঠে, গা বমি বমি করে, পেটের অসুখ হয়—এক কথায় সাফ্ হজম হয় না।

পরেশ। বলেন কি?

চম্পটি। বিলেতে lady-রা এতদূরে educated হয়েছে যে, আজকাল তারা football পর্য্যন্ত খেলছে।

সুরেশ। [পরেশকে] আমার যে তাদের সঙ্গে একটা match দিতে ইচ্ছা হচ্ছে হে।—না উমেশবাবু আর কথাটি নেই।

উমেশ। তবেই ত!

রমেশ। আবার তবেই ত কি?

পরেশ। হুঃ. রেখে দাও—একটা নতুন হবে ত।

সুরেশ। হুঃ পরে যা হয় হবে; এখন একটা নতুন কিছু করো।

বেটো বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদ। মশায় মশায় দেকেন দেকেন, আমারো মাইর‍্যা পিইষে দিইছ্যে।

চম্পটি। Assault? hurt? নালিশ করুন!

উমেশ। কে মাল্লে?

বিনোদ। ঐ দোকানদার।

রমেশ। কেন?

বিনোদ। এই গুইলিব লাইগ্যে।

পরেশ। তুমি গুলি খেয়ে গুলির পয়সা দাওনি বুঝি।

বিনোদ। না। পয়সা দিই নাই।

সুরেশ। তবে মার্ব্বেই ত।

চম্পটি। কেন মার্ব্বে? পয়সার জন্য নালিশ করুক। Civil Suit আনুক। মার্ব্বার right কি। চলুন ত দেখি। লোকটাকে identify কোরে, তার পরে তার নামে summon's issue করাতে হবে, চলুন ত।

বিনোদ। আইসেন আইসেন। দ্যাকেন সাহেব! আমারে মাইর‍্যা গুরা কৈরা দিইছে। ঐ বেটা ঐ দারিওয়ালা।

[বিনোদবিহারীর শশব্যস্তে প্রস্থান ও কৌতূহলবশে অন্য সকলের তাহার পশ্চাদগমন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ইন্দুমতীর বসিবার ঘর। কাল—অপরাহ্ণ।

ইন্দুমতী ও সরোজিনী

ইন্দুমতীর গীত

মনের বাসনা মনে বুঝিবা রয়ে যায়।
পথ চেয়ে চেয়ে বুঝি বেলাটি বয়ে যায়।
আসে শুধু সমীরণ করুণ মর্ম্মর তানে,
'আসেনি আসেনি সে' এ বারতা কয়ে যায়;
ফিরে যাই শূন্য ঘরে বিরহ হুতাশে;
ধীরে ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যা হয়ে আসে;
ধিক ধিক এ জীবন, ধিক এ জনম মোরি;
এ যৌবন বুঝি সখি, বিফল হয়ে যায়॥

ইন্দুমতী। সখি সখি! তুমি কথা কচ্ছনা যে?

সরোজিনী। সখি! আমি বাক্‌শক্তিরহিত হইছি।

ইন্দুমতী। কেন?

সরোজিনী। এই তোমার ভাবগতিক দেখে। বিধবা মানুষ, কোথায় পূজা আৰ্চ্চা কৰ্ব্বে, ঠাকুর দেবতা মানবে, ব্রত একাদশী কৰ্ব্বে! না কেবল যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা।

ইন্দুমতী। কি কৰ্ব্ব সখি, আমার মন প্রবোধ মানে না যে।—আমার প্রাণটা যে কি রকম করছে, তা ত তুমি বুঝতে পাচ্ছ না সখি।

সরোজিনী। [সকৌতুহলে] কি রকম বল দেখি!

ইন্দুমতী। এই কি রকম জানো? যেমন কারো গান গাইবার ইচ্ছা আছে অথচ গলা নেই, হাস্‌বার ইচ্ছা আছে অথচ দাঁত নেই, সিঁথি কাটবার ইচ্ছে আছে অথচ মাথায় চুল নেই, বাবুগিরি কৰ্ব্বার ইচ্ছে আছে অথচ হাতে পয়সা নেই, আমারও তেমনি ভালবাস্‌বার ইচ্ছে আছে অথচ মনের মানুষ পাচ্ছি নে।—আমি যেন কি রকম হয়েছি।

সরোজিনী। কি রকম হয়েছো?

ইন্দুমতী। কি রকম হইছি জানো? যেমন শীতকালে আমড়া গাছে পাতা থাকে না, গ্রীষ্মকালে বেহার অঞ্চলের মাঠে ঘাস থাকে না, বর্ষাকালে কল্‌কাতার রাস্তায় রাস্তা থাকে না —অনেকটা সেই রকম। কিংবা যেমন সকাল বেলায় কুড়ে তামাক খায় আর ঝিমোয়, দুপুর বেলায় চাষা গাছতলায় ধোঁকে আর চিঁড়ে খায়; সন্ধ্যেবেলায় জ্বরো রোগী শুয়ে শুয়ে তাকায় আর কি কৰ্ব্বে ভেবে পায় না;—এই অনেকটা সেই রকম।

সরোজিনী। তাই ত' অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়েছে বলতে হবে।

ইন্দুমতী। [সরোদনে] তাই ত সখি, আমি কি কৰ্ব্ব? আমার মন যে বাতাসে কলাগাছের পাতার মত চঞ্চল হয়েছে, চড়ুই পাখীর মত উড়ু উড়ু কচ্ছে, নবপ্রসূত বাছুরের মত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমার কি হবে সখি?

সরোজিনী। এ রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে, তাই হবে। মন উড়ু উড়ু কৰ্ব্বে না? দিবারাত্রি খাচ্ছ দুধ আর ঘি আর পোলাও। তা আর মন উড়ু উড়ু কৰ্ব্বে না? সাধে কি ঋষিরা আলোচাল আর কাঁচকলা হিন্দু বিধবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল? তাঁরি জন্যে ত তা'রা বিধবার চুলবাঁধা, সাজগোজ করা, গহনা পরা এ সব নিষেধ করেছিল। তা তুমি ত শুনবে না।

ইন্দুমতী। তা যদি না কৰ্ব্ব, তবে এ বিপুল সম্পত্তি ভোগ কৰ্ব্বে কে?

সরোজিনী। কেন? ভোগ করবার লোক ছিল না? এই ধরো আমিই না হয় তোমার হয়ে' কষ্ট কোরে সেটা ভোগ কৰ্ত্তাম। ছেলেবেলায় আমার বাপ মা অভিভাবক সব মরে' গেল। এখন আমি যে সোমর্ত্ত হতে চল্লাম, তা টাকা না থাকাতে আমার বিয়েই হোল না। আর তুমি বিধবা মানুষ, তোমার টাকার দরকার কি? তা, যত টাকা পড়লো এসে কি না তোমার হাতে। বিধাতার এমনি বিচারই বটে।

ইন্দুমতী। কি সখি, তুমি বিয়ে কৰ্ব্বে?

সরোজিনী। তা কৰ্ব্ব না কি উপোষ করে থাকবো নাকি? তবে বিয়ে হয় না, কি করি—দায়ে পড়ে রায় মশায় হইছি।

ইন্দুমতী। তা আমি তোমার বিয়ের খৰ্চ্চা সব দেবো। তুমি বিয়ে করো;—তুমি কি কাউকে ভালবাসো?—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ কেন সখি?

সরোজিনী। একদিন ভাল বাস্‌তাম সখি।—আঃ! [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

ইন্দুমতী। কাকে? সখি, কাকে?

সরোজিনী। আর বলে কি হবে? সে হবার নয়।

ইন্দুমতী। কেন সখি? সে কি তোমার ভালবাসা ফিরিয়ে দেয় নি?

সরোজিনী। না সখি।—ওঃ [দীর্ঘনিশ্বাস]

ইন্দুমতী। আহা বড় কষ্ট। তবে আর ও কথা ভেবে কাজ নেই।

বিনোদবিহারির প্রবেশ

বিনোদ। বো ঠারাইন, বো ঠারাইন।

ইন্দুমতী। কি দেবর লক্ষ্মণ!

বিনোদ। আমার ইচ্ছে হইয়েছে যে আমি বিয়ে করুম।

ইন্দুমতী। বিয়ে কর্ব্বে? কাকে?

বিনোদ। সেইরেই—ঠিক কইরা কইতে পারি না। আমি এম্‌নে একটা বিয়ে করুম যে বৈসে বৈসে খাইতে পারা যায়। কোন বর মাইনষের মাইয়া তালাস কর না বো ঠারাইন। নইলে পারাশুদ্ধ মাইনষের মাইর খাইতে পারি না।

ইন্দুমতী। দিলে আর কি! এমনি এক অকর্ম্মণ্য অপদার্থ গুলিখোরের সঙ্গে কে তার মেয়ের বিয়ে দিতে যাবে?

বিনোদ। ক্যান্ দিব না?—বলি চ্যাহারা-খান্ ত দ্যাখো। যা হোক আমার ঐ রকম বিয়া দিয়া দাও; হাজরা সায়েবের মত মজা কৈরা বৈসে বৈসে খামু।

ইন্দুমতী। বোসে বোসে ত খাচ্ছই।

বিনোদ। এয়েরে কি বৈসা বৈসা খাওয়া কয়? গুলির লাইগা একটা পয়সা চাইতেই থাকি; পাই না। দশজন মাইনষেরে ডাইকা খাওয়াতে পারি না! আমি চাই যে নিজে খাই, পরেরে খাওয়াই আর গুলি খাইয়া ভোর হইয়া থাকি।

ইন্দুমতী। তা তোমার বিয়ের যোগাড় তুমি কর, আমি কর্ত্তে যাবো কেন? স্ত্রীর টাকায় বোসে বোসে খাবে। লজ্জাও নেই?

[সরোষে প্রস্থান।

বিনোদ। বিয়ার জোগার তুমি কোর্ব্বা না। তবে আমিই করুম। কারে ডর? আমার দাদার টাকা পাইয়া তুমি মাইয়া লোক বরমাইনষি কোর্ত্তেছ না? আর স্ত্রীর টাকা দিয়া আমি বরমাইনষি করুম এত্তেই দোষ? কহত বিয়াইন! কহত!—অমন কৈরা আমার দিকে চাও ক্যান্।

সরোজিনী। আঃ [দীর্ঘ নিঃশ্বাস]

বিনোদ। কি কও?

সরোজিনী। উঃ! [ভঙ্গীসহকারে উপবেশন]।

বিনোদ। তোমার চাওনি ত বালো ঠেকে না।

সরোজিনী। ওঃ—[প্রস্থান]।

বিনোদ। এ কি রকম হৈল? এ্যাঁ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চম্পটি সাহেবের বসিবার ঘর।
কাল—সায়াহ্ণ।

চম্পটি ও অন্য চারিজন বিলেত ফের্ত্তা আসীন

গীত

আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি',
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে র'টি,
যদি "সাহেব" না বোলে "বাবু" কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর;
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পোরে—
সেজেছি বিলাতি বাঁদর;

আমরা বিলাতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাসি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

মোদের সাহেবিয়ানার বাধা,
এই সে রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই 'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'টায়;
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই;
মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবুও
সাহেব গুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁচি—
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙ্গালিরই মত
চম্পটে পরিপাটি।

চম্পটি। দেখ practiseটা কিছুতেই জমাতে পাচ্ছিনে।

পাঠক। তা ত দেখ্‌ছি। তা এখন কি কর্ব্বে ঠিক করেছো?

হাজরা। Muffussil bar join কর না।

চম্পটি। তাই ভাবছি। Allahabad যাবো?

চাকি। না হে না। কোথায় যাবে? এখানে বোসে থাকো. আর Congress join কর. আর পার ত একখানা কাগজ চালাও।

চন্দ্র। আরে যদি সে ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হলে কি আর এতদিনে practice হোত না?

চম্পটি। পরিশ্রম কোরে যদি খেতে হয় ত bar ছাড়বো কেন?

পাঠক। নৈলে তুমি কি বিবেচনা করেছো যে বিনি পরিশ্রমে টাকা আসবে?

হাজরা। না। উনি ভেবেছেন যে টাকাগুলো আঙ্গুর ফলের মত গাছে ফলে রয়েছে উনি গাছ তলায় হাঁ করে শুয়ে থাক্‌বেন আর ও'র মুখে এসে টপ্ টপ্ করে পড়বে।—

চন্দ্র। এই যেমন তোমার মুখে এসে পড়ছে।

পাঠক। হাঁ এমন দেখা যাচ্ছে যে, বিনি পরিশ্রমে টাকা রোজগার কর্ব্বার পন্থা এক রকম আছে।

চম্পটি। কি রকম?

পাঠক। এই একটা বিয়ে করা—like Mr. Hazra.

চম্পটি। বিয়ে কর্ব্ব? — তাই ত! Well!—বিয়ে কর্ব্ব?—তা সে একরকম মন্দ নয়।

চন্দ্র। Offer yourself to the highest bidder—যা পাও।

চাকি। না হে, এক সুবিধা আছে। মিষ্টার কর্ম্মকারের এক handsome daughter আছে। আর তিনি যে dowry offer করেছেন, তা আবার তার চেয়েও handsome. He has offered Rs. 25,000 in cash for a thoroughbred stallion.—You old chap—are not a bad one.

চম্পটি। সত্যি নাকি? By the holy prophet! তার যোগাড় কর না হে। বোলো আমি রাজি।

চাকি। বল কি হে! সে কিন্তু bridegroomকে দশ জায়গায় যাচিয়ে নেবে।

চন্দ্র। হাঁ, দাঁতটাত দেখে নেবে বৈকি। টাকা দেবে, দেখে নেবে না?

চম্পটি। তা হোক্। বোলো হে Barkis willing.

চাকি। Go ahead old chap! My sympathies are with you.

পাঠক। [ঘড়ি দেখিয়া] এঃ late হয়ে গেল! Come let's be off, we have got an engagement.

হাজরা। হাঁ হাঁ ওঠো। কাল এখানে dinner-এর engagement পাকা ত!

চম্পটি। Certainly.

অন্যান্য বিলেতফের্তাগণ। Very well then. Ta Ta.

[প্রস্থান।

চম্পটি। এরা খানা একটা পেলে হয়। নিশ্চয় এরা পূর্ব্ব জন্মে রাক্ষস ছিল। এক একজন খায় যেন ওদের সমস্ত শরীরটাই stomach. আমি ত drink কোরে খাবার আর অবসর পাইনে। এতটুকু পেট, তা যদি খেয়েই ভরিয়ে দেবো ত drink কর্ব্ব কোন্ জায়গাটায়। কিন্তু আর যে বেশী দিন ওদের dinner যুগিয়ে উঠতে পাচ্ছি, তা ত বোধ হয় না।—এই বেহারা—বেহারা—এই কোই হ্যায়?

বেহারার প্রবেশ

চম্পটি। You damned rascal! জবাব নেহি দেতা হ্যায় কাহে?

বেহারা। হুজুর।—

চম্পটি। চুপ্ রহো গাধা।—যাও শুয়োর! বাবুর্চ্চিকো বোলোও।

বেহারা। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

চম্পটি। বাপের যা টাকা ছিল তা ত দিইছি ফুঁকে, এখন যা বাবুগিরি সেটা মুখে মুখে—আঃ বিনি পরিশ্রমে যদি practice

হোত!—আগে তাই ত ভেবেছিলাম যে উঠে দুগৎ বল্‌বো আর টাকা আন্‌বো। তা case-ই পাইনে তা বল্‌বো কি।—

নেপথ্যে। চম্পটি সাহেব বারি আছেন নাকি?

চম্পটি। এঃ এ সেই গুলিখোরটা দেখ্‌ছি। জ্বালালে। এই বেয়ারা! বেয়ারা!

নেপথ্যে। চম্পটি সাহেব বারি আছেন?

চম্পটি। Come in.

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

চম্পটি। কি বিনোদবাবু যে! What news!—

বিনোদ। আপনার কাছে আইলেম।

চম্পটি। তা ত দেখ্‌ছি। কি. কোন case?

বিনোদ। আ আমারে জিরাইতে দ্যান্‌। case case কৈরা যে ক্ষেপনের যোগারে আছেন দিখি। case ত আন্‌ছিই।

চম্পটি। কি case? assault! tresspass! theft! rioting?—ও rioting?—এই যে [একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া সজোরে পাতা উল্টাইতে লাগিলেন] এই যে rioting-এর Section "Whoever..."

বিনোদবিহারী অসম্মতি প্রকাশক শিরঃসঞ্চলন করিলেন

চম্পটি। Rioting নয়? তবে কি? hurt! confinement? murder? এই দেখুন এই Taylor's Medical Jurisprudence-এ লিখেছে,—[আর একখানি পুস্তক পাড়িয়া পাতা উল্টাইয়া]—এই দেখুন—

বিনোদ। ক্ষ্যান্ত করেন চম্পটি সাহেব। এ ঐ প্রকার case নয়। এ একটা মাইয়া মানুষ আর একটা পুরুষ মানুষের লইগে—

চম্পটি। Enticing away? adultery? rape?—oh my! এই subject-এ Snell-এর Equity বলে' একখানা খুব ভাল বহি আছে। এই দেখুন—

বিনোদ। আহা ব্যস্ত হন ক্যান। কইতে দ্যান না। জিরাইতেই দ্যান। ওঃ [দীর্ঘনিঃশ্বাস] শোনেন, কতাটি এই যে আমি বিয়ে কর্ত্তে চাহি কিন্তু আমার বোঠারাইন ত বিয়া কোর্ত্তে দ্যান না।

চম্পটি। নালিশ করুন।

বিনোদ। নালিশ করুম কেমন কৈরা? এতে নালিশ করুম কিসের লইগে?

চম্পটি। কেন কর্ব্বেন না। আপনাকে বিয়ে কর্ত্তে দেবে না, আপনি নালিশ কর্ব্বেন না? তবে এই Civil Court, Criminal Court রয়েছে কি জন্যে? Penal Code তৈরি হয়েছিল কি জন্যে—Certainly নালিশ করুন। Pontifix's Marriage Act অনুসারে বেশ নালিশ চলে। এই দেখুন Reginalds' law of Financial Catechism-এ লিখছে কি শুনুন।

আলমারি হইতে অন্য একখানি কেতাব বাহির করিতে উদ্যত

বিনোদ। আঃ, এত ভারি মুষ্কিলে পোলাম দেখি। আগে শ্যাষ পর্য্যন্ত শুইনাই লয়েন। বোঠারাইন কয়েন যে মাইয়া দেইখা লইয়া তুমি নিজেই বিয়া কর না। কে "না" করে।

চম্পটি। তবে নালিশ কিসের?

বিনোদ। আমিও ত সেয়েরেই কই।—নালিশ কিসের?

চম্পটি। [হতাশভাবে] এঃ এতটা পরিশ্রম বৃথা গেল। তবে তুমি এসেছো কেন?

বিনোদ। আমি ত সেইরেই কইতে চাই, তা ত আপনে শুন্তে চায়েন না! পাতাই উল্টাচ্ছেন পাতাই উল্টাচ্ছেন। তা—মাইয়া দেইখা ত বিয়া কোর্ত্তে পারি, তা মাইয়া পাই কৈ?

চম্পটি। তা আমি কি কর্ব্ব—[বহি বন্ধ করিয়া ও আলমারিতে তুলিতে তুলিতে] আমি কি কর্ব্ব?

বিনোদ। আপনি সেইরেই কোন সন্ধান কইরা দিতে পারেন?

চম্পটি। আরে বেটা আমাকে ঘটক পেয়েছ? মেয়ে খুঁজ্‌তে এয়েছো Barrister-এর বাড়ী? Dammed শুয়োর!

বিনোদ। আরে গাইল দ্যান্‌ ক্যান্‌!

চম্পটি। বেরো বেটা গুলিখোর!

বিনোদ। আরে গুলিখোর কয়েন ক্যান্‌।

গুলি খাই ত আপনের গাইঠের পয়সা বাইর কৈরা খাই, আপনার বাপের কি?

চম্পটি। আবার রোখ্। বেরো বেটা।—এই বেহারা?

বিনোদ। আরে ব্যেটা ব্যেটা করেন ক্যান'—

চম্পটি। আবার তর্ক কর্ত্তে লাগলো। Get out! বেরো বল'ছি।

[একটি যষ্টি লইয়া ধাবমান
ও বিনোদবিহারীর পলায়ন।

চম্পটি। Case-এর সঙ্গে খোঁজ খবর নাই। আবার বলে ঘটকালি কর।—বেটারা আমাকে গাধা পেয়েছে [পরিক্রমণ] হাঃ হাঃ He intends to marry rich. সকলেরই ঐ ফন্দি। ফন্দিটা মন্দ নয়। কোন পরিশ্রম নেই অথচ পায়ের উপর পা রেখে বোসে খাও। আঃ!—এবার যদি Karmakar-এর মেয়েটাকে বিয়ে কর্ত্তে পারি; তা'হলে by the holy Gospels of St. Zachary—এক হাত মেরে দিইছি আর কি।—বেশ!—একটা বিয়ে করা যাক্!—তবে ইতে একটা but আছে। আমি যে বিলেতে already একটা বিয়ে করেছি। [চিন্তা ও মস্তক আন্দোলন] তাই ত!—তা কিন্তু সে বিয়েটা এত দিনে null and void হয়ে গিয়েছে। যে ডুব মেরেছি। সে wife যে আমাকে খুঁজে নেবে, তার যো রাখিনি—যাক্ একটা বিয়েই না হয় করা যাক্। 25,000|- rupees in hard cash!—not bad. এখন হলে হয়। হবে নাই বা কেন! এই চেহারাখানায় সব মেরে রেখেছি [মুকুরে স্বীয় মূর্ত্তি অবলোকন] চেহারাখানা একেবারে নিখুঁত। নাকটা একেবারে Grecian. চোখ দুটো—ওঃ কি eyelashes বাবা! তারপর এই কপালটা ওঃ—ঠিক Bismarkএর মত। আর দাঁতগুলো —দেখি [দন্ত বাহির করিয়া] beautiful! beautiful! [হতাশভাবে] কি চেহারাখানাই এ দেশে পড়ে' মাঠে মারা গেল রে!

ছিন্নবস্ত্র পরিহিত সন্তান চতুষ্টয়ের সহিত
রেবেকার প্রবেশ

রেবেকা। At last!

চম্পটি। এ কে রে! এ রেবেকা নাকি? না তার ভূত? নিশ্চয় তার ভূত।

রেবেকা। I am sure you are Mr. Champati.

চম্পটি। [কাঁপিতে কাঁপিতে] আমি চম্পটি ঠিকই বটে। কিন্তু তুমি,—নিশ্চয় রেবেকার ভূত। Ghost! Ghost! Ghost! Murder Murder!

রেবেকা। I am not a Ghost. I am Rebecca, your married wife.

চম্পটি। Really! [কাঁপিতে কাঁপিতে] By St. Andrews! খুব পাক্ড়েছো ত। তবে how did you find out my address, my angel?

রেবেকা। Never mind how;—you wretch, you Scoundrel, you most—

চম্পটি। দেখ অত Superlative হঠাৎ নাই বা হলে।—By Jove!—You have grown quite old my beauty?

রেবেকা। [সরোদনে] And the child died.

চম্পটি। Did it?—Poor child!

রেবেকা। Actually died of Starvation.

চম্পটি। Really! Well! You might just as well have done the same thing; it would do you good.

রেবেকা। You cruel!—and you once pretended to love me. [ক্রন্দন]।

চম্পটি। Don't cry—There's a dear —The fact is I am also starving —not mentally or morally, but physically starving.

রেবেকা। Then why did you pretend to be a Prince?

চম্পটি। Did I?—[স্বগতঃ] এঃ কি বিপদেই পড়েছি। এখন ত এর হাত এড়াবারও যো নেই—[প্রকাশ্যে] By the holy Prophet!—ah! well—don't you see?

রেবেকা। I quite see you rogue, you liar, you beast?

চম্পটি। দেখ রেবেকা! তোমার arguments গুলো খুব convincing—এর পরে

আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। এস তবে এখন আমার আঁধার ঘর আলো কর'সে; এস Come in dear!—[স্বগত] এঃ বিয়ের plan-টা মাটী করে দিলে।—সব মাটি!

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—উমেশের ভিতরবাটী। কাল—সন্ধ্যা।

সুকেশিনী, সুবেশিনী, সুহাসিনী ও সুভাষিণীর প্রবেশ ও গীত

কাটি নব ফুল কামিনী
অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী।
জানি জুতা মোজা কামিজ পরিতে,
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে,—
পারত পক্ষে উপর হইতে নীচের তলায় নামিনে।
গৃহের কার্য্য করুক সকলে খুড়ী জেঠী পিসী মাসীতে;
আমরা সবাই নব্য প্রথায় শিখেছি হাসিতে কাসিতে;
করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ;
করিতে নৃত্য গীত বাদ্য;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে, ঘুরিতে দিবস যামিনী।
ব্যবসা করিয়া চাকুরী করিয়া অর্থ আনুক পতিরা;
রাজি আছি তাহা খরচ করিয়া বাধিত করিতে সতীরা।
বিলাতি চলন বিলাতি ধরণ
আমরা করিতেছি অনুকরণ;
যেমন সভ্য স্বামীরা তাহার চাই ত যোগ্য ভামিনী।

সুবেশিনী। আজ মিসেস্ চাটার্জ্জির ওখানে engagement কটা'র সময় হে?

সুহাসিনী। এই ঠিক পাঁচটার সময়।

সুকেশিনী। এখন কটা বেজেছে?

সুবেশিনী। তাই ত, [সুকেশিনীকে] তোমার husband কাছারি থেকে ফির্ত্তে এত দেরী কর্চ্ছেন কেন? তাঁকে বলে দিয়েছো যে তিনি ফিরে এলে আমরা সেই গাড়ি করে' যাবো?

সুকেশিনী। বলিছি। সে ঠিক আস্‌বে এখনি। ভারি obedient husband আমার।

সুহাসিনী। তবু, আজ তাঁকে আপিস থেকে হে'টে আস্‌তে বল্লেই হোত।

সুভাষিণী। ঐ যে তোমার husband এসেছেন না! এস এস আমরা শীঘ্‌গির মুখে powder মেখে নেই।

সুবেশিনী। হাঁ হাঁ চল চল।

সুভাষিনী। তুমি মাখ্‌বে না সুকেশিনী?

সুকেশিনী। আমার মুখে Powder মাখ্‌তে হয় না, তোমরা Powder মাখো। আমি ততক্ষণ একটু Shakespeare পড়ে নেই।

[সুকেশিনী ভিন্ন অন্য সকলের প্রস্থান।

সুকেশিনী। [বেড়াইতে বেড়াইতে পাঠ] To be or not to be that is the question.—

উমেশের প্রবেশ

উমেশ। এই যে এখানে—বলি ওগো—খাবার আছে?

সুকেশিনী। Whether it is nobler in the mind—

উমেশ। এ আবার কি ঢং! বলি, খাবার আছে?

সুকেশিনী। To suffer—

উমেশ। আপাততঃ, ক্ষিধের জ্বালায় যে আমি suffer কচ্ছি। খাবার আছে?

সুকেশিনী। Or to take arms—

উমেশ। এ কি রকম তামাসা!—বলি—

সুকেশিনী। Against a sea of troubles.

উমেশ। বলি আফিস থেকে খেটে খুটে এসে Hamlet-এর soliloquy শুনলে কি আমার পেট ভর্‌বে? খাবার আছে?

সুকেশিনী। একটু দাঁড়াও। And by opposing end them,—

উমেশ। হাঁ এখন end them. ও soliloquy end কোরে এখন এদিকটা দেখ।

সুকেশিনী। To die, to sleep, to sleep—perchance to dream—

উমেশ। এখন dream, কর্ব্বার সময় নয়। পেটে বাড়বাগ্নি জ্বলছে।

সুকেশিনী। Ah there's the rub.—

উমেশ। ঐ ত rub—যদি ক্ষিদেটা না থাকতো ত আর কোন গোলই থাক্‌তো না। —এখন হে পরি, স্বর্গভূমি থেকে আমাদের এ পাপ মর্ত্ত্যভূমিতে একবার নামো।—বলি খাবার আছে?

সুকেশিনী। [সচকিত। খাবার ?

উমেশ। [ভঙ্গীসহকারে] হাঁ খাবার।

সুকেশিনী। ওঃ যা! ভুলে গিইছি।

উমেশ। বাঁচিয়েছো।—তার আর কি; তুমি চুল ফিরিয়ে সাড়ি ঘুরিয়ে, জুতা মোজা পায়ে দিয়ে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে পদ্য পাঠ কর, আর আমি খাবি খাই।

সুকেশিনী। Byron বলেছেন যে eating with another thing or two remind us of your mortality.

উমেশ Byron চুলোয় যাক্। এদিকে আমার ভোঁচকানি লাগ্‌বার জোগাড়—

সুকেশিনী। ভারি জ্বালাতে পড়্‌লাম। আচ্ছা দেখ, আজ তোমার খাবার আন্তে দিচ্ছি। কিন্তু কাল থেকে তোমার নিজের খাবারের বন্দোবস্ত নিজে কোরো।—ঐ - যাঃ—চাবি কোথায় গেল? চাবি?

উমেশ। বেশ! চাবি হারিয়ে বোসে আছ? বেশ।

সুকেশিনী। তাই ত dear! চাবি?

উমেশের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন

উমেশ। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছো কি—চাবি কি আমার মুখে আছে?

সুকেশিনী। আগে চাবি আঁচলে বাঁধা থাকতো: এখন ত আর আঁচল নেই, বাঁধি কোথায়? রুমালে বেঁধে রেখেছিলাম, রুমাল শুদ্ধ কোথায় পড়ে গিয়েছে—রোসো, এবার সাড়ির একটা পকেট করে নিচ্ছি। খুব সোজা।

উমেশ। তা হবে খুব সোজা। কিন্তু আপাততঃ চাবিটা খুঁজ্‌লে বোধ হয় পাওয়া যায়।

সুকেশিনী। ও ঝি ঝি!—চাবিটা খোঁজ্ ত। তবে তুমি বোস। আমার মিসেস চাটার্জ্জির ওখানে engagement আছে। জান ত! দেরী হয়ে যাচ্ছে। [ঘড়ি দেখিয়া] এঃ already late হয়ে গেছে, আমি যাই।

[শশব্যস্তে প্রস্থান।

উমেশ। [কপালে হাত দিয়া হতাশা প্রকাশ ও বহির্গমোনোদ্যত]

পথে পরেশ, রমেশ, ও সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ

পরেশ। কি উমেশবাবু কপালে হাত দিয়ে যে?

উমেশ। আর ভাই সে কথা বল কেন?

রমেশ। ব্যাপারখানাটা কি?

উমেশ। উপোস।

সুরেশ। কেন?

উমেশ। এই, to be or not to be that is the questions রকম। তোমাদের কারো কাছে পয়সা টয়সা আছে?

পরেশ। এই আমার কাছে আছে। কেন?

উমেশ। দাও ত ভাই [পয়সা গ্রহণ]

রমেশ। হোল কি?

উমেশ। যা হবার তাই। to be or not to be that is the question—

সুরেশ। ক্ষেপ্‌লেন নাকি?

উমেশ। To be or not to be,—চল আগে কিছু জলখাবার আন্তে দিই, উদরের জ্বালা নিবারণ করি—পরে বল্‌ছি—

পরেশ। তবু শুনি না কথাটা কি?

উমেশ। কথাটা এই যে তোমাদের দশজনের হ্যাপায় প'ড়ে স্ত্রীরে education দিয়ে তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি আর কি!

রমেশ। কি রকম?

উমেশ। এই আমি এলাম সমস্ত দিন গাধার পরিশ্রম করে; বাকি খাজনার রায় লিখে, আর স্ত্রীর খাবারের জোগাড় করা চুলোয় যাক্, তিনি গেলেন engagement রাখ্‌তে। এখন এ পোড়ার মুখে দেই কি? [সুরেশকে] তোমার মুখে যে, female education education করে যে লাল পড়্‌তো না? এই নাও female education.

সুরেশ। ও কিছু না উমেশবাবু। আমি ত ভাবছিলাম যে তাদের education-ই হয়নি। তাদের emancipation না দিলে ত education complete-ই হয় না।

উমেশ। আর কাজ নেই বাপ্! education দিয়েই যে রকম খোল্‌তাই হয়েছে, তার উপর আর emancipation দিয়ে কাজ নেই।

পরেশ। ঘাবড়াচ্ছো কেন উমেশ? ও নিজেরা education নিয়েই সব বিগড়ে যাচ্ছে।

এবার একজন মেম্ রেখে দস্তুরমত education দিলে তবে ঠিক হবে। কি বলো?

উমেশ। কি আর বলবো? যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা প'য়ষট্টি। We all in the same boat. লাঙ্গুলহীন শৃগাল একা হচ্ছি না এই যা satisfaction.

রমেশ। তাইত—

সুরেশ। তার জন্যে আর বেশী দূর যেতে হবে কেন? চম্পটি সাহেবের বিলাতি মেম এসেছে, তাকে দিয়েই হবে, না?

উমেশ। আহা! বেচারি কোথায় বিয়ে করে ২৫,০০০ টাকা মার্ব্বার ফিকিরে ছিল। বড় ফস্‌কেছে! যা হোক্ তোমাদের মতলবে আর কিছু না হোক্ তার ত একটা উপকার হবে। বেচারি বড় কষ্টে পড়েছে। তবে তাকে এখন বলে কে?

পরেশ। সেটা তোমারই জোগাড় কর্ত্তে হবে। কি বলো? ভাবছো যে!

উমেশ। তথাস্তু।—তবে ভবিষ্যতের জন্য আমি দায়ী নই। আমি ত দেখ্‌ছি ভবিষ্যং ঘোরতর অন্ধকার। তবে এক আশা আছে যে যা দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে আর কতই খারাপ হবে! ভালোও বা হয়ে যেতে পারে। Shakespeare বলেছেন "desperate diseases require desperate remedies"। চল আগে কিছু জলযোগ ত করা যাক্।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ইন্দুমতীর গৃহের ছাদ। কাল—সায়াহ্ন।
সরোজিনী একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন

সরোজিনী। তাঁকে আমি ভালবাসি। লোকে হয়ত জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, কি গুণে ভালবাসি। লোকে বলবে তিনি কুৎসিত, অসভ্য, গুলিখোর, অসচ্চরিত্র। তিনি আমাকে ভালবাসেন না। তবু আমি তাঁকে ভালবাসি। এই যে ইনি এই দিকে আসছেন।

সভঙ্গী উপবেশন

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদ। [স্বগত] এই যে এইখানে বৈসে। চেহারাখানা মন্দ নয়। বোঠারাইন কন যে বেয়ান আমর্‌য়া বিয়ে কর্ত্তে চায়। তা মন্দ কি! আমি এয়েরে দিয়া কাম উদ্ধার করতে পারি ত এয়েরেই বিয়ে করুম।—কারে ডর? [প্রকাশ্যে] বেয়াইন ও বেয়াইন!

সরোজিনী। এই যে আপনি? — কি বল্‌ছেন।

বিনোদ। আমি ভাইবা চিন্তা শ্যাষে তোমারেই বিয়া করা সাব্যস্ত কোল্লাম।

সরোজিনী। বেশ ঠাট্টা শিখেছেন ত।

বিনোদ। না বিয়াইন আমি ঠাট্টা কর্ত্তেছি না, তোমারেই বিয়া করুম; কিন্তু আমার লাইগে যদি বিহাইন, তুমি অনুগ্রহ কৈরা বিহাইন, যদি একটা কাম করো।

সরোজিনী। কাজ? কি কাজ? বলুন আমি আপনার জন্য সব কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। কি বলুন।

বিনোদ। তা জানি বিহাইন, আমার বিহাইন, আমার প্রাণের বিহাইন, আমার নয়নের মাণিক্য, তুমি যদি বিহাইন, বোঠারাইনেরে বিয়া কর্ত্তে স্বীকার করাইতে পার।

সরোজিনী। কেন? তাতে আপনার লাভ কি?

বিনোদ। সেইরে জিগাও ক্যান্? আমার কাম আছে। এইরা যদি তুমি কর বিহাইন,— তা'লে—

সরোজিনী। বিধবার কি বিয়ে হয়?

বিনোদ। হইব না ক্যান্? নূতন আইনে ত হয়।

সরোজিনী। তা বিধবাকে বিয়ে কোরে কে জাত খোয়াতে যাবে।

বিনোদ। তা টাকা পাইলে সকলেই জাইত খোয়াইতে স্বীকার আছে। জাইত ত সিন্দুকের মধ্যা। আর কেউ না থাকে চম্পটি সাহেব আছেন।

সরোজিনী। তিনি ত খৃষ্টান।

বিনোদ। হইলোই বা খৃষ্টীয়ান। প্রায়শ্চিত্ত কোর্ব্ব্যান।

সরোজিনী। তিনি রাজি আছেন?

বিনোদ। সেইরেইতে তোমার কোর্ত্তে হইব। চম্পটি সাহেবের কাছে গিয়া তোমার এই কতা কৈতে হইব। শুনি যে চম্পটি সাহেবেরও টাকার বড় দরকার আছে।

।। [ভাবিয়া] আচ্ছা, কিন্তু পরে যেন আমাকে ফাঁকি দিবেন না।

বিনোদ। [জিব কাটিয়া] বল কি বিহাইন? তা কি আমি পারি? তুমি যদি এই কাম কোর্ত্তে পারো, ত তোমারে বিয়া করমু, বিয়া করমু, বিয়া করমু, তিন সৈত্য কোল্লাম। এখন বিশ্বাস হয়? তবে আমি আসি।—মনে রয় যেন। [যাইতে যাইতে স্বগত] হুঁ হু কেমন ফন্দি কর্চ্ছি? চম্পটি সাহেব আমারে মাইরা খেদাইয়া দিয়া বড় ভাল কাম কর্চ্ছেন। আমি মাইর খাইয়া এক ভাল ব্যারিস্টারের নিকট নালিশ কোর্ত্তে যাইয়া বালো খবর পাইছি। আমি, চম্পটি সাহেব আর বোঠারাইন দুই জনের আক্কেল দিতে পারি কিনা দেখুম— তবে যে কয়, বাঙ্গালের বুদ্ধি নাই—হাঃ হাঃ হাঃ

[নৃত্য ও প্রস্থান।

সরোজিনী। এর মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগূঢ় ব্যাপার আছে! সখীর বিবাহের জন্য ইনি এত চিন্তিত কেন? ঈশ্বর জানেন। কিন্তু চম্পটি সাহেবের কাছে যাবো কি কোরে? এরই কাছে তাঁর নাম শুনেছি বটে। কিন্তু তাইত—তা প্রেমের জন্য অনেক সময় অনেক দুঃসাধ্য সাধন কর্ত্তে হয়। আর সখীকে বিয়ে কর্ত্তে রাজি করা—হুঁ—কথায় বলে "কাঙ্গালা ভাত খাবি? না, পাত পেতে বোসে আছি!"

গাইতে গাইতে বেগে ইন্দু প্রবেশ

সখি ধর ধর।

। কেন কেন সখি এ ভাব নিরখি, কেন কেন তুমি এমন কর?

ইন্দুমতী। বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি—

সরোজিনী। সে যে ছিল ভালো এ যে ঘেমে মরি—

ইন্দুমতী। ডাকিছে কোকিল—

সরোজিনী। উড়িতেছে চিল—উঠে কত কা কা নাম মধুর স্বর—

ইন্দুমতী। গুঞ্জরিছে অলি কুসুমের পাশে—

সরোজিনী। আমাদের তাতে ভারি যায় আসে;

ইন্দুমতী। বহিছে মলয় ধীরে—

সরোজিনী। মিছে নয়, উড়ে ধূলা তাই প্রবলতর।

ইন্দুমতী। যৌবন জ্বালায় জ্বলি অহর্নিশ,

স যৌবন কি বল পার হোয়ে ত্রিশ

ইন্দুমতী। কি করি কি করি—

সরোজিনী। আহা মরি মরি—

ইন্দুমতী। উহু উহু সখি—

সরোজিনী। না যাও সর;—

ইন্দুমতী। বল বল সখি কি করিব আমি?—

সরোজিনী। না ভালো লাগে না তোমার ন্যাকামি।

ইন্দুমতী। সখি কোথা শ্যাম? আমি যে মোলাম—

সরোজিনী। মর তা একটু সরিয়া মর।

ইন্দুমতী। সখি সখি আমার কি হ'ল?

সরোজিনী। কেন সখি?

ইন্দুমতী। আমার যেন বোধ হর্চ্ছে যে সংসার মরুভূমি;—আকাশ ধু ধু কচ্ছে; চারিদিকে প্রহেলিকা না কুহেলিকা কি বলে—তাই! আমার এ কি হ'ল?

সরোজিনী। তাই ত সখি!

ইন্দুমতী। সখি! একে প্রেমের কোন্ অবস্থা বলে?

সরোজিনী। শোচনীয় অবস্থা।

ইন্দুমতী। না সখি! এ পরিহাস কর্ব্বার সময় নয়। আমার প্রাণ যে কেমন হয়েছে, মন যেন কি রকম কর্চ্ছে, হৃদয় যেন কিসের মত হয়ে গিয়েছে।

সরোজিনী। বটে?

ইন্দুমতী। জগৎ হাঁ হাঁ কর্চ্ছে, আকাশ খাঁ খাঁ কর্চ্ছে, বাতাস শাঁ শাঁ কর্চ্ছে—আর—আর কি কর্চ্ছে সখি?

সরোজিনী। এই, ক্ষুধাতে পেট চাঁ চাঁ কচ্ছে, রোদ্দুরে মেজাজ ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে, ছেলে-পিলেগুলো বাড়ীর মধ্যে মা মা কচ্ছে, বাইরে গরুগুলো গাঁ গাঁ কচ্ছে—

ইন্দুমতী। না না সখি! তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, যে ব্যাপারখানাটা কি।—আমার প্রাণ

যে আকুল হয়েছে। "আকুল" বোঝো? আমার অবস্থা যে কি রকম হয়েছে সেটা সহজ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সরোজিনী। তবু কি রকম হয়েছে শুনি। না হয় একটু বেঁকা ভাষায়ই বর্ণনা কল্লে।

ইন্দুমতী। কি রকম হয়েছে জানো? এই সন্দেশে মিষ্টি না থাক্‌লে যে রকম হয়, পানে এলাচ না থাকলে যে রকম হয়, সাড়ির পাড় না থাক্‌লে যে রকম হয়, গানে গিট্‌কারি না থাক্‌লে যে রকম হয়, অনেকটা সেই রকম—নীরব, একঘেয়ে, ফেক্‌সা—কোনই মানে নেই।

সরোজিনী। অবস্থাটা বেশ ঘোরালো রকম দাঁড়িয়েছে দেখ্‌ছি। তা এখন কি কর্ব্বে ঠিক করেছো?

ইন্দুমতী। কি কর্ব্ব ভেবে পাচ্ছিনে। এদিকে আমার যৌবন ফুরিয়ে এল, পাকা রাস্তা ছেড়ে যেন এখন মেটে রাস্তায় এসে পড়েছি, আমার হৃদয়রূপ ব্যুড়ী থেকে ক্রমে ক্রমে যেন বাসনারূপ চূণ খসে পড়ে যাচ্ছে। আমার কি হবে সখি—আমি কি কর্ব্ব সখি।

সরোজিনী। কি কর্ব্বে বল্‌বো? বিয়ে করো। একটা বিয়ে করো।

ইন্দুমতী। বিয়ে?

সরোজিনী। হাঁ সখি বিয়ে।

ইন্দুমতী। বিয়ে? সে কি বল সখি! বিয়ে?

সরোজিনী। বিয়ে নয় ত কি গুপ্তপ্রেম? সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার সখি। সে দিকে ঘেঁষো না, বিয়ে করো।

ইন্দুমতী। বিয়ে কর্ব্বো?

সরোজিনী। কর্ব্বে বৈ কি। এটা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, এত খুব সোজা বাঙ্‌লা।—বিয়ে কর্ব্বে।

ইন্দুমতী। হাঁ তাও ত বটে। বিয়েই ত কর্ব্ব বটে। সেটা আমাকে এতদিন কেহ বুঝিয়ে বলেনি। বিয়েই ত কর্ত্তে হবে বটে। সখি, তুমি আমাকে যে কি উপকার কল্লে তা আর কি বলবো।

সরোজিনী। কেন সখি?

ইন্দুমতী। মনের কথাটা টেনে বার করেছো। আমার মনে ও প্রস্তাবটা অনেকদিন থেকে উঁকি মেরে যাচ্ছে, কিন্তু প্রস্তাবটা আর একজনের কাছ থেকে এলে যেন টক্‌কোরে বোঝা যায়। এই যেমন খেতে বসলে, কোন একটা জিনিষ খেতে ইচ্ছে হলে, ইচ্ছা সত্ত্বেও চাওয়া যায় না, কিন্তু আর একজন যদি বলে 'আহা আর একটু খাও না ভাই'—সেটা অমনি চট্‌ করে' বোঝা যায়। এ সেই রকম—সখি ঠিক বল্‌ছো। বিয়েই ত কর্ব্ব বটে!—কিন্তু পাত্র?

সরোজিনী। পাত্র জোগাড় কর্ব্বার ভার আমিই নিচ্ছি।

ইন্দুমতী। [সাগ্রহে] পার্ব্বে? — সখি পার্ব্বে?

সরোজিনী। পার্ত্তে হবে বৈ কি—খাতিরে পড়ে' লোকে ঢেঁকি গেলে, আর আমি একটা ঘটকালি কর্ত্তে পার্ব্বো না?

ইন্দুমতী। সখি তোমায় আর কি বল্‌বো? যেমন খেতে খেতে 'বিষম' লাগে, হাস্‌তে হাস্‌তে ফিক্‌ ধরে, চল্‌তে চল্‌তে ওছোট্‌ খায়, আমার সেই রকম কথা কইতে কইতে আটকে যাচ্ছে। হাঁ বিয়েই ত কর্ব্ব বটে। তাও ত বটে,—ঠিক।

[প্রস্থান।

সরোজিনী।—হয়েছে। পাখী শিকলি কেটেছে। তা আমি কি কর্ব্ব? আমার দোষ কি? ও পাখী শিকলি নিজেই কেটেছে—আমি কেটে দিইনি। আমি বরং ভাল কর্চ্ছি। একটা ভদ্ররকম কিনারা কোরে দিচ্ছি।

[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—চম্পটির বসিবার ঘর। কাল—প্রভাত।

চম্পটির পুত্রকন্যাগণের গীত

চম্পটি চম্পটি চম্পটি
চম্পটির দল আমরা সবে।
একটু মেশাল রকম ভাবে
আমরা কয়জন এইছি ভবে।
যদি কিছু দেশী রং রেখেছি সাহেবি ঢং;
একটু তবু নেটিভ গন্ধ কি কর্ব্ব তা রবেই র'বে।
ইংরাজীতে কহি কথা · সেটা 'পাপার' উপদেশ;
হ্যাট্টা কোট্টা পরি কেন—কারণ সেটা সভ্য বেশ;
চক্ষে কেন চসমা সাজ?—
কারণ সেটা ফ্যাসন আজ;
—চশমা শূন্য student মহল
কোথায় কে দেখেছে কবে

বঙ্গভাষা কইতে শিখ্‌ছি
বছর দুত্তিন লাগ্‌বে আরো;
তবে এখন ক'চ্ছি যে সে
তোমরা যাতে বুঝতে পারো।
টেবিলেতে খাচ্ছি খানা
কারণ সে সাহেবিয়ানা;
খাইবা যদি শাগচচ্চড়ি
টেবিলে তা খেতে হবে।
ইউরেশীয়ান ছেলে মেয়ে
তৈরি মোরা হচ্ছি ক্রমে
এদিকেও সংখ্যায় বাড়ছি
বিনা কোন পরিশ্রমে,
জানি না কি হবে শেষে,
কোথায় বা চলেছি ভেসে,
মাঝি শূন্য নৌকার উপর
ভেসে যাচ্ছি ভবার্ণবে।

[প্রস্থান।

চম্পটির প্রবেশ

চম্পটি। নাঃ এ আর পোষাচ্ছে না, দেখছি। আগে একটা মানুষ, যা হয় একরকম ধার-টার ক'রে চোলে যাচ্ছিল। এখন with so many mouths to feed—by jove—they are quite a regiment. কি কর্ব্ব যে ভেবে পাচ্ছিনে। কোথা থেকে একটা পুরোণো encumbrance আবার ঘাড়ের উপর এসে জুটলো।—Married স্ত্রী, তাড়িয়ে দেবার যো নাই। তার উপর এই ছেলেমেয়েগুলো আসল ধারের উপর সুদের মত বাড়তেই চলেছে।—নিজের ছেলে, গলা টিপে মেরে ফেলা যায় না। এখন এই wife-টাকে নিয়ে কি করা যায় কেউ বল্‌তে পারো?—আচ্ছা, উমেশবাবু ত কাল এসে-ছিলেন—বল্‌ছিলেন যে তাঁদের wife-গুলোকে educate কর্ত্তে একজন mistress চাই। আমার স্ত্রী যদি সেটা কর্ত্তে পারেন, ত তা'রা মাসে ২০০৲ টাকা করে দিতে রাজি আছে। By Jingo! that is a good idea. এখন রেবেকা স্বীকার হলে হয়! দেখি, জিজ্ঞাসা করি। রেবেকা রেবেকা!

রেবেকার প্রবেশ

রেবেকা। কি? dear!

চম্পটি। এই একটা মতলব কচ্ছিলাম কি—আঃ কি রকম ক'রে কথাটা পাড়ি—হাঁ শোন—ছেলেপিলেগুলো ত মোলো।

রেবেকা। কেন dear?

চম্পটি। এই না খেয়ে—

রেবেকা। তা আমি কি কর্ব্ব?

চম্পটি।—আমি বলছিলাম কি যে হঠাৎ একটা ভারি সুবিধে হয়েছে।

রেবেকা। কি রকম সুবিধা?

চম্পটি। এই রোজগারের একটা ফন্দি বা'র করেছি।

রেবেকা। কি রকম?

চম্পটি। এই তুমি mistress হও।

রেবেকা। [সক্রোধে] Mistress? কার? Never.

চম্পটি। আরে সে mistress নয়;—এ master, mistress—সেই mistress. এরা জনকতক নব্য হিন্দু মিলে তাদের wives-দের educate কর্ত্তে চায়। তুমি তাদের mistress হও।

রেবেকা। No I won't!

চম্পটি। Indeed you will.

রেবেকা। আর তুমি কি কর্ব্বে?

চম্পটি। খাবো।

রেবেকা। What?

চম্পটি। I will only eat darling? I will eat to please you.

রেবেকা। Never!

চম্পটি। Always your most obedient servant—গঙ্গারাম চম্পটি।

রেবেকা। I shall be hanged if I do.

চম্পটি। I shall be blowed if you don't. শোন dear! এ বিষয়ে Full bench-এর নজীর আছে।

রেবেকা। কি রকম?

চম্পটি। Phillips' Concordance of criminal case-এ লিখছে যে husband is the wife's properity অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি বিশেষ।

রেবেকা। তাতে কি প্রমাণ হয়?

চম্পটি। যে তুমি রোজগার কর্ব্বে।

রেবেকা। আর তুমি বোসে খাবে?

চম্পটি। With pleasure.

রেবেকা। Really!

চম্পটি। শোন dear I have always held among my friends that you are an angel আর আমারও তাই ধ্রুব বিশ্বাস—যদিও তোমার wings নেই।

রেবেকা। সত্যি বল্‌ছো?

চম্পটি। By all the gods in heaven! Though to tell the truth, I am a veritable atheist.

রেবেকা। Very well! But it is no use তুমি ত মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেবে!

চম্পটি। তা দেবো। কিন্তু তুমি স্বর্গে যাবে।

রেবেকা। স্বর্গে যাবো?

চম্পটি। নিশ্চিত angles-রা স্বর্গে যায় না কি নরকে যায়? বাপ্ what a figure! What complexion—

রেবেকা। বল কি?

চম্পটি। উঃ dazzling!

রেবেকা। সত্যি বলছো?

চম্পটি। সত্যি?—তুমি আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়েছ, darling!

রেবেকা। কখন dear?

চম্পটি। কখন আবার? এখন—এইমাত্র! ছুরি কি Rogers-এর ছুরি; নৈলে আর ছুরি হয় না?—তুমি আমার এই heart-এ অবিশ্বাসের ছুরি বিঁধিয়েছো। তুমি যদি dear Macpherson's Law of Mortgage পড়তে, তা'লে আর আমাকে এত অবিশ্বাস কর্ত্তে না।

রেবেকা। না dear। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস কর্ব্ব না। আ হা হা, আমার husband-এর কি কোমল প্রাণ।

চম্পটি। তবে তুমি স্বীকার?

রেবেকা। আচ্ছা স্বীকার। কিন্তু you must mend your ways.—সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিও না।

চম্পটি। না সব উড়িয়ে দেব না।

রেবেকা। আচ্ছা darling। আমি স্বীকার হলাম। তা'লে তুমি আমাকে ভালবাসবে?

চম্পটি। ভালো?—Well I never! আমি তোমাকে ভালবাসবো না? দেখো আমি তোমাকে তা'লে এমন ভালবাসবো—কি আর বল্‌বো!

রেবেকা। আচ্ছা, তবে আমি যাই, এখন খাবার জোগাড় দেখিগে।

[প্রস্থান।

চম্পটি। হাঁ হাঁ হাঁ, আমাকে কিন্তু রেবেকা সত্যি সত্যিই ভালবাসে বোধ হচ্ছে! তা বাসবে না? ঈশ্বর কি চেহারাটাই দিয়েছিলেন! [মুকুরে স্বীয় মূর্ত্তি দেখিয়া] বাঃ অবিকল যেন Apollo—তবে গোঁফ আছে, এই যা। আচ্ছা গোঁফটা কামিয়ে ফেল্লে হয় না।—না কাজ নেই।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গীত

সকলে। মোরা সবাই ঠিক করেছি যে চাকুরী করা হয়রাণী।

নাপিতানী। মুই নাপ্তিনী।

ধোপানী। মুই ধোপানী।

মেছুনী। মুই মেছুনী।

ময়রাণী। মুই ময়রাণী।

নাপিতানী। মোদের নকরি কোরে গুজরাণে আর মন উঠে না সই।

ধোপানী। মোরা চাই শয়ন কোরে নয়ন মুদে বিভোর হয়ে রই।

মেছুনী। নাই কি উপায় চাকরী করা বৈ—

ময়রাণী। বলি খেটে খেতে হইছিল কি তৈরি এ চাঁদ মুখখানি।

নাপিতানী। হেলিয়ে নয়ন বাঁকা অবহেলে করি ভুবন জয়।

ধোপানী। আমরা রাজা আমীর উমীর কারে করিনাক ভয়।

মেছুনী। মোদের কি লা চাকরী করা সয়?

ময়রাণী। এখন ক'র্ত্তে হবে সহজ একটা নূতন উপায় আমদানী!

নাপিতানী। ঐ লো ঐ মধুর স্বরে বাজছে বাঁশী আর কি থাকা যায়।

ধোপানী। আহা বিধির ভুলে দ্বাপর যুগে জন্ম হয়নি হায়।

মেছুনী। ওলো তোরা সব আসবি যদি আয়।

ময়রাণী। আমরা সব হাসির ঘটায় রূপের ছটায় মাতিয়ে দেবো রাজধানী।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চম্পটির drawing room।
কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।
চম্পটি ও রেবেকা

গীত

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried থাক্‌তাম যদ্যপিও সেটা—

চম্পটি। It would have been far preferable, 't would have been much better.

রেবেকা। তোমার marry করা was an act of great mistake for me—

চম্পটি। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। It was a great mistake to marry ধোরে একটা pauper.—

চম্পটি। The more so, Oh my love! When you yourself had not a copper.

রেবেকা। Tremendous, sad mistake, my darling! Very sad, I see.

চম্পটি। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.—

চম্পটি। I thoroughly agree.

উভয়ে। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। এই love-এর প্রথম stage-টাই ভালো—whispers, hugs and kisses.

চম্পটি। The charm is not so great as soon as you become a Mrs.

রেবেকা। The case becomes more complicated on the contrary—

চম্পটি। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me a thousand kisses, and be mine for ever.

চম্পটি। চাই something more substantial কিন্তু মুখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as Solomon though not so rich as he—

চম্পটি। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। এই marry কোরে না হোক কোন অন্য কার্য্যসিদ্ধি।

চম্পটি। But annually একটি করে' হচ্ছে বংশবৃদ্ধি।

উভয়ে। Whatever difference of opinion, there may be, in this view of this case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree.

চম্পটি। I thoroughly agree,—

উভয়ে। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

চম্পটি। কি বল dear?

রেবেকা। কি আর বলবো! এখন উপায় দেখ—to make both ends meet.

চম্পটি। They will meet. ইংরাজিতে বল্‌ছে। extremes always meet [হাস্য উদ্দেশ্যে দন্ত বাহির করিলেন।]

রেবেকা। তুমি ভাবছো যে খুব রসিকতা কচ্ছি। কিন্তু তাতে ত আর পেট ভরে না—

চম্পটি। তা নিশ্চত! বাঙ্গালাতে বলে "শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।"

রেবেকা। আমাকে ত তারা এ চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিলে; তারা এখন Shakespeare পড়্ছে, Herbert Spencer পড়্ছে, Adam Smith পড়্ছে। আমার ত অতদূর বিদ্যে নেই! আমার যতদূর বিদ্যে তা তাদের শিখেইছি, আর কি কর্ব্ব!

চম্পটি। তা বটে। তুমি আমার কি কর্ব্বে। এখন তোমার ইচ্ছে বোধ হয় যে আমি কিছু করি।

রেবেকা। তুমি কিছু কর্ব্বে না? তুমি man, আমি চিরকালটা রোজকার কর্‌ব, আর তুমি চিরকালটা বোসে বোসে খাবে ঠিক করেছো?

চম্পটি। আমার মতলবটা কতক ঐ রকমই ছিল বটে।

রেবেকা। Shame!

চম্পটি। তুমি যদি আমাকে খেতে দিতেই না পার্ব্বে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

রেবেকা। আমি তোমাকে খাওয়াবো!—O dear! dear!—স্ত্রী কি স্বামীকে বোসে বোসে খাওয়ায়!—

চম্পটি। আলবৎ! স্ত্রীর মত স্ত্রী হলেই খাওয়ায়।

রেবেকা। তাও আমি এতদিন সাধ্যমত করেছি। তা তুমি ত তার অর্দ্ধেক মদ খেয়েই উড়িয়ে দিলে!

চম্পটি। তা দেবো না? আর তুমি যে স্বর্গে যাবে! তখন কি আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবে?

রেবেকা। স্বর্গে যাবো? কি রকম কোরে?

চম্পটি। এই আমাকে খাইয়ে দাইয়ে যে পুণ্য কচ্ছ, সেই পুণ্যের জোরে স্বর্গে যাবে না?

রেবেকা। Indeed!—I don't want it.

চম্পটি। তোমার যেতেই হবে।

রেবেকা। কক্ষণ স্বর্গে যাবো না। Never! ঐ—plea ক'রে তুমি বোসে বোসে খাবে ঠিক করেছো। আমি বুঝ্তে পেরেছি।

চম্পটি। পেরেছো নাকি? তোমার খুব বুদ্ধি ত।—তা যখন, darling!—সেটা বুঝতেই পেরেছো, তখন আর তা গোপন কর্ব্ব না। আমি সত্যি বল্‌চি, যে কাজ কর্ত্তে গেলেই আমার মাথা ধরে।

রেবেকা। মিথ্যা কথা—It is a lie.

চম্পটি। হাঁ ওটা lie বটে, কিন্তু তাই বোলে সেটা আমার সামনে বলা তোমার উচিৎ হয় নি।—তা যখন বুঝেই ফেলেছো, তখন সত্য কথাটা বলি! To tell you the truth, আমার practice হচ্ছে না—তা আমি কি কর্ব্ব?

রেবেকা। পড়্বে না শুন্‌বে না, effort কর্ব্বে না, তা practice হবে কেমন করে?

চম্পটি। এঃ! সব বুঝে ফেলেছো দেখছি।

[নেপথ্যে] সাহেব বাড়ী হ্যায়?

চম্পটি। [স্বগত] এ আবার কে রে। এ যে নারী-কণ্ঠ দেখ্‌ছি [প্রকাশ্যে] যাও যাও;—রান্নাটা দেখগে dear! একজন client-এর গলা শুন্‌ছি।

[রেবেকার প্রস্থান।

চম্পটি। এই বেয়ারা! খানসামা! বাবুর্চ্চি—কে এসেছে ডেখো—এই চাপরাসী—এই কেউ যে উত্তর দেয় না। তাদেরই বা অপরাধ কি। একটা cook আছে, সেই খানসামা, সেই বেয়ারা, সেই চাপরাসী, সেই cook। বোধ হয় বাইরে টাইরে গিয়েছে। এই, come in—

সরোজিনীর প্রবেশ

চম্পটি। [স্বগত] এ কি রকম ব্যাপার?—এ ত চেহারাখানা মন্দ নয়।

সরোজিনী। আপনার নাম কি চম্পটি সাহেব?

চম্পটি। হাঁ লোকে ট বলে।—তা কি case-টা না শুন্‌লে opinion ডিটে পাচ্ছি না। Forgery? Perjury? Chicanery? Breach of trust? Criminal misappropriation?—

সরোজিনী। আরে শুনুন না। case একটা ত বটেই। কাল বিকালে আপনি একবার আমার সখীর ওখানে গিয়ে কেস্‌টা নিজেই শুন্‌বেন।

চম্পটি। আপনার সখীটি কে?

সরোজিনী। নবীনমাধবের বিধবা স্ত্রী।

চম্পটি। Widow! will case বুঝি? তাঁর বাড়ীটি কোথায়?

সরোজিনী। শ্যামবাগান রামকমল মুখুর্য্যের গলি।

চম্পটি। সে আবার কোন্ যায়গায়?

সরোজিনী। এই চিৎপুর রোড্ দিয়ে বরাবর উত্তর দিকে চলে যাবেন।

চম্পটি। [নোট বহি বাহির করিয়া নোট নিতে নিতে] ধর, গেলাম;—টার পর?

সরোজিনী। তার পর ট্রামের আস্তাবল জানেন ত? তারই দক্ষিণ ঘেঁসে যে গলি গিয়েছে, তা দিয়ে ঢুকবেন।

চম্পটি। ঢুকলাম।

সরোজিনী। তার পর দক্ষিণ দিকে একটা গলি দেখ্তে পাবেন, সেই জায়গাটায় বাঁয়ে হেলবেন্।

চম্পটি। শ্রীকৃষ্ণের মট!—আচ্ছা হেল্লাম।

সরোজিনী। তার পর একটুখানি সেঁধিয়ে দেখ্বেন, ডাইনে একটা শুঁড়ির দোকান আর বাঁয়ে একটা কদমগাছ।

চম্পটি। কডমগাছ? যার টলায় শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাটেন?

সরোজিনী। আজ্ঞে না। সে কদমগাছটা ঠিক কলকাতায় নয়, সেটা বৃন্দাবনে।

চম্পটি। হাঁ হাঁ টা বটে।—টার পর!

সরোজিনী।—তার পর একটা কদমগাছ বুঝ্লেন?

চম্পটি। হাঁ বুঝ্লাম! কডমগাছ।

সরোজিনী। কদমগাছ।

চম্পটি। [সঙ্গে সঙ্গে] গাছ—

সরোজিনী। সেই কদমগাছের পাশে একটা ময়রার দোকান।

চম্পটি। ডোক্যান।

সরোজিনী। সেই দোকানের সামনে বাগানওয়ালা বড় বাড়ী।

চম্পটি। বুঝিছি। আর বল্টে হবে না, কটার সময়?

সরোজিনী। এই বিকেল ৪টে।

চম্পটি। বাঃ! ঐ সময় ঠিক আমার leisure আছে বটে।—case-টা কিসের? Will case বুঝি?

সরোজিনী। তা সেখানেই শুন্বেন এখনি—

চম্পটি। আমার আজকাল নিঃশ্বাস ফেল্বার অবসর নেই। — টা যাবো। — Widow-র case কিনা? টা যাবো ঠিক যাবো।

সরোজিনী। হাঁ যাবেন, আর চেহারাখানা একটু মেজে ঘসে' যাবেন।

চম্পটি। এ্যাঁ—চেহারা!—তার সঙ্গে case-এর কি সম্বন্ধ?

সরোজিনী। আছে। দেখতে পাবেন।—এখন তবে আসি।

চম্পটি। আচ্ছা—Good-bye, madam.

[সরোজিনীর প্রস্থান।

চম্পটি। এ কি রকম case বোঝা যাচ্ছে না। Illicit love নাকি? তা খুঁজে খুঁজে লোক পাক্ড়েছে ত খুব।—এই চেহারা! আর কিছু নয়। এই চেহারাখানা নিয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়েছি। যে দেখে সেই কি love-এ পড়ে! I am quite disgusted with this চেহারা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ইন্দুমতীর শয়ন কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

ইন্দুমতী ও সরোজিনী

ইন্দুমতী। সখি রে।

সরোজিনী। কি।

ইন্দুমতী। কি দেখ্লাম।

সরোজিনী। কি দেখ্লে?

ইন্দুমতী। সেই অপূর্ব্ব মোহন বঙ্কিম-ঠাট। কি চেহারা। আহা সেই মধুর গোঁফ—যেন মদনের ফুলধনু। সেই কাণ—যেন মুর্শিদাবাদের জিলাপি। আর সেই নাক, যেন শ্যামের বাঁশি—কেবল বাজে না—এই যা তফাৎ।—মরি মরি।—

সরোজিনী। কে বল্লে বাজে না? ঘুমের ঘোরে একটু আধটু বাজেও বা; যদিও সে স্বর ঠিক শ্যামের বাঁশির মত মধুর না হতে পারে।

ইন্দুমতী। সখি রে—সে স্বর আমার কাছে রসনচৌকি।

সরোজিনী। তা'লে বর পছন্দ হয়েছে?

ইন্দুমতী। পছন্দ—সখি! তুমি নেহাইৎ অপ্রেমিক শুধু পছন্দ? তার চেয়ে ঢের বেশী। চম্পটিকে দেখে আমি একেবারে সখি—একেবারে পা হড়্‌কে, ডুবজলে;—তলিয়ে গিইছি—হাবুডুবু খাচ্ছি, আমাতে আমি আর নেই। বাস্তবিক সখি, আমি আর নেই।

সরোজিনী। সে কি? নেই কি? জলজ্যান্ত বর্ত্তমান রয়েছো দেখ্‌ছি।

ইন্দুমতী। তুমি কিছু বুঝতে পার্চ্চ না, সখি! রইছি যে দেখ্‌ছো সে কেবল এই শরীরটা। তার ভেতর হৃদয় বলে' একটা পদার্থ থাকে জানো?

সরোজিনী। হাঁ কবিরা বলেন বটে।

ইন্দুমতী। সেটা নেই।

সরোজিনী। সেটা কোথায় গেল?

ইন্দুমতী। সেটা চুরি গিয়েছে।

সরোজিনী। চুরি গিয়েছে? পুলিশে খবর দেবো নাকি?

ইন্দুমতী। এঃ! তুমি বুঝেও বুঝ্‌বে না। কথাটা হচ্ছে এই যে, এখন চম্পটির সঙ্গে শীগ্‌গির বিয়ে হওয়াটা মানসিক হিসেবে নেহাইৎ দরকার হয়ে পড়েছে।

সরোজিনী। সেটা এতক্ষণ সোজা ভাষায় বল্লেই হোত।

ইন্দুমতী। সোজা ভাষায় কবিত্ব হয় না।

সরোজিনী। কবিত্ব নাই বা হ'ল, কাজ হলেই হ'ল। এখন আমাকে কি কর্ত্তে হবে বল দেখি।

ইন্দুমতী। আমি রাধার মত বিরহিণী হয়ে বসে আছি। তুমি আর একবার আমার বিন্দেদূতী হয়ে, চম্পটিরূপ শ্যামের কাছে যাও। আর তাঁকে গিয়ে আমার হয়ে বলগে, "বঁধুয়া কি আর কহিব আমি"—

সরোজিনী। আমি তা বলতে পার্ব্বো না, যা বল্‌তে হয়, তুমি একখানা চিঠিতে লিখে দাও। আমি পত্রবাহিকা হয়ে যাবো। চিঠি লেখো।

ইন্দুমতী। চিঠি?

সরোজিনী। হাঁ চিঠি।

ইন্দুমতী। চিঠি! পত্র? লিপি? হাঁ চিঠিই ত লিখবো বটে।—ভাগ্যিস্ তুমি বল্লে। আমি যে কি কর্ব্ব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সরোজিনী। না, তা পাবে কেন? তুমি একেবারে কাঁচা খুকিটি কিনা? কিচ্ছু ত জানো না।—এখন যাও, শীগ্‌গির একখানা চিঠি লেখো গে! আমিও তৈরি হয়ে নেই। বাপ্! নিজের বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, পরের বিয়ের ঘটকালী কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণটা গেল।—চল।

ইন্দুমতী। রোস একটু কবিত্ব কোরে নেই।—চম্পটি! চম্পটি! চম্পটি—? [মুখ ঢাকিয়া] আহা কি মধুর নাম। চেহারার উপযুক্ত নামই বটে। আর পোষাকটাও ঠিক শ্যামের মত না হলেও, মন্দ নয়। আর গলার আওয়াজও ঠিক যেন—একেবারে চটী জুতো। আর নাক!—আঃ কি নাক!—চম্পটি হে তোমার পোষাক ভালো, নাম ভালো, গলার স্বর ভালো—কিন্তু সব চেয়ে ভালো তোমার ঐ নাকটা।

[প্রস্থান।

সরোজিনী। ক্ষেপেছে! — সখী আমার ক্ষেপেছে। আর সত্য কথা বলতে কি, আমিও ক্ষেপেছি কিছু কম নয়। ভালোবাস্‌লে সকলেই কি সমান পাগল হয়? চম্পটি যা হোক এক রকম একটা মনুষ্য; কিন্তু আমি ভালবাসি যে একটা জানোয়ারকে। বুঝি, যে সে জড়, অপদার্থ, পশু, তবু তাকে ভালবাসি। ভালবাসাটা ভারি গোলমেলে ব্যাপার দেখা যাচ্ছে—যাক্। সখীর বিয়ের পরই আমার বিয়ে। যাই। —না, রোস যাবার আগে আমিও একটু কবিত্ব কোরে নেই। [সুরে]—বিনোদবিহারী! আহা —বিনোদবিহারী! ওহো—বিনোদবিহারী হে—কি বলবো, বল্‌তে বল্‌তে গলা আট্‌কে গেল, নইলে একটু বল্‌তাম, ছাড়্‌তাম না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উমেশের বহির্ব্বাটী। কাল—সন্ধ্যা।

উমেশ ও সুকেশিনী

উমেশ। ওগো শোনো!—বলি শুনছো? পাড়ার লোকে ত সব ঘোট করেছে—আমাকে একঘরে কর্ব্বে। মেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌লো তার বিয়ে না দিলে ত আর জাত থাকে না।

সুকেশিনী। মেয়ের বিয়ে আবার কি?

উমেশ। সেটা ত দিতে হবে।

সুকেশিনী। দিতে হবে, সে নিজে কর্ব্বে। —পাখা কর; বড় গরম।

উমেশ। [পাখা করিতে করিতে] সে যদি না করে।

সুকেশিনী। না করে না কর্ব্বে।—রুমালটা তুলে দাও!

উমেশ। [আদিষ্টবৎ করিয়া] কর্ব্বে কি না কর্ব্বে—তা জানাও ত দরকার।

সুকেশিনী। সে আমাকে বলেছে যে সে বিয়ে কর্ব্বে না।—দরজাটা বন্ধ কর, বড় draught আস্ছে।

উমেশ। [আদিষ্টবৎ করিয়া] তবে কি কর্ব্বে?

সুকেশিনী। চাকরি। চেয়ারটা সরিয়ে দাও ত, পা রাখি।

উমেশ। [আদিষ্টবৎ করিয়া] চাকরি! মেয়ে চাকরি কর্ব্বে?

সুকেশিনী। তার মধ্যে আশ্চর্য্যটা কি দেখ্‌লে? মেয়েরা যদি চাকরি না কর্ত্ত ত চাকরাণী পেতে কোথা থেকে? বেথুন কলেজ চলতো কোথা থেকে? Miss Mary Anderson হোত কোথা থেকে?—নাঃ দরজাটা খুলে দাও বড় গরম হচ্ছে।

উমেশ। [আদিষ্টবৎ করিয়া] তবে মেয়ে চাকরি কর্ব্বে?

সুকেশিনী। আমি তাকে Telegraph আফিসে চাকরি করে' দেবো। আর তা'র চাকরি করারই বা দরকার কি? তোমার অনেক টাকা আছে ত। তুমি রেখে যাবে, সে বোসে বোসে খাবে—জুতোর ফিতেটা বেঁধে দাও ত।

উমেশ। [আদিষ্টবৎ করিয়া] সিদ্ধান্তটা মন্দ কর নি। তবে তাতে আমার একটু আপত্তি আছে।

সুকেশিনী। হুঁ! তোমার আবার আপত্তি —তুমি ত এক ভারি লোক।—তুমি কি আজ বেরোবে?

উমেশ। হাঁ সেই রকম ত মনে কচ্ছি যদি অনুমতি পাই।

সুকেশিনী। আচ্ছা বেরোতে পারো। তবে সন্ধ্যার আগে ফিরে আস্‌বে। আমার নভেলটার আর খানিক dictate কর্ব্ব।

উমেশ। আবার! — সমস্ত দিন লিখে আঙ্গুলগুলো ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

সুকেশিনী। তুমি ভারি lazy হচ্ছ। নভেলটা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। তবে নায়ক আর নায়িকা এত তফাৎ পড়ে' গিয়েছে, যে তাদের আবার একত্র করা difficult হয়েছে। এ যায়গায় যদি নায়িকাকে মেরে ফেলা যায়, তা হ'লে tragedy হয়, আর নায়ককে মেরে ফেল্লে comedy হয়। কি কর্ব্ব ভেবে উঠ্‌তে পারিনি।—নভেলটা লাগছে কেমন?

উমেশ। অতি সুন্দর—তবে কিনা বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে।

সুকেশিনী। Idiot! — শোন দিখি, ছেলেটা কাঁদছে যেন। [কাণ পাতিয়া] হাঁঃ কাঁদ্‌ছেই ত বটে। যাও, দুধ খাইয়ে এস। কাল ছেলেটাকে মেরে ফেলেছিলে আর কি! দুধ খাওয়াতেও জান না।

উমেশ। না ওটা কখন শেখা হয় নি।

সুকেশিনী। যাও ছেলেটাকে দুধ খাওয়াও গে। আমি বেরোবো।—ছেলেটা কাহিল হয়ে যাচ্ছে। তুমি ত দিন দিন নিজে মুটোচ্ছ।

উমেশ। ঐ শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে।

দ্রুতবেগে সুবেশিনী ও তৎপশ্চাৎ রমেশের প্রবেশ

সুবেশিনী। দেখ ত সুকেশিনী।

রমেশ। দেখ ত উমেশ।

উমেশ ও সুকেশিনী। কি? কি? ব্যাপার-খানাটা কি?

রমেশ। আমি বল্‌ছি, যে ও'র বল্লভবাবুর বাড়ীতে যাওয়া হবে না।

সুবেশিনী। তোমার কথায়?

রমেশ। আমার কথাটা কি গ্রাহ্যের মধ্যেই হ'ল না।

সুকেশিনী। আচ্ছা, তোমার reasons শুনি। পরে যদি সঙ্গত হয় বিবেচনা করা যাবে।

রমেশ। তবে শোন, তার সঙ্গে আমার বনিবনাও নেই।

সুবেশিনী। নাই বা থাকলো, আমার সঙ্গে ত আছে।—কি বল সুকেশিনী?

সুকেশিনী। হাঁ বটেই ত।

রমেশ। তুমি আমি কি ভিন্ন?—কি বল?

উমেশ। সত্যিই ত।

সুবেশিনী। ভিন্ন নই। তুমি খেলে কি আমার পেট ভরে?—কি বল সুকেশিনী?

সুকেশিনী। Quite so.

রমেশ। তা যাও। বেশ, আমিও যেখানে খুসি যাবো।—কি বল উমেশ।

সুবেশিনী। বটে! তুমি আমি কি সমান।

রমেশ। হাঁ সমান।

সুবেশিনী। তুমি ত আমার ভারি অবাধ্য হচ্ছ?—কি বল সুকেশিনী?

রমেশ। আর উনি আমার ভারি বাধ্য!—কি বল উমেশ?

সুহাসিনীর প্রবেশ

সুহাসিনী। কি তুমি এখানে সুবেশিনী? আমি তোমার বাড়ী হোয়ে এলাম। কি! মিষ্টার সেনগুপ্ত যে এখানে?

রমেশ। [গম্ভীর বিরক্ত স্বরে] হাঁ তাই কি?

সুহাসিনী। লাহিড়ী আর মিসেস্ লাহিড়ী-যে চুপ।

উমেশ। কি আর বল্‌বো দিদিঠাকরুণরা, এই আপনাদের গতিক দেখে।

সুহাসিনী। চল সুবেশিনী, চল সুকেশিনী। Late হয়ে যাচ্ছে। আমার husband বাড়ীতে। আমার আসাতে তাঁর ভারি আপত্তি। তা আমি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম।

উমেশ। বেশ করেছেন। উপযুক্ত স্ত্রীর কাজই করেছেন।

ঊর্দ্ধশ্বাসে পরেশের প্রবেশ

পরেশ। কৈ? কৈ?

উমেশ। কে? কে?

সুকেশিনী। স্ত্রীকে খুঁজছেন নাকি? এই যে তিনি।—ভয় পাবেন না!

সুহাসিনী। কি! উর্দ্ধশ্বাসে আমার পিছনে পিছনে ছুটেছো বুঝি?—একটু decencyও নেই!

পরেশ। কি কর্ব্বো?—তোমরা যা করে' তুলেছো—

ক্রুদ্ধ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে সুরেশ ও সুভাষিণীর প্রবেশ

সুরেশ। কভি নেই

সুভাষিণী। আলবৎ।

সুরেশ। নেহি হোগা। যানে নেই দেগা।

সুভাষিণী। চুপ্ রহো।

অন্য সকলে। কি? কি? হয়েছে কি?

সুরেশ। বল্লভবাবুর party-তে আমার wife-কে আমি যেতে দেবো না।

সুভাষিণী। আমি যাবোই।

সুরেশ। কেমন যাও দেখি।

সুভাষিণী। কেমন রাখো দেখি।

পুরুষগণ। না কখন তা হবে না।

নারীগণ। Get away.

[পুরুষদিগকে ধাক্কাদিয়া ফেলিয়া নারীগণের প্রস্থান।

নব্য হিন্দুরা উঠিয়া, ধূলা ঝাড়িয়া, বিস্ময়ে হতবুদ্ধিবৎ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন

উমেশ। তাই ত! তাই ত! ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো যে হে।

রমেশ। তা আর বোলে! দেখ দেখি, এঁরা যখন খুসী, সেখানে খুসী যাবেন। আর আমরা গেলেই যত দোষ।

পরেশ। [মরিয়াভাবে] যাক্ না! কি কর্ব্বে? ভাত রেঁধে দেবে না? ব্যস! চিঁড়ে খেয়ে থাক্‌বো।

সুরেশ। না হে না শুধু চিঁড়ে নয়? ঈশ্বর দুটো কাণ দিইছিলেন তা যে আর থাকে, তা ত বোধ হচ্ছে না।

উমেশ। সত্যি।—দেখ দেখি, গত শনিবার বাড়ী আসতে কতই রাত হইছিল? নটাও হবে না। তা গিয়ে দেখি আহারের দফায় শূন্য, আর গৃহিণীও খাটের উপর লম্বা।

পরেশ। ও হে সে ত ভালো। আমার অভ্যর্থনার সরঞ্জাম একেবারে এই—[অর্দ্ধচন্দ্র দেখাইলেন] দুয়োর খুল্লে না, উঠোনেতেই শুতে হোলো।

রমেশ। তোমরা ত একরকম নির্ব্বিবাদে শুতে পেইছিলে। আমার গৃহিণী আমি ফির্ব্বা মাত্র চোর চোর বলে' কুকুর লেলিয়ে দিলে। আমি একেবারে দৌড়।—শেষে একটা বটতলায় রাত্রিযাপন।

উমেশ। [সুরেশকে] আর তোমার অবস্থা কি রকম হইছিল? তুমি যে কথা কচ্ছ না!

সুরেশ। [করুণ ভাবে মাথা নাড়িলেন।]

রমেশ। কিছু হইছিল না কি?

সুরেশ। দাদা! সে কথা আর শুনে কাজ নেই। সে কথা শুনলে শেয়াল কুকুরে কাঁদে।

সকলে। কেন? কি? কি?

সুরেশ। আর কি? একেবারে সম্মার্জ্জনী।—এই পিঠ দেখ।—টিপো না হে, লাগে।—আস্তে!—[পিঠ দেখাইলেন]

উমেশ। আহা! তাই ত! তাই ত! করেছে কি?

সুরেশ। আমি বল্লাম "এবারটা ক্ষেমা দে"! তা সে আরও জোরে! উহু হু হু!!! [ক্রন্দন]

রমেশ। [পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইয়া] বল, কেঁদো না—

সুরেশ। আমি সেই রাতেই গিয়ে থানায় এজাহার দিয়ে এইছি।

পরেশ। বেশ করেছো।

সুরেশ। হাঁ আমি এখন 'মরিয়া' হইছি।

রমেশ। কিন্তু এই বিপদের একটা পথ দেখতে হচ্ছে।

উমেশ। তখনি ত বলিছিলাম বাপু, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোবে! তা ত শুনলে না।

পরেশ। কি করা যায় বল দেখি—আর ত পারা যায় না।

সুরেশ। চল, emigrate করা যাক্। দেশ ছেড়ে চলে' যাই। ওদের আর কোন তক্কাই রাখ্বো না।

উমেশ। যত সব আজগুবি প্রস্তাব। চাকরি ছেড়ে যাবে কোথায়? গিয়ে খাবে কি? —চল এখন বাড়ী চল। ও'দের পায়ে টায়ে ধরে' এখন একটা সন্ধি করে' ফেলা যাক্।

রমেশ। হাঁ দোষ ত আমাদেরই!

পরেশ। কি বল সুরেশ! স্ত্রীশিক্ষার আর নাম কর্ব্বে?

সুরেশ। এই নিজের কাণ মল্‌ছি বাবা! আর না। পুরানো চালই দেখ্‌ছি ভালো। ভাতে বাড়ে।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চম্পটির আপিস্-কামরা। কাল—অপরাহ্ণ।

চম্পটি। [পরিভ্রমণ সহকারে] চেহারা-খানা খুব যুত্‌সই নয়। আর যতদূর দেখা গেল, তাতে figure ত কোন রকম টের পাওয়া গেল না। আর বয়সটাও যেন একটু ওপর কোঠায় পেঁীছিয়েছে—তা হোক। বাবা! লাখ টাকা, সোজা নয়। No Joke!—আমি ছাড়ছি নে। হুঁ! Practice!—আর Practice কর্চ্ছিনে। এই রকম পায়ের উপর পা রেখে খাবো। এই চেহারাখানার দাম সত্যি সত্যিই দেখ্‌ছি যে লাখ টাকা। [মুকুরে স্বীয় মূর্ত্তি দেখিয়া] ঈশ্বর কিন্তু চেহারাখানা খুব দিইছিলেন! মরি মরি—কি ভ্রূ! আর এই গোঁফ জোড়াটা ওঃ—Grand! সকলের চেয়ে ভাল কিন্তু এই নাকটা,—একেবারে Grecian.—

সরোজিনীর প্রবেশ

সরোজিনী। এই যে চম্পটি সাহেব।

চম্পটি। এ কে, সখী যে!—এস এস। You are thrice welcome—খবর কি?

সরোজিনী। আমার সখী ত একেবারে পাগল।

চম্পটি। পাগল! কেন? What is the matter!—কি হয়েছে! Mad!

সরোজিনী। Mad fad নয়, কিন্তু quite as lad আমরাও আজকাল একটু একটু ইংরাজী পড়ে' থাকি।

চম্পটি। Of course আজকাল pro-grss-এর দিনে কি তোমরাই অশিক্ষিত থাকবে? "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"—তা এখন কি ব্যাপার? তবে mad নয়?

সরোজিনী। তারি দাখিলই। আপনার চেহারা দেখে ত আমার সখী একেবারে ক্ষেপে গিয়েছেন।

চম্পটি। ওঃ—মোটে এই!—By Ajax! চেহারাখানা বোলে চেহারাখানা!—এ চেহারা দেখে ক্ষেপবে না? তোমার সখী ত তোমার সখী। বিলাতে মেমেরা—বুঝলে সখী, খাঁটি

মেমেরা—এই চেহারাখানা দেখে কি কর্ত্ত জানো!

সরোজিনী। কি কর্ত্তো?

চম্পটি। শুনবে? তবে শোন—Will you believe me?—আমি রাস্তা দিয়ে যেতাম, আর রাস্তার দুধারে যত মেম—ধপাধপ, ধপাধপ, ধপাধপ।

সরোজিনী। সে কি?

চম্পটি। পড়ে যেত।—বুঝলে না?—fainted, মূর্চ্ছা যেত।

সরোজিনী। ভয়ে?

চম্পটি। Innocent creature বুঝতে পাচ্ছ না? ভয়ে না। প্রেমে, প্রেমে।

সরোজিনী। বলেন কি?

চম্পটি। চেহারাখানা—রং একটু কালো বটে কিন্তু চেহারাখানা সখি—একবার চেয়ে দেখো।

সরোজিনী। [নিরীক্ষা করিয়া] না;—বেশ চেহারা।

চম্পটি। এঃ! মুস্কিল কর্ল্লে। তুমিও প্রেমে পড়ো না যেন। আমি একা মানুষ, কতদিক সামলাবো।

সরোজিনী। না, আমি সামলে গিইছি।

চম্পটি। বেশ করেছো।—এখন তোমার সখীর খবর কি?

সরোজিনী। তিনি একখানা চিঠি দিয়েছেন।

চম্পটি। চিঠি! letter! epistle—By Damocles?—দেও দেও! এতক্ষণ দেও নি?

সরোজিনী। সময় পেলাম কৈ? আপনার চেহারার ব্যাখ্যা শুনবো? না চিঠি দেব? এই নেন—[পত্র প্রদান]

চম্পটি। সখি!—তুমি ঐ চেয়ারে বোস। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়তমার সখী, সেহেতু আমারও সখী—কিছু খাবে?

সরোজিনী। আজ্ঞে না। [উপবেশন]

চম্পটি। চা? toast? ডিম? roast? whisky? champagne? claret?—কিছু না? বল কি? আচ্ছা, তবে ঐখানে বোস! আমি চিঠিখানা পড়ে নেই—

সরোজিনী। পড়ুন।

চম্পটি। [পত্র পাঠ] Well! I never!—Just the thing! বাঃ!—নিশ্চয়! সখি, নিশ্চয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? Shake hands, my dear. [হস্ত ধরিলেন]

সরোজিনী। ও কি ছাড়ুন না।

চম্পটি। তাও ত বটে। এ দেশের ও প্রথা নয় বটে। Barbarous country কি সাধে বলি? তা—যাও এখন। We meet under better stars.

সরোজিনী। মনে থাকে যেন!

চম্পটি। মনে খুব থাকবে।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

চম্পটি। [পত্র পাঠ] যা ভেবেছি তাই' দেখি—প্রথমে "প্রিয়তম" which being translated into civilised language means—"Oh my darling!" "বঁধুয়া কি আর কহিব আমি, জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি", কি কটমট language বাবা!

এর মানে কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে। "Be you my husband"—ওঃ! সে বিষযে আর কথা। বাবা! লাখ টাকা। সোজা নয়! তারপরে "দাসী শ্রীচরণে"—আহা! যেন চিঠিখানাতে মধু ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে গা!—পিঁপড়ে লাগেনি ত? By Jove! it is luck!—তবে রেবেকা। তাও ত বটে!—একটা স্ত্রী যে already রয়েছে; সে না মলে' আমার বিয়ে হয়ই বা কেমন করে'? শেষে কি bigamy-র charge-এ পড়বো? এ কি হাঙ্গামাই পড়িছি! তা রেবেকা আমার জন্য মর্ত্তে প্রস্তুত হতে পারে। যে ভালবাসে! দেখি, রেবেকা কি বলে—Rebecca! Rebecca!

রেবেকার প্রবেশ

রেবেকা। What dear!

চম্পটি। রেবেকা dear, তুমি মরো।

রেবেকা। "মরো" কি রকম!

চম্পটি। অর্থাৎ die বুঝছো না dear!—Just go and hang yourself like a good girl. There's a dear! Go.

রেবেকা। Why should I hang myself?

চম্পটি। যদি তোমার hanging-এ আপত্তি থাকে, I would not insist on it, না হয় prussic acid খাও কিংবা railway engine-এর নীচে পড়; কিংবা dynamite দিয়ে তোমার brains উড়িয়ে দাও, and thus die a civilised sort of death; dear I have no objection to it, শুধু তুমি মরো আর বেশী কিছু কর্ত্তে হবে না। শুধু মরো। তুমি যদি এটা কর dear, তা'লে I' shall be infinitely obliged to you ever afterwards.

রেবেকা। I don't care, মর্ত্তে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।

চম্পটি। আছে না কি? তাও ত বটে! By St Augustine! তা আপত্তি ত থাকতেই পারে দেখছি।—কিন্তু তবে এখন উপ্পায়—

রেবেকা। কিসের উপায়?

চম্পটি। তোমার মরা যে বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়েছে। এমনকি, তুমি না মর্‌লে এখন যে কোন মতেই চলছে না।

রেবেকা। কেন dear? Am I a thorn in your side? আমি রাঁধছি বাড়ছি, হিন্দু স্ত্রীরই মত ঘরকন্না কচ্ছি।

চম্পটি। তা হচ্ছে বটে।—তুমি খুব লক্ষ্মী। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি, তুমি না মলে' dear, যে আমি লাখ টাকা lose

রেবেকা। কি রকমে?

চম্পটি। এই আমার একটা জাঁকাল রকম বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। মেয়ে হচ্ছে widow, বার্ষিক income লাখ টাকা।

রেবেকা। লাখ টাকা?

চম্পটি। হাঁ লাখ টাকা। তুমি এখন যদি অনুগ্রহ করে মর, darling!—তা'লে আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। আর তোমাকে খুব ভালবাসবো।

রেবেকা। আমি মরে' গেলে আর আমাকে ভালবেসে কি হবে?

চম্পটি। তা ত বটে। এত ভারি মুস্কিলে পড়লাম ছাই! কি বোলে যে বোঝাই!—দেখ, তুমি যদি দয়া করে' মর, তা'লে তোমার এমন জাঁকালো রকম গোর দেব—যে সে চমৎকার! বাজি পোড়াব, acetyline lamp-এর procession কর্ব্ব, গোরার বাদ্যি দেবো,—চাও ত Australian string-band আন্‌বো।

রেবেকা। তা ত বটে। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষটা মর্ব্ব কেমন কোরে? আমি মর্ত্তে পার্ব্বো না।

চম্পটি। এঃ—স্ত্রীজাতটা কি unreasonable—কোন মতেই মর্ব্বে না' নৈলে যে আমি লাখ টাকা lose কচ্ছি ছাই।

রেবেকা। আচ্ছা মরা ছাড়া কি আর উপায় নেই?

চম্পটি। ভেবে পাচ্ছিনে ত।

রেবেকা। Why not divorce. If you must get rid of me, why not divorce me on a false plea.

চম্পটি। By Madagascar—that is a brave idea—why not divorce?—Of course. You are angel dearest! আমার বরাবর তাই বিশ্বাস। আমি সক্কলকে তাই বলে' এইছি। Divorce—of course—আমি suit আন্‌বো না তুমি আন্‌বে? চল যা হোক্ একটা করা যাবে—শীগ্‌গির চল; dearest তুমি আমার—তোমাকে আর কি বল্‌বো?—Oh derry derry darling! তোমাকে আমার যে মাথায় তুলে নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে [গীত ও নৃত্য। Rom ti rom ti tom,—tim tim tim.

[প্রস্থান।

রেবেকা। Fie! Oh shame! Is he a type of his nation, I wonder! I hope not.

[চক্ষু আবরণ ও প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিনোদের নূতন বাটী। কাল—প্রাহ্ণ।

বিনোদ ও সরোজিনী

বিনোদ। কেমন হইল! চম্পটি সাহেব আর বোঠারণের কেমন আক্কেল দিইছি। এখন কও "গুলিখোর" চট্‌পটি সাহেব! এখন আমার দাদার টাকা লইয়া মজা কর বোঠারাণ! কি বল সরোজিনী।

সরোজিনী। কিন্তু তুমি আমায় এখন ভালবাসবে।

বিনোদ। তা বাস্‌বো না আমার সোনার চাঁদ? তোমার জন্যেই ত এ সম্পত্তি পাইলাম। তুমি যে আমারে এত ভালবাস তা এতদিন কও নাই ক্যান্ সরোজিনী? তা হইলে এ কাম ত আরো শীঘ্‌ঘির উদ্ধার কর্ত্তে পার্ত্তাম।

সরোজিনী। তোমার জন্যে এটা করেছি বটে। কিন্তু না জেনে আমার সখীর প্রতি নেমকহারামের কাজ করেছি।—আমার মিনতি তুমি এ বিষয় আমার সখীকে ফিরিয়ে দিও।

বিনোদ। ও সোনার চাঁদ! তোমার এত কোমল প্রাণ? তা দিমু দিমু, তোমার সখীরে কিঞ্চিৎ টাকা দিমু। গুলির পয়সার লইগে তার নিকট ত আর চাইতে হইবে না। তারে মাসোয়ারা কিঞ্চিৎ দিমু।

সরোজিনী। কিন্তু নাথ! তোমার গুলি-খাওয়া ছাড়্‌তে হবে।

বিনোদ। সে কি কও? এ্যা ত গিরিমেণ্টের মধ্যে ছিল না। গুলির লৈগে এত কর্লাম, গুলি ছাড়মু কেমন কৈরা?

সরোজিনী। আমার জন্য গুলি ছাড়তে হবে।

বিনোদ। এ যে বিয়ে হইতে না হইতে বড়ই জবরদস্তি আরম্ব কর দেখি।—আচ্ছা দেখুম দেখুম—হাঁ গুলি ত্যাগ করুম।

সরোজিনী। আর আমায় চরণে রাখ্‌বে?

বিনোদ। চরণে কি কও, তোমারে স্কন্ধে কৈরা রাখুম।

[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—চম্পটির নূতন গৃহ। কাল—প্রভাত।

চম্পটি একাকী

চম্পটি। বিয়ে কোরে ত কোন সুবিধে কর্ত্তে পাল্লাম না। Widow-র বিষয়টা হাত-ছাড়া হয়ে গেল।—কে জান্‌ত যে বিধবা বিয়ে কল্লেই তার পূর্ব্বস্বামীর বিষয় হারায়। আমি কোথায় লুকিয়ে বিয়ে কল্লাম, পাছে কেউ কেড়ে নেয়—তার এই ফল। পেটুকের এই দশাই হয়ে থাকে।—এই যে আমার নবীনা প্রেয়সী আস্‌ছেন। মেজাজটা একটু গরম কর্ত্তে হবে।

ইন্দুমতীর প্রবেশ

চম্পটি। আমার সঙ্গে জুচ্চুরি!—

ইন্দুমতী। হাঁ! জুচ্চুরি!—কিসে?

চম্পটি। দেখতে পাচ্ছো না? নেকি!

ইন্দুমতী। কি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

চম্পটি। যে এ the frying pan থেকে to the fire হলো।

ইন্দুমতী। সে কি?

চম্পটি। বুঝছো না? নেকি! এই তোমার বিষয়টা হাতছাড়া হোয়ে গেল। আর আমার ঘাড়ের একটা বোঝা নাম্‌তে না নাম্‌তে আর একটা বোঝা এসে পড়্‌লো।

ইন্দুমতী। তা আমি কি কর্ব্ব, আমার কি দোষ? তুমি আমায় বিয়ে কল্লে কেন?

চম্পটি। 'কেন' জান না? তোমাকে কি বিয়ে করেছিলাম? না তোমার টাকাকে বিয়ে করেছিলাম। তুমি ত একটা বিসর্গ। তা সে টাকা ত কর্পূরের মত উড়ে গেল। এখন ভাঁড়টা নিয়ে আমি কি কর্ব্ব?

ইন্দুমতী। তা আমি কি কোরে জান্‌বো? তুমি ত আইন জান্তে।

চম্পটি। আরে আইনই যদি জান্তাম, তা'তা'লে কি আর বিয়ে কর্ত্তে যেতাম? Practice কর্ত্তাম।

ইন্দুমতী। [চক্ষে বস্ত্র দিয়া ক্রন্দন]

চম্পটি। আর কাঁদ্‌তে হবে না। এখন তুমি নিজের পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি। আমি জানি, আমার জীবনে কোন রকম সুবিধে হবে না। এ, জীবনে যত রকম ঢলানো যেতে পারে ঢলিইছি বাবা। Briefless barrister হওয়া, মেম বিয়ে করা, তাকে divorce করা; পরে আবার এক portionless widow বিয়ে করা—যত রকম হ'তে পারে। এখন একটা প্রায়শ্চিত্ত কল্লেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। এখন তবে অনুমতি কর, এ দাস বিদায় হোক্। সুন্দরি! প্রেয়সি! পিতামহি! আজ্ঞা করো, বিদায় হই।

ইন্দুমতী। আমি তবে কোথায় যাবো?

আমার সম্পত্তি গিয়েছে, জাত গিয়েছে। কোথায় যাবো?

চম্পটি। কোথায় যাবে? চুলো আছে, হিমালয় পর্ব্বত আছে, Terai jungles আছে, বাউলের দল আছে, মেয়ে যাত্রা আছে, যেখানে খুসী যাও! আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও যাই—যমের দুয়ার খোলা আছে, Theosophical Society আছে, কংগ্রেস আছে, কলিকাতার রাস্তা আছে, যেখানে হয় যাবো।

ইন্দুমতী। আমাকে কি কেবল টাকার জন্যই তুমি বিয়ে করেছিলে?

চম্পটি। নৈলে কি, যাও, আর রাগিও না বলছি। যাও! লক্ষ্মীটি আমার! মানিক আমার! বদ্‌রঙের গোলাম আমার! হুইস্কি-শূন্য বোতল আমার! কৃপা কর। বিদায় হও!

ইন্দুমতী। আমি কি তোমার কোনই কাজে লাগ্‌বো না; আমি তোমার বাসন মাজ্‌বো, ভাঁড়ার রাখবো, রাঁধবো, ঘরকন্না কর্ব্ব—

চম্পটি। আরে ঘর থাক্‌লে ত কন্না কর্ব্বে —যাও বল্‌ছি।

ইন্দুমতী। হায়! পুরুষজাত কি এমনি স্বার্থপর! আমরা স্ত্রীজাতি; আমরা অবস্থা-গুণে যাদের পরাধীন, তারা কোথায় আমাদের ভরণপোষণ কর্ব্বে—না আমাদের বিয়ে করে তারা বড় মানুষ হতে চায়। ধিক্‌ পুরুষগণ, তোমাদের টাকা রোজগার কর্ব্বার ক্ষমতা আছে! অন্য যথেষ্ট উপায় আছে—ব্যবসা আছে, বাণিজ্য আছে, চাকরি আছে, পেটেন্ট মেডিসিন আছে, চুরি আছে, ঘুষ আছে; তার ওপরে আর আমাদের বধ কোরে টাকা কর্ব্বার চিন্তা কর কেন? আমরা নিরীহ জাত, আমাদের ছেড়ে দাও।

চম্পটি। আরে তাই ত ছেড়ে দিচ্ছি। ভুল হয়েছে, দোষ হয়েছে, অনুতাপ হয়েছে। এই নেও নাকে খৎ দিচ্ছি।

ইন্দুমতী। এখন বুঝতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীতে প্রেম বোলে জিনিষটা নেই—প্রেমের জন্য বিয়ে করা ভুল; হা অদৃষ্ট!

চম্পটি। তা আর বোলে?—আমি দুবার বিয়ে করেছি—একবার প্রেমের জন্যে, একবার টাকার জন্যে; দুবারই ঠকিছি। Logically দাঁড়াচ্ছে যে বিয়ে করাটাই mistake.

[প্রস্থান।

ইন্দুমতীর গাইতে গাইতে প্রস্থান

কীর্ত্তন

কেন খুঁজতে যাস্‌রে বিমল প্রেম, এ জগতে ভাই।
কেন মিছা খুঁজা পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।
হেথা, শুধু রে প্রাণদান—প্রতিদান বেচা-কেনা হয়;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস, আর
অভিমানময়;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ মিলন, চাহনি চুম্বন ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক, কুল, মান চায়;
এ প্রেম পূর্ণ হোলে আশ, মিটলে পিয়াস,
মিলাইয়ে যায়;
কেন চাস্‌ হেথা বল্‌ সে প্রেম অটল,
তারা সম স্থির;
এ সঙ্গীত মহান্‌ গগনের গান, নয় এ পৃথিবীর;
বার দু একটিবার—পথহারা স্বর
মাঝে মাঝে মোরা পাই।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উমেশের বাটী। কাল—সায়াহ্ন।

উমেশ, পরেশ, রমেশ, সুরেশ, সুকেশিনী, সুবেশিনী, সুহাসিনী ও সুভাষিণী

গীত

রমণীগণ। We—oriental, beauties:—
Did our domestic duties
As we're by nature fit;
To teach us different,
wholly
Was your stupendous
folly;—

পুরুষগণ। It was, we quite admit,
Our dears, it was,
we quite admit.

রমণীগণ। We cooked you decent
dinners
Till you—poor reckless
sinners
You sent us to the school;
You taught us conics,
Statics, history and
Mathematics,

পুরুষগণ। Which made you darned conceited and which made you precious fools.

রমণীগণ। To please our husbands ever
Has been our best endeavour,
Till, through sheer thoughtlessness;
You changed our manners gentle
To manners occidental,

পুরুষগণ। And made a pretty mess, our dears,
And made a pretty mess,

রমণীগণ। Your Mills and Herbert Spencers
Had failed to make you men, Sirs,
You, for their precious sake,
Made us forget our Geeta,
Our Sabitri and Seeta;

পুরুষগণ। A terrible mistake, our dears, a terrible mistake.

[নিষ্ক্রান্ত।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চম্পটির নূতন বাটী। কাল—প্রাহ্ন।
হুক্কা হস্তে বাঙ্গালীবেশে চম্পটি ও সিগারেট মুখে তর্কপঞ্চানন

চম্পটি। এখন একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়ে ফেলুন তর্কপঞ্চানন মহাশয়। যা হবার তা ত হ'ল—এখন একটা দিন টিন ঠিক ক'রে—

তর্ক। তা ব্যস্ত হও কেন বাপু। শাস্ত্রেই আছে—"যেন ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে" তার জন্যে আর ভাবনা কি! প্রায়শ্চিত্ত কল্লেই সব দোষ কেটে যাবে।

চম্পটি। প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হ'লে আমাকে কি কর্ত্তে হবে?

তর্ক। এই, ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থ বিতরণ কর্ত্তে হবে। তার পরে শাস্ত্রে আছে—"মাথা-মুণ্ডং ঘোলং বর্ষেৎ" অর্থাৎ কিনা, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে একটু গোময় খেতে হবে।

চম্পটি। গোময় কি?

তর্ক। গোময় কিনা গোবর।

চম্পটি। খেতে হবে?

তর্ক। হাঁ বাপু, অত সব গবাদি অখাদ্য খেয়েছো, সব দোষ কেটে যাবে।

চম্পটি। তার চেয়ে একটা জোলাপ নিলে হয় না?

তর্ক। তা বাপু না হয় পরে একটা জোলাপও নিও কিন্তু গোময় একটু ভক্ষণ কর্ত্তে হবে।—নামমাত্র। প্রায়শ্চিত্তের প্রথা বাপু মেনে চল্‌তে হয়।

চম্পটি। তা হোক, একটা হ্যাস্তা নাস্তা করুন। একটা দিন ঠিক করুন।

তর্ক। আচ্ছা বাপু, এখন তবে আমি আসি। পরে যা হয় বিহিত করা যাবে।

[প্রস্থান।

চম্পটি। যাক্ ছাই! প্রায়শ্চিত্তই করা যাক্। বেঁচেছি; বাপ্! বিলিতি চাল কি আমাদের দেশে পোষায়? বিলিতি লাঙ্গল কি আমাদের দেশের গরুতে টান্‌তে পারে? না বিলিতি পোষাক বাঙ্গালীর অঙ্গে শোভা পায়? না বিলিতি খানা এ দেশে সহ্য হয়? একে তো এদেশের সঙ্গে খাপ্ খায় না, তার উপর বিপর্য্যয় খরচ।—এই ভোলা, ওরে ভোলা রে!

ভোলা। এজ্ঞে।

ভোলার প্রবেশ

চম্পটি। দেখ ভোলা এক ছিলাম তামাক সেজে নিয়ে এস ত বাপধন।

ভোলা। যে এজ্ঞে।

চম্পটি। এই দেখ, চাকর-বাকরের সঙ্গে ব্যবহার! তাড়া দিয়ে কাজ পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু ভালবাসা পাবে না। আগে চাকর-বাকর বাড়ীর পরিবারের মধ্যে গণ্য ছিল—রাঁধুনি হোত মাসী, খানসামা হোত দাদা। তাদের ছেলেপিলেদের মুনিবেরা কোলে নিত।

এখন মনিবেরা কুকুরের ছানা কোলে কর্ব্বেন, কিন্তু চাকরের ছেলেপিলেকে কোলে কর্ব্বেন না। তার effect হোল এই, যে আজ একজন চাকর যাচ্ছে, কাল আর একজন আস্‌ছে। তামাক এনেছো বাবা? রাখো।

ভোলার তামাক লইয়া প্রবেশ ও তামাক দিয়া প্রস্থান

চম্পটি। [তামাক টানিতে টানিতে] আঃ—তামাক টেনে বাঁচা গেল। কেমন দিশী চাল দেখ দেখি বাবা!—এক পয়সার তামাক কেনো, দশজন মিলে সমস্ত দিন খাও। কিন্তু এক একটি ভাল সিগারের দাম—বাবা—অন্ততঃ এক এক আনা। আর তাও মোটে একজনে খেতে পারে মাত্র। বাপ্! সাহিবী করা কি এ গরিবের দেশে পোষায়? চেয়ার চাই, টেবিল চাই, ক্যাবিনেট্ চাই; আরাম চেয়ার চাই। আর্য্য ঋষিগণ কেমন সুবিধে কোরে গিয়েছেন দেখ দেখি; একখান তক্তাপোষের উপর এক সতরঞ্চ বিছোও—তাতে যত খুসী লোক বোস, শোও, নাচো, গাও—আর গুড়গুড়ি টান,—ব্যস্। এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে ছেঁড়া পেণ্টেলুনের চেয়ে ছেঁড়া ধুতি-চাদরই বাঙ্গালীর অঙ্গে শোভা পায়—দেখ্‌তে পাচ্ছি যে ছেলেমেয়েগুলোকে ফিরিঙ্গির ছেলে করার চেয়ে বাঙ্গালীর ছেলে' করাটাই বহুৎ আচ্ছা। দেখ্‌ছি যে বিলিতি চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা। বাঙ্গালীর বাঙ্গালিয়ানাই বহুৎ আচ্ছা।

নবম দৃশ্য

গীত

হ'ল কি? এ হ'ল কি? এত ভারি আশ্চর্য্য!
বিলেত ফের্ত্তা টানছে হুক্কা,
সিগারেট খাচ্ছে ভট্চার্য্যি!
হোটেল ফের্ত্তা মুন্সেফ ডাক্‌ছে
"মধুসূদন কংসারী"!
চটু চ'টির দোকান খুলে দস্তুর মত সংসারী।
ছেলের দল সব চশমা পোরে—
বোসে আছে কাটখোট্টা;
সাহেবেরা সব গেরুয়া পরছে,
বাঙ্গালী নেকটাই হ্যাটকোট্টা,
পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত
ছেলেবেলায় খান নি কে?
ভব-নদীর পারে গিয়ে বিড়াল বস্‌ছেন আহ্নিকে।
পদ্য গদ্য লিখ্‌ছে সবাই কিন্‌ছে না-ক কিন্তু কে'ই;
কাটছে বটে—পোকায় কিন্তু,
জহরচন্দ্র গোকুল মাইতি—বাড়ছেন লম্বা চওড়াতে;
বিদ্যারত্ন—দরকার শুদ্ধ বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।
পুরুষেরা সব শুন্‌ছে বসে'
মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে;
গাচ্ছে এমনি তালকাণা যে
শুনে তা পীলে চমকাচ্ছে;
রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত প্রজা হচ্ছে জবর্দ্দার;
মনিব কর্চ্ছে আজ্ঞা হুজুর চাকর কর্চ্ছে খবর্দ্দার।
রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে;
ব্যাখ্যা কর্চ্ছেন হিন্দুধর্ম্ম
হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে;
শাস্ত্রিবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধারেন না এক বর্ণ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে বেশীমাত্রায় কর্ণধার।

যবনিকা পতন

আর্য গাথা (১ম)

উদ্বোধন

Blest pair of sirens, pledges of Heaven's joy
Sphere born harmonious sisters, Voice and Verse
Wed your divine sounds—

J. MILTON.

সংগীত

আইস সংগীত আজ বসি মোরা দুই জনে
গাইব প্রমত্ত কভু—বিষণ্ণ—বিমুগ্ধ মনে।
নবীন ঝংকারে আজ,
গাইব ভারত মাঝ,
উঠিবে সংগীতধ্বনি উন্মত্ত পবনভরে;
শুনি সে সংগীত, সবে,
মাতিবে—বিমুগ্ধ হবে,
কভু বা বিষণ্ণ হয়ে শুনিবে সে সমস্বরে।
অথবা হাসিবে বিশ্ব?—ভাবি না তাহার তরে

বিপদ তুফান মোর আলোড়ি হৃদয়-নদী,
মাঝে মাঝে হৃদি দিয়া হুংকারিয়া যায় যদি।
তোমারে নিকটে হেরি,
সে বিপদ তুচ্ছ করি,
চলে যাব মৃত্যু পাশে আনন্দে—নির্ভীক প্রাণ;
তুফান মাঝার দিয়া,
যাবে নদী কল্লোলিয়া,
আলিঙ্গিবে নীল সিন্ধু গাইতে গাইতে গান।
—আকুল নদীর সেই সাধের বিরামস্থান।

গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সংগীত মোর,
ঘুমায়েছে আর্য্যজাতি ভাঙিব সে ঘুমঘোর।
জাতীয় অমৃত গানে,
ঢালিব আর্য্যের কানে,
উঠিবে অর্ব্বুদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহরি।
তৃণ পত্র নিদ্রা যায়,
ঢালিব স্ফুলিঙ্গ তায়,
প্রজ্বলিবে দাবানল অমনি হুংকার করি।
—সে ভীম অনলদৃশ্য হেরিব নয়ন ভরি।

বিষণ্ণ হইয়ে কভু গাইব করুণ তানে
পূজিব বিষাদ দেবে অশ্রুজল ফুল দানে।
ক্ষতি নাহি, হাসে কেহ,
চাই না মৌখিক স্নেহ,
ভাল বাসি নরে—তার এই যদি পরিণাম,
গায় সঙ্গে নদীগণ,
দীর্ঘশ্বাসে সমীরণ,
তা হলেই তুষ্ট রব—পূর্ণ হবে মনস্কাম।
চাই না কাপট্য করি সহ বেদনার নাম।

প্রকৃতি জননী, আসি প্রতিসন্ধ্যা একবার
তাঁহারি শিক্ষিত গীত গাইব নিকটে তাঁর,
সাগর জীমূত ঘন,
পিকরাজি, সমীরণ,
গাইলে নিস্তব্ধ হয়ে শুনিব সে সমস্বর:
শুনিতে শুনিতে গান,
আমিও ধরিব তান,
দেবীর গীতের গান ঈশগীত উচ্চতর।
—দেবীস্তুতি—ঈশস্তুতি—যে প্রকৃতি সে ঈশ্বর।

প্রকৃতিপূজা

বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন।

বীণা

গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।
শুনি জননীর স্তুতি ভাসুক—ভরুক প্রাণ।

এত স্নেহভরে মোর
কি দিব কি আছে আর
বিনা এই কণ্ঠস্বর, বিনা অশ্রু প্রতিদান।
গাও, সে মদিরা পানে
সানন্দ—উন্মত্ত প্রাণে
প্রেমাশ্রুনয়নে সঙ্গে আমিও ধরিব তান।
গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।
যেমতি ঝিল্লীর স্বরে
কোলাহল দূর করে,
বসুধার তাপ জ্বালা হয় অবসান;
সেই অপার্থিব রবে
এ তুফান স্থির হবে,
হৃদয়ের চিতা-বহ্নি হইবে নির্ব্বাণ।
গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান। ১॥

প্রকৃতি-স্তোত্র

বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন,
তোমার মহিমাময় রচনা মনোরঞ্জন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তথায় নিস্পন্দ রাখি
মুগ্ধভাবে শোভাময়ি করি শোভা নিরীক্ষণ।
ঊর্দ্ধে চন্দ্র রবি তারা নীল নভস্থলে, (দেবি)
বিপুলা বসুধা পৃথ্বী পড়ি পদতলে;
সিন্ধু গম্ভীর সুন্দর, ব্যাপি যুগ যুগান্তর
রহে প্রতি ঊর্ম্মিঘায় করি ফেন উগিরণ।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন।

রবিতপ্ত মরুস্থল ঘোর ভয়ঙ্কর, (দেবি)
নির্জ্জন গহনরাজি, বিরল প্রান্তর,
তুঙ্গ শৈলরাজি তায়, রহে ব্যাপি মেঘপ্রায়
ঈশ্বর চিন্তায় স্তব্ধ তাঁর ধ্যানে নিমগন।
নদনদী বসুধার হৃদয়-রতন (দেবি)
তরুলতা, তৃণ শ্যাম কান্ত উপবন;
সুন্দর কুসুমরাজি, কোমল সৌন্দর্য্যে সাজি
পবিত্র নীহার-জলে শোভে হৃদয় মোহন।

গম্ভীর সুন্দর ভাবে ভূষিত করিয়ে (দেবি)
রাখিয়াছ সকলি হে ব্রহ্মাণ্ড শোভিয়ে;
এই সবে নিরখিয়ে, আনন্দে ভরিত হয়ে,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় ক্ষুদ্র নর মন।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন। ২॥

আকাশ

হে সুনীল নভঃ অনন্ত অপার!
কত কাল আছ, কত কাল রবে
অসীম বিস্তার!

আনে ঊষা হৃদে নব প্রভাকর,
ফুটায় সন্ধ্যায় কুসুম সুন্দর,
প্রশান্ত হৃদয়ে লয়ে আসে নিশি
নিশীথ রতন বিধু সুকুমার।
হে আকাশ তুমি নীলিমা জলধি,
লহরী সমীর খেলে নিরবধি,
রতন তারকা,—তরণী নীরদ,
দেবতা অপ্সরা নাবিক তাহার।

কত বার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আঁখি,
তুলি নীলিমায় স্পন্দহীন রাখি,
ধরে না এ মনে ও বিস্তার তব:
যোগ্য প্রতিনিধি তুমি বিধাতার;
নিস্পন্দ নয়নে, অই জ্যোতির্ম্ময়ে
নিশীথে রতন-খচিত হৃদয়ে
নিরখি নিরখি স্তব্ধ হয়ে থাকি,
চাহি না হেরিতে ক্ষুদ্র বিশ্বে আর। ৩॥

দিনমণি

জ্বলন্ত গৌরব! মহান্ সুন্দর!
জীবন্ত বিস্ময়! দেব প্রভাকর!
মৃত্তিকায় বদ্ধ বিস্মিত মানব,
পূজে জানু পাতি ক্ষুদ্র নেত্র তুলি।
জাগাও প্রত্যহ, কোথা হতে আসি,
ঘুমন্ত জগতে ঢালি কররাশি,
পুনঃ নিদ্রামগ্ন করিয়ে বসুধা
মধুর সন্ধ্যায় কোথা যাও চলি।

কোটি গ্রহ তারা তোমার আদেশে,
ছুটিছে অশ্রান্ত নীল নভোদেশে,
তুমি দীপ্ত রবি ভ্রমিছ অবাধে,
প্রান্ত হতে প্রান্ত উজ্জলি অম্বরে।

গৌরবে আসিয়া যাও সগৌরবে
বিষণ্ণ তিমিরে ডুবাইয়ে ভবে,
জ্বালি দিয়া নভে নভোদীপরাজি
যাও চলি দেব বিশ্রামের তরে।

মানবের ক্রীড়া কি ছার বিজ্ঞান,
বর্ণিবে তোমার শক্তি সুমহান্!
প্রতিদিন আসি যাবে প্রতিদিন
বিমল জ্যোতিতে ভাসায়ে সংসার।
শৈশবে যেমতি আনন্দে বিস্ময়ে
হেরিতাম, হেরি আজো স্তব্ধ হয়ে,
শেষ দিন দেব বিস্মিত নয়নে
হেরিব জ্বলন্ত মাধুর্য্য তোমার। ৪॥

একটি নক্ষত্র

নক্ষত্র কে বল সৃজিল তোমারে।
কে বল সৃজিয়া, দিল রে রাখিয়া
সুন্দর অম্বরে।
নিশীথে নীরবে পড়ে যে নীহার,
পবিত্র সলিলে ভিজায় সংসার;
তুমি কি তারকে কাঁদ অনিবার
ভাসি নেত্রধার।

মুদিলে কুসুম সুরভি কাননে,
ফোট ফুল সম আকাশ উদ্যানে,
অপরূপ রূপে ভাসাও গগনে,
ভাসাও সংসারে।
চাই না বিজ্ঞান, চাই না জ্যোতিষী,
জানিতে কি দ্রব্য ওই রূপরাশি,
কেবল তারকে বড় ভালবাসি
ও জ্যোতি আঁধারে। ৫॥

চন্দ্র

গগন-ভূষণ তুমি জনগণ-মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীলনভোবিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি যাও কোন্ দেশে,
চারি ধারে তারাহারে রহে ঘেরে সারি সারি।
হেলে দুলে, ঢলে ঢলে,
পড়িছ গগনতলে,—
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি। ৬॥

নীহার

সুন্দর নীহারবিন্দু পবিত্র কোমল।
নীরবে নিশীথে ঝর মধুর নির্ম্মল।
প্রতি নিশি প্রেমজলে, ভাসাও রে ধরাতলে,
ভিজাও রে পত্রাবলি নব দূর্ব্বাদল।

নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল;
সদা মানব-রোদন, শুনি কিম্বা তারাগণ,
নর-দুখে সমদুখী ফেলে অশ্রুজল।

কিম্বা তপ্তা রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনেন রজনী দেবী বারি সুশীতল;
কিম্বা বিভু-প্রেমরাশি, তরল হইয়ে আসি
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল। ৭॥

নক্ষত্র

গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া,
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভঃ শোভিয়া।
তপন নির্ব্বাণ হলে,
ভাস রে গগনতলে,
নিশীথ আঁধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া।
কাঁদ রে আঁধারে বসি
কেন নিরজনে আসি,
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া।
আঁধারে ও শোভারাশি
সখে বড় ভালবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নয়নোপরে
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
অবারিত চখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া। ৮॥

সপ্তমীর শশী

গভীর গভীর নিশীথে আসি,
সুদূর সুনীল গগনে ভাসি,

কে নীরবে তুমি জীবন্ত মাধুরি
নিশীথ আঁধারে উদিত হও হে।
মধুর মধুর নবীন করে,
আকাশ প্লাবিয়া হরষ-ভরে,
দূর প্রান্ত হতে স্তব্ধ জগতে
কোমল কিরণ ঢালিয়ে দেও হে।

বুঝিবা নিদ্রিত হেরিয়ে ধরা,
স্নিগ্ধ স্বর্গীয় মাধুরি ভরা
অমরার দীপ নভ চন্দ্রাতপে
জ্বালি ঝিলীরবে সঙ্গীত গাও হে।
অথবা নন্দন কুসুম কলি
পূরব পবনে পড়েছ ঢলি,
নভোবনে ক্ষুদ্র তারা পুষ্প মাঝে
কিরণ সৌরভে গগন ছাও হে।

অথবা তাপিত ধরায় হেরি
আন সুশীতল কিরণ বারি,
অমল শীতল স্নিগ্ধ কিরণে
নিশীথে সখীরে স্নান করাও হে।
অতুল কোমল মাধুরি লয়ে,
গৌরবে পূরবে উদিত হয়ে,
তারাদল সনে স্তব্ধ গগনে
নীরব রাজত্ব করিয়ে যাও হে। ৯ ॥

জ্যোৎস্নাস্নাত গগনে মেঘখণ্ড

কে গগনে বিহর রে সমীরণ-ভরে,
শশিমাখা সুনীল অম্বরে।
চলিছ ধীরে, মৃদু সমীরে।
নির্ম্মল শশিকর নীরে,
রে গগন তরি গগন মাধুরি,—
বিমল গগন সাগরে।

মধুর হাসি, আনন্দে ভাসি,
ছড়ায়ে তব রূপরাশি,
একাকী সুন্দর, গগনে বিহর,
রূপে মোহিয়ে নারী নরে।
কে গগনে বিহর রে সমীরণ-ভরে। ১০ ॥

মেঘ

পবিত্র সলিলভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে,
আসিছ কি কাদম্বিনি আনন্দে ভরিত হয়ে।

সুনীল উড়ায়ে কাদম্বকুলে,
আনন্দে নাচায়ে শিখী, মন্দ মন্দ গরজিয়ে।
যেন সিন্ধু হৃদি পরে, সিন্ধু যান ক্রীড়া করে,
তরঙ্গ তরঙ্গ ঘায় হেলি দুলি উছলিয়ে।
কেমন সুন্দর ছায়, ছাইল ধরণী কায়,
হাসিল পৃথিবী যেন নব বাস পরিধিয়ে।
আইস সলিলভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে।

হেরিলে ও রূপ তব, শুনিলে গম্ভীর রব,
বিগত শৈশব কাল আসে হৃদি আলোড়িয়ে;
তখন তোমায় হেরি, হৃদয় আনন্দে ভরি—
বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে উল্লাসি যেতেম ধেয়ে,
স্বর্গীয় দূত কি তুমি, উল্লাসিয়ে মর্ত্ত্য ভূমি,
আস নভে মাঝে মাঝে সুনীল সৌন্দর্য্য লয়ে
পবিত্র সলিলভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে। ১১ ॥

গিরি-নির্ঝরিণী

ঝর ঝর স্বরে, কে উচ্চ অম্বরে,
গিরিশৃঙ্গ হতে পড় গিরিশিরে।

স্বর্গদূত ভাবি নিয়ত তোমারে
ভ্রমর-সেবিত জড়িত নীহারে
সধূপ চন্দন, লয়ে ফুলগণ,
পূজে তরুরাজি আসি তব তীরে।
বিমল তটিনি! বিমল গগনে
কেন না ভাসিলে গ্রহ তারা সনে,
কেন মর্ত্ত্যে আসি, পবিত্রতা নাশি
মাখিলে কলুষে বিমল শরীরে। ১২ ॥

তরুপত্র

ধীর মৃদু বায়ুভরে দোল ঘন পত্রাবলি।
বিটপীর রুক্ষদেহে মাধুর্য্য-তরঙ্গ তুলি।
পোহাইলে বিভাবরী, কেন দেহে অশ্রু হেরি,
নিজে দুখী, কোলে লয়ে সহাস কুসুমকলি।

গাও কি মর্ম্মরতানে, সন্ধ্যায় বিষণ্ণ প্রাণে
কি ভাব লুকায়ে মুখ সকল নিশীথ কালি।
ভাব কি ঝরিলে পরে, পড়ে রবে অনাদরে,
যাবে অহংকারী নর তোমারে চরণে দলি। ১৩॥

কাননকুসুম

কে আছ রে শোভি এই বিজন কাননে।
উদ্যান ত্যজিয়ে কি গো এসেছ এ নিরজনে?

তোমারে নিষ্ঠুর নরে, ছিঁড়ে নিজ সুখ তরে,
এসেছ সে দুখে, কিম্বা ভ্রমরের জ্বালাতনে।
নরের বিশ্বাস ঘায়, সংসারের শুষ্ক বায়,
কলুষিবে দেহ তাই এসেছ এ তপোবনে।

হেরিলে পবিত্র প্রাত, হইয়ে শিশির-স্নাত
পূজ দেব সবিতারে প্রেমপূর্ণ দরশনে:
নিষ্পাপ! ঝরিবে যবে, কান্ত দেহ পড়ে রবে,
যাবে প্রাণ মকরন্দ চলে পুণ্য নিকেতনে। ১৪॥

কুসুম মধুময়

কুসুম মধুময়।
আপন গৌরবে কিবা শোভিছ তরুশাখায়।
সতী প্রেম, শিশু হাসি,
ভুবন সৌন্দর্য্যরাশি,
একত্রিয়ে কে শোভিল তরুবর সমুদয়।
প্রতি সমীর লহরে,
স্বর্গীয় মাধুর্য্য ঝরে;
কভু মেঘে স্থির বিধু যেন সুধা ঢেলে দেয়।
ফুল! ও মধুর হাসি
নিরখিতে ভালবাসি,
হেরিলে ও রূপরাশি এ হৃদয় মত্ত হয়।
কুসুম মধুময়। ১৫॥

কানন অশোক

রে দুখী কাননতরু লোকালয় ত্যজিয়ে।
কাঁদিছ একাকী কেন নিরজনে আসিয়ে।
ছড়ায়ে মাধুরীরাশি
অধোমুখে দিবানিশি
বিষাদ-প্রতিমে! আছ বিষাদেতে ভাসিয়ে।
বুঝি শাপে দেবসুত
হইয়ে অমরা-চ্যুত
আছে তরু-বেশ ধরি নিরজন শোভিয়ে।
ভুলিতে পার না তায়
স্মরি সেই অমরায়
কাঁদ তাই দেবভাষে দুখ-গীত গাইয়ে। ১৬॥

তরু

আনন্দে হাসিছ সদা হে শ্যামল তরুবর।
দোলাইয়ে শাখাবাহু প্রীতিভরে নিরন্তর।
প্রভাতে শিশির-জলে, করি স্নান ফুলদলে,
কর রে অঞ্জলি দান বিভুরে প্রসারি কর।

সন্ধ্যায় কুসুমগণে, ক্রোড়ে লয়ে সযতনে,
গাও রে নিদ্রার গীত সনসনে মনোহর।
নিশীথে অনন্য প্রাণে, শুন ঝিল্লীরব গানে,
কি আনন্দে শুন তরু
বিহগের কলস্বর। ১৭॥

কোকিল

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ মরতভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশে নি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব, গাও রে পিক উল্লাসি।

নরের মধুর গীত, বিষাদ তানে মিশ্রিত
নির্ম্মল সুখ-সংগীত শুনিতে তা'
অভিলাষী।
হয়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুস্বর, তাই এ
বিজনে আসি। ১৮॥

কে গহন বনে

কে গহন বনে
(বসি) প্রকৃতি শোভায়, হয়ে বিমোহিত
তুষে বনরাজি গীতি প্রতিদানে।

বুঝি দুখী কেহ, ত্যজি নিজ গেহ,
সংসারের শঠ দ্বেষের ভয়ে,
আসিয়ে কাননে, গায় নিজ মনে,
সকরুণ তানে ব্যথিত হয়ে।
কিম্বা বনদেবী ডাকে নরগণে
লভিতে বিশ্রাম পশিয়ে কাননে। ১৯॥

তমসা

স্তব্ধ হয় মন হেরি প্রকৃতি তোমার।
তমসে! শমনস্বসা যবে ঢাক রে সংসার।
আসি নরে সমুদায়, রাখ রাত্রে মৃতপ্রায়,
ঢাক বিশ্ব নীলাম্বর—অনন্ত বিস্তার।
অগম্য গিরিগহ্বরে, গভীরোদধি কন্দরে,
নিবিড় গহন বনে কর রে বিহার।
মৃত্যুর অপর পারে, ও ভীম রূপ বিহরে,
অজানিত ভবিষ্যতে ভ্রম অনিবার।
স্তব্ধ হই তম! হেরি প্রকৃতি তোমার। ২০॥

সলিল

পবিত্র সলিল! ত্যজি ত্রিদিব কাহার তরে
এসেছ মরত-ভূমে ধরণী পবিত্র করে।
ঘোর গভীর সাগরে, নদনদী হ্রদিপরে,
বিহর নবীন নীল প্রাবৃটের জলধরে।

প্রভাতের শতদলে, তরুপত্রে, তৃণদলে,
প্রতিভাত রবিকরে নাচ রে পবন-ভরে।
হও নরস্পর্শে আসি, কলুষিত অশ্রুরাশি,
করে তার দুখোচ্ছ্বাস তোমারে সে নীচ নরে।

হে সলিল পার যদি, নিবাতে অনল হৃদি
নিবাও আসিয়া তবে চিতানল এ অন্তরে।
॥ ২১॥

বনবিহঙ্গ

বনপিক গাইছ কি মধুতান ধরি।
তুই কি রে দেশত্যাগী আছ বন মুগ্ধ করি।
সংসার-বিরাগী পাখী,
ভ্রম কি বনে একাকী,
কুঞ্জবন মাঝে থাকি, ঢাল রে স্বর-লহরী।

আমিও রে তোর মত
সংসারের দুখ যত
ত্যজেছি জন্মের মত, একা আজি বনে ফিরি।

সাধ হয় তব সনে
রহিব এ নিরজনে,
শুনিব স্বর্গীয় গানে, নিয়ত হৃদয় ভরি।
এ জীবন অবসানে
গেও মম মৃত্যু গানে,
তু' আগে তাজিলে প্রাণে আমি দিব অশ্রুবারি।
বনপিক গাইছ কি মধুতান ধরি। ২২॥

বনের তাপস আমি

বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে।
বিসর্জ্জি সংসার-দুখ, শান্তি-নদীজীবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি,
জাগায় আমারে, ঢালি স্বর-সুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর তলে, শুয়ে থাকি যায় চলে
নাচিয়ে গাইয়ে নদী সুমধুর স্বননে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে।

প্রকৃতি সায়াহ্নে আসি, লইয়ে কুসুমরাশি,
দেখান ভাণ্ডার খুলি নানাবিধ রতনে।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ঘুমাই সকল ভুলে,
প্রকৃতি নিদ্রার গীত গান মম কারণে।
আহরিয়ে ফুল ফলে, ভ্রমি বনে কুতূহলে,
হেরিয়ে গহন শোভা জুড়াই এ নয়নে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে। ২৩॥

কানন-সুখ

চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।
জীবনের যত জ্বালা জুড়াব বিজনে।
আহরিব বন-ফলে, বল্কল পরিয়ে হে.
স্বভাবের শোভা যত হেরিব নয়নে।
কভু নির্ঝরিণী-কূলে, কভু বা নিকুঞ্জে হে.
ভ্রমিব দুজনে সুখে হরষিত মনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

শ্যামল প্রান্তরে, কভু ভূধর উপরে হে,
কভু বা গহন বনে ভ্রমিব দুজনে।

কৌমুদী নিশীথে, প্রাতে, ললিত প্রদোষে হে,
বেড়াব দুজনে সুখে সুন্দর কাননে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বেড়ায়ে বেড়ায়ে মোরা গাব একতানে হে,
ভুলি তার প্রতিধ্বনি সেই নিরজনে।
পবনের সনস্বন নদী কুলুরবে হে,
বিহঙ্গের কলস্বরে শুনিব শ্রবণে!
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বনে বনে ফুল তুলি গাঁথি ফুলমালা হে,
পরস্পর গলদেশে পরাব যতনে।
হেরিব হরষে কত, রবি তারা চন্দ্রে হে,
কভু ঘন কাদম্বিনী সুনীল গগনে।
এস মোরা দুই জনে রচিয়ে কুটীর হে,
রব সুখে ভাই-ভগ্নী-তরু-লতা সনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে। ২৪॥

নীল গগন

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকগণ রে।
হের নয়ন, হর্ষমগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব, মানব-রব, নীরব ভব রে।
সুন্দর নব, হেরি বিভব, মেদিনি তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন, প্লাবিত বন রে।
নন্দন বন, তুল্য গহন, মোহিত মন রে। ২৫॥

তটিনী

তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে।
ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য আনি জগতে মিশাও রে।
অমরা হইতে আসি, আনি স্বর্গ-সুধারাশি,
দুখী মহী-দুখ কি গো ঘুচাইতে চাও রে।

কি প্রভাতে, কি সন্ধ্যায়, নিশার তিমিরে,
গীতের লহরী তুলি যাও কলস্বরে;
তরল সঙ্গীত দিয়ে, নরপ্রাণে মাখাইয়ে
শ্রবণেতে স্বপ্নময়ী সুধা ঢেলে দাও রে।
তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে।

একই সান্ধ্য সমীরণ ধীরে যায় লয়ে,
উপরে অরুণ রক্ত কান্ত মেঘচয়ে;
নিম্নে সুরঞ্জিত তায়, লহরী কাঞ্চন প্রায়,
যে লহরে হে নীলাঙ্গে! ভুবন ভাসাও রে।

যখন তারকা বিধু নীলাকাশ হতে
কিরণলহরী দিয়ে ভাসায় জগতে,
ঝিল্লীরবে গায় গান, তুমিও ভরিয়ে প্রাণ,
কি মধুর কল্লোলিনি! মৃদু গীত গাও রে।
তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে। ২৬।

বন-প্রবাহিণী নদী

কোথায় হেলি দুলিয়া নদি!
নাচিয়া চলি যাও রে।
ললিত মৃদু মধুর রবে
কাহার গুণ গাও রে।
হেরিয়া বুঝি কানন-শোভা
মোহিত তুমি হও রে;
তাই কি নদি বিভুর প্রেমে
মগন হয়ে রও রে!
বিজন বনে বাহিয়া তুমি
তুষ রে বনবাসী;
বিতর সবে বিমল তব
সলিল সুধারাশি।
যাও রে পুরবাহিনী-
নদী-সখী সন্নিধানে;
শুনাতে তায় বিজন
বনবাসী সুখ-গানে। ২৭॥

হ্রদ

দিবানিশি কেন হ্রদ! কাঁদ দুখভরে।
একাকী বিরলে তুমি বল কার তরে।
তুলি ক্ষুদ্র বীচি তব, করি মৃদু কলরব,
কেন, গাও শোকগীত,—কি ব্যথা অন্তরে।
পিঞ্জরের পিক মত, থাক বদ্ধ অবিরত,
তাই কি গাও রে দুখে মৃদু কলস্বরে?
তাই দিবানিশি হ্রদ কাঁদ দুখভরে?

অথবা সংসার ত্যজি, তুমি কি তাপস সাজি,
সলিল-কুটীর রচি ডাক রে ঈশ্বরে।
বিজন কুটীরে তব, আসে ক্ষুদ্র নদী সব,
ত্যজি কোলাহলপূর্ণ দূষিত নগরে;

তাহাদিগে দয়া করে, ধর হৃদে স্নেহভরে,
দেও রে আশ্রয় ক্ষুদ্র কুটীর ভিতরে।
কিন্তু দিবানিশি কেন কাঁদ দুখভরে। ২৮॥

সাগর

রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি।
আনন্দে কল্লোলি যাও রে মৃদু-গম্ভীরনাদী!
অযুত যোজন ব্যাপি, অযুত বরষ যাপি,
আছ রবে কত কাল বিস্তারি বিপুল হৃদি?
জলজীবপূর্ণ হয়ে, ধর হৃদে রত্নচয়ে,
তোমারে ভীষণ করি রত্নস্ু করিল বিধি।

সুনীল গগন সঙ্গে, মিশাও সুনীল অঙ্গে,
উত্তাল লহরীকুলে খেলাও রে নিরবধি।
গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে, চলি যাও কলরবে,
নিরুদ্দেশে অবারিত অবিশ্রান্ত রে বারিধি।
রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি।
॥ ২৯॥

সাগর—যাও রে কল্লোলি

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার!
আনন্দে অশ্রান্ত তুমি হে অতল হে অপার!
স্বাধীন তরঙ্গদলে, তুলিয়ে চলিছ তুমি,
গরজি গম্ভীর সিন্ধু চলি যাও অনিবার।
বিস্তারি স্বাধীন বক্ষ, স্বাধীন চিন্তার সম,
সহ না নরের দর্প তার বীর্য্য অহঙ্কার।

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার।
বাত্যা প্রভঞ্জন সনে, কর ঘোর রণ তুমি,
একা সম প্রতিপক্ষ তুমি ভীম ঝটিকার।
কাল-বাহু বিশ্বজয়ী ভাঙ্গিবে চূরিবে সবে,
বিজয়ী তোমার কাছে সিন্ধু! পরাজয় তার।
যেমতি সৃষ্টির দিনে কল্লোলিতে হে বারিধি!
কল্লোলিবে শেষ দিন—যোগ্য সৃষ্টি বিধাতার।
যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার। ৩০॥

প্রভাত

উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্ব্বরী অবসান!
গেল কৃষ্ণবাস নিশা, দেখা দিল উষা
লোহিত বসন পরিধান।
হীনভাতি হেরি শশী ভাতিল দিনেশ,
ভুবনে জীবন করি দান।
নিমীলিত নিরখিয়ে তারকা-কুসুমে,
জাগিল ধরায় ফুল-প্রাণ।
নীবব ঝিল্লীর রব, তাই কুঞ্জে কুঞ্জে
বিহগ ধরিল মধুগান।
হাস্যময়ী উষা দিল মুছায়ে ধরার
অশ্রুসিক্ত কোমল বয়ান।
উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্ব্বরী অবসান। ৩১॥

সন্ধ্যা

কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে।
অশ্রুসিক্ত মুখ মহী তিমিরে লুকায় রে।
দোলে তরু বায়ুভরে, মেঘখন্ড দোলে ধীরে,
দোলে তার সনে হৃদি মৃদুস্মৃতি বায় রে।
উথলে তটিনী ধীরে, সঙ্গে উথলে অন্তরে,
কেন রে চিন্তার নদী নিরখিয়া তায় রে।
হেরি সবে কেন মনে, স্মরি দূর প্রিয়জনে,
কেন সবে করে চিত্ত উদাসের প্রায় রে।
কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে। ৩২॥

তরী প্রবাহিয়ে

তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে।
কি সুন্দর নিশি, কে যাবি আয় রে।
ভাসে সুধাকর নীল গগনে রে,
নাচে নদী-হৃদি-মাঝারে—আয় রে।
বহে সমীরণ তুলি লহরী রে,
নাচে মৃদু তরুবল্লরী—আয় রে।
সব সনে নাচে প্রাণ আমার রে,
শান্ত ধরাতল হেরিয়ে—আয় রে।
তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে। ৩৩॥

সমীরণ

ধীরে অবিরত তুমি বহ মৃদু সমীরণ;
অদৃশ্য মানব-নেত্রে বহ বায়ু অনুক্ষণ।

নিশীথে আন রে কানে,
কি মধু মুরলী-গানে,
সঙ্গীতে মাখায়ে নিশি করি মনোহরতর;
করিয়ে প্রবাসী প্রাণে সুখস্মৃতি জাগরণ।
লয়ে যাও বিধুকরে,
মেঘখণ্ড ধীরে ধীরে,
চুম্বি চুম্বি ধীরে বায়ু! ফুটন্ত বাসন্ত ফুলে;
মধুর সুরভিশ্বাসে ভাসাও কুসুম বন।
হে সমীর বহ তবে
ভারতে এ কণ্ঠরবে,
থাক ভস্মে অগ্নিকণা রবে না পড়িয়ে তৃণ;
তুমি আছ আসিবে না কেন সখা হুতাশন। ৩৪॥

জন্মভূমি

কি মাধুর্য্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে;
অভূষণ শোভারাশি;
মাতঃ তব ভালবাসি;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার। ৩৫॥

ঐ—প্রাণে প্রাণে মিশি

প্রাণে প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ি যার।
পারে পাসরিতে সে কি ও মুরতি আর।
যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার।
আসিলাম যেই দিন ত্যজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মম আসিতে কি চায়;
যেন বিপরীত বায়
তটিনী বহিয়ে যায়
প্রতিকূল উর্ম্মিমালা খেলে বার বার।

ধনী বা কাঙ্গাল থাকি, এ বিশ্ব সংসারে
যথা যাই ভুলিব না জীবনে তোমারে;
যথা যাই রবে মম
সাগর-লহরী সম
হৃদয়ে অঙ্কিত বিধু মুরতি তোমার।
হৃদয়ের আছে এক প্রিয় মনস্কাম;
যেই দিন পরিহরি যাব ভব ধাম,
সে দিন ও প্রেমমুখে,
হেরিতে হেরিতে সুখে
পাই ও চরণতলে ত্যজিতে সংসার। ৩৬॥

শিশুহাসি

শিশু সুধাময় হাসি হাস আর বার।
মুহূর্ত্তের তরে শোক ভুলি একবার।
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট—কপোল দিয়ে;
ভ্রমর-নয়ন দুটি, হাসিপূর্ণ ছুটি ছুটি
বেড়াক নলিনমুখে কান্তশোভা বিকাশিয়ে;
পড়ুক এ চিত্তনীরে প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারু ফুল হাস আর বার। ৩৭॥

হাস রে স্বর্গীয় ফুল

হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস রে আবার
ক্ষণতরে ভুলে যাই দুখ আপনার।
আকাশে হাসিলে ইন্দু, আনন্দে উথলে সিন্ধু
গম্ভীর হৃদয়ে খেলে লহরী তাহার

যখনি হাস রে শিশু তখনি সুন্দর;
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে যবে হাস মনোহর
যেন ফুল্ল রবিকরে, উষায় সরসীনীরে
হাসে পদ্ম বিকাশিয়ে মধুরিমা তার;
আবার রোদন পরে হাস রে যখন
কি নব সুন্দর শোভা ধরে ও আনন!

যেন কাঁদি ঘনরাশি, হাসে ইন্দ্রধনু-হাসি
নবীন মাধুর্য্যে তার হাসায় সংসার
হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস আর বার।

হাস তবে মৃদু হাসি, স্বর্গকান্তি পরকাশি,
পবিত্র সুন্দর তুমি নন্দন-কুসুমকলি;
হৃদয় বিমুগ্ধ হবে, সুধাহাস্য নিরখিবে,
হৃদি দিয়া সুধা বর্ষি সুধাকর যাক চলি;
সুধার সুরভি শ্বাসে ভাসুক সংসার।
হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস আর বার। ৩৮॥

শিশু (নির্ম্মল কুসুম)

নির্ম্মল কুসুম হাস অনিবার।
স্বাধীন পবনে দোল অবিরত,
ঢালিয়ে সুরভি-ভার।

পবিত্র নীহারে, প্রাত রবিকরে,
স্নাত হয়ে সুকুমার,
ও স্বর্গীয় শোভা লহরে লহরে
ঢাল ঢাল রে আবার।

যত দিন ফুল কোমল হৃদয়ে
নাহি পশে কীট সব,
হাস তত দিন বিমল হরষে,
বিকাশি মাধুরি তব।

আমাদের হাসি মুখের কেবল,
মিশ্রিত বিষাদে দুখে:
স্বরগ-সম্ভব শোভা পায় হাসি
তোমার সুন্দর মুখে।

হাস রে কুসুম দাঁড়ায়ে অদূরে,
দেখি আমি সেই হাসি।
ও পবিত্র তব সহাস বদন,
ফুল বড় ভালবাসি। ৩৯॥

জানি না জননি কেন

জানি না জননি কেন এত ভালবাসি।
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে,
জানি না তোমারি কাছে কেন ধেয়ে আসি।
চাহিলে ও মুখ পানে, কেন সব ভুলে যাই,
দূরে যায় কেন তাপ-দুখ-তমোরাশি।
জানি না আননে তব কি মধু সান্ত্বনা আছে,
জানি না কি মোহমন্ত্রে জড়িত ও হাসি।
জানি না জননি কেন এত ভালবাসি। ৪০॥

একটী বাসনা

না চাই সম্পদ ধনজনমান।
দাস দাসী শত, সেবিতে নিয়ত
গৃহমালা প্রাসাদ সমান।
প্রকৃতি জননী যার, কিসের অভাব তার
রেখেছেন শত পরিজন;
আমার সন্তোষ তরে, সবে প্রাণপণ করে,
—আমারি এ নিখিল ভুবন।

প্রকৃতি আমার তরে, রেখেছেন শির'পরে
নিরমল সুনীল আকাশ;
সুন্দর উজল রবি, কোমল চন্দ্রমা ছবি,
তারাদল গগনে প্রকাশ।

আমারি কারণে ঘন, নির্ঝরিণী, গিরি, বন,
ছুটে মত্ত নীল পারাবার;
তরুলতা, ফুলগণ, পিককুল, সমীরণ,
সাধিতেছে নিয়োগ আমার।

বিজন কুটীরে রব, বন-শোভা নিরখিব,
মাতৃকোলে হইয়ে শয়ান।
বিষাদিত হলে প্রাণ, নিজ মনে গাব গান,
পাব শেষে বিরামের স্থান। ৪১॥

এত ভালবাস

এত ভালবাস বলি প্রকৃতি আমায়
তাই কি তোমার পানে সদা মন ধায়?
যে ভালবাসে আমারে ভালবাসি তারে;
প্রাণ সহ ভালবাসি তাই কি তোমারে।
না, নিঃস্বার্থ ভালবাসা জানিও আমার,
ভালবাসি, নাহি চাই প্রতিদান তার। ৪২॥

প্রকৃতি অন্তিম দিনে

প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।
তাপিত সন্তানে মাতঃ লোয়ো তব ক্রোড়ে ধরি।
শান্তিময় দীপ সম,
ধরিও মা ক্লান্ত মম
তরঙ্গ-তাড়িত দেহ ডুবিলে এ ভব-তরি।
তায় শত ক্লেশ ভুলি,
যাব হর্ষে পক্ষ তুলি,
নির্ভয়ে মৃত্যুর পাশে তোমারে নিকটে হেরি।

সেই দিন মা তোমার
সাশ্রুনেত্রে একবার,
-শেষ দিন—প্রেমময়ি নিরখিব প্রাণ ভরি।
চাহি তব মুখ পানে
ধীরে মুদিব নয়নে,
রহিবে নয়নে শেষ বিয়োগের অশ্রুবারি।
সেই দিন শুইয়ে কোলে,
—স্থিরনেত্রে—পদতলে,
স্নেহের সন্তান তব যাবে বিশ্ব পরিহরি।
প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি। ৪৩॥

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি জননি আমার;
পূজক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার।
যে ভালবাসিত এত,
পূজিত মা অবিরত,
দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার;
শেষ দিন যে তোমারে
বিদাইল নেত্রধারে,
তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রাসার?
স্থির পাণ্ডু মুখ পানে
চাহিয়ে স্থির নয়নে,
হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার?
কাঁদিবে কি সেই দিন জননি আমার?
অথবা মা গুণযুত
হেরিয়ে অপর সুত
এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর।
না মা, এ পুত্রেরও তরে,
তরু পত্র মরমরে,
গাবে অধোমুখে মৃত্যু সঙ্গীত তাহার!
সান্ধ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননি আমার। ৪৪॥

ঈশ্বর-স্তুতি

"These, as they change,
Almighty Father, these
Are but the varied God"———
Thomson.

মন ভাব তাঁরে

মন ভাব তাঁরে।
বিরাজিত যিনি আকাশে, ভুবনে,
বিশাল বিশাল নীল পারাবারে।
তেজস্বী যাঁহার তেজে প্রভাকর,
যাঁহার সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক সুন্দর,
মধুরতা যাঁর, রয়েছে বিস্তার,
অযুত অযুত তারকার হারে।

যাঁর অপারতা অনন্ত গগনে,
গাম্ভীর্য্য যাঁহার জলধি-জীবনে,
করুণা যাঁহার, নিত্য অনিবার,
নিরখি নিরখি অখিল সংসারে।
কোমল কুসুমে যাঁর কোমলতা,
নির্ম্মল নীহারে যাঁর নির্ম্মলতা,
পবিত্র নির্ঝরে, যাঁর প্রেম ঝরে
মহিমা যাঁহার জীমূত প্রচারে।

অপার অগম্য গম্ভীর তাঁহার
গাও রে মহিমা প্রাণ অনিবার,
দুখ দূরে যাবে, মনে শান্তি পাবে,
গাও রে গাও রে অন্তর তাঁহারে,
ক্ষণতরে যাবে শোক তাপ ভুলি,
দুঃসহ যন্ত্রণা ভুলিবে সকলি,
বিশ্ব মধুময় হবে সমুদয়,
প্রকাশিবে রবি হৃদি-অন্ধকারে। ১॥

আহা কি মধুর

আহা কি মধুর দরশন।
অরুণ-কিরণময় হাসিছে ভুবন।
প্রকৃতি-সন্তানগুলি
তরু লতা হেলি দুলি,
পূজিছে বিভুরে ফুলে মাখায়ে চন্দন।
গায়ক বিহগ সবে
মিলিত ললিত রবে,
তাঁহার মহিমা-গান করিছে কীর্ত্তন।
এস মোরা সব সনে,
মিলিয়ে পবিত্র মনে,
প্রীতি উপহার তাঁরে করি রে অর্পণ। ২॥

এস এস এস নাথ

এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি।
ডাকে প্রেমময় পিতা তুলি ক্ষুদ্র স্বরে হে,
সন্তান তোমারি।
ভাসিল আকাশ রবি পরকাশে,
উর হৃদয়-ভানু হৃদয়-আকাশে:
গাইল বিহগকুল নব অনুরাগে,
গাউক এ চিত্ত তব করুণা প্রচারি।

ফুটিল প্রসূন সুরভি কাননে,-
ফুটুক আনন্দ হৃদে তার সনে;
ভাসায় সুরভি বন নবীন নীহারে,
ভাসাক্ হৃদয় মম তব প্রেম-বারি।

সুমন্দ প্রভাত-সমীরণ বয়,
কি সুন্দর বিশ্ব পবিত্রতাময়,
বহুক হৃদয়ে নাথ শান্তি-সমীরণ
পবিত্র হউক চিত্ত পাপতাপহারি!

নিবিড় অরণ্য এ ঘোর সংসারে,
শ্রান্ত পথিক এসেছি তব দ্বারে,
দেও হে আশ্রয় নাথ তোমার কুটীরে,
এসেছে সন্তান তব শরণ-ভিখারী।
এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি। ৩॥

গাও রে আনন্দে সবে

গাও রে আনন্দে সবে মহিমা তাঁহারি।
পূরিয়ে সে রবে বিশ্ব মিলি নর নারী।
প্রকাশিছে তেজ তপন যাঁহার,
কোমলতা শশী তারকার হার,
গায় যাঁর গুণ মেদিনী অপার
মহিমা প্রচারি।
ঘোষে সিন্ধু যাঁর মহিমার গানে,
গায় জলধর ব্যাপিয়া গগনে,
গায় তরঙ্গিণী সুমধুর তানে,
করুণা যাঁহারি,
পূজে পুষ্পে যাঁরে নিত্য তরুগণ,
মাখায়ে কুসুমে নীহার চন্দন,
যাঁর গুণগান করিছে কীর্ত্তন,
আকাশ-বিহারী।
যাঁহার মহিমা অসীম অম্বরে,
জলধি-বিস্তারে, অচল-শিখরে,
ঘোর মরুভূমে গহনভিতরে,
সতত নেহারি। ৪॥

ভাবিলে রচনা

ভাবিলে রচনা এই নাথ তব অতুলিত,
হয় প্রাণ মন মম তব প্রেমে পুলকিত।
হৃদয়-জলধি-নীরে, উথলে লহরী ধীরে,
আনন্দে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয় হে ভকত-চিত।
হৃদি-কুঞ্জবন হয় নন্দন-সুরভিময়,
নয়নে হয় হে নাথ প্রেম-অশ্রু বিগলিত।
যথায় ফিরাই আঁখি, সেখানে তোমারে দেখি,
সাগরে ভুবনে নীল নভে তুমি বিরাজিত। ৫।

এস হে হৃদয়বন্ধু

এস হে হৃদয়বন্ধু! দরশন দাও দাসে।
ভাসুক হৃদয়োদ্যান স্বর্গীয় সুরভি-শ্বাসে
শোক তাপে জর জর, ব্যাকুলিত এ অন্তর,
হাসুক ক্ষণেক তরে পূর্ণ প্রেম পরকাশে।
অভেদ্য তিমিররাশি, ফেলেছে হৃদয়াকাশে।
বিরাজ হে পূর্ণবিধু তামস হৃদয়াকাশে।

দেও শান্তি দেও প্রীতি, দেও জ্ঞান শুদ্ধমতি,
তব প্রেম যাচি নাথ! পুরাও এ অভিলাষে।
এস হে হৃদয়বন্ধু দরশন দাও দাসে। ৬ ॥

কত আর প্রেমময়

কত আর প্রেমময় করুণানিধান!
কাঁদিবে তাপিত তব মানব-সন্তান।
সুখ বিনা কি উদ্দেশে,
আসি নাথ এই দেশে,
কিসের পরীক্ষা—যদি পরীক্ষার স্থান।
সংসারে আসিয়া পিতঃ সহি এত ক্লেশ,
পুনঃ শাস্তিভয়ে কেন থাকি পরমেশ;
করি যা এখানে এসে,
করি সব তবাদেশে,
পাপ পুণ্য সকলি ত তোমার বিধান।
আছে জানি আমাদের শত অপরাধ,
তার তরে পিতা পুত্রে হয় কি বিবাদ·
সন্তানে যাতনা দিতে,
বাসনা কি হয় চিতে,
বুঝি না এ সব মোরা শিশুর সমান।
স্নেহ করে আমাদের মুছ আঁখিধার,
স্নেহবাক্যে হাসিমুখে বল একবার,
শেষ দিন দোষ ভুলে,
লবে তবে কোলে তুলে,
হৃদয়ের ভয় ভীতি হ'ক্ অবসান। ৭ ॥

বিষাদোচ্ছ্বাস

"But hail, thou goddess sage
and holy
Hail! divinest Melancholy."
IL. Penseroso.

সংগীত

এস সখে প্রিয়তম সংগীত আমার।
দুখেতে সান্ত্বনা একা তুমি অভাগার

যে তুফানে হৃদি-নদী
আলোড়িত নিরবধি,
এ ভীষণ বেগ তুমি কি জানিবে তার।

তুমি বিনা বল আর
কেবা আছে আপনার
—অহো কি কঠোরতম বিধি বিধাতার।

জীবন আঁধারে মম
উজল নক্ষত্র সম,
এস গাই দুই জনে দুখ দুজনার।
সংসার না শুনে তাই
হাসে বিশ্ব ক্ষতি নাই
আপনি মোহিত হব গীতে আপনার।
এস তবে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার। ১ ॥

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হল না।
নিভে মোর প্রাণদীপ হৃদে চিতা নিভিল না।
জীবন আকাশে মম,
প্রভাত-তারকা সম
প্রতিদন্ড চলে যায় উষা কিন্তু আসিল না।
ফুরায় রে লীলা ভবে,
তবু কি কাঁদিতে হবে,
শুকায় জীবন-সিন্ধু শোক-নদী শুকাল না।
ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হল না। ২ ॥

নিশীথে গান শুনিয়া

নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান।
মাতিল হৃদয় করি গীতি-সুধা পান।
গায় কি তারকা সবে, মিলিত করুণ রবে,
ভাসায়ে সংগীত-স্রোতে নরনারী-প্রাণ।
স্বর্গচ্যুতা দেবী আসি, বিষাদে বিজনে বসি,
ঢালেন কি দুখপূর্ণ সুমধুর তান।
পাপেতে ব্যথিত প্রাণে, ধরণী করুণ তানে,
গান কি এ গীত দেখি দিবা অবসান;
বিধি কি স্বর্গীয় স্বরে, পাঠালেন দয়া করে,
জুড়াতে নিদ্রিত শ্রান্ত মানব-সন্তান।
নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান। ৩ ॥

দুঃখশোক-পরিপূর্ণ

দুখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতলে।
আসে নরগণ হেথা কাঁদিতে কেবল।

প্রতি পদে দুখরাশি, আবার জীবন আসি,
—রোদনের জন্মভূমি এ মহীমণ্ডল।
আজি মৃত পিতা কার আজি কার মাতা,
আজি কার প্রিয়ভগ্নী আজি কার ভ্রাতা,
এইরূপ হাহাকারে, শুনি সদা এ সংসারে,
মানব-জীবনময় আঁধার কেবল।
দুখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল
না উঠিতে সুখ-ভানু জীবন আঁধারে।
অমনি নিবিড় মেঘে আবরে তাহারে।
না উঠিতে তৃণচয়, চরণে দলিত হয়,
না ফুটিতে শুকায় রে সুখ-শতদল।
রহে না একটি ফুল এ কণ্টকবনে,
ভাসে না একটি তারা আঁধার গগনে,
কাঁদিতে জনম লব, কাঁদিয়া চলিয়া যাব,
অশ্রুবারি মানবের জীবন-সম্বল।
দুখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল। ৪ ॥

নিরাশা

দুখেতে যাপিত মম হল চিরকাল।
নাহি জানিলাম সুখ—হায় রে কপাল।
সন্তরিনু সরোবরে সুখ-সরোজ আশে,
দেখি কমলহীন শৈবাল।
পেতে দ্বীপ শান্তিময় ভ্রমিলাম সাগরে,
দেখি সব তরঙ্গ বিশাল।
অন্বেষিতে সুখোদ্যানে আসিলাম শ্মশানে,
হায় বিধি মোর কি করাল।
স্থান দিও পরমেশ নাথ তব চরণে,
যবে আসিবে হে পরকাল। ৫ ॥

বিষাদ-সঙ্গীত

আহা কে গাইল এই সুমধুর গান।
লহরে ভাসায়ে লয়ে যায় যে এ প্রাণ।
হৃদিতল আলোড়িয়ে, সুখ-স্মৃতি জাগারিয়ে,
আকুল করিয়ে চিত্ত কে ধরিল তান।
কে যেন চিরিয়ে বক্ষে, খুলিয়ে স্মৃতির চক্ষে,
আনিল শৈশব-দৃশ্য স্বপন সমান।
কে গাইল কে গাইল, অমৃত ঢালিয়ে দিল,
ভাসাল সুরভিশ্বাসে হৃদয়-উদ্যান।
আহা কে গাইল এই সুমধুর গান। ৬ ॥

জীবন বিসর্জ্জন

রহিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।
নিশা সম হেরি মহী সুনিবিড় অন্ধকার।
আর এ কণ্টকবনে, থাকি বল কি কারণে,
কিবা কাজ এ জীবনে চিরদুখী অভাগার।
কোথা আজ পিতামাতা,
কোথা ভগ্নী কোথা ভ্রাতা,
দেখ চিরদুখী হেথা ত্যজিল দুখ-সংসার।
ডুব রে জীবন তবে, কাল-সাগরে নীরবে,
নাহি তোর কেহ ভবে ফেলিবে যে অশ্রুধার।
থাকিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।
॥ ৭ ॥

সান্ধ্য-চিন্তা

ওই যায় দিনমণি হ'ল দিবা অবসান।
আসিছেন নিশাদেবী ঢাকিতে বিশ্ব-উদ্যান।
জীবনের এক দিন
কাল-জলে হ'ল লীন,
পৃথিবীর কোলাহলে কেটে গেল দিনমানী
আবার কাল আসিবে,
আবার চলিয়া যাবে,
আবার আসিবে নিশি জাগায়ে তারকা-প্রাণ।
এইরূপে ধীরি ধীরি
বহিবে জীবন-তরি,
ডুবিবে একদা শেষে সাগরে অর্ণবযান।
জীবনের সে সন্ধ্যায়,
বহিবে না মৃদু বায়,
বিহঙ্গ ললিত তানে গাবে না মধুর গান।
আসিবে গভীর নিশি,
আঁধারিয়ে দশ দিশি,
সে ব্যোমে তারকা চন্দ্র রহিবে না ভাসমান।
হ'ল দিবা অবসান। ৮ ॥

সুখ বিসর্জ্জন

কেন আর ধরি এ জীবন।
বিগত সকল সুখ জীবনে মরণ।
মনোহর এ সংসার, সুন্দর না হেরি আর,
বহিয়ে শোকের ভার অবসন্ন মন।

গগনে চন্দ্রমা হেরি ভাসে সুখে নরনারী,
কিন্তু কেন অশ্রুবারি ঝরে এ নয়ন।
দেখি নিশা অবসান, পাপিয়া গায় রে গান,
কাঁদে কেন মম প্রাণ, শুনি তা এখন।
কেন বৃথা ধরি এ জীবন।৯॥

নিশীথ

এস তারাময়ি নিশি!
এস দেবী ধরাতলে,
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে
ডাকি আমি তোমারে।
হয় যে সমর হৃদে, বুকেতে যে শেল বিঁধে,
তোমা বিনা শান্তিময়ি
জানাইব কাহারে,
হুহু করি হৃদিতলে, দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি
নিবাও গো তাহারে।
কোলাহলে রবি-করে, হৃদয় ব্যথিত করে,
ভালবাসি এ নির্জ্জনে
স্বপ্নময় আঁধারে।
ভরিয়ে ব্যথিত প্রাণ, ক্ষণেক করিব পান,
অশ্রান্ত স্বর্গীয় তব
মৃদু ঝিল্লী ঝঙ্কারে।
অশ্রুভরা আঁখি দিয়ে, ভরি প্রাণ নিরখিয়ে,
প্রিয়কান্ত তারাগুলি
নভোবন মাঝারে। ১০॥

স্মৃতি

এস স্মৃতি প্রিয়সখি এস রে আমার।
মিশায়ে চিন্তার সনে মুরতি তোমার।
উঘাটি হৃদয়দ্বারে, লয়ে বাতি ধীরে ধীরে,
ভাসাও মধুরালোকে হৃদয়-আগার।
কভু নাহি পাব যাহা, একবার হেরি তাহা,
অস্পৃশ্য শৈশব ছবি মুকুর মাঝার।
এস এস প্রিয়সখি এস রে আমার।১১॥

চিন্তা

এস এস প্রিয় সহচরি।
খেলাও হৃদয়ে মোর ভাবের লহরী।
প্রতি সমীর লহরে, প্রতি পত্র মরমরে,
প্রতি জলধররাগে নব বেশ ধরি।
নিদ্রিত জীবনে মম, সুখময় স্বপ্নসম,
আন সেই বাল্যছবি চিত্তমুগ্ধকরী।
বড় ভাল লাগে মোর, স্বপ্নময় ঘোর ঘোর,
বিষাদে জড়িত ওই বদন তোমারি।
এস এস প্রিয় সহচরি।১২॥

বিগত শৈশব

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আবার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গী সনে,
বেড়াতাম ফুল্ল মনে,
হেরিতাম প্রতি দিন নবীন সংসার রে।

হায়—কেহ নাই আছে কেহ,
কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি,
কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বার বার রে।
আহা—আর কি ফিরিবে হায়,
সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখকাল শৈশব আমার রে।
॥ ১৩॥

নিদ্রা

এস শান্তিময়ি দেবি! দেও ক্রোড় সুকোমল
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।

কে জগতে তুমি বিনা, দুখেতে দিবে সান্ত্বনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবনসম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদ্রিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।

যুঝে যে তফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল ঊর্ম্মিদল।

বায়ূর্ম্মি-তাড়িত মম, অন্তিমে মা পোত সম,
তুমি পোতাশ্রয় দেবি ধরিও এ বক্ষস্থল।
এস শান্তিময়ি দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল।
॥ ১৪॥

বয়ে যাও বয়ে যাও

বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম;
নাহি পাও যত দিন সেই দ্বীপ—শান্তিধাম।
বহুক ভীষণ বাত্যা, গর্জ্জুক তরঙ্গরাশি,
ভয় নাই—বয়ে যাও সে দ্বীপ উদ্দেশে;
আকুল এ সিন্ধু-বক্ষে কভু পাবে না বিরাম।
এ ভীম ঝটিকা মাঝে ডুব তায় ক্ষতি নাই,
অনুকূল বায়ু আশে রহিও না কভু;
নিষ্ঠুর পবন ঊর্ম্মি কখন হবে না বাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও অবিশ্রান্ত—অবিরত,
পাও সে অন্তিম দ্বীপ, থামিও সে স্থানে,
—সে দিন পাইবে শান্তি পূর্ণ হবে মনস্কাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম। ১৫॥

মুরলী

গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার
কলকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া উঠ আর বার।
আর বার সুধাস্বরে, ভুবন প্লাবিত করে,
চন্দ্রসুধা সনে গীত মিশাও তোমার।
কাঁপি বায়ু মধুস্বরে, মিশাইবে নীলাম্বরে,
কাঁপি পরশিবে মম হৃদিযন্ত্র তার।
অমনি সে গীত সনে, অমনি প্রমত্ত মনে,
উঠিবে স্মৃতির তন্ত্রী করিয়ে ঝঙ্কার।
গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার।
॥ ১৬॥

পূর্ণিমা-নিশীথে দূরাগত মুরলীধ্বনি শুনিয়া

কে গায় রে সুমধুর স্বরে:
হৃদয় আকুল করে, প্রাণ মন হরে।
সুদূর আকাশে বসি,
গায় কি রে পূর্ণশশী
তা না হলে এত সুধা কোথা হতে, ঝরে।
এ জ্যোৎস্নায় ঢালে কাণে,
কিবা জ্যোৎস্নাময় গানে,
আনে রে কি মধু প্রতি সমীরলহরে।
ঘুমন্ত জগত দিয়া,
যায় স্বপ্ন বরষিয়া,
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায়ে অন্তরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৭॥

ঐ—কে গায় রে সুমধুর স্বরে

কে গায় রে সুমধুর স্বরে;
মাখায়ে স্বর্গীয় সুধা চন্দ্রসুধাকরে।
মোহি মন্ত্রে দশ দিশি, দূর শূন্যে যায় মিশি,
—প্লাবিল—ভরিল গীত অবনী অম্বরে।
কিবা বিষাদিত স্বর, কিবা প্রাণমুগ্ধকর,
বিষাদের তান বিনা কি মোহে অন্তরে।
—আবার সে উচ্চ তান—মাতিল—ভরিল প্রাণ,
জানি না উথলে কি যে প্রাণের ভিতরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৮॥

অশ্রুজল

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল!
আকুল জীবনে সখে তুমি মানবসম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হলে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে
করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি
নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল।
॥ ১৯॥

ঐ—শৈশব বসন্ত যবে

শৈশব বসন্ত যবে
ফুরায়েছে জীবোদ্যানে।
প্রাণের সুহৃদ্ আছে
মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে।
আমার জীবনে হায়, কিবা আর শোভা পায়
কি শোভে তামসী নিশি
নীহার সলিল বিনে।

নাহি শোভে হাসি আর, আজ দিন কাঁদিবার,
হেসেছি হৃদয় ভরি
সুখের হাসির দিনে।

শিশুদের শোভে হাসি, আমাদের অশ্রুরাশি,
রহিও নয়নে যবে
গাইব বিষাদগানে।
লয়ে ও সম্বল সাথে, চলিব জীবন-পথে,
রহিও নয়নে অশ্রু!
ভবলীলা অবসানে। ২০॥

আর্য্যবীণা

"স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেবাপেক্ষ ইব স্থিতঃ"
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

বীণা বাজিবে কি আর

বীণা বাজিবে কি আর।
অথবা নিদ্রিত আর্য্য হিন্দু সনে
রহিবে বিষণ্ণ প্রাণ কি তাহার।
ঘুমাবে কি বীণা চিরদিন তরে,
জাগিবে না আর সুমধুর স্বরে,
শুনি যার স্বর, স্তম্ভিত সাগর,
ভাসিত আকাশ মোহিত সংসার।
সেই বীণা আজ বিষণ্ণ কি রবে,
সেই বীণা আজ ঘুমাবে নীরবে,
যার সুধা-স্বরে, ভারত ভিতরে,
হইত একদা জীবন সঞ্চার।
কভু না কভু না উচ্চতর স্বরে,
বাজ বীণে আজ ভারত ভিতরে,
গাও উচ্চ তানে, সে নীরব গানে,
নবীন ঝঙ্কারে বাজ রে আবার।
আজি এ ভারত মহান্ শ্মশান।
মহানিদ্রাগত কোটি কোটি প্রাণ.
ভারত সংসার, স্তব্ধ চারি ধার,
গভীর গভীর অভেদ্য আঁধার।
এই অন্ধকারে বীণা একবার,.
বাজ রে গম্ভীর বাজ রে আবার.
দৈববশে তায়, যদি পুনরায়,
জাগে আর্য্য শুনি জানিত ঝঙ্কার।
বীণা বাজ একবার।১॥

রেখে দেও রেখে দেও

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদু গীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
শুনিয়া মুরলী-গান জাগিবে না আর্য্যপ্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণকুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী.
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

শঙ্কর-গোতম-কথা প্রতাপের বীরগাথা.
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্যকবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে.
নীরব পুরাণ-গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।
॥ ২॥

স্বদেশ-স্তোত্র

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়নরঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র আনন্দে ভাসাবে নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণছটা সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্তকরে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে.
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

হায় মা আসিয়ে যত নিষ্ঠুর যবন,
হরিয়াছে ও দেহের সকল ভূষণ;
কিন্তু তব হিমগিরি, জাহ্নবীর নীল বারি,
পারিবে না পারিবে না করিতে লুণ্ঠন।
অতুল স্বর্গীয় শোভা জননী তোমার,
মিশিবে মা অশ্রু সনে নয়নে আমার:
যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি
ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন। ৩ ॥

প্রভাত-শশী

হে সুধাংশু কেন পাংশু বদন তোমার,
বিষাদের রেখা কেন বা আননে।
নিরখি অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবি পানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে।

এই ছিলে হাসি হাসি, ঢালি করসুধারাশি,
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে।
লুকাল সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে। ৪ ॥

প্রতিমা বিসর্জ্জন

আয় রে অভাগা আজি আয় রে ভারতবাসী।
চিরপ্রিয় গৃহলক্ষ্মী আয় বিসর্জ্জিয়ে আসি।
ভাসাই সাগরে আনি, সোনার প্রতিমাখানি,
লুকাইবে সিন্ধুজলে সে অনন্ত রূপরাশি।
আমরা দাঁড়ায়ে তীরে, বিসর্জ্জিয়ে নেত্রনীরে,
হেরিব মজ্জতী মূর্ত্তি স্বর্গশোভা-পরকাশী।
ডুবিবে সে কান্তি যবে, বিষাদে ফিরিব তবে,
হেরি শূন্য সিন্ধুহৃদি একবার দীর্ঘশ্বাসি।
পারি যদি পুনরায়, আদরে তুলিব তায়,
নহে বিসর্জ্জিব সঙ্গে আনন্দ—সুখের হাসি।
॥ ৫ ॥

প্রভাত-কুসুম

কোমল কুসুম রত্ন উঠ ত্বরা করি।
সমুদিত সুখভানু পোহাইল বিভাবরী।
বহে স্বাধীন পবন,
নাচাইয়ে ফুলগণ,
তুমি না সেবিলে তায় বিষাদে দেহ আবরি।
সকলের অশ্রুজল, রবিকরে শুকাইল,
কেন তব নেত্রনীর ঝরে অনিবার;
বুঝি বা কোরকে তব
পশিয়াছে কীট সব
নীরবে দংশন-ব্যথা সহ ফেলি অশ্রুবারি।
সব পুষ্প হাসে সুখে, তুমি কেন অধোমুখে,
পথাঞ্চলে ঢাকি তব কোমল বয়ান;
অতুল প্রসূন আর
ফেলিও না আঁখিধার
উঠ রে কানন-রত্ন এ বিষাদ পরিহরি।
কোমল কুসুমকলি উঠ উঠ ত্বরা করি। ৬ ॥

মেল রে নয়ন

মেল রে নয়ন;
ভারতসন্তান উঠ—উঠ রে এখন।
শতাব্দী শতাব্দী পরে,
আবার সে রবিকরে
ভাসুক ভুবন।
দেখ সকলেই হাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
তুমি কেন রবে আর্য্য বিষাদে মগন:
বিভাবরী অবসানে
উঠ রে প্রফুল্ল প্রাণে—
প্রিয় ভ্রাতৃগণ।
ইতিহাস মধুস্বরে, তব জাগরণ তরে,
ভারত-গৌরব-গান করেন কীর্ত্তন;
শুনি তাহা কোন্ প্রাণে
আছ পড়ি এই স্থানে
করিয়ে শয়ন। ৭ ॥

কেন মা তোমারি

কেন মা তোমারি—
সহাস বদন আজ মলিন নেহারি।
আলুলিত কেশপাশ,
তব এ মলিন বাস;
হেরিতে না পারি।

নীরবে সজল আঁখি, ঊর্দ্ধভাবে স্থির রাখি,
ডাকিছ কাহারে বদ্ধ বাহুযুগ প্রসারি;
কেমনে সন্তানগণ
করিছে মা দরশন
তব অশ্রুবারি।৮॥

ভারতমাতা

কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?
দেখিয়ে তোমার দুখ কাঁদে যে আমার প্রাণ।
বল মাতঃ কি কারণে, বসি আছ ধরাসনে,
কেন বা এ নিরজনে গাইতেছ দুখ-গান?

কত বর্ষ হ'ল গত, আর মা কাঁদিব কত?
হবে না কি এ জীবনে দুখনিশি অবসান?
ধরেছ যে নিজোদরে, বিংশতি কোটি নরে,
সে কি কাঁদিবারি তরে রহিতে দাসী সমান?
কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?।৯॥

কি লয়ে কর রে গর্ব্ব?

কি লয়ে কর রে গর্ব্ব কি বল আছে তোমার?
সকলি পরের লয়ে কেন বৃথা অহংকার।
বিধু যথা রবিকরে, মহী আলোকিত করে,
না পায় কিরণ যদি সব হয় অন্ধকার।
বিদেশীর পদতরি, আছ রে আশ্রয় করি
অপরের ছায়া তুমি কিবা তব আছে আর?
॥১০॥

বিষণ্ণা ভারতী

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর।
কেন মা আজ নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে একধার?

নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর?
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝংকার!
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার।১১॥

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবননদী শুকাবে না আঁখিজল।
এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি একদিন যবে প্রাণভরে,
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবনদীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল।১২॥

কেন রে ভারতবাসি

কেন রে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন!
দেখ আঁখি মেলি, গিয়াছে সকলি,
ভারতের বল কি আছে এখন।
ভারতগৌরব-সুখ-দিনমণি।
ঢেকেছে গভীর আঁধার রজনী,
হবে কি প্রভাত সে দুখ-যামিনী,
হইবে ভারত আবার তেমন।
ভারতনিবাসী প্রফুল্ল অন্তরে
গাইবে কি পুনঃ সুললিত স্বরে,
ভারতমহিমা ভারত ভিতরে,
স্বর্গীয় সংগীতে ভাসায়ে ভুবন।
উঠ রে প্রাণের ভ্রাতৃগণ সবে,
উঠিবে দিনেশ আবার পূরবে,
অরুণকিরণে ভারত ভাসিবে,
রবিকরে নিশি হবে নিমগন।১৩॥

করো না করো না তার অপমান

আর্য্য!
যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।

ছিল এ একদা দেবলীলা-ভূমি;—
করো না করো না তার অপমান।

আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,
যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগমান;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি;—
করো না করো না তার অপমান।

নাই কি চিতোর, নাই কি মেওয়ার,
পুণ্য হলদীঘাট আজো বর্ত্তমান?
নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা?—
করো না করো না তার অপমান।

এ অমরাবতী প্রতি পদে যায়
দলিছ চরণে ভারতসন্তান!
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত;—
করো না করো না তার অপমান।

আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান!!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,
"করো না করো না তার অপমান"। ১৪॥

জ্বালাও ভারত

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল।
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনাবারি, আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীনবল।
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল,
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল। ১৫॥

গাও আর্য্যসুতচয়

গাও আর্য্যসুতচয়।
মিলিয়া গাও রে বৃটন-মহিমা
ভাস রে হরষে ভারত-হৃদয়।
গাও ভাসি সবে সুখের সাগরে,
বৃটন-মহিমা প্রফুল্ল অন্তরে,
সঘন গরজে সুগভীর স্বরে,
গাও আর্য্যসুত বৃট্যানিয়া জয়।
কি আনন্দ নাচ ভারত অন্তর,
জয়ের নিনাদে ফাটুক অম্বর,
তোল রে মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বর,
গাও রে অবাধে নাহি কারে ভয়।
কারে কর ভয় কেবা নাহি জানে
বৃটনের বীর্য্য এ তিন ভুবনে,
কি ভয় যখন বৃটন-চরণে,
স্পর্শে কেশ তব সাধ্য কার হয়।
ঘোর রবে ভেরী বাজুক সঘনে,
গর্জ্জুক কামান মেঘগরজনে,
ঘুষুক সকলে তোমাদের সনে
বৃটন-মহিমা আর্য্যভূমিময়।
গাও আর্য্যসুতচয়। ১৬॥

কত কাল দুখ-ঝড়

কত কাল দুখ-ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে।
অভাগা ভারতবাসী কত দুখ-সহিবে।
ত্যজি গর্ব্ব মান ত্যজি,
পথের ভিখারী সাজি,
কত দিন আর্য্য আর দ্বারে দ্বারে ফিরিবে।
হায় রে ব্যথিত হয়ে
বিষাদের ভার বয়ে,
কত দিন পথে পথে শোকগান গাইবে।

অতুল ঐশ্বর্য্য ধন
পরহস্তে সমর্পণ,
করিয়ে ভারত কত অনাহারে কাঁদিবে।
কত কাল দুখ-ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে। ১৭॥

অধীন ভারতে বহ না মা আর,
এ কলঙ্করেখা মুছায়ে দাও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে,
সমুত ভারত-হৃদয় ছাও গো। ২০॥

আজ আয় আয় ভাই

আজ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশহিত আয় রে সকলে।
চিরদিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হ'লে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে:
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে.
আয় এই দুখনিশি দূরে যাবে চলে। ১৮॥

কেন উষে

কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উষে মৃদু হাসি.
আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোকে তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস দাসত্ব পরে,
দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখিধার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে
নব দুখে জাগরিতে
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে আস আর।
॥ ১৯॥

কেন ভাগীরথি

কেন ভাগীরথি হাসিয়ে হাসিয়ে,
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে, সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো।

নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।

আর্য্যবিধবা

কে'দ না রে অনাথিনি কে'দ না কে'দ না আর।
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার।
সহ অবনত মুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
ভাসিত ত্রিদিবজ্যোতি যে যুগল লোচনে,
বিষণ্ণ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি মম যায় শোকপারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দে, যতনে;
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ,
পারি না হেরিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমার।
কে'দ না রে অনাথিনি কে'দ না কে'দ না আর।
॥ ২১॥

কে কাঁদিছ

কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থানে;
কেন বা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গানে।
এত যে করুণ তান; কি ব্যথা পেয়েছ প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছ কানে।
নিশীথে ঝরিলে অশ্রু বিষাদ কমল,
মুছান অরুণ আসি তার নেত্রজল;
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছাবে না কি ও অশ্রু তপনকিরণ দানে।
হেরিয়া দুখিনি আজ এ দশা তোমার,
বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার,
বল কোন্ জন্মফলে, আসিলে এ পাপ স্থলে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে। ২২॥

ভারতমাতা

কত কাঁদ দুখানলদগ্ধ হয়ে
বল মাত বিষাদের ভার বয়ে।

পারি না হেরিতে তব নেত্রজলে,
তাই দুর্ব্বল কাঁদি দুখে বিরলে।

কত দীর্ঘ নিশীথে তোমার তরে,
করি অশ্রু বিসর্জ্জন শোকভরে,
কত কাঁদিব পিঞ্জরবদ্ধ হয়ে
ঝটিকার অনন্ত আঘাত সয়ে;

তবে কাঁদিব না শুধু মাত সনে
এই জীবন অর্পিব ও চরণে;
এস ভাই সবে মিলি এক হয়ে,
করে সাহস শান কৃপাণ লয়ে। ২৩॥

আয় ভারতসন্তান

আয় ভারতসন্তান হয়ে একপ্রাণ।
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখগান।
এক বার সবে মিলে,
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এ হীন দশায় আর কেন জাতি-অভিমান।
নিরন্তর যার তরে,
ফেলিতেছে অশ্রুধারে,
হৃদে সে দারুণ চিন্তা হবে রে তোর নির্ব্বাণ।
আয় ভারত-সন্তান হয়ে একপ্রাণ। ২৪॥

প্রতাপসিংহ

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।
ভেব না কঠিন যদি নাহি তাহে পরকাশি।
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি।
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে।
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।
॥ ২৫ ॥

গুরুগোবিন্দ

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়।
কাঁদেন জননী দেখ অন্ধ কারাগৃহে হায়।
কুপ্রথা বৃশ্চিক শত
দংশে তাঁয় অবিরত;
দেখ রে কাঁদেন কত দারুণ ব্যথায়।
—আয় রে উদ্ধারি সবে চির স্নেহময়ী মায়।
দেখ বসি বাতায়নে
চাহেন সাশ্রুনয়নে,
ডাকেন সন্তানগণে উদ্ধারিতে তাঁয়;
আয় রে ঘুচাই সবে তাঁর মনোবেদনায়।
এ দুখ দেখিয়া মার,
কেমনেতে থাকি আর;
আমরা সন্তান তাঁর ধাই রে সবায়।
আয় রে আনিব তাঁকে যাক যদি প্রাণ যায়।
মিলিয়ে সবে আয় আয় আয় রে। ২৬॥

চাঁদ কবি

ঘুমাস্ নে ঘুমাস্ নে রে আর।
দেখ্ রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোনার।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণপ্রতিমার।
দেখ্ রে নয়ন মেলি দেখ্ দেখ্ একবার।
যাদিগে প্রহরীবেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে,
কলহে প্রমত্ত হয়ে ছেড়ে দিল দ্বার;
দেখ্ রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ভকতিভরে, পূজিতিস্ সমাদরে,
হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর।
হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার।
॥ ২৭ ॥

আজো নৃত্যগীত

আজো নৃত্যগীত ভারত ভিতরে,
আজিও উন্মত্ত ভারতসন্তান!
আজো দীপমালা প্রতি ঘরে ঘরে,
মহার্ঘ ভূষায় আর্য্য শোভমান!!
নাহি কি ভারতে আর আর্ত্তনাদ?
হয় নি ভারত বিশাল শ্মশান?
আজো প্রতি পুরী শোভিত যে তাঁর?
আজো যে উঠিছে উল্লাসের গান?

দেখ রে চাহিয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
ফিরাইয়ে আঁখি পদতল পানে;
এ কি?—জননীর বিমূর্চ্ছিত দেহ,
ছুটিছে রুধির প্রতি ক্ষতস্থানে।
আর্য্য-নয়নে কি অশ্রুবিন্দু নাই?
বক্ষের ভিতর নাই কি হৃদয়?
শিরায় আর্য্যের শোণিত কি নাই?
এখনো উল্লাসে মত্ত সমুদয়!!

উঠ আর্য্য তবে কেন বৃথোল্লাসে,
কর কলঙ্কিত পুণ্য আর্য্য নামে?
উঠ তবে আজ নবীন উৎসাহে,
চল জীবনের ভীষণ সংগ্রামে।
যায় যদি প্রাণ যাক সে উদ্দেশে,
নহেক অমূল্য আজ আর্য্য-প্রাণ;
অনাহারে, শোকে, যায় যে জীবন,
কে স্বদেশ-পায়ে না করিবে দান।

হয়ো না হতাশ ব'ল না বিষাদে,
'বিধির লিখন রহিব এমনি';
এখনো আসিতে পারে সেই দিন,
এখনো ফিরিতে পারে দিনমণি।
আজিও তেমনি তপন উজ্জ্বল,
তেমনি প্রশান্ত নির্ম্মল গগন,
বিধুর কিরণ তেমনি কোমল,
বরষে মাধুর্য্য আজো তারাগণ।

আজো ফুলবনে ফোটে ফুলগণ,
আজো গায় পিক সুমধুর স্বরে,
আজিও স্নিগধ বয় সমীরণ,
আজো শ্যামলতা বিরাজে প্রান্তরে।
সবই আছে আর্য্য হয়ো না হতাশ,
কর রে সাধনা এ মহাশ্মশান,
সন্ন্যাসীর ব্রত লও প্রতি জনে
তবে অমানিশা হবে অবসান। ২৮॥

কত কাল প্রিয় ভাই

কত কাল প্রিয় ভাই ধনমদে মত্ত রবে?
কাঁদে না কি প্রাণ তব মায়ের রোদনরবে?
নিজ গৃহে করি বাস,
হইয়ে পরের দাস,
কি লাজে উজল বেশে বিরাজিছ সগৌরবে।
সাজে কি এ বেশ আজ
পর ভিখারীর সাজ,
পরিও এ বেশ যবে এ দশা মোচন হবে।
করি ধনজনমান
বাড়া'ও না অপমান,
পথের ভিখারী কেন বৃথা ধনমত্ত সবে।
কত আর প্রিয় ভাই ধনমদে মত্ত রবে? ২৯॥

গিয়াছে সে দিন

গিয়াছে সে দিন গিয়াছে সে দিন,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
উজল ভারত আঁধার রে আজি,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।

ছিল এ ভারত বসুধা-উদ্যান,
জগতের তীর্থ—পুণ্যময় স্থান,
আজ সে ভারত আঁধার শ্মশান;
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
আজ উল্লাসিত থাকা রে তোমার
এ দুখের দিনে শোভে না রে আর,
আসিয়াছে দিন আজ কাঁদিবার,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।

থাকে যদি অশ্রু চক্ষের ভিতরে,
দে রে ঢালি আজ সে দিনের তরে;
থাকে ত হৃদয় কাঁদ প্রাণ ভরে,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
পার রে কাঁদিতে যদি প্রাণ ভরি,
এখনো আসিতে পারে রবি ফিরি,
কাঁদিলে বসুধা হায় বিভাবরি—
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী। ৩০॥

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ আজ কারাগারে।
অশ্রুবারি দীর্ঘশ্বাস মিশাউক অন্ধকারে।
বড় করেছিলে আশ, পুরিল না অভিলাষ,
পরিতে কুসুমহার পরিলে গলায় ফাঁস।

বল আৰ্য্য নামে কেন,
কলঙ্ক লেপিলে হেন,
আর্য্যের লজ্জার কথা ঘুষিলে বিশ্ব সংসারে।
হায় জীবনে তোমার, কভু ফুরাবে কি আর,
এ অনন্ত পরিতাপ এই দুখপারাবার।
তবে কাঁদ অধোমুখে,
চিরদিন মনোদুখে,
নিবাও এ শোকানল অবিরল অশ্রুধারে। ৩১॥

বৃটন দেখিও আর্য্যে

বৃটন! দেখিও আর্য্যে—পড়ে আছে পদতলে।
করো না করো না ঘৃণা অধীন কাঙ্গাল বলে।
আজ দুখী এ ভারত, বিদেশীর পদানত,
সহেছে সহিবে আরো পদাঘাত কত শত;
ছিল এক দিন ভবে,
ভারত স্বাধীন যবে,
মেদিনী কাঁপায়ে আর্য্য বীরদর্পে যেত চলে।
হেরিত যে আর্য্যে সবে, সভীতি ভকতিভরে,
সে ভিখারী, তব কাছে কাঁদে মুষ্টিভিক্ষা তরে,
মহত পতন দেখি
সিক্ত যদি হয় আঁখি,
করো না প্রকাশ বীর্য্য পতিতে চরণদলে।
বৃটন! দেখিও আর্য্যে পড়ে আছে পদতলে।
॥ ৩২॥

দুখ

ত্যজেছি হৃদয়রত্ন অন্তরের প্রিয়ধন।
সংসারের মায়ামোহ করিয়াছি বিসর্জ্জন॥
ত্যজেছি স্নেহের আশা, ত্যজিয়াছি ভালবাসা,
ত্যজিয়াছি ত্যজিয়াছি সবই হে গহন বন।
পিতা মাতা ত্যজি মম, ত্যজি শিশু প্রিয়তম,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন রত্ন পরিজন;
ত্যজি মোর ঘর দ্বার, প্রাণপত্নী প্রেমাধার,
—কেন আঁখি—কেন আঁখি কর অশ্রুবরিষণ;
শান্তির—সত্যের তরে আসিয়াছি তব দ্বারে,
উর্দ্ধারিব অভিলাষ মোহভ্রান্ত নরগণ।
হে অরণ্য কৃপা করি, লও মোরে ক্রোড়ে ধরি,
যাও চলি ভূত স্মৃতি—উদাস হও না মন।
॥ ৩৩॥

প্রতাপ (স্বাধীনতা-বিদায়)

যাবে কি পারিবে যেতে—ত্যজি চির বাসস্থান?
তোমার সাধের কুঞ্জ—চির প্রিয় লীলোদ্যান।
চিরকাল উর্যাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়ে,
কাঁদিবে না হৃদয় কি ব্যথিত হবে না প্রাণ।
আজি হতে ঘর দ্বার, হ'ল আহা অন্ধকার,
গৃহের উজল আলো হ'ল আজ নিরবাণ।
তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্ব্বার,
আবার হাসিবে গৃহ—তমঃ হবে অবসান। ৩৪॥

আৰ্য্য ইতিহাস

কেন সে স্বগীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার।
সুদূর সুখের স্মৃতি কেন পুনঃ আন আর।
মানস নয়ন তায়
নিরখিলে পুনরায়,
হাসে রে হরষে কিন্তু চর্ম্মচখে অশ্রুধার।
স্বগীয় কিরণময়
সমুজ্জ্বল দৃশ্যচয়
অনিলে কি পারে দূর করিতে রে এ আঁধার।
সে আনন্দ সেই প্রীতি,
আসে সেই সুখস্মৃতি,
করিতে রে উপহাস দুখ আর্য্য অভাগার।
লয়ে যাও লয়ে যাও
সাগরে ডুবায়ে দেও,
—হা সজ্যোতি স্বাধীনতা—হা তামস কারাগার।
কেন সে স্বগীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার।
॥ ৩৫॥

চাহি না শুনিতে বীণা

চাহি না শুনিতে বীণা ও মধুর স্বরে আর।
শুনিলে ঝরে নয়নে অবিরল অশ্রুধার।
এই বীণা ধরি করে,
মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাইতেন আর্য্যগণ মোহিত হ'ত সংসার।
(ওরে বীণা)
স্মরিলে সে সব কথা
মনে যদি পাই ব্যথা,
কি কাজ জাগায়ে তবে সুখস্মৃতি পুনর্ব্বার।

(ওরে বীণা)
সে সুখের দিন হায়
ফেরে যদি পুনরায়,
বাজিও তখন বীণে ঝঙ্কারিয়ে আর বার।
(ওরে বীণা)
তখন তোমার গানে
শুনিব সানন্দ প্রাণে,
কি কাজ ধ্বনিয়া আজ এ নীরব কারাগার।
চাহি না শুনিতে বীণে ও মধুর স্বরে আর।
॥ ৩৬ ॥

ঘুমাও ঘুমাও বীণা

ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়াছে তোর।
—কেন জাগালাম আহা ভাঙিলাম ঘুমঘোর।
ছিল এক দিন যবে,
ললিত গম্ভীর রবে,
গাইতিস্ আর্য্যভূমে, সে দিন নাহি রে আর;
—আজি এ ভারতভূমে বিরাজে আঁধার ঘোর।
আর এ ভারতে আজ গাইবি কি গান রে
কেমনে ভুলিবি বীণে সেই বীরতান রে;
যবে বীণে লয়ে করে
জাগানু করুণ স্বরে,
মাতিল শ্রোতার চিত্ত সে সংগীত করে পান;
কিন্তু হায় অশ্রুবিন্দু ঝরিল নয়নে মোর;
কেন জাগালাম আহা, জাগাব না আর,
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সুখে আর বার:
যবে পড়ি পদতলে
আমি ভাসি অশ্রুজলে,
কাজ নাই কাঁদি আজ হেরিয়া ভারত আর;
জাগাব না বীণে তোরে এ নিশি না হলে ভোর।
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়াছে তোর।
॥ ৩৭ ॥

সমাপ্ত

আর্য্যগাথা (২য়)

কুহু

উৎসর্গ

১

এসেছ তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছ তুমি
শুধু উজলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর;
কোন সূর্য্যালোক হতে এসে'ছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

কেন যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি?
মর্ম্মরপ্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু;—সে কি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উদ্ভাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী"-বয়ানে?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময়কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে।
আসনি আজি সে বেশ পরি;—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে;—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

৪

আরো;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,—
কিরূপ সে যেন উদাসীন,
চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে;
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।—
কিন্তু আজি যৌবন সোদ্যম;
প্রভাতশিশির
সম স্নিগ্ধ; বীণাধ্বনি সম
স্বর্গীয়; বিশ্বাস সম স্থির;
গাঢ়, নীল আকাশের মত;—
সে দৃঢ়নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত।

৫

ছিলে বা তখন
পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল;
ছিলে বা তখন
প্রাতঃস্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল;
ছিলে নক্ষত্রের সম অর্দ্ধ রজনীর—
শান্ত, দিব্য, স্থির;—
কিন্তু দূরস্থায়ী।
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

৬

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য; নৈশ-নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ
একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত;
হইত আশ্চর্য্য তাহা।
কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুরসংগীতও
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

আর্য্যগাথা

[খট্—ঢিমে তেতালা]

১

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে
এসেছি আজ তোদের কাছে,
হৃদয়ভরা গান লয়ে আজ—
এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ গানগুলি তোদের দিব,
আর কিছু করি নে আশা,
কেবল তোদের প্রাণের হাসি—
কেবল তোদের ভালবাসা।

২

নাহিক আর বিরস হৃদয়,
নাহিক আর অশ্রুরাশি;
হৃদয়ে জড়ায় রে প্রেম,
হৃদয়ে গড়ায় হাসি;
ভাঙ্গা ঘরের শূন্য ভিতে
শুনবি নে আর দীর্ঘশ্বাসে,
কি দুখেতে কাঁদবে সে জন
প্রাণ ভ'রে যে ভালবাসে।

৩

আজ যেন রে প্রাণের মতন
কাহারে বেসেছি ভালো;
উঠেছে আজ মলয় বাতাস,
ফুটেছে আজ মধুর আলো।

[ধানেশ্রী—মধ্যমান]

১

জানিস্ ত তোরা বল্
কোথা সে কোথা সে,
এ জগৎ মাঝে আমারে যে
প্রাণের মতন ভালবাসে।
হৃদয়ের ঘর আলো করি,
স্বপনের মালা পরি,
মাঝে মাঝে গানের মত
প্রাণের কাছে ভেসে আসে।

২

কে সে—আসে রে হৃদয়ে মম—
স্বপনে পরীর সম,
প্রেমের সুরভির মতন মলয় বাতাসে;
মাঝে মাঝে প্রাণে এসে
কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় গো মিশে
চাঁদের কোণে, ফুলের পাশে।

[কীর্ত্তন]

১

ছিল বসি' সে কুসুমকাননে;
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে,)
ছিল, ললাটে দিব্য আলোক,
শান্তি, অতুল গরিমা ভাসি;
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

২

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো,)
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—
হাসি, হরষ, আশা;
সেথা ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।—

৩

তার সরল সুঠাম দেহ
(প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো,)
যেন যা কিছু কোমল, ললিত,
তা দিয়ে রচিয়াছে তাহে কেহ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ, সরম, স্নেহ।

৪

যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে,)
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি
সম্মিলিত, সমতান
যেন সজীব—সুরভি, মধুর মলয়,
কোকিলকূজিত গান।

৫

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো;)
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী,
অমনি অধীর প্রাণে;
সে—গেল কি দিয়া, কি নিয়া,
বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে, কে জানে।

[পূরবী—একতালা]

১

আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।
মধুর মিলনে আজ মিলি দুজনে—আয়।
আয় লো ফুলফুল্ল নিকুঞ্জবনে,—
ধ্বনিত কানন পিকগণে
চুম্বি চুম্বি কুসুম প্রাণ বহিছে প্রদোষ-বায়।
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

২

মধুর যৌবনে মধুর জীবন,
মধুর বসন্তে মধুময় বন,
মধুর মলয়স্রোতে সুরভি ভাসিয়ে যায়;—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

৩

মোদের প্রেমের পথে পাহাড় বন নাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি সাগরে আয় লো ধাই;
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি মিশিব লো নীলিমায়;—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

[বেহাগ—একতালা]

১

আয় রে প্রাণের আলো,
আয় লো হৃদয়ে মোর।
রজনীর দু নয়নে লেগেছে ঘুমের ঘোর;
অধীর হৃদয় পড়ে
মুরছি জ্যোছনাপায়;
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

২

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎ-পাশে চাঁদের অলস প্রাণ;—
আয় লো স্বপনখানি.—
যামিনী বহিয়ে যায়:—
অধরে মধুর হাসি
আয়—আয়—আয়।

৩

যেমতি ভাসিয়ে আসে নিশীথে বাঁশীর স্বর.
মেঘখানি হোতে নামে তরুণ রবির কর,
সাঁঝের তারার মত,
বসন্তে মলয় প্রায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

[গৌরী—কাওয়ালি]

১

বসি শ্যাম উপবনে,
শত ফুল্ল ফুল সনে,
শুনি নদীকুলুস্বরে শুনি সান্ধ্য সমীরণে;
শূন্য পানে চেয়ে থাকি,—
আকাশেতে উড়ে পাখী,—
আকাশেতে ভাসে মেঘ সোনার কিরণে:
একা একা ব'সে তাই হেরি লো আপন মনে।

২

কে দাঁড়ালে কাছে এসে কুসুমের রাণী,
কে দাঁড়ালে ভেসে এসে স্বর্ণমেঘখানি,
কে কথা কহিলে কাণে,
কে চাহিলে মোর পানে,
চাহিয়ে কাহার মুখে স্তব্ধ হয়ে রই;—
প্রেমের প্রতিমা কাছে, আর আমি একা নই।

[ভৈরবী—আড়া]

১

ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হ'ল ভোর;
ঢুলে পড়ে তারাগুলি চখে ঘুমঘোর।

শোন্ লো বকুল কাণে
গোপনে কি কহে বায়ু,
কি কহে কমলে ভৃঙ্গ তার মনোচোর.
ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

২

যায় লো আকাশ দিয়া
পাপিয়া ঝঙ্কারি ওই—
নীরব কেন ও কণ্ঠ বিহগিনি মোর
ওঠ্ লো ওঠ্ লো. দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

৩

অরুণপরশে জাগে
ফুলকুল দেখ্ ওই—
কেন লো মুদিত রবে কমল-আঁখি তোর
ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

[কীর্ত্তন]

১

চাহি, অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই.
অবাক্ হইয়ে থাকি।

ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন
রহি লো তোমারি কাছে;
ওই মুখ পানে চাই; ও মুখকমলে
জানি না কি মধু আছে।

২

আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি;
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে,
নিরখি তোমার হাসি;

সখি তোমারি কারণে দুখময় ধরা
সুখভরা সম দেখি;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

[বাউলের সুর]

১

ও কি কাব্যমাখা সে আঁখি দুটি, হায়!
তারে কে এ'কেছে পদ্মপত্রে প্রেম-তুলিকায়।
জানি না কত আশা,
জানি না কি পিপাসা,
ভেসে তার ভাসা ভাসা আঁখি দিয়ে যায়
ওরে, কত জ্ঞান, কত শক্তি,
কত, স্নেহ দয়া অনুরক্তি,
কত ঘৃণা, কত ভক্তি প্রকাশে গো তায়

২

এই দুখে ছল ছল,
এই সুখে ঢল ঢল,
এই স্থির এই চঞ্চল, চপলাপ্রভায়,
এই, লাজভাবে ঢলে পড়ে,
এই, নিজ মনে স্বপ্ন গড়ে,
এই সে রোষভরে, মানভরে চায়।

৩

কত যে বিরহব্যথা,
কত যে মিলনকথা,
নিরাশার কাতরতা, মাখান তথায়;
লেখা—শকুন্তলার প্রেমের গান,
সীতার ধর্ম্ম, রাধার অভিমান,
সতী সাবিত্রীর প্রাণ, বীণার ভাষায়।

[জয়জয়ন্তী—একতালা]

১

(মোর) হৃদয়ের আলো
তুই রে সতত থাকিস্ হৃদয়ে ভাসি রে,
(মোর) বিরাগে বাসনা,
ব্যথায় বিস্মৃতি; অশ্রুতে উজল হাসি রে,
লোকালয় বন, বিহনে লো তোর;
গৃহে আমি রে উদাসী;
তোরে সাথে লয়ে সংসার ছাড়িয়ে
বনে আমি গৃহবাসী রে।

২

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার,
আমার কুটীর-রাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নির্ঝর,
আশার প্রতিমাখানি;
মলয়ের মত কি মধু ঢালিয়ে
দিস্ রে পরাণে আসি;
কোথা চলে যাস্ উদাস করিয়ে
কাড়ি কি রতনরাশি রে।

৩

দিনু তোরে প্রাণ, দিনু তোরে মন,
নে' রে যাহা কিছু চাস্ নে';—
কুটীর আমার আঁধার করিয়ে
শুধু কোথা চলে যাস্ নে।
পরিহাস সখী, সচিব আমার,
গুরু, শিষ্যা, প্রভু, দাসী;
সকলি আমার;—তুই এ প্রাণের
সব আশা অভিলাষই রে।

[ছায়ানট—ঝাঁপতাল]

১

কেন লো পরাণ মম সদা তোমারেই চায়।
সিন্ধু পানে নদী সম তোর পানে সদা ধায়

তোমাতে মগন হয়ে
তোমা পানে চেয়ে আছে,
দূরে বা নিকটে রহি রহি লো তোমারি কাছে।

২

আলোকি হৃদয়ে ভাসি সতত থাক লো তুমি;
স্বপনে হেরি ও হাসি স্বপনে ও মুখ চুমি।
কি বিরলে, কোলাহলে,
শুনি তব প্রিয় স্বরে;
যখন তখন হৃদে আস তুমি চুরি ক'রে।

[বাহার—ঝাঁপতাল]

দিয়াছি হৃদয় তবু পূরে না কি আশা?
সাগর সমান প্রেমে মিটে না পিয়াসা,
বিঁধে বা এ ফুলহার, চরণে তোমার
নন্দনকুসুম যার কাছে কি ছার,
ঢেলেছি চরণে প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা,
(মোর) হৃদি সুখ, দুখ, বুকভরা ভালবাসা।

[বসন্তবাহার—আড়া]

আমার প্রাণ কি আমার আছে
দিব তোমায় নূতন ক'রে।
যা ছিল এ প্রাণেতে মোর
সবই দিয়া দিছি তোরে।

তোমারি নিঠুর প্রাণে
চাও না তাহারি পানে,
দেখবে তারে পায়ের কাছে
বারেক চাহিলে পরে।

[কেদারা—মধ্যমান]

১

চেও না, চেও না হেন নিঠুর নয়ানে।
চেও না বিরাগে মাখি,
হিম আঁখি তুলি মোর পানে।

অভিমান ভরে চাহ, ভর্ৎস মোরে,
বুঝিব শুধু এ প্রেম লুকান রে,
বিঁধো না ও উদাসীন, রোষহীন চাহনি পরাণে।

২

ভানুমুখ'পরে ঢাকে মেঘ আসি,
হাসে ভানু পুনঃ সে পুরাণ হাসি,—
ঘৃণার তুহিন দিয়ে,
সে ত প্রিয়ে, ঢাকে না বয়ানে।

[দেওকিরী—সুর ফাঁক]

দু দিনের হাসিটুকু আর
রোষ দিয়ে করো না আঁধার,—
বসন্ত রয় না চিরদিন,
—ক্ষীণ অবসর হাসিবার।
না জানি কখন হায় স্বপন মিলায়ে যায়;—
এস আজ যত পারি হাসি;
না জানি বা কাল ফুটি রবে কি না ফুল দুটি;
আজ যত পারি ভালবাসি।

[দেশ—ঝাঁপতাল]

তোমারি আমি সুখে, দুখে,
বিপদে, কি সম্পদে
তোমারি আমি গৃহে, প্রবাসে।
তুমি মোর মিলনে জ্ঞান, প্রাণ;
তুমি বিরহে
ধ্যান মোরি স্মরণে।
তোমারি সুখ মোরি সুখ,
তোমারি দুখ দুখ মে,
সঁপিছি সব প্রেম, পুণ্য ও প্রীতি,
তোমারি ও চরণে।
তুমি পূজা ভকতি মে,
তুমি দেবী, তুমি রাণী,
সিদ্ধি মে তোমারি প্রসাদবাণী—
দেখিব শুধু—হাসি মুখে,
রাখিব শুধু সুখে হে,
সাধনা মোরি এই, করম মোরি জীবনে,
ধরম মোরি মরণে।

[আশোয়ারি—একতালা]

১

কি দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি,
কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে?
কঠিন হীরা হেম রজতে
সাজায়ে পুরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত কনক কিরণে
অতুল উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলি ঘন হ'তে পাড়ি
গাথি হার গলে দি' পরায়ে।

২

জলধিনীলে অঞ্জন করি দি'
ও আঁখি অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারাহীরাভাতি
চারু কর্ণে দুল দি' দুলায়ে;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত
কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কূজন-গঠিত নূপুর
চুম্বি যুগল চরণে বাজিবে।

৩

মেখলা দিব ভানুলেখা আনি
নবঘনস্নেহে সিনায়ে;
দিব রে বসন সান্ধ্য মেঘে
রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলক্তক
কবির গীত ভকতিরাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ
কিশোরপ্রেমস্বপনহাসি।

[শঙ্করা—ঝাঁপতাল]

১

অলক্ষিতে রূপে তোর খেলে আলো জ্যোৎস্নার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
তুই যবে ব'স পাশে ধরণী কেমন হাসে;
চলি যাস অমনি সে দুখে মলিন, আঁধার।

২

এ রহস্য গূঢ়তর;—যায় যদি শশিকর,
যায় না মলয়গাথা, যায় না ক কুহুস্বর;
বিহনে লো তোর, প্রাণ হারায় মলয়, গান;
ফুলের সুরভি ঝরে, যায় মধু রে সুধার।

[সোহিনী—পোস্তা]

সব চেয়ে মুখে তোর কি প্রকৃতি হাসে?
হাসে মুখ দিয়া তোর
সব চেয়ে অথবা সে?
সব চেয়ে ও বরণে খেলে রবিকর;
সব চেয়ে তোরই কেশে নবঘন পরকাশে;
সব চেয়ে তোরই ভাষে ভাষে' কুহুস্বর,
সব চেয়ে নীলাকাশ
তোরই আঁখিনীলে ভাসে।
সব চেয়ে গণ্ডে তোরই কুসুম ঘুমায়,
সব চেয়ে মধু' তোর পরশে শিহরি আসে;
কেন ইন্দ্রধনু আসি ধরে তোরি পায়,
জ্যোৎস্না ধরিয়া হাতে শুধু তোরে ভালবাসে?

[আলেয়া—আড়া]

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে।
—না জানি কেন এত সুধা মলয়বাতাসে,
কেন, ফুলভরা বসুন্ধরা এত হাসি হাসে;
প্রেমের কথা মলয় সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভরে কারে ভালবাসে।

[গৌরসারঙ্গ—মধ্যমান]

কি জানি কোয়েলা কেন এত মধুর বোলে;
যেন প্রকৃতির প্রাণ হ'তে এ গান উথলে;
অথবা এ প্রতিধ্বনি এ প্রাণেরি গানেরি, যা
মুরছি পড়িছে সদা প্রিয়া-পদতলে।

[কালিংগড়া—খেমটা]

কেন তুই সুধাকর এত হাসি হাসিস্?
নিতি নিশি ফুলবনে কার কাছে আসিস্?

কোন্‌ সুখে তুই ভোর,
কে দেখিছে হাসি তোর,
কার পানে চেয়ে চেয়ে এত সুখে ভাসিস্‌?
বুঝেছি কেন ও হাসি,
—আমিও যে ভালবাসি,
বুঝেছি নবীন প্রাণে কারে ভালবাসিস্‌।

[সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালি]

১

শোন্‌ রে—শোন্‌ রে ঐ করুণ বাজে বাঁশি;
সে কেন রুক্ষ কেশে
মলিন বেশে,
কাঁদে মোদের কাছে আসি?

২

লয়ে তার প্রাণের কথা,
প্রাণের ব্যথা,
গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে;
কভু বা মনের দুখে,
অধোমুখে,
ভাসে নীরব অশ্রুধারে।

৩

সে যে মোর প্রাণের পাশে
ভেসে আসে
কি যেন তার বুকে লয়ে;
দেখে তায় ফুটে ফুটে
কেঁদে উঠে—
আকুল প্রাণে অধীর হ'য়ে।

৪

জানি না, কি শেল বিঁধে
বাঁশীর হৃদে,
ভেঙেগছে কি সুখের আশা,
যারে সে ভালবাসে,
বুঝি বা সে—
ফিরে দেখেনি ভালবাসা।

[মেঘমল্লার—একতালা]

১

এ কি ভীম শোভা
নিরখি মনোহরা রে;
নব নীল নীরদ ছাইল
নীল ছায় শ্যাম ধরারে।
ঘনস্নিগ্ধ পবন উছলে,
উথলে সিন্ধু, চমকে চপলা,
(শোভে) বসুধা ছবি সম,
সুমধুর কালো রূপে ভরা রে।

২

যায় অযুতবির্টপিপ্রহত
গীত অপার্থিব উচ্ছ্বাসি রে;
কল্লোলে জলরাশি,
মেঘমন্দ্রে মুরজভাষী রে,
সহসা দশ দিক্‌ গম্ভীর
মধুরস্বরমুখরা রে।

৩

(এ) মধুর আধ অন্ধকারে
আ'রে সখি হৃদিসন্নিধ এ;
দুরদিন শুধু বাঁধে দৃঢ়তর
প্রকৃত যুগলপ্রণয়িহৃদয়ে;
গরজুক ঘন, পবন ঈর্ষী;,
হাসি হেরিব মোরা রে।

[বসন্ত—একতালা]

বহিতেছিল সুমৃদুল মলয়;—
চেয়ে ছিল চাঁদ, সে তোরই লাগি;
আয়াসে খুলিয়ে ঘুমন্ত নয়ন
কুসুমের কুল ছিল লো জাগি।
এলি না দেখিয়ে শশী মোর চেয়ে
হতাশ, পশ্চিমে পড়িল ঢলি,
ঘুমায়ে পড়িল চেয়ে চেয়ে ফুল,
মলয়ও ফিরিয়ে গেল লো চলি।

[বেলাবেলী—রূপক]

১

পুণ্য মূরতি; প্রেম দেবতা;
নীতা মরতে ত্রিদিববারতা;
নিতি ঘরে সীতা,
সতী অভিনীতা;
নিতি ঘরে গীতা পুরাণের কথা।

২

কেন পূজ ভাই শত দেবী গড়ি,
যবে ঘরে ঘরে প্রকৃত ঈশ্বরী;
পূজ তারে গিয়া
প্রাণ মন দিয়া,
ঘুচিবে পশুতা, ভীরুতা, নীচতা।

৩

দেখ নি স্বরগ কিম্বা অবিশ্বাসী?
—মুছ সতী-অশ্রু, দেখ তার হাসি;
চাহ কি ধরম,
নীতি উচ্চতম?
—ঘুচাও ব্যথীর ব্যথা, মলিনতা।

[কুকব—ঝাঁপতাল]

যে আমারে বাসে ভাল
ছাড়িয়ে সংসার,
সে নহে প্রণয়বশ
প্রণয় বশ তার;
ধন মাত্র দানের প্রণয় তারি প্রাণের,
দিতে পারে সে যারে
তারে সম রবিকিরণধার।
প্রেম ধরম তার,
আমি শুধু সে প্রেমাধার,
আমি শুধু প্রতিমাখানি
তার প্রিয় দেবতার।

[পরজ—ধামার]

১

আমারি তরে মলিন যার মুখ;
আমারি তরে জাগে যাহারি হাসি;
আমারি লাগি পাষাণে বাঁধি বুক,
নীরবে সহে যাতনা রাশি রাশি;
আমারি ছবি নয়নে যার ভাসে;
আমারি কথা জাগে হৃদয়পাশে;
জগত ছাড়ি আমারে ভালবাসে;
—শুধাও, কেন তাহারে ভালবাসি?

২

অকুণ্ঠিত যে জীবন, মন দেহ—
বিভব তার করিতে সবে দান;
তারে যে হেলে হৃদয় তার হেয়,
তারে না পূজে পাষাণ তার প্রাণ;
পারিতাম ত সেই প্রতিমাখানি-
পায়ে' দিতাম দেবের প্রীতি আনি,
করিয়ে তায় অমরসুখরাণী,
দিতাম বাঁধি ধরারে তার দাসী।

[সারঙ্গ—কাওয়ালী]

নিতি নব মুখ তারি যখনই নিহারি রে,
নিতি প্রাণ জাগে
তারি অনুরাগে;
অতৃপ্ত পিয়াসভরা আনন পিয়ারি রে।

[মুলতানী—একতালা]

১

তোর, কি মোহ কুহক এ খেলাস্
পলকে নয়নে বিজলি হাসি;
রাখিস্ কোন্ মায়াবলে,
অধরযুগলে লুকায়ে অমিয়রাশি।
তুই দিস্ মায়াময়ি, বিরাগিণী রহি
দিনকে করিয়ে রাতি;
পুনঃ হাসিরাশি দিয়ে, আঁধার দলিয়ে,
আনিস্ অরুণভাতি।

২

তুই এ হৃদয়ে জাগি, র'স্‌
দূরে থাকি; নিকটে রহিয়া দূরে;
সদা খেলিস্‌ চাতুরীময়
লুকাচুরী হৃদয়ের অন্তঃপুরে।
তুই করিস্‌ দিবায় গতিহীন প্রায়,
যখন বিরহী আমি;
তোর মিলন হরষে, করিস্‌ বরষে
পল সম দ্রুতগামী।

৩

তোর করস্পর্শে চিনি মলয় কাহিনী,
ভাষায় কূজনরাশি;
তোর নিঃশ্বাসের কাছে কত শুয়ে আছে
মন্দারসুরভি আসি;
হেরি বসিয়ে একেলা, তোর মায়াখেলা;
অবুঝ সমান সব এ;
মানি প্রেমের পাশায়, নিতি তোর পায়
সুমধুর পরাভবে।

[কীর্ত্তন]

১

সে কে? এ জগতে কেহ আছে,
অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ;
সে কে? অধীন হইয়ে, তবু
রহে যে আমার প্রভু;
প্রভু হ'য়ে আমি যার দাস;

২

সে কে? দূর হ'তে দূরাত্মীয়,
প্রিয়তম হ'তে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন;
সে কে?—লতা হ'তে ক্ষীণ তারে
বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,

৩

সে কে? দুর্ব্বলতা যার বল;
মর্ম্মভেদী অশ্রুজল;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার;
সে কে? যার পরিতোষ,
মম সফল জনম সম;
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার;

৪

সে কে?—হ'লেও কঠিনচিত
শিশু সম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নু'য়ে;
সে কে? বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার;
অপমান নাই
শত বার পাদুখানি ছুঁয়ে;

৫

সে কে?—মধুর দাসত্ব যার,
লীলাময় কারাগার,
শৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বাজে;
সে কে?—হৃদয় খুঁজিতে গিয়া,
নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদিপ্রহেলিকামাঝে।

[হাম্বীর—একতালা]

১

তোমায় রাখিব নয়নে নয়নে,
পলকে হারাই যেন রে সদাই
মনে হয় যেই ধনে।
স্বর্ণের সমান কৃপণ মতন, এ
রাখিব তুলিয়া অতুল রতনে,
মরমমরমে বাঁধিয়া যতনে।

২

প্রাণের অধিক! দিব না ত ছাড়ি
সর্ব্বস্বে আমার কে লইবে কাড়ি?
যে ল'বে,—নিঠুর—লইবে উপাড়ি
এ হৃদয় তারি সনে।

৩

প্রেমের নিগড়ে বাঁধিব চরণ;
দেখিব এ ধন কে করে হরণ;
ভুলি হাসি ভাল বাসিবে মরণ,
কি ছার অপর জনে।

[ভৈরবী—কাওয়ালী]

একা রেখে যেতেছি না তোরে,
যেতেছি রাখিয়ে অর্দ্ধ মোরে;
রাখি উষানবপ্রাণ; সান্ধ্য উপকথা গান;
নৈশ শান্তি বধু;
শরতের প্রিয় হাসি, বরিষার স্নেহরাশি,
মলয়ের মধু।

[যোগিঞা—একতালা]

১

তুই, বাঁধিয়ে, কি দিয়ে, রেখেছিস্ হৃদি এ
(আমি) পারি না যে যে'তে ছাড়ায়ে;
এ কি, বিচিত্র, নিগূঢ়, নিগড় মধুর;
(কি) প্রিয়বাঞ্ছিত কারা এ?
এ যে চলে' যেতে বাধে চরণে;
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে;
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

২

এ কি অদৃশ্যেও মোরে তোর বাহুপাশ
(আছে), মধুর ভীতিতে জড়ায়ে?
তোর ক্ষমা, প্রীতি, পুণ্য, নির্ভর, বিশ্বাস,
(তোর) প্রাণ অনুনয়ভরা এ;
এ কি তোর জীবনের কাহিনী
—তোর কথা, হাসি, তোর চাহনি,
তোর রোষ, অভিমান, তুহিন সমান
বিগলিত অশ্রুধারায় এ?

[খট্—মধ্যমান]

১

বিদায়-চুম্বন দেও লো যামিনী পোহায়,
তরুণ অরুণ-আভা লেগেছে মেঘের গায়;
—বিদায়।
দেখ জাগি সারা নিশি ক্লান্ত অবশ শশী,
নিমীলিত তারাকুল ঢুলে পড়ে নীলিমায়;
—বিদায়।

২

সখি রে কঠিন নয় হৃদয় আমার,
সখি রে কঠিন বড় বিধি বিধাতার;
না উঠিতে সুখগান রোদনেতে অবসান,
ফুটন্ত মিলন হাসি বিরহে মিলায়ে যায়;
—বিদায়

[ভীমপলাশী—একতালা]

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে খালি বুকে;
কেমনে রহিবে প্রাণ না হেরে ও হাসি মুখে।
নরক আঁধার ভাল,
যদি থাকে ক'রে আলো ও মুখখানি রে;
তোমায় ছেড়ে স্বর্গে গেলেও রব না ক সুখে
বিলাসে, নন্দনবনে,
যখন পড়িবে মনে ও মুখখানি রে,
সঙ্গীতও নীরস হবে, স্বর্গও আঁধারিবে দুখে;
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে
আমার খালি বুকে।

[বাগেশ্রী—আড়া]

মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর,
মধুমাখা, হাসিমাখা, স্বপনে বিভোর।

একই সে মুখ প্রিয়
আলো করি রহে গৃহ;
সে মুখ বিহনে শূন্য ঘরখানি মোর;
মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর।

[ঝিঁঝিট—আড়া]

১

আজ তোরই কাছে ভেসে যায় লো
হৃদয় আমার;
আজ সহসা ঝরিল চ'খে কেন
বারিধার;
কত গান, হাসি দিয়া,
তারা ফুল শশী দিয়া।
অশ্রুতে উজলি আসে স্মৃতি লো তোমার;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার।

২

হেরিলে আনন তব উথলে হৃদয় মম
পূর্ণিমা-হসিত-চন্দ্র-চুমিত-সাগর সম;
আজ না হেরে আনন তোর
উথলে এ প্রাণ মোর
অমানিশি উথলিত সম পারাবার;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার।

[ইমনকল্যাণ—আড়া]

১

এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা;
সেই সে চাঁদের আলো ঢেউ সনে করে খেলা।
মনে কি পড়ে গো, মোরা হৃদয়ে হৃদয়লীন,
হেরিয়াছি এই শোভা কত রাতি কত দিন;—
আয় লো হৃদয়-রাণী, প্রেমের স্বপনখানি,
একবার—একবার ধরি হৃদে
জুড়াই প্রাণের জ্বালা।
এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা।

২

সেই সে মাধুরী মেলা তেমনি ছড়ায়ে আছে,
শুধু রে মাধুরী প্রাণ তুই লো নাহিক কাছে;
এ শোভা যা আছে ঘেরে,
আয় লো জাগায়ে দে রে;—
একবার—একবার ধরি হৃদে
আয় নেমে সুরবালা।
এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা।

[হিন্দোল—চৌতাল]

শত-ফুল-ফুল্ল উপবন মনহারী;—
মৃদুল মৃদুল মধুময় মলয়বাহী;—
কুজে মৃদু কোয়েলিয়া; হাসিভরা ধরণী;—
কিন্তু সবে পিয়া বিনা কি যেন নাহি।

[বাহার—আড়া]

আজি গাইব কি গান,
উদায়স চিত মোর অবশ পরাণ।
আজি কভু সে মুখ
আসে রে মলিন,
বিরহগীত সম স্মরণে আমারি;
—গাইতে চাহে রে চিত বরিখে নয়ান।

[বিহগড়া—মধ্যমান]

১

কত ভালবাসি,
বুঝি রে, বুঝি রে শুধু বিরহে।
কত যে লুকায়ে, সুখ ও আনন ভরি
রেখেছিস্ প্রাণেশ্বরি;
বুঝি না যবে সে নিকটে রহে।

২

যখন ও প্রেমময় হাসি
আঁধারে হারাই মোর,
বুঝি কত প্রিয় কতই মধুর
হাসি মুখখানি তোর;

বুঝি রে তখন, অদৃশ্যে কি প্রেমডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে;
বুঝি রে তখন এ প্রেম-নদী
কত গভীর বহে।

[কানেড়া—কাওয়ালী]

১

হরষে বরষ পরে যখন ফিরি রে ঘরে,
সে কে রে আমারি তরে আশা করে' রহে বল;
স্বজন সুহৃদ সবে উজলনয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজল।

২

তখন কার সঙ্গোপনে, কপোলে সরম সনে
জাগে রে মরম হাসি প্রভাময়, নিরমল;
উদ্ভ্রান্ত অধর'পর কহিতে কাঁপে রে স্বর,
চলিতে কার পায়ে সদা বাধে,
—কে গতিবিহ্বল।

৩

ঘোমটা ভিতরে থেকে
কত যে লুকায়ে দেখে,
কাছ দিয়া যায় সে কে সদা করি নানা ছল;
বিরলে কার বাহু দুটি,
গলে মোর জড়ায় উঠি,
অধরে হৃদয় ফুটি কার কথা কহে বল।

৪

রাখিয়া আসিলে চলে',
আঁখি কার ভাসে জলে,
সব চেয়ে কার প্রাণ দহে রে বিরহে বল।—
সে রে সেই জন,
ঘরে যাই রে যাহারি তরে,
যাহার কিরণে হাসে জীবনের অশ্রুজল।

[আড়ানা—যৎ]

১

আমি আস্‌চি—আস্‌চি—আস্‌চি—প্রিয়ে;
আবার তোর বাহুবাঁধে—আস্‌চি ফিরিয়ে।
ব্যাকুল, বিভ্রমগতি,
মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি,—
দৌড়িয়ে দাঁড়া এসে—
দেখ্ জানালা দিয়ে,—আমি আস্‌চি—

২

নিয়ে,—মোর বাহুহার দিতে গলে তোর জড়ায়ে,
চুম্বনের রাশি দিতে অধরে তোর ছড়ায়ে,
কত, নীরব চাহনি কথা, হৃদয়মিলন ব্যথা,
(কত) কুহুময় রাতি দিন
তোর লাগি নিয়ে, আমি আস্‌চি—

৩

—বিহগ, কি সমীরণ—যা রে আগে যা, গিয়ে
বল্ তারে আমি ত্বরা আস্‌চি তার লাগিয়ে;
অতি ধীরগতি রথ, অতি বা দীরঘ পথ,—
অথবা তৃষিত প্রাণ অধীর অতি এ।
—আমি আস্‌চি।—

[সুরট—তেওট]

১

হাসো উপবন সুমধুর হাসি,
জাগ রে কুসুম কোমলতম ও নয়ন বিকাশি;—
ঢাল শশীতারা,—এ মিলনরাতি;
তোমাদের যাহা স্নিগ্ধতম ভাতি;
দেও আজি ঋণ ও দিব্য কররাশি।

২

জাগো রে বিহঙ্গ;—শিহরি কানন
তব ধীরতম বহ সমীরণ,—
গাথাময়ী নদী, যাও রে উচ্ছ্বাসি।

II

[পাহাড়ী—দাদ্‌রা]

১

আয় রে বসন্ত তোর ও
কিরণ-মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখীর
গানের পাতা গানের ফুলে।
বলে—পড়ি প্রেমফাঁদে
তারা সব হাসে কাঁদে—
আমি শুধু কুড়ই হাসি—
সুখনদীর উপকূলে।

২

জানি না ত দুখ কিসে,
চাহি না প্রেমের বিষে,
আমি বনে বেড়িয়ে বেড়াই,
নাচি গাই রে প্রাণ খুলে।

৩

নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়
উড়িয়ে দে মোর এলো চুলে।

[সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালি]

১

কেন, দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা;
কেন মানব হইয়ে চাহি পিইতে অমিয়ধারা;
অবোধ কুমুদ কাঁদে
কেন লো চুমিতে চাঁদে,
যখন তারকা শত তার প্রেমে মাতোয়ারা;
কেন দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

২

সমানে সমানে হয়
প্রণয়ের বিনিময়;
মেঘ কি বিজলি ছাড়ি ধরে হৃদে দীপজ্বালা;
রাজা কে কিসের আশে
ভিখারী দুয়ারে আসে;
জেনাকির প্রেমে কভু
নেমে কি আসে লো তারা।
কেন দুরাশা ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

[রামকেলী—কাওয়ালী]

মনে কত ভালবাসা
আঁধারে লুকায়ে আছে;
ফুটিতে পারে না ভয়ে
হিমে ঝরে যায় পাছে:
হৃদয় গোপন ক'রে
রহে নিজ মানভরে,
ভালবেসে সুখী রহে
প্রতিদান নাহি যাচে।

[খাম্বাজ—মধ্যমান]

১

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ অখিল স্বরমাঝে তারি স্বর কাণে বাজে,
ভাসে শুধু সেই মুখ স্বপনে কি জাগরণে।

২

মোহের মদিরাঘোর ভেঙেগেছে—ভেঙেগেছে মোর;
কেন রহে পিছে পড়ি পাপবাঞ্ছা পরধনে।
চ'লে যা নিঠুর স্মৃতি,—লুকায়ে যা পাপপ্রীতি—
রহ বা ভর্কাত হ'য়ে—বাসনায় পুড়িস্ নে।

[মল্লার—আড়া]

১

তোমায় ভালবাসি বলে'
বাসি না বাসি না ভাল ভাসিতে নয়নজলে;
দিবে না হৃদয় যদি, বহিবে এ প্রেমনদী
গোপনে আপন মনে আঁধারে, বিরলে।

২

এ দেহে থাকিতে প্রাণ, না ছাড়িব অভিমান
রাখিব চাপিয়ে বহ্নি বক্ষের ভিতর;
হৃদয় ফাটিতে চায়, ভেঙ্গে যাক যাতনায়,—
নীরবে পুড়িয়ে যাব আপন অনলে।

[কীর্ত্তন]

১

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে
আমি চিরদিন তারি,
চরণের রেণু ধুয়ে দিতে তার
দিব নয়নের বারি;

তারে দেবতা করিয়া রাখিব হৃদয়ে
সদা তার অনুরাগী;
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে,
পশিব তাহারি লাগি।

২

ভালবাসি যারে, সে না বাসে যদি
তাহে দুখ রোষ নাই রে;
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু
হবে দুজনার ঠাঁই রে;

নিরবধি কাল, হয়ত কভুও
ভুলিব সে ভালবাসা;
বিপুল জগৎ, হয়ত কোথাও
মিটিবে আমার আশা।

[মিশ্র খাম্বাজ—ঝাঁপতাল]

১

হীরা কি আঁধারে জ্বলে
হিমে ফুল কি ফোটে হায়;
ঘৃণার তুহিন পাশে প্রেম লো শুকায়ে যায়।
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা;
কুহরে কোকিল কি লো বিনা সে মলয় বায়?

২

পেলে শুধু প্রতিদান রহে লো প্রেমের প্রাণ
বিয়োগে, মিলনে সম, কি আশা কি নিরাশায়।
নিরাশা, বিয়োগ, দুখ প্রেমের মরণ নয়,
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা-অবহেলা যাতনায়।

[মিশ্র বারোঁয়া—একতালা]

প্রেম যে কি মাখা বিষে জানিতাম কি তায়!
তা হ'লে কি পান করি মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল বয়;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

[সিন্ধু—ঢিমেতেতালা]

সে কি সখি তা জানে,
যে দিবা নিশি সেই জাগে আমারি প্রাণে।—
সেই যাগ, সেই কর্ম্ম,
সেই যোগ, সেই ধর্ম্ম,
(আমি) তারি ভক্ত রহি সদা তাহারি ধ্যানে;
পুণ্য ভালবাসা তারে,
স্বর্গ ভালবাসা তার হে,
তাও ভাবি কভু কি লো আমারে সে মনে আনে।

[সাহানা—ঝাঁপতাল]

১

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

কি দৈবগুণে, কে জানে,
তারি পায়ে বাঁধা প্রাণ এ;
দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন আশে;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

২

ফিরে কি লো যায় উল্কা ধরণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী;
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাঁধা কারো
আদেশ কি অভিলাষে;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

[[illegible]—মধ্যমান]

জাগে মহী চাহি' তা'র ভানু পানে;
জাগে ফুলহাসি ধীরে ধীরে কোয়েলিয়া গানে।
প্রিয়া ঘরে নাহি নাহি রে, কা'র পানে চাহি—
কার স্বরে জাগিবে—বিরহী প্রাণ এ।

[সিন্ধুকাফী—ঠুংরি]

জান কি কঠিন তু'য়া লাগি
হেথা, কেহ অতি দীন
রহে—নিশি নিশি আঁখি-নীরে জাগি— ।
সুখী রহ ভুলে রহি', সুখে সহি;—
শুধু কভু মনে করে, এ বিরহী—
জানায়ে সে সুখ করো ত্যর ভাগী।

[হেমখেম—আড়া]

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি, কাঁদুক মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনা হীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি' তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ।
বুঝিব পুরুষ কত জানে কঠোরতা ছল,
হৃদয়পাষাণে লাগি' ভাঙিবে সে অসিবল;
নিদয়ে অশ্রুর ভাষা ত্বরা নাহি হয় বোধ;—
নির্ম্মম, গরব ঘৃণা—শুধু তার প্রতিশোধ।

[সফর্দ্দা—আড়াকাওয়ালী]

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
আগে গিয়ে মন তার চরণে লুটায়।
থাকিবে কি রোষ, মান;
থাকে না রোষের ভাণ—
তাহার দরশে সব আপন হারায়।

[কামোদ—ঝাঁপতাল]

কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা—
সে বিনে নিজকরে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে' বারে যে তারে গ্যাছে
এ প্রাণে ঘিরি সে বিনে।
মলয়মধু রে মধুর অধরে,
কুহু স্বর—অচেনা পথিক সম আসি' যায়;
হাসে কি আকাশ, ঘন ঘন যবে ছায় তারে:
বিফলে সুরয চন্দ্র তারা ভায় তায় রে।

[ইমনকল্যাণ—পঞ্চমসোয়ারি]

কত ভাল বাসি তায়—বলা হ'ল না,—
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না—
—হৃদয়ে বহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর;
প্রাণের কথা প্রাণে রৈল—বলা হ'ল না।
কত হাত ধ'রে সে মোরে সাধিল,
যেন মোর কাছে কত অপরাধী লো;—
—যদি ফুটিল না মুখ, কেন ভাঙ্গিলি না বুক
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হ'ল না।

[সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালি]

কি ঘোরে মোর এ ঢুলিছে নয়ন।
নিরখি জগত—এক প্রেমের স্বপন।
হেরি জগত শুষ্কতা শোভাপ্লাবন সমান,
শুনি জগতের কোলাহল মধুময় গান;
হেরি নীলাম্বর, ঘননীলতর,
ঢুলে মদিরাবিভোরতর বিধুর কিরণ।
জ্বলে, ঋষিবর ভানু;—তার প্রাণ সুমহান্
করে জগতের হিত তরে অকাতরে দান—
জ্বলে কোটী তারা প্রেমে আত্মহারা,
যায় হইয়ে আকাশ এক কাব্যের ভবন।

আসি গড়ায়ে পড়িছে বুকে পৃথিবীর প্রাণ;
আসি কাঁদিছে চরণ ধরি' রোষ অভিমান;
ঘৃণা দুখ ভয়ে দূরে চেয়ে রহে,
দেখি আপনি বিহ্বল ভালবাসিছে মরণ।
আহা কি মোহমদিরা মোরে করায়েছ পান,
যাহে অবশ অলস মম শিথিল পরাণ।
যেন ভেসে চলি ঢেউ অঙ্গে ঢলি,—
প্রাণ আধ জাগরিত—আধ মোহে অচেতন।

[খাম্বাজ—কাওয়ালি]

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে ননীর ছবি,
আয় রে নিশার সোণার চাঁদ আয় রে
উষার রবি;—
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস্ বনের পাখী,—
যাস্ নে ওরে, আয় রে তোরে বুকে ক'রে
রাখি।

উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্ রে চ'লে,
পাষাণ ভাঙ্গা নির্ঝরিণী—ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে;—
ঘাড়ের কাছে সোণার বরণ
চুলগুলি তোর দোলে;
—যাস্ রে কোথা—আয় রে যাদু,
ঘুমা আমার কোলে।

তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিস্ না ক কাছে,
ভাবিস্ কি রে অশ্রুনীরে
ভিজে যাস্ রে পাছে?
না যাদু তোর, হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর চাঁদের আলো এ আঁধার পুরে।

তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু ঝরে,—
আমার স্বভাব কেঁদে ফেলি রে
হাসতে হৃদয় ভরে'—
চোখের নীচে হাসিস্ শিশু
জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।

ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যেবেলা আসিস্ আমার বুকে:
এমনি করে' পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোণা আমার, মাণিক আমার,
যাদু আমার ঘুমো।

[কাফী—একতালা]

দেখ্ রে কেমন খেলা করে
আমার প্রাণের শিশুগুলি,
তোরা শুনলি নে ত প্রতিবেশী
তাদের মধুর বুলি।
তারা, বেড়ায় মাঠে ছুটে ছুটে,
যেথা কত কুসুম ফুটে,—
দৌড়য়, নাচে, পড়ে, উঠে, চলে হেলি' দুলি'।
তারা, একটি কাঠির তরে, এখনি কলহ করে,
এখনই গলাটি ধরে' করে কোলাকুলি।
তারা যখন আমার কাছে আসে,
মা বলিয়ে মধুর ভাষে
গলাটি জড়িয়ে হাসে—শোকতাপ ভুলি।

[পিলু—যৎ]

একি রে তার ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখবে বলবে "ওমা এনে দে ওমা দে।"
'নেবো নেবো' সদাই কি এ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে, হাসতে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,—
বলে কি না দিতে পেড়ে,—
—অসম্ভব যা—তারায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।
শুনলো কারো হবে বিয়ে,
ধরল ধুয়ো অমনি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে কর্‌ব"—কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধরল আসি—
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

[খাম্বাজ—যৎ]

কেন রে ঝরিলি আজি
প্রাণের গোলাপ তুই,
দেখ্, এখনও হাসিছে বেল,
বকুল, মালতি, জুঁই।
দেখ্, এখনও কোকিল ডাকে,
বহিছে মলয় বায়ু,
দেখ্, এখনও বসন্ত আছে,
প্রাণের গোলাপ, আয়।

আজি, মাটিতে পড়িয়ে কেন
মলিন বদন তোর,
একবার চাও রে বদন তুলে,
হৃদয়ের নিধি মোর;
ডাকি হাত দুইখানি ধরে'
ওঠ্ রে প্রাণের ফুল,
আয়, মুছায়ে দি' মুখখানি,
বেঁধে দি' তোর এলো চুল।

[ঝিঁঝিট—একতালা]

ও তা'রা কা'রা নাই;
তা'রা চলে গেছে এসে দুদিনের তরে
একা পড়ে' কাঁদি তাই।
একাকী কুটীরখানি পতিত জলার গায়,—
বাহিরে বহিতেছিল শীতের প্রখর বায়;
ভিতরে ছিল না বাতি,—গভীর আঁধার রাতি;
আইল পথিক দু'টি হেসে,
মা বলি' ডাকিল এসে;—
পরদিন খড় আনি' ছাইনু কুটীরখানি;
করিনু সুন্দর ঠাঁই—কেন বা করিনু ছাই।
করিনু সুন্দর ঘর তাহাদের তরে
চলে গেল এসে তা'রা দুদিনের পরে;—
নীরব সে নিতি নব হরষের কলরব
কলহ-নালিশ সব হায়;—
নীরব কুটীর পুনরায়;—
আবার প্রখর বায় তেমতি বহিয়ে যায়,
আবার, গভীরতর আঁধার বিজন ঠাঁই।

[কীর্ত্তন]

১

একবার
দেখে যাও দেখে যাও
কত দুখে যাপি দিবানিশি,—
তোমা বিহনে, বঁধু হে;—
তোমা বিনে তপন আভাহীন, উদাস মলয়;
তোমা বিনে শূন্য ভুবন অন্ধকারময়;
তোমা বি'নে শুষ্ক ফুলমেলা,
নীরস সাঁঝের মেঘের খেলা,
তোমা বিনে, পূর্ণ চাঁদ ম্লান মুখে চায়;
তোমা বিনে শিথিল জীবন
এক ধারে পড়ে' কাঁদে মন,
ছিন্নতার আশা বীণা করে হায় হায়;
তোমা বিনে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী হৃদয়;
তোমা বিনে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

কত সাধ করেছিনু হে—
তোমায় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি,
(মনে ছিল)
তোমায়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণ ভরি,
(মনে ছিল)
খুঁজি, জীবন-নদীর পুণ্যতম তীর
বসাইব সেথা তোমার মন্দির,
(মনে ছিল)
দিয়া ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব,
(মনে ছিল)
দিয়া পায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব,
(মনে ছিল)
তাহে উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
প্রবাহিবে শান্তিভরা গন্ধবহ
(মনে ছিল);—
মনের সাধ মনে রইল হে।

৩

বড় সাধে নিরাশ কৈলে নাথ,
বড় আশায় নিরাশ কৈলে নাথ—
প্রাণনাথ হে, বঁধু হে,
বড় সাধে—
প্রাণের সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
নিভে গেল, দীপ নিভে গেল, আশার
দীপ নিভে গেল; বিনা তৈল হে নাথ;
অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ;
একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়াছলে হব আমি রাজা তব,
উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—

বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় ল'ব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ'পরি;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব্ব মধুর—
নিভৃত মলয়কুহুময় অন্তঃপুর;
সেথা ল'ব তোমায় দিয়া পরাইয়ে বালা,
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা;
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া,
শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া;
ভাঙ্গাব বুকের তব পাষাণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—
সুখের স্বপন দেখিতেছিলাম—জাগিলাম,
শতবীণাধ্বনি শুনিতেছিলাম—জাগিলাম,
চাঁদের হাসিতে ভাসিতেছিলাম—জাগিলাম;
প্রেমের চরণে হাসিতেছিলাম—জাগিলাম;
মলয় পরশে শিহরিতেছিনু—জাগিলাম,
নন্দনকাননে বিহরিতেছিনু—জাগিলাম;
আঁধারে কেন জাগিলাম,
অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রদাহী আঁধারে
কেন জাগিলাম হে।
একবার দেখে যাও—

৬

মনে ছিল—
খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বুঝে ল'ব তৃষিত চুম্বনে;
নীরব হৃদয়ভাষা তাহে র'বে পণ,
র'বে পণ—কণ্ঠমালা বাহু আলিঙ্গন;
খেলায় তোমার যদি পরাজয় ঘটে,
বুঝে ল'ব প্রতি কড়া তোমার নিকটে;—
দিব বাঁধি করতল করতল দিয়া,
সহস্র পুষ্পের ভাষা রহিব চাহিয়া,
দেখাব জগতে আছে নিভৃত হৃদয়,
দেখাব জগত নহে শুধু বিনিময়,
তার রাজ্যে—গীতভরা ধরণী আকাশ;
—দেখাব সে রাজ্যে আমি প্রভু তুমি দাস—

৭

মনে ছিল,
সাজাব তোমারে মোর প্রেমিক সন্ন্যাসী;
সাজিব আপনি তব সন্ন্যাসিনী দাসী;—
বিহরিব কুঞ্জে কুঞ্জে তপোবন ছলে;
করিব প্রেমের তপ আমরা বিরলে;
দেখিব মিলিত বক্ষ সে কাননে বসি'—
মলয়ের উপদ্রব, শরতের শশী;
দেখিব বিজলি শ্যাম বরিষা অধরে;
দেখিব বর্ণের খেলা নিদাঘের ঘরে;
বিশ্বদুঃখ ভেদ করি চলি যাব, হাসি
ছড়াতে ছড়াতে পায়ে পুষ্প রাশি রাশি,
উথলিবে যুগ্ম বক্ষে কাকলীর ভাষা;
বুঝিব—জগৎ এক মহা ভালবাসা।

৮

কোন্ প্রাণে ভুলে আছ প্রিয় সখে—
তন্ময়জীবনারে?
এত কি কঠিন সংসারের বেড়—
ভাঙ্গিতে পার না যারে?
এত শুষ্ক কি হে পুরুষের প্রাণ
শুকাইয়ে যায় যাহে—
যা কিছু জীবনে পবিত্র, মধুর,
সুন্দর, উজল,—তা হে?

৯

সখে—রমণী পুরুষখেলনা,
প্রণয় পুরুষ খেলা,—
এখনি কত আদর,
এখনি অবহেলা—
পুরুষ রমণী-দেবতা,—
প্রণয় রমণী-'রাধনা,—
পুরুষ রমণী স্বরগ হে,—
প্রণয় রমণীসাধনা।
সখে—প্রণয় তব বিলাস হে,—
প্রণয়ই মম করম;
প্রণয়ই মম জ্ঞান;
প্রণয়ই মম ধরম;—

শিখে বালিকাহৃদি নীরবে
অস্ফুট প্রণয়ভাষা;
সে হৃদয়ে আজীবন
জ্বলে শৈশবভালবাসা।
হায়—পুরুষ প্রণয়ে হাসে রমণী
পোড়ে অনুরাগে;
পুরুষ ঘুমায় প্রণয়ে, সখে
রমণী প্রণয়ে জাগে;
প্রণয় পুরুষ প্রহর,
ক্ষণিক জ্যোৎস্না আলো;
প্রণয় রমণীজীবন,
ইহকাল, পরকাল।

১০

একবার এসে দেখ হে—
অলস চিকুর মম পৃষ্ঠবিলম্বিত
রুক্ষ উড়ে অবসাদে;
কেশ ভূষণ সব—বিমলিন নীরব
মম ঘরময় পড়ি কাঁদে;—
সীমন্তে মম সিন্দুরবিন্দু
অর্দ্ধবিমূর্চ্ছিত শয়নে;
ক্ষীণ গন্ড দিয়া মুহুর্মুহু বরষিত
বারি হীনপ্রভ নয়নে;
পাংশু অধর'পর যায় সভয়গতি
অস্ফুট কম্পিত বাণী;—
দুর্দ্দিন সখসম ত্যজত বলয় হত-
বৈভব বাহু দুখানি;—
চাহে না বহিতে পদ বিপ্লব-
অর্দ্ধ-ভগ্ন মম দেহ;—
প্রাণ চায় নিতি নিতি তেয়াগিতে
শূন্য এ হৃদয়-গেহ।

[মালকোশ—আড়া]

অধর চুম্বি মে অরুণ অধরে,
পরশি দেহ মলয় সমীরে,
আও প্রাণনাথ,
—পোহাল রাত,—
'পিয়া' বলি ডাক পিউস্বরে ধীরে।
এ ভালবাসা,
অতৃপ্ত পিয়াসা,
জীয়াও ঢালি কিরণমদিরে।

[কালাংড়া—একতালা]

একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে,
তুইও কি রে জরজর প্রেমমধুগরলে?
মধুর চাঁদনি রাতে
ডাকিস্ কি রে প্রাণনাথে;
পুড়িস্ কি প্রণয়ের বিরহের অনলে;
একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে।
গাস্ নে বিহগী আর
ভাঙিবি প্রাণ আমার,—
তোর গানে এই প্রাণে কে জানে কি উথলে।
একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে।

[ভৈরোঁ—কাওয়ালী]

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি'
মধুর সম্ভাষি'
যমুনার বাঁশি বাজে;—
ঐ কানন উছলি,
যায় যেন চলি'
'রাধে' 'রাধে' বলি আজ এ।
পড়ে ঘুমাইয়ে ওই
তারাকুল সই,
অধরে মিলায় হাসি;
নেমে, নিশিশেষে এসে
না'য় এলোকেশে
যমুনায় জ্যোৎস্নারাশি।
দেখ্ নিশি পড়ে ঢুলে
যমুনার কূলে
উছলে যমুনাবারি;—
সখি ত্বরা করে' আয়,
যাই যমুনায়
হেরিতে মুরলীধারী।
দেখ্ সমীরণ ধীরে
উঠিল জাগি রে
জাগিল পূরবে ভাতি;
শোন্ কুঞ্জে গীত উঠে,
কুঞ্জে ফুল ফুটে,
—সখি রে পোহাল রাতি।

[কীর্ত্তন]

ক'ই তবু সে ফিরে এল না এল না।—
বলে' গিয়েছিল যে সে শীত-ঋতুশেষে
রবে না সে, দূরে বিদেশে।
ঐ শিশির ত অন্ত, এল বসন্ত
মলয়ের ঢেউ'পর ভেসে,
ঐ ধরণীনাথে কুহুরবে ভাষি',
সাজি' শ্যামল বেশে,
প্রেমে ধরিল ত বক্ষে সুমধুর হাসি'
ফুলকুল পরি' এলোকেশে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।
কত রহি, সে কি জানে, চেয়ে পথ পানে
সে মুখদরশন-আশে;
বড় নিঠুর নিদয় সে, কঠিনহৃদয় সে,—
—এল না তবু মোর পাশে.
সে কি জানে না, কি জ্বলে অন্ধ অনলে
প্রেম লো বিরহিত প্রাণে;
কি শত শেল বিঁধে, বিরহিণী-হৃদে;—
সে কি রে তাও না জানে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।
সে কি জানে না, সে চরণে দিয়াছি ঢালি'
ধন, মন, হৃদয়, দেহ;
সে কি জানে না, সে মোর প্রভু, অরি, আলি,
সে মোর দেশ কি গেহ;
সে কি জানে না সে মোর কর্ম্ম. বিশ্রান্তি,
প্রেম. কলহ, অভিমান:
মোর আশা, নিরাশা, চিন্তা, শান্তি,
সুখ. দুঃখ. জীবন, প্রাণ।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।

[কীর্ত্তন]

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে;
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা
আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর
হৃদয় হৃদয়'পর হে;—
শান্ত হোক্ প্রাণ যাহে আজ
শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে।
তোমারি হারাণ বাঁশি
লুঠায় ধরণী'পর:
মলিন,—তোমারি তবু—
আদরে তুলিয়া ধর;—
পুরাণ প্রাণের বাঁশি
তেমনি ক'বে আজ বে
নাথের করে মধুর স্বরে
—বাজ্ রে বাজ্ রে।

III

[কীর্ত্তন]

কেন খুজতে যাস্ রে বিমল প্রেম
এ জগতে ভাই!
কেন মিছে খুঁজা পাবি না যা—
হেথা রে তা নাই।
হেথা শুধু রে প্রাণ-দানপ্রতিদান-
বেচাকেনা হয়;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস,
আর অভিমানময়;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ মিলন,
চাহনি, চুম্বন, ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক,
কুল, মান চায়;
এ প্রেম পূর্ণ হ'লে আশ, মিটিলে পিয়াস.
মিলাইয়ে যায়;
এ প্রেম ইন্দ্রধনুহাস. বিজলি বিকাশ,
অস্থির এমন তাই।
কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল
তারা সম স্থির;
সে সংগীত মহান্ গগনের গান,
নয় এ পৃথিবীর।
যাব দুএকটি কর—পথহারা স্বর—
মাঝে মাঝে মোরা পাই।

[বিভাস—একতালা]

কল্লোলিয়া যায় এক সঙ্গীত মহান্,
আয় বেঁধে নে' যা সঙ্গে তোদের বেসুরা প্রাণ।

এ গানে বিষাদ নাই,
এ গানে অশান্তি নাই রে;
সুগম্ভীর, স্থির, স্নিগ্ধ, অবিশ্রাম এ গান।
দ্বেষ, ঈর্ষা, বিরাগ, ব্যথা—
শুধু প্রাণের মলিনতা;
বিস্মৃতি এ মহাগীতের—ক্ষোভ অভিমান;
নিয়ে আয় প্রাণের সব ক্ষুদ্র কথা;
নিয়ে যা প্রাণ ভরি' অমরতা;
নিয়ে যা নূতন প্রাণ এ গানে করি তীর্থস্নান।

[সিন্ধু—ঢিমে তেতালা]

আজ কেন প্রাণ আকুল হয়?
প্রাণ কাঁদে কিন্তু দুখে নয়।
এ যে গীতের ভাষা ভালবাসা-
মেশা-অশ্রু, মিলন হাসিময়;
প্রিয়পরশনে, স্বর শুনে,
জাগে যেন ঘুমন্ত হৃদয়।
যেন শিশু তার পে'ল মা'র
হারা কোল,—শান্তির আলয়;
যেন নব বধূ পে'ল বঁধু,
পথহারা পথিক, আশ্রয়।
কারে মৃদুস্বরে, প্রেমভরে
ডাকিতে আকুল বাসনা এ?
প্রাণ—বাহু দিয়ে জড়াইয়ে
হৃদয়ে ধরিতে কারে চায়।

[কীর্ত্তন]

১

এস সখে এস প্রভু
প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ হে;
পুরাব পিয়াস প্রাণের,
মিটাইব মনসাধে;
মনসুখে মুখখানি
দেখিব ভরিয়ে আঁখি;
জুড়াব জীবনজ্বালা
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

২

এস, ডাকিব পূরিয়া সাধ
আজ, তোমারে "আমার" ব'লে;
গাঁথা প্রণয়ভকতিহারে
দিব পরা'য়ে তোমার গলে;
আজ শুনাব প্রাণের স্বরে
রচে' রেখেছি যে সব গান;
আজ তোমারে ছাইয়ে দিব
দিয়ে প্রণয়ের অভিধান।

৩

আহা, কতদিন মোর হৃদয়মাঝারে
বরেছি তোমারে প্রভু;
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু;
কত উষার শিশিরে, প্রদোষ-সমীরে,
নিশার তিমিরে জাগি,
নাথ ধাইতাম বনে, সৈকতে, প্রান্তরে,
তুঁহার দরশ লাগি।

৪

শুনি মলয়ের পদধ্বনি, তব আগমন গণি'
চমকিয়া তুলিতাম মুখ,
তব সমস্নিগ্ধ মেঘস্বরে, সমদীপ্তারুণকরে
দুরু দুরু কাঁপিত এ বুক;
আজি সে তুমি আমার নাথ,
হেরি তোমা দিন রাত,
তবু যেন ভরে না পরাণ;
আজ তোমার আলোকঘায়, জগৎ ডুবিয়া যায়,
গগন হইয়ে যায় গান।

[ইমন—আড়া]

নিয়ে চল—নিয়ে চল
পথ দেখাইয়ে মোরে;
দুর্গম প্রান্তরে, নাথ
নিয়ে চল হাত ধ'রে।

আঁধার নিবিড় অতি,
এ ম্লানের ক্ষীণজ্যোতি,
তোমারি আলোকে দেব্
উজলো তিমির ঘোর এ;
নিয়ে চল—নিয়ে চল
পথ দেখাইয়ে মোরে।
গরবে, তোমারি আলোভাঙ্গা
এক কণা পেয়ে,
এতদিন, প্রাণেশ্বর চাহিনি
ও মুখে চেয়ে;
এতদিন—মূঢ় আমি চিনিনি
আপন স্বামী—
ভুলে যেও প্রাণনাথ—
অপরাধ দয়া করে।
চল সিন্ধু, গিরিশৃঙ্গ, মরু,—
যেথা দিয়ে বল,
গহন, কান্তার, শৈলে—
শুধু তুমি নিয়ে চল;—
সুখে দুখে শুধু নাথ হে,
রেখো পা'য়ে থেকো সাথে,
কি বসন্ত বরিষায়,
কি ঘোর নিশীথে, ভোরে।
নিয়ে চল, নিয়ে চল—
পথ দেখাইয়ে মোরে।

[ভীমপলাশী—যৎ]

আমি উঠিতে কি পারি
তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
সদা নীচগামী, স্বতঃ সিন্ধুবারি,-
ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী;-
তুলে ধর তুলে ধর বাহু প্রসারি।
আছি তব লাগি চেয়ে পথ পানে,
নিশি নিশি জাগি আকুল পরাণে;
শুধু তব—নাথ—দরশভিখারী।
যদি আস কভু ত্বরা চলি যাও,
দীন বলি তবু ফিরে নাহি চাও;
এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি।

[মালকোশ—মধ্যমান]

আজ নিশি অবসানে সুখের মিলন;—
দেহে দেহে নয় আজ প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন।
এখানে নাহিক অশ্রুরাশি
এখানে শুধুই হাসি রে,
নাইক আঁধার;
চিরকাল আলো,
ভালবাসার কিরণ।
মধুর প্রভাতে মধুর গানে,
ঢালিব দুটি প্রাণে রে;
চিরকুহুরবে, মধু উপদ্রবে,
আজ ঢালিব জীবন।

[আশা—কাওয়ালী]

এ জনমে পূরিল না সাধ ভালবাসি'।
ছোট এ হৃদয় হায়, ধরে না ধরে না তায়
আকুল অসীম এ প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি' যেন পরিমাপ করি'
দিয়া প্রেম পূরে না'ক সাধ এ;
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই—
অপূর্ণ বাসনা পড়ি' কাঁদে।
এ আবদ্ধ মনে প্রেম, এ ক্ষুদ্র জীবনে প্রেম
কত দিব মিটিবে না আশা;
জনম অশ্রুতে পুরা, এ জগত ভাঙ্গাচুরা,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
হউক বিস্তৃত স্থান, হউক অসীম প্রাণ,
হউক কাল নিরবিরোধ;
তখন পুরাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।
সে দিন এ প্রাণ দুটি, অসীম রাজত্বে উঠি
যাবে মিশি যুগ যুগ বাহি';
জনমের কথা সব এ স্বপ্নবৎ বোধ হবে,
জগৎ বিস্ময়ে র'বে চাহি'।

উপহার

১

চির জীব সুখিনী বঙ্গরমণি রমণীকুলপ্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুরকোকিলমৃদুস্বরা রে;
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনতভুবনবিজয়িনয়না,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।

২

শিশিরস্নিগ্ধমেদুরা কিশলয়পেলবা বামা,
অপরাজিতানম্রা, নবনীলনীরদশ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে;

পতিপ্রিয়া, পতিভকতা,
সখী পতি সহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা,
নীরবা নিঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণু সম এ ধরা রে;

দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রীসীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্ম্মরদৃঢ়চরিতা, জলকোমলাঙ্গধরা রে।

৩

কে বলে কালো রূপ নয়,
যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষার চাহে কে মূঢ়
মণ্ডিতে বসন্ত হাসি?
ত্যজি নব ঘন কে চাহে
শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।

জীব প্রেমভরিতহৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি' তুহিনে শুভ্রচরিতে,—
বঙ্গজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে,
কালো রূপে অমরা রে।

হা, এ রত্ন দাস-হৃদয়ে—
পঙ্ক পতিত চন্দ্রহাসি—
পরুষভীরুরমণীদস্যুরমণী—
স্বার্থদাসদাসী:—
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে॥

I

SCOTCH SONGS

AULD LANG SYNE

পুরাণ প্রেমকো নহি যাও ভ'ইয়া হো,
পুরাণ প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভরুরে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

যাঁউ যব্ বনমে ফুল ঢ্ঁুড়িয়া হো,
আয়া ছোড়ি' সো দূরমে সো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভরুরে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

যো দিন নদীমে তুম হম খেল কিয়া হো,
তব্‌সে বীচ্‌মে র'হু গাঢ়া দরিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভরুরে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

নে হাত দে হাত মুঝ্‌কো মোরা পিয়া হো,
পিও জি খেয়াল্ কর্ অব্ যো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভরুরে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

তোমারি ভরো তুম্ হম্ ভরে' মেরি আ হো,
ভরুরে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভরুরে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

YE BANKS & BRAES

কেমনে তুই রে যমুনাপুলিন
সাজিস্ রে এত ফুল্ল ফুলগণে;
কেমনে হরষে গাস্ রে বিহগ,
আর আমি এত বিষাদিত মনে—
গাস্ না ক আর পুষ্পিত কাননে,
পাখী রে ভাঙ্গিবি হৃদয় আমার;
কেন রে অন্তরে জাগাস্ সে স্মৃতি
গিয়াছে যে সুখ—ফিরিবে না আর।

কত বার এই যমুনাপুলিনে
ভ্রমিয়াছি আহা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কূজিতিস্ তোরা প্রণয়ে বিহগ
আমিও যেমতি গাইতাম হায়—
গেলাম তুলিতে গোলাপ মুকুলে,
বাড়াইনু হাত কত সাধ করে';
নিঠুর প্রণয়ী হরে' নিল তায়,
রেখে গেল কাঁটা আমারি অন্তরে।

ROBIN ADAIR

কিসের নগর আর—
নবীন যে নাই;
কি দেখিতে এনু আমি
কি শুনিতে ছাই—
কোথা সে আনন্দ উল্লাস এখন,
আনিতে যা ভবে স্বরগভুবন:
গিয়াছে তোমার সনে
নবীন আমার।

তুইই সভার মুখ
করিতিস্ আলো—
উৎসব তোরই তরে
লাগিত রে ভাল;
ফুরালে উৎসব কেন এ হৃদয়
হ'ত রে উদাস,—সব শূন্যময়?
তোরেই বিদায় দিতে
নবীন আমার।

আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার;
আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার:
তবু তোরে এত বাসিতাম ভাল,
রহিবি আমার হৃদে চিরকাল;
তোরে কি ভুলিতে পারি
নবীন আমার।

LAND OF THE LEAL

আমি—ক্লান্ত হইয়ে লীল,
পড়ি ঘুমাইয়ে, লীল,
যাই ঘুমাইয়ে
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আজ—আমি যেথা যাই, লীল,
দুঃখ জ্বালা নাই, লীল,
প্রসন্ন সদাই
সব পুণ্য নিকেতনে।

তুই—ছিলি বড় বেশ, লীল,
কাজ হলে শেষ, লীল,
আসিবি সে দেশ
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আছে—মেয়েটি তথায়, লীল,
দেখিবও তায়, লীল,
সোণার বাছায়,—
সেই পুণ্য নিকেতনে।

তবে—মোছ অশ্রু আয়, লীল,
যাই, দে বিদায়, লীল,—
পরীরা দাঁড়ায়
ঐ পুণ্য নিকেতনে।

তবে—যাই বিধুমুখি, লীল,
হোস্ নে তুই দুখী, লীল,
হব মোরা সুখী
সেই পুণ্য নিকেতনে।

ANNIE LAURIE

সেই, মধুপুর কুঞ্জবনে
যথা—প্রভাতে শিশিরময়;
সেথা—বলেছিল তারাময়ী
আমা বই সে কাহারো নয়
"আমা বই সে কাহারো নয়"
ভুলিব না সে বচন তার
—সুন্দরী তারার তরে
আমি ত্যজিব জীবন ছার।

তার—কিবা সে বঙ্কিম গ্রীবা
কিবা—কপোল গোলাপ সম;
আহা—রবির কিরণতলে
তার—মুখখানি নিরুপম;—

তার—মুখখানি নিরুপম;—
কিবা—ভ্রমরনয়ন তার,
—সুন্দরী তারার তরে
আমি, ত্যজিব জীবন ছার।

আহা—কমলে নীহার সম
তার, নীরব মধুর গতি;
আহা মধুর মলয় সম
স্বর মৃদু মধুময় অতি;—
তার, মধুময় মৃদু স্বর,
প্রাণসর্ব্বস্ব সে যে আমার:-
—সুন্দরী তারার তরে
আমি ত্যজিব জীবন ছার।

BLUEBELLS OF SCOTLAND

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায়,
ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায়;
"গ্যাছে নিশান উড়ায়ে
যেথা বীরকুল ধায়;—
আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায়;
গ্যাছে নিশান উড়ায়ে
যেথা বীরকুল ধায়;—
আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায়।"

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায়,
ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায়;
"সে গো, থাকিত সে বীরভূমি
রাজপুতানায়;—
আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়।
সে গো, থাকিত সে বীরভূমি
রাজপুতানায়:—
আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়।"

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর
কি বেশ পোরে' যায়,
ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর
কি বেশ পোরে' যায়
"তার, পাগ্‌ড়ি মাথায়,
আর লৌহবর্ম্ম গায়:—
আর, এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায়,
তার, পাগ্‌ড়ি মাথায়,
আর লৌহবর্ম্ম গায়;-
আর, এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায়।"

ওরে, বল্ কি করিবি যদি না ফিরে সে আর,
ওরে, বল্ কি করিবি যদি না ফিরে সে আর:
"না না, প্রেমই সহায়—
এনে দিবে তায় আবার;—
হায়, এ বুক ভাঙিগবে যদি না ফিরে সে আর
না না, প্রেমই সহায়—
এনে দিবে তায় আবার
হায়, এ বুক ভাঙিগবে যদি
না ফিরে সে আর।"

AULD ROBIN GRAY

হেম বিয়ে কর্‌বে বলে বাস্‌তো মোরে ভাল,
টাকা কড়ি কিছু তার ছিল না সম্বল;
টাকা কড়ির জন্যে হেম গেল দেশান্তরে,
সে টাকা সে কড়ি তার আমারই তরে।

তার যাওয়ার দু হপ্তা না হতে হতে ভাই,
বাবার ভাঙ্গল হাত মোদের চুরি গেল গাই;
মায়ের হ'ল ব্যামো, আর হেম গ্যাছে দূরে,
এমন সময় নবীন এল বিয়ে কর্‌তে মোরে।

বাবার কাজ বন্ধ হ'ল, তাঁত বোনা মার,
খাবার যোগান তাঁদের হয়ে উঠ্‌ল ভার:
নবীনই খাওয়াত, আর চোখে জল নিয়ে,
বল্‌ত "রামী তাদের জন্যেও করবি না বিয়ে?"

আমার প্রাণ বল্‌ত "না, হেম
আস্‌বে সে আবার."
কিন্তু ঝড়ে ডুবে গেল—নৌকাখানি তার:
নৌকা ডুবে গেল কেন মোল না ক রামী,—
কেন ভাঙ্গা কপাল নিয়ে বেঁচে আছি আমি।

বাপ সে বোঝাত কথা কইত না মা সে ত:
মুখে চাইত কেবল,—
আমার বুকখানা ভেঙ্গে যেত:
তা'রা বিয়ে দিলে, কিছু কইনু না ক আমি,
পরাণ আমার রইল হেমের, নবীন হ'ল স্বামী।

বিয়ের পর না যেতে যেতে হবে হপ্তা চা'র,
একদিন বসে' আছি দুখে দুয়োরের ধার:
দেখ্‌নু যেন হেমের ছায়া, ভাবনু হেম কি এ?
বল্‌ল হেম "এনু রামী কর্‌তে তোরে বিয়ে?

সে ভাই মোদের দুখের মিলন
অনেক কথা ক'নু,
শেষের দেখা একটি চুমো পরে পৃথক্‌ হ'নু;
—কেন মোলাম না ক, কেন ভাঙ্গল না এ বুক,
কেন রইনু বেঁচে ভাই সইতে চির দুখ!

আমি ছায়ার মত বেড়াই, মন যায় না কাজে,
হেমের কথা ভাব্‌তে চাই না, পাপ হবে তা যে:
কিন্তু রইব ভাল হয়ে নবীনের পাশে,
নবীন সে বুড়ো হ'লেও মোরে ভাল বাসে।

যখন মেষরা তাদের প'াঁড়ে গোয়ালেতে গাই,
শ্রান্ত জগৎ ঘুমিয়ে যখন জেগে ত কেউ নাই:
তখন আমার চক্ষে ঝরে প্রাণের বারিধার,
আর পাশেতে ঘুমিয়ে থাকে সোয়ামী আমার।

WE'RE' A NODDIN

মোরা, বড়ই খুসী খুস্‌ খুস্‌ খুসী,
মোরা, বড়ই সুখী আছি এখন ভাই—

আয়, ভাল আছিস্‌ প্রতিবেশী?
এক্‌লা আছিস্‌ কি রে?
দেখ্‌'সে মোরা কত সুখী হেম এয়েছে ফিরে।
কবে—এ—এ সে গিয়েছিল পরাণ ছিল ভার,
বিদায় দিনু কেঁদে, ভেবে দেখ্‌ব কি তায় আর।
এখন বড়ই খুসী খুস্‌ খুস্‌ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

আহা, বাছাদের খাওয়া পরা সয়ে' কত দুখ,
যোগাতেম খেটে তাদের দেখতে হাসি মুখ।
মাঝে মাঝে কাঁদ্‌ত পরাণ আমার হেমের তরে,
মনে নিত কভু, হেম আস্‌বে ফিরে ঘরে।
এখন বড়ই খুসী খুস্‌ খুস্‌ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

কে, ঝাঁপে এসে টোকা দিলে,
চিনি যেন সে টোকা,
বলে "ওমা বাবা এয়েছে" দৌড়ে এল খোকা।
কি ভাবছিনু মুই—অমনি উঠে, পরাণ উতলা,
দেখ্‌নু হেমে কেঁদে ফেল্‌নু
জড়িয়ে ধ'রে গলা।
এখন বড়ই খুসী খুস্‌ খুস্‌ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

GIN A BODY

যদি ধানের ক্ষেতের মাঝে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কার দেখা পায় তা,
পরের কি দুখ তায়;—
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আস্‌তে পাড়া দিয়ে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় ডাকে পরের কিবা আসে যায়;
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে
বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আস্‌তে কুয়ো থেকে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় চুমো খায়
তা বোলে কি বেড়ায়;—

সকল মেয়ের প্রেমিক আছে
বলে মোর কেউ নাই.
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

তাদের মাঝে আছে একজন ভালবাসি যায়:—
না কি, কোথায় বাড়ি, আমি বল্‌ব না ত তায়
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে
বলে মোর কেউ নাই
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

MY HEART'S IN THE HIGHLAND

মোর, হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে.
হৃদয় হেথা নাই;
মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
মৃগপিছু ধাই:—
যায় সে মৃগয়ায় ফিরি
কাননে সদাই:
মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
যেখানেতে যাই।
তবে বিদায় তোদের পাহাড়মালা
সৌন্দর্য্যের রাশি;
তবে বিদায় তোদের শস্যভরা
মাঠের শ্যামল হাসি;
বিদায় তোদের নির্ঝরিণী
নদনদীগণ:
তবে বিদায় তোদের ফুলভরা
ফলভরা বন।
আজ বিদায় তোরে জন্মভূমি
সূর্য্যকরময়.
মোর বীরত্বের রঙ্গভূমি.
গুণের আলয়:
তোরই কাছে হৃদয় রহে
যেখানেতে আসি:
মোর স্বদেশ তোরে চিরকালই
বড়ই ভালবাসি।

MY AIN FIRECIDE

আমি দেখিয়াছি কত শত ধনী মানী জনে,
আমি বসেছি প্রাসাদে কত রাজা-রাণী সনে;
তবু এমন সুন্দর স্থান কোথা নাহি পাই,
আহা যেমতি আপন ঘর আপনার ঠাঁই;—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

আজি দেবের কৃপায় নিজ উঠানের ধার
মোর প্রিয় সখাদের সনে মিলেছি আবার;
নহে নিয়ম অধীন হেথা হাসি আঁখিধার,
হাসি আপন হরষে কাঁদি দুখে আপনার;—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই:—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

হেথা, নাহি মিছা লুকাচুরি প্রতারণাভয়,
হেথা, সত্য নিকেতন সখে প্রেমের আলয়.
যত, সুখের সোপান দেখি এ জগতে ভাই.
নহে, তেমতি যেমতি সখে আপনার ঠাঁই:—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

JOCK OF HAZELDEAN

"কেন—কাঁদিচিস্‌ নদীর ধারে, বালা
কাহার লাগিয়ে,
আমার—ছোট ছেলের সঙ্গে বালা
দিব রে তোর বিয়ে'
তুই—হবি রে তার বধূ, পাবি
সুকুমার বরে:"—
তবু—ফেলে বালা অশ্রু-জল
অজিতের তরে।

"তবে—ছাড়ি শোক এ মোছ্‌ ও পাংশু
গণ্ডে অশ্রুধার,
যুবা—বীরেন রাটোরের পতি
রাণা বিঠুয়ার:
সে—শান্তি সভায় পুরোগতি.
বিজয়ী সমরে:"—
তবু—ফেলে বালা অশ্রুবারি
অজিতের তরে।

তোরে—দিব স্বর্ণকণ্ঠমালা
শিরে স্বর্ণ-হার.
দিব—তেজী শ্বকুল, পোষা শ্যেনে.
নব বাজী আর:

যাবি'—সবার আগে বনরাণী
তুরঙ্গম'পরে:"
তবু—ফেলে বালা অশ্রুবারি
অজিতেরি তরে।

রাতে বাড়ি হল সুসজ্জিত
জ্বলে বাতি কত,
ব'সে পুরোহিত; ও বর, ও বিয়ের
পুরুষ মেয়ে যত।
তারা খোঁজে ক'নে কুঞ্জ-ঘরে;
পেল না ক ক'নে;
সে চলে গেছে দেশান্তরে
অজিতেরি সনে।

CALLER HERRING

কে, কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে:
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

যখন তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে,
মো'দিগে' কি ভেবেছিলে:
তখন মোরা দাঁড়ায়ে ঝিলে
আঁধার রাতে জাল ফেলে:—
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে:
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

যখন মুইলোক যাই গো চলে,
সাড়ি-পরা গিন্নিকুলে
গুঁড়িয়ে আঁচল ঘোমটা খুলে
সিট্‌কোয় নাক মাথা তুলে:—
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে:
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

উবরা কথা করো শোনা,
যদি কিন্‌বে টাট্‌কা পোনা,
তবে দর দস্তুর করো না,
সত্য বই কিছু টেঁকে না:—
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে:
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

কে কিন্‌বে আমার তাজা পোনা,
বহুৎ কষ্টে ধরে আনা,
কিন্‌বে আমার তাজা পোনা:—
গুণ জানেন যিনি খান:
কে কিন্‌বে আমার তাজা পোনা,
"এ ছোট লোকে খায়" বোলো না:
বউরা, মা'রা করে জানা
এ সকলকার প্রাণ:
চাই পোনা মাছ, চাই পোনা মাছ।

MAN'S A MAN FOR A' THAT

হয় ইমানদার্ গরীবী সে
শির্ নোওয়াতা—আওর্ যো কুছ্?
ও কাফের্ উস্‌কো ছোড়কে যাঁয়্,
হম্ গরিব্ হোঁ—হো যো কুছ্:—
হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
হম্‌রা ছোটা কাম্—আওর যো কুছ্,
ইজ্জৎ হয় রুপেয়াকো খেল্,
মর্দ্দ্ সোনা হয়—হো যো কুছ্।
ক্যা ছোটা খানা খাঁয় হম্‌লোগ্,
পর্‌তা সুতী—আওর যো কুছ্?
দেও রেশম্ বেকুফকো দারু বজ্জাৎকো,
মর্দ্দ-মর্দ্দ—হোঁ যো কুছ্:
হো যো কুছ্ আওর্ যো কুছ্,
দৌলৎ উনোকো—যো কুছ্,
ইমান্‌দার্, হো গরিব্ নেহাইৎ,
তব্‌ভি পাদ্‌শাহ্—হো যো কুছ্।
পাদ্‌শাহ্ বানাতা তো দেওয়ান্
আমীর্ নবাব্—আওর্ যো কুছ্,
মগ্র ইমান্‌দারকো বানানে
কোশীশ্ করে মাৎ ও কুছ্:
হো যো কুছ্ আওর্ যো কুছ্
ইজ্জৎ উনোকো—যো কুছ্:

হ'্স্কা ইজ্জৎ দামকা দেমাক্
সব্সে উচা—হো যো কুছ্।
তব কর্ নেওয়াজ্ কে দিন্ আওয়ে,-
যো আওয়েগা—হো যো কুছ্:
যব্ হ'্স্, আক্কেল্ দুনিয়া মে
হোগা বড়া'—হো যো কুছ্:
হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
দিন্ আতা হয়্—হো যো কুছ্;
যব মর্দ্দ্ মর্দ্দ্ সব্ দুনিয়া পর্
ভাই ভাই হোগা—হো যো কুছ্।

II

ENGLISH SONGS

HOME SWEET HOME

প্রাসাদে বিলাসে ভাই যেখানে বেড়াই
কু'ড়ে হোক্ নিজ ঘর সম ঠাঁই নাই,
স্বরগের শোভা এসে হেথায় লুটায়
খোঁজ এ জগতে, তাহা পাবে না কোথায়,
আহা মোর—মধুর মধুর ঘর:
ঘর সম ঠাঁই নাই, ঘর সম ঠাঁই নাই।
প্রবাসীর কাছে জাঁক জমক কি ছার,
পুনঃ এনে দেও পর্ণকুটীর আমার,
দেও মোর বশ পাখী হরষের গান
দেও সব চেয়ে প্রিয় শান্ত পরাণ
আহা মোর,—মধুর মধুর ঘর;
ঘর সম ঠাঁই নাই, ঘর সম ঠাঁই নাই

LINES TO AN INDIAN AIR

জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি
যবে, নিশার প্রথম ঘুমে,
রহে, তারকা আকাশ ফুটে,
লুঠে সমীর কাননভূমে,
জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি:—
কেহ যেন পরী সম এসে
মোরে ল'য়ে যায় প্রিয়ে, কে জানে কেমনে
তোমারি আলয় দেশে।

ভ্রমি, সমীর এলায়ে পড়ে
কালো আঁধার নদীর গা'য়;
নিভে চম্পকসুরভিখানি
শিশু প্রেমের স্বপন প্রায়।
প্রেমী পাপীয়ার প্রেমকথা
তার প্রাণেতে ঘুমায়ে পড়ে,
চাহি ঘুমাতে যেমতি আমিও প্রেয়সী
তোমার হৃদয়'পরে।

আজ চেতনা হারায়ে যাই,
মোরে মাটি হ'তে তুলে ধরি,
তবে বরিষ চুম্বনসুধা
মোর অধরে, নয়নোপরি;
দেখ, শীতল কপোল মম,
দেখ কম্পিত হৃদয়, প্রিয়ে;
তারে বুকেতে চাপিয়া ধর লো, ভাঙ্গে সে
ভাঙ্গুক সেখানে গিয়ে'।

WON'T YOU BUY MY PRETTY FLOWERS

আলোর নীচে পথের ধারে
দাঁড়িয়ে একটি কহিল মেয়ে·
শীতের রাতের নিঠুর বাতাস
চার দিকে তার যাচ্ছে ধেয়ে;
যাচ্ছে চলে' পথের মানুষ,
তার পানে কেউ চায় না ফিরে;
কে'দে কে'দে বল্ছে সে "কেউ
কিন্বি নে মোর ফুলগুলিরে?"
কত দীন ও দুঃখী—মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে:
আঁধার রাতে কে'দে কে'দে "কেউ
কিন্বি নে মোর ফুলগুলিরে?"
আস্চে কেবল যাচ্ছে কেবল
পথে পুরুষ মেয়ের দল:
দেখেও না কেউ তাকিয়ে যে তার
নিরাশ দুখের চক্ষের জল;
দীর্ঘশ্বাসে কোমল হৃদয়
তার সে উঠ্ছে পড়্ছে ধীরে:
শোন্ গো একবার রোদন তার "কেউ
কিন্বি নে মোর ফুলগুলিরে?"
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে:

আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে?"
কয় না ক কেউ ভাল কথাটি
ডেকে নিয়ে কি ভাল বেসে,
নাইক একটি দয়ার হৃদয়
দাঁড়ায় একবার কাছে এসে'.
যাচ্ছে চলে জাঁকের ঢেউ সে
বিলাসকুঞ্জে, সুখের তীরে,
শোনে না সে করুণ গান "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে?"
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধবায় বেড়ায় ফিরে;
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে?"

FATHER, DEAR FATHER

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ি আয়,
ওই এক বাজে ঘড়িতে শোন;
তুই বলেছিলি বাবা কাজ হ'লে শেষ,
ফিরে আসিবি, না করিবি গৌণ;
গ্যাছে বাতি নিভে ঘরে, এ রাতি আঁধার,
সাঁঝ থেকেই মা বসিয়ে আছে;
একা ব্যামো ভাই বেণী কোলেতে সে তার,
আমি বিনে কেউ নাইক কাছে।
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো; বাপ আয় গো বাড়ি আয়।
আহা শিশুটির শোন মধুস্বর,
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়;
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।"

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ি আয়
দুই বাজিছে যে ঘড়িতে ওই;
রাত হ'ল আরো শীত বেণী মৃতপ্রায়
শুধু ডাকে "বাবা কই, বাবা কই;"
মা ত বলে সে এ নিশি না হইতে ভোর
হয়ত ভাই সে মরিবে হায়;
মোরে, পাঠাল মা এই বলে "ত্বরা আয়,
নহিলে দেখিতে পাবি নে তা'য়;"
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।
আহা শোন্ শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ,
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো বাড়ি আয়।"

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ি আয়,
ওই তিন বাজে শুনিতে পাই;
মোরা একা ঘরে কাঁদি, আমি আর মায়,
আর ঘরে কেউ মোদের নাই;
মোরা, বড় একা—বাবা বেণী আর নাই,
ভাই সে ত্যজেছে জীবন তার;
এই কথাটি বলে সে ত্যজিল জীবন
"বাবা কই, দেখা হ'ল না আর"
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।
আহা শোন শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ,
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো বাড়ি আয়।"

IT WAS A DREAM

ভাঙিগল স্বপন, ভাঙিগল স্বপন।
শুনিনু নদীর স্বর তালকুঞ্জবনে,
শুনিনু ঝাউর ধ্বনি সান্ধ্য সমীরণে;
আবার দেখিনু যেন সেই প্রিয় স্থান
আবার দেখিনু যেন প্রেয়সীবয়ান;
আবার নদীর তীরে ভ্রমিনু দুজন,
ভাঙিগল স্বপন—ভাঙিগল স্বপন।
দেখিনু চলেছে নদী ধূসর সাগরে,
দেখিনু নম্রিত ঝাউ মাথার উপরে;
আবার শুনিনু পাখী, পাতার মর্ম্মর;
আবার শুনিনু যেন প্রেয়সীর স্বর;
আবার চাঁদনি রাতে করিনু চুম্বন,
ভাঙিগল স্বপন—ভাঙিগল স্বপন।

COME LASSES AND LADS

আয়, ছেলে মেয়ে, বাপে বলে' কয়ে
সব হোলি খেলবি ত আয়;
যত মেয়ে যাবি সব সাথী পাবি,—
ঐ সানাই দাঁড়ায়ে রয়;

হেম নাচিবি রাণীর সনে,
শ্যাম নাচিবি প্যারির সাথ;
তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা
ধিনিতা নাচি, ধরাধরি হাত;
তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা
ধিনিতা নাচি, ধরাধরি হাত
"হ'ল না," বলে রাম্, "ঠিক্" বললি শ্যাম,
"ও সানাই বাজনা ভুল."
"ঠিক্" বলে হরি, "ঠিক্" বলে প্যারি,
"ঠিক্" বলিল মেয়ের কুল;
তখন সানাইরা সুমধুর, ফের বাজাইল সে সুর;
অমনি ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা
ধিন্‌তা নাচে সবে ঘুর ঘুর:
অমনি ধিনতা ধিনতা ধিনতা
ধিনতা নাচে সবে ঘুর ঘুর।
হ'লে প্রহর প্রায়, সবে বাগানে যায়,
সুরু করিল খেতে মেঠাই,
আরও চুমো খেতে, কে হারে জেতে,
বাজি ফেলিল মেয়েরা তাই:
তখন মেয়েরা খানিক পরে,
অমনি ঝগড়াটি সুরু করে,
বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও
আর তোমাদের নেও ফিরে;
বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও
আর তোমাদের নেও ফিরে।
"যাই" বলে হরি, "যাই" বলে প্যারি,
"যাই" বলে গোপালকে রাই;
"যাই" বলিল রাম ডেকে তাহার শ্যাম,
সবে বলে "আজ তবে যাই":—
কেউ ধীরে যায় কেউ বা ছোটে
কেউ যায়, বা করিয়া দের,
সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য করে
মিলিতে হোলিতে ফের;
সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য করে
মিলিতে হোলিতে ফের।

O WILLIE WE HAVE MISSED YOU

ও শ্যাম এ কি তুই শ্যাম
এলি বাড়ি কি রে?
তা'রা বলেছিল মিছে,
যে তুই আস্‌বি নে ক ফিরে।—
দোরে শুনিনু তোর ধ্বনি,
হইনু আনন্দে বিভোর;
কারণ চিনি খুব তোর পায়ের শব্দ,
গলার স্বরে তোর;
এল গানের মত তাহা
বিজন আঁধার ভিতর:—
মোরা দেখি নি কত দিন তোরে,
আয় রে শ্যাম ঘর।

আছি, নিশি নিশি চেয়ে:
বিশেষ, আজিকার রাতি:—
আগুন জ্বল্‌ছিল খুব ঘরে,
জ্বালা ছিল ঘরের বাতি:
ছিল, কাঁচাকুচিরা জেগে:
পরে, দশটা গেলে বেজে,—
চোখে এল ঘুম, তাই ঘুমিয়ে গ্যাছে
ছিল যেখানে যে,
ভেবে আস্‌বি না ক আর:
(—ব্যগ্র শুন্‌তে রে তোর স্বর:
মোরা দেখি নি কত দিন তোরে,
আয় রে শ্যাম ঘর।

যেত দুখে দিবানিশি
বড় বিহনেতে তোর;
স্বপন, দেখ্‌তুম শুধু তোরে:
—আয় ঘরে শ্যাম রে মোর।—
কাল ছিনু রাতে বসি
দুখে চাঁদের কিরণ তলে:
যেন তোর পায়ের রব শুনে গেনু
মুছে অশ্রুজলে;
পরে এলি না ক দেখে—
এনু হতাশ অন্তর।—
মোরা দেখি নি কত দিন তোরে,
আয় রে শ্যাম ঘর।

RULE BRITANIA

যখন নীলিমাজলধিহৃদয়ে,
উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে,
অমনি বিধান হইল প্রচার
হ'ল দৈববাণী দূরে শূন্য দেশে—
"শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।"

"অন্য জাতি নহে সম ভাগ্যবান্,
নিয়তির ক্রমে হবে পরাজয়:
যবে তুমিই রবে স্বাধীন, মহান:—
জগতের হিংসা, জগতের ভয়।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

অতিক্রমি প্রতি বিদেশী আঘাতে
হবে তুমি আরো দীপ্ত, ভয়ঙ্কর:
যথা ঘোর ঝঞ্ঝা ছিঁড়িলেও ব্যোমে
তব উক্ষতরু করে দৃঢ়তর:—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

শাসিবে না কভু তোমারে বিজেতা,
প্রতি সে উদ্যম জাগাবে তোমার
মহত্ত্বের বহ্নি:—হবে মাত্র মূল
তাদের নাশের তব মহিমার।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

তোমার রাজত্ব প্রতি গ্রামে, দীপ্ত
হবে প্রতি পুর বাণিজ্য প্রভায়:
হইবে তোমার পদানত সিন্ধু
প্রতি কূল তার সেবিবে তোমায়:—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি
হবে না দাস বৃটনবাসী।

কবিতায় চির-স্বাধীনতাসখী
রহিবে তোমার উপকূলে আসি:
সুখী দ্বীপ! তুমি ধর স্বর্গশোভা,
ও যোগ্য মনুষ্যে রক্ষি শোভারাশি:
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।"

UNDER THE GREEN WOOD TREE

পল্লবিত শ্যামতরুছায়
মোর সাথ শুইতে যে চায়,
গে'তে গান হরষ অন্তরে
মিলাইয়ে বিহগের স্বরে,
আয় রে এখানে, আয় রে আয়।
দেখিবি এ ঠাঁই—
কোন শত্রু নাই—
বিনা শীত, তাপ, প্রখর বায়।
কে ত্যজিয়ে উচ্চ অভিলাষ
রবিকরে করিবি রে বাস,
আহারিবি, খুঁজি বনে বনে,
যা পাইবি র'বি তুষ্ট মনে:—
আয় রে এখানে, আয় রে আয়।
দেখিবি এ ঠাঁই—
কোন শত্রু নাই—
বিনা শীত, তাপ, প্রখর বায়।

BLOW BLOW THOU WINTER WIND

বহ বহ বাতাস আগুন
নহ তুমি এত নিদারুণ
যেমতি নরের কৃতঘ্নতা।
হোক তোর নিশ্বাস কঠোর,
দাঁতে নাই এত বিষ তোর,
কারণ অদৃশ্য তুই তথা।
তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে,
কা'রে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মুখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।
তবে কা'রে নাহি কর ভয়
বেশ এ জীবনটি সুখময়।

দহ দহ নিঠুর তপন,
নহ এত অসহ্য দংশন
যেমতি কৃতের অস্মরণ।
বটে, তুমি জ্বালাও সংসার,
ও হূলেতে নাহি এত ধার,
বন্ধুত্বের বিস্মৃতি যেমন।
তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে,
কা'রে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মুখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।

WEEP NO MORE, LADIES

কেঁদ না রমণীকুল কেঁদ না রে আর,
চির শঠ পুরুষ পৃথ্বীর।
একটি পা জলে, স্থলে অন্যটি পা তা'র
একে কভু রহে না ক স্থির।

তবে কেঁদ না ক আর,
যাক্ যথা ইচ্ছা যার,
রহ হরষে রূপসি নিজ মনে;
কোরে দেও সব তব বিষাদের তান
'তুম্ তারে না তারে না তুম্ দনে।

গেও না বিষাদ গান—গেও না মলিন,
দীর্ঘশ্বাস, ফেলি; সাশ্রুজল;—
পুরুষের প্রতারণা হেন চিরদিন,
যবে হতে বসন্ত শ্যামল;
"তবে কেঁদ না ক আর" ইত্যাদি—

TAKE AWAY THOSE LIPS

যাও, নিয়ে যাও ও অধরদ্বয়,
কহিল যা এত মধুর ছলিয়া,
আর আঁখি দুটি—দিনের উদয়—
ভ্রম হয় যাহা উষার বলিয়া।
ফিরে দেও মোর প্রণয় চুম্বন,
দিনু যায় কিন্তু বৃথা সে এখন।
লুকাও লুকাও উদাসীন ভাষা,
রাখে যা যতনে ও চারু হৃদয়,
উপরে সুন্দর পূর্ণ ভালবাসা,
ভিতরে অস্থির প্রতারণাময়।
কিন্তু আগে দেও ছাড়ি মম প্রাণ,
বেঁধেছ যা' বাঁধে—তুষার সমান।

HARK HARK, THE LARK

শোন্ শোন্ গায় আকাশে পাপিয়া;—
জাগিয়া অরুণ ধীরে
অশ্বগুলি তার আসিতেছে নিয়া
কুসুম নীহার নীরে।
চম্পক মুকুল সোনার নয়ন
খুলে এখনও অস্ফুট,
জাগে চারি দিকে যা কিছু মোহন
দেবি, মে সুন্দরি—উঠ।

SOME FOLKS

কেউ কেউ করে হায়
কেউ কেউ করে, কেউ কেউ করে,
কেউ কেউ মর্তে চায়
আমি তুমি তার কেউ নই—
বেঁচে থাক সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত;
যেন মজার বাদসাহ—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ হাস্তে পায় ভয়,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়;
কেউ কাঠ্ হাসিময়,
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ পায় পাকা চুল,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়;
হয়ে শোকাকুল,—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত,
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ কেউ চটেই রয়
কেউ কেউ রয়, কেউ কেউ রয়,
তারা শিগ্‌গীর গোল্লাই যায়,—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত;
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ কেউ খেটে খুন,
কেউ কেউ হয়, কেউ কেউ হয়
দিনে নিজের মুখে আগুন,—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত;
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

ETHELDENE MAY

আমি কুড়ায়েছি কুসুম কাননে
তুলি, বসন্তের কিশোর মুকুল
গেছি উপত্যকা গিরি পর্য্যটনে
যথা, ওড়ে রম্য বিহঙ্গমকুল,
আমি, ভ্রমিয়াছি কত মহাপুরী
কত, সজ্জিত বিলাসী
নাহি. পাখী, কি মুকুল, কি মাধুরী,—
হয় তুল মোর সরলার সনে।
কোমল নিশার তারাসম,
বিভাময়ী সম সে দিবার;
মোর—জীবনেরই সুখ, মোর প্রাণের গরিমা,
কিশোরী—সে সরলা আমার।
আমি,—খুঁজিয়াছি মুকুতা সাগরে,
যাহা—বিরল সে গহ্বর মাঝার,
আমি—অন্বেষেছি খনি মণি তরে,—
যোগ্য নৃপতির দেহে জ্বলিবার:
তবু—খুঁজি যদি বিশ্ব সমুদয়,
উষা হতে নিশাবধি, একমনে
নাহি—মুকুতা কি মণি প্রভাময়,
হয় তুল মোর সরলার সনে।

কোমল নিশার তারা সম;
বিভাময়ী—সম সে দিবার:
মোর—জীবনেরি সুখ, মোর—প্রাণের গরিমা,
কিশোরী সে সরলা আমার।

III

IRISH SONGS

LAST ROSE OF SUMMER

নিদাঘের শেষ গোলাপটি এ
একা আছে ফুটে,
সুকুমার তার সাথীরা সব
শুকিয়ে ধূলায় লুঠে;
আপনার কেউ কুসুম কলি
কাছে নাইক তথায়,
হোতে সুখে সমসুখী—
সমদুখী ব্যথায়।

যা'ব না ক ছেড়ে তোরে
একাকী রে গাছে;
ঘুমো গে' যা, ঘুমিয়ে যেথা
শোভারাশি আছে।
দয়া করে পাতাগুলি
ছড়িয়ে দি তোর তবে,
শুয়ে যেথা তোর বিবাস, মৃত
বনের সাথী সবে।

আমিও যাই এমনি যেন
প্রণয় গেলে মরে',
প্রেমের উজল মুকুট হ'তে
মাণিক গেলে ঝরে:—
গেলে শুকিয়ে প্রেমিক হৃদয়,
প্রিয়জনরা চলে',
কে চায় থাক্‌তে একা হায় এ
নীরস ধরাতলে।

WHEN HE WHO ADORES THEE

তোমার ভক্ত অনুরাগী
চলে যাবে যখন শুধু—
অখ্যাতি ও দুখের স্মৃতি রাখি'
যখন তা'রা দুষ্‌বে জীবন
অর্পিত যা তোমার পদে
ঝর্‌বে কি গো তোমার দুটি আঁখি—
কেঁদো; যতই দুষুক শত্রু,
তোমার চোখের জলে প্রিয়ে
ধুয়ে যাবে অপরাধ শত—
জানেন যিনি অন্তর্য্যামী
তাদের কাছে দোষী হোলেও
ছিলাম তোমার অতি অনুগত।

তোমার সাথে জড়ান মোর
ছিল বাল্য প্রেমের স্বপন
জ্ঞানে প্রতি চিন্তা তব সনে;
অন্তিমের ভিক্ষায় আমার
জগতের পিতার পদে
তোমার কথা জাগিবে গো মনে:
সুখী সে সব সখা প্রেমী তোমার
গৌরব সুখের সময়
দেখ্‌তে যারা রইবে পরে জীয়ে:

তার পরই প্রিয়বর এই বিধির প্রসাদে হেন
তোমার জন্যে মরার সুখটি প্রিয়ে।

GO WHERE GLORY WAITS THEE

যাও যেথা যশ আছে,
কিন্তু সে যশের মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো,

যখন অতি অধীর প্রাণে
শুনবে আপন নামের গানে
আমায় একবার মনে কোরো:
পাবে অন্য আলিঙ্গনে,
প্রিয়তর বন্ধুজনে;
সব সুখ ও জীবনে
পাইবে মধুরতর:--
যখন বন্ধু প্রিয়তম,
যখন সুখ মধুসম,
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন দেখ্‌বে, মধুর সাঁঝে,
সে তারাটি আকাশ মাঝে,
আমায় একবার মনে কোরো·
আস্‌তে মোরা বাড়ী ফিরে
দেখ্‌তেম সে তারাটিরে:--
আমায় একবার মনে কোরো।

নিদাঘ শেষে তরুশিরে
দেখ্‌বে যখন গোল্লাপটিরে,
ঘুমায়ে পড়িছে ধীরে
ঢুলে অতি মনোহর:
তাহে, যে গাঁথিত হার,
ভাল বাস্‌তে তরে যার,
তারে একবার মনে কোরো।

যখন দেখ্‌বে চারি ধারে
শীতের পাতা গ্যাছে ঝরে,
আমায় একবার মনে কোরো;
দেখ্‌বে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশশী—
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন শুনবে প্রেম গানে,
ঢালিবে সে মধু কাণে,
হয়ত ডেকে দিবে এনে
একটি অশ্রু আঁখি'পর,
তখন একবার কোরো মনে
গাইতাম আমি কি সব গানে:
আমায় একবার মনে কোরো।

KATHLEEN O' MORE

আমার প্রিয়ায় আজো ভাবি যেন
দেখি পুনরায়:
কিন্তু দুখী আমায় ফেলে চলে
গিয়াছে সে হায়:--
বালা আমারি সে বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

ছিল কালো তাহার আঁখি, কালো
উজল কেশরাশি:
তা'র বর্ণ সদাই নূতন, নূতন
সদাই তাহার হাসি:
এত রূপসী সে বিভা,
মোর প্রিয়তমা বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

সে দুইত ধলা গাইটা, সে গাই
রইত তখন স্থির:
ছিল দুষ্ট সবার কাছে, কিন্তু
তাহার কাছে ধীর:
এত ভাল ছিল বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় প্রিয়া ছিল
দোরের ধারে বসি',
শুনতে বায়ুর মৃদু স্বরে, দেখ্‌তে
সায়াহ্নের শশী:—
এমনি চিন্তাশীলা বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

বইল কুঞ্জের চারি ধারে, শীতের
রাতের কঠোর বায়;
প্রিয়া সে বায়ুর হিমেতে ক্রমে
শুকাইল হায়;—
তাই হারানু মোর বিভায়,
বালা আমারি সে বিভা,-
রে বিভাবতী মোর।—

সব পাখীর চেয়ে ভাল বাসি
ঘুঘু পাখীটিরে,
যে বাসা বেঁধে আছে ওই
নদীটির তীরে;
যেন বিভায় ভাবি দুখে
থাকে নদীর পানে চেয়ে,-
সে বিভাবতী মোর।

ERIN OH ERIN

যথা, শ্রাবণের চিতা ধরণীর বুকে
জ্বলে যুগ যুগ বাহি কি ঝড় তিমির,
তথা বীরের হৃদয় সুগভীর দুখে
রহে অক্ষুব্ধ, অনম্য, অস্তিমিত, স্থির।
এরিন্ ও এরিন্ আজো প্রাণ তোর
জ্বলে উজলি অশ্রুর এ তিমির ঘোর।

আজ কত জাতি মৃত, তোর এ যৌবন,
কত সূর্য্য অস্তমিত তোর ত এ ভোর;
আজ যদিও রে মেঘে ঢেকেছে আনন
জ্যোতি আবার ঘেরিবে মুখখানি তোর:
এরিন্ ও এরিন্ দুখী এত দিন,—
তুই হাসিবি সকলে হ'লেও মলিন।

থাকে, দারুণ শিশিরে পত্রে মাত্র ঢাকা
শুধু— ঘুমায়ে অশোকশিশুফুলরাশি—
যবে, বসন্ত আসিয়া খুলে দেয় পাখা—
তা'রা জেগে উঠে সব পুনরায় হাসি—
এরিন্ ও এরিন্ শীত নাহি আর,
তোর, ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য জাগিবে আবার।

BELIEVE ME IF ALL THOSE ENDEARING YOUNG CHARM

জেনো যদি তোমার চারু যৌবনের ও রূপরাশি,
দেখি যাহে প্রেমভরে কত;
কাল আমার আলিঙ্গনে মিলাইয়া যায় আসি
তবু তুমি পূজ্য রবে তেমতি, এখন যথা,
—যাক্ চ'লে মাধুরী তোমার;
রবে প্রাণের প্রতি বাঞ্ছা জড়াইয়া শ্যামলতায়
সেই প্রিয় ধ্বংসের চারিধার।

যখনই তোমার প্রিয়ে যৌবন গরিমা রহে,
অশ্রু দেয় নি দেখা গণ্ড'পর,
তখনই প্রাণের শুধু ভক্তি ভালবাসা নহে,—
কালে তাহা হয় প্রিয়তর।
না, না; যে প্রাণ ভালবাসে বিস্মরণ নাহি জানে,
অস্তিমেও সম স্থির রহে;—
যথা সূর্য্যমুখী থাকে চেয়ে তার নাথ পানে,
সম ভাবে কি অস্তে উদয়ে।

OFT IN THE STILLY NIGHT

কভু, যখন নীরব রাতি
যবে, নয়ন মুদে নি নিদে
স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি,
ভূত জীবনকাহিনী হৃদে।

বাল্য-অশ্রু ও হাসি
কত জাগায় আসি,
কত, প্রিয়কথা মাখা প্রেমে;
আঁখি কিরণ ভরা
—আজ মলিন, মরা—
ফুল্ল হৃদয়, গ্যাছে যা ভেঙ্গে।
হেন, যখন নীরব রাতি,
যবে, নয়ন মুদে নি নিদে,
স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি,
ভূত জীবনকাহিনী, হৃদে।

যবে, সখারা স্মরণে আসে
ছিল, হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা:—

ঝ'রে পড়েছে দেখেছি পাশে,
যেন শিশিরে গাছের পাতা।

মনে হয় রে হেন,
একা বেড়াই যেন
কোন বিজন উৎসব ঘরে;
মৃত আলোক যার
শুষ্কা কুসুমহার
আছি আমিই একাকী প'ড়ে।

হেন যখন নীরব রাতি,
যবে নয়নমুদে নি নিদে,
স্মৃতি দেখায় ধরিয়ে বাতি
ভূত জীবনকাহিনী, হৃদে।

সমাপ্ত

কেরাণী

১

খেটে খেটে খেটে—
সারাদিনটা আপিসেতে কাগজপত্তর ঘেঁটে,
লিখে লিখে ব্যথা হলো আঙ্গুলগুলোর গিটে—
যেন, একসা' হয়ে গেল মাজায় ঘাড়ে পীঠে,
পায়ে ধরল বাত,
অসাড় হলো হাত,
খেটে খেটে, লিখে লিখে, সকাল থেকে রাত,
কোথায় সেই ১০৷৷, আর কোথায় সেই ৬টা,
শরীর হলো আগুন—এবং মেজাজ হলো চটা।

২

খেটে খেটে খেটে—
মুখে চারটি অন্ন গুঁজে, চাপকান গায়ে এঁটে,
আপিসে যাই ঊর্দ্ধশ্বাসে একটু না থেমে,
ওছট্ এবং ধুলো খেয়ে, দুপুর রোদে, ঘেমে;
হুঁকো টেনে বোসে',
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে',
দিস্তেখানিক কাগজেতে কলম ঘোষে' ঘোষে',
মাথায় বেরোল ঘাম:—
এবং ঠোঁটে লাগ্‌লো কালি,
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি।

৩

খেটে খেটে খেটে—
আসি রোজই মুনিবের শ্রীপদযুগ চেটে:
দীনমূর্ত্তি দেখিলেই মুনিবও যান ক্ষেপে,
রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলেই ভৃত্য উঠে কেঁপে:
তদীয় এক তাড়ায়
যেন বা ভূত ঝাড়ায়;
ইচ্ছা হয় যে চলে' যাই
—দ্যুৎ!—ছেড়ে এই পাড়ায়,
স্ত্রীর উপরে হয় বিরাগ: জীবনে হয় ঘৃণা;
সংসারও হয় অসহ্যপ্রায় গুড়গুড়ি বিনা।

৪

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি শ্রান্ত-দেহে দু ক্রোশখানিক হেঁটে,—
গাড়ুতে নেই জলবিন্দু, গামছা গেছে হারিয়ে,
ছুতোর আজও চারপায়খানা
দেয়ও নি ক সারিয়ে,
ধুতি গেছে উড়ে,
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাটি চটি বিছানায়
আর একপাট আঁস্তাকুড়ে:
বিশু গেছে বাজারেতে:—ঘুমোয় রামা কুঁড়ে,
বামন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।

৫

খেটে খেটে খেটে—
আপিস ছেড়ে এলাম যদি আপনারই 'স্টেটে',—
কোণেতে জড়ানো দেখি তক্তাপোষের পাটি:
ফরাসের ও সতরঞ্চে এক কোমর মাটি,
পুত্ররত্ন গিয়ে
হুঁকোগাছটি নিয়ে,
ভেঙ্গে সেটি, কালি মেখে, কল্কে ফেলে দিয়ে,
ঘুনসি' পোরে তাকিয়াতে কর্চ্চেন বোসে নৃত্য:
ঘুমোচ্ছেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় রামকান্ত ভৃত্য।

৬

খেটে' খেটে খেটে—
অগ্নিতুল্য একেবারে হঠাৎ ভীষণ 'রেটে'
পুত্রকে দিলাম চড়, রামাকে দিলাম লাথি:
পুত্র কোল্লেন 'ভ্যা,'
ও কোল্ল 'কোঁৎ' রামা হাতি।
বোল্লেম "রামা পাজি!
এখনি যা, সাজি'
নিয়ে আয় রে তামাক,
নইলে প্রলয় হবে আজি;
লক্ষ্মীছাড়া, শুয়োর, ষণ্ডা,
ঘুমোচ্ছিস যে গাধা,

আমার ফরাসে যে,—
পায়ের পঁচিশ বস্তা কাদা।"

৭

খেটে খেটে খেটে—
ক্ষুধায় যেন বাড়বাগ্নি জ্বলে যাচ্ছে পেটে,—
বাহিরের সে অবস্থাটা শোচনীয় দেখে,
এলাম যদি বাড়ীর মধ্যে চাপকান বাইরে রেখে,
খেতে খেতে খাবি,
জলখাবারটি ভাবি',
—দেখি সব ফক্কিকার—
গিন্নীর হারিয়ে গেছে চাবি,
—আসে নাইক সন্দেশ,
দুগ্ধ ফেলে দিয়েছে মেয়ে,
গ্যাছে সকল রুটিগুলো কুকুরেতে খেয়ে।

৮

খেটে খেটে খেটে—
—বল্‌তে আপন দুঃখের কথা
হৃদয় যায় গো ফেটে—
চাইলাম গিয়ে অন্ন ত গৃহিণী এলেন তেড়ে,
তাঁর সে সুদর্শনচক্র, স্বর্ণনথটি নেড়ে;
"সারাদিনটা খাটি',
শরীর ক'রে মাটি,
পোড়ার মুখো! কাহিল হোলাম
যেন একটি কাটি;
ছেলে কোলে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে
ফুলে গেল পা-টা;
তবু বলে শুয়ে আছ,—
নিয়ে আয় ত ঝাঁটা।"

৯

খেটে খেটে খেটে,—
মাথায় ধুলো, দেহে ঘর্ম্ম, বাড়বাগ্নি পেটে,—
এলাম তখন প্রিয়া, শচী, ইন্দ্রপুরী ছাড়ি,
একেবারে বাহিরেতে সটাং দিয়ে পাড়ি;
—হায় রে অধর্ম্ম!
ছেড়ে সকল কর্ম্ম,
যাহার গয়না দিতে দিতে বেরিয়ে যায় গো ঘর্ম্ম
সেই না ধায় ঝাঁটা নিয়ে বোলে 'পোড়ার মুখো'
—কলিকাল'—যাক্—অরে রামা
নিয়ে আয় ত হুঁকো।

১০

খেটে খেটে খেটে,—
পারিবারিক ব্যাপার ফেলে হৃদয় থেকে ছেঁটে,
ভৃত্য রামকান্ত কর্ত্তৃক তামাক হ'লে সাজা',
দিলাম দু তিন টান ও তখন
ভাবলাম 'আমি রাজা'।
দিয়ে হুড়ো তাড়া
প্রদীপ কল্লেম্ খাড়া
ডেস্কোর উপর, এবং পরে ফরাস হ'লে ঝাড়া,
বসলেম্ গিয়ে তদুপরি পেতে একটি পাটি;
তবলা নিয়ে ধাঁই ক'রে দিলাম দু তিন চাঁটী।

১১

খেটে খেটে খেটে;—
এলে কটি এয়ার বক্সি দু চা'র পাড়া ঝেঁটে,
চল্লিশ বাজি তাস এবং চৌদ্দ বাজি পাশা,
খেলে, উঠে হ'ল খেতে বাড়ীর মধ্যে আসা।
রাঁধুনীর কি গুণ—
ডালে বেজায় নুন;
মুখও গেল পুড়ে—পানে বিষম রকম চুণ;—
রাঁধুনীকে বোকে এবং গিন্নীর উপর রেগে,
দিলাম পাড়ি শয়নের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে বেগে।

১২

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি ক্রুদ্ধমতি অন্নপূর্ণা ভেটে,
অন্নপূর্ণার বিমুদিত ইন্দীবর আঁখি,
বুঝলাম খাসা তখনই যে গিন্নীর সবই ফাঁকি;
গোঁফে দিয়ে চাড়া,
নথে দিলাম নাড়া;
গিন্নী উঠলেন 'ফোঁস' ক'রে, সর্পের মত খাড়া;
—বেধে গেল যুদ্ধ; হ'ল বরিষণ প্রীতি-
পূর্ণ বহু ভাষা; পড়ল্ ঘুমের দফায় ইতি।

১৩

খেটে খেটে খেটে—
বল্লেন তিনি "কড়া পড়্‌ল হাতে বাট্‌না বেটে—
গায়ে হ'ল বাত, আর মাথার চুলও গেল উঠে,
মেয়ে কোলে ক'রে ক'রে;—
আমি কি তোর মুটে?
—হায় গো কোন্‌ পাপে
হতচ্ছাড়া কাপে
কুলীনের মেয়েকে নিয়ে বিয়ে দিল বাপে?
তার উপরে চোপা!
আবার আমার উপর চটা!
নিয়ে আয় না আন্‌তে পারিস
আমার মত ক'টা?

১৪

"খেটে খেটে খেটে
হ'লাম কি, দ্যাখ্‌ রে নির্লজ্জ
পাষণ্ড, বোম্বেটে।"
—দৌড়ল রসনা গিন্নীর দ্রুত এবং সটাং;
তদুপরি আমার মেজাজ ছিল সে দিন চটাং;
আর ও অভ্যাস দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,—
সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা;
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে—অতি পরিপাটী
সোজা গিন্নীর বাঁ মস্তকে দিলাম একটি চাঁটী।

১৫

খেটে খেটে খেটে
হয় ত গিন্নী ছিলেন কিছু কাবু; নয়ত ফেটে
কিম্বা ছিঁড়ে গেল কোন শিরা কিম্বা ধমনী;
তাহা সঠিক জানি না ক; কিন্তু জানি, অমনি
গিন্নী সেই চড়ে,
সটাং গেলেন পড়ে'
মুর্চ্ছায়; যেন তালবৃক্ষ আশ্বিনেরই ঝড়ে;
আর যখন জ্ঞান হ'ল, এমন বদ্‌লে গেল খাঁটি
তাঁহার সেই মেজাজ—যে সে অতি পরিপাটী।

১৬

খেটে খেটে খেটে—
অস্থি হ'ল মাটি; এবং গৃহ হ'ল মেটে;
শয্যা হ'ল তক্তাপোষ; আর না খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটি আইবুড় মেয়ে;
বেছে বুড় বরে
ভাল কুলীনঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও বিষম কষ্ট ক'রে,
স্ত্রী, হোলেন গতাসু, কি করি?
শোকতপ্ত অমনি—
আমি কল্লাম বিয়ে একটি ন' বর্ষীয়া রমণী।

১৭

খেটে খেটে খেটে—
হয়ে গেলাম ঘোরতর কাহিল এবং বেঁটে;—
প'ড়ে গেল কপালেতে বড় বড় রেখা;
কাণে যায় না শোনা;
ভাল চোখে যায় না দেখা;
চল্লিশ বছর থেকেই
চুলও গেল পেকে;
মাংসও গেল ঝুলে; সুঠাম শরীর গেল বেঁকে;
দাঁতও হ'ল জীর্ণ; এবং ভুঁড়ি গেল থেমে;
চিবুক গেল উঠে;—এবং নাক গেল নেমে।

১৮

খেটে খেটে খেটে—
দিবস গেল মাসও গেল বর্ষ গেল কেটে—
স্ত্রীর, মেয়ের ভাবনায়ই হা বাঙালী বাবু!
খেটে খেটে, না খেয়ে চল্লিশেই কাবু;—
ক্রমে এবং ক্রমে,
রক্ত গেল জমে',
শীর্ণ হ'ল দেহ; দেহের জোরও গেল কমে'
মাথাটা বসে না যেন ভাল আর এ ঘাড়ে;
মাংসে ধরল ছাতা;—শেষে ঘুণও ধরল হাড়ে।

১৯

খেটে খেটে খেটে—
যে কয়টা দিন বাকি আছে তাও যাবে কেটে;

বিধাতার সেই আদালতে পরকালে গিয়ে
উত্তর দেবার আছে—
"দিইছি তিনটি মেয়ের বিয়ে;
তাহাই আমার ধর্ম্ম;
তাহাই আমার কর্ম্ম;
মেয়ের বিয়ে দিতে দিতে বেরিয়ে গেছে ধর্ম্ম;
আর নিজে দুই বিয়ে কোবে
ফুরিয়ে গেল 'প্রময়':
অন্য কিছু করিবারে পাই নি ক সময়।"

শ্রীহরি গোস্বামী

[চূড়ামণির অভিশাপ]

১

একদা শ্রীহরি, প্যান্ট্‌টা কোট্‌টা পরি'
খাচ্ছিলেন ত টেবিলেতে কাট্‌লেট্ রোস্ট ক্যারি;
চতুর্দ্দিকে বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন—হিন্দুধর্ম্মখনি;
ছিলেন সঙ্গে অন্য আরো মান্য গণ্য,
বিশেষ লক্ষ্য (টিকীর দৈর্ঘ্যে) মহেশ চূড়ামণি।

২

মহাত্মাদের ক'টি পদতলে চটি,
কটিদেশে ধুতি গরদ কিম্বা সুতি,
একটি একটি নামাবলী সবারই বিরাজে;
(আহা—কৃষ্ণনামাবলী বিনা
ভক্তেরে কি সাজে?)
কপালেতে ফোঁটা সরু কিম্বা মোটা,
গায়ে সোজা বাঁকা হরির নামটি আঁকা;
একটি একটি টিকী ঝুলে প্রতি স্কন্ধোপরি;
(—টিকী মান্য—টিকী গণ্য—টিকিতেই হরি!)

৩

এই অতি গম্ভীর সভা; সবাই ধ্যানে মগ্ন;
ছুরি এবং ফর্কে,— ধারাল সব তর্কে,
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন কচ্ছেন ব'সে ভগ্ন;
সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, সবার বাক্য রুদ্ধ,
ঠুনুক ঠিনিক টঙাস ভিন্ন নাই ক কোনই শব্দ;
কেবল টিকী নেড়ে—"মধুর—বাহা—বেড়ে"—
একবার বল্লেন চূড়ামণি——পুনঃ সবাই স্তব্ধ;
—হ'ল একটু ভুল —ভাবী তর্কের মূল,
সে "মধুর"টা হরির নাম কি পক্ষী মাংসের ঝোল,
শ্রোতৃবর্গ মধ্যে কিঞ্চিৎ রয়ে গেল গোল।

৪

যা হোক— ডিনার সাবাড় করি সুরাপানে রত,
(নাটক অন্তে অভিনয়ে প্রহসনের মত)
গুম্ফহীন ও শ্মশ্রুহীন সেই মহামতি যত;
তখন—চূড়ামণি— বিধর্ম্মীদের শনি—
উঠ্‌লেন হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যায়; উত্থিত অমনি
করতালি, "সাবাস" "সাবাস" ধ্বনি গৃহ হতে,
—গেলাস হাতে ল'য়ে ভাবে বিভোর হ'য়ে,
উঠ্‌লেন তিনি হিন্দুধর্ম্ম ঘোষিতে জগতে:—

৫

"আমি জানি বেশ—কচ্ছি যাহা পেশ
আপনাদের কাছে,—যে বৈকুণ্ঠে হৃষীকেশ,
ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে, এবং কৈলাসে মহেশ,
এ তিন ভায়ার মধ্যে—
(বটে জানি না কে জ্যেষ্ঠ),
এ তিন ভায়ার মধ্যে ভায়া হৃষীকেশই শ্রেষ্ঠ।
দ্বাপরযুগে কংস এবং ত্রেতাযুগে রাবণ
কল্লেন যিনি নিধন—সে শ্রীহরি পতিতপাবন,
সেই হরিই ধন্য; তিনি ভিন্ন অন্য
নরের নাইক গতি—আহা! হরিনামের তথ্য
অতি গূঢ়—এ জগতে হরিনামই সত্য।

৬

"হা বাঙ্গালি নব্য; হ'য়ে একটু সভ্য
বিজ্ঞানের ক খ গ পড়ি করে কতই গর্ব্ব—
ডুবছে 'খাবি খাচ্ছে সবে' সভ্যতা হিল্লোলে;
হায় ব্যাসের কর্ম্ম, হায় মনুর মর্ম্ম,
ডুবলো কি এ কালিকালে মুর্গীর ঝোলে"?

৭

(এখন—ইহার বৈজ্ঞানিকী ব্যাখ্যা নাহি জানি,
যদিও শাস্ত্রীয় কথা ভীষণ রকম মানি,
'—যে মরে সে মরে; ব্রহ্মার বাপের বরে
বাঁচাতে পারে না একবার মোরে গেলে প্রাণী;
বরং তাহা নেহাৎ একেবারে বেহাত।
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত
অসাড়, হিম, বেবাক্ তার;
—হাজার আসুক কবিরাজ
আর হাজার আসুক ডাক্তার।'

৮

তাই বল্‌ছি—যে যদিও এর কারণটি না জানি,
—হয় বক্তার হজমে নি ভাল
কট্‌লেট কি চপখানি,
কিম্বা ক্যারি স্বাদু: কি সর্ব্বৈব যাদু;
কিম্বা সবই শ্রীহরিরই প্রকাণ্ড সয়তানী:
তাহাতে দিব না মত।
সে যা হোক্ না, নির্ভীক
হ'য়ে এই কথাটি আমি বল্‌তে পারি ঠিক্।
যখন "মুরগীর ঝোলে" এই কথাটি বোলে,
উঠ্‌লেন বক্তা—তারই ডাকটি বক্তার পেটে যেন
শুন্‌লেন সবাই—ব্যাস কি মনু
যা বলুন না কেন।

৯

সবাই উঠ্‌লেন হেসে, বক্তা গেলেন ফেঁসে,
সবার পানে চেয়ে, হিঁদুয়ানী রকম কেশে,
বল্লেন একটু অপ্রতিভ সে চূড়ামণি শেষে:—
"না,—না: একি—একি অতি অসম্ভব কথা।
তোমরা কি উল্‌টাতে চাও মরণেরও প্রথা?
চিরকালটা জান— শাস্ত্র নাহি মান?
খেলে কি উদরের মধ্যে করে জন্তু শব্দ?
বিশেষ—টিকীর প্রভাবে সব হজম এবং স্তব্ধ।

১০

"যতক্ষণটা আছে ফোঁটা নাকের কাছে,
নামাবলী বুকে, হরিনামটি মুখে,
—আর আর এই হর্জাম গুলি—
তাই ত এ্যাঁ সে কি?"
মাথায় হস্ত দিয়ে বক্তা দেখেন নাইক টিকী—

১১

সকলেই ত্রস্ত, সবাই দারুণ ব্যস্ত—
দেওয়ালে, পাখাতে, মেঝে দেখে দিয়ে হস্ত;
খোঁজে পাতি পাতি ক'রে চূড়ামণির চূড়ো—
নইলে চূড়ামণি উঠিয়ে এক্ষণি
অভিশাপে বিশ্বজগৎ ক'রে দিবেন গুঁড়ো:
ঠেকাতে পারবে না কারো হারাধনখুড়ো।

১২

সবাই টেবিল নাড়ে নামাবলী ঝাড়ে,
সবাই দেখে হস্ত দিয়ে আপন আপন ঘাড়ে;
কেউ বা ঝাড়ে কোঁচা; কেউ বা মারে খোঁচা
টেবিলেরই নীচে; কেউ বা ম্যাটিন খিঁচে;
চেয়ারগুলো দিল উল্টে—সবই হ'ল মিছে:
সবাই বল্লে শেষে,—পাওয়া যাবে না সে চূড়ো,
যদি সবাই খুঁজে খুঁজে হ'য়ে যায় বুড়ো।

১৩

—মণিহারা ফণী —তখন চূড়ামণি—
চূড়ো গেছে উড়ে—হায় গো যেন দুষ্ট শনি,
দৃষ্টে গণপতির মুণ্ড অদৃশ্য অমনি;
অগস্ত্যকে দেখে বিন্ধ্যাচল থেকে
গত নত হত শৃঙ্গ হায় রে যেমনি;—
তখন উঠে চূড়ামণি বিশ্বামিত্র সম,
দেখালেন স্বকীয় বীর্য্য, ধর্ম্মপরাক্রম—
বল্লেন "ওরে নিয়ে আয় বেদ পুরাণ এবং মনু,
যে নিয়েছে টিকী তারে ক'রে দিব হনু,—
চারি দিকে দেখে, উপস্থিতে ডেকে,
শাপ দিলেন টিকী চোরে মনু পুরাণ থেকে।

১৪

"যে নিয়েছে টিকী আমি শাপ দিলাম তাকে,
হবেই সে বিপদ্‌গ্রস্ত যেখানে সে থাকে;

তার পায়ে হয়ে বাত;—সে উঠ্‌তে হবে কাৎ;
খেতে খেতে গলায় লেগে বেধে যাবে ভাত,
—খিল্ লাগ্‌বে হাস্‌তে:
বিষম লাগ্‌বে কাশতে:
—দিনে দুপুরেতে, ওছট খাবে যেতে:
শুতে লাগ্‌বে মশা, আর বস্‌তে লাগ্‌বে মাছি;
নেতে খেতে যেতে পড়্‌বে
টিকটিকী আর হাঁচি:

১৫

"সে—পাবে না ভোজ খেতে রম্ভাপত্র পেতে:
পাবে না সে দইয়ের এবং চিঁড়ের এবং 'কলার';
সন্দেশ এবং মনোহরার মধুর মিষ্ট 'ফলার':
পাবে না সে গজা: পরমান্নের মজা:
পাবে না সে মিঠাই মণ্ডা, রাব্‌ড়ি খুরী খুরী;
ডাক্‌বে না তায় নেমন্তন্নে গোবিন্দ চৌধুরী:
হারাবে তার থালা বাটি, হারাবে তার ঘটি:
হারাবে তার ধুতি চাদর, হারাবে তার চটি:
তদুপরি সেই বেটা—কচ্ছি এরূপ অনুমান—
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হয়ে যাবে হনুমান।"

১৬

তর্কচূড়ামণি উক্ত অভিশাপটি দিয়ে
চোলে গেলেন চো'টে, আপন চটি চাদর নিয়ে;
যদিও সেই অভিশাপে ব্যাকরণের ভ্রম,
এবং সাধু বঙ্গভাষার একটু ব্যতিক্রম,—
বোধ হয় কণ্ঠরোধে, বিরক্তিতে, ক্রোধে,—
কিন্তু কেউ—শুনি নি কভু এমন অভিশাপ:
সবাই বল্লে একস্বরে 'বাপ্ রে—বাপ্'।

১৭

ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল শ্রীহরির সয়তানী;
শ্রীহরিই যে টিকী-চোর তা সবাই ফেল্লে জানি;
মত্ত সুরাপানে ছিলেন চূড়ামণি যবে,
সে সময়ে দুষ্টমতি শ্রীহরি, হবে,
ছোট কাঁচি দিয়ে টিকী কেটে নিয়ে,
দিয়েছিল ছুঁড়ে ফেলে বারান্দায় গিয়ে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

১

বর্ষা যায় কেটে: চূড়ামণির পেটে
হজম্ হ'ল ক্যাট্‌লেট্ ক্যারি ক্রমে দ্রুত 'রেটে';
দেখা দিল টিকী আরও লম্বা, আরো ভাল,
আধ্যাত্মিক—ও একেবারে মিষ—মিষে কালো।

২

এদিকে শ্রীহরি প্যাণ্টটা কোটটি পরি',
খেতে লাগ্‌লেন ঘরে ব'সে
ক্যাট্‌লেট্ চপ্ ও ক্যারি।
মহাত্মাদের সাজে, হিতকর কাজে,
তর্করত্ন আদি সেথা আসেন মাঝে মাঝে:
"সুরাই অমৃত: আহা—ক্যাট্‌লেট্ সুধা,
নিবারে যা চিরকালটা দেবগণের ক্ষুধা:
শ্রীহরিই ইন্দ্র, এবং গোস্বামিনীই শচী"—
দিলেন গোপাল শাস্ত্রী নূতন শাস্ত্র রচি'।

৩

—শ্রীহরিরও ক্রমে, জানি না কি ভ্রমে,
জানি না যে প্রকৃতির কি অবৈধ নিয়মে,
হ'ল দুইটি পুত্র—(সে ত হয়ও নিজ পাপে)
আর এক কন্যা—সেটি কিন্তু চূড়ামণির শাপে।

৪

"এই বারটী শ্রীহরি ভায়া দেখুক মজাটি কি"—
বল্লেন বিদ্যাবাগীশ "দেখুক্,
রাখ্‌বে না ত টিকী:
কাট্‌বে না ও ফোঁটা—
আরও রাখ্‌বে গোঁফ ও দাড়ি:
কর ওরে একঘরে, আর যাব না ওর বাড়ী;
যাব না ও পাড়া, কেবল রাতে ছাড়া
দু' একটি বার মাত্র, চ'ড়ে শ্রীহরিরই গাড়ী।"

৫

সময় যায় ত চ'লে মহাগণ্ডগোলে;
শ্রীহরি একঘরে, তাই ক্রোধভরে
রাতে খান চপ্ রোষ্ট ও ক্যারি
আরো বেশী ক'রে;
মহাত্মারাও এসে মাঝে মাঝে, হেসে,
ক্যারি চপ্ ঠেসে খেয়ে, অবশেষে
দিয়ে যান বিজ্ঞ বিজ্ঞ ধর্ম্ম-উপদেশে!

৬

শ্রীহরির এক দুঃখ—ছেলে দুটি মূর্খ;
তার উপরে তা'দের আবার স্বভাবটাও রুক্ষ:
একটি চুপে চুপে, কি জানি কি রূপে
যোগাড় ক'রে টাকা, একেবারে ছাঁকা
ব্যম্বে যাব ব'লে বিলেত গেল চ'লে;
দ্বিতীয়টি হ'ল ফেল্ তিনটি বার 'এল্-এ.':
এইরূপ দাঁড়াল ত শ্রীহরির দুই ছেলে।

৭

হেমাঙ্গিনীর ক্রমে প্রকৃতিরই ভ্রমে
বয়সটা বাড়েই—কভু একটু না কমে:
ক্রমে হেমাঙ্গিনী—হ'য়ে উঠ্লেন তিনি
রূপে সাক্ষাৎ রতি, বিদ্যায় সরস্বতী,
—সতীত্বে সাবিত্রী, পাকে দ্রৌপদী সুন্দরী;
উঠ্লেন ক্রমে বোধোদয় পাঠসাঙ্গ করি।

৮

শ্রীহরি করেন তাঁর মেয়ের বিবাহসম্বন্ধ,
কিন্তু পাত্রটাত্রের মোটে নাই ক নামগন্ধ;
দিল না কেউ বরে গোস্বামীজীর ঘরে:—
'প্রকাশ্যে খায় মুর্গী" ব'লে দিলও 'গালি মন্দ':
সকলেই খুসি, গোস্বামীজী রুষি,
কল্লেন শেষে পণ্ডিতদিগের খানা দেওয়া বন্ধ।

৯

একদিন মিষ্টার এম্ এন্ সরকার
হীরালালকে দিয়ে
পাঠালেন ত ব'লে, তাঁর সঙ্গে হ'লে
শ্রীহরি দেন কি তাঁর কন্যা হেমাঙ্গিনীর বিয়ে?
মিষ্টার বোসের কি না,
আসল কথাটা ভিতরকার;
হয়েছিল হাজার দু'চ্চার নিতান্তই দরকার।
এখন—মিষ্টার বোস্ নাহি কোনই দোষ,
ব্যারিষ্টারও—শ্রীহরির ত বড়ই 'সন্তোষ';
তিনি একটু হেসে, পা দুলিয়ে কেশে,
পরে একবার মাথা নেড়ে, বারান্দায় এসে,
নীচে পানে তাকিয়ে ত দিলেন একটি তুড়ি;
এমন সময় উপস্থিত হরিদাসী খুড়ী।

১০

"তাই ত এ খুড়ী যে; কাকি!
বাড়ীর সব ভাল ত?
প্রণাম হই"—"বাপ বেঁচে থাক বছর পঞ্চ শত;
ধনে পুত্রে হ'ও বাবা লক্ষ্মীশ্বরের মত";
(—লক্ষ্মীশ্বরের আপাততঃ ছিল ক'য়টি ছেলে;
এ কথা যদিও বড় পুরাণে না মেলে)
—নানান্ কথার পরে খুড়ী বল্লেন "অরে
দ্যাখ্ ত রে শ্রীহরি সুগণনা করি',
আমাদের ঐ হেমাঙ্গিনীর ঠিক্ বয়স কত হলো"
—"আমাদের ত বহুৎ হ'ল, হেমাঙ্গিনীর ষোল";
—"বলিস্ কি রে? তবে ওর বিয়ের কি হবে"!!
খুড়ী হ'লেন মূর্চ্ছাপ্রায় ত:
"বিয়ে হ'বে কবে?"
"বিয়ের চারি দিক্ সকলই ত ঠিক্
পাত্রেরই ত গোল।—
তা খুড়ী যদি বিয়েই দরকার,
মিলেছে এক ভাল পাত্র
মিষ্টার এম্ এন্ সরকার।"
"সে কে?" "জ্ঞান সরকারের ছেলে":
খুড়ী ত অবাক্—
"সে কি রে?" শ্রীহরি বল্লেন
"সমস্ত ঠিক্ ঠাক্।"

১১

এবার কিন্তু সত্য সত্যই মূর্চ্ছা গেলেন খুড়ী;
শেষে জ্ঞানটি হ'ল যখন—তখন তিনি বুড়ী;
বয়সও তাঁর বেড়ে গেল হঠাৎ দুই কুড়ি;
কেশগুচ্ছ গেল পেকে, পো'ড়ে গেল দাঁত,
নাকও গেল ঝুলে—আর—
আর এ সব অকস্মাৎ !!!
শ্রীহরি ত নেই!—বলেন "এই এই—
তাই ত—এও কি হয়—এ কি হ'ল—
কি উৎপাত।"

১২

সে দিনটা ত গেল, পরের দিনটা এল,
তখন খুড়ীর 'গতর' যেন একটু জোরও পেল;
বাহির কামরা থেকে শ্রীহরিকে ডেকে,
ক্ষীণস্বরে ওষ্ঠ্যবর্ণে বল্লেন শেষে খুড়ী,
(—ধর্ত্তে গেলে তিনি এখন
ষাট্ বৎসরের বুড়ী—)

১৩

"শ্রীহরি রে পাগলামী রাখ্,—এখন দিয়ে মন
আমার পরামর্শটা—আর আমার কথা শোন্;
হেমাঙ্গিনীর হ'ল এখন বছর ষোল,
বলিস্ নে ক সেটা,—বলিস্ বছর অষ্ট নয়;
দেখি দিখি বিয়েটা ওর হয় কি না হয়;
আমিই দিব পাত্র" ব'লে এই মাত্র
উঠ্‌লেন. আবার বস্‌লেন—
খুড়ী একবার ঝেড়ে গাত্র;
"শান্তিপুরের কাছে একটি পাত্র আছে—
কুলীন, আর সে আমার ভাইয়ের
ইস্কুলেরই ছাত্র;
কর্ব্ব তারে রাজী বাছা—মুর্গী খাস্ তুই বটে,
তা খা', কেবল দেখিস্ সেটা অত্যন্ত না রটে;
আর একটি কাজ—শোন্ না বলি"
দু চার মিনিট ধ'রে
তৎপরে কি কইলেন খুড়ী
ফুস্‌র ফুস্‌র ক'রে।

বল্লেন তাহার পরে একটু উচ্চৈঃস্বরে,
"এই রকম কর্, বাছা
কুলে আনিস্ না ক কালি—
ঘোষ বোস্ মিত্তির সরকার কলঙ্কের ডালি,
আর সকল ভার আমার উপর"—
উঠলেন শেষে খুড়ী,
শ্রীহরি সজোরে আবার দিলেন একটা তুড়ি।

তৃতীয় প্রস্তাব

১

পরের দিবস থেকে, প্যান্ট কোট রেখে,
শ্রীহরি গেরুয়া নিলেন; পণ্ডিতদিগের ডেকে,
একশ একশ টাকা এবং রূপোর গেলাস থালা
দিলেন প্রতি জনে, এবং সেই ক্ষণে
মুড়ালেন ত মাথা; মাথায় ঘোলও হ'ল ঢালা;
খেলেন গোময়; নিলেন গলায় রুদ্রাক্ষের মালা;
পণ্ডিতদের সব নিয়ে, মেয়ের দিলেন বিয়ে,
প্যারী মৈত্রের ছেলের সঙ্গে;—সে একটুকু কালা,
এক চক্ষুহীন, ও মূর্খ, বেঁটে এবং কালো,
গরীব এবং মাতাল;—নইলে অন্য-সবই ভালো।

এখনও শ্রীহরি, হরিনামটি স্মরি,
(প্রকাশ্যেতে) না খান রোষ্ট্
ক্যাটলেট কিম্বা ক্যারি;
যদি কেউ তা খায় তা তিনি বলেন
"উঃ হুঃ ছিঃ ছিঃ"
তার অর্থটা প্রাণীহত্যা কেন মিছামিছি—
জপেন হরির মালা: এবং পড়েন ভাগবৎ;
সবাই বলে "গোস্বামিজী অতি ঋষি, সৎ"
ব্যারিষ্টার তাঁর ছেলে, বিলেত থেকে এলে,
মুরগীখোর ব'লে, তা'রে দিলেন জাতে ঠেলে।

এখন শ্রীহরি, গেরুয়াটি পরি',
যাচ্ছেন দেখ্‌বে রাস্তায় কভু হরিনামটি করি';
হাতে মালা: কপালটি তাঁর চন্দনেতে মাখা:
কামানো গোঁফ দাড়ি, গায়ে হরিনামটি আঁকা·

মুণ্ডিত মস্তকে টিকী, গায়ে নাই ক কুর্ত্তি;
অতি ভক্ত গোস্বামিজী—সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি।
কিন্তু দুষ্টে দোষে, (সেটি কিন্তু রোষে,)
বলে তা'রা "দেখায় তাঁরে একেবারে হনু,
কেশশূন্য মাথা, অর্দ্ধবস্ত্রশূন্য তনু;
ফল্লো নাকি চূড়ামণির সেই অভিশাপ।"
বল্লো সবাই একস্বরে—"ওহো বাপ্ রে বাপ্,
চূড়ামণির—কি প্রকাণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ'!!!
শ্রীহরি গোস্বামিজীর কথা অমৃত সমান,
হরিদাসজী ভণে, এবং শুনে পুণ্যবান্।
—পরে জানা গেল, যে শ্রীহরি নামে কেহ
কভু ছিলেন কি না, তা'তে প্রকাণ্ড সন্দেহ।
থাকিলেও তিনি দিয়েছিলেন কোন খানা—
পণ্ডিতদিগের কি না, এরূপ যায় নি ক জানা।

বাঙ্গালী-মহিমা

মিথ্যা মিথ্যা কথা যে,—"বাঙ্গালী ভীরু,
বাঙ্গালীর নাহি একতা—"
কেন বক্তৃতায় রটাও সে বাণী,
খবর কাগজে লেখ তা?
অদ্য পদ্যে আমি বাঙ্গালী বীরত্ব
করিব জগতে ঘোষণা;
বেরোবে ছাপায়; পড়িতে পাবে তা;
ব্যস্ত হও কেন? রোস না।
তবে তালুদেশে চড়াৎ করিয়া
নেমে এস মাতা ভারতি!
অর্জ্জুনের সাধ্য হ'ত যুদ্ধ করা
কৃষ্ণ না থাকিলে সারথি?
সাহায্য তুমি না কর যদি আমি
সমর্থ তাহাতে নহি মা;—
দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার,
গাইব বাঙ্গালী-মহিমা।
খোল ইতিহাস:—সতর তুরস্ক
প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট
কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক
দীর্ঘপলায়নকাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজও
ভাল করে কেহ গাহি নি।
পরে আফগান, মোগল, পাঠান
দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব; তাহাও বীরত্বে
সহিল বাঙ্গালী উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ; বাঙ্গালী (লেখে ত
সব ইতিহাস-বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে
পাঠানের ক্রোড় হইতে।
করেছে সংগ্রাম মহারাট্টা শিখ,
মূর্খ যত সব মেড়ুয়া;
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মত
(যদিও পর নি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে
বুঝে নিলে সব পলকে;—
"ভবিতব্য লিপি কে খণ্ডাতে পারে?
কাটাকাটি ক'রে ফল কি?'
হবে না বা কেন? খায় ছাতু রুটি—
পশ্চিমে পাঞ্জাবী পাহাড়ে;
তোমরা বসিয়া কাঁচকলা, ভাত
খাও আধ্যাত্মিক আহারে।
তারা ভাবে তাই অলসতা চেয়ে
কার্য্য করাটাই শ্রেয়সী;
তোমরা হাসিয়া ভাব মূর্খ সব—
জীবনের সার প্রেয়সী;
তাহাদের চিত্র অর্জ্জুন রাবণ
ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে;
তোমাদের পট বংশীধর বাঁকা—
প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নে;
তারা গায় সবে "জয় সীতারাম"
আজও শুনি যেথা যাই গো;
তোমাদের গান "জয় শ্রীরাধিকে—
ওগো দুটি ভিক্ষে পাই গো।"
তেমনটি কেহ পারে নি জগতে—
তোমরা যেমন দেখালে;
বুঝেছে তা মোক্ষমূলার ও গেটে—
—ধিক্ মিথ্যাবাদী 'মেকালে'।
এ সব ত মাতা পুরাণ কাহিনী—
কাঁহাতক স্মরি' রাখি মা।
কিন্তু আজও দেখ চক্ষের সামনে
প্রত্যক্ষ বাঙ্গালী গরিমা।
এখনো বাঙ্গালী জগৎ সম্মুখে
রাস্তা ঘাটে দিয়া নিয়ত

চলিছে নির্ভয়ে—এ কথা জগতে
প্রচার করিয়া দিও ত।
তার পর বুদ্ধি!—আশ্চর্য্য সে বুদ্ধি!
ইংরাজী ফরাসী কেতাবে
পড়িছে, পরীক্ষা দিতেছে; নিতেছে
'এমে' ও 'এমডি' খেতাবে।
ব্যবসা চাকরি করিয়া,—কত কি
নাটক নভেল লিখিয়া,
আজিও আছে ত শুদ্ধ বুদ্ধিবলে
এ জগতে সবে টিঁকিয়া।
ল্যাণ্ডোয় চড়িছে ফিটনে চড়িছে;—
ট্যাণ্ডেম হাঁকায় সঘনে;
বা-সিকিলে যায়; অশ্বপৃষ্ঠে ধায়
ধূলি উড়াইয়া গগনে;
খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে
সার্কাস, জান না তাও কি?
করিছে বক্তৃতা—লিখিছে কাগজে;
—তার বেশী আর চাও কি!
ভেবে দেখ সেই সত্যযুগ হতে
কলিযুগাধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে ত; তার
বেশী আর পার্ব্বে কেন সে?
এত বিপদের আবর্ত্তের মাঝে,
এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টিঁকে আছে ত, তাকিয়া
ঠেসিয়া, ফরাস আসনে।
ধন্য বুদ্ধিবল!—যুদ্ধে কভু শির
দেও নি কাহারে বন্ধকী;
যদি বাহুবল অভাব, বুদ্ধিতে
পুষিয়ে নিয়েছ। মন্দ কি!

অদল বদল

[ব্যারিষ্টার বনাম উকিল]

গোপীকৃষ্ণ দাস— গোমুটাতে বাস,-
বয়স ২১-এতে পড়েছেন এই গেল বর্ষা;
বদনখানি ছাঁচে ঢালা, রংও ভারি ফরসা;
একহারা দেহ;— করে নি ক কেহ
এ পর্য্যন্ত তদীয় সুচরিত্রে সন্দেহ;
অতি সাধু শিষ্ট;—তবে এইটুকু জানি—
মাঝে মাঝে ছিপি আঁটা বিলাতি আমদানী
রক্ত পীত কষায় তীব্র নানাবিধ পানী,
খেত মিলে সে আর দু'চারিটি এয়ার;
তাতে বড় কাহাকেও কর্ত্তে না ক 'কেয়ার'।
—ভগ্নী কিম্বা ভাই একটিও নাই;
মাও ম'লেন সঁপি (বৃদ্ধ)
বাপের হাতে গোপী;
পিতাও তার সুসঙ্গতি ছিলেন সবিশেষই;
পড়া শুনাও গোপীর তাই হয় নি ক বেশী।
ক্রমে গোপীর পুন্নরক হ'তে ত্রাণজন্য
বিবাহটাও হ'য়ে গেল নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন।

যাচ্ছে গোপী ক্রমে, স্ত্রীকে—
(সবে মাত্র বিয়ে)
শ্বশুর বাড়ী হ'তে, গোপীর বাপের বাড়ী নিয়ে;
সাধন কর্ত্তে স্বামীর সমুচিত ক্রিয়া;
বলেও রাখি কাদম্বিনী দ্বাদশবর্ষীয়া।

স্ত্রীর শ্রীঅঙ্গে চোলি, নানা জরির নক্সা আঁকা;
পায়ে মল;—ঘোম্‌টায় তাঁহার
বিধুমুখটি ঢাকা;—
বোধ হয় রূপের 'তরাসে',
পাছে কারো জ্বর আসে,
কিম্বা রূপানলে হঠাৎ কেহ মরে পুড়ে,
—ধন্য বিবেচনা—তাঁরে নিয়ে যায় তাই মুড়ে;
ঝি আছে সজোরে আঁচলখানি ধ'রে,
(বোধ হয়) পাখা খুলে পরী হ'লে
পাছে যান বা উড়ে।
—জানি না চেহারাখানি মন্দ কিম্বা ভালো,
তবে হাত পা দেখে বোধ হয়—
ঘুটঘুটে কালো;
অলঙ্কারের ধ্বনি— শুনে মনে গণি,
তারই জোরে স্বামীর গৃহ
কর্ব্বেন তিনি আলো;

৪

হেন স্ত্রীকে নিয়ে, হাবড়ায় গিয়ে,—
কোঁচানো ঢাকাই পরা, মোজা বুট পায়ে;
কোঁচানো চাদরে বাঁধা কালো কুর্ত্তি গায়ে;
—(চাদরখানি বুকে বাঁধা, পরা হয় নি খুলে,
কি জানি কেউ পাছে, তার যে নীচে আছে,
'ষ্টার'-প্যাটার্ন সোনার চেন,
তা দেখ্‌তে যায় বা ভুলে)
—হেন গোপী, দেখে, তিনটে কুলি ডেকে,
নিজের জিনিষ 'ইণ্টারমিডিয়েট
কেলাশেতে' রেখে,
স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে—
(ভিড়ে কিছু নাহি দমে')—
দিল তুলে' স্ত্রীগাড়ীতে অবলীলাক্রমে।

৫

এখন সে গাড়ীতে ছিল বর্ণিতে না পারি,
ছোট, বুড়ী, ফর্সা, কালো কতকগুলি নারী।
কিন্তু জানি আরও একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ে,
কাদম্বিনীর বয়সী, ফর্সা কাদম্বিনীর চেয়ে,
পরা একই চেলি (যেন বিধির খেলই)
ছিল সে গাড়ীতে: পরে শুনেছিও আমি—
ছোট আদালতের একটি হাকিম তাহার স্বামী।
যাচ্ছিলেন সে ধর্ম্মাবতার সে দিন বদলি হ'য়ে,
মুঙ্গেরে (তৃতীয় পক্ষ) নবোঢ়া স্ত্রী ল'য়ে।
কীর্ত্তিকলাপ তাঁর কর্ত্তব্য না প্রচার
পরের ঘরের কথা টেনে কেন করা বা'র?
একটি কথা ব'লে রাখি শুদ্ধ সংগোপনে,
ধর্ম্মাবতার গিয়ে সেই কন্যা দরশনে:
দিতে পুত্রের বিয়ে, দেখি কন্যাটি এ
অপ্সরা, নিজেই বিয়ে ক'রে এলেন নিয়ে।

৬

এখন পাঠক সভ্য ও পাঠিকা নব্য!
যদি এখানেতে ভাবেন মদীয় কর্ত্তব্য,—
সেই জজের নাম, বংশাবলী, ধাম,
ব্যক্ত ক'রে পূর্ণ কর্ব্ব তাঁদের মনস্কাম;
যাতে তাঁরা গিয়ে, হুজুরটিকে নিয়ে,
দিতে পারেন 'উত্তম মধ্যম' অনায়াসে ধ'রে,
তাহা হলে ক্ষমা তাঁরা করেন যেন মোরে;
এবং দিবেন 'মেপে'; এরূপ সংক্ষেপে
দেওয়া নীতিশিক্ষা যে ভাল পরীক্ষা,—
সে বিষয়ে করে বান্দা মতভেদভিক্ষা।

৭

চল্ল 'লুপ' মেল ইংরেজের খেল—
হাওয়ায় যেন উড়ে—ধোঁয়ারাশি ছুঁড়ে—
দূরের জিনিষ কাছে এনে,
কাছের ফেলে দূরে;—
যেন তাহার খেলা:— ছোট টিশন মেলা,
ছাড়িয়ে ত অবিলম্বে এল শ্রীরামপুরে;
সেখানে একটু থামিয়ে, যাত্রী তুলে, নামিয়ে,
হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চলে দ্রুতগামী এ।
জ্ঞান নেইক দাদার আলো কিম্বা বৃষ্টি—
করে নাও দৃষ্টি ঝঞ্ঝা কিম্বা বৃষ্টি—
উদ্ধশ্বাসে উড়ে পাহাড় জঙ্গল ফুঁড়ে—
টরাটট্ট টরাটট্ট টরাটট্ট ধ্বনিতে
ছাড়াল যে কত ষ্টেশন পারি নাইক গণিতে।

৮

থাম্‌ল গিয়ে গাড়ী ক্রমে মেমারিয়া গ্রামে,
গোমুটার সব যাত্রিবর্গ সেখানেতে নামে:—
ঘুরুঘুট্টে অন্ধকার—অতি তাড়াতাড়ি
গেল গোপী কুলি ডাকি', জিনিষপত্র ছাড়ি',
নামাইতে স্ত্রীকে খুঁজিয়ে, সে দিকে
দৌড়াইল, যেই দিকে স্ত্রীলোকদিগের গাড়ী।

৯

এখন না হয় গোপীনাথের কপালেরই জোর,
নয়ত সে কুচরিত্র, অথবা সে চোর,
কিম্বা অন্ধকারে নিজের স্ত্রীই অনুমানি',
নিল গোপী চেলি পরা, জজের স্ত্রীকেই টানি'।

১০

চলে গাড়ী জোরে জামালপুরে ভোরে
এল ক্রমে; উঠি হাকিম আধ ঘুমের ঘোরে,
স্ত্রীগাড়ীতে গিয়ে গোপীর স্ত্রীকে নিয়ে,
(আহা! বেচারী সে বৃদ্ধ) সুশীলাই এই ভুলে,
মুঙ্গেরের গাড়ীতে গিয়ে দিলেন সোজা তুলে।

১১

১২ মিনিট পরে জজের পথভ্রষ্টা দাসী
মুঙ্গেরের গাড়ীতে ক্রমে উত্তরিল আসি।
আর সে লুপ মেলও দ্রুত চ'লে গেল
ছাড়ি ষ্টেশন, উদ্গার ক'রে ধোঁয়া রাশি রাশি।

১২

হ'ল গোপীর বধূর,—কক্ষে কেহ নাই ক দেখি
ঘোমটা দুঃসহ (তাঁরও যেমন গ্রহ!)
ঘোমটাটি তুলে চাইলেন যেমন ভুলে;—
অমনই ঝি চীৎকারিল "এ কি বাবু এ কি?
কে এ? কাকে নিয়ে এলেন"—
"তাই ত ঝি!—এ কে?
এ যে কালো"।—বজ্রাহত জজ্ ত তা'রে দেখে।

১৩

ঘোড়দৌড়, ছুটাছুটী;—প্রকাণ্ড চীৎকার;
"ঝি—ও মোধো—টেলিগ্রাফ্—ষ্টেশন মাষ্টার।"
—বল্লেন চীৎকারিয়া জজ্‌টি ঘরে এসে তাঁর।
হাঁপাতে হাঁপাতে "দোহাই ষ্টেশন মাষ্টার,
—বিপর্য্যয় কাণ্ড— আঁধার ব্রহ্মাণ্ড—
দোহাই তোমার, ধর্ম্ম অবতার
তুমিই; তা যা বলুক না সব ধর্ম্ম গ্রন্থকার;—
রক্ষা কর ধর্ম্ম;— এমনও কুকর্ম্ম!
কখনও কর্ব না, প্রভু, স্ত্রীকে ছেড়ে এসে
স্ত্রীগাড়ীতে একা—হ'ল ইহাই অবশেষে!!!
অহো ভগবান হায় কি হ'ল!
—হা হতাশ।"
কেয়া হুয়া বাবু"
"আরে কেয়া! সর্ব্বনাশ
স্ত্রীচুরি—তার উপরে এ কোথা থেকে এসে—
চাপল একটা অন্ধকেরে মেয়ে স্কন্ধদেশে;
স্বামীর নামও বলে না ক—বলে বাপের নাম
কোথাকার এক মুক্তাগাছির
কোন্ এক শম্ভুরাম।
—উপায়? হা হরি—এখন যে কি করি"
বসে পড়লেন হাকিম একটা বেঞ্চেরই উপরি।

১৪

ষ্টেশন মাষ্টার দেখি এ ব্যাপার—
নিজের স্ত্রী হারিয়ে লোকটা নিয়ে এল কা'র,
এই কথাটি ভেবে হাসি রাখা চেপে
হ'ল ভারি দুঃসাধ্য; প্রায় যান ত তিনি ক্ষেপে;
ধৈর্য্যের যাহা গোড়া গোঁফে দিয়ে মোড়া;—
বল্লেন তিনি "সে কি বাবু
ফেল্লেন কি ষ্ত্রী হারায়ে?
বড় খারাপ কটা; আরও
ডুঃখের বিষয় ভারি এ;
কিণ্টু, বাবু! দায়ী রেলওয়ের লোক নাহি;
রসিড্ নিয়ে মাল গাড়ীটে ডিলে, টবে মানি.
হোট ডায়ী এ সম্বন্ধে রেলওয়ে কোম্পানী:
টা'লে পঁহুছিট ষ্ত্রীও নিঃসণ্ডেহে এসে।"
বলে ফেল্লেন শ্বেতাঙ্গটি ইংরাজীতে হেসে।
হুজুর ত অবাক্ লেগে গেল তাক্,
শুনলেন এই কথাগুলো বদন ক'রে ব্যাদান।
কি কর্ব্বেন আর?
বেঞ্চে ব'সে স্ত্রীর জন্যে ত হ্যাদান!
শ্বেতাঙ্গটি শেষে দিলেন উপদেশ এ—
"এ ষ্ত্রীলোকটি আপাটট এ ষ্টেশনে ঠাক্,
পুলিশেটে খবর ডিবেন আপনার ষ্ত্রী জন্য,
ইহা ভিন্ন সডুপায় ডেখি না ট অন্য;
টারা বুঝে সুঝে দেখ্‌বে গিয়ে খুঁজে;
আপনি এখন ঠাকুন শুয়ে নাক মুখ গুঁজে।"

১৫

হুজুর দেখলেন, যাবে দেখছি,
উভয় কুলই তাতে;
এটা তবু আপাতত থাকুক নিজের হাতে;
পাওয়া গেলে সেটা ছেড়ে দেব এটা;
—পেলে তারে হাতছাড়া ক'রে আর কোন্ বেটা,—

বল্লেন "চলুক আপাতত এটা আমার সাথে;
নির্দ্দাবী এ মালে দিব পুলিশেরেই হাতে"
বলে কষ্টে শ্রমে হতাশ হয়ে দমে',
পহুঁছিলেন ধর্ম্মাবতার মুঙ্গেরেতে ক্রমে।

১৬

গোপী ত এ দিকে নিয়ে জজের স্ত্রীকে
চ'লে গেলেন বাড়ী, এবং পরমকৌতুকে,
করেন যাপন দিবা বিভাবরী সুখে।
এক দিন গিয়ে গোপী কহেন "প্রিয়ে
সুশীলে" সম্ভাষি তারে 'অতি স্নেহে চুমি',
জান্তাম না ক সত্যি!—এত সুন্দরী যে তুমি,
আরও শুনেছিলাম—প্রিয়ে ক'রো না ক রোষ—
তোমার বাপের নাম—কি যেন শম্ভুচরণ ঘোষ;
স্ত্রীও বল্লেন হেসে "আর—ও—তুমি এত যুবা
সুন্দর যে, তা বলে নি কেউ আমারে; নতুবা
কাঁদতাম কি আমি. বল্লেন যখন মামী
মাকে 'বড়ই বুড় হ'ল আহা বাছার স্বামী'?
আরও শুনেছিলাম তোমার বর্দ্ধমানে সাকিম?
আরও শুনেছিলাম যেন তুমি একটা হাকিম।"
বল্লেন গোপী—হাঁ হাঁ আমি কাছাকাছি তাই,
ডেপুটির এক শালার আমি পিসতত ভাই।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব

এজলাস বড় মেলা লোক জড়—
মাচ্ছে সব পেয়াদা তাদের ঘুসি মুষ্টি চড়ও;
ভীষণ রকম রোল যেন শত ঢোল
ঢক্ক, কাঁশি, শঙ্খ মিলে কচ্ছে গণ্ডগোল।
জিজ্ঞাসিলাম তাদের "অদ্য এখানে কি হবে?
চীৎকার কচ্ছ কেন হেন ষাঁড়ের মত সবে?
এখানেতে ছুটে এসে সবাই জুটে
কচ্ছ কি হে? নেবে না কি আদালতটা লুটে?"
—"স্ত্রীচুরির এক মোকদ্দমা" সবাই বল্ল উঠে।

শুনে আমি তাই ভেত
দেখ্‌লাম যাহা, হ'ল তাতে
বুদ্ধি শুদ্ধি লোপই;—
একটি দিকে সেই জজবাবু, অন্য দিকে গোপী,
ব্যারিষ্টার দাদা—মোটে' নহেন সাদা—
ডেপুটিবাবুকে নিয়ে বোঝাচ্ছেন—গাধা।

"হিন্দুশাস্ত্রমতে হুজুর স্ত্রীরত্ন মহৎ,
ইহা সকলেই জানে—মুনিদিগের মত;
হীরা জহর ইহার কাছে লাগে না ক কিছু,
ছাগ, গো, মেষ, মহিষ, হস্তী ইহার চেয়ে নীচু;—
স্ত্রীই বাড়ীর গিন্নী, হুজুর!
স্ত্রীই বাড়ীর দাসী;
স্ত্রীই স্বামীর জমিদারী, তালুকদারী, চাষী;
স্ত্রীই স্বামীর বাহার; স্ত্রীই স্বামীর আহার;
—একটি কথায় নাহি কিছু সমতুল্য তাহার।
শুধু এই কালের নহে, পরকালের গতি;
পুন্নরকে ত্রাণ জন্যেও স্ত্রী দরকার অতি।
স্বর্গের যেটা সূত্র, মহামূল্য পুত্র,
জজবাবুর এই ভার্য্যা ভিন্ন আশা তস্য কুত্র?"
বল্লেন উঠে গোপীর উকীল এইখানে চটি'
"প্রমাণেও জজবাবুর পুত্রকন্যা ন'টি।"
"ত বটে তা বটে" ব'লে চুলকাইয়া ভুরু।—
কল্লেন জজের ব্যারিষ্টারটি
আবার বাক্য সুরু।—
"তা যাক্, কেবল দেখাবার যা উদ্দেশ্য আমার,
স্ত্রীধন অতি দামী, হুজুরে তা আমি
দেখায়েছি; পরে হুজুর করুন সুবিচার;
এটাও দেখ্‌বেন ভেবে হুজুর জজটি অতি বৃদ্ধ,
মান্য এবং গণ্য, ও এই চুরির জন্য
কত কষ্টে দিবানিশি হয়েছেন সিদ্ধ;
বিশেষ তাঁর স্ত্রী অনুপমা সুন্দরী যুবতী,
(হেথা চুরির মতলবটিও জাজ্বল্যমান অতি;)
এবং হাতি সমান দিয়াছিও প্রমাণ,
গোপীকৃষ্ণ বয়াটে ও মাতাল সর্বিশেষই,
সে জন্য তার হওয়া উচিত সাজা খুবই বেশী।"

উঠ্‌লেন ঝেড়ে গোপীর দক্ষ উকীল পরিশেষে,
তাঁর চুল বেজায় কটা মেজাজ ভারি চটা,
আরম্ভিলেন বক্তৃতাটি ধীরে ধীরে, কেশে;—
"এ বিষয়ে সব-জজবাবুই—দোষী, তিনি ঘোর
পাপী এবং ব্যভিচারী, ভণ্ড এবং চোর,—
বল্লাম এই যাহা, প্রমাণ হবে—তাহা!
জান্তেন যখন স্যব জজবাবু অপরের স্ত্রী এ,
তবু গোপীর স্ত্রীকে সটাং এলেন ঘরে নিয়ে!
নাহি জ্ঞানকাণ্ড? অকালকুষ্মাণ্ড?
একেবারে খালি ওটার বিদ্যাবুদ্ধিভাণ্ড!!!
পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো, হতভাগা গাধা,
অনায়াসে হ'তে পারে যে তাহার ঠাকুরদাদা;
নিয়া গিয়া তারে, জ্ঞাত ব্যভিচারে
বিনাশিল ধর্ম্ম তাহার নিঃসঙ্কোচে?—আরে—
তুই একটা জজ; নাহি লজ্জা তোর কি ছাই?
ম'রে যাবি টুকু্‌ ক'রে কবে, ঠিক্‌ নাই;
করেছিস্‌ ত বিয়ে বেটা শুধু টাকার জোরে;
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই বালিকাকে ধ'রে;

উনি আবার জজ! বদমায়েস, পাজি,
আরে খেলে যা,
নিজে চুরি ক'রে, নালিশ—যা বেটা
যা জেলে যা।

—"আবার গালাগালি" উঠ্‌লেন
ব্যারিষ্টারটি ব'লে।
উকীল বল্লেন "চুপ কর; নয় বাইরে যাও চ'লে,
এ আমার সময় দাদা, দিও না ক বাধা—
যেমন বেটা জজ তেমনি কি
ব্যারিষ্টারটাও গাধা।"
"—কোর্টে অপমান? ভাল যদি চান"
বল্লেন আবার ব্যারিষ্টারটি—
"আপনি বেরিয়ে যান।"
"এও কি দাদা হয়—এ কি ছেলের হাতে মোয়া?
এমনি মার্ব্ব রগে চড় যে দেখ্‌বে সবই ধোঁয়া।"

নিজের ছেলের বিয়ে, কোথায় দিতে গিয়ে
নিজে এলি বিয়ে ক'রে? তুই কি একটা মানুষ!
তুই ত পশু, পক্ষী, মৎস্য,
লাঠিম কিংবা ফানুষ।"
বল্লেন চ'টে ব্যারিষ্টারটি "উকীল মহাশয়! কেন
মক্কেলটিকে আমার, মিছে গালাগালি দেন ও?"
"গালাগালি? ম'শয় আপনার
মক্কেল অতি শুয়োর,
কোলাব্যাং—ওর যাওয়া উচিত
ভিতরেতে কুয়োর;
সেখানেতে লুকিয়ে, না খেয়ে, ও শুকিয়ে,
শীঘ্র ম'রে যাওয়া উচিত—এত স্বভাব কু ওর!
যখন জজের স্ত্রীকে নিয়ে গোপীকৃষ্ণ আসে
তখন আঁধার ঘুরঘুটে রাত্রিকাল, তা সে
গোপীকৃষ্ণ, প্রভু, জানিত না কভু
সুশীলা যে অন্যের পত্নী—অনিবার্য্য যুক্তি;
গোপীকৃষ্ণ পেতে পারে বেকসুরী মুক্তি;
কিন্তু ঐ হাঁড়িমুখো বানর বেটাচ্ছেলে—
লজ্জা হক এখনই ওকে পাঠিয়ে দিতে জেলে।

সুরু পরে হাতাহাতি, পরিশেষে লাথালাথি
পরে চুলোচুলি এবং পরিশেষে "দাড়াদাড়ি;"
দেখলেন শেষে হাকিম তখন
হ'ল কিছু বাড়াবাড়ি;
বল্লেন "দেখ আদালতটা অনেক ক্ষণই সয়েছে:
আর সইতে পারে না, বেশ অপমান হয়েছে;
এই অপমান করার দরুন আদালত ও আইন,
তোমাদের প্রত্যেকের হ'ল
দু'শো টাকা 'ফাইন'।"

এইরূপ প্রসঙ্গ হ'য়ে গেলে ভঙ্গ
হাকিম দিলেন তখন রায়, তার এবম্বিধ মর্ম্ম—
"যাও—কর বাড়ী গিয়ে যার যা নিত্যকর্ম্ম;
বৃদ্ধ জজ হে!
কাদম্বিনীই তোমার যোগ্যা ভার্য্যা;
গোপীকৃষ্ণ, সুশীলাই তোমার স্ত্রী, আর যার যা

অন্য দাবী—ডিসমিস—পরে
ইচ্ছা হয় ত কারও
সিভিল কোর্ট খুব খোলা আছে,
নালিশ কর্ত্তে পারো!"
জজটি অতি ক্লিষ্ট—গোপী অতি হৃষ্ট
হ'লেন তাতে, অতি স্পষ্ট হ'ল সেটা দৃষ্ট;
সবার মাঝে সাফ, গোপী দিলেন লাফ;
সুশীলাকে ধ'রে গেলেন গাড়ী ক'রে,
বৃদ্ধ জজকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়ে সজোরে।

মর্ম্ম

১। হিন্দু বিবাহটা হয় ত খুবই আত্মিক,
শুদ্ধ সেটা চুক্তি নয়—তা অবশ্যই ঠিক্;
কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে বালিকাকে বিয়ে করায়
আধ্যাত্মিকতাটা একটু বেশী দূরই গড়ায়;
সেরূপ বিবাহটা নিশ্চয় আত্মার মোক্ষসেতু,
কিন্তু হয় তা প্রায়ই গৃহে অশান্তির হেতু।
২। ঘোম্‌টা যে জিনিষটা সেটা
ভালই, তা ব'লে;
সেটা ঠিক্ একটি গজ
লম্বা না হ'লেও চলে।
যদিই অন্যে পত্নীর চারু-চন্দ্রমুখখানি
দেখে খুসি হয় বা, তাতে এমনই কি হানি
৩। রেলে যেতে হ'লে সবাই স্ত্রীগাড়ীর মোড়ে
আপন আপন স্ত্রীগুলিকে
নিও বুঝে পোড়ে।
৪। উঁকিলেই দেখ্‌বে অনেক কার্য্য যায় চ'লে
মোকদ্দমা জেতে না ক ব্যারিষ্টারই হ'লে।

বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী

যুবতী কুমারীগণ শুন দিয়া মন
বৃদ্ধা কুমারীর এক আত্মবিবরণ;
কি হেতু—যদিও আমি বয়সে পঞ্চাশ,
তথাপি কুমারী, তার শুন ইতিহাস।

বয়স পনর যবে, ভাবিতাম মনে,—
সমস্ত জগতে এসে লোটাবে চরণে;
হইত বিস্ময় শুধু,—এত দিন হেন
সুঠাম চরণে তারা লুটায় নি কেন?

বিবাহ ত করিব না যতক্ষণ পায়
প'ড়ে, রাজপুত্র এক মরিতে না চায়
"বাঁচাও" বলিয়া যবে পায়ে পড়িবে সে,
উঠাব কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়া তারে হে'সে।

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স বিংশতি;
—রাজপুত্রগুলো দেখি আহাম্মক অতি।
মরিবার থাকিতেও এহেন সুযোগ,
সে সুখটা আজো কেহ করিলে না ভোগ।

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স ত্রিংশৎ;
তথাপি ছাড়ি না আশা চেয়ে আছি পথ;
জোয়ার ছাপিয়া ওঠে কূলে কূলে ঐ;
—হায় তবে রাজপুত্র এল আর কৈ!

বয়স চল্লিশ। ভাটা প'ড়ে গেছে ঐ;
কি করি!—তবে না হয় মন্ত্রীপুত্রই সই!
কোটালের পুত্র ভিন্ন আসে না ক কেউ;
এদিকেও নেমে যায় জোয়ারের ঢেউ।

বয়স পঞ্চাশ।—সেই প্রবল ভাটায়
হুঃ হুঃ শুষ্ক নদী বেগে বয়ে যায়;
—কোটালের পুত্রই সই শেষে—হা কপাল!
কিন্তু রোস—সেই কোন্ আসে আজকাল?

বোধ হয় হবে গত বর্ষ দুই চা'র,
কোটালের পুত্রটাও আসে না ক আর।
—এইরূপে করি ভ্রমে রাজপুত্র আশ।
কুমারীই রহিলাম—বয়সে পঞ্চাশ।

মর্ম্ম

এই পদ্যের মর্ম্ম এই;— প্রথমতঃ ভাই
পৃথিবীতে বড় বেশী রাজপুত্র নাই।
তদুপরী, যারা আছে তারা চায় যত—
অপ্সরা না হোক—রাজকন্যাও অন্ততঃ।

দ্বিতীয়তঃ বেশীক্ষণ পথ চেয়ে প্রায়,
আর কিছু না হোক্ জোয়ার বয়ে যায়;
রূপ বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায় বেশী রেখে;
টোপ জলে গ'লে যায় বেশীক্ষণ থেকে।

যদি বুঝে টান নাহি দাও লাগসৈ,
পরে উঠিবে না কিছু, বড়শীটি বৈ।

ভট্টপল্লীতে সভা

একদিন ভট্টপাড়ায় মহা তর্ক হৈল,—
"তৈলাধার পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার তৈল,"
সে গভীর-প্রশ্ন, এবং সে বিষম তর্ক,
মীমাংসা করিতে মিলে যত পক্ক পক্ক,
পণ্ডিতেরা শেষে, টোলে সবাই এসে,
কল্লেন মহাসভা একটা অস্মিন্ বঙ্গদেশে।

টোলের সেই মাটি, সযতনে ঝাঁটি,
পড়লো ক্রমে সতরঞ্চ ফরাস এবং পাটি,
এলো নানাপ্রকার গুড়্গুড়ি গড়গাড়,
বহুবিধ হুঁকো—কারো মাথায় বাঁধা কড়ি.
কোনটির খোল নারকেলের
আর কোনটির খোল রূপোর,
কোনটি বা ফরাসেতে বৈঠকেরই উপর;
কোনটি বা কোণে দুঃখিত ক্ষুন্ন মনে,
প'ড়ে আছে—তাদের যেন করেছে কেউ হেলা;
যেন পাশে ব'সে আছে ছোটলোক মেলা।

সূর্য্য যাচ্ছে অস্ত, সবাই অতি ব্যস্ত,
সন্ধ্যার পরই পণ্ডিতেরা আস্‌বে মস্ত মস্ত;
সবই হ'ল গোছান, হুঁকো টুকো মোছান,
পাটি টাটি বিছানো. ও 'ফরাস টরাস' ঝাড়া;
অত্যাশ্চর্য্য যষ্টি'পরে প্রদীপ হ'ল খাড়া;
দিবা গত হৈল, চাকরেরা রৈল,
পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাতে—স্তব্ধ হ'ল পাড়া।

—ইতি অবসরে, এস ভাল ক'রে,
দেখে নিই টোলটির চারি দিক, পাঠক.
যেথা অভিনীত অদ্য হবে মহা নাটক;
টোলটিকে না মাড়িয়ে, বাহিরেতে দাঁড়িয়ে,
দেখব গিয়ে তাতে কেহ দিবে না ক আটক।

টোলটির—নাম "নব হরিধাম"
চারি দিকে অত্যাশ্চর্য্য চতুষ্কোণ থাম;
বোঝানটা শক্ত যে তাহার, কি আশ্চর্য্য কাজ.
যখন দেখ নি সেণ্টপিটার, পার্লামেণ্ট কি তাজ;
তারি কারিকুরি, ক'রে, সকল চুরি,
ফ্রান্সদেশে রচেছিল 'ভার্সাই' চমৎকার,
(—স্বীকার করেন তাহা
গেটে ও মোক্ষমূলার—)
বর্ণনা আর কর্ম্ম না ক সে অপূর্ব্ব কর্ম্ম;
ইচ্ছা হয় ত দেখে এস সেই চারু হর্ম্ম্য।

সেই হর্ম্ম্যের কোন স্থান বা সর্ষপতৈলে মাখা.
কোথাও বা সিন্দুরেতে গণপতি আঁকা;
সে অপূর্ব্ব টোলে, কোথাও বা দোলে,
চিত্রপটটি শ্রীকৃষ্ণের—"শ্যাম বংশীধর বাঁকা।"
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে;
(আহা)—যাহার জন্য শ্রীরাধিকা
কালি দিলেন কুলে;
এরূপ চিত্র কেহ কভু দেখি নি ক আগে,
কোথায় রাফেল আঞ্জোলা ও টিসিয়ান লাগে,
—আর্য্যঋষিবর্গ বড় ছিল না ক যে সে,
ক'রে গেছে যা তাহারা আর্য্যাবর্ত্তে এসে,
পারে নি ক কোন কালে কেহ কোন দেশে।

সে কথাটা যাক্—দূর এ উড়ো তর্ক তুলে,
কি বল্তে যাচ্ছিলাম আমি
সেটাই গেলাম ভুলে।
—এরূপ রমণীয় হর্ম্ম্যে এলেন সবাই ক্রমে,
বিদ্যানিধি শিরোমণি আদি; গেল জ'মে,
ক্রমেই সে টোল; ব'লে হরিবোল;
বসলেন পণ্ডিতেরা সবাই হ'য়ে নানা মুখো,
কার হাতে নস্যদান আর কার হাতে হুঁকো।

সবাই অতি ব্যস্ত, চাকরেরা ত্রস্ত,
জ্বালিল অমনি সেই প্রদীপসমস্ত;
ক্রমে টোলের শোভা হ'ল মনোলোভা,
কোথায় লাগে এথেন্স, রোম,
কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ।

পণ্ডিতেরা বস্‌লেন সবাই কোলাকুলি ক'রে,
মহা ভ্রাতৃভাবে; শেষে নানা কথার পরে,
উঠলেন নরহরি শাস্ত্রী—মনু হাতে ক'রে
বল্লেন একটু হেকে, মধ্যস্থলে এসে,
"হে বিদ্যার ভাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সম পণ্ডিতসমাজ,
সবাই ত জানেনই অদ্য সভার যে কি কাজ।
লেখে সবাই জানে, মার্কণ্ড পুরাণে
"পাত্রাধারে তৈলং" কিন্তু শুনুন মনু থেকে.
"তৈলাধারে কাংস্য পাত্রে" এইরূপই লেখে,
আপনারা ইহার অতি করুণ সুবিচার,
'তৈলাধারই পাত্র' কিম্বা 'তৈল পাত্রাধার'।
যে বিচারের জন্য, হবেন বিশ্বগণ্য,
আর এ মূর্খ পৃথিবীতে হবেন ধন্য ধন্য;
কেন না এ প্রশ্ন বিষম জটিল কুটিল অতি;
কচ্ছে যাহা বসুন্ধরার বিষম রকম ক্ষতি।

১০

তখন হ'ল তর্ক, পণ্ডিতেরা পক্ক,
দিলেন নানান্ অভিমত সব নানান্ শাস্ত্র দেখে.
আওড়ালেন বহু শ্লোক বেদ ও পুরাণ থেকে:
বিদ্যারত্ন খুঁজেন ব্যাস; তর্করত্ন তিনি,
খুঁজেন ব্যোপদেব; খুঁজেন গোস্বামী পাণিনি;
শিরোমণি অলঙ্কারশাস্ত্র; ন্যায়রত্ন
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্রখানি ক'রে অতি যত্ন;
স্মৃতিরত্ন খোঁজেন পুরাণ; শ্রুতি বৃহস্পতি।
জ্যোতিষশাস্ত্র পাতি পাতি খুঁজেন সরস্বতী;
—লাগলেন ক্রমেই সে মহা সভার প্রতি সভ্য,
প্রকাশ কর্ত্তে সে বিষয়ে স্বকীয় মন্তব্য।

১১

সে যজ্ঞে সে কর্ম্মে, সে তর্কে সে হর্ম্ম্যে,
পণ্ডিতেরা মৎস্য সম হ'য়ে গেলেন ঘর্ম্মে;
কার কথা কে শোনে, সবাই সভ্য জনে,
শোনান্ ওজস্বিনী ভাষায় নিজ নিজ মর্ম্মে;
ক্রমশঃ সে মহাতর্ক হ'য়ে উঠ্‌ল চরম,
ক্রমেই সবার মেজাজ আর সে ঘর হ'ল গরম।

১২

আমি—দেখেছি বার দশেক শান্তিপুরে রাস;
ক্রিস্টলে প্রদর্শনীতে গরু শ পঞ্চাশ;
'ওয়ারিকে' দু তিন হাজার কুকুর জাতির মেলা;
মুঙ্গেরেতে দিনুবাবুর বাড়ীতে তাসখেলা;

শুনেছি কলকাতার রাস্তায়
ট্রামগাড়ীর ঝন্‌ঝনি;
বেহাই বাড়ী ছেলেদিগের চেঁচামেচির ধ্বনি;
সন্ধ্যাপূজায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর ঢক্ক;
সান্যাল এবং চক্রবর্ত্তীর স্পেন্সার নিয়ে তর্ক;
অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের জানি
ছিল ভীষণ টঙ্কার;
পড়েছিও রামায়ণে যুদ্ধের বিষয় লঙ্কার;
কিন্তু যা দেখিছি, শুনেছি ও পড়েছি,
—তা সব,
একত্রেতে জড়ালেও হয় অসম্ভব,
এগোলো সে ধুন্ধুমারি সে দুন্দুভি রব।

১৩

ক্রমে সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে;
কল্লেন ব্যক্ত তথা, বহু উদার কথা;
ক্রমে সবার টিকী মহা আন্দোলিত স্কন্ধে;
ক্রমে প্রেমভরে, সবাই পরস্পরে,
সে অপূর্ব্ব হরিসভায় 'নব হরিধামে',
সম্বোধিতে লাগ্‌লেন শেষে ভাল ভাল নামে;
হিন্দুশাস্ত্র ছেড়ে পরে দিলেন পরস্পরে,
ডারুইনেরও বংশোৎপত্তির মত ব্যাখ্যা ক'রে;
আরও সে সম্বন্ধে তাঁদের পূরুষদিগের আদ্য,
ক'রে দিলেন বন্দোবস্ত ভাল ভাল খাদ্য:
ও নব উপায়ে, বিনা ভোজে, ব্যয়ে,
ক'রে দিলেন সুসম্পন্ন পরস্পরের শ্রাদ্ধ।

১৪

পরে সহ ভক্তি, গাঢ় অনুরক্তি,
কল্লেন পরীক্ষা সেই সকল মহোদয় ব্যক্তি,
পরস্পরের উদরের পরিধি এবং শক্তি:
দেখালেনও বাহুবীর্য্য, সেই সকল আর্য্য,
সবাই যেন অবতীর্ণ এক এক দ্রোণাচার্য্য:
পরিধেয়ের পশ্চাতের বা সম্মুখেরই অংশ;
(—কাছা কোঁচা) অনেকেরই হ'য়ে গেল ভ্রংশ;
পরস্পরের কেশে, ধ'রে অবশেষে,
ক'রে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নির্ব্বংশ,
(—যদিও তাঁদের কেশ মাথায় করিবারে ছিন্ন,
ছিল না ক বড় বেশী এক এক টিকী ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ, হ'য়ে গেল ভঙ্গ,
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাক্‌চিক্য;)
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

এদিকে বাসুকি দেখেন উঠে নিদ্রা থেকে,
পৃথিবীটা গ্যাছে ভারি পূর্ব্ব কোণে বেঁকে;
গোটা কতক খুঁটিরও হ'য়েছে সেথা ভঙ্গ;
তখন ত বাসুকি দেখেন মেরে উঁকি
ভীষণ রকম আলোড়িত দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ,
এবং বঙ্গসমুদ্রে ঘোর উত্তাল তরঙ্গ।
বাসুকি সে ব্যাপারখানা বুঝ্‌লেন গিয়ে যেই,
তৎক্ষণাৎ—সেই একেবারে বলা কওয়া নেই—
দিয়ে সটাং পাড়ি, চ'ড়ে লেজের গাড়ী,
চলে এলেন অবিলম্বে—ইন্দ্রদেবের বাড়ী।

এদিকে ত শচী (সহ সহস্র সঙ্গিনী,
বাঁধাচ্ছিলেন রতির কাছে মারাত্মক বি'নী,
যেন কালসর্প, অথবা কন্দর্প-
ফুলধনুর ছিলা, কিম্বা নিধুবাবুর টপ্প',)
শুন্‌ছিলেন সুয়ো এবং দুয়োরাণীর গল্প,
রতির কাছে; হাস্‌ছিলেনও মিটিমিটি অল্প,
ভেবে, "অদ্য ইন্দ্র হবেন মুগ্ধ এবং জব্দ":
এমনসময় হ'ল ঘরে ফোঁস্‌ফোঁস্‌ শব্দ।

"এ কি! তাই ত বাসুকি যে, অকস্মাৎ যে হেন?
ব্যাপারখানাটা কি? আর এ বিষণ্ণ মুখ কেন?"
বাসুকি জড়িয়ে লেজে শচী দেবীর পায়,
বল্লেন "রক্ষ রক্ষ মাতা রক্ষ বসুধায়,
নহিলে সে অবিলম্বে রসাতলে যায়;
বঙ্গে যত মেলে, সরস্বতীর ছেলে,
করে মহা তর্ক—আর সে—
—দেখ্‌বেন বাইরে এলে,
সে তর্কতরঙ্গে, উঠেছে যা বঙ্গে,
গ্যাছে ধরা পূর্ব্বকোণে বিষম রকম হেলে।"

শচী বল্লেন "তাই ত—এ ত বার্ত্তা ভয়ঙ্কর,
এখন উপায়? আচ্ছা আগে আসুন পুরন্দর।
যা কর্ত্তব্য করা যাবে ক'রে পরামর্শ;
বক্ষিব পৃথিবী, যাও মা, হয়ো না বিমর্ষ।"

বাসুকি যান ঘর, এলেন পুরন্দর,
শুনলেন ভীষণ বার্ত্তা সেই লোমহর্ষকর;
পাঠালেন ত ডেকে, নানাস্থান থেকে,
বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইত্যাদি বিস্তর
দেবগণে; হ'ল মন্ত্রণা গভীর;
অবশেষে বৈকুণ্ঠেতেই যাওয়া হ'ল স্থির।

সে সময় খাচ্ছিলেন বিষ্ণু মিঠে মোহনভোগ,
যে সময় উপস্থিত সেথা হলেন দেবলোক।
বল্লেন বিষ্ণু শেষে "শুনি ওহে মান্যগণ্য
দেবগণ! অকস্মাৎ—এ—এ—এ হল্লা কি জন্য?"
বল্লেন প্রণমিয়া ইন্দ্র "অদ্য সবে মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় সরস্বতীর ছেলে;
সেথা অতি বিষম এবং জটিল তর্ক হৈল,
'তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল';
সে তর্ক তুরন্ত, হ'ল সুদুরন্ত;
হচ্ছে এখন মহাসমর!—বিষম বাহুযুদ্ধ,
বুঝি রসাতলে যায় বা পৃথ্বী স্বর্গ শুদ্ধ।
হেন যুদ্ধ করে নি কেউ—অমর, দানব, যক্ষ;
প্রভো—বারম্বার, হয়ে অবতার,
পৃথ্বীরে রক্ষিলে তুমিই আর একবারটি রক্ষ।"

বল্লেন বিষ্ণু "তাই ত মোটে দশটি অবতার
ক'রে গেছেন পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা আমার;
তাহার মধ্যে ন'টি, গিয়াছে ত ঘটি'
আছে একটি, তাও যদি হ'য়ে ফেলি আজ,
তাহার পরে ব'সে ব'সে বে'চেই বা কি কাজ?
তবে শোন এর একটি খুব পরামর্শ আছে,
চল সবে মিলে যাই গে ব্রহ্মাদেবের কাছে।"

তখন দেবতারা পড়েন ব্রহ্মাদেবের পায়
বল্লেন "হে দেব! তোমার সৃষ্টি রসাতলে যায়।"
শুনলেন ক্রমে প্রজাপতি পরে সে বৃত্তান্ত;
বল্লেন ডেকে "বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র হও শান্ত";
হুকুম কল্লেন ডেকে ব্রহ্মা দূতীকে "হে অম্বে!
সরস্বতীকে যাও ডেকে আন অবিলম্বে।"

এদিকে ভারতী, মধুর স্বরে অতি,
বীণার সুরের সঙ্গে ধ'রে অতি মৃদুতান
ভাঁজছিলেন ত ছাদে বসে, ইমনকল্যাণ!
শুনে মুখে অম্বার, আজ্ঞা দেব ব্রহ্মার,
এলেন বাণী পাল্কী চ'ড়ে অতি অবিলম্ব, আর
ভাব্‌তে ভাব্‌তে "বুড়ো কেন ডাকে"
তা বারম্বার।

সরস্বতী এলে, তাকিয়াতে হেলে,
বল্লেন ব্রহ্মা "শোন সরস্বতী, সবাই মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় তোমার যত ছেলে;...
সেথা হইল ঘোর তর্ক, এখন হচ্ছে যুদ্ধ;
বুঝি রসাতলে যায় বা অদ্য সর্ব্বশুদ্ধ;
তুমি যাও, ও সভাপতি হৃষীকেশের স্কন্ধে,
—অর্থাৎ রসনাতে ব'সে থামাও গে সেই দ্বন্দ্বে"
"তথাস্তু" ব'লে তা চলে গেলেন সরস্বতী
নব হরিধামে—যথা সভা, সভাপতি।

১০

এল এখন মহাতর্কের সময় খতম হবার;—
শ্রীহৃষীকেশ সভাপতি দাঁড়িয়ে মাঝে সবার;—
তুলে দুই হস্ত, ও হ'য়ে মধ্যস্থ,
উচ্চৈঃস্বরে আদেশ কল্লেন "ভবন্তু নিরস্ত;
পণ্ডিতগণ, এ মহারণের কর এখন ভঙ্গ,
থামাও না ভীষণ বাত্যা, নহে ত এ বঙ্গ,
বঙ্গ কি! ধরণীই, যাবে যে এখনই
রসাতলে; সামাল সামাল, এ তর্ক তরঙ্গ।
তখন ইদং বিশ্ব, পাছে হয় অদৃশ্য,

অকস্মাৎ, সেই পণ্ডিতেরা, পাছে প্রলয় ঘটে,
বল্লেন সবাই একবাক্যে—"হাঁ তাও ত বটে।"

১১

পুনঃ সভাপতি, বল্লেন "এটি অতি,
কূট প্রশ্ন; অতএব এ তর্কে হও ক্ষান্ত;
তোমরা কি মুনিরাও নহেন অভ্রান্ত;
তোমাদেরও আমারও বা হ'তে পারে ভ্রম;
বিশেষ যখন এ প্রশ্নটি সমস্যা বিষম;
এ হেন সমস্যা কভু ঘটে নি ক আগে;
কিবা যোগস্মৃতি, কিবা রাজনীতি,
কিবা জ্যোতিষ—ইহার কাছে
কোথায় সে সব লাগে।
যে তর্ক অদ্য এ বঙ্গে—ভট্টপাড়ায় হল,
"তৈলাধার পাত্র কি না পাত্রাধার তৈল",
ভেবে চারিদিক্ দেখ্‌ছি দুইই ঠিক্—
কিম্বা দুইয়ের একটি ঠিক্;
আর তা যদি না হয়
নিতান্ত, তা হ'লে ঠিক্ তার কোনটিই নয়;
তোমরা এ মীমাংসায় সন্তুষ্ট অবশ্য,
অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ! নেও সবে নস্য।"
উক্ত সুন্দর মীমাংসাটি ক'রে হৃষীকেশ,
সে রাত্রেতে সভাকার্য্য করে দিলেন শেষ।

মর্ম্ম

রাস্তায় কুড়ের মত কেন ঘুরে ঘুরে মরো?
ঘরে কেজো লোকের মত উড়ো তর্ক করো।

হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা

১

হরিনাথ দত্ত চ'ড়ে সকাল বেলার ট্রেন্'
দুর্গাপুজার ছুটী—শ্বশুরবাড়ী আসিছেন।
এ কথাটি সত্য, হরিনাথ দত্ত
পাটনায় চাকরি করেন;—কিন্তু সে চাকরির অর্থ
বলা কিছু শক্ত; কারণ এটি ব্যক্ত
যে হরিনাথ মাঝে মাঝে শ্বশুরকে তাঁর, ত্যক্ত
কর্ত্তেন টাকার জন্যে; যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে ক'রে, অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই করেছিলেন উদ্ধার।

হরিনাথ ত উপন্যাস ক'রে মেলা জড়
পড়্‌তেন দিবারাত্র; কেন কার্য্য কর্ম্ম বড়
শিখেন নি ক, ব'সে পড়তেন তিনি ক'সে
কপালকুণ্ডলা এবং দুর্গেশনন্দিনী,
এবং তাহাই দিবানিশি ভাব্‌তেন ব'সে তিনি।

হরিনাথের বাপের বাড়ী ছিল পাবনায়;
বাঙ্গালীদিগের আদিস্থানে সিরাজগঞ্জ গাঁয়,
শ্বশুরবাড়ী হুগলির কাছে—গরিফায়।
তাঁহার স্ত্রীটি সভ্যা, শিক্ষিতা ও নব্যা,—
আরো সে (তা বল্‌তে গেলে সকল কথা খুলে)
পড়েছিলও বছর চারিক বালিকা ইস্কুলে।

৪

—এখন বালিকারা শিখ্‌লে লেখা এবং পাঠ,
ঘটেই না ঘটে কিঞ্চিৎ সামান্য বিভ্রাট;—
তারা বাঁধে না ক খোঁপা, চুল ফেরায় তোফা,
শাড়ী এত বড় হয় যে বিরক্ত হয় ধোপা;
শান্তিপুরে, বারাণসী, ঢাকাই যায় সব চুলোয়,
পরে এখন 'বোম্বাই' পঁচিশ হস্ত লম্বায়;
তাও এত কুঁচোয় যে তার ঘোমটাতে না কুলোয়
তার নীচেতে পরে কামিজ, জ্যাকেট পরে গায়ে;
পায়ে দেয় না আল্‌তা বরং মোজা পরে পায়ে;
তার উপরে জুতো; ইত্যাদি;—বস্তুতঃ
শীঘ্রই তাদের জ্বালায় চোটে উঠে জ্যেঠী, মামী,
পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত—ক্ষেপে যায় স্বামী।

সৌদামিনীর অবশ্যই ছিল সে সব দোষ;
কিন্তু তাতে বড় কেহ কর্ত্ত না ক রোষ;
কারণ হরির শ্বশুর, রাধাকান্ত বসুর
টাকার ছিল না ক থাক্‌তি;
তাই তাঁর এসব কসুর

"ইন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" যেত সবই ঢেকে;
খরচ হ'ত না ত দিতে কারু পকেট থেকে;
(গোলাকৃতি আকার, অসংখ্য গুণ টাকার
তিনিই এ কলিযুগের পরব্রহ্ম সাকার)
আরো এটা বলে রাখি সৌদামিনী অতি
রূপসী ও সাধ্বী দশবর্ষীয়া যুবতী।

মোটে গত হ'ল প্রায় মাসেক ষোল,
দিয়েছেন বিবাহ সুদূর তদীয় মা বাপ,—
একবারটি হরির সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ।
আশৈশব হরির পত্নী থাকেন বাপের বাড়ী,
দেখতে তাই তিনি হেন সৌদামিনী
আস্‌চেন মহোল্লাসে অদ্য চ'ড়ে রেলের গাড়ী।

হরিনাথ দত্ত ত একটি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে,
এক ধারে গাড়ীর বেঞ্চের ব'সে একটি পাশে,
বাইরের দিকে চাচ্ছিলেন ও চিবাচ্ছিলেন পান,
এবং সদুর রূপরাশি কর্ত্তেছিলেন ধ্যান;
(সেই রূপরাশি,—চাহনি ও হাসি,
পাবে না ক খুঁজে এলেও বৃন্দাবন ও কাশী।)

দেখ্‌বেন সেই বঁধুর, বদনখানি মধুর,
ডাক্‌বেন কত ভালবেসে নামটি ধ'রে সদুর;
বল্‌বেন কি কি কথা, কি কি রসিকতা,
কর্ব্বেন সদুর সঙ্গে তিনি অনেক দিনের পরে,
—ভেবে হরিনাথের মুখে হাসি নাহি ধরে।

তিনি বাড়ী গিয়ে ঘরের দুয়োর দিয়ে
প্রথমতঃ ডাক্‌বেন স্ত্রীকে সম্বোধিয়ে "প্রিয়ে!"
সদু বল্‌বে "নাথ!" তদুত্তরে বল্‌বেন তিনি
"প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে! সদু! সৌদামিনি!"
দিবে উত্তর সদু, "প্রাণেশ্বর বঁধু!
হৃদয়বল্লভ! প্রভো! প্রাণনাথ! পতি!
সর্ব্বস্ব! জীবিতেশ্বর!" ব'লে সে যুবতী
তৎক্ষণাৎ তাঁর আলিঙ্গনে বদ্ধ নিঃসন্দেহে
মূর্চ্ছা যাবেই—সাম্‌লাতে তা
পার্শ্বে না ক কেহ;
এই ভেবে হরিনাথের আকুল হ'ল প্রাণ,
চক্ষু দুটি হ'ল সিক্ত, মুখটি হ'ল ম্লান।

১০

ভাঙ্গলে সেই মূর্চ্ছা উঠে আবেগে অচিরে
বল্‌বেই সে নিম্নমত ভাসি অশ্রুনীরে।
"নাথ তব লাগি, নিশিনিশি জাগি,
কি হয়েছি দেখ হায় এ দেহ কি রহে,
তোমারি বিরহে প্রভো! তোমারি বিরহে?
পাষাণহৃদয়, নিষ্ঠুর নিদয়"!!
"নিষ্ঠুরে প্রেয়সি" তিনি বল্‌বেন তাঁরে চুমি,
"কিরূপে গিয়াছে দিন জান তা কি তুমি?"
দুই জনে আলিঙ্গিয়া নিঃসন্দেহে পরে
কাঁদ্‌বেন দু'চার খানিক ঘণ্টা চোঁচা উচ্চৈঃস্বরে।
ভাব্‌তে ভাব্‌তে উক্তরূপে বিরহী সে হরি
কাঁদ্‌তে লাগল সত্যই শেষে ভেউ ভেউ করি।

১১

পার্শ্বে একটি ভদ্র ব্যক্তি—জানি না লোকটি কে
অতি ফরসা রং, একহারা তার ঢং,
টস্‌-টসে বৃদ্ধ যেন আম্র সিদ্ধ,
বারম্বার সেই ভাবে মগ্ন হরিনাথের দিকে,
চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন ঐ উক্ত সকল ব্যাপার;
ভাব্‌ছিলেন কি লোকটার
এ সব লক্ষণগুলো ক্ষ্যাপার?
পরে যখন দেখ্‌লেন তিনি আর্সি বাহির ক'রে
হরি সম্মুখেতে তারে অর্দ্ধঘণ্টা ধ'রে
চেয়ে তারই পানে অতৃপ্তনয়ানে
মুখটি টিপে হাসেনি, এবং আঁচড়ান নবীন দাড়ি,
বার্ণিশ করা জুতি, কালাপেড়ে ধুতি:—
বুঝ্‌লেন ব্যাপার কতক;
তখন দূরের বেঞ্চি ছাড়ি,
বস্‌লেন গিয়ে অবিলম্বে হরির কাছে এসে;
কল্লেন অম্‌নি আলাপ সুরু,
দু তিনটি বার কেশে,—
"মহাশয়ের নাম? ও নিবাস?
কোথা হয় তাঁর থাকা?
কোথা যাবেন? কি করেন?
আর পান বা কত টাকা?"

ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্নে করি সূতদন্ত
জান্‌লেন সেই বুড়, ব্যাপারটি যা গূঢ়:
তাঁহার নাম ও বাড়ী 'নক্ষত্র ও নাড়ী'
জান্‌লেন সবই—হরির পত্নীর বয়সটি পর্য্যন্ত।

১২

এখন বুড়োর হাতের উপর ব'সে রোঁয়ে রোঁয়ে।
ঝুল্‌ছিল সময়টা যেন বেশী ভারি হ'য়ে।
কল্লেন তখন ভদ্রলোকটি মনস্থ অগত্যা।
সময়টাকে নিম্নমত করিবারে হত্যা।

১৩

জিজ্ঞাসিলেন তিনি আবার
"পঁহুছিবেন ক'টায়?"
উত্তরিলেন হরি "রাত্রি আটটা কিম্বা ন'টায়"।
—"চিঠি লিখেছেন?" "ইস্ বাঙ্গাল
পেয়েছেন কি আমায়?
চিঠি লিখে শ্বশুরবাড়ী যায় কি কভু জামাই?"
—"সে কি বলেন?—আপনার জানেন
যেতে হবে রাত?
তখন সব যে ঘুমিয়ে পড়্‌বে,
পাবেন না যে ভাত।"
—"হ্যাঁ হয় কভু কি এ?—একটি বছর বিয়ে,
পায় না খেতে জামাই নতুন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে?
যাব এমনি হঠাৎ যে সেই হর্ষের মহা ঝড়ে,
বিরহিণী সদু আমার মূর্চ্ছায় যাবে প'ড়ে।"
এই ব'লে হরি আবার আয়না ক'রে বে'র
দেখে নিলেন গর্ব্বে নিজের চেহারাটি ফের।

১৪

এখন ভদ্রলোকটির স্বভাব একটু রসিক ধাঁজের;
ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি ওসব কথা বাজের
বল্লেন একটু কেসে; মৃদুমন্দ হেসে,
"মহাশয়ের চেহারাটি অতীব সুচারু,
মনে ত পড়ে না এমন দেখেছি যে 'কারু';
তবে,—একটি কথা খাঁটি, এমন পরিপাটি—
চেহারাটি দাড়িতেই করেছে যে মাটি।"
হরিনাথের সে বিষয়ে হ'ল কিছু সন্দ',
বল্লেন "ক্যান? এ দাড়িটারে
কিসে দেখেন মন্দ?'
—"জানেন নাকি কিসে?—
এহেন মিস্‌মিসে--
কালো দাড়ি রাখে শুধু বাবুর্চ্চি সহিসে:
এহেন কোঁকড়ানো ঘন, এত লম্বা দাড়ি—
রাখে মুর্দ্দফরাস মুচি, দর্জ্জি এবং হাড়ি।
এখনকার সব দাড়ি-ফ্যাসন—
করেন নি ক পাঠও—
দাড়ি হবে সোজা, ছুঁচলো, কটা এবং খাটো:
আঃ—রাম! হেন, দেশী এবং ধেনো
দাড়ি বুদ্ধিমান্‌টি হয়ে রেখেছেন তা জেনেও?
এখনই কামিয়ে হরিবাবু ফেলে দেন ও।"

১৫

শুনে এই সব: হরি ত নীরব:
ভাব্‌লেন তিনি 'তাই ত—কিরূপে মায়া ছাড়ি'
—ফেলে দিই বা এত দিনের যত্নের হেন দাড়ি?
ভদ্রলোকটি বুঝলেন তখন হরিনাথের সন্দ,'
বল্লেন তিনি শেষে, আবার একটু কেসে,
"এহাঁ বিশেষতঃ শিক্ষিতা স্ত্রী যত
দাড়িফাড়ি একেবারেই করে না পছন্দ:
অতিশয়ই রাগে এবং অতিশয়ই চটে।"
তখন সাগ্রহে হরি বল্লেন "বলে? বটে?
সত্যি?"—"নয় কি মিথ্যে—
মিথ্যে কইবার আমার মানে?
এ কথা কলকাতার মশয় সকলেই ত জানে।"
"কিন্তু এ যে বহুদিনের?" বুলাইয়া হাত
আর্সি সাম্‌নে ধরি, বল্লেন আবার হরি:—
"এত যত্নের দাড়ি—ফেলে দিব অকস্মাৎ?"
"দেবেন না ত দেবেন না ক; হ'লে একটু সাফ—
আপনার সুন্দর বদনখানি আমার তাতে লাভ?"
এইটি ব'লে বন্ধ একটু চ'টে যেন গিয়ে:
হেলান দিলেন, মুখটি ঢেকে হাতের বহি দিয়ে।

১৬

"তাই ত তাই ত" ব'সে
আবার ভাব্‌তে লাগলেন হরি
"কামাব—কি কামাব না?—এখন যে কি করি?"
হঠাৎ ভদ্রলোকটি বল্লেন, কেতাব ক'রে বন্ধ
"আর—ও—ছি ছি এ কি,
আসুন দেখি দেখি:

দন্ন এক গাছ যে পাকা;
হোন্ ত দেখি বাঁকা;
অহো রাম! দাড়িতে কি এমনও দুর্গন্ধ!
ওয়াক্-ওঃ ওয়াক্!"—
"সত্যি নাকি?" "ওয়াক্!
কি গন্ধ! ও—মা গো!
আপনি বাঙগালই নিঃসন্দ।"
"বলেন কি?" "হ্যা দেখ্তে পান না?
আপনি নাকি অন্ধ?
এ দাড়িও রাখে? আঃ ছ্যাঃ!
নিয়ে উক্ত দাড়ি—
সত্যি কথা বল্তে কি তা—
গেলে শ্বশুরবাড়ী,
ভাব্বে আপনাকে ডোম, কি
মুন্দর্ফরাস হাড়ি।
ওয়াক্-ও অথ্বঃ—আপনার সেই সদ্ন—
দেখ্বে আপনার দাড়ি মশয়, এবং শ্ব্ক্বে যবে
চুমো খাওয়া দূরে থাক্ সে, কথাও না ক'বে?"

১৭

এবার হলেন হরিনাথ ত সম্পূর্ণ পরাস্ত—
বল্লেন তখন মহোৎসন্ক্যে হয়ে ভারি ব্যস্ত—
"মহাশয় তবে দেখুন, উপায় কি যে এখন,
এ দাড়িটা কামাই কোথা?"—"কেন, বৰ্দ্ধমান।"
সেখানেতে নাপিত আছে?"
—"কত গণ্ডা চান?"
তখন ত ঠিক হ'ল, থামলে বৰ্দ্ধমানে গাড়ী
হরিনাথ সেই অবসরে কামিয়ে নেবেন দাড়ি।

১৮

ঘট্ ঘট্ ঘট্—শোঁ, ঘটক্ ঘটক্—পোঁ,
বৰ্দ্ধমানে ক্রমে গাড়ী এল ক'রে চোঁ।
এবং সেই বৰ্দ্ধমানে যেই থামা গাড়ী
নামলেন অমনি হরি দত্ত কামাতে তাঁর দাড়ি,
সবিশেষ অন্বেষণে বৰ্দ্ধমান ইষ্টেশনে,
পেলেন একটা নাপিত—
কিন্তু কার কথাটি কে শোনে,
কারণ সেটি ১২৮২ সাল, যে সনে
নবীনের হয় দ্বীপান্তরটি বিচারেতে সেশনে:
সবাই ব্যস্ত সেই গল্পে, পড়েছে ঢিঢিকার;—
অনেক অনুনয়ে নাপিত কথঞ্চিৎ ত স্বীকার।

১৯

এখন দাড়ি অতি প্রবীণ,
নাপিত অতি নবীন,
বাকি সময় অষ্ট মিনিট:—"এত তাড়াতাড়ি
হবে"—ভাব্ল পরামাণিক—"কামান এ দাড়ি?"
যা হ'ক সে বিষয়ে চিন্তা কল্লেই নিজের ক্ষতি;
(নাপিতেরও পয়সার সে দিন টানাটানি অতি)
বল্ল "একটা টাকা নেবো কামাতে এ মস্ত
প্রবীণ দাড়ি।" হরি স্বীকার; করি তায় টাঁকস্থ,
পরামাণিক ভাইর ক্ষুরটি ক'রে বাহির,
শীঘ্র বসা হ'ল কর্ত্তে নৈপুণ্য তাঁর জাহির।
চোঁচা তৎক্ষণাৎ কচাৎ কচাৎ
কাঁচিতে বাঁদিকের দাড়ি হ'ল ত নিপাত;
তাতে পড়্ল সাবান জল, আর ক্ষুরে পড়ল শান
ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস, ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফ্যাঁস,
হ'ল শীঘ্র পরামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ—
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রহায়ণের ধান,
পড়লো সেই ক্ষুরে দাড়ি সেই মত, আর
বাঁদিকের মুখটা তাঁর ক্রমে হ'ল পরিষ্কার।
এখন, নাপিত হাঁচি, লাগাইল কাঁচি—
দিকে অপর অৰ্দ্ধ, এমন সময় বৰ্দ্ধ-
মানে রেলের ঘণ্টা জোরে পড়ল তিনটি বার
ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,
শোনা গেল সেটি অতি পরিষ্কার ও সাফ
—(পাঠক মশয় এ সময়টা কৰ্ব্বেন আমায় মাফ
যদি, গোলে ছন্দ, হয় বা কিছু মন্দ)—
হরি ত আর নেই,—চোঁচা, দিলে একটা লাফ;
চাদর মাদর ফেলে, লোকজন ঠেলে,
উঠ্লেন গিয়ে, বহুৎ কষ্টে, পুনরায় রেলে।

২০

এখন বলি এখানেতে, সত্য কথাটা কি—
তখনও সময়ের ছিল পাঁচটি মিনিট বাকি:
সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা; সকলেই জানে
দুবার ঘণ্টা চিরকালটা পড়ে বৰ্দ্ধমানে।
পাঁচটি মিনিট হরিনাথ ত
ব'সে রইলেন খাড়া;
তবে পড়্ল ঘণ্টা আবার
তিনবার: ও তা ছাড়া

এঞ্জিন কল্ল শোঁ, পরে কল্ল পোঁ,
ভক্ ভক্ ভক্, ঘটক্ ঘটক্,
নড়ল সেই গাড়ী, পরে ঘট্, ঘট্, ঘট্,
চল্ল, ষ্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গেল চট্।
গেল সে রেলগাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়ি;
রইলই কামান অর্দ্ধ হরিনাথের দাড়ি।

মহা হুড়োহুড়ি এবং মহা ডাকাডাকি,—
জেগে উঠ্‌লো সবাই, ভেবে
'ডাকাত পড়ল নাকি?'
চাকরেরা উঠে সবাই লাঠি ক'রে খাড়া,
হতভাগ্য হরিনাথকে কর্ল্লে বেগে তাড়া;
কর্ত্তা বাবু উঠে, ছাদে এলেন ছুটে—
কড়াক্কড় এক হুকুম দিলেন
নীচেতে না নামি',—
"মারো বেদম বজ্জাৎ চোরকো"
"আমি আমি আমি"
চীৎকারিলেন হরিনাথ ত,—
"দেখুন নেমে এসে—
আমি"—আর—সে আমি—
চোঁচা তস্য পশ্চাদ্দেশে,
পড়লো দু তিন লাঠি, যুদ্ধে নাহি আঁটি,
হরিনাথ ত উপড় হ'য়ে কামড়াইলেন মাটি।

২১

তখন, ভদ্রলোকটি হেসে হরির কাছে এসে,
বল্লেন তিনি—"এ কি মহাশয়?
ক'রে ফেল্লেন এ কি?"
উত্তর দিলেন ক্রুদ্ধ হরি—"মশায় দেখুন দেখি,
আপনার সেই কুপরামর্শে দাড়ির অবস্থাটি—"
"তাই ত একেবারে দাড়ি করেছেন যে মাটি!
এমনও কি করে?—তবে হয়েছে এক লাভ,
মুখের তবু কতকটাও ত হ'য়ে গ্যাছে সাফ".
ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ কো'রে,
ভদ্রলোকটি হাসলেন চোঁচা দশটি মিনিট ধ'রে।

২২

হরিনাথ ত রইলেন ব'সে চুপটি করে, রেগে;
হুগ্‌লীতে থামলে সে গাড়ী অতি তীব্র বেগে,
ট্রেনটি থেকে নেমে, একটুও না থেমে,—
(সবাই তাকায় মুখের পানে সাহেব এবং মেমে)
দিয়ে ছুট, ভাড়া ক'রে একখানা ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী,
হরিনাথ— আর কথাটি নেই, চোঁচা দিলেন পাড়ি।

সবাই তাঁরে বাঁধে; পরে নিয়ে কাঁধে,
নিয়ে এল বাবুর কাছে; সেথা তারে নামাই'
দিল মনঃপূত জোরে দুদশ জুতো;
কর্ত্তা বল্লেন "বেটা, রাখে তোরে কেটা?
শীঘ্র নামটা তোর বল্ ত শালা চোর;
দুপুর রেতে ডাকাতি?—
কে বল্ না শালা আমায়,"
"ডাকাত নহি, চোরও নহি,
শালাও নহি,—জামাই"।
বল্লেন শেষে হরি দত্ত, ক্রমে হাঁফ ছাড়ি'।
"জামাই!—তবে কোথা গেল
একটা দিকের দাড়ি?
বেটা ষণ্ডামার্ক বজ্জাৎ!
আবার বলে জামাই, এঃ—
অর্দ্ধেক দাড়ি গেল কোথা?"—
"ফেলেছি তা কামাইয়ে।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব

রাত্রি হবে দুপুর, বাড়ীর মধ্যের উপর,
সৌদামিনী এবং তার কনিষ্ঠ বোন, এই দু'য়ে
জুড়ে, তাঁদের দিদি মায়ের দুইটি দিকে শুয়ে
অকাতরে মাটির মতন ঘুমুচ্ছেন ত প'ড়ে।
বাড়ী অতি স্তব্ধ নাহি সাড়া শব্দ—
হেন কালে উত্তরিলেন হরি নৌকা চ'ড়ে;
হ'ল দেরি বেকুফিতে হরির নৌকার মাঝির—
তাইতে হরি শ্বশুরবাড়ী দুপুর রাতে হাজির।

পরে পাহাড় সমান, হরি দিলেন প্রমাণ—
যে তিনি ঠিক ডাকাইত নহেন, জামাইই বস্তুতঃ;

তখন শ্বশুর মশয় হলেন দারুণ অপ্রস্তুত, ও
লজ্জায় যেন কাঁথা—চুলকাইয়া মাথা,
বলেন, "বটে বটে, কিন্তু এমনও কি করে?
চিঠি নাহি লিখে হাজির রাত্রি দ্বিপ্রহরে!
ছিঃ ছিঃ রাম! বল্‌তেও হয় নামও;
এত লাঠি, 'আমি' : ভিন্ন কথা নাহি সরে।
তাতে অর্দ্ধ দাড়ি শূন্য! এমনও কি করে?
এখনি অগত্যা হ'ত যে গো হত্যা—
অর্থাৎ—যা হ'ক্ শোওগে বাছা
বাড়ীর ভিতর গিয়ে।"
(স্বগত) "এ গরুর সঙ্গেও দিইছি মেয়ের বিয়ে!"

হরিনাথ ত শুলেন গিয়ে বিনা বহু কথা—;
"অভ্যর্থনা সুরু হ'ল কিছু গুরু;
হবে এটা হুগলি জেলার অভ্যর্থনার প্রথা,
খেতে দিলেও বুঝতাম, সেটা হ'ত কড়ামিঠে,
তা দিলে না মোটে, মরি ক্ষুধার চোটে,
পেটে পড়ল দ', আর লাঠি জুতো পড়ল পিঠে।
যা হোক দেখি, প্রিয়ার মুখপঙ্কজ নেহারি,
পেটের পিঠের জ্বালা যদি ভুলিতেও পারি।"
ভাব্‌ছেন হরি হেন শুয়ে বিছানার উপরে:—
এদিকে সদুর মা গিয়ে
সদুকে তাঁর জাগিয়ে,
অনেকক্ষণটি যুঝিয়ে,
ভোগা দিয়ে বুঝিয়ে,
পাঠালেন সদুকে শেষে হরিনাথের ঘরে।

প্রবেশিল ঘরে সদু, সহ হৃৎকম্প;
হরি অমনি, দিয়ে একটি ছোট খাটো লম্ফ,
তারে বুকে নিয়ে, বল্লেন "অয়ি প্রিয়ে—"
হ'ল না কণ্ঠে তাঁর বেশী সম্ভাষণ সুমধুর—
"ওগো মেরে ফেল্লে মা গো"—
মূর্চ্ছা হ'ল সদুর।
তখন, সদুর মাতা উঠে,—এলেন ঘরে ছুটে,—
দেখ্‌লেন যে তাঁর সৌদামিনী
ধরায় পড়ে' লুঠে;
এবং তাঁহার জামাতা—থেকে তস্য পা, মাথা
পর্য্যন্ত আড়ষ্ট, খাড়া, মুখটি ক'রে ফাঁক,
(একটি দিকে দাড়িশূন্য)—নিস্পন্দ নির্ব্বাক্।

দেখে গিন্নী আগুন, তেলে যেন 'বাগুন',
বল্লেন তিনি চীৎকারিয়া,—"হনুমান্‌টা, কে রে,
সোনার বাছা সদুকে তুই ফেলেছিস্ যে মেরে;
সোনার মেয়েটিরে বিয়ে দিল কি রে
কায়তের এক ঢেঁকি, বুড়ো বাঁদর হতচ্ছিরে?
বাবুই ত ঘটাল এ, এ ত ছিল জানাই;
আমি ত এ বরাবরই করিছিলাম মানাই;—
বেরো বুড়ো, বাড়ী থেকে বেরো,
শিঘ্‌ঘির বেরো;
দেখ্‌ছিস্ ও কি চেয়ে;—
আহা সোনার মেয়ে!—
কপালেরই গেরো গো সব কপালেরই গেরো।"
তখন সদুর মা, তার মুখে জলের ছিটে দিয়ে,
সদুকে বাঁচিয়ে, সঙ্গে চ'লে যান ত নিয়ে।

দেখে ব্যাপার এই, হরি ত আর নেই;—
খেয়ে উক্ত তাড়া, দিলেন না ক সাড়া;
ভাব্‌তে লাগলেন একেবারে সঙের মত খাড়া;
হ'ল ভঙ্গ আহা তাঁহার সারা পথের আশা,
ভুলে গেল সৌদামিনী এত ভালবাসা?
কই ত এরূপ চোঁচা মূর্চ্ছা স্বামী দরশনে,
দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মৃণালিনী,
গিয়াছিল কভু যে, তা পড়ে না ত মনে।
চাহিলে নাও ভাল ক'রে কহিলে নাও কথা—
আর জামাইয়ের এ কি রকম অভ্যর্থনার প্রথা!
আহারের সঙ্গে ত মোটে নাইক নামগন্ধ,—
আদর সুরু লাঠি জুতায়—শেষে অর্দ্ধচন্দ্র।
যা হ'ক্ এ সব ভেবে
কি জানি, যান ক্ষেপে
পাছে তিনি; ছাড়ি' সাধের শ্বশুরবাড়ী,
জেগে' সারা রাত্রি প্রাতে কামাইয়া দাড়ি,
চ'ড়ে পুন নৌকা, ছ্যাক্‌ড়া এবং রেলের গাড়ী—
উক্ত দিনই, হরিনাথ,
ফের পাটনায় দিলেন 'পাড়ি'।

মর্ম্ম

প্রথমতঃ ;—নিজের কার্য্য ফাঁকি দিয়ে, বড়
প'ড়ো না ক উপন্যাস; আর যদি কিছু পড়

নিতান্তই, প'ড়ো ভাল কাজের বহি; ধেনো
উপন্যাসের অধিকাংশই গাঁজাখুরি জেনো।
দ্বিতীয়তঃ; দাড়ি কভু তাড়াতাড়ি
কামিও না; চোলে যায় তা
যাক্ না রেলের গাড়ী;
না হয় দেরিই হ'ল একদিন যেতে শ্বশুরবাড়ী।
তৃতীয়তঃ; কাউকে বেশী ক'রো না বিশ্বাস,
এবং নিজের বাড়ীর কথা ক'রো না ক ফাঁস
যাহার তাহার কাছে; এ জগতে আছে
হরেক রকম মানুষ, সেটা দেখে নিও শিখে—
শেষতঃ; যেও না কোথাও চিঠি নাহি লিখে।

ডেপুটি-কাহিনী

তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি—
আপিসেতে চ'লে যান নবীন ডিপুটি—
অতি এক লক্ষ্মীছাড়া, ছক্কর করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা—
একটি লোহিতবর্ণ, অপরটি সাদা।

পরিয়া ইংরাজি প্যান্ট গলা আঁটা কোটে,
—চাপকান অঙ্গে আর রোচে না ক মোটে,
অথচ ইংরাজি সজ্জা, পরিতেও হয় লজ্জা,
ভয়েতেও কতকটা বটে,
বাবুদের সাহেবিতে সাহেবেরা চটে;

এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা বাইরেতে পোষাকে অন্ততঃ;
কেরাণীর চাপকান পরিতেও অপমান,
এই বেশ তাই পরিবর্ত্তে;
ত্রিশঙ্কুর মত, স্থিতি না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে।

তদুপরি, শোভে শিরে 'ধূম্রপানসেবী'
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবি—
কিনারা উল্টানো তার,
কি রকম বোঝা ভার,
অনেকটা বহুরূপী;
চিৎপুরে উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি।

এবম্বিধ পরিচ্ছদে সুভূষিত অতি,
ডিপুটিপ্রবর চড়ি', মৃদুমন্দগতি
প্রাগুক্ত পুষ্পকরথে,
উপনীত আদালতে,—
তাড়াতাড়ি এজলাসে উঠি,
ডাকিলেন বেঞ্চ ক্লার্কে নবীন ডিপুটি!

পরে যত ফরিয়াদি আসামী, বেবাক
পড়িল তাদের সব ঘন ঘন ডাক;
হ'ল সাক্ষী এজাহার,
ছাঁকা মিথ্যা, পরিষ্কার—
পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ভ'রে গেল তায়;
ডিপুটি দিলেন পরে দীর্ঘ এক 'রায়'।

বিচার সমাপ্ত করি', সিগারের ধূমে
ক'রে গিয়ে 'ডিসিন্ফেক্ট' এজলাস 'রুমে',
ছাড়িয়া ইংরাজি গৎ, ক'রে মেলা দস্তখৎ,
ক'রে মোকদ্দমা দিন ধার্য্য;
ক'রে দুটো ছোটখাটো রেভিনিউ কার্য্য;

চলিলেন, এজলাস হ'তে শেষে উঠি',
চড়িয়া পুষ্পকরথ আবার ডিপুটি;
আৰ্দ্দালিও বাক্স হস্তে,
চলে সঙ্গে; শশব্যস্তে
সরে' যায় পুলিশ প্রহরী;
ডেপুটি স্বগৃহে যান, কার্য্য শেষ করি।

সেখানে বসিয়া তাঁর সুমিষ্টভাষিণী,
সুমন্দগমনা, গৌরী, মধুরহাসিনী
নবপরিণীতা প্রিয়া, ঘরেতে দরজা দিয়া,
নিদ্রায় যাপিয়া দীর্ঘ দিবা,
আসিলেন পার্শ্বে তাঁর—মনোহর কিবা।

১০

একে মিষ্ট, তাতে হস্তে মিষ্টান্নরেকাবী,
—(সোনায় সোহাগা)—আর অঞ্চলেতে চাবি,
পায়ে মল, হাতে বালা, অধরেতে মধুঢালা,
কৃষ্ণকেশ-কবরী সুরভী;—
(আশে পাশে ঘোরে ঝিটা—নিতান্ত অকবি!)

১১

ডেপুটি আপিস হ'তে অন্তঃপুরে এসে,
একেবারে গ'লে গিয়ে ফেলিলেন হেসে—
সার্থক জীবন যার, ঘরে হেন পরিবার,
বারম্বার তিনি তার পানে
চাহিলেন,—(অকবি ঝি তবুও এখানে?)

১২

যাহা হোক্! জলযোগে স্নিগ্ধ করি মন,
আসিলেন, বহির্দ্দেশে; সেবি' কিছুক্ষণ
তাম্বুল ও তাম্রকূটে, পরে 'চ্যার' হ'তে উঠে,
উড়ুনি উড়ায়ে, গুটি' গুটি'
চলিলেন হাওয়া খেতে—নবীন ডিপুটি।

১৩

প্রত্যহ সন্ধ্যায় হয় মুন্সফ বাবুর
বাহিরের ঘরে সভা, তথায় প্রচুর
তর্ক, পরনিন্দা চর্চ্চা, (হয় যাহা বিনিখর্চ্চা)
হয় তাহা সেথা প্রতি রাত্র;
(তামাকের ব্যয় তাহে দু ছিলিম মাত্র।)

১৪

তথায় বিচার করি' বিবিধ চরিত্র;
রমণী-জাতির নানা সতীত্বের চিত্র;
অমুকের ভুল রায়, আপীলের পরীক্ষায়
যাহা প্রায় কখন না টিকে;
কি বলিয়াছিল শ্যাম দুকড়ির স্ত্রীকে;

১৫

ইত্যাদি সমালোচনা, তর্ক, আবিষ্কার,
তুলনা, উপমা, যুক্তিখণ্ডন, বিচার,
নিষ্পত্তি, ব্যবস্থা, হাস্য—সঙ্গে নানা টীকাভাষ্য
সমাপ্ত হইলে সভাস্থলে,
সভাভঙ্গে, গাত্রোত্থান করেন সকলে।

১৬

তখন ডেপুটিবর উঠে ধীরি ধীরি,
হরিকেন লণ্ঠন সাহায্যে বাড়ী ফিরি',
ভাত ডাল মৎস্যঝোলে—
(যাতে ঋষি-মন ভোলে,
কেন না সে প্রিয়ার রন্ধন)
খাইয়া স্বর্গীয় সুখে নিমগন হন।

১৭

ক্রমে পুন্নরক হ'তে ডেপুটির ত্রাণ;
বদলি হইয়া পরে চট্টগ্রামে যান;
প্লীহা ছুটি দরখাস্ত, (উপরে তা বরখাস্ত)
সেখানে যাপন চারি বর্ষ;
কাজেই ডেপুটি হন ক্রমশঃ বিমর্ষ।

১৮

ক্রমে তাসক্রীড়াসক্ত, ক্রমে হ'ল পাশা,
দেরী হ'ত প্রায় তাঁর বাড়ী ফিরে আসা,
(১১, ১২টা কভু)—ফিরিয়া আসিলে প্রভু
স্ত্রীর সঙ্গে, হ'ত বিসম্বাদ;
বুঝে উঠা হ'ত ভার কার অপবাধ,—

১৯

স্বামী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, কার্য্যভারে নত;—
কেবলি কি স্ত্রীপুত্রার্থে, নিত্য অবিরত,
দিবারাত্র, দিবারাত্র, করিবেন দাস্য মাত্র?
নিষিদ্ধ কি বিশুদ্ধ আমোদ?
স্বামীরা কি কুলী ব'লে পত্নীদের বোধ?

২০

স্ত্রী বেচারী, সারাদিন স্বামী সহবাসে
বঞ্চিত, থাকেন শুদ্ধ রাত্রির প্রত্যাশে;
তাতেও বিধির বাদ? এমনি কি অপরাধ
থাকিবেন একা দিবারাত্র?
স্বামীদের বিশ্বাস কি তাঁরা দাসী মাত্র?

২১

কান্নাকাটি, ভার মুখ; পীড়ন, তাড়ন,
বাক্যালাপ বন্ধ? ক্রমে বিচিত্র রন্ধন;—
ডালে নুন কম; মাছে গন্ধ; ঘৃত পচিয়াছে;
ধরিয়াছে দুধ; এইরূপ
দুজনের অনাহার—দুজনেই চুপ।

২২

ক্রমে বাড়াবাড়ি; শেষে করি' অভিমান
পুত্রগণ সহ পত্নী পিত্রালয়ে যান;
যেন তার প্রতিশোধে, ডেপুটিও মহা ক্রোধে,
যান কোন বিনামা বসতি;
অন্তিমে পাপীর যথা কাশীধামে গতি।

২৩

পরদিন মাথাধরা; ভারি ডিস্পেপ্‌শিয়া;
বিজৃম্ভন; দিনে নিদ্রা আপিসেতে গিয়া;
ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্সন, বিকেলেতে শুয়ে র'ন;
রাত্রে কাশীধামই ভরসা;
বেগতিক ক্রমে ক্রমে শরীরের দশা।

২৪

হইল ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি ডেপুটির,
(যদিও সংখ্যায় নয়)—গেজেটে জাহির,
তিনি মহকুমা-পতি; যান সেথা শীঘ্রগতি,
বেতনেও একশত যোগ;
অতুল প্রভুত্ব সেথা করিলেন ভোগ।

২৫

করিলেন নানাবিধ বিধান ডেপুটি—
রাত্রে সব মোকদ্দমা, দিনে সব ছুটি;
ডিসমিশ আবেদন; অষ্ট মাস পর্য্যটন;
দুর্ভিক্ষ কোথায় কিছু নাই:
উপরে রিপোর্ট গেল—বলিহারি যাই।

২৬

কেরাণীমহলে তাঁর দেখে কে সুখ্যাতি!
আরো পদবৃদ্ধি; তাঁর কুটুম্ব ও জ্ঞাতি,—
স্ত্রীপুত্র ও পরিবার, (বটে, কেহ নহে কার
রামমোহনের এই উক্তি)
একা তাঁর পুণ্যফলে সকলের মুক্তি।

২৭

এইরূপে করিলেন, সৌভাগ্যের ক্রোড়ে,
বুদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞতার জোরে,
সপুত্রকলত্রকন্যা, ডিপুটির অগ্রগণ্যা
('অগ্রগণ্য' ব্যাকরণসংগত) সর্ব্বাঙ্গ-
সুন্দর সৌগন্ধপূর্ণ জীবলীলা সাঙ্গ।

রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা

১

(সময় আর যায় না)
একদিন বেলা দুটোয়, রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়,
হ'য়ে অতি ক্রুদ্ধ দিনের দারুণ দীর্ঘতায়;
সে সুরু প্রদোষে, শুয়ে, উঠে বোসে,
"দিন ত আর যায় না"
রাজা বল্লেন শেষে রোষে।
বাহিরেতে এসে, তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখে,
বাড়ীর যত ভৃত্যগণকে পাঠালেন সব ডেকে;—
বল্লেন "বেটা রামা, তোর যে
গায়ে নেই ক জামা?"
বোলাও শুয়র বাবুর্চ্চিকো—বোলাও খানসামা:
—পাঁড়ে হারামজাদা,—
ঐ তোর গোঁফ যে বড় সাদা?
—দফাদার তোম্ শালা তো
স্রেফ্ বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে খাতা হয়;
—এই যাও লে আও চাবুক—
এই চন্দু কাঁহা যাতা হয়?
এই প্রকারেতে রাজা কাউকে দিলেন ছাড়িয়ে,
রোষভরে সম্মুখ থেকে কাউকে দিলেন তাড়িয়ে,
কাউকে দিলেন নানা গালি মিষ্ট সুশ্রাব্যাতি;
কাউকে দিলেন চাবুক,
এবং কাউকে দিলেন লাথি।

তবু সময় যায় না; পরে 'ড্রয়িং রুমে' পৌঁছে,
নিঃশ্বাস ফেলে বসলেন গিয়ে
লম্বা একখান কৌচে

দেখলেন একটি সাদা বিড়াল শুয়ে আছে নীচে,
অমনি লাঠি নিয়ে
রাজা ছুটিলেন ত তার পিছে।
বিড়ালটি ত লাঠি খেয়ে, ঘুমটি থেকে উঠে,—
চারি দিকে দেখে, উঠ্‌ল সেখান থেকে,
সে প্রহার সম্বন্ধে, ভাল কিম্বা মন্দ এ,
বেশী আন্দোলন না ক'রে পালিয়ে গেল ছুটে;
শুধু একবার মাথা নেড়ে, হেছে কল্ল 'মেউ',
অর্থ—'ভদ্রলোকে এমন করে না ক কেউ'।

রাজা আবার বস্‌লেন গিয়ে
'কৌচে', ক্লিষ্ট প্রাণে:
দেখলেন অতি দীনভাবে
চেয়ে ঘড়ির পানে:
পরে পড়লেন নুয়ে, কৌচের উপর শুয়ে,
নিলেন একখানা ছবিওয়ালা
'রেনল্‌ডস্‌ নভেল' হাতে:
এমন কি তার ওল্টালেনও
দুই চার পাঁচ পাতে,
কিন্তু সেটাও দেখ্‌লেন তিনি বুঝ্‌তে অসমর্থ:
বোধ হল যে সে বইখানার ভারি শক্ত অর্থ,—
অসম্ভব তা বোঝা—লাইনগুলো সোজা,
কিন্তু তার সেই মানেগুলি এত এ'কাবেকা;
যে যেন সে উর্দ্দু কিম্বা পার্সী-ভাষায় লেখা।
ডা'ন দিক্‌ থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডা'নে,
প'ড়ে দেখ্‌লেন যে তার দাঁড়ায়
একই রকম মানে।
বইখানা দিলেন ছুঁড়ে, পচিশ হস্ত দূরে;
উঠ্‌লেন শেষে; এদিক্‌ ওদিক্‌
দু তিনটি ঘর ঘুরে;
চেয়ে নিজের চেহারাপানে ঘরের বড় আয়নায়,
আবার বল্লেন দীর্ঘশ্বাসি'
"সময় যে আর যায় না এ।"

৪

শেষে ঘড়ি দেখে, পাঠালেন সব ডেকে,
মন্ত্রিবর্গে, পারিষদে তাদের বাড়ী থেকে;
দিলেন আজ্ঞা "অবিলম্বে, শীঘ্র এবং দ্রুত,
হবেন তাঁরা হাজির, নইলে নানা রকম জুতো
কড়া এবং মিঠে, পড়্‌বে তাদের পিঠে;
বন্ধ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার, ঘুঘু চরবে ভিটে।"
এই বার্ত্তা শুনি', মানী এবং গুণী,
পণ্ডিত পারিষদ ও মন্ত্রী ও সভ্য সমস্ত
এসে হলেন হাজির সবাই, হ'য়ে মহা ব্যস্ত।

সবাই এলে, বল্লেন রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়—
"ব'লে আস্‌ছি কর একটা যা কিছু উপায়,
যাতে সময়টা একরকম শীঘ্র কেটে যায়;
তোমরা অতি বন্য, অতি অকর্ম্মণ্য,
পাল্লে না ত কোন উপায় কর্ত্তে সেটার জন্য,
অদ্য নির্দ্ধারণ এ প্রশ্ন কর অবিলম্বে,
এক্ষণি এক্ষণি ভেবে:—নহিলে নিতম্বে,
পৃষ্ঠে এবং শিরে, পড়বেই অচিরে,
নবতম সভ্য প্রথায়, অতি মনঃপূত—
শপাশপ্‌ চাবুক এবং দমাদম্‌ জুত।"

গতিকখানা দেখি, সবাই ভাবল "এ কি,
প্রস্তাবটি অসুবিধার; নিশ্চয় ও নিঃসন্দ',
'বেহ্মদত্তি' চাপিয়াছে মহারাজার স্কন্ধ।"
সবাই ভেবে সারা, ভেবে দিশেহারা,
কিসে প্রশমিবে রাজার নিদারুণ সেই কোপে;
সভায় নাইক শব্দ, সকলে নিস্তব্ধ,
কেউ বা টিকী নাড়ে, কেউ চুলকায় ঘাড়ে,
কারো হস্ত গণ্ডস্থলে, কারো হস্ত গোঁফে;
কারো পেল কাসি, কেহ বা নিশ্বাসি'
তাকায় আগে, পিছু পানে,
উপরে ও নীচু পানে,
দেওয়ালে, কড়িতে, পাখায়;—অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে,
কেবল কেহ তাকায় না ক রাজার মুখের পানে।

বল্লেন রাজা পুনরায় "এ জীবনটা ঘোর ফাঁকা;
সুবিধা হ'ল না কিছু থেকে এত টাকা;
সময়ই জীবনের দেখ্‌ছি অতীব বিপদ:
জীবনের এই প্রধান কার্য্য—সময় করা বধ।

শুনি কারুর কারুর সময় হাওয়ার মত ছোটে;
আমার সময়টা ত দেখি এগোয় না ক মোটে।
কিনি এত হাতী ঘোড়া, চড়ি এত গাড়ী;
এত নাচ গান তামাসা দিচ্ছিই রাজবাড়ী;
রাখি এত পারিষদ মাইনে দিয়ে ধ'রে;
রাণীতে রাণীতে গেল অন্দর মহল ভ'রে;
তবু সময় যায় না ক যে!!
—মুসলমানদের কালও
এ বিষয়ে ইংরাজ আমল চেয়ে ছিল ভাল;
তখন নবাব, রাজারা ত পেত বার মাসই—
সময় কাটার জন্য দিতে প্রজাদিগের ফাঁসি;
এখন সময়টা ঠিক যেন কচ্ছপবৎ হাঁটে!
—বল দেখি সময় কাহার কি রকমে কাটে?"

তখন উঠ্‌লেন শ্রীল শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায়,
নিবেদিতে কি রকমে সময়টি তাঁর যায়।
—"মহারাজ—এই—কবিতা—
ও নভেল এবং নাটক
লিখনে ও পাঠে খাসা সময় কাটে;
আমার লেখার হোক্‌ই কিম্বা
নাইই বা হোক্ পাঠক;
কেহ দেয় না ক—তা বিশেষ
গালি কিম্বা আটক।
গুরু বিষয়ের কাছ দিয়ে যাই না কভু ভ্রমে;
নাটক নভেল লিখি বিনা পরিশ্রমে—
দু'চারখানা বই খুঁজে, সহজে চোখ বুঁজে;
বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক শাস্ত্র কিছুই না বুঝে,
সময়টি বেশ কাটে রাজন্—
কিছুই না শিখে,
নাটক, নভেল প'ড়ে;
এবং নাটক নভেল লিখে!"
বল্লেন রাজা তবে, স্বীয় মস্তক হস্তে রাখি,
"হা যারা বয়াটে, তাদের সময় কাটে
এরূপে অনেক; কিন্তু তবু থাকে বাকী।
—তা সে যা হোক্, পূর্ণচন্দ্র তুমি একটা ছাগল,
নির্ব্বোধ এবং গণ্ডমূর্খ, নিষ্কর্ম্মা ও পাগল,
এবং অতি 'পাকা' রোজগারে ত ফাঁকা,
খাও, দাও, বোসে থাক, উড়াও বাপের টাকা!
—সর্দ্দার, পূর্ণচন্দ্রকে না ক'রে কিছু বেশী,
বিদায় ক'রে দেও ত দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেশী।"

কল্ল সে পাহারা শীঘ্র হুকুম তামিল রাজার;
এবং কল্লেন পূর্ণচন্দ্র এবম্বিধ সাজার
সদাপত্তি নানা; বল্লেন "আহা না না—
দোহাই হুজুর"—সর্দ্দারকেও
কল্লেন অনেক মানা,
—সবাই বৃথা; পূর্ণচন্দ্রও অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে,
গেলেন লজ্জায় অন্য কারো পানেতে না চেয়ে।

বল্লেন উঠে তবে শ্রীমান্ নন্দদুলাল দত্ত—
"মহারাজ এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্ব-
অধিকারী আমি লিখে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ;
ইংরাজ এবং বড়লোককে দিয়ে গালি মন্দ,
চ'লে যায় পেটে; দিন যায় কেটে
সুখে; ধর্ম্মের এবং স্বদেশহিতৈষিতার ভাণে,
করি মেলা গোল, তাই আমায়
অনেক লোকেই জানে।
মহারাজ, এই সংবাদপত্র লেখা অতি সোজা;
দরকার শুধু ইংরাজ সংবাদপত্রগুলো খোঁজা;
এবং খ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্র নিয়ে ঘাঁটা;
কদাচ বা 'লাইবেল' ক'রে, চাইও ফাটক খাটা।"
রাজা বল্লেন "বটে, বুদ্ধি নাইক ঘটে
যাঁদের, তাঁদের ইথে অনেক সময় কাটে জানি,
কিন্তু তবু বাকী থাকে সময় অনেকখানি।
নন্দ তুমি ভ্যাড়া—বুদ্ধি অতি ত্যাড়া;
সর্দ্দার, নন্দর ১১ বার নাকটি ধ'রে নেড়ে,
১৭ কানুটি দিয়ে এরে দাও ত ছেড়ে।"
ক্রমে কার্য্যে পরিণত উক্ত সে আদেশ,
সে রকমে খানিক সময় কেটে গেল বেশ।
দত্ত অতি ক্লিষ্ট, কিন্তু অবশিষ্ট
অন্য সবাই তাঁর সে সাজায় হ'লেন বরং হৃষ্ট।

১০

বল্লেন উঠে জীবন সরকার তখন "মহারাজ
হিন্দু ধর্ম্ম সংরক্ষণটা করাই আমার কাজ,
করি ব্যাখ্যা ধর্ম্ম ভাগবতের মর্ম্ম,
বেদ ও দর্শন, মনু, স্মৃতি,—সংস্কৃত না শিখিই
প্রচারি যোগ ব্রহ্মচর্য্য—চালাই একখান মাসিকী
ইথে" বল্লেন সরকার "বিদ্যে নেইক দরকার

বলা দরকার 'ইংরেজ মূর্খ, হিন্দুরাই সব';
তাতে আমার মাসিক পত্র কাটে—'অসম্ভব'!!"
রাজা বল্লেন "কর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্ম
নিয়ে নাড়াচাড়া ও মাসিকী নহে মন্দ;
কিন্তু তা ক'রেও সময় থাকেই নিঃসন্দ'।
কিন্তু তোমার সরকার, কিছু শিক্ষার দরকার;
সর্দ্দার, এই বানরের মাথায়
গোবর গোলা খাঁটী—
ঢেলে, দেওয়াও নাকে খত
ঠিক ৮২ গজ মাটি।"
শুনে এই আজ্ঞা জীবন গেলেন ভারি দ'মে,
উক্তরূপে স্নাত হ'য়ে, নাসা দ্বারা ক্রমে
৮২ গজ খাঁটী, মাপিলেন ত মাটি,
নাসিকায় ও হস্তপদে ততখানি হাঁটি'।

১১

বল্লেন উঠে তবে শ্রীল গোবিন্দ 'গোস্বামী—
"রাজন্, হিন্দু সমাজের সংরক্ষাকর্ত্তা আমি;
যদি কোন প্রভু, প্রকাশ্যে খান কভু
কুক্কুট ইত্যাদি, অংশ আমারে না দিয়ে,
হুলস্থূল্ বাধিয়ে দেই সেই ব্যাপার নিয়ে।
যদি বা কেউ গিয়ে, বিধবার দেয় বিয়ে;
কিংবা কেহ ফিরে আসে বিলেত ফিলেত গিয়ে;
তখন বলি 'লাগে'; আধ্যাত্মিক রাগে,
যাই তাহার মস্তকটাকে চিবিয়ে খেতে আগে;
পেলে মেলা লোকের এরূপ বুদ্ধির, বিভ্রাটে
এই রকম গোলেমালে অনেক সময় কাটে।"
বল্লেন তখন গোপীকৃষ্ণ বিরক্ত ও ক্লিষ্ট,
"দলাদলি ক'রেও সময় থাকে অবশিষ্ট।
যা হোক তুমি ঘোর, বিড়াল এবং চোর;
সর্দ্দার, বেড়াও ১৯টি বার টিকি ধ'রে ওর;
এবং মারো ২৫টি চড় গালেতে সজোর।"
খেয়ে ২৫ চপেটাঘাত, ১৯ টিকী পাক,
বাহিরিলেন গোস্বামীজী চুলকাইয়া নাক।

১২

বল্লেন উঠে শ্রীশ্যামভট্ট "খেয়ে পুঁথি ঘেঁটে,
উড়ো তর্ক ক'রে আমার সময়টি যায় কেটে;
যাহা কিছু বাকী, থাকে, দেই ফাঁকি
টিকী নেড়ে টিকী ঝেড়ে, নস্য নিয়ে নাকে;"
রাজা নেড়ে ঘাড়, বল্লেন "তুমি ষাঁড়,
নস্য নিয়েও সময়ের যে অনেক বাকী থাকে।
সর্দ্দার, শ্যামের পিঠের উপর
আমার ঘোড়ার চাবুক
অতি বেগে পনর বার উঠুক এবং নাবুক।"
চাবুক খেয়ে ভট্ট চীৎকারিলেন অট্ট;
এবং তিনি যে এক মহাষণ্ড অতি বন্য,
রাজার দত্ত সে খেতাবটি কল্লেন প্রতিপন্ন।

১৩

বল্লেন তখন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ঘোষ উঠে—
"আমার সময়টি যায় তোফা ঘোড়ার মত ছুটে,
অতি তাড়াতাড়ি, যেন রেলের গাড়ী,
খেয়ে দেয়ে এবং খেলে পাশা, তাস ও দাবা;
তাতে শুধু সময়? কাটে সময়ের যে বাবা।
করি মিলে কয়টি এয়ার ফরাসেতে ব'সে,
'পঞ্জা' 'কচে বার' এবং 'কিস্তি' দেই ক'সে;
কভু টানি হুঁকো দিয়ে তাকিয়ায় ঠেস্;
তাতে সময় তা একরকম কেটে যায় ত বেশ।"
রাজা বল্লেন "না, না আমার আছে জানা,
খেলায় অনেক সময় যায়,
তা যায় না ষোল আনা
তাস ও পাশা খেলেও সময় অনেক বাকী থাকে
হে মহেন্দ্র ঘোষ! তুমি একটি 'মোষ'—
সর্দ্দার দেও ত ঝাঁটাইয়া অকর্ম্মণ্যটাকে।"
অন্তঃপুর হ'তে এল রমণীয় ঝাঁটা,
চীৎকারিলেন মহেন্দ্র ঘোষ—নবমীর পাঁটা;—
সম্মার্জ্জনী আহার, নিকটে ত তাঁহার,
এমন কিছু নূতন নয়—তা দাগাই আছে পিঠে
তবে কি না মিঠে হাতের হ'লে হ'ত মিঠে।

১৪

বল্লেন উঠে তখন শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল মুখো—
"আমি বাবা খেলিনে তাস, টানিনেক হুঁকো;
আমি কাটাই কোনরূপে সকাল থেকে সন্ধ্যে,
আফিং খেয়ে ঢুলে, শুয়ে হাই তুলে,
ব'সে ফরাসে আর মিলে ক'টি এয়ার,
তাকিয়াতে ঠেসে, রাজা বাদশাহ সম্বন্ধে,
করি সবাই উড়ো গল্প; এবং তিনটি তুড়িয়ে,
সময়ের যে চৌদ্দ পুরুষ দিয়ে দেই উড়িয়ে।"

রাজা বল্লেন "কৃষ্ণকমল তুমি একটি হাতী;
দিতে পার ঢ'লে, শুয়ে হাই তুলে,
অনেক সময় ফাঁকি; তবু থাকে বাকী;
সর্দ্দার, ছেড়ে দেও ত একে দিয়ে দু'টি লাথি।"
৮২র ওজন কোরে লাথি ভোজন,
মুখাজ্জী পো চম্পট দিলেন
দু দশ দীর্ঘ যোজন।

১৫

শ্রীরাধানাথ চট্টো উঠে বল্লেন;—শোন রাজা—
আমার সময় কাটে খেয়ে গুলি এবং গাঁজা;
এবং অতি সরস সিদ্ধি এবং চরশ—
স্রোতের মত চ'লে যাচ্ছে, দিবস মাস ও বরষ;
কতিপয় নব্য, বর্ব্বর, অসভ্য,
এগুলির গৌরবটি চাহেন করিবারে খর্ব্ব;
খেতেন স্বয়ং শিব—তা জানে পুরাণজ্ঞ সর্ব্ব।"
রাজা বল্লেন "রাধা, তুমি অতি গাধা,
—সর্দ্দার, ছেড়ে দাও ত এ'কে
মেরে চৌদ্দ চটী।"
চটী খেয়ে চট্টজিত দিয়ে তিনটি লাফ্।
সভাগৃহ হ'তে দ্রুত পাড়ি দিলেন সাফ্।

১৬

উঠে বল্লেন শেষে শ্রীযুত রতিকান্ত বন্দ্যো;
—ফোলা দুটি গাল, চক্ষু দুটি লাল,
ঢলি' আগে পাশে, এড়ো এড়ো ভাষে;—
আরক্তিম তাঁর মুখে তীব্র হুইস্কি মদের গন্ধ—
"ধর্ম্মাবতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য
সদুপায়—সময়টাকে করিবারে বধ,
এই দুই তুল্যমূল্য দ্রব্য—বেশ্যা এবং মদ।
বেশ্যাসক্তি মর্ত্ত্যে, ছিল আর্য্যাবর্ত্তে—
আরো সোমরস নামে—ঋষিরা লেখেনও,
ছিল এক প্রকার মদ দেশী এবং ধেনো।
কিন্তু কভু, কোথায়, সুরা সভ্য প্রথায়,
খাওয়া যে ছিল না—
স্বীকার কর্ব্বেনই এই কথায়।
ইংরাজি প্রথায়—এ—
ব্রাণ্ডি কিম্বা হুইস্কি পান,
সময় বধের অত্যাশ্চর্য্য অব্যর্থ সন্ধান;
তারা ছোট করে না ক শুধু দীর্ঘ সময়,
তারা খাটো করে নরজীবনের 'প্রময়'।"
রাজা বল্লেন "ইথে সময় যায় বটে দ্রুত—
কিন্তু তবু খানিক বাকি থাকেই;—বস্তুতঃ
তুমি অতি শুয়োর, স্বভাব অতি কু;—ওর
মুখে মারো, সর্দ্দার, জোরে দুই বুট জুতো।"
খেয়ে প্রহার, ডসন বাড়ীর অত্যুৎকৃষ্ট বুট,
রতিকান্ত সভা হ'তে দিলেন বাইরে ছুট।

১৭

সবারে তাড়িয়ে দিয়ে—বেলা তখন ৬টা—
রাজার মেজাজ হ'ল আরো খারাপ এবং চটা;
বস্‌লেন গিয়ে বেগে, বাড়ীর মধ্যে রেগে,
বল্লেন শেষে—"হায় রে বিধি!
এখনও দু ঘণ্টা,
—গ্রীষ্মের বেলা—কিই বা করি
ব'সে এতক্ষণটা?
করেছেন অতীব মূর্খ অপদার্থ ব্রহ্মা,
জীবনটা ঘোর ছোট এবং সময়টা ঘোর লম্বা।
লিখ্‌লে পড়লে, চোটে মাথা ধরে ওঠে;
সে জন্য সে কার্য্য কর্ত্তে পারি না ক মোটে।
জমিদারি কাজে মন বসে না;—তা যে
নীরস;—আর এ কার্য্য কর্ম্ম
রাজাদের কি সাজে?
দেখিছি ত বহু উপায় কাটাতে তিন বেলা;
অনেক রকম নেশা, এবং অনেক রকম খেলা,
অনেক রকম রঙ্গ, অনেক রকম সঙ্গ,
অনেক রকম ব্যভিচারে স্বাস্থ্য করি' ভঙ্গ—
বিলাসসম্ভোগভড়ং—টাকার যাহা সাধ্য,
করেছি ত সর্ব্ববিধ আমোদেরও শ্রাদ্ধ।
তবু সময় যায় না ক যে; দেখ্‌ছি ভেবে সব,
রাজা-রাজড়াদিগের সময় যাওয়াই অসম্ভব।

১৮

"এখন কি যায় করা?—
কোথায় বা যায় যাওয়া?"
রাজা উপায় না পেয়ে, উঠলেন যেন হাঁপিয়ে,
যেন হঠাৎ বন্ধ হ'ল ঘরের মধ্যের হাওয়া;
চাকর দিয়াছে ছাড়ান;
বিড়াল গিয়াছে তাড়ান;

মন্ত্রী পারিষদদের ধ'রে দেওয়া গিয়াছে জুতো;
পুনরভিনয় তার ত হয় না, বস্তুতঃ
পুনশ্চ সে সব, করা অসম্ভব
এও অতি স্পষ্ট যে সাফ্
নাইক কোন কাজ আর;
এবং অন্য কোথা যাওয়াও কণ্টকরী রাজার;
তাই গেলেন রাজা—যেথা অতি সোজা—ভেবে
চীনেও নয়, ব্রহ্মে নয়, মাদ্রাজ নয়, বম্বে নয়,
আমেরিকা, ইউরোপে নয়,
রেল কি ষ্টিমার চেপে,
আকাশে নয়, পাতালে নয়,—
রাজা গেলেন ক্ষেপে।

নসীরাম পালের বক্তৃতা

সভ্য এবং ভব্য গুটিকতক নব্য
শিক্ষিত-বাঙ্গালী-রঙ্গে মিলিয়া সকলে,
ডাক্‌লেন একটা ভারি "মীটিং" এলবার্ট হলে।
দেওয়া গেছে 'প্লাকার্ড'
'নোটিশ্' ছেয়ে রাস্তা ঘাট—
"স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে,
বক্তা বাবু নসীরাম পাল কর্ব্বেন গিয়ে পাঠ।"
সে বিষয়ে দক্ষ উদার এবং পক্ক
নানাবিধ মতের হবে আলোচনা, তর্ক।
অনেকের বক্তৃতা হবে ছোট এবং বড়;—
সে কারণে শ্রোতৃবর্গ হ'লেন গিয়ে জড়;

শ্রীনসীরাম পাল বি, এ, ভারি সুলেখক,
কলিকাতার আর্য্যসভার দক্ষ সম্পাদক,
হিন্দু শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে আছে ভারি দৃষ্টি;
সভ্যতার কাছে হিন্দুধর্ম্ম বাঁচে
যা'তে, সে কারণে হ'ল আর্য্যসভার সৃষ্টি।
সেই সভার সভ্য গুটিকতক নব্য
শাস্ত্রজ্ঞ বৈজ্ঞানিক—জাতি কামার এবং চামার,
আরও বহু আর্য্য—সবায় স্মরণ নেইক আমার;
বিজ্ঞানেরই শরে, হিন্দুধর্ম্ম মরে
পাছে, উঠ্‌লেন কয়টি বক্তা সে প্রকাণ্ড কার্য্যে
প্রচার কর্ত্তে হিন্দুধর্ম্ম, চেতন কর্ত্তে আর্য্যে।

বাজ্‌লে ঘণ্টা সাড়ে সাতটা—
এলবার্ট হলের ঘড়ি,
কেনারাম কর্ম্মকার ত তক্তার উপর চড়ি',
কর্ল্লেন প্রস্তাব যে, অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ বক্তা
বেচারাম তেলী লউন সম্পাদকী তক্তা।
নিধিরাম সর্দ্দার ও কুড়োরাম পোদ্দার
কল্লে তাতে 'দ্বিতীয়' ও পড়লে করতালি,
শ্রীবেচারাম তক্তার উপর বসলেন গিয়ে খালি।

উঠে বেচারাম তখন একটুখানি কেসে,
বল্লেন অতি বড় গোঁফে অতি ছোট হেসে—
"হে ভদ্রসমাজ! যে কারণে আজ
সমবেত সবে—সবাই জানেন সে কি কাজ।
এই সভায় হয় আলোচ্য বিষয়—
রমণীদের কথিত দাসত্ব ও অবরোধ ও হীনতা;
বিবেচ্য—কত দূর দেয় স্ত্রীদিগে স্বাধীনতা;
কত দূর যে অনিষ্টকর পুরুষ ও স্ত্রীর সমতা,
কি কারণে বেড়ে যাচ্ছে নারীজাতির ক্ষমতা;
আমি সেই জন্য মান্য এবং গণ্য
নসীরাম পালকে ডাকি, অদ্য তৎসম্বন্ধে
পড়্‌তে অবিলম্বে তাঁহার রচিত প্রবন্ধে।"

উঠ্‌লেন তখন নসীরাম রক্ষিতে হিন্দুধর্ম্ম,
(আমরা দিব আজি শুধু সে বক্তৃতার মর্ম্ম)
—"চেয়ারম্যান ও ভদ্রগণ—
এ বিষয়টি খুব শক্ত
আমি ক্ষীণশক্তি বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি;—
কিন্তু যখন গড়াচ্ছে ঐ আর্য্য মাতার রক্ত,
শত ক্ষত হ'তে; যখন গিয়াছেন মা মোহ;
রাস্তাতে প্রস্তরখণ্ড 'চীৎকারে' "বিদ্রোহ";
(হে পাঠক, অনুবাদ এটি সেক্ষপীয়র থেকে)
ধর্ম্মভ্রষ্ট দুরাচার সেই পাপাত্মাদের দেখে
যখন শাস্ত্র কাঁদে, এবং হিন্দুধর্ম্ম লুকায়
অরণ্যে লজ্জাতে; যখন স্নেহ প্রীতি শুকায়
তীব্র তাপে; এবং যবে নীতিও হয় শীর্ণ;
অবিদ্যাও করে ঘোরা তমসা বিকীর্ণ;

তখন উচিত এবং—এবং—নিতান্ত কর্ত্তব্য
এ বিষয়ে চিন্তা করেন প্রতি হিন্দু সভ্য।

"শ্রোতৃবর্গ আজ, এ নব্য সমাজ
ক্ষীণতেজা, হীনপ্রভ, নাহি কিছু শক্তি.
কেন?—কারণ আর্য্যের
নাইক আর্য্যধর্ম্মে ভক্তি।
পুরাতনী প্রথা, ঋষিগণের কথা,
এগুলিতে হিন্দুর নাইক কিছুই মমতা।
একবার চক্ষু দুটি মেলি, দেখুন আর্য্যসভ্য,
উঠে যাচ্ছে বাল্যবিয়ে, বিধবার বৈধব্য,
ছেড়ে কৃষ্ণে আস্থা, নিয়ে বাঁকা রাস্তা,
পাকাচ্ছে খিচুড়ি নিয়ে খৃষ্ট স্পেন্সার বুদ্ধ,
আবার তাতে জড়াচ্ছে এ হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ?

'ভদ্রবর্গ' আমাদের এই দেশেতে স্ত্রী জাতি
শিখ্‌ছে তারা দিনে দিনে ভারি বাঁদিয়াতি,
স্ত্রীশিক্ষার নামে, সমাজ সংগ্রামে
ক্রমে নিচ্ছে কেড়ে তারা পুরুষদিগের রাজ্য,
ছেড়ে রন্ধনাদি যত তাদের উচিত কার্য্য।

"গুটিকতক চাষায়, জানি না কি আশায়,
পোষা যত কালসর্প পুরুষদিগের বাসায়,
—কতিপয় বিদ্রোহী সেনা স্বর্ণময় এ বঙ্গে,
কর্চ্ছে একটা ষড়যন্ত্র নারীজাতির সঙ্গে।

'যত মূর্খ ঘোর, ক'রে ভারি জোর
বড় ক'ল্লে বাড়ীর সকল গবাক্ষ ও দোর,
অন্তঃপুরের সনাতন সেই
পাঁচিলগুলো ভাঙ্‌লো;
আঁস্তাকুড়কে কল্লো বাগান,
চালা কল্লো 'বাঙ্‌লো';
মেয়েদের পরালো জুতো,
শাড়ীর বাড়ালো বহর;
জ্যাকেট দিইয়ে গায়ে বেড়ায়
দেখিয়ে নিম্নে সহর,
দিচ্ছে তাদের শিক্ষা, দেওয়াচ্ছে পরীক্ষা;
স্ত্রীদের শিক্ষার নামে তাদের বাড়াচ্ছে ক্ষমতা,
গোল্লাই দিচ্ছে হিন্দুধর্ম্ম—সনাতনী প্রথা।

১০

"স্ত্রীদের স্বাধীনতা? সে কি রকম কথা?
তাঁরা কি সব যাবেন চলে, যথা ইচ্ছা তথা?
স্ত্রীরা স্বাধীনই—গৃহপ্রাচীর ভিতরে;
তাঁদের ত অপ্রতিহত রাজত্ব অন্দরে;
তাঁরাই ত ব্রাহ্মণী দাসীর রক্ষক কিম্বা হন্ত্রী;
তাঁরাই স্বামীদিগের হচ্ছেন সর্ব্বকার্য্যে মন্ত্রী।
শুধু মন্ত্রী?—অনেক সময় স্বামীদিগের প্রভু;
কখন দেন খেতে [হাস্য] নাহি দেন বা কভু;
বিনা স্ত্রীর সাহায্য, হয় না কোন কার্য্য;
শয়নঘরে তাঁদের ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্য;
ভাঁড়ারঘরে তাঁদের ত অক্ষুণ্ধ ক্ষমতা,
রান্নাঘরে আইন ত তাঁদের একটি কথা।

১১

"তাঁদেরই দাপোটে, বকুনির চোটে,
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সদাই কেঁপে ওঠে;
ঘরের মধ্যে অবিলম্বে অগ্নিনদী ছোটে।
তাঁহাদের জ্বালায় অনেকে ত পালায়
শুনেছিও দেখেছিও গো ও অশ্বশালায়,
মাঠে, বনে [শোন শোন] পগারে ও নালায়।
তাঁরা আবার অধীন নাকি?
হা কলি!—হা ধর্ম্ম!
পুরুষ তাঁদের সেবায় ব্যস্ত
ছেড়ে সকল কর্ম্ম।
গহনাটি দিতে দিতে
তাঁদের চারু অঙ্গে,
নাকের জলটি মিশে যায় তার
চখের জলের সঙ্গে।
তাঁদের জন্য ব্যস্ত তাঁদের ভয়ে ত্রস্ত।
ভবার্ণবে ঘুরপাক খাচ্ছে পুরুষরা সমস্ত।

১২

"স্ত্রীস্বাধীনতা কি আছে কিছু বাকী?
ঘাড়ের উপর ছেড়ে তাঁরা
মাথায় চড়বেন নাকি?
তারাই ত সব প্রভু, এবং আমরাই ত সব দাস,
খেতে দিলে খাই নইলে রহি উপবাস;—
তাঁরাই 'আহার বিহার' শয্যা—
পুরুষদিগের গতি;
আমরাই ত সব ভার্য্যা তাঁদের—
তাঁরাই ত সব পতি।

১৩

গুটিকতক নব্য বন্য অর্দ্ধসভ্য
বলেন আরও স্বাধীনতা দেওয়াটি কর্ত্তব্য।
ভাবেন এখন পুরুষ করুক স্ত্রীদের পরিচর্য্যা
ভাবেন স্ত্রীরা দেবতা—ওঃ—
[কি লজ্জা কি লজ্জা]!
আর এই পুরুষ? —এসেছেন সব তাঁরা বঙ্গদেশে
'সুমাত্রা' 'বোর্ণিও' থেকে বন্যায় টন্যায় ভেসে।
তাঁরা ভাবেন পুরুষ বন্ধ থাকুক অন্তঃপুরে,
এবং স্ত্রীরা 'ফিটন' চ'ড়ে বেড়ান সহর ঘুরে;
এইরূপ যদি স্ত্রীরা দেখেন
কেবল বাইরের আলো,
সেটা কি সুবিধার হবে, হবে কি তা ভালো?

১৪

"ভদ্রবর্গ, এই ত গেল স্ত্রীদের স্বাধীনতা।
সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে তাঁদের শিক্ষার কথা।
স্ত্রীজাতিটা—বল্‌তে বেশী হবে না ক আমাকে
বেজায় রকম ফাজিল এবং
ফক্কড় এবং ড্যামাকে।
শিখ্‌লে লেখা পড়া
(তাঁদের) মেজাজ হবে কড়া,
মাথায় উঠ্‌বে রাঁধাবাড়া শীঘ্রই নিঃসন্দ'
স্বামীদেরও ক্রমে হ'বে খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

১৫

"এখনও ত তবু তারা রাঁধে কভু;
কিন্তু যদি তারা জেনে ফেলে অকস্মাৎ
যে,—পৃথিবী জোরে, ভোঁভোঁ ক'রে ঘোরে;
চাঁদে রাহুভায়া শুধু তারি ছায়া;
শোনে—বাষ্পবলে রেল ও ষ্টিমার চলে;
কিম্বা যদি জেনে ফেলে ৫ আর ২য়ে ৭;
তা হ'লে কি ভা'ব তারা রে'ধে দেবে ভাত?
হাঁড়িকুড়ি ছুঁড়ে ফেলে আঁস্তাকুড়ে
দুই কথায় স্বামীদিগের দিয়ে দেবে তুড়ে;
হাতা বেড়ি রেখে, 'রুজ' পাউডার মেখে,
প'রে মোজা বুট, ক'রে সবায় হুট,
পুরুষদিগের রাজ্যমাজ্য ক'রে সবায় লুট,
অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে দিয়ে একটি ছুট,
নির্ব্বিবাদে ও নির্ভয়ে সটাং, অবিলম্বে
চ'লে যাবে হিল্লী দিল্লী কলম্বো ও বম্বে।

১৬

"বন্ধুবর্গ এক্ষণ করি পর্য্যবেক্ষণ
শিক্ষিতাদের বাড়ীর মধ্যে অবস্থাটা দেখুন—
স্ত্রীরা এখন প্রাতে ওঠে, রান্নাবান্না ছেড়ে,
স্বামীর হস্ত থেকে খবর কাগজটি নেয় কেড়ে;
ছেড়ে লুচি ভাজা, রাঁধা, তাম্বুল সাজা,
ছেড়ে মেঝে টেঝে ঝাঁট ও বাসন কুশন মাজা,
গৃহিণীরা এখন যেন নবাব কিম্বা রাজা।
বাজান কেউ বা পিয়ানো;
আর কেউ বা গান "আ-পেয়ালা
মুঝে ভরে দে":—আর বাজান
কেউ বা ব'সে বেহালা।
কেউ বা আছেন মাইকেলে,
কেউ সেক্ষপীয়রে মেতে,
কাউকে আন্‌তে ঘরে,
হয় বা সিভিল কোর্টে যেতে।

১৭

"ঢাকাই কাপড় ছেড়ে, এখন পরেন বম্বে শাড়ী
পরেন কোমরে বেল্ট ফিতে, চন্দ্রহার ছাড়ি;

ব্যাং মল ছেড়ে, দিচ্ছেন এখন
জুতো মোজা পায়ে,
সোনার গহনা ছেড়ে সবাই
জ্যাকেট পরেন গায়ে;
চাবির ভরে যে অঞ্চলটি ঝুলত তাঁদের কাঁধে,
সে চারু অঞ্চলটি এখন ব্রোচটি দিয়ে বাঁধে।
নাকের নলক রেখে, রুজ ও পাউডার মেখে,
বাইরের ঘরে ব'সে খাসা আরাম চ্যারে বেঁকে,
কার্য্যকর্ম্ম ছেড়ে চক্ষু বন্ধ ক'রে অল্প,
পড়েন উপন্যাস কিম্বা করেন মিলে গল্প।

১৮

"প্রাচীর গেল উড়ে, চারি দিকে জুড়ে,
দালানের বারান্দা হ'ল, বাগান আঁস্তাকুড়ে:
রান্নাঘরটি চ'লে গেল দুই যোজন দূরে,
দূরে থাকত যেই স্থানটি এল তা শিউরে!
ভিতর বাইরের তফাৎ হ'ল দুয়োর পর্দ্দা মাত্র,
তা ফুঁড়েও স্ত্রীরা বাইরে আসে দিবারাত্র;
যথায় ঝুলত ঊর্ণনাভ সেথায় ঝোলে পাখা,
দেওয়াল থেকে উঠে গেল কৃষ্ণ রাধা আঁকা:
তক্তোপোষে ছেড়ে বসাই আনে স্প্রিঙের খাটে,
তক্তার পাটি মেঝেয় পেতে তার উপরে হাঁটে;
ছেড়ে ঠাণ্ডা মেঝে, স্ত্রীরা বিবি সেজে
মিলে ক'টি এয়ারে, বসেন এখন চেয়ারে;
ছেড়ে খাসা পা ছড়ান—হোল রে কি দশা—
হচ্ছে এখন গিন্নীদিগের পা ঝুলিয়ে বসা!
যেন তাঁরা এক এক রাণী কিম্বা যেন দেবী—
আমরা যেন কৃতার্থ হই তাঁদের চরণ সেবি'।

১৯

বাহিরে বেরিয়েও স্ত্রীদের মনে নাহি আঁটে;
বেড়াতে যান ফিটিন ক'রে পথে ঘাটে মাঠে।
তাঁদের সে অসূর্য্যম্পশ্য পীতরূপরাশি
দেখে কিনা রাস্তার লোকে পাড়াপ্রতিবাসী।
ঘোমটা গেল উঠে—হায় রে—
প্রাণে হয় যে ক্রোধ;
ঘৃণ্য দয়া লজ্জা পশে যেন মজ্জা,
নাহি কি রে নব্যবঙ্গের হিতাহিত বোধ?—"
শ্রীনসীরাম বস্‌লেন শেষে প'ড়ি উক্ত গদ্যে,
ভয়ঙ্করী কালাকারী প্রশংসারই মধ্যে।

২০

অবশেষে তক্তাখানি পশ্চাতেতে ঠেলি,
উঠ্‌লেন তক্তা-অধিকারী বেচারাম তেলী—
"আজি সন্ধ্যাকাল নসীরাম পাল
পড়্‌লেন যেই অতি 'বিম্বান্' প্রবন্ধটি খাঁটী,
তাহা অতি উপাদেয়, অতি পরিপাটি।

২১

"ভদ্রগণ এ বিষয়টি যদি কিঞ্চিৎ রঙিন,
কিন্তু হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে ত ক্রমে ক্রমে সঙিন.
নারীজাতির ক্রমে শক্তি যাচ্ছে জ'মে
স্ত্রীদের তেজটা যাচ্ছে বেড়ে,
পুরুষদিগের কমে'।
হ'য়ে উঠ্‌ছে স্ত্রীজাতিটা ভারি বেজায় ফক্কড়—
আমাদের সঙ্গে এসে দিতে চাচ্ছে টক্কর।
সে দিন প্রাতে বল্লাম "দেখ গিন্নী খুলে দোর,
সূর্য্য উঠ্‌ল কি না,— অর্থাৎ হ'ল কি না ভোর?"
—বলে "সূর্য্য উঠেছে কি! বল এতক্ষণ—
হ'ল সমাপ্ত কি ধরার দৈনিক আবর্ত্তন।"

২২

"শুনলেন ব্যাপারখানা?—সবাই—
জানেন স্ত্রীদের স্বভাব
ঐ প্রকারই—সুবুদ্ধিরও তাঁদের বিশেষ অভাব।
কিন্তু একটি সঙিন কথা—স্ত্রীজাতিটা অতি
খল ও ক্রূর—ও [শোন শোন]—ও কপটমতি।
এ কথাতে সেক্ষপীয়র বাইরন পোপাদি
সর্ব্বদেশে কবিরা সম্মত সর্ব্ববাদী।
স্ত্রীজাতির এক কর্ম্ম স্ত্রীজাতির এক ধর্ম্ম
স্বামিসেবা—সতীত্বই রমণীদের বর্ম্ম;—
স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিলে, নাহিক বিচিত্র,
হবে কলঙ্কিত তাঁদের অমূল্য চরিত্র।
পরপুরুষদিগের সঙ্গে স্ত্রীরা কইলে কথা,
পাতিব্রত্যের অবধারিত হইবে অন্যথা।
স্ত্রীজাতি-হৃদয় প্রতারণাময়,
তাহাদের হায় কিছুমাত্র নাইক কুত্র বিশ্বাস।"
—ছাড়লেন হেথা বক্তা একটি বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস।

২৩

"বন্ধুসকল—ইহার যদি উদাহরণ চান,
দেখবেন ইয়ুরোপে এটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ'
আরও আমি অবগত আছি, বার মাস
করে না ক তাদের স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে বাস,
ইয়ুরোপখণ্ডে; বরং দণ্ডে দণ্ডে—
স্বামীদিগে মারে চাবুক কর্ত্তে চাহে গুলি,
বেড়ায় তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে চক্ষে দিয়ে ঠুলি।
আমি এটি জানি অতি ধ্রুব এবং সত্য,—
ইংরাজি ভাষায়ই নাইক কথা—'পাতিব্রত্য';
পাতিব্রত্য আছে—হিন্দুরই সমাজে—
(আরও বোধ হয় কিছু কিছু
মোসলমানদের মাঝে)
কেন? কারণ তাদের স্ত্রীরা ঘরে রহে বন্ধ;
কেন?—কারণ তারা শোঁকে আঁস্তাকুড়ের গন্ধ;
কারণ তারা অবরুদ্ধ অষ্ট বছর থেকে:
কারণ তাদের বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য শেখে:
কারণ নাইক, লুকিয়ে ভিন্ন,
পুরুষ পানে চাওয়া:
কারণ লাগে নাক মুখে আলো কিম্বা হাওয়া'

২৪

"কেউ বা বলেন স্ত্রীদিগে দাও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা,
তৎপরে দাও স্বাধীনতা—প্রকাণ্ড পরীক্ষা!
স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়াও যাহা,
গরুটাকে হরিনামটি শিক্ষা দেওয়াও তাহা।
[ভয়ঙ্করী প্রশংসা ও অতি দীর্ঘ হাস্য]
অতএব ভদ্রগণ স্ত্রীদের উচিত কার্য্য দাস্য;
স্ত্রীদের উচিত বাসস্থান সেই জানালাহীন ঘরে;
স্ত্রীদের যোগ্য বিহারভূমি প্রাচীরভিতরে:
স্ত্রীদের বাক্যালাপটি শুধু
স্বামীর সঙ্গেই সাজে;
স্ত্রীদের উচিত ব্যায়াম শুধু রান্নাঘরের মাঝে:
পেলে বেশী আলো রংটা হবে কালো:
বেশী হাওয়াও নয়ক তাঁদের
স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা—ভয়ঙ্কর এ কার্য্য,
বিষসম বন্ধুবর্গ ইহা পরিহার্য্য।
দেখতে পাবেন সবাই ইহা মনোরূপ চক্ষে,
ইহা ন্যায়ের বিবেকের ও ধর্ম্মেরও বিপক্ষে।"

২৫

প'ড়ে গেলেন সভাপতি সংজ্ঞাহীনপ্রায়
ভাবোন্মাদে চ্যারের উপর; পড়্‌ল সে সভায়
বজ্রসম করতালি!—শান্ত হ'লে সবে
সভাস্থলে—ক্রমে শেষে উঠে বল্লেন তবে
কেনারাম কর্ম্মকার—"যে অদ্য সভার অতি
ধন্যবাদপাত্র মাননীয় সভাপতি।"
শ্রীনিধিরাম সর্দ্দার
শ্রীকুড়োরাম পোদ্দার
'দ্বিতীয়' করিলে, তাতে—চেয়ারখানি ঠেলি,
সভাভঙ্গ কল্লেন উঠে বেচারাম তেলী।

কলি যজ্ঞ

[অনুষ্টুপ্ ছন্দ]

ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা॥
আসিলা যে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক বঙালী চ দলে দলে॥
কাহারো পরনে কুর্ত্তি, কাহারো উড়ুনী উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপ্‌কান্,
কাহারো সাহেবী ধড়া॥
কাহারো সম্মুখে টেড়ী কাহারো পিছনে টিকী।
কাহারো উপরে ঝুঁটি—কা কস্য পরিবেদনা॥
এরূপ বিবিধা মূর্ত্তি সমাগত সভাতলে।
বক্তৃতা করিয়া—বাবা লড়াই করিতে ফতে॥
তন্মধ্যে মুখসর্ব্বস্ব বাঙালী হি পুরোহিত
রেজলুশন নির্ম্মাণে বক্তৃতায় মহারথী॥
এ হেন হি মহাযজ্ঞে হইল বক্তৃতা সুরু।
ইংরাজের মহা কেচ্ছা ইংরাজি রেজলুশনে॥
ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা ইংরাজিতে চ বক্তৃতা।
প্যাণ্ডলের তলে আজি ইংরাজিতে খই ফুটে॥
বাহবা বাহবা শব্দ সমুত্থিত সভাস্থলে।
বাহবা বাহবা শব্দে করতালি চটাপট॥
এরূপ শুদ্ধ ইংরাজি এরূপ উপমা ছটা।
এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা॥
সিসিরো, পিট, বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়।
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে॥
চা-পান-নিরত প্রাতে ইংরাজ লাট সাহিব।
পড়িয়া এ মহাবার্ত্তা আতঙ্কে ত বিমূর্চ্ছিত॥

উঠিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসি' বলিলেন অতঃপর।
এ জাতিকে দমে' রাখা দেখিতেছি অসম্ভব॥
উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
বুঝি যে এখন শ্রেয় মানে মানে পলায়ন॥
লাট সাহিব ইত্যাদি, করি উক্ত বিবেচনা।
পোঁটলা পুঁটলী বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট॥
পরপ্রাত হতে রাজ্য আর্য্যজাতির সংস্থিত।
পরপ্রাত হতে কীর্ণ হিন্দুধর্ম্ম সনাতন॥
বিস্তীর্ণ আর্য্যসাম্রাজ্যে সবার সর্ম্মাতক্রমে।
রেজলুশন নির্ম্মাতা বাঙালী হইলা প্রভু॥
আশ্চর্য্যরূপ রাজত্ব বাঙালীর বলে সবে।
কেবল বক্তৃতাজোরে করে রাজ্য চবৈতুহি॥
একদা আসি' আফ্‌গান আক্রমিল হি ভারত।
মহাকাবু সবে খেয়ে বাঙালী বক্তৃতা হুড়া॥
তৎপরে রুষিয়া আসি গ্রাসিতে দেশ উদ্যত।
বাঙালী বক্তৃতা চোটে করে দেশে পলায়ন॥
বাঙালী বক্তৃতা শব্দে কাঁপে ইংলণ্ড জর্ম্মনী।
কাঁপে ফরাস মার্কীন কাঁপে সসাগরা ধরা॥
ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল সর্ব্বত্র এ মহীতলে।
ভরিয়া গেল এ দেশে মীটিঙ রেজলুশনে॥
একদা তু বঙালীর হইল বড় মুষ্কিল।
কূটতর্ক উঠে এক মহাদ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে॥
উঠিল কুটিল প্রশ্ন সমস্যা জটিলা অতি।
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ॥
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে॥
আবার সে সভাস্থানে হইলা বহু বক্তৃতা।
আবার বাহবা শব্দে করতালি চটাপট॥
কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
সবাহ বক্তৃতাদক্ষ সবাই বক্তৃতা করে॥
পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে॥
বাঙালী মহিমাকীর্ত্তিকলাপকাহিনী যদি।
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

কর্ণবিমর্দ্দন কাহিনী

[পজ্ঝটিকা ছন্দ]

জানো না কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ জন্য?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদরচিহ্ন;
তবু যদি সাহিব অল্পে সল্পে
টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে,
অন্তত নাসারক্ষার্থে, সে—
কান মলা হয় গিলিতে হেসে।
বাবা সে দশ ইঞ্চ প্রস্থে—
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে
শূকর-গো-মৃগমাংসে পুষ্ট—
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ,
হুজুর হুজুর বলি' জীবনমরণে
র'ব পড়ি' ইন্দুনিন্দিত চরণে;
—রহিও খুসি, ঘুঁষি আস্‌টা, রাগে
মেরো নাকো কেবল নাকে।
ও ঘুঁষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন: শুনি শুধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ;
ও ঘুঁষি পড়িলে গণ্ডে জোরে,
একেবারে মাথা ঘোরে।
কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে।
ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে।
পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি।
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি!
শুধু ও অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
শ্রবণে ত প্রভু অমিয়া বর্ষে।
বসিয়া বসিয়া নিজঘরমধ্যে
লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে—
"সমুচিত, তুলিয়া ঘুঁষি নিজহস্তে
মারা বেগে অরাতি মস্তে";
জানো না সে স্থানে, একা
লাগে প্রথমত ভেবা চেকা:
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য্য,—
তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য্য?
না হইলে সমসঙিন অবস্থা,
বাক্যে বীরত্বে হি অতি সস্তা।
মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে;
স্নানস্নিগ্ধ উদরটা, ঠেসে
ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ
গণ্ডে পানে ভরিয়া তূর্ণ

চাপ্‌কান পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হে পুরুষানুক্রম ভৃত্য,
নাকে কর্ণে, চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া, কোনরূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি--
রাহি না ঘুষি ফুষি কাছাকাছি।

নিত্যানন্দের উপাখ্যান

সদানন্দের পুত্র, মহানন্দের দৌহিত্র,
প্রেমানন্দের ভাগিনেয়, নিত্যানন্দ মিত্র,—
পার্শ্ববর্ত্তী দোকান থেকে সিদ্ধি এনে কিনে,
কার্ত্তিক মাসে দুর্গাপুজোর বিসর্জ্জনের দিনে,
খেলেন বেটে ছটাক খানিক
ঠাণ্ডা জলে গুলে,
দুপুর বেলায়।—শেষে গিয়ে বিছেনাতে শুলে,
সবাই বল্ল, "নিত্যানন্দ উপর গিয়ে চটাৎ,
এমন দিনে দুপুর বেলায় শুলো কেন হঠাৎ!"
নিত্যানন্দ তাঁহার বাপের একটিমাত্র ছেলে,
মা বাপের আদুরে;—বেড়ান দিবারাত্র খেলে;
ঘুরে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়,
করেন যা তাঁর খুসি,
মেরে বেড়ান যারে তারে
লাথি চাপড় ঘুসি।—
পাড়াশুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত নিত্যানন্দের জ্বালায়,
ইচ্ছা—ঘটি বাটী নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালায়।
নিতাই ভাবলেন, "সবাই বলে,
সিদ্ধি খেলে হাসে,
দেখি দিকি আমার হাসি কেমন ক'রে আসে।"
ভেবে নিত্যানন্দ খানিক সিদ্ধি এনে কিনে,
খেলেন গুলে দুর্গাপুজোর বিসর্জ্জনের দিনে।
খেয়ে অতি গম্ভীর হ'য়ে বাড়ীর মধ্যের উপর,
শুলেন গিয়ে বিছানাতে;--বেলা তখন দুপুর!

ওমা! যেমন তিনি নিজের বিছানাতে গিয়ে,
শুয়েছেন এক মোটা নরম বালিশ মাথায় দিয়ে,
নাসিকাটি গুঁজে, একটি পাশের বালিশ ঠেসে,
অমনি কি দু'মিনিটে ফেল্লেন তিনি হেসে!
বল্লেন, "সে কি! বিছানাতে শয়নমাত্র হাসি।
--আচ্ছা একবার নীচের তলায়
গিয়ে ঘুরে আসি।"

ব'লে উঠে বিদ্যুৎবেগে নেমে সিঁড়ি দিয়ে,
বাইরের ঘরের বারান্দাতে পাটির উপর গিয়ে,
বস্‌লেন গম্ভীর ভাবে; কিন্তু
সময় বস্‌তে যাবার,
'ফি-ক্' ক'রে নিত্যানন্দ হেসে ফেল্লেন আবার।
বল্লেন নিত্যানন্দ, "এ কি এলাম চ'লে নীচে,
চেষ্টা কর্ল্লাম গম্ভীর হ'তে,—তাও হ'ল মিছে?
আচ্ছা দেখি"—ব'লে তিনি মাঠে গেলেন ছুটে,
বস্‌লেন গম্ভীর ভাবে
একটা গাছের উপর উঠে।
কিন্তু বৃথা চেষ্টা;—তিনি যতই চেষ্টা করেন,
ততই তিনি একেবারে হেসে ঢ'লে পড়েন।
যেথায়ই যান না, হাসি তাঁকে কিন্তু নাহি ছাড়ে,
জোঁকের মত কাম্‌ড়ে যেন রৈল তাঁহার ঘাড়ে;
তিনি বসেন সেও বসে; তিনি ওঠেন, ওঠে;
তিনি দাঁড়ান, দাঁড়ায়; লাফান, লাফায়;
ছোটেন, ছোটে।
নিতাই তখন প্রমাদ গ'ণে বল্লেন, "এ কি হৈল?
হাসিটা যে ভূতের মত ঘাড়ে চেপেই রৈল!"
সকল উদ্যম হ'ল বৃথা—থামে না তাঁর হাসি,
এলেন ছুটে তাঁর মা, দিদি, মামী, পিসী, মাসী,
বাবা, খুড়ো, ঠাকুরদাদা, পিসে; মেসো, মামা,
বন্ধু, ডাক্তার, দাসী, চাকর, রাঁধুনী, খানসামা,
গরু, বাছুর; কিন্তু হাসি নাহি কমে তাঁহার;
হাস্‌তে লাগ্‌লেন ক্রমাগত—ভুলে নিদ্রা আহার।
"ব্যাপারখানাটা কি নিতাই? ক্ষিপ্তের মত হেন"
—সবাই করেন প্রশ্ন—
"নিতাই এত হাস্‌ছ কেন?"
"হাস্‌ছি আবার কেন?—হাঃ হাঃ—
অদ্য—হিঃ হিঃ—ভুলে
খেলাম খানিক সিদ্ধি—হুঃ হুঃ—
ঠাণ্ডা জলে গুলে;—
সিদ্ধি গুলে খেয়ে—হে' হে'—এত হাসি পায়,
জান্‌লে—হোঃ হোঃ—কি আর—
নিতাই সিদ্ধি গুলে খায়?
বাঁচাও—ঠিঃ ঠিঃ—কোন রূপে,
নইলে হেলায় ফেলায়,
নিতাই—ক্ষিঃ ক্ষিঃ—হেসে মরে
দিনে দুপুর বেলায়!"

ইহা ব'লে দারুণ হাস্‌ল নিত্যানন্দ মিত্র।
কত যত্ন মত ঔষধ কি চেষ্টা চরিত্র,—

বাড়ীশুদ্ধ বিরাট্ ব্যাপার—সবাই প্রয়াসী,
সবাই হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল থামাতে সে হাসি।
বাবা বলেন, "হেস না-ক
গোপাল আমার আদুরে!"
মাও বলেন, "থাম, সোনা,
বাছা আমার যাদু রে!"
পিসী বল্লেন, "থাক বাবা
চুপ্‌টি ক'রে খানিক!"
মাসী বলেন, "সোনার চাঁদটি—
থামো আমার মাণিক।"
সকল চেষ্টা বিফল হ'ল। শেষে তাঁহার খুড়ী,
(নিতাই তাঁরে ঠাট্টা ক'রে বল্‌ত
'কালো বুড়ী'—
কারণ তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন বর্ণে মসী,
বয়সেতেও অকালবৃদ্ধ, শুষ্কতাতে ঘসী!)
বাহির কল্লেন নূতন উপায়
মিনিট চারিক ভেবে।—
বল্লেন, "বাড়ীশুদ্ধ নিতাই পাগল ক'রে দেবে,
এমন ক'রে লক্ষ্মীছাড়া নিত্যি যদি হাসে।
যা বলি তা কর্ত্তে পার? নয়ক শক্তটা সে
এমন কিছু; সকল নোকে চিম্‌টি নাগাও পায়ে;
তপ্ত নোয়া নাগাও হাতে; নবণ দাও গায়ে?
চখে নাগাও নঙ্কা মরিচ;—থামবে তবে সিনা?
নাথি মারো জোরে—দেখি হাসি থামে কি না!
ষণ্ডা নম্বা ছোঁড়া, নেইক বুদ্ধি কড়াট্যেকো;
ন্যেখাপড়ায় ঢেঁকি—আবার
হাস্‌তে নাগলো দেখো।"
খুড়ীর কথাই শুন্‌তে বাধ্য
হলেন সবাই শেষে:—
এলো, লঙ্কা তপ্ত লৌহ তাঁহার উপদেশে।
দেখে শুনেই নিত্যানন্দের ধড়াস্ ধড়াস্ বুক,
থেমে গেল হাসি এবং শুকিয়ে গেল মুখ:—
উঠে তিনি বল্লেন, "আমার সেরে গেছে হাসি,
কিছু কর্ত্তে হবে না-ক—এখন তবে আসি!"

মর্ম্ম

ছেলেপিলের উপদ্রবটা কতক আগে ভাগে,
বিশেষতঃ পিতা মাতার কাছে—ভালো লাগে।
বাড়ে যখন অধিক মাত্রায়, দুষ্টুমি কি বাতিক,
প্রয়োগ কর্ত্তে হবে তখন ঔষধ এলোপ্যাথিক!

শুকদেব

টিয়া বলে "গাইতে কেহই কিছুই না জানে";
দোয়েল কোকিল ঘুঘু শ্যামা যখন ধরে গানে,
টিয়া কাছে গিয়ে অমনি করে চেঁচামিচি,
এবং তার (এ) ডানা তুলে তারে বলে "ছি ছি"।
পিকেরা একদা মিলে অনেকখানি ভেবে,
যুক্তি ক'রে করজোড়ে কহে শুকদেবে,—
"প্রভুর আলোচনা যেরূপ গুণের পরিচায়ক,
প্রভু নিশ্চয় নিজে একটা উঁচুদরের গায়ক;
প্রভু একবার দয়া ক'রে গেয়ে দেখান দিকি,
আমরা (শিখে নি ত কিছুই)
শুনে কিছু শিখি।"
টিয়া মাথা চুলকোয়, ভেবে
পায় না বল্‌বে কি যে;
শেষে কহে, "মহাশয়গণ
আমি অর্থাৎ নিজে—
বড় একটা গাই না—তবে—
বল্‌তে বা কি হানি—
মহাশয়গণ আমি খাসা ছি ছি কর্ত্তে জানি।"

সমাপ্ত

-।।সর গান

১। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ

১

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল
নব রত্ন ন' ভাই;
আর, তানসান মহা ওস্তাদ
—এলেন তাঁহার সভায়:
অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তানসান
বিক্রমাদিত্যের 'কোর্টে'—
কিন্তু, দুঃখের বিষয় তখন তানসান
জন্মান নি ক মোটে।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,
মেও এও' এও'।

২

যা হোক, এলেন তানসান কলিকাতায়
চোড়ে রেলের গাড়ী;
আর, 'হুগলি ব্রিজ' পার হোয়ে উঠলেন
বিক্রমাদিত্যের বাড়ী;
অ—অর্থাৎ উঠ্‌তেন নিশ্চয়,
কিন্তু 'রেল পুল' তখন হয় নি;
আর. বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য
রাজধানী—উজ্জয়িনী।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি—
মেও এও' এও'।

৩

যা হোক. এলেন তানসান রাজার কাছে
দেখাতে ওস্তাদি;
আর. নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—
'পিয়ানো' ইত্যাদি;—
অ—অর্থাৎ আন্‌তেন নিশ্চয়.
কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি
যে, হয় নি ক তানসানের সময়
'পিয়ানো'রও সৃষ্টি।।
ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এও' এও'।

৪

যা হোক, তানসান গাইলেন এমন মল্লার,
রাজা গেলেন ভিজে;
আর, গাইলেন এমন দীপক, তানসান
জ্ব'লে উঠ্‌লেন নিজে;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে,
তানসান উঠ্‌তেন জ্ব'লে;
কিন্তু. রাজার ছিল 'ওয়াটারপ্রুফ্‌';
আর তানসান এলেন চ'লে।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি—
মেও এ'ও এ'ও।

৫

হ'ল. সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ
তানসানের গীতি বাদ্য;
আর. আজও রোজ্‌ রোজ্‌ অনেক ওস্তাদ
করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ;
অ—অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—
তাঁর ত হ'য়ে গেছে কবে?
আর. তানসান মুসলমান,
তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে হবে?
(কারাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এ'ও এ'ও।

ইরাণ দেশের কাজী

আমরা ইরাণ দেশের কাজী।
আমরা এসেছি একটা নূতন আইন
প্রচার কর্ত্তে আজি।
যে, যা বলিবে সবই ইমামকুল,
হউক মিথ্যা হউক ভুল;—

তোমাদের হবে বলিতে তাতেই
"বাহবা, বাহবা, বা জি!"
ইমাম সবাই সত্য-প্রিয়,
পাশী মিথ্যাবাদী;
পাশী ইমামে বিবাদ বাধিলে,
পাশীই অপরাধী।
পাশী ঠেকিলে ইমাম গায়,
মাথাটি বাঁচান হইবে দায়;—
পাশীর শির কাটিয়া লইলে,
হইতে হইবে রাজি।
আমরা সবাই দেখেছি ইমাম
বিচার করিয়া সক্ষম—
ইমাম সবাই বুদ্ধিমান,
আর পাশী সবাই মূর্খ;
পাশীর তবে হইল রদ—
ব্যতীত কুলী ও কেরানী পদ,
হাকিম হকিম হইবে সবাই
হোসেন হাসেন হাজী।
দাদাভাই হোক জিজিভাই হোক
কারসেট্‌জী কি মেটা—
আজ থেকে তবে ঠিক হ'য়ে গেল—
সবাই সমান বেটা;
তবে, যে বেটা বলিবে, "হাঁ হাঁ তা হোক"
সে বেটা কতক ভদ্রলোক;
আর, যে বেটা বলিবে "তা না না না না না না"
সে বেটা বেজায় পাজী।

রাম-বনবাস

এ কি হেরি সর্ব্বনাশ!
রাম, তুই হ'বি বনবাস—
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ!
তোরে ছেড়ে র'বে না প্রাণ—
আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ!
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে,
সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড়া পাশা,
আর ঐ (ওরে) ভালো দু জোড়া তাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ!
ওরে, আমি যদি তুই হইতাম,
পোর্টমান্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের ঐ খানকতক
(ওরে) ভালো উপন্যাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ!
ও রাম, দেখিস্‌ তোর ঐ বাপ মা'কে
চিঠি লিখিস্‌ প্রতি ডাকে,
আর মাঝে মাঝে রাত্রিকালে,
(ওরে) 'পোটেটো চপ্‌' খাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ!

দুর্ব্বাসা

পুরাকালে ছিল, শুনি,
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি—
আজানুলম্বিত জটা, মেজাজ বেজায় চটা,
দাড়িগুলো ভারি কটা;
পারিত না বটে লিখিতে কবিতা
মহর্ষি বাল্মীকি চাইতে;
পারিত না বটে নারদের মত
বাজাতে নাচিতে গাইতে,
কিন্তু ঋষি ভারি রোষে
বিনা কারো কিছু দোষে,
গালি দিত খুব কোসে;—
কোরে দিত কারো ব্যবস্থা
সুন্দর নানাবিধ ভালো খাদ্য,
কোরে দিত কারো, বিনা
বেশী ব্যয়ে, পিতৃপিতামহশ্রাদ্ধ।
তার ভয়ে দিবানিশি
বিকম্পিত দশ দিশি—
এমনি বেয়াড়া ঋষি।

জিজিয়া কর

পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে
আসছি সয়ে সমুদায়;
এইটি কি আর সইবে না ক—
দু'ঘা বেশী জুতার ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা;
দিবি দু'ঘা, দে না বাবা!
দু'ঘা বেশী, দু'ঘা কমে,
এমনি কি আসে যায়।

তবে কিনা জুতোর গুঁতো
    হয়ে গেছে অনেকবার.
একটা কিছু নূতন রকম
    কর্লে হ'ত উপকার;
ধর না যেমন, বেটা ব'লে
    দিলি না হয় কানটা ম'লে.—
জুতার খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা
    প'ড়ে গেছে সকল গায়।

প'ড়ে আছি চরণতলায়
    নাকটি গুঁজে অনেক কাল.
সৈবে সবই, নই ত মানুষ,
    আমরা সবাই ভেড়ার পাল;
যে যা করিস দেখিস চাচা.
    মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা.
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে
    দিস রে দুটো দুবেলায়।

তোরাই রাজা তোরাই মুনিব.
    মোবা চাকর মোরা পর
মনে করিস চাচা এটা
    তোদের বাড়ী তোদের ঘর.
মোরা বেটা মোরা পাজি.
    যা বলিস তাই আছি রাজি.
রাজার নন্দিনী প্যারি,
    যা বলিস তাই শোভা পায়।

খুসরোজ

১

আজি, এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে
    উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজায়.
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা
    ত হবে বজায়:
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো
    মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য্য এদিক্ ওদিক্
    বুঝে চলাই:
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে
    বাবা বলায়।

আজি, এই শুভ রাতি, জ্বালবো বাতি
    ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে;
নৈলে যে চাকরি যাবে,
    নৈলে যে চাকরি যাবে।
—আমাদের ভক্তি যা —এ যে গো
    পেটের দায়ে;
নিয়ে আয় চেরাক বাতি,
    নিয়ে আয় দিয়েসলাই:
—সাধে কি বাবা বলি,
    গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

"জয় জয়. মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র"
    ব'লে জোরে ডঙ্কা বাজাই,
পাহারা ফিৰ্চ্ছে দ্বারে,
    সেটা যেন ভুলে না যাই:
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো
    প্রাণের দায়ে;
কি জানি পিছন থেকে
    কখন ফাঁসি পড়ে গলায়.
—সাধে কি বাবা বলি,
    গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

আমরা সব "রাজভক্ত বাজভক্ত" ব'লে
    চেঁচাই উচ্চ রবে.
কারণ সেটার যতই অভাব,
    ততই সেটা বলতে হবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ মানের,
    পেটের. প্রাণের দায়ে;
দেখে সে রক্ত আঁখি. ভক্তি যা তা
    ছুটে পলায়:
—সাধে কি বাবা বলি.
    গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

ভোলানাথ শুয়ে আছেন,—
    ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন;

কালী জিব মেলিয়ে আছেন,
তা তিনি মেলিয়ে থাকুন;
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন
তিনি পটেই আঁকা;
আমরা সব নিয়ে শরণ
মোগলদেবের চরণতলায়,
সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

কালো রূপ

কালো রূপে মজেছে এ মন।
ওগো, সে যে মিশ্‌মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো,—অতি নিরুপম।
কোকিল কালো, ভোমরা কালো
আমরা কালো, তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো;—
কিন্তু জানো না, কি কালো সেই কালো রঙ্‌-
ওগো সেই কালো রঙ্‌।
কালী কালো, মিশি কালো,
অমাবস্যার নিশি কালো;
গদাধরের পিসি কালো;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ!
ওগো, সে কালোবরণ।

দশ অবতার

হরি, মৎস্য অবতারে ছিলেন জলে বাসা করি',
আর কূর্ম্ম অবতারে পাঁকে পশিলেন হরি।
এলেন, বরাহাবতারে, উঠে জঙ্গল ভিতরে,
আর, নৃসিংহাবতারে হলেন বিকাশ অর্দ্ধনরে।
হলেন, বামনাবতারে নর—খাটো কিন্তু সত্য,
আর, পরশুরামেতে বীর্য্যে স্থাপেন রাজত্ব।
হলেন, রাম অবতারে হরি—প্রেমিক, ভক্ত, সৎ;
আর, কৃষ্ণ অবতারে হরি রচেন গীতা 'ভগবৎ'।
আর বুদ্ধ অবতারে নিলেন যোগধর্ম্ম শিখি',
আর, কল্কি অবতারে হরি রাখিলেন টিকী।
তবে, টিকী রাখি' কর সবে জীবন সফল,
[illegible]র, একবার টিকী নেড়ে "হরি হরি" বল।

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও"
আর—রাধা বলে
"কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায়"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর রাধা বলে
"এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি।"
কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার মোহন বেণু"
আর—রাধা বলে
"ওহো—শুনে আমি মরে গেনু।
আমায় ধরো ধরো।"
কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে আমায় সবে"
আর—রাধা বলে
"বটে! হ'ল মোক্ষলাভটি তবে—
থাক্‌ আর খাওয়া দাওয়া"।
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো"
আর—রাধা বলে
"তবু যদি না হ'তে মিশ কালো—
রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে"!
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
আর—রাধা বলে
"ঘুম হচ্ছে না! এ ত ভারি জ্বালা—
তাতে আমারই কি"!
কৃষ্ণ বলে "শুনি 'হরি' লোকে আমায় কয়"
আর—রাধা বলে
"লোকের কথা ক'রো না প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা"
আর—রাধা বলে
"হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে—
সেটা সবাই বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কিবা চারু কেশ"
আর—রাধা বলে
"কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—
সেটা বলতেই হবে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—"
আর—রাধা বলে
"কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে"।

কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখি নি ত কভু"
আর—রাধা বলে
"হাঁ আজ সাবান মাখি নি ত তবু—
নইলে আরও শাদা"।
কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে"
আর—রাধা বলে
"এসব কথা বল্লেই হত আগে—
গোল ত মিটেই যেত।"

২। সামাজিক

REFORMED HINDOOS

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে,
আমরা Reformed Hindoos.
আমাদের চেনে না ক যে,
Surely he is an awful goose;

কেন না, আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food;
কারণ, চলে মাঝে মাঝে
'এ'টা, 'ও'টা 'সে'টা যখন
we choose,
কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি
if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কৰ্ত্তে পারি নি ঠিক;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব
superstitious ও obtuse,
-কিন্তু টিকিতে electricity নেই
if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengalির খিচুড়ি বানিয়ে
conversationএ use;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি
if you think,
তা'লে you are an awful goose;
মোটা তাকিয়া দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friendsদের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
করি খুব hate ও abuse;
কিন্তু সামনে সেলাম না করি
if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধৰ্ম্মের ধারি না ধার;
করি hoot alike the Hindoos,
the Buddhists,
the Mahomedans, Christians
& Jews;—
কিন্তু ফলার ভোজে হিন্দু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

About female education,
ও female emanacipation,
আর infant marriage,
আর widow remarriage
আমাদের খুব enlightened views;
কিন্তু views মতে কাজ করি
if you think,
তা'লে you are an awful goose

You are not far wrong
if you think,
যে আমরা করি একটু বেশি drink,
কিন্তু considering our
evolution এর state,
আমাদের morals নয় খুব loose;
আর about morals, we care
a hang if you think,
তা'লে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চ বেশ,
যে আমরা neither fish nor flesh;

আমরা curious commodities, human
oddities, denominated Baboos;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি,
কিন্তু কাজের সময় সব ঢুঁঢুঁs;
আমরা beautiful muddle,
a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose

বিলাতফের্ত্তা

আমরা বিলাত-ফের্ত্তা ক' ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি',
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা" আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে র'টি,
যদি "সাহেব" না ব'লে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি'।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর;

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেতফের্ত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

চম্পটির দল

চম্পটি চম্পটি চম্পটি,
চম্পটির দল আমরা সবে।
একটু মেশাল রকম ভাবে।
আমরা ক'জন এইটি ভবে
যদি কিছু দেশী রং
রেখেছি সায়েবি ঢং;
একটু তবু নেটিভ গন্ধ,
কি কর্ব্ব তা র'বেই র'বে।
ইংরাজীতে কহি কথা,
সেটা 'পাপার' উপদেশ;
হ্যাট্টা কোট্টা পরি কেন—
কারণ সেটা সভ্য বেশ;
চক্ষে কেন চসমা সাজ?—
কারণ সেটা ফ্যাশন আজ;—
চসমাশূন্য ছাত্রমহল,
কোথায় কে দেখেছে কবে।
বঙ্গভাষা কইতে শিখ্‌ছি,
বছর দুতিন লাগবে আরো;
তবে এখন কইছি যে,
সে তোমরা যাতে বুঝতে পারো;

টেবিলেতে খাচ্ছি খানা
কারণ সে সাহেবিয়ানা;
খাই বা যদি শাক চচ্চড়ি
টেবিলেতে খেতেই হবে।
ইউরেশীয়ান ছেলে মেয়ে
তৈরি মোরা হচ্ছি ক্রমে,
এদিকেও সংখ্যায় বাড়ছি
বিনা কোন পরিশ্রমে;
জানি না কি হবে শেষে,
কোথায় বা চলেছি ভেসে;
মাঝিশূন্য নৌকার উপর
ভেসে যাচ্ছি ভবার্ণবে।

নতুন কিছু করো

১

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু ক'রে, মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো;
কিম্বা চিৎপাত হয়ে—পাগুলো সব ছোঁড়ো;
ঘোড়াগাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

২

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতিচাদরনিবারিণী সভা;
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে:
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে:
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ্ ধরো:
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৩

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো;
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো;
বেন্, মিল্ ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৪

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধ'রে মারো,
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো ভালো আরো!
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক:
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার,
যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৫

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর,
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির,
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব,
মর্ব্বে, না হয় মর্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো:—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হল' কি

১

হ'ল কি! এ হ'ল কি!—
এ ত ভারি আশ্চর্য্যি!
বিলেত-ফের্ত্তা টান্‌ছে হুক্কা,
সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্য্যি।
হোটেলফের্ত্তা মুন্সেফ ডাক্‌ছেন
"মধুসূদন কংসারি"!
চটু চটির দোকান খুলে
দস্তুরমত সংসারী!

২

ছেলের দল সব চস্‌মা প'রে
ব'সে আছেন কাটখোট্টা;
সাহেবরা সব গেরুয়া পরছে,
বাঙালী 'নেক্‌টাইহ্যাট্‌কোট্টা';
পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মত,
ছেলেবেলায় খান নি কে?
ভবনদীর পারে গিয়ে
বিড়াল বস্‌ছেন আহ্নিকে।

৩

পদ্য গদ্য লিখ্ছে সবাই,
কিন্ছে না ক কিন্তু কেই:
কাট্ছে বটে—পোকায় কিন্তু,
আলমারি কি সিন্দুকেই।
জহরচন্দ্র, গোকুল মাইতি
বাড়্ছে লম্বা চওড়াতে
বিদ্যারত্ন দরকার শুদ্ধ
বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

৪

পুরুষরা সব শুনছে ব'সে,
মেয়েরা আসর জম্কাচ্ছে,
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে,
শুনে তা' পীলে চম্কাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত,
প্রজা হচ্ছে জবদ্দার:
মুনিব কর্চ্ছে 'আজ্ঞা হুজুর,'
চাকর কচ্ছেন 'খবদ্দার'।

৫

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে
নাচ্ছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম্ম
হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে:
শাস্ত্রিবর্গ কোনই শাস্ত্রের
ধরেন না এক বর্ণ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে
বেশী মাত্রায় কর্ণধার।

নবকুলকামিনী

ক'টি নবকুলকামিনী।
অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী।
জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে;
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে:—
'পারত পক্ষে' উপর হইতে
নীচের তলায় নামি নে।
গৃহের কার্য্য করুক সকলে—
খুড়ি, জ্যেঠী, পিসী, মাসীতে:
আমরা সবাই, নব্য প্রথায়,
শিখেছি হাসিতে কাশিতে;
কবিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ:
করিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে
ঘুরিতে, দিবস যামিনী।
ব্যবসা করিয়া, চাকরি করিয়া
আনুক অর্থ পতিরা:
রাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া
বাধিত করিতে সতীরা:
বিলাতি চলন, বিলাতি ধরণ
আমরা করিতেছি অনুকরণ
যেমন সভ্য স্বামীরা, তাহার
চাই ত যোগ্য ভামিনী।

পাঁচটি এয়ার

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা,
আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি
ভবসিন্ধুখেয়ার,—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস—
আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা,
আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী;
আমরা করি নে কাহারে ডর,
আমরা করি নে কাহারো হানি।
আমরা রাখি নে কাহারও তক্কা,
আমরা করি নে কাউরে কেয়ার:
এ ভবমাঝে সবাই ফক্কা—
জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন নদীর জলে কাদা,
আর সাগরজলে নুন?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে
হয় মানুষগুলো খুন।
কেন তুমি হ'লে না ক কবি,
হ'ল সেক্সপীয়ার?
আর সে সব কথা কাজ কি ব'লে:—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে—
বল দেখি দাদা!—
কারণ, দেবতা খেত লাল পানি,
আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ্
আছে কে আর?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—
আমরা পাঁচটি এয়ার।
মোদের দিও নাকো কেউ গালি,
মোদের করো নাকো কেউ মানা,
আমরা খাব না ক কারো
চুরি ক'রে দুগ্ধ, ননী, ছানা;
শুধু, লুঠিব একটু মজা,
শুধু করিব একটু পেয়ার;
শুধু, নাচিব একটু, গাইব একটু—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কিছু না

নাঃ!—এ জীবনটা কিছু নাঃ!
শুধু একটা "ইঃ", আর একটা "উঃ"
আর একটা "আঃ"!
এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ!
সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি;
এসব ক'রো না ক, খাসা ব'সে থাক,
ভায়া, ছড়িয়ে দিয়ে পা;
—আর বল জীবনটা কিছু নাঃ।
কেন চটাচটি, আর রোষারোষি,
আর গালাগালি, আর দোষাদোষী?
কর হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি,
আর ব'সে, গোঁফে দাও তাঃ;—
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ'!
—নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।
এত বকাবকি, চোকরাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই';—
আর সদাই 'বাপ রে মাঃ';
ছেড়ে কিচিমিচি, আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায় উহু উহু',
প্রাণের সার যাহা—কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ;
—তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

যায় যায় যায়

ঐ যায় যায় যায়,—
প'ড়ি এ কলির ফেরে, সবাই যে রে—
ভেঙ্গে চুরে, ভেসে যায়।
ঐ যায়—ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়,
ভোলানাথ চিৎ;
ঐ যায়—দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ,
হয়ে যায় রে 'মিথ্'
ঐ যায়—রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে:—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র; দিবারাত্র টানাটানি
তাঁরেও শেষে।
ঐ যায়—৮৪ নরক, সপ্ত স্বরগ—
তার সঙ্গে মিশি':
ঐ যায়—ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন,
ব্যাস, নারদ ঋষি;—
ঐ যায়—গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা,
সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি,—
রৈল শুধু—আপিস, থানা, হোটেলখানা,
রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায়—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র,
শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে;
ঐ যায়—গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম,
হিন্দুধর্ম্ম উড়ে';
রৈল শুধু—গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল,
আর—ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়া';
রৈল শুধু—ভার্য্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ,
জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া!

বলি ত হাসব না

বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে:
কিন্তু, এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে,
যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে'!

সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর,
যবে সব কলম ধ'রে, গলার জোরে
দেশোদ্ধারে ধায়;
তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে,
হ'য়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক, শাস্ত্রিবর্গ
টিকি দীর্ঘ নাড়ে,
একটু 'গ্যানো' প'ড়ে কেহ
চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,
কোর্ত্তে 'এক ঘ'রের' মস্ত বন্দোবস্ত
ব্যস্ত কোন ভায়া;
তখন আমি হাসি জোরে, গুম্ফ ভ'রে
ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে
বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে·
যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত
ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে;
যখন কেউ প্রবীণ ভন্ড, মহাষন্ড
পড়েন হরির মালা—
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে
রাখ্‌তে পারে কোন্‌—

তা সে হবে কেন

তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্ত্তে চাও কি
ক'রে মুখে বড়াই?
তা' সে হবে কেন!
তোমরা বাক্যবাণে শুধু ফতে কর্ত্তে
চাও কি লড়াই?
তা' সে হবে কেন!
তোমরা ইংরাজ-গৌরবে স্কন্ধ ব'লে
চাও কি যে, সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা স'পে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে?
তা' সে হবে কেন!

তোমরা হিন্দু-ধর্ম্ম "প্রচার" ক'রেই,
হতে চাও যে ধন্য,
—তা' সে হবে কেন!
তোমরা মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে
বিশ্বে অগ্রগণ্য!
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দু-ধর্ম্মের
অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম্ম!'
অমনি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম্ম?
—তা' সে হবে কেন!

তোমরা সাবেক ভাবে
রাখ্‌তে চাও যে খাড়া;
—তা' সে হবে কেন!
তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও
যে দিয়ে মুখের তাড়া;
—তা' সে হবে কেন!
তোমরা বিপ্র হয়ে ভৃত্য-কার্য্য করে বাড়ী ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি ক'বে শুধু রাখ্‌বে সমাজটিরে?
—তা' সে হবে কেন!

৪

তোমরা চিরকালটা নারীগণে
রাখ্‌বে পাঁচিল ঘিরে?
—তা' সে হবে কেন!
তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখ্‌বে রমণীরে?
—তা' সে হবে কেন!
তোমরা চাও যে তারা বন্ধ থাকুক,
এখন যেমন আছে,
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে;
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, নাচে?
—তা' সে হবে কেন!

এমন ধর্ম্ম নাই

১

ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হো!
কার্ত্তিক, গণপতি-
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী,
লক্ষ্মী, সরস্বতী-

আর শচী, উষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম,—
ঐ সবই আছে—হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম?—
(কোরাস্) ছেড়ো না ক এমন ধর্ম্ম,
ছেড়ো না ক ভাই;
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম্ম নাই!
(বাদ্য) তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম্।

ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর;
হন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার,
ব্যস্ বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর!
ছেড়ো না ক (ইত্যাদি)।

আছে বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী,
ময়ূর, পেঁচা, গাই—
আর তুলসী, অশথ, বেল, বট পাথর—
কি এ ধর্ম্মে নাই!
ঐ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক্'
সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—
কিছু যায় নি ফাঁক।
ছেড়ো না ক (ইত্যাদি)।

যদি চোরই হও, কি ডাকাত হও—
তা গঙ্গায় দেও গে ডুব;
আর গয়া, কাশী, পুরী যাও সে—
পুণ্যি হবে খুব,
আর মদ্য, মাংস খাও—বা যদি হ'য়ে পড় শৈব;
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও,—
এর গুণ কত কৈব।
ছেড়ো না ক (ইত্যাদি)।

গীতার আবিষ্কার

১

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কর্চ্ছে দিবারাতি;
বল্‌ছে আমরা ভণ্ড, ভীরু, মিথ্যাবাদী-জাতি;
হতাশ ভাবে তক্তার উপর পড়্‌লাম গিয়ে শুয়ে,
দুইটি ধারে সরল রেখায় ছড়িয়ে হস্ত দুয়ে;
ভাব্‌ছি এটার মুখের মতন জবাব দেবো কি তা'
—ঠেক্‌লো হাত এক বইয়ের উপর,
তুলে দেখি গীতা!
—ও মা! তুলে দেখি গীতা।

লাফিয়ে উঠ্‌লাম তক্তার উপর
'খাটামভাবে' সোজা;
ছট্‌কে পড়লো মাথা থেকে অপমানের বোঝা।
এবার যদি নিন্দা কর, কর্ব্ব তা কি জানি—
অমনি চাঁদের চ'খের সাম্‌নে ধর্ব্ব গীতাখানি,
এখন বটে অপমানটা কর্চ্ছ মোদের বড়,
তবু একবার চন্দ্রবদন, গীতাখানি পড়—
একবার গীতাখানি পড়।

সকাল বেলায় আপিস্ গিয়ে গাধার মত খাটি,
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা দুখানি চাটি;
বাড়ী ফিরে—বন্ধুবর্গ জড় হ'লে খালি,,
যাঁদের অন্নে ভরণপোষণ, তাঁদের পাড়ি গালি;
একা হ'লে (হায় রে, গলায় জোটেও না দাঁড়!)
বুঝি বা সে নাই বুঝি—গীতাখানি পড়ি—
আমার গীতাখানি পড়ি।

৪

দেখি যদি গোরমূর্ত্তির রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' ব'লে ডাকি,
পালাই ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে, যেন বাঘে খেলে!
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে;
পিতৃপুণ্যে পৌঁছে বাড়ী, ঘরে দিয়া চাবি,
মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাবি।
আমার গীতার কথা ভাবি।

গীতার জোরে সচ্ছে ঘুঁষি সচ্ছে কানুটিটে,
গীতার জোরে পেটে না খাই, সয়ে যাচ্ছে পিঠে;
করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যে মোকর্দ্দমা,
স'য়ে যাবে,—গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা;

মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন,
মুর্গীর কোর্ম্মার চেয়ে আমার গীতাই
মিষ্টি যেন—
আমার গীতাই মিষ্টি যেন।
(কোরাস) গীতার মত নাইক শাস্ত্র,
গীতার পুণ্যে বাঁচি—
বেঁচে থাকুক গীতা আমার—
গীতায় ম'রে আছি;
বাবা! গীতায় ম'রে আছি।

বদ্‌লে গেল মতটা

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত,
খ্রীষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত,—
বিশ্বাস হ'ল খ্রীষ্টধর্ম্মে—ভজ্‌তে যাচ্ছি খ্রীষ্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে'
ছেড়ে দিলাম পথটা,—বদ্‌লে গেল মতটা,—
(কোরাস) অমন অবস্থায় পড়্‌লে
সবারই মত বদ্‌লায়।

চেয়ে দেখলাম—নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কষ্ট;—
কচিৎ ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,—
এমন সময় বিয়ে হ'য়ে গেল হিন্দু formএ!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে
সবারই মত বদ্‌লায়।

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে
মিশলাম গিয়ে রঙ্গে
Hume ও Mill ও Herbert Spencer
পড়্‌তে লাগ্‌লাম সঙ্গে;
ভেসে যাবো যাবো হচ্ছি Fowl ও
Beefএর বন্যায়,
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গুটিকতক কন্যায়!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে
সবারই মত বদ্‌লায়;

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Bain ও
Millএর চর্চ্চায়,
ছেড়ে দিলাম Beef ও Fowl—
অন্ততঃ নিজের খর্চ্চায়;
বুঝ্‌ছি বসু ঘোষের কাছে
হিন্দুধর্ম্মের অর্থে—
এমন সময় প'ড়ে গেলাম
Theosophyর গর্ত্তে!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে
সবারই মত বদ্‌লায়।

সে ধর্ম্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম,
এইটে কর্ব্ব কর্ব্ব রকম কচ্ছি বোধগম্য;
মিশিয়েও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে
সবারই মত বদ্‌লায়।

নন্দলাল

নন্দলাল ত একদা একটা
করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা ক'রেই হোক্,
রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি,
কর কি, নন্দলাল?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া
রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে কে করিবে
আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল—
বাহবা বাহবা বাহবা বেশ'

২

নন্দর ভাই কলেরায় মরে,
দেখিবে তাহারে কেবা!
সকলে বলিল 'যাও না নন্দ
কর না ভায়ের সেবা'
নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য
জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা
দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার,
ভেবে দেখি চারি দিক্'.
তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ
তা বটে, তা বটে, ঠিক'

৩

নন্দ একদা হঠাৎ একটা
কাগজ করিল বাহির
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে
বিদ্যা করিল জাহির;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য
নন্দ খাটিয়া খুন,
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়
খায় তার দশ গুণ'—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা
ও সন্দেশ থাল থাল;
তখন সকলে বলিল—বাহবা
বাহবা নন্দলাল'

নন্দ একদা কাগজেতে এক
সাহেবকে দেয় গালি,
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার
টিপিয়া ধরিল খালি,
নন্দ বলিল 'আ-হা-হা' কর কি
কর কি, ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে
আমি যদি মারা যাই?
বল ক'বিঘৎ নাকে দিব খত,
যা বল করিব তাহা';
তখন সকলে বলিল—বাহবা
বাহবা বাহবা বাহা!

৫

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির,
কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন
উলটায় গাড়ীখানি;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ,
রেলে 'কলিশন' হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর
গাড়ী-চাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে
রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—ভ্যালা রে নন্দ
বেঁচে থাক্ চিরকাল!

হিন্দু

এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু
গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর মুরগী খাই না, কেন না পাই না!
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
আহা! জান ত আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।
এখন ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্ম্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।

আহা! কি মধুর টিকি, আর্য্য ঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো।
সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে
(অথচ)—চতুর্ব্বর্গ ফল গো।
আহা এমন কম্র, এমন নম্র,
(আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ সে সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজ্মি গুলি এ!

৩

ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো।
দেয় হরিনাম শুনে টাকা হাতে গুণে,
(আছে) এখনও বহুত গাধা গো!
তবে মিছে কেন গোল, বল হরিবোল
(আর) ক'রে না ক ভব-ভাবনা।
দেখ হরির কৃপায় দশ জনে খায়
(তবে) আমরাই কেন খাব না!

কবি

১

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ,
শেলি, ভিক্টর-হিউগো, মাইকেল
আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে ঢস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে!
(কোরাস্) মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ
'কুইলের' কলম হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু?—নমস্তে নমস্তে!

২

আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে,
নিজেই বুঝি না তার অর্থ,
বুঝবে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল
যা সব লিখ্‌ছি;
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই
অনেক শিখ্‌ছি।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৩

আমার কাব্যের উপর আছে আমার
অসীম ভক্তি;
আমি ত লিখ্‌ছি না সে সব,
লিখ্‌ছেন বিশ্ব-শক্তি;
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা,—
পাবে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে সস্তা।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তায় নেইক বড় বেশী নূতনত্ব)
যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ
আমি না বোঝালে তাহা ক'জন বুঝ্‌তে পার্ত্ত?
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য!
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

চণ্ডীচরণ

১

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার,
এম্নি তিনি হিন্দুধর্ম্মের কর্ত্তেন মর্ম্ম ব্যক্ত,—
দিনের মত জিনিষ হ'ত রাতের মত অন্ধকার,
জলের মত বিষয় হ'ত ই'টের মত শক্ত।
(কোরাস্) সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ
লিখ্‌ছে বেশ! হাঃ হাঃ হাঃ!
যা হোক তোরা নিজের নিজের
ঘটিবাটি সাম্‌লা!

২

বাহির কর্ত্তেন ব'সে ব'সে
আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতার,
চুলটি চিরে দু ভাগেতে
কর্ত্তেন তিনি কর্ত্তন।
বুঝ্‌ত না ক কেউ তা কিছু,
এইটেই যে দুঃখ তার—
অন্ততঃ হোত না কারও মতের পরিবর্ত্তন।
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

৩

তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে প'ড়ে গেল
ঢিড্‌ঢিকার

লিখ্‌তেন তিনি অবারিত অতি চাঁছা গদ্যে,
বোঝাতেন যে হার্বার্ট স্পেন্সার,
ওয়বেষ্টার কি বিড্‌ডিকার,—
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে;
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

৪

রইল না কারো সন্দেহ সংসারটা এ ঝক্‌মারি,
যদিও কেউ ছাড়্‌ল না ক ব্যবসা কি নক্‌রি,
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ল্ল মাংস রক্‌মারি
—'ফাউল বিফ্‌ ও মটন হ্যাম্‌
ইন্‌ অ্যাডিশন টু' বক্‌রি।
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

নিজেব বিষয় পরকে দিয়ে
হ'ল না কেউ ভেক্‌ধারী,
নিজের স্ত্রীকে সামনে কারো
করে না কেউ বিশ্বাস;
দেখে শুনে চণ্ডীচরণ হয়ে শেষে দেক্‌দারী,
ফেল্লেন ভারি জোরে একটা ভারি দীর্ঘনিঃশ্বাস।
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

স্ত্রীর উমেদার

যদি জান্‌তে চান্‌ আমি
ঠিক কি বকম স্ত্রী চাই
ফর্সা কি কালো কি মাঝারি বং
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা, পীনা,
দেখ্‌তে ঠিক পরী কি দেখ্‌তে ঠিক সং,
শোন—তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,
চল্‌তে জানে যদি, বাঁচিয়ে ক'দিক,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

২

কপাল এক রত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ,
ভ্রূ পুষ্পধনুঃ কি ভ্রূ যষ্টিবৎ,
নীলাব্জনেত্রা কি সে মার্জ্জারাক্ষী—
তা খুব যায় আসে না, আমার এ মত।
যদি স্বামীরে কটু সে কয় না ক বেজায়,—
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

বিম্বাধরা হোক্‌ কি কাফ্রীবদোষ্ঠা
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজ নাক,
কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

৪

গজেন্দ্র-গামী কি ভেকপ্রলম্ফী,
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক,
বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যায় রম্ভা,
সর্ব্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই সে থাক,—
যদি রাখে না খোঁজ্‌ স্বামী খায় ভাঙ্‌ কি চরস্‌
ভাণ্ডার, পুত্রাদি রক্ষায় সরস,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙে,
গয়না সে কদাচিৎ দুই একখানা চায়,
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে,
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায়;
যদি তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

যেমনটি চাই তেমন হয় না

দেখ গাঁজাখুরী এই ব্রহ্মার সৃষ্টি বিশৃঙ্খলা
বিস্ময়—না?
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর
যখন চাই বৃষ্টি—তা হয় না।
আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামী পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতকৃতার্থ,—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা,
অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না;
চাই বেশীর ভাগ পুত্র ও অল্পের ভাগ কন্যা;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্থা-
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যায় সস্তা,—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই চির যৌবন, আমার কেমন বাতিক!
তা যৌবনটি বাঁধা ত রয় না!
চাই ধনে হই কুবের, আর রূপে হই কার্ত্তিক;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম,
চাই ভার্য্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর চাই না ক দুঃখ;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার গুণকীর্ত্তন গায় বিশ্বশুদ্ধ:—
যেন শিখানো টিয়া কি ময়না;
চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ,
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই রেলে সাহেবগণ হন আরো শিষ্ট,
আপিসে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিষ—কিন্তু হা অদৃষ্ট!—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

কি করি

দিন যে যায় না, কি করি!
ঘরের হাওয়া যেন বন্ধ হ'য়ে হাঁপিয়ে মরি?
তাস খেলার প্রবল তোড়ে,
ছিলমের পর ছিলম পোড়ে,
পঞ্জার উপর পঞ্জা ওঠে, ছক্কার উপর ছক্কা ধরি;
তবু দিন যে যায় না কি করি!
দাবা খেলি হ'য়ে কাৎ, বাজির উপর বাজিমাৎ,
পাশা খেলে মাজায় বাৎ,
চিৎ হ'য়ে নভেল পড়ি;
তবু দিন যে যায় না কি করি!
পরনিন্দা নিয়ে আছি, দলাদলি পেলে নাচি,
কাটে যদি দিবা, তাহে কাটে না ক বিভাবরী,—
আমার দিন যে যায় না কি করি!
গাঁজা গুলি চরস্ ভাঙ খেতে হয় সুতরাং,
কিম্বা ব্রাণ্ডী হুইস্কি 'বিয়ার'
কিম্বা তাড়ী ধান্যেশ্বরী;—
নইলে দিন যে যায় না কি করি!
কল্লেন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা
--আর জীবনটাকে এত ছোট যে,
দুদিন যেতেই 'বল হরি';—
আমার দিন যে যায় না কি করি!

প্রাণান্ত

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত!
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট,
তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য
ক্ষুধায় জ্বলে যায় যে পিত্ত
খেতে বস্লে চর্ব্বণ কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত;
যদিই বা খাই যথাসাধ্য,
খেলেই বায় ফুরায়ে খাদ্য
পান্ত আন্তে লবণ ফুরায়,
লবণ আন্তে পান্ত।
দিনে গা গড়াবামাত্র, বসে মাছি সর্ব্ব গাত্র,—
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত·

তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধরজনীতে গয়নার ফর্দ্দ,
নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হন ক্ষান্ত!
কিনিলেই কোনও দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য;
রাস্তা জুড়ে ব'সে আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত;
বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা;
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত।

প্রেমবিষয়ক

(প্রেমতত্ত্ব)

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না futureএর চিন্তা,
থাকে না ক shame;—
তারেই বলে প্রেম।

যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ;
যখন past all surgery আর যখন
past all hope,
তাবে ভিন্ন জীবন ঠেকে
যখন ভারি tame;—
তারেই বলে প্রেম।

দুপুর রাত্তির কিম্বা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি, রুদ্দুর—
when it doesn't care a pin,
হোক সে কাফ্রী কিম্বা ম্যাম
মুচি, মুদী, মুদ্দফরাস,
when it doesn't care a 'damn',
Blind কি bald, deaf কি dumb, কি
hunch-back কিম্বা lame!—
তারেই বলে প্রেম

বাস্তায় সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড় বন কি বাঘ কি ভাল্লুক,
when it dosen't care a hang;
কাজটি অন্যায় কিম্বা ঠিক্,
ঠাট্টা হোক্ কি নিন্দা হোক্,
when it dosen't care a kick;
মরি কিম্বা বাঁচি,
when it is very much the same—
তারেই বলে প্রেম।

প্রণয়ের ইতিহাস

প্রথম যখন বিয়ে হ'ল,
ভাবলাম বাহা বাহা রে!
কি রকম যে হয়ে গেলাম,
বলবো তাহা কাহারে!
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

এমনি হ'ল আমার স্বভাব,
যেন বা খাঞ্জাখাঁ নবাব;
নেইক আমার কোনই অভাব;
পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব্
রোচে না ক আহারে;
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন
ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখবো শুধু,
শুঁক্‌বো শুধু গন্ধটুক্;
রাখ্‌বো জমা প্রেমের খাতায়,
খরচ মোটে কর্‌বো না তায়,
রাখ্‌বো তারে মাথায় মাথায়,
বুজ্‌বো না ক আঁখির পাতায়:—
হারাই পাছে তাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

শঙ্কা হ'ত প্রিয়া পাছে
কখন ক'রে অভিমান,
উর্ব্বশীর ন্যায় পেখম তুলে
হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান,
নকলনবিশ্ প্রেমের পেশায়,
হ'য়ে রৈতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়,
খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়:—
মরি মরি আহা রে!
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখ্‌লাম পরে চাঁদের করে
নেহাইৎ প্রিয়া তৈরি নন,
বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা,
বরং শেষে জ্বালাতন,

যদি একটু দাবা খেলায়,
আস্‌তে দেরি রাত্রির বেলায়,
অমনি তর্ক গুরু চেলায়,
পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়—
পগারে কি পাহাড়ে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখ্‌লাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে
হ'লে আরো পরিচয়,
উর্ব্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার
উড়ে যাবার গতিক নয়
বরং শেষে মাথার রতন
নেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন,
স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন—
রচেছিলাম যাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

নতুন চাই

পুরাণো হোক্ ভালো হাজার,
হায় গো, এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নূতন নূতন নৈলে কারো চলে না,
নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার
বল ভাল লাগে কাহার;
আমার ত তা দুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না।
দুচার বর্ষ হ'লে অতীত,
চাষায় জমি রাখে পতিত,
নইলে সে উর্ব্বরা হলেও
বেশী দিন আর ফলে না,
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই
প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই,
যদিও ঘুমিয়ে থাক্‌লেও
কেউই কিছুই বলে না।
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল,
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল,
প্রত্যহ অপ্সরা দেখলেও
তাতে আর মন টলে না;
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দুচার বার—
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

এস এস বঁধু এস

এস এস, বঁধু এস! আধ ফরাসে ব'স,
কিনিয়া রেখেছি কল্‌সি দড়ি
(তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও,
যে সোয়ার হয়ে পিঠে চড়ি,
তুমি চিঁড়ে নও বঁধু, তুমি চিঁড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে)।
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে!

নয়নে নয়নে রাখি

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে),
গা-ঢাকা হন অমনি বঁধু,
একটু যদি মুদি আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই,
একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই,
অমনি ওড়েন উধাও হ'য়ে
আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী!
কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে
কখন বঁধুর ঘাড়ে চড়েন,
কি জানি অঞ্চলের নিধি
অঞ্চল থেকে খ'সে পড়েন,
তাই যদি তার হেলায় ফেলায়
আস্‌তে দেরি রাত্রি বেলায়,
বঁকে ঝঁকে, কেঁদে কেটে,
কুরুক্ষেত্র ক'রে থাকি।

সবই মিঠে

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক, মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে
মিষ্টি—প্রিয়ার হাতের গয়নাগুলি,
মিষ্টি চুড়ির ঠুনঠুনিটে;
যদিও সে, গয়না দিতে অনেক সময়
ঘুঘু চরে স্বামীর ভিটে!
প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি
তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে,

আর—সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন
দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে!
আহা!—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও
মিষ্টি যেন গিঁটে গিটে.
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি.
আহা যেন পুলিপিটে!
আহা! খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি
প্রিয়ার হস্তের কানুটিটে
মধুর সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—
আহা যখন পড়ে পিঠে!

আমরা ও তোমরা

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই—
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিযা মরি—
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই প'ড়ে লড়ি.
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি
অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি—
দ্রুত চম্পট দাও।

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়.—
আহা! যেন কত কাল চেনা
তোমরা দোকানী. সেক্‌রা. পসারী ডাক--
আর আমাদেব হয় দেনা।
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি
-নব কার্ত্তিক আর কি!--আদবে গলি
"প্রাণবল্লভ. প্রিয়তম. নাথ" বলি'—
কৃতার্থ ক'রে দাও!

তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও—
ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই.
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি.
সদা সেই ভয়ে সারা হই।

কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি'—
আমরা যেন বা কতই না অপরাধী:
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি.
তবু ফিরে নাহি চাও

৪

আমরা বেচারী ব্যবসা. চাক্‌রি করি—
আর তোমরা কর গো আয়েস;
আমবা সদাই-মুনিব-বকুনি খাই—
আর তোমরা খাও গো পায়েস।
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
কার্য্য করিয়া না পূরাই মনোরথ.
অবহেলে চ'লে যাও নেড়ে দিয়া নথ.
অথবা মরিতে ধাও।

আমরা দাড়ির প্রত্যহ
রোজ জ্বালাতন হ'য়ে মরি—
তোমরা. সে ভোগ ভুগিতে হয না. থাক
খাসা বেশবিন্যাস করি।
আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পরি.—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি
বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই.
তবু মন উঠে না ও।

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে.
(ঘরে) আমরা বন্ধ রই:
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
(তাই) ভাবিয়া অবাক্‌ হই.—
আপিসে কাটাও তামাক. গল্প গুজবে.
পরে হুজগজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজপত্র গুছোবে
(শেষে) ক'রে গোটা কত সই।

দুধের সরটি, ক্ষীরটি তোমরা খাও,
(আর) মোরা খাই তার দহি ;
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ী ফেরো,
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।
তোমরা খাইবে, আমরা বসিয়া রাঁধিব,
না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে, আমরা বেচারি কাঁদিব,
(তাও) তোমাদের সহে কই?

তোমরা দুটাকা আনিয়া দিয়াই ব্যস্—
(যাও) ব'সগে হাত পা ধুয়ে ;
আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি, কিছু
(তার) থাকে না ত দিয়ে থুয়ে।
তবু তোমাদের এমন মন্দ স্বভাবই,
তাইতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবী ;
আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই
(শুধু) অন্ন বস্ত্র বই।

তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রাতে
(তবু) সেটা যেন কিছু নহে,
আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
(তাও) তোমাদের নাহি সহে ;
তোমাদের চাই মেজ্, সেজ্, খাস্-কাম্‌রা,
আমরা ধোঁয়ায় রহি না-জ্যান্ত-না-মরা,
থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা, আমরা
(বুঝি) সে সময় কেহ নই।

প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও,
(তার) যাতনা আমরা সহি,
পুত্র সাধটি তোমরা করিতে আগে,
(তার) দুঃখ আমরা বহি,
কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই নাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
ভাঙ্গাতে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া—
(তার) বকুনী আমরা সহি।

চাষার প্রেম

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই
ডোবার ধার দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায়
কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল
শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—
ঠিক এ—এইখানে।
তার রং বড্‌ডই ফর্সা,
তারে পাব হয় না ভরসা,
তার জন্যে যে কচ্ছে রে
মোর প্রাণ আনচান।

ও, পরণে তার ডুরে শাড়ি
মিহি শান্তিপুরে,
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই
শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর,
যেন পটল-চেরা ;
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই
—সকলকার সেরা।
তার রং যে বড্‌ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]

ঐ, হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা
পায়ে বাঁকা মল,
আর মুখখানি যে একেবারে
কচ্ছে ঢল ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা
কপালটি একরত্তি ;
এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
আগাগোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্‌ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]

তার এলো চুলের কিবে বাহার
—আর বলবো কি রে;
—তার হে'টুর নীচে পড়েছিল
—মিথ্যে বলি নি রে:
মুই মিথ্যে কইবার নোক নই রে
—কভিনিও ভুল;
ও তার হে'টুর নীচে চুল,
ও রে তার হে'টুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট,
গোল-গোল যে তার ঢং,
আর কি বলবো মুই ওরে
নেতাই কিবে যে তার রং!
সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল,
ক'বে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায়
মেরে গেল নয়ানের ছুরি।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

বুড়ো-বুড়ী

বুড়োবুড়ী দুজনাতে
মনের মিলে সুখে থাক্‌ত।
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব,
বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি,
হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি:
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি,
পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্‌ত।
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' ব'লে,
কোথা বুড়ো গেল চ'লে,
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে
কল্লে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানেক পরে
বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ী তখন রে'ধেবেড়ে
তাকে ভারি খুসি রাখ্‌ত।
ঝগড়া ঝাঁটি গেল থেমে,
মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি,
বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত।

তুমি বুঝি মনে ভাব

তোমায় ভালবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাব,
যে, তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে
ম'রে যাব?
ঘুঘু চর্‌বে আমার বাড়ী,
উননে উঠ্‌বে না হাঁড়ি:
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী, এমনি,
অন্তিম দশায় খাবি খাব।
এখানে ইস্তফা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল;
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত ব'য়ে গেল।
ডাক্‌লে তোমার পাইনে সাড়া,
নেই কি কেউ আর তোমা ছাড়া?
এই গোঁফ্ জোড়াতে দিলে চাড়া
তোমার মত অনেক পাব।

বিরহ-তত্ত্ব

বিরহ জিনিসটা কি
নাই রে নাই রে আর বুঝিতে বাকি!
যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়া বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
—যদিও, রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না;
দু সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন, বিরহবেদনা আর সয় না সয় না:
বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,
ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
ভাবি রে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

বিরহ-যাপন

তোমারই বিরহে সই রে দিবানিশি কত সই-
এখন. ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর)
ঘুম পেলেই ঘুমই!
কি বলবো আর--পরিত্যাগ (এখন)
—একেবারে চিঁড়ে দই—
-রোচে না ক মুখে কিছু পাঁটার ঝোল
আর লুচি বৈ।

এখন সকালবেলা উঠে তাই.
হতাশভাবে সন্দেশ খাই.
কভু দুখান সরপুরি—
আর দুঃখের কথা কারে কই!
দুঃখের বারিধির আমার
কোন মতেই পাই নে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি (আমার)
ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!

(এখন) বিকেলটাও যদি হায়
সর্ব্বং খেয়ে কেটে যায়
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন
প্রাণটা আর বাঁচে কৈ!
কে যেন সদাই এ প্রাণের
পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু চার এয়ার ডেকে
(এ দারুণ) বিরহের বোঝা বই

৪

(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে
ঘুম আসে না নয়ানে.
কোন্ রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন
চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই:
বিরহেতে দিন দিন
ওজনেতে বেশী হই:—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি)
তোমা বই আর কারো নই।

চাষার বিরহ

তোরে না হেরে মোর.
আন্দাজ হয় দিনে. গড়ে.
বার পঁচিশ চাঁদ-পারা ঐ
মুখখানি তোর মনে পড়ে।
যেখন মুই উঠি ভোরে -
পুবে চাই পচ্চিমে চাই
কোথাও দেখি নে তোরে.
তেখন প্রাণ কেঁদে ওঠে
ভেউ ভেউ ক'রে।
বলতে কি -তেখন রে মোর
জানটা আর থাকে না ধড়ে।

যেখন গো বেলা দুকুর—
বেভুল হয় দেখছি যেন
তোরে আর সেই পানা পুকুর
পরে দ্যাখি শুয়ে শুধু কেলে কুকুর
তেখন মোর ডুকরে ডুকরে
পরাণটা যে কেমন করে।

বিকেলে নেশার ঝোঁকে-
মনে হয় আবগাছতলায়
যেন পরাণ দেখছি তোকে
পরে আর. দ্যাখতি পাই নে
সাদা চোকে.
তেখন মোর গলার কাছটায়
কি যেন রে এঁটো ধরে।

৪

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে.--
স্বপ্নে মুই দ্যাখি তোরে.
তার পরে ঘুম ভেঙে. ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস ক'রে
কলাগাছ পড়ে যেমন
চৈত্তির কি আশ্বিনের ঝড়ে।

বটে তুই থাকিস দূরে,—
থাক্ না তুই পাবনা জেলায়
আর মুই থাকি হাজিপুরে,
তবু জান উজান চলে ফিরে ঘুরে:
যেথাই র'স তোরই জন্যে
মোরি মাথার টনক নড়ে।

অনুতাপ

এখন তাহারে আমি পেলে যে কি করি
হাসি কিম্বা কাঁদি কিম্বা
হাতে কিম্বা পায়ে ধরি?
ঘরেতে দরোজা দিয়ে
বুঝি তারে বলি 'প্রিয়ে,
যা হবার তা হয়ে গেছে,
এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরী,
এমন কর্ম্ম আর কর্ব্বো না,
এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরী'"
বাঁধি দিয়ে বাহু দুটি
(যন্দুর আঁকড়ে পেয়ে উঠি,)
বলি "এই নেও সামনে তোমার,
পাঁটা খেতে খেতে মরি,
চাও ত প্রায়শ্চিত্তচ্ছলে,
এই পাঁটা খেতে খেতে মরি।"

তোমারি তুলনা তুমি

তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালোবরণ,
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।
যেমনি দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারি সমতুল।
আবার, যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে—
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ী।

নূতন প্রেম

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার
প্রেমিক মজার জিনিস।
ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে,
আমি ত একটা কিনি,
বোধ হয় তুইও একটা কিনিস্।
প্রথম মিলনেরি চুম্বনেতে জীয়ন্তে মরা,
আর হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি তারে বক্ষেতে ধরা—
—দেখে ধরারে সরা (মরি হায় রে হায়)
ওরে ভাবিস কি রে এমনি গো
তার থাকবে চিরদিন' ঈস্'
কত "ভালোবাসো"? "ভালবাসি।" "বাসো—
কতখানি"?
কত ছাই ভস্ম, মাথামুণ্ডু, কতই না জানি,
মিঠে মিঠে মৃদু বাণী (মরি হায় রে হায়)'
এই রকম হ'লে তারে
নতুন প্রেমিক ব'লে চিনিস'
প্রথম বিরহেতে অনিদ্রা,
আর ওহো' হা হুতাশ'
আর—আহা উহু হু হু—
যেন হ'ল যক্ষ্মাকাশ,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস (মরি মরি হায় রে হায়)
শেষে বিরহেতেই হাঁপ ছেড়ে প্রাণ
বাঁচবে তা দেখে নিস'
কত 'জীবনবল্লভ" "নাথ"
"প্রভু" "প্রাণেশ্বর",
কত "প্রিয়তমে" "প্রাণেশ্বরী" তাহারি উত্তর:—
লেখা লেখি নিরন্তর (মরি হায় রে হায়)
এই প্রিয় সম্বোধন সব শেষে
"ওগো শোন"যে ফিনিশ।

৩। প্রাকৃতিক

•বসন্ত বর্ণনা

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি
শিশির হইল অন্ত।
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার
সখি রে এল বসন্ত।
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি,
—এ সময় আহা বিরহিণীগুলি
কেমনে রবে জীবন্ত।

ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু
বহে ঘাম সব গাত্রে,
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায়,
শন্‌শনে মশা রাত্রে;
ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু,
গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচি নে বাঁচি নে উহু উহু উহু
হি হি হু হু হা হা হন্ত।

পতি কাছে নাই, পতি বিনা আর
কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি
গুড় দিয়ে রাঁধ্ অম্বল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে'
খেয়ে নিয়ে শুই বিরহশয়নে,
পড়িগে' অর্দ্ধ মুদিত-নয়নে
গোলেবকাওলি গ্রন্থ।

৪

নিয়ে আয় সখি বরফ নহিলে
মরি এ মলয়বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এল না ক পতি
—আজ যে মাসের ২৭এ:—
নিয়ে আয় পান, তাস আন্ ছাই
—বিরহের এত জ্বালা—ম'রে যাই।
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস লো ভাই
বাহির করিয়ে দন্ত'

বিষ্যুৎবারের বারবেলা

১

পার ত জ'ন্মো না কেউ,
বিষ্যুৎবারের বারবেলা।
জন্মাও ত সামলাতে
পার্বে না ক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায়
আমার জন্ম হইল;
তাই দিল মোরে, কালো ক'রে, রোদে ধ'রে
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে,
দিল না ক মায়ের দুধ,
ক'রে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু,
খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ।
পরে, মিলে আমায় আটটা মামায়—
বাবার সেই আট শালায়,
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড়
পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

দেখে মোর গুরুমশয় (যেন কশাই)
বিদোয় খাটো শর্ম্মা রে,
ক'রে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে
পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচু দিকেই বাড়ছি দেখে
স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল;
দিল মোর চাকরি ক'রে তারাও মোরে
দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ,
বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল।
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা,
কনের দরও চ'ড়ে গেল।
হায়! গো বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট,
রুষ্ট কেবল আমার বেল্বা,
সে কেবল ফেললাম ব'লে জ'ন্মে ভুলে
বিষ্যুৎবারের বারবেলা।

বিলেত

১

বিলেত দেশটা মাটির,
সেটা সোনার রূপোর নয়;
তার আকাশেতে সূর্য্য উঠে,
মেঘে বৃষ্টি হয়;

তার পাহাড়গুলো পাথরের,
আর গাছেতে ফুল ফোটে;—
—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা
কচ্ছ না ক মোটে;
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি,
এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

সেথা পুঁটিমাছে বিয়োয় নাক
টিয়াপাখীর ছা';
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর
চারটে চারটে পা;
তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয়,
আর মাথাও নয়কো পিছে,
—তোমরা অবাক্ হচ্ছ, বোধ হয়
ভাবছো এ সব মিছে;
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি,
এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ,
আর ঐ মেয়েগুলো সব মেয়ে,
আর জোয়ান বুড়ো কচি,
কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে;
তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে,
পাগুলো সব নীচে;
—তোমরা মুচকি হাসচ বোধ হয়
ভাবচ এ সব মিছে;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

সেথা বসনভূষণ কমতি হ'লে
স্বামীকে স্ত্রী বকে;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে,
'বাসি' হ'লেই টকে;
আর আমোদ হ'লে হাসে তারা
দন্ত ক'রে বাহির;
—তোমরা ভাবছো কচ্ছি আমি
মিথ্যে কথা জাহির;
কিন্তু এ সব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

তবে কি না, দেশটা বিলেত,
এবং জাতটা বিলিতি;
কাজেই—একটু সাহেবী রকম
তাদের রীতিনীতি।
আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে
চুরি ডাকাতি সে;
আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে
বিশুদ্ধ ইংলিশে;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ,
এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের
বিশেষ তফাৎ নাই।

বর্ষা

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্;
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ্ ঝাপ্;
প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঁটাল সব—
পড়িছে চারি দিকে ধুপ্ ধাপ্।

বজ্র কড়কড় হাঁকে;
গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
"কাপড় তোল্ বড়ি তোল্" ঘন হাঁকে;
অমনি ছাদের উপর দুপ্ দাপ্।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেরা বেরতে না পেয়ে, রেগে
ঘরের ভিতরে করে হুপ্ হাপ্।

ছুটিল "এ কি হ'ল" ভাবি,
উদ্ধ্বলাঙ্গুল গাভী;
এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুলুরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে;
রাস্তা কর্দ্দমে পোরে:
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছ্‌লে পড়ে সবে ঢুপ্ ঢাপ্।

ভিজেছে নির্ঝুম শাখী,
শালিক ফিঙে টিয়া পাখী,
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে, একাকী-
ঘরেতে ব'সে আছি চুপ্ চাপ্।

কোকিল

আছে একটা ভারি কাল পাখী,
ও তার আছে দুটো কাল পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাল্গুন চৈতে তার কু-অভ্যাস ডাকা।
তার ডাক শুনে প্রাণ 'হা হুতাশ' করে,
বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে;
'প্রাণকান্ত' বিনে সে পাখীর স্বরে,
তাদের জীবনটা ঠেকে (কেমন) ফাঁকা ফাঁকা।
ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে,
গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে;
ভাগ্যিস নয় সে পাখী বারোমেসে,
নৈলে মুস্কিল হ'ত বেঁচে থাকা।

শেয়াল

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।
আর সে নিজে ব'সে বেড়ে,
টাকা কড়ির চিন্তা ছেড়ে—
গাচ্ছিল (উঁচু দিকে মুখ ক'রে)
—এই পূরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া,
ক্যা হুয়া হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া,
ক্যা ক্যা ক্যা—

শালিক পাখী

আমি একটি শালিক পাখী—
(আমার) কাজ কর্ম্ম সবই চালাকি;
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে,
(আর) গান গাই মুদিয়ে আঁখি।
পাপিয়া গায় "পিউ" গানে;
কোকিল জানে "কুহু" তানে,
চাতক স্রেফ্ "ফটিক জল" জানে;
(আমি) কত হরেক রকম ডাকি।
ধ্রুপদ খেয়াল জানা আছে,
ঢালা সবই একই ছাঁচে;
আমার মধুর গানের কাছে
(ওরে) টপ্পা কীর্ত্তন লাগে নাকি?
বাজায় বীণা যত মূর্খ;
বেণুর স্বরটা নেহাইৎ রুক্ষ;
(বুঝলে না কেউ এইটেই দুঃখ'!)
(হায় রে) পৃথিবীময় কেবল ফাঁকি।
হ'য়ে পাকে কৃতবিদ্য,
কল্লেন শেষে ব্রহ্মা বৃদ্ধ
কোকিল বেণু টপ্পা সিদ্ধ,—
(তবে) হ'ল শালিক নিয়ে ছাঁকি'।
[তান] ঘুনি কট্‌কট্ কচ্‌কচ্ কিচিমিচি
কক্যো কক্যো ড্যাপ ড্যাপ প্রিং প্রিং—

বানর

১

কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়
—সভ্যতার সে ভাতি রে।
ব্যাপ্ত ভারতে অদ্য নিবিড়
বর্ব্বরতার রাতি রে।
মানে না ক কেউ এখন—বুঝছ
—সনাতন, সুন্দর ও পূজা
(বাকি বিশেষণ রহিল উহ্য)
সভ্য বানর জাতি রে।

করে না শাস্ত্রে নব্য হিন্দু
বিশ্বাস আর ত এক বিন্দু

ছাড়ে না ক দুটো রম্ভাও
আর বানর জাতির খাতিরে;
কোথা থেকে আর মিল্‌বে রম্ভা,
খেয়ে ফেলে সব সাহেব শর্ম্মা
যত বর্ব্বর ও নিষ্কর্ম্মা সব
বানর বিলাতি রে।

৪। দার্শনিক

জগৎ

ভূচর খেচর এবং জলচর,
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর;—
মাতঙ্গ কুরঙ্গ পন্নগ উরগ
ভুজঙ্গ পতঙ্গ বিহঙ্গ তুরগ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর;—
যে আছ যেখানে, তুলে দুটি কানে,
শোন এই গানে,
কিন্তু তার মানে, কি হ'ল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান,
মদ্য খেলেই সদ্য প্রমাণ,
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ংকর।

পৃথিবী

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিন।
দিনের পরে রাত্তির আসে, রেতের পরে দিন।
গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম, শীতকালেতে ঠাণ্ডা:
একের পিঠে দুয়ে বারো, দুই আর একে তিন।
শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া,
আর গরু ডাকে হাম্বা,
হাতীর উপর হাওদা আবার
ঘোড়ার উপব জিন।

সংসার

১

হায় রে সংসার সবই অসার,
বিধির মহাচুক্।
অস্তির চাইতে নাস্তি বেশী,
সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে
কতটুকু পুণ্য॥
আলোর চাইতে আঁধার বেশী,
স্থলের চাইতে সিন্ধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম
কতটুকু বিন্দু॥
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী,
ধর্ম্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশী,
পূজার চাইতে মন্ত্র॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশী,
মণির চাইতে কর্দ্দম।
স্বল্প ক্ষান্তির পরেই ভার্য্যার
তর্জ্জন গর্জ্জন হুর্দ্দম॥

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়,—
ব্রহ্মার থলি ফর্সা।
রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা॥
বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো
ভার্য্যার চাইতে ভর্ত্তা বড়,
ভর্ত্তা বাড়ীর কর্ত্তা।
কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে ভার্য্যা
ভর্ত্তার ভর্ত্তা॥
শক্তির চাইতে ভক্তি বড়,
শক্তের নিজের শক্তি।
ভক্তের জন্য শক্তি যোগান
মহত্তর ব্যক্তি॥
পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়,
যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী।
সে স্ত্রী পরিত্যাজ্য ও তার
কপালেতে অগ্নি॥

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো,
ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।
দাস্যের চাইতে অনেক ভালো
গলে রজ্জু বন্ধন॥
মুক্তশত্রু বরং ভাল,
নয় তা ভণ্ড মিত্র।

আসল প্রেমের চেয়ে ভাল
কাব্যে প্রেমের চিত্র॥
গুপ্ত প্রেমের পরিণামে
আছেই আছে শাস্তি।
বিবাহ যে করে মূর্খ সে
যৎপরোনাস্তি॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল
—বলে সর্ব্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধর্ম্মে ছাড়ে তবু
ধর্ম্মে ছাড়ে না স্ত্রী॥

পূর্ণিমা মিলন

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু, আছে কিছু জলযোগ
আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়,
এইখানেতে হ'য়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে
কর্ত্তে হবে কালহরণ।
হোক না, ধনী গরীব বড় ছোট
সবার হেথা একাসন।
হেথায়, রবে না ক ঐতিহাসিক
গবেষণার কোন ক্লেশ;
হেথায়, হবে না ক বক্তৃতা
কি যুক্তিশূন্য উপদেশ;
আমরা, আসি নি ক জারিজুরি
কর্ত্তে কোন বাহাদুরি,
আমরা, আসি নি ক কর্ত্তে বিফল
[illegible] আন্দোলন;
হেথায়, নাই ক করতালির মধ্যে
কারো আত্মনিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি,
মাতৃভাষার প্রতি টান;
তাঁদের কর্ত্তে হবে পরস্পরে
প্রীতিদান প্রতিদান।
হেথায়, অনত্যুচ্চ কলরবে
মেলামেশা কর্ত্তে হবে,
—শুনুন, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী
পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধর্ব্বেন না কেউ হ'ল
একটু অশুদ্ধ বা ব্যাকরণ।

৫। আহার ও পানীয়-বিষয়ক

চা

বিভব সম্পদ্ ধন নাহি চাই,
যশ মান চাহি না;
শুধু বিধি, যেন প্রাতে উঠে
পাই ভাল এক পেয়ালা চা।
তার সঙ্গে যদি "টোষ্ট" ডিম্ব থাকে,
আপত্তিকর নয় তা;
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
শ্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট স্যেরি আর,
খাও যার খুসী যা;
শুধু কেড়েকুড়ে নিও না আমার
আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
অসার সংসার, কে বা বল কার—
দারা সুত বাপ মা;
এ অসার জগতে যাহা কিছু সার—
সে, ঐ প্রাতে এক পেয়ালা চা।

পান

[সুর মিশ্র—খেমটা]

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠকে হি য়া নিরিবিলি;
রহা এত্তা দিন জীয়া—তুম বেকুফ নেহাইৎ!
ইস্ খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ!
দুনিয়া পর আ' কর্ তভ্ কিয়া কোন কাম?
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ! আরে রাম
ইস্‌মে থোড়িসি গুয়া আওর চুনা খুস্‌বো:
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
বে ফয়দা জান, যো ইসি খিলি নেই খায়;
আরে তু! তু! তু! আরে হায়! হায়! হায়!

সন্দেশ

উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর
রসকরা সরপুরিয়া;
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি!
কত না বুদ্ধি করিয়া।

যদি দাও তাহা খালি—আঃ!
মদীয় বদনে ঢালিয়া,—
উহু, কোথায় লাগে বা কুর্ম্মা কাবাব,
কোথায় পোলাউ কালিয়া;—
উহু, খাই তাহা হ'লে চক্ষু মুদিয়া,
চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
আহা, ক্ষীর হ'ত যদি ভারত-জলধি,
ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম কিছু করে নিতে কিছু
সুবিধা হয়ত মহাশয়;
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুনগুনিয়া,
আহা, ময়রা-দোকানে মাছি হ'য়ে যদি—
কি মজারি হ'ত দুনিয়া;
আহা, বেজায় বেদম বেমালুম তাহা
খাইতাম হ'য়ে 'মরিয়া'।
ওহো, না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি,
সংসারে এই সমুদয়,
ওহো, হ'য়ে মুনি ঋষি, ছুটে কোন্ দিশি,
যেতাম হয়ত মহাশয়!
পেলাম না শুধু—হরি হে!
—খাইতে হৃদয় ভরিয়ে;—
ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর
সন্দেশ থাকে পড়িয়ে;
ওহো, মনের বাসনা মনে র'য়ে যায়,
চখে বহে' যায় দরিয়া!

"সালসা খাও"

দেশটা দেখ যাচ্ছে ভ'রে ম্লেচ্ছ আর নাস্তিকে,
হচ্ছে সব তুল্য পাপী, দিচ্ছে কারে শাস্তি কে;
মান্‌ছে না কেউ শাস্ত্রগত মিথ্যাও কি সত্যও;—
ধর্ম্ম যদি রাখতে চাও, প্রত্যুষেতে প্রত্যহ
সালসা খাও।

দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব দেখলে দুর্ব্বৎসরে,
নাইক যবে মাংস আর ধান্য আর মৎস্য রে;
পাচ্ছ না ক কোথা কিছু খাদ্যনামগন্ধেও,
বাঁচতে চাও?—বাঁচবে সবে,—
নাই ক কোন সন্দেহ;—
সালসা খাও।

কন্যাদায়ে বিব্রত যে কচ্ছে মেয়ে-পক্ষকে,—
সম্বন্ধ হচ্ছে যেন খাদ্য আর ভক্ষকে;—
কন্যা বড় দেখলে যবে নিন্দা করে নিন্দুকে,
শূন্য সম দেখবে যবে সংসারেও সিন্ধুকে,—
সালসা খাও।

ছাত্রগুলো রঙ্গালয়ে কচ্ছে 'কোকেন' চর্ব্বনাশ,
চর্চ্চা অভিনেত্রী নিয়ে কচ্ছে—যে সে সর্ব্বনাশ!
বিদ্যালয়ে দিচ্ছে ফাঁকি!—কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছ না,
পুত্র নিয়ে কর্ব্বে যে কি?—
সালসা কেন খাচ্ছ না?—
সালসা খাও।

সালসা খাও, বস্‌বে হয়ে উচ্চ মণিমঞ্চবান্;
বিদ্যা হবে পঞ্চানন ও মূর্ত্তি হবে পঞ্চবাণ;
শত্রু দলে কমবে, শ্যালীসংখ্যা দলে বাড়বে খুব
ভার্য্যা সনে দ্বন্দ্বরণে গাত্রজোরে পারবে খুব;
সালসা খাও।

(কোরাস)
সালসা খাও, ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
সালসা খাও, রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

ভাঙ

আমরা—ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।
যাচ্ছি চ'লে—সশরীরে—
যাচ্ছি চ'লে মধুপুর।
শুনছি ব'সে নিশিদিন,
কানের কাছে বাজ্‌ছে বীণ;
খাচ্ছে যত অর্ব্বাচীন—
ঐ গাঁজা গুলি 'চরস';
সস্তা হোক্ না, তার চেয়ে ভাঙ—
লক্ষগুণে সরস;
নেশার রাজা সিদ্ধি,
যেমন মণির মধ্যে কোহিনুর।
ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।
লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা
'স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ';
খেতেন তা, হয় ভোলা, কিম্বা
পুরাণ-কর্ত্তাই, সুতরাং।

জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর,
জেগে জেগে ঘুমের ঘোর;
বেশী খেলেই নেশায় ভোর;
আর অল্প খেলেই তাহা—
—আর কি—ব'সে হাস্য কর—
হাঃহা হাহা হাহা;
হোক না কেন ফকির,
ভাবে 'আমি রাজা বাহাদুর।'
ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।

সুরা

এ জীবনে ভাই একটুকু যদি
বিমল আমোদ চাও রে—
তা'লে, মাঝে মাঝে—মাঝে, মন রে আমার
ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাও রে।
এই, ভব মরুভূমে সুরা জলাশয়,
ঝড়ে সুরা পাকাবাড়ী;
আর, মজারূপ বারাণসীতে যাইতে—
সুরাই রেলের গাড়ী রে:
এই, জীবনটা ঘোর মেঘলা
এবং গৃহিণীটি ঘোর কালো,
এই ভবরূপ ঘোর অন্ধকারে
এ সুরাই একটু আলো রে।
আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে
সুরাই একটি চাবি;
আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—
তা অবশ্যম্ভাবী রে!—
কোন, থাকিবে না ভেদ পাত্রাপাত্র,
হিতাহিতবোধ—সেটা;
আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে
কাম ক্রোধ দুই বেটা রে।
তখন, থাকিবে না কোন চক্ষুলজ্জা,
রবে না কারো ওয়াস্তা,
আর, হবে পরিষ্কার সুপ্রশস্ত
চুলোয় যাবার রাস্তা রে;
এই, শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও
সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
তবে, মাঝে মাঝে মন, ক'রো রসনারে
সুরাসুধারসে সিঞ্চিত, বাবা।

৬। নানাবিধ

প্রেম পরিণাম

যে পড়ে প্রেমের ফাঁদে,
(একদিন সে জন কাঁদেই কাঁদে)
প্রথমে দুদিন ভারি হাসি,
পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি
(রকম) ভারি গোলযোগ বাধে।
প্রথমে মাথায় তুলে নাচি,
পরে ঘেঁষি না ক কাছাকাছি,
শেষে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
(রকম) সোনামণি কালাচাঁদে।

মদ্যপ

আমি বুঝি সং?
তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে
আমার বেজায় নতুন ঢং।
ভাব্‌ছো আমার টল্‌ছে পা?—
মিথ্যে কথা—মোটেই না,—
(শুধু) ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ,
বাহির কচ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি?
ইচ্ছে ক'রে শুদ্ধভাষা গুছিয়ে বল্‌ছি নি,—
ব'সে রৈলাম হ'য়ে গোঁ,
(ক'চ্চে মাথা ভোর্-র্-ভোঁ)
তোমরা যত হাস্‌ছো তত
হচ্ছি আমি রেগে টং।

আমি যদি পিঠে তোর ঐ

আমি যদি পিঠে তোর ঐ,
লাথি একটা মারিই রাগে,
—তোর ত আস্পর্ধা বড়,
পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে?
আমার পায়ে লাগলো সেটা,—
কিছুই বুঝি নয়কো বেটা?
নিজের জ্বালাই নিয়ে মরিস,
নিজের কথাই ভাবিস আগে!

লাথি যদি না খাবি ত
জন্মেছিলি কিসের জন্যে?
আমি যদি না মারি ত,
মেরে সেটা যাবে অন্যে!
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,—
ন্যাকামি নয়? শুয়োর গাধা!
—দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া
ভ'রে গেছে জুতোর দাগে!
আমার সেটা অনুগ্রহ—
যদি লাথি মেরেই থাকি:—
লাথি যদি না মার্ত্তাম ত'—
না মার্ত্তেও পার্ত্তাম না কি?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা!
বরং রে তোর উচিত হাসা,—
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে,
তবু আমার মনে জাগে।
বরং উচিত—আগে আমার
পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া!
পরে ধীরে ধীরে নিজের
পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া!
—পরে বলা ভক্তিভরে,—
"প্রভু! অনুগ্রহ করে,
পৃষ্ঠে ত মেরেছো—লাথি
মারো দেখি পুরোভাগে!
—দেখি সেটা কেমন লাগে।"

পরিশিষ্ট

[একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গেয়]

বেশ করেছো

রাজা। কালীচরণ কর্ত্ত বড়
বীরত্বেরই বড়াই,
পারিষদবর্গ। বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম—
রাজা। দেখলে সে দিন আমার সঙ্গে
কর্ত্তে এল লড়াই:
পারিষদবর্গ। বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা
আয় না দেখি তবে রে বেটা:
—পরে যখন ধ'রে আমায়
ক'রে দিল জুতোপেটা;
দেখলাম, বেটা আমার হাতে
মরে বুঝি এবার—
যোগাড় ক'রেও তুলেছিলাম
দুই এক ঘা দেবার।
বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,
রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সাম্‌লে গেলাম
অনেক কষ্টে সে বার।
পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো
নহিলে অন্ততঃ
একটা খুন খারাপি হ'ত,
একটা খুন খারাপি হ'ত।
রাজা। কেদার বেটা সাধু ব'লে
সহরে ঢাক পেটায়,
পারিষদবর্গ। হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।
রাজা। নিইছিলাম তার হাজার টাকা
চাইতে এল সেটায়;
পারিষদবর্গ। বেটা বোধ হয় গুলিখোর।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা,
আয় না দেখি তবে রে বেটা,
কে কে কে তোর টাকা জানে,
তো তো তো তোর
সাক্ষী বেটা?
কর না গিয়ে মকর্দ্দমা—
I don't care a feather.
মুখখানি ত চুনটি ক'রে
ফিরে গেল কেদার।
টাকা নিয়ে কর্ব্বে সে কি?
টাকাগুলো সব শেষে কি
গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা
উড়িয়ে দেবে দেদার?
পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো,
সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত।
রাজা। নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ ব'লে
কর্ত্তে চায় সে প্রমাণ;
পারিষদবর্গ। সে কি আবার একটা লোক।
রাজা। কর্ত্তে এল তর্ক সে দিন
আমার সঙ্গে সমান,
পারিষদবর্গ। বেটা নিরেট আহাম্মক।

রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা,
আয় না দেখি তবে রে বেটা,
আমি একটা philosopher,
গাধা শূয়র জানিস সেটা,
ব'লে দু ঘা পিঠে লাঠি
বসিয়ে দিলাম চটাং,
লাঠি খেয়ে প'ড়ে গেল
বেটা ত চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি,
তখন তর্কে হার মেনে
সে পালিয়ে গেল সটাং।

পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো,
তর্কেতে বস্তুং
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো,
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

হ'তে পার্ত্তাম

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম নিশ্চয় আমি
মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন
মাথা রয় না স্থির;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন
করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে
লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন
শিরোহীন এ স্কন্ধ;
তাই বাক্যে বীরই হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত—
তা নইলে খুব এক বড়—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম আমি
একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয়
আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটা বেজায় গরম আর
বিছানাটাও বেশ নরম
আর তাও বলি প্রেয়সীর
সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু
কাজও দেখে বরং।
ছাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে বেশ এক বড়—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম নিশ্চয়
একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো
গরমিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া,
মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও
দেয় না ক সে সাড়া,
হাজারই পা দুলোই,
গোঁফে হাজারই দেই চাড়া,
তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত,—
নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম
রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি
অবাধ্য স্ত্রীর মত;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন
বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায়
বিদ্রোহী ভাবগুলি হে;
তা হাজার কাশি, আদর করি
দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা
আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে খুব এক ভারি—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, ক্ষমতাটা ছিল না ক
সামান্য বিশেষ;
কেবল প্রথম ধাক্কা পেলেই
চ'লে যেতাম বেশ;
হতাম পেলে সুযোগও বুঝি
একটা যেও সেও
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা
হতাম নিঃসন্দেহ;

কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায়
দিলে না ক কেহ;
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে—বুঝলে কি না,—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

জানে না

সকলে। ছ্যাঃ আর ভালো লাগে না ক
প্রত্যহই একঘেয়ে,
মেউ মেউ করা যত সব
বাঙগালির মেয়ে।
উমেশ। না জানে নাচতে, না জানে গাইতে,—
রমেশ। না জানে সৌখীনরকম
চক্ষু তুলে চাইতে—
পরেশ। সভ্যরকম হাসতে—
সুরেশ। সভ্যরকম কাশতে—
সকলে। জানে না;—
উমেশ। বিদ্যাবত্তায় একটি
একটি হস্তিমূর্খ যেন;
রমেশ। না পড়েছে Shakespeare
না পড়েছে Ganot;
পরেশ। Hockey Tennis খেলতে,—
সুরেশ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে,—
সকলে। জানে না—
উমেশ। Adam Smithএর
Political Economy জানে না,
রমেশ। Malthus এর Theory of
Population মানে না,
পরেশ। শাড়ী ঘুরিয়ে পরতে—
সুরেশ। Bicycleএ চড়তে—
সকলে। জানে না—
উমেশ। Huxley, Tyndall, Spencer,
Millএর ধারও ধারে না ক—
রমেশ। Dynamicsএর একটা আঁকও
কষতে পারে না ক—
পরেশ। উল বোনা শিখতে—
সুরেশ। নাটক নভেল লিখতে—
সকলে। জানে না।

ভাবনায়

উমেশ। হাঁ হাঁ মশয় আমরা সবাই
পড়েছি এক ভাবনায়—
রমেশ। ভেবে দেখলাম আমাদের আর
বেঁচে কোনই লাভ নাই।
পরেশ। মনে ভারি দুঃখ, স্ত্রীরা গণ্ডমূর্খ—
সুরেশ। ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি
কটকে কি পাবনায়।

ধর ধর

ইন্দুমতী। সখি ধর ধর।
সরোজিনী কেন কেন এ ভাব নিরখি,
কেন কেন তুমি এমন কর?
ইন্দুমতী। বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি'—
সরোজিনী। সে যে ছিল ভালো,
এ যে ঘেমে মরি—
ইন্দুমতী। ডাকিছে কোকিল—
সরোজিনী। উড়িতেছে চিল
ডাকে কা কা কাক মধুরস্বর।
ইন্দুমতী। গুঞ্জরিছে অলি কুসুমের পাশে—
সরোজিনী। আমাদের তাতে ভারি যায় আসে!
ইন্দুমতী। বহিছে মলয় ধীরে—
সরোজিনী। মিছে নয়, উড়ে ধূলা
তাই প্রবলতর!
ইন্দুমতী। যৌবন-জ্বালায় জ্বলি অহর্নিশ,—
সরোজিনী। যৌবন কি বল পার হ'য়ে ত্রিশ!
ইন্দুমতী। কি করি কি করি—
সরোজিনী। আহা মরি মরি!
উহু উহু সখি—
। না যাও সর;
ইন্দুমতী। বল বল সখি কি করিব আমি?
সরোজিনী। না ভালো লাগে না
তোমার ন্যাকামি।
ইন্দুমতী। কোথা শ্যাম আমি যে ম'লাম;—
সরোজিনী। মর তা একটু সরিয়া মর।

বরাবরই ব'লে গেছি

বরাবরই ব'লে গেছি;
যে আহার এবং নিদ্রাই সার,
অন্য সবি (তদ্ভিন্ন) অন্য সবই মিছি মিছি।

ঠ্যাং ভাঙ্‌লে বা হ'লে জখম
দেখবে সবাই একই রকম:
ছেড়ে দিলেই বকম বকম,
গলা টিপে (দেখবে সব) গলা টিপে
ধল্লে চিঁ চিঁ।
আছে শুধুই উড়ে বেয়ারা
আর ঐ শুধু আছে ঢেঁকি—
যারা শত পদাঘাতে বলে
"আবার মার দেখি":
যা হোক্ যায় বা আসে কি কার
এটা কর্ত্তে হবেই স্বীকার
যাঁদের যতই রুচিবিকার,
তাঁরাই তত (আবার সব)
তাঁরাই তত করেন ছি ছি।
পৃথিবীতে জ্বর ও যক্ষ্মা,
শূল ও সর্দ্দি, কাশি, হাঁচি,
এরি মধ্যে কায়ক্লেশে
কোনরূপে টিকে আছি;
গ্রীষ্মকালে ব'সে ধোঁয়াই,
শীতকালেতে রুদ্দুর পোহাই,
আর যা বলো রাজি,—
দোহাই, হাসির গানটা (কেবল ঐ)
হাসির গানটা ছেড়ে দিছি।
হাসির গান ত গাইতে বলো—
তোমরা ত বেশ হেসে নিলে;
ক্যাঁক্ ক'রে কেউ ধরলে আমায়—
দেখবে আমার ছেলেপিলে?
তোমরা হেসে বাড়ী গেলে,
আমি চেঁচিয়ে চল্লাম জেলে,
তোমরা দশ জনে কাঁঠাল খেলে,
আমার গলায় (বেচারী) আমার
গলায় বাঁধে বীচি।

I THOROUGHLY AGREE

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried
থাক্‌তাম যদ্যপিও, সেটা,
চম্পটী। It would have been
far preferable,
't would have been
much better.
রেবেকা। তোমায় marry করা
was an act of
great mistake for me.
চম্পটী। In this view of the case,
my love! I thoroughly
agree.
রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case,
my love—
I thoroughly agree.
রেবেকা। It was a great mistake
to marry ধ'রে একটা pauper.
চম্পটী। The more so, O my love!
when you yourself
had not a copper.
রেবেকা। Tremendous sad mistake,
my darling!—
very sad, I see
চম্পটী। In this view of the case
my love!—
I thoroughly agree.
রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case,
my love!—
I thoroughly agree.
রেবেকা। এই loveএর প্রথম stageটাই ভাল,
—whispers, hugs and
kisses.
চম্পটী। The charm is not so great
as soon as
you become a Mrs.
রেবেকা। The case becomes
more complicated
on the contrary—
চম্পটী। In this view of case,
my love!—
I thoroughly agree.
রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case,

my love!—

I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me
a thousand kisses,
and be mine for ever;

চম্পটী। চাই something
more substantial
কিন্তু মুখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as
Solomon, though not so
rich as he—

চম্পটী। In this view of the case,
my love!—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,
my love!—
I thoroughly agree.

রেবেকা। এই marry ক'রে না হোক
কোন অন্য কার্য্য সিদ্ধি,

চম্পটী। But annually একটি ক'রে
হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি;

উভয়ে। Whatever difference of
opinion there may be—
In this view of the case,
my love!—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,
my love!—
I thoroughly agree.

চাকরি করা হয়রাণি

সকলে। মোরা সবাই ঠিক করেছি যে
চাকরি করা হয়রাণি!

নাপিতানী। মুই নাপ্তিনী।

ধোপানী। মুই ধোপানী।

মেছুনী। মুই মেছুনী।

ময়রাণী। মুই ময়রাণী।

নাপিতানী। মোদের নকরি ক'রে গুজরাণে
আর মন উঠে না সই।

ধোপানী। মোরা চাই, শয়ন ক'রে নয়ন মুদে.
বিভোর হয়ে রই।

মেছুনী। নাই কি উপায় চাকরি করা বৈ—

ময়রাণী। বলি খেটে খেতে হইছিল কি
তৈরি এ চাঁদ মুখখানি।

নাপিতানী। হেলিয়ে নয়ন বাঁকা,
অবহেলে করি ভুবন জয়।

ধোপানী। আমরা রাজা আমীর উমীর-
কারে করি না ক ভয়।

মেছুনী। মোদের কি লা চাকরি করা সয়?

ময়রাণী। এখন কর্ত্তে হবে সহজ একটা
নূতন উপায় আমদানি।

নাপিতানী। ঐ লো মধুর স্বরে বাজছে বাঁশি
আর কি থাকা যায়।

ধোপানী। আহা, বিধির ভুলে দ্বাপর যুগে
জন্ম হই নি হায়।

মেছুনী। ওলো, তোরা সব আসবি যদি আয়।

ময়রাণী। আমরা সব হাসির ঘটায়
রূপের ছটায়
মাতিয়ে দেবো রাজধানী।

একঘরে

মহাশয়,

আমরা দীনহীন কাঙ্গাল মূর্খ বিলেত-ফেরত; আমাদিগকে কেন প্রাণে মারেন? আপনারা দেশের অহঙ্কার, আপনারা জাতির জ্যোতি, আপনারা বিদ্যার প্রতিনিধি, আপনারা জ্ঞানের উৎস, আপনারা সত্যের নায়ক, আপনারা সাহসের প্রতিমূর্ত্তি। আমরা আপনাদের নিষ্কলঙ্ক-চরণে পড়িতেছি; প্রাণে মারিবেন না।

আমরা—অন্ততঃ আমি যখন বিলাতে গিয়াছিলাম, তখনই বোধ হইয়াছিল কাজটা বড় ভাল হইতেছে না। ভাবিয়াছিলাম যে, এ বিজ্ঞানের, উৎসাহের, বীর্য্যের, স্বাধীনতার রঙ্গভূমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া কোথায় এক ভীরুতার আলয়, মূর্খতার চণ্ডীমণ্ডপ—বিলেতে যে যাইতেছি—এ কাজটা বড় ভাল হইতেছে না। একবার মনেও হইল, বুঝি অধর্ম্মের, অজ্ঞানের অমোচ্য কলঙ্কের অনন্ত নিরয়ের বীজ বপন করিতেছি কিন্তু কি করিব—মুগ্ধ মানবের মন বিবেকের বাধা শুনিল না। জাহাজে চড়িলাম, প্যান্ট পরিলাম, কট্‌লেট্ খাইলাম, তাহার পর দেখুন এই বিপদ।—জাহাজটা যখন গভীর গর্জ্জনময় সাগরের নীলিমায় গিয়া পড়িল, তখনই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কাজটা বড় খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু তখন ফিরিয়া আসি কিরূপে? কি করিব, বিলাতে যাইলাম, ইংরাজের সহিত মিশিলাম, রোষ্ট চপ খাইলাম; এখন পস্তাচ্চি। সমস্ত দোষ স্বীকার করিতেছি, মস্তক অবনত করিতেছি:—প্রাণে মারিবেন না।

দীনতার প্রতিমা আমরা, জীর্ণ শীর্ণ মলিন রোরুদ্যমান আমরা, আপনাদের শত কমলবিনিন্দিত পুণ্যময় চরণে পড়িতেছি:—প্রাণে মারিবেন না।

আমরা যে ঘোর পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব;—মাথা মুড়াইব (তেড়ী ভাঙ্গিয়া যায় ক্ষতি নাই); ঘোল ঢালিব; গব্য চন্দনামৃত পান করিব;—প্রাণে মারিবেন না।

এবার মাথায় ঘোল ঢালিয়া, গোবর দ্বারা পেটকে পবিত্র করিয়া, টেবিল ভাঙ্গিয়া, বাড়ী ফিরিয়া, রুদ্ধা প্রেয়সীর মুখচুম্বন করিয়া—তবে আর কাজ।

আবার আমরা রান্নাঘরের প্রশান্ত-প্রান্তে,—রমণীয় কাষ্ঠ-পিঁড়িতে বসিয়া; অক্ষৌহিণী মক্ষিকার মিলিত ঝঙ্কারে; ধূমের অন্ধকার-ময়ী স্নিগ্ধতায়; আর্ষ-থালে; ঠাকুরের বকুনীর সহিত পৈতৃক ডাল ভাত খাইব; প্রাণে মারিবেন না।

আর একবার আপনাদের চাঁদোয়ার নীচে সুন্দর মাটীতে, এক ছেঁড়া কদলীপত্রে ভোজ খাইব;—তাহাতে দই গড়াইয়া দিব; পরমান্ন ছড়াইয়া দিব; ও তৎসঙ্গে পার্শ্বস্থ আঁস্তাকুড়ের শত-মন্দারনিন্দী স্বর্গীয় গন্ধ সেবন করিব;—জাতে লউন!

আর একবার চাদর কোলে করিয়া; ঊর্দ্ধ-জানু হইয়া বসিয়া; কমনীয় খুরিতে পরমান্ন খাইয়া; মনোরম ঘটে জলপান করিয়া; চটি-জুতা হারাইয়া;—সঘর্ম্ম কলেবরে; শুষ্কহস্তে; ততোধিক শুষ্কমুখে; (কারণ হারায়িত চটি) ক্রোশান্তরে গিয়া পানাপুকুরে মুখ হস্ত ধৌত করিব।

আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি—আমাদের জাতি স্বর্গলাভে ঈর্ষিত হারাধন সান্ন্যাল নামক জাতিভ্রষ্ট কোন বঙ্গীয় কবি, আমা-দিগকে—অন্ততঃ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া এই কবিতাটি লিখিবেন।

হায় হায়!
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
ছেড়ে দিলেন মুরগী গরু জাতের ঠেলায়;
মুড়িয়ে মাথা, ঢেলে ঘোল,
ধল্লেন আবার মাছের ঝোল,
কুমড়োসিদ্ধ, বেগুনপোড়া, আলুভাতে তায়,
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়।

হায় হায়!
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
লেখেন ব'সে তক্তাপোষে, ঠেসে তাকিয়ায়
খেয়ে তাওয়ায় তামাক মিঠে,
ভুলে গেলেন সিগারেটে!

মাথা হেঁটে, হাতে ঘেঁটে দই চেটে খায়,
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়।

হায় হায়!
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
দলে মিশি' ভণ্ড ঋষি হতে যদি চায়,—
পেটের মধ্যে থেকে থেকে,
মুরগীগুলো উঠে ডেকে,
গরুগুলো হাম্বা করে—এ কি হলো দায়,—
বিলেত থেকে ফিরে এসে—হরিদাস রায়!

হায় হায়!
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে—হিন্দুর ঘরে যায়,
চেলি পরে হলুদ মেখে,
নারায়ণকে সাক্ষী রেখে,—
ঐ সময়টাই উঠে ডেকে মুরগীগুলো হায়;—
বিলেত থেকে ফিরে এসে—হরিদাস রায়!

হায় হায়!
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
প্যাণ্ট ছেড়ে, পরেন বেড়ে কালাপেড়ে হায়,—
—করুন যা তাঁর আসে মনে,
হারাধন সান্ন্যাল ভণে
বুদ্ধিমানে রোষ্টচপ টপাটপ খায়,
মনের সুখে চুরোট ফুঁকে হোটেলখানায়।

—কিন্তু আমরা ধর্ম্মের জন্য সুখের জন্য, দেবভক্তির জন্য যাহা করিতে যাইতেছি, ইহা দ্বারা তাহা হইতে ভীত হইয়া পিছাইব না। কোন ভগ্নাংশ যুবক, কোন গৃহহীন "একঘরে" আমাদের সম্পদে, গৌরবে ঈর্ষিত হইয়া যে এরূপ ব্যঙ্গ ও শ্লেষ করিতে পারে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

আমরা আপনাদের স্বর্গীয় রীতিনীতির অনুসরণ করিব। আমরা আপনাদের ন্যায় রুদ্ধকবাটে মুরগীর ঝোল খাইয়া, বাহিরে আসিয়া, অমায়িকভাবে মিছা কথা কহিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিব। আমরা আপনাদের ন্যায় দুএকবার গোপনে (কেন না, সাবধানের বিনাশ নাই)—গোপনে হোটেলে যাইয়া চপ্‌টা আস্‌টা খাইয়া ইহজন্ম সার্থক করিব। ইহাতে দোষ কি? ইহাতে ত একঘরে হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা আপনাদের ন্যায় মাংস (প্রকাশ্যতঃ) ছাড়িয়া দিব; মাছ ধরিব (অবশ্য পুকুরে নহে); এত দিন অনাদৃত নবগ্রন্থিত পৈতা পরিব; গরদের কোঁচা ঝুলাইব; চন্দনের ফোঁটা কাটিব; হরিনামের মালা লইয়া ঘড়ির চেন করব; টিকী রাখিব; ও জাতিভ্রষ্ট কন্যা বা ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিব—জাতে লউন।

সত্য আমাদের মধ্যে অনেকের কন্যা নাই, কিন্তু কখন যে হইবে না, এরূপ বলিলে কেবল আমাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। আমাদের সেই ভাবী কন্যাদিগের বিবাহে আপনারা বাধা দিবেন না, ও নিমন্ত্রণ খাইবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে সে কন্যাগণ দীর্ঘজীবিনী হউক, ও তাহাদের (ভাঙ্গ খাওয়া ব্যতীত আর সব বিষয়ে) শিবের মত স্বামী হউক। সম্ভাব্য কন্যাদায়গ্রস্ত যে আমরা,—আমাদের জাতে লউন। একেবারে প্রাণে মারিবেন না।

আমরা আপনাদের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিয়া, প্রকাশ্যে বঙ্গ-বিধবাকে স্বার্থত্যাগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিব; ভাগবতের মহিমা পাঠ করিব; হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিব; অন্তঃপুরের গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়া বারাঙ্গনালয়ে ভারতরমণীর সতীত্ব কীর্ত্তন করিব।

আমরা আপনাদের ন্যায় ভণ্ডামীর কসুম দিয়া জুয়াচুরির মন্ত্র পড়িয়া নীচাশয়তার মন্দিরে, মিথ্যার স্বর্ণপ্রতিমা গড়াইয়া পূজা করিব।

আমরা আপনাদের ন্যায় প্রতারণার বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া, ভীরুতার অন্ধকারে, উচ্ছেদের কুঠার ন্যায়ের, স্নেহের, সত্যের প্রাণে বসাইব, জ্ঞানের দুর্গ অবরোধ করিব; উন্নতির স্রোত রোধ করিব; বিধবার, পরিত্যক্তার সন্তানের ভ্রাতার বুকে কঠিনতার ছুরী বিঁধিব আর আপনার জাতির খাতিরে,—ভাবী কন্যাদায়ের খাতিরে—সম্ভাব্য জামাতার কৌলীন্য বা অর্থের খাতিরে, জাতিচ্যুত পুত্রকে, কন্যাকে জামাইকে, শুষ্কমুখে, স্থিরস্বরে, হাত নাড়িয়া প্রেমের ভাষায় বলিব "যাও, তুমি আমার কেহ নও।"

মহাশয়, এ ভাষায় আর লিখিতে পারি না। এ সমাজের বিষয় আর এ বিদ্রূপের ভাষায় আচ্ছাদিত ক্রোধে লেখা অসম্ভব।—ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায় ক্রন্দন

তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদ-দলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা। এ ভীরুতার রাজত্বের, এ অন্যায়ের ধর্ম্মশালার, এ প্রবঞ্চনার রাজনীতির বিষয় বলিতে—যদি শতশেলময়ী, দাবানলের স্ফুলিঙ্গময়ী, নরকের জ্বালাময়ী ভাষা থাকে, তাহাই ইহার উপযুক্ত ভাষা।

মহাশয়, আপনি কোন্ লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়াছেন, যে "তোমাদিগকে আমরা সমাজে লইব, কেবল তোমরা প্রায়শ্চিত্ত কর।" হাঁ প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু বলুন কোন্ পাপের? আপনারা যাহা গোপনে করেন আমরা তাহা প্রকাশ্যে করি বলিয়া? ও আপনারা যেখানে অসত্যের, অধর্ম্মের প্রশ্রয় লন, আমরা সেখানে সত্যের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াই বলিয়া?

আর কিসের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব? কোন্ লোভে এই সমাজে ঢুকিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত? এই জলময়, গহ্বরময়, কীটদষ্ট, ছেঁড়া সমাজে যাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত? এ মুর্খতার দালানে, এ শঠতার ভাণ্ডার ঘরে, এ নীচাশয়তার আঁস্তা-কুড়ে ঢুকিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত?—আপনাদের উন্মত্ততা অথবা ধৃষ্টতা, যদি এই সমাজে ঢুকিবার জন্য বিলাত-ফেরতাদিগকে প্রায়-শ্চিত্ত করিতে বলেন?—বরং আমরা আপনা-দের সমাজে এতদিন যে ছিলাম, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন রাজি আছি। যে সমাজে পদে পদে ভীরুতা, সত্যের গ্লানি, নির্ম্মমতা, যে সমাজে পদে পদে মিছা কথা, বিবেকের বেশ্যাবৃত্তি, সে সমাজ হইতে এত-দিন বাহির হইয়া আসি নাই কেন, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন ত রাজি আছি।

মহাশয়, আমরা কি দুঃখে, কি অসহ্য জ্বালায়, কি লজ্জাময় যন্ত্রণায় প্রায়শ্চিত্ত করিব বলিয়া দিউন। সত্য, আপনাদের সমাজ হইতে আমরা 'একঘরে'। কিন্তু তাই বলিয়া কোন্ হিন্দুসন্তান বিলেত-ফেরতাদিগের উপর ঘৃণার বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে? আমাদের সমাজ ছোট; হয়ত সহস্রাধিকও হইবে না। কিন্তু আপনাদের সপ্ত কোটীর সমাজ কয়টি মাইকেল বা লালমোহন ঘোষ দেখাইতে পারে! এ সমাজ ছোট, কিন্তু মূর্খ নহে। যে সমাজে কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; যে সমাজে তরু দত্ত ও রমাবাই, সে সমাজ মূর্খ হতাদর, ঘৃণ্য নহে। এ সমাজ একঘরে হইয়াও মহৎ। এ সমাজ ছোট, কিন্তু এ সমাজে প্রতিজন অন্ততঃ বলিতে পারে যে "আমি বিলেত-ফেরতা।" এ সমাজ ছোট—কিন্তু ইহা রাজার সমাজ—

আর 'একঘরে' হওয়াতে কিছু লজ্জার বিষয় নাই। একঘরের অর্থ 'কদাচারী' নহে। একঘরে করা পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে। যে বিভিন্নমত দলের সংখ্যা অতি কম, সেখানে সে দল একঘরে। আমাদের দেশে যিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি একঘরে হইরাছিলেন। যিনি প্রথমে পৌত্তলিকতার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তিনি একঘরে হইয়াছিলেন। যিনি হিন্দু-বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন, তিনি একঘরে হইয়াছিলেন। একদিন ঈশাও একঘরে হইয়াছিলেন, একদিন গ্যালিলিও একঘরে হইয়াছিলেন। দেখিতে পাইতেছি, এ পৃথিবীতে যাঁহারা নবপ্রথার নবনীতির, নব-ধর্ম্মের নেতা, তাঁহারা একঘরে। এ জগতের প্রশ্নময় পথে যাঁহারা অগ্রগামী, যাঁহারা জাতীয় জড়তার জীবন, যাঁহারা উন্নতির, ধর্ম্মের, জ্ঞানের প্রথম সহায়, তাঁহারা 'একঘরে'। পৃথিবীতে অনেক সময়ই এক-ঘরের অর্থ মূর্খতা, বা অধর্ম্ম নহে; ইহার অর্থ সাহস, উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ।

কিন্তু আমরা যে একঘরে, এ একঘরেতে সাহসও নাই, কারণ ইহাতে শাস্তি নাই, বা কণামাত্রও স্বার্থত্যাগ নাই। এ একঘরের এক-মাত্র স্বার্থত্যাগ কন্যার বিবাহে পাত্রের অসদ্ভাব। —আমি ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে সব সমাজেই কন্যার বিবাহ হইতেছে। অর্থ ব্যয় করিলে জামাতার অভাব হয় না।—আর তাহা হইলেও কন্যার বিবাহের জন্য যদি এত মিছা কথা, ভীরুতা ও লুকাচুরী, ত ইহার চেয়ে যে কন্যা চিরকাল অনূঢ়া থাকাও ভাল।

এ একঘরের আর একটি আরামময় ভীতি যে ছেলের বিবাহে বা পৈতায় কেহ আমাদিগের সহিত খাইবে না। সুখী আমরা! আমরা পূর্ণান্তঃকরণে বলি 'তথাস্তু'। বলা বাহুল্য যে, আমরা হিন্দুর ফলারের বা ভোজের পক্ষপাতী

নহি। আমরা কোন হট্টগোলময়, ছিন্নকদলী-পত্রময়, 'মহাশয়, এ-পাতে'-নয়, গড়ায়িত-দধিময়, হারায়িত চটী-জুতাময়, হিন্দু ফলারে বা ভোজে খাইতে উচ্চাভিলাষী নহি।

বলা বাহুল্য যে, আমরা আপনাদের ফলারের স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া যাই নাই; আপনাদের ভণ্ডামীর প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিত, লজ্জিত ও অপ্রস্তুত নহি।

ইউরোপে 'একঘরের' অর্থ অন্যরূপ। সেখানে একঘরের অর্থ কন্যার বিবাহে গোলযোগ নহে, বা নিষ্ফলারতা নহে। ক্রানমার্ লাটিমার যে একঘরে হইয়াছিলেন, সে একঘরে এ 'একঘরে' নহে। সে একঘরের অর্থ অন্যরূপ। সে একঘরের অর্থ অনাহারের জ্বালা, কারাগারের যন্ত্রণা, জল্লাদের কুঠার, অনলের দাহ; সে একঘরের অর্থ বিচ্ছিন্নতার বিষাদ; একাকিতার হতাশা, সমাজের বিদ্বেষ, মৃত্যুর চিন্তা। তাহাতে তাহারা ভীত হয় নাই, স্বমার্গ হইতে স্খলিত হয় নাই, সত্য হইতে চ্যুত হয় নাই, আলিঙ্গিত ধর্ম্ম হইতে অবিশ্বাসী হয় নাই। আর আপনার বিশ্বাস যে এক সম্ভাব্য কন্যাদায়ে, নিষ্ফলারতার আরামময় ভীতিতে আমরা পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব। যে একঘরের অর্থ দেশের মান্য, জাতির ভক্তি, যে একঘরের অর্থ পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছন্দতা, নিরাস্তাকুড়তা, কদলীপত্রহীনতা, সেই একঘরের ভয়ে আমরা ভীরুতার, মিথ্যার, লজ্জাময়, ঘৃণাময় পথে আত্মাকে কলুষিত করিব!

বলিতে ঘৃণা হয়, শরীরে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা হয়, এই লক্ষ্মীবর্জ্জিত দেশে আমরা লক্ষ্মীবর্জ্জিত জাতি, এই এক কন্যাদায়ে, এই 'জাতের' খাতিরে আজ ভণ্ডামীর দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন; ভীরুতার, শঠতার, ক্ষুদ্রতার রাজত্বে ঢুকিয়াছেন, এ বিপুলা বসুন্ধরার কোণে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। এই এক প্রশ্ন হিন্দু সমাজের বিধাতা; এই কন্যার বিবাহ সর্ব্ব বিঘ্নের মূল, সর্ব্ব উন্নতির পর্ব্বতসম বাধা। ইহার কাছে দেশের হিতৈষিতা উৎসর্গীকৃত; ইহার কাছে হিন্দুর সাহস পরাজিত। ইহার জন্য অন্তরে ব্রাহ্ম হইলেও অনেকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন না। ইহার জন্য সকলে দশমাধিক বয়স্কা বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন, ইহার জন্য কেহ দ্বাদশ বর্ষাধিক কন্যাকে অবিবাহিত রাখিতে সাহসী হন না; ইহার জন্য কেহ শিশু বিধবাকে বিবাহ দিতে অগ্রসর হন না; ইহার জন্য মিছা কথা, লুকাচুরি, অধর্ম্ম; ইহার জন্য লুকাইয়া খাওয়া; ইহার জন্য প্রকাশ্যে ভ্রাতৃত্যাগ, পুত্রত্যাগ, বন্ধুত্যাগ। ইহার মন্ত্রবলে জাতি অথর্ব্ব, নিস্জীব; ইহার বিষময়ী জ্বালার ভয়ে সপ্ত কোটী মানব আজ ত্রস্ত, বদ্ধহস্ত,—"নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।"

—অহো রমণীজাতি! আজ তুমিই বঙ্গের সর্ব্বনাশের উপায় হইলে! তুমিই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মের বাধা হইলে! তুমিই ভীরুতার, অধর্ম্মের কেন্দ্র হইলে! ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে অন্য উদ্দেশ্যে বঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোথায় তুমি বঙ্গবাসীর উন্নতির যজ্ঞে সহধর্ম্মিণী হইবে; কোথায় অধর্ম্মের সহিত সমর-পরিশ্রান্ত বঙ্গীয় যুবকের মস্তক কোমল ক্রোড়ে রাখিবে; কোথায় তুমি এ জীবনের বিপন্ময় গিরিসঙ্কটে—অপ্সরাকণ্ঠে প্রেমের বিমল সঙ্গীত শুনাইবে; না তুমিই বঙ্গে সর্ব্ব উন্নতির বাধা, সর্ব্ব নিষ্কর্ম্মতার ওজোর, সর্ব্ব পাপের কারণ!

মহাশয়, আমরা সত্য সে জাতি নহি, যে শুধু 'পৃথিবী ঘুরিতেছে' বলিয়া চিরান্ধকার কারাগারে যাইতে প্রস্তুত; সে জাতি নহি, যে জাতি 'এই হাতে মিথ্যা লিখিয়াছিল ইহা অগ্রে পুড়ুক,' এ কথা জ্বলন্ত অনলের সম্মুখে নির্ভয়ে বলিতে পারে। কিন্তু যে সমাজ কন্যার কুলীন বা ধনী বরের প্রত্যাশায় মিছা কথা কহিতে পারে, শঠতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে, ও সত্যের, স্নেহের, জ্ঞানের, বিবেকের মস্তকে কুঠার মারিতে পারে, সে জাতির আশা নাই।

আমরা ভীরুর জাতি। বিলাত-ফেরতারা অন্ততঃ আমি যে সে ভীরুতা হইতে মুক্ত, তাহা বলি না। আমরা—অন্ততঃ আমি যে বিশ্বাসের জন্য হাত পুড়াইতে পারি, বা ক্রুশে ঝুলিতে পারি, তাহা বলি না। যদি কেহ বলে যে "বল পৃথিবী স্থির, নইলে তোমার নাসিকাটি কাটিয়া মুখ সমভূমি করিয়া দিব"

তাহা হইলে, যদি দেখি যে শাণিত ছুরির তামাসাটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে ত বলি "তা যদি পৃথিবী ঘোরার সহিত নাসিকার অস্তিত্বের এক গূঢ় সম্বন্ধ থাকে, ত পৃথিবী মোটে ঘোরে না; পৃথিবী হিন্দু সমাজের মত স্থির ও নিশ্চল।"

কি করিব, হাত পুড়াইতে পারি না সত্য, মরিতে পারি না সত্য, কিন্তু মহাশয়, আপনার সহিত আমার একটু প্রভেদ, যে এক কন্যাদায়ে বিবেককে এত মলিন করিতে পারি না। হিন্দু সমাজের ফলারে এত সুধা নাই, কন্যার এক ধনী বা কুলীনবরে এমন মাধুরী নাই, যাহার জন্য মিথ্যার কর্দ্দমে, ক্ষুদ্রতার আঁস্তাকুড়ে; লুকোচুরির ময়লাময় জঙ্গলে জীবনকে, ধর্ম্মকে, বিবেককে বিসর্জ্জন দিব।

* * *

মহাশয়! আপনি বলিয়াছেন যে, "প্রায়শ্চিত্ত না কর, অন্ততঃ বাহিরে হিন্দুয়ানিটা রাখিও," অর্থাৎ ভণ্ডামিটা করিও।—মহাশয়, আমার যদি আপনার সহিত আলাপ না থাকিত, আপনার কথা কখন না শুনিতাম, আপনাকে চক্ষে না দেখিতাম, কেবল কাহার প্রতি আপনার প্রদত্ত ঐ উপদেশটি কোন সূত্রে আমার দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িত, ত আমি জ্যোতিষিক নিশ্চয়তার সহিত বলিয়া দিতে পারিতাম যে, আপনি বাঙ্গালী ও আপনার কন্যা আছে।

—আমি বেশ জানি যে আপনি আমাকে সমাজতঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার ইচ্ছা যে, আমি একবারে মোসলমান না হই; যাহাতে আপনি অন্ততঃ আমার বাটীতে পানটা নির্ভয়ে খাইতে পারেন, ও হুঁকোটা নির্ভয়ে টানিতে পারেন; অথচ আপনার বাটীতে আমি গেলে আপনি আমাকে কল্কেটা পর্য্যন্ত দিবেন না। যাহা হোক আপনি আপনার পুণ্যময় সমাজে বেশ আছেন থাকুন। আমিও বেশ আছি। আমি দুনৌকায় পা দিয়া চলিতে ব্যগ্র নহি ও সে দরকারও আমার নাই। সুখে থাক্‌তে কেন ভূতে কিলোয়?

তবে একটা কথা বলি, যে আপনাদের সমাজে কয়টা টিকী আছে, যাহা ধনীর পদতলে না গড়ায়?—শুনিতে পাই কালীসিংহ মহোদয় টাকা দিয়া ব্রাহ্মণদিগের টিকী খরিদ করিয়া এক টিকীর প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। আমি বিলাতে ঐরূপ নানাপ্রকার মেষের পশম প্রদর্শনী দেখিয়াছি বটে। তাহাতে নানাজাতির মেষের পশম প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতে এরূপ টিকী প্রদর্শনী দেখিয়াছি কিনা, ঠিক স্মরণ হয় না। কালীসিংহ মহোদয় বোধ হয় ভারতবর্ষে প্রথম ঐরূপ প্রদর্শনী খোলেন। তাহাতে ভাটপাড়ার, নবদ্বীপের, কালীঘাটের, নানাজাতীয় পণ্ডিতের শাদা, কাল, মসৃণ, ছোট, বড়, খোলা, গেরো দেওয়া, ইত্যাদি নানাপ্রকার টিকী প্রদর্শিত হইয়াছিল ও তাহাদের নিম্নে (শুনিয়াছি) তাহাদের খরিদ দামও লিখিত হইয়াছিল, যথা:—

টিকী	দাম	ওজন
ভাটপাড়ার—		
ভট্টাচার্য্যের টিকী	—৫৲	১ ছটাক
তর্কবাগীশের টিকী	—৬৷৹	ঐ ,,
ঐ (একটু মোলায়েম)	—৭৷/৹	ঐ ,,
নবদ্বীপের—		
বিদ্যারত্নের টিকী	—৯৷৶৹	১৷৹ ,,
ঐ (পাকা)	—১০৷/১৫	ঐ ,,
শিরোমণির টিকী	—৭৸৶৹	১ ,,
কলিকাতার—		
তর্কচূড়ামণির টিকী	—৩৷/১০	১৷৹ ,,
(electricityওয়ালা)	—৪৶১৫	ঐ ,,

ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরূপ প্রদর্শনী খোলার জন্য কালীসিংহ মহোদয় আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। কারণ, এরূপ প্রদর্শনী—খুব কৌতূহলদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ। আমি ধনী হইলে ঐরূপ প্রদর্শনী বৎসরে বৎসরে একবার করিয়া খুলিতাম।

বাঙ্গালার কোন এক ব্রাহ্মণ মহারাজের—(নাম করিলে মানহানির মোকদ্দমা হইতে পারে) সদাড়ি, দাড়িহীন নানাপ্রকার নানাজাতির রাঁধুনি ছিল। একদিন তাঁহার কুলগুরু (—টিকিওয়ালা) তাঁহাকে কহিলেন,—"আপনি হিন্দুরাজ হইয়া এরূপ নানা জাতীয়

রাঁধ্‌নী রাখিয়াছেন কেন?" মহারাজ উত্তর করিলেন যে, "হিন্দু রাঁধ্‌নীতে ত মুরগী রাঁধে না, তাই মুসলমান রাখিতে হইয়াছে; আর মুসলমান ত শূকর রাঁধে না, তাই একজন হাড়ি রাঁধ্‌নী রাখিতে হইয়াছে।" কুলগুরু কহিলেন—"এরূপ করিলে আমাদের আপনার বাটীতে আসা ভাল দেখায় না।" মহারাজ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন যে, "আপনি আমার এখানে না আসিলে আমার যে বিশেষ ক্ষতি তাহা ত দেখিতে পাই না।" বলা বাহুল্য যে, কুলগুরু বোধ হয় মহারাজের প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্যে বা নিজের দয়াগুণে, অথবা টিকীর মাহাত্ম্যে, তাঁহার সে ভীতিপ্রদর্শন কার্য্যে পরিণত করেন নাই।

জানি মহাশয়, এই ত আপনাদের সমাজ, টাকা বা টিকী থাকিলে, মিছা কথা কহিলে, বা গোঁফ কামাইলে, সাত খুন মাফ। মহাশয়, আমার দুরদৃষ্ট যে টাকা নাই, টিকী নাই, চন্দনের ফোঁটা নাই, কোশাকুশী নাই, ও গোঁফ আছে।

আপনি বলিয়াছেন যে, "তোমাকে জাতে উঠাইবার জন্য আমরা চেষ্টিত আছি।" মহাশয়, মাফ করিবেন, কিন্তু আপনার প্রথম কথাতেই আমার আপত্তি আছে। "জাতি' একথা আজ হিন্দুর প্রতি ব্যবহার্য্য নহে। একদিন হিন্দু জাতি ছিল বটে; কিন্তু এখন হিন্দুকে জাতি বলিলে আর্ষপ্রয়োগ হয়। কাণা ছেলেকে 'পদ্মলোচন' বলিয়া ডাকিলে অন্য লোকের যে নিদারুণ কষ্ট হয়, কেহ কাককে 'কলকণ্ঠ' বলিয়া ডাকিলে অন্যের যে দুঃখ হয়, পেয়াদা শ্বশুরালয়ে যাইব বলিলে যেমন তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করে, কেহ তাঁর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকে 'সুন্দরি' বলিয়া ডাকিলে অপরের যে যাতনা হয়, হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমার তেমনি শরীরের বেদনা হয়, গায়ে জ্বর আসে।

আর 'উঠা' এ কথাটিও এখানে অস্থান-প্রযুক্ত। উঠা শব্দে নীচু হইতে উঁচু যাওয়া বুঝায়, উঁচু হইতে নীচু যাওয়া বুঝায় না, আর উঠার এরূপ অর্থও বোধ হয় পণ্ডিতেরা দেন নাই। ইহার মাতৃশব্দ 'উত্থান'এর নীচু হইতে উঁচু যাওয়া এইরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হয়। অতএব এ স্থলে (বিলেত ফেরতাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিবার সময়) উঠা স্থলে 'নামা' বলিবেন 'পালে মেশা' এ বলিলেও আমার আপত্তি নাই।

সে যাহা হোক, আমার অনুরোধ যে, বিলেত-ফেরতাদিগকে আপনাদের পালে ঢুকাইবার এই মহতী উদার চেষ্টা হইতে আপনি বিরত হইবেন। বলিয়া দিই যে ও পালে মিশিবার জন্য তাহারা কিছুমাত্র ব্যগ্র নহে।। বলিয়া দিই,—ও আপনারা জানিয়া বোধ হয় সুখী হইবেন যে, তাহারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছে, ও খাইতেও পায়; এবং আপনাদের প্রতি আপাততঃ নাসিকার অগ্রভাগ বাম হস্তে বৃদ্ধাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া দেখাইতে তাহারা কিছুমাত্র শঙ্কিত নহে।

* * *

মহাশয়, বিলেতফেরতাদিগকে 'একঘরে করা' বা 'জাতে তোলা!' কথাটাই আপনাদের আস্পর্দ্ধা। আজ যাঁহারা দেশের নেতা, জাতীয় জড়তার জীবন, ধর্ম্মের শরীরে নবপ্রাণদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাঁহারা প্রায় সব আজ বিলেতফেরতার কেন্দ্রীভূত। আজ এ দেশ হইতে যদি বিলেত-ফেরতারা চলিয়া যায় ত দেশের কি দশা হয়? দেশে যে এ জ্ঞানের ক্ষীণপ্রভা, তাহাও নিভিয়া যায়, উৎসাহের যে ক্ষীণতরঙ্গ, তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়।

গ্রীস একদিন সক্রেটিস্‌কে একঘরে করিয়াছিল। রোম কোরায়লেনসকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। খ্রীস্ট ইউরোপ একদিন লুথারকে পীড়ন করিয়াছিল। রোমের সমাজ সীজারের বুকে ছুরি বিঁধিয়াছিল।—ইহার জন্য তাহাদের পরে কাঁদিতেও হইয়াছিল।

* * *

আপনি বলিয়াছেন, "একটু হিন্দুয়ানি না রাখিলে কিরূপে তোমার বাড়ী যাই।" এখানে আপনার স্নেহের খাতিরে আপনাকে এক কথা বলিয়া দিই। ব্রাহ্মণী রাঁধ্‌নী আপনার চক্ষে মুসলমানের চেয়ে সুশ্রী ও গৌরবর্ণ হয় ত রাখিলাম; ব্রাহ্মণ বলিয়া ত সে আমার চক্ষুঃশূল নয়। আপনি বলেন, 'পৈতা রাখিও,'

রাখিলাম: ও বিলাতেও আমার পৈতা ছিল। টেবিলের ধারে বসিয়া আহার না করিলেও ভাগবত অশুদ্ধ হয় না; ও মুরগী না খাইলেও বাঁচি ও আবশ্যক বোধ হইলে তাহা ছাড়িতেও পারি।

কিন্তু মহাশয়, এ সকল বিষয় আমি স্বর্গীয় ঘৃণার সহিত দেখি। পৃথিবীর নৈতিক সমরে এ সকল তুচ্ছ বিষয়। বুটজুতা পায়ে দেওয়া টেবিলে খাওয়া, মাংস ভক্ষণ করা, এ সব সুবিধাও বিলাসের অঙ্গ, নীতি ও ধর্ম্মের নহে। ইহাদিগকে সমাজের রক্ষক করা, ইহাদের একঘরের নিয়ন্তা করা সমাজের কর্ত্তব্য নহে। যে সমাজ এ বালুময় ভিত্তির উপর স্থাপিত, সে সমাজ থাকে না। এরূপ ভঙ্গুর সমাজ পৃথিবীর কুত্রাপি নাই ও থাকিতে পারে না।

সমাজের অন্য দৃঢ়তর বন্ধন আবশ্যক। যাহা সমাজের ক্ষয়কারী কীট, মর্ম্মাশী পিশাচ, সেই সকল বিষয় সমাজের প্রশ্ন করুন, সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা করুন। 'একঘরে' করিতে চাহেন, আসুন, আজ যে সব বিষয় সমাজের অমঙ্গলের হেতু, তাহাদিগকে একঘরে করি। আসুন, আজ বলি, যে শঠতা করিবে, মিছাকথা কহিবে তাহাকে একঘরে করিব: যে স্ত্রী ছাড়িয়া বেশ্যাবৃত্তি করিবে, তাহাকে একঘরে করিব: যে পঞ্চবর্ষীয়া শিশুবালিকার বিবাহ দিবে, তাহাকে একঘরে করিব: যে যুবতী বিধবার স্বেচ্ছিত বিবাহে বাধা দিবে, তাহাকে একঘরে করিব। যে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহাকে একঘরে করিব। আসুন, যে সব ব্যাধি জাতির বুকে বসিয়া অবাধে বুকের রক্ত পান করিতেছে, যাহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে, তাহাদিগকে একঘরে করি: পীড়নের হেতু করি। সে 'একঘরে'তে দেখিবেন, দেশের মঙ্গল হইবে: জাতির জীবন হইবে। সে 'একঘরে'র অর্থ অধর্ম্মের প্রতি সমাজের কেন্দ্রীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ: সে 'একঘরে'র অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ: জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নহিলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না; কারণ, তাদের অর্থ জাতির মান্য, দেশের ভক্ত। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম।

আপনি বলিয়াছেন—"একটু হিন্দুয়ানি রাখিও," নহিলে আপনি আমার বাটীতে আসিবেন না;—দুঃখের বিষয়। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিবেন না যে, আপনাদের ভগ্নকুটীরে যাইবার জন্য তথাপি অসত্যের বা ভন্ডামির প্রশ্রয় লইব। আপনি নহিলে আমার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। তথাস্তু। মহাশয়, এখনও আপনাদের বয়সের প্রতারণা শিখি নাই। কিন্তু আশা করি, চিরকাল এইরূপ হৃদয়কে আপনার সমাজের কলুষতা হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব। আশা করি যে, জীবনের সুখ-দুঃখের মিশ্রিত আলোক অন্ধকারে প্রাণের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এইরূপেই চলিয়া যাইতে পারিব। আশা করি, তাহাতে ভাবী কন্যার বিবাহচিন্তা, একঘরের আরামময় ভীতি ও আপনার পরিত্যাগ-সংকল্পও স্থান পাইবে না।

পরিত্যাগ করিবেন? করুন। সংসার পরিত্যাগ করে করুক, তথাপি এ মাথা সংসারের কাছেও হেঁট হইবে না। সংসার যদি ভন্ডামী চায়, প্রতারণা চায়, সে সংসারকে আমি একঘরে করিব। না হয় সংসার ছাড়িয়া একটি নির্জ্জন পল্লীতে, নির্জ্জন কুটীরে গিয়া বাস করিব। সে-ও ভাল, ভন্ডামীর সহিত সহবাস হইতে যে, সে স্বপ্নও মধুর: প্রতারণা হইতে পর্ণকুটীরও ভাল। সেখানেও বিহঙ্গের সঙ্গীত নিকুঞ্জে ঝঙ্কারিত হইবে: সেখানেও পূর্ণিমার চাঁদ উঠিবে: সেখানেও মলয় সমীরণ বহিবে। আমার কুটীরের পার্শ্বে গোটা দুই ঝাউগাছ লাগাইয়া দিব, তাহারা সোঁ সোঁ করিয়া দিন-রাত স্বপ্নময় সঙ্গীত ঢালিবে; কুটীরের সম্মুখে দু-চারটি বেলের, বকুলের, মালতীর গাছ লাগাইয়া দিব, তাহারা সে কুটীরে স্বর্গের সৌরভ আনিয়া দিবে; কুটীরের পূর্ব্বদিকের জানালায় একটি রঞ্জিত চিক টাঙ্গাইয়া দিব: তাহাতে লাগিয়া প্রভাতের সূর্য্যকিরণ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আমার ঘুমন্ত শিশুর গায়ে ঢলিয়া পড়িবে। ঈশ্বর আমাকে নির্ধনতার অন্ধকার, পরিত্যাগের বিষাদ দিউন, সেও ভাল; কিন্তু

যেন আত্মার কলুষতা, বিবেকের গ্লানি হইতে রক্ষা করেন।

* * *

মহাশয়, এক কথা বলিয়া দি। অন্য কারণে জাতিচ্যুত হিন্দু আপনাদের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারে; বিলেত-ফেরতারা তাহা করিবে না, ও এতদিনও (দুই একজন ছাড়া) কেহ তাহা করে নাই। হিন্দুসমাজ যদি তাহাদের সহিত মিশিতে চাহে ত ইহাকে অগ্রসর হইতে হইবে; তাহারা পিছাইবে না। হিন্দুসমাজকে দরওজা প্রশস্ততর ও উচ্চতর করিতে হইবে, তাহার মৌরশী নীতি ও প্রথা ছাড়িতে হইবে। আমরা তাহার ভগ্নমন্দিরে যাইবার জন্য মাথা হেঁট করিব না। তাহার উঠিতে হইবে, আমরা নামিব না। হিন্দুরা যদি আমাদের অন্তরে ভালবাসেন বা ভক্তি করেন, তবে এ তাচ্ছিল্যের ও বৈরাগ্যের ভান কেন? এ ঢাকা-ঢাকি কেন? এ সত্যের গ্লানি কেন? আমরাও হিন্দু; বিলাতে গিয়াছি বলিয়া, হিন্দুর পৌরাণিকী প্রথা ও নীতির প্রতি পূর্ণব্যক্ত ঘৃণা থাকিলেও হিন্দুর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা যায় নাই। যদি আপনাদের বিশ্বাস যে, আমরা ইংরেজদের খোসামুদে ত সে ভুল। আমরা যাহার যেখানে যাহা ভাল দেখি, তাহা লই; তাই বলিয়া, ইংরাজদের অনেক প্রথার অনুবর্ত্তী বলিয়া তাহাদের খোসামুদে নহি, বা দেশের প্রতি বীতস্নেহ নহি। আমরা যেমন এখানে হিন্দুর আচরণে ও প্রথায়, দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় মরিয়া যাই, বিজাতীয় কেহ হিন্দুর নিন্দা করিলে যথাসাধ্য হিন্দুকে অন্য জাতির শ্লেষ ও বিদ্রূপের ভল্ল হইতে রক্ষা করি, কারণ, তাহাতে আমাদেরও গায়ে লাগে। আর আপনাকে আপনার সমাজের বিষয় নহে; ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার যে ক্রোধ, অন্যায় ব্যবহারী পিতার প্রতি পুত্রের যে ক্রোধ, সেই ক্রোধেই বলিয়াছি।

মহাশয়, আমি সামান্য; কিন্তু আমার সমাজ সামান্য নহে, মূর্খের নহে। এ সমাজে আসিতে চাহেন আসুন, সমাজে এ দ্বার চিরোন্মুক্ত, স্নেহের বাহু প্রসারিত। এখানে লুকোচুরি নাই, শঠতা নাই, নির্ম্মমতা নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই। আসুন, আপনাদিগকে ভাই বলিয়া, আর্য্য বলিয়া, হিন্দু বলিয়া এ সমাজে আলিঙ্গন করিয়া লইব। কিন্তু অতি উন্মাদ স্বপ্নেও ভাবিবেন না যে, আমরা মাথা হেঁট করিয়া, বিবেককে কলুষিত করিয়া, পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আলিঙ্গিত প্রথা ও নবজীবন বিসর্জ্জন দিয়া আপনাদের সমাজে ঢুকিতে যাইব।

এক কথা বলিয়া দিই, বিলেত-ফেরতারা মূর্খ হইলেও তাহাদের একঘরে করিয়া আপনাদের সমাজ বলবান্ হইবে না। কোন জাতি কোনকালে নিজের মধ্যে বিচ্ছেদের নীতি অবলম্বন করিয়া বড় হয় নাই। বরং সম্মিলনের নীতিতেই বড় হইয়াছিল। গ্রীস এই গৃহবিবাদে ডুবিল, ভারত এই গৃহবিবাদে উচ্ছন্ন হইল; রোম যে বড় হইয়াছিল, তাহা দেশীয়কে জাতিচ্যুত করিয়া নহে, বিজাতিকে স্বজাতি করিয়া। বৃটেনও বড় হইয়াছে বিচ্ছিন্নতায় নহে, মিলনে। জাতিতে কেন, পৃথিবীর চারিদিকেই সংযোগই উন্নতি, বল, সভ্যতা, জীবন; বিচ্ছিন্নতা, অবনতি—ব্যাধি, বর্ব্বরতা, মৃত্যু।

এ সমাজে আর গৃহ-বিবাদ কেন? আজ যাহারা এই ক্ষীণ সমাজে নূতন নূতন ব্যাধি আনিতেছে—তাহারা হিন্দু নহে, হিন্দুর শয়তান। যাহারা এই বিচ্ছিন্ন সমাজে আবার নূতন পার্থক্যের বেড়া রচনা করিতেছে—তাহারা ইহার শত্রু। যাহারা এই অর্দ্ধমৃত জীর্ণ, জাতিতে আবার বিচ্ছেদের কুঠার মারিতেছে—তাহারা ইহার হত্যাকারী জল্লাদ। বঙ্গ! তুমি জান না যে, আজ তোমার অন্ধকারে, তোমার এ ভগ্নগৃহে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা তোমার সন্তান নহে, তাহারা তোমার শবলোলুপ, রক্ত-পিপাসু পিশাচ। তোমার সন্তান সকলে চলিয়া গিয়াছে।

হতভাগ্য হিন্দু! তোমার এ ঘরাহ বিবাদ আর ঘুচিল না; তোমার অপমানের কলঙ্কের মূল এ অন্তর্দ্দাহ আর ঘুচিল না; তোমার সোনার গৃহে কাল সাপ, কুসুমে কীট—এ ব্যাধি আর ঘুচিল না! তোমার প্রাণের কলুষতা, জ্ঞানের হলাহল বুকের চাপা—এ বিবাদ আর ঘুচিল না।

আজ এ জাতির যা কিছু জীবন—'এক-ঘরে' করার ব্যগ্রতাতে পরিলক্ষিত, আর অন্য দিকে উত্থান শক্তিহীন। যে ঘরাহ বিবাদ পূর্ব্বে রাজায় রাজায় ছিল, তাহা আজ ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরিণত হইয়াছে; সেই চিরশত্রু হিন্দুর রক্তপায়ী প্রেতাত্মা আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে।

হিন্দুসমাজ পচিতেছে—

পৃথিবীর লজ্জা মনুষ্যজাতির আবর্জ্জনা, প্রতাড়িত পদাহত হিন্দুসমাজ—আজ পচিতেছে।

জীর্ণ, শীর্ণ ভাঁড় হিন্দুসমাজ—আজ পচিতেছে।

শঠতার ভাণ্ডার, মিথ্যাকথার ওস্তাদ, লুকোচুরীর সর্দ্দার, ভীরুতার সেনাপতি হিন্দুসমাজ আজ পচিতেছে—

এ মিথ্যা, এ প্রতারণা, এ ভাঁড়ামি, এ নির্ম্মমতা, এ নির্ব্বিবেকতা, সে পচার দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু।

[বাগেশ্রী মল্লার—তাল তাড়া]

কেন আর এ ভাঙ্গা ঘরে
মারিস তোদের সিঁধকাটি?
ছিন্নতরুর মূলে হ'তে
কেন তুলে দিস্ মাটি।
বিষে জ্বর জ্বর প্রাণে,
কেন হানিস বিষবাণে,
পাপের ন্যায় ভরা দেশে
আনিস্ নরক খাল কাটি?
কেন শীর্ণ মলিন দুঃখে
মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে,—
দুদিন গেলে দিস্ রে ফেলে,
পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি!

কালিদাস ও ভবভূতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আখ্যানবস্তু

অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক, এবং অনেকেরই মতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।" সেইরূপ উত্তররামচরিত ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই মহাকবিদ্বয়ের তুলনা করিতে হইলে, এই দুইখানি নাটকের তুলনা করিলেই চলিবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আখ্যানবস্তু কালিদাস মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যান হইতে লইয়াছেন। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডেও শকুন্তলার উপাখ্যান বিবৃত আছে. এবং সেই গল্পের সহিত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের সমধিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অনেকের মতে পদ্মপুরাণ অভিজ্ঞানশকুন্তলের পরবর্ত্তী রচনা. এবং ইহা অবলম্বনেই শকুন্তলা নাটক কাব্যাকারে গঠিত। সেই জন্য পদ্মপুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানই যে এই নাটকের মূল গল্প. তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যানের সারাংশ এই:

"শকুন্তলা বিশ্বামিত্র মুনি ও মেনকা অপ্সরার সন্তান: অরণ্যে বর্জ্জিত হইয়া মহর্ষি কণ্ব কর্ত্তৃক লালিত হয়েন। তিনি যখন যুবতী, তখন একদিন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া ঘটনাক্রমে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হয়েন। সেখানে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে একাকী ফিরিয়া যান।

"মহর্ষি কণ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানবলে সমস্ত জানিলেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে গান্ধর্ব্ব-বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া সেই বিবাহের অনুমোদন করিলেন। পরে কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার এক পুত্র হয়। কণ্বমুনি পুত্রবতী শকুন্তলাকে রাজসদনে প্রেরণ করেন।

"শকুন্তলা রাজসভায় উপনীত হইলে দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। পরে দৈববাণী হইলে তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বিবাহ-বৃত্তান্ত রাজার স্মরণ ছিল। কিন্তু তিনি লোকলজ্জাভয়ে শকুন্তলাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।"

এই গল্পটি কালিদাস তাঁহার নাটকে এইরূপ সাজাইয়াছেন:—

প্রথম অংক

দুষ্মন্তের মৃগয়ায় বাহির হইয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিতি। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পরের পরিচয় ও প্রেম। শকুন্তলার সহচরী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সে বিষয়ে উৎসাহদান।

দ্বিতীয় অংক

দুষ্মন্ত ও বয়স্য। রাজার মৃগয়ায় নিরুৎসাহ ও বয়স্যের সহিত শকুন্তলা সম্বন্ধে আলাপ। রাজাকে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য সেনাপতির নিষ্ফল অনুরোধ। তাপসদ্বয়ের প্রবেশ ও রাক্ষসগণের বিঘ্ননিবারণের জন্য রাজাকে অনুরোধ। মাতৃ-আজ্ঞাচ্ছলে দুষ্মন্তের স্বীয় বয়স্যকে বিদায়-দান ও দুষ্মন্তের তপোবনের পুনঃ-প্রবেশ।

তৃতীয় অংক

দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরস্পরের প্রেমজ্ঞাপন ও গান্ধর্ব্ববিবাহের প্রস্তাব। সহচরীগণের সে বিষয়ে সাহায্য-দান।

চতুর্থ অংক

দূরে বিরহিণী শকুন্তলা; অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার আলাপন। শকুন্তলা-সমক্ষে দুর্ব্বাসার প্রবেশ ও অভিশাপ। আশ্রমে কণ্বের প্রত্যাবর্ত্তন ও শকুন্তলাকে গৌতমী ও তাপসদ্বয়ের সহিত পতিগৃহে প্রেরণ।

(এই অংকে আমরা জানিতে পারি যে রাজা

বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শকুন্তলাকে এক অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দিয়া যান।)

পঞ্চম অঙ্ক

রাজসভায় রাজা দুষ্মন্ত। গোতমী ও তাপসদ্বয়-সহ শকুন্তলার প্রবেশ, প্রত্যাখ্যান ও অন্তর্দ্ধান।

পঞ্চম অঙ্কাবতার

ধীবর নাগরিক ও রক্ষিদ্বয়। অঙ্গুরীয়ের উদ্ধার।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বিরহী রাজার বিলাপ, স্বর্গ হইতে ইন্দ্রের আমন্ত্রণ-প্রাপ্তি।

সপ্তম অঙ্ক

স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনকালে হেমকূট পর্ব্বতে দুষ্মন্তের আগমন। তৎপুত্র-দর্শন ও শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন।

দেখা যাইতেছে, আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে মহাভারতের সহিত এই নাটকের বিশেষ কোন বৈষম্য নাই। কালিদাস মূল উপাখ্যানকে পল্লবিত করিয়াছেন মাত্র। প্রধান বৈষম্য এই যে (১) মহাভারত অনুসারে মহর্ষির আশ্রমেই শকুন্তলার পুত্র হইয়াছিল; কালিদাসের নাটকে তাঁহার প্রত্যাখ্যানের পরে তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; (২) মহাভারতের শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, সেই সভামধ্যেই গৃহীতা হইয়াছিলেন; নাটকে বিচ্ছেদের পরে মিলন স্থানান্তরে হইয়াছিল; (৩) সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

যেমন কালিদাস তাঁহার গল্পটি মহাভারত হইতে লইযাছেন, সেইরূপ ভবভূতি উত্তরচরিতের আখ্যানবস্তু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামায়ণের উপাখ্যানটি এই:—

"রাম লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রজাগণ সীতার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটাইল। রাম স্বীয় বংশমর্য্যাদা-রক্ষার্থ তপোবন-দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনবাস দিলেন. সীতা বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাহার পরে রাম অশ্বমেধযজ্ঞ করেন। তিনি তপোরত শূদ্রক রাজাকে বধ করেন। পরে অশ্বমেধ-যজ্ঞোপলক্ষে বাল্মীকি লব ও কুশকে লইয়া রামের রাজসভায় আসেন। সেখানে লব ও কুশ বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ গান করে। রাম তাহাদের চিনিতে পারেন, এবং সীতাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সীতার সতীত্ব প্রজাসমক্ষে সপ্রমাণ করিবার জন্য অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব করেন। অভিমানে সীতা ভূগর্ভে প্রবেশ করেন।"

ভবভূতি তাঁহার নাটকে গল্পটি এইরূপ সাজাইযাছেন:—

প্রথম অঙ্ক

অন্তঃপুরে সীতা ও রাম। অষ্টাবক্র মুনির প্রবেশ। তাঁহার কাছে প্রজারঞ্জনার্থ জানকীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে রামের প্রতিজ্ঞা। আলেখ্য দর্শন করিতে করিতে সীতার তপোবনদর্শনে ইচ্ছা-প্রকাশ। দুর্মুখের প্রবেশ ও সীতার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ-বিজ্ঞাপন ও রামের সীতানির্ব্বাসনে সংকল্প।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রামের পঞ্চবটী বনে প্রবেশ ও শূদ্রকের শিরশ্ছেদ। রামের জন্মস্থান-দর্শন।

তৃতীয় অঙ্ক

বাসন্তী, তমসা ও ছায়াসীতার সমক্ষে রামের বিলাপ। (এই অঙ্কে বিষ্কম্ভকে তমসা ও মুরলার কথোপকথনে প্রকাশ পায় যে, রাম হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতিকে সহধর্ম্মিণী করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন)। বনবাসান্তে প্রসববেদনায় সীতা গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদান করেন, এবং পৃথ্বী ও ভাগীরথী তাঁহাকে পাতালে লইয়া রক্ষা করেন, এবং তাঁহার যমজ কুমারদ্বয়—লব-কুশকে মহর্ষির হস্তে অর্পণ করেন।

চতুর্থ অঙ্ক

জনক, অরুন্ধতী ও কৌশল্যার বিলাপ লবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ।

পঞ্চম অঙ্ক

লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপকথনে সেই যুদ্ধের বর্ণনা। লব, কুশ ও চন্দ্রকেতুর সহিত রামের সাক্ষাৎ ও কুশের মুখে বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ-গাথা শ্রবণ।

সপ্তম অঙ্ক

রামের সীতানির্ব্বাসন অভিনয়-দর্শন।
রামের সহিত সীতার মিলন।

ভবভূতি মূল রামায়ণের গল্প প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন নাই। প্রথমতঃ, রামায়ণের রাম বংশমর্য্যাদা-রক্ষার্থ ছলে সীতাকে বনবাস দেন; ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জনব্রতে বিনা ছলে জানকীকে নির্ব্বাসিত করেন। দ্বিতীয়তঃ ছিন্ন-শির শম্বুকের দিব্যমূর্ত্তি গ্রহণ, ছায়াসীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ রামায়ণে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য—রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কবিদ্বয় মূল উপাখ্যান উক্তরূপ বিকৃত করিলেন কেন?

কালিদাস শকুন্তলার পুত্র দ্বারা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে লব-কুশের কাহিনী কবির মনে উদিত হইয়াছিল। এ ব্যতিক্রম কবিত্ব হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। মিলন সম্বন্ধে বৈষম্যও উক্তরূপ কবি-কল্পনা। কিন্তু প্রধান বৈষম্য অভিজ্ঞান ও অভিশাপ সে উদ্দেশ্যে কল্পিত হয় নাই। একটি গুরুতর উদ্দেশ্যে কবি ইহার অবতারণা করিয়াছেন।

আমরা দেখি, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ শকুন্তলা নাটকের অন্তর্গত করায় একটি ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাহাতে দুষ্মন্ত বাঁচিয়া গিয়াছেন। কালিদাস যাঁহাকে তাঁহার নাটকের নায়ক করিয়াছেন, তিনি মূল উপাখ্যানে একজন লম্পট রাজা; তিনি বহুপত্নীক; মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করেন। তিনি একটি সুন্দর কুসুমকলিকা দেখিলেই তাহাতে উড়িয়া বসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি যে মুগ্ধা বালিকার প্রকারান্তরে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পলায়ন করিবেন তাহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাহার পরে রাজসভায় বা অন্তঃপুরে সে লজ্জার কথা প্রকাশ করিবেন না, বা স্বীকার করিবেন না, তাহাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কালিদাস দুষ্মন্তকে ধার্ম্মিকপ্রবর কর্ত্তব্য-পরায়ণ রাজারূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস তাঁহাকে কলঙ্ক হইতে দুইবার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন,—প্রথমবার, গান্ধর্ব্ব-বিবাহে; দ্বিতীয়বার, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপে।

এই নাটকে বর্ণিত দুষ্মন্তের চরিত্রটি মানসিক অণুবীক্ষণে দেখিলে তাঁহাকে বেশ রসিক পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে কণ্বের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, কবি বলিয়া না দিলেও পাঠক বুঝিবেন যে, তাহার সহিত বৈখানসের কথিত "দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথিসৎকারায় নিযুজ্যে"র বেশ একটু সম্পর্ক আছে। এই আকারান্ত শব্দটি রাজার বেশ একটু কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছে। রাজা যে উত্তর করিলেন,—উত্তম! "তাং দ্রক্ষ্যামি," তাহা নিতান্ত উদাসীনভাবে নহে। তাহার পরে সখী সহ শকুন্তলাকে আশ্রমোদ্যানে দেখিয়া তিনি যে ভাবিলেন,—"দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বন-লতাভিঃ," তাহাও যে ঠিক কলাবৎ হিসাবে ভাবিলেন, তাহা নহে। তাহা হইলে তাহার পরই "ছায়ামাশ্রিত্য" লুকাইয়া দেখিবার প্রয়োজন কি ছিল? যেখানে মনে পাপ, সেখানেই লুকাচুরি। তিনি চোরের মত লুক্কায়িত হইয়া সখীত্রয়ের কথোপকথনে তিনটির মধ্যে শকুন্তলা কোন্‌টি, তাহা যখন জানিলেন, তখন তিনি এ হেন রত্নকে "আশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্ক্তে" এই বলিয়া কণ্ব-মুনিকে যে "অসাধুদর্শী" কহিলেন, তাহা হৃদয়ে করুণরস উদ্রিক্ত হইবার ফলে নহে। তিনি "পাদপান্তরিত" হইয়া তাপসী বালাকে দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

"ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।

বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ।"

[শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সূক্ষ্মগ্রন্থিদ্বারা বল্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তন-যুগল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার নবীন দেহ, পাণ্ডুবর্ণ পরিপক্ক পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায়, আপনার কান্তির শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।]

পাঠক দেখিতেছেন, রাজার লক্ষ্য প্রধানতঃ কোথায়? পরেই সোজাসুজি কবুল জবাব, "অভিলাষি মে মনঃ।"—পাঠকের সর্ব্ব সংশয় ভঞ্জন হইয়া গেল।

কিন্তু এই সঙ্কটে কালিদাস দুষ্মন্তকে খুব বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা লালসায় দীপ্ত হইয়াও শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন; তিনি শকুন্তলার জন্ম ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃ-
করণপ্রবৃত্তয়ঃ।"

[সজ্জনগণের যেখানে সন্দেহ হয়, সেখানে তাহাদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই স্থির-নিশ্চয়ের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে]।

পরে যখন তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা মেনকার গর্ভজাতা ও বিশ্বামিত্রের কন্যা, তখন তাঁহার মন হইতে একটা প্রকাণ্ড ভার নামিয়া গেল। তিনি স্বগত কহিলেন,—

"আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং
রত্নম্"

[তুমি যাহাকে অগ্নি মনে করিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহা এখন স্পর্শযোগ্য রত্ন হইয়াছে।]

এই স্থানে কবি দেখাইলেন যে, রাজা কামুক বটে, কিন্তু লম্পট নহেন। এই মানসিক বিপ্লবে তাঁহার মনুষ্যত্ব যায় নাই, এবং তিনি কামান্ধ হইয়াও বিবেকচ্যুত হয়েন নাই। তিনি পিপাসুনেত্রে শকুন্তলাকে দেখিতেছেন সত্য, তিনি এই তাপসী বালিকাকে দেখিয়াই আপনারই উপভোগ্যা বিবেচনা করিতেছেন সত্য, তথাপি তিনি মনে মনে শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন। তখন বুঝি, যাহাই হউক, তিনি বালিকাকে ভ্রষ্টা করিয়া পলায়ন করিতে চাহেন না, তাঁহার সংকল্প সাধু।

কামকবিগণ বিবাহ জিনিসটাকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গদ্যময় বিবেচনা করেন। স্বর্গীয় প্রেমে বিবাহ যেন একটা বাধা। তাঁহাদের মতে বিবাহ একটা অতি অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট। তাঁহারা ভাবেন যে, কাব্যে ইহার স্থান নাই।

Platonic loveএ বিবাহ নিষ্প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কারণ, তাহার ভবিষ্য ইতিহাস ঐ প্রেমেই পর্য্যবসিত। কিন্তু যেখানে যৌন মিলন, সেখানে অপরিহার্য্য ব্যাপার। বিবাহ না থাকিলে এই মিলনটি পাশব ক্রিয়ামাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আর প্রেম জিনিসটা দাঁড়ায় গিয়া—কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন কামসেবায়। বিবাহ বুঝাইয়া দেয় যে, এ মিলন কেবল আজিকার জন্য নয়, ইহা ক্ষণিক সম্ভোগ নহে, ইহার একটা মহা ভবিষ্যৎ আছে, এ মিলন চির-জীবনের। বিবাহ বুঝাইয়া দেয় যে, নারী কেবল ভোগ্যা নহে, সম্মানার্হা। বিবাহ—গৃহে সুখের উৎস, সন্তানের কল্যাণের হেতু সামাজিক মঙ্গলের উপায়। ইহার উপর কেবল ব্যক্তির শান্তি নহে, সমস্ত সমাজের শান্তি নির্ভর করে। বিবাহই কুৎসিত কামকে সুন্দর করে, উদ্দাম প্রবৃত্তির মুখে রশ্মি বাঁধিয়া দেয়, বিশ্বসৃষ্টিকে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। পশুদের মধ্যে বিবাহ নাই, অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ নাই। বিবাহ সভ্যতার ফল। ইহা কুসংস্কার নহে, আবর্জ্জনা নহে, বিপত্তি নহে।

কাব্যে কি বিবাহের স্থান নাই? কাব্যে তবে স্থান আছে বুঝি উচ্ছৃঙ্খল কামসেবার, নগ্ন-মূর্ত্তিদর্শনে উদ্দীপিত লালসার উত্তেজনার, এবং পাশব সংযোগের ক্ষণিক উন্মাদনার? বিবাহচ্ছলেও কাব্যে এ সব ব্যাপারের বর্ণনা ন্যক্কারজনক! সব মহাকাব্যে এ বীভৎস ব্যাপার উহ্য থাকে। কেবল ভারতচন্দ্রের মত কামকবিরা তাহার বর্ণনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। বিনা বিবাহে এ ব্যাপারের বর্ণনা ব্যাধিগ্রস্ত মস্তিষ্কের বিকার।

মহাভারতকারও এই বিবাহ কাব্যে অপরি-হার্য্য বিবেচনা করিয়াছেন; পাশব সঙ্গমের বর্ণনা করেন নাই। আর কালিদাস কেবল

মহাকবি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত লালসা সুন্দর নহে—কুৎসিত। তিনি কুৎসিত আঁকিতে বসেন নাই, সুন্দর আঁকিতে বসিয়াছেন। তাই তিনি বিবাহ এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়াছেন। চন্দ্র সুন্দর; আকাশ সুন্দর; পুষ্প সুন্দর; নির্ঝরিণী সুন্দর; নারীর আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু ও সরস রক্তিম অধর সুন্দর। কিন্তু মানবের অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্যের কাছে এ সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। ভক্তি, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, সেবা, ত্যাগ ইত্যাদির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে নারীর সুগোল বাহু ও পীন বক্ষ লজ্জা পায়। কর্ত্তব্যজ্ঞানের অপেক্ষা সুন্দর কি আছে? এই কর্ত্তব্যজ্ঞান লালসাকেও আলোকিত করে, বীভৎস কামকেও সুন্দর করে। বিবাহকে বর্জ্জন করিয়া লালসাকে চিত্রিত করিলে তাহা সুন্দর হয় না,—কুৎসিত হয়। যাহারা কামী, তাহাদের যে এই চিত্র ভাল লাগে, তাহা এ চিত্র সুন্দর বলিয়া নহে, তাহাদের কামকে উদ্দীপ্ত করে বলিয়া।

আর এক স্থলে কবি দুষ্মন্তকে অত্যন্ত বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যখন রাজা রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি অনায়াসে ধর্ম্মানুসারে পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। একজন কামুক বিশেষতঃ একজন বহুপত্নীক রাজা ত এরূপ করিয়াই থাকে। তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কবি অভিজ্ঞান ও অভিশাপ দিয়া দুষ্মন্তকে বাঁচাইয়া লইলেন। তিনি যাইবার সময়ে শকুন্তলাকে যে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর এই অভিশাপে দেখা যায় যে, রাজার বিস্মৃতি লম্পটের বিস্মৃতি নয়, ইহা দৈব, তাহাতে রাজার হাত ছিল না। এমন কি, কবি ধর্ম্মভয়ই এই শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের কারণ বলিয়া দেখাইয়া লইলেন। কবি এ বিষয়টি এইরূপে নাটকে প্রবেশ করাইয়াছেন। চতুর্থাঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় নিষণ্ণা। দুর্ব্বাসা আসিয়া কহিলেন, "অয়মহং ভোঃ।" শকুন্তলা অনন্যমনা শুনিতে পাইলেন না। তাহার পরে অনসূয়া শুনিতে পাইলেন, দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতেছেন—

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥"

[তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে (অতিথিরূপে) উপস্থিত এই তপোধনের, (আমার) অভ্যর্থনা করিলি না, যেমন (মদ্যাদি পানে) মত্ত ব্যক্তি যে বাক্য প্রথমে প্রয়োগ করে, পুনরায় আর তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, তেমনি সেই ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপে স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোকে স্মরণ করিতে পারিবে না।]

অনসূয়া দেখিতে পাইলেন যে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি দ্রুত যাইয়া মহর্ষির পদতলে পড়িয়া কহিলেন,—আমাদের প্রিয়সখী বালিকা, তাহার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। দুর্ব্বাসা শেষে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, কোনও আভরণ অভিজ্ঞানস্বরূপ দেখাইলে রাজার স্মরণ হইবে। পরে শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালে অনসূয়া কি প্রিয়ংবদা দুষ্মন্তের অভিশাপের কথা আর শকুন্তলাকে বলিলেন না। যাইবার সময় স্বতঃ-উদ্বিগ্না শকুন্তলার মনে একটা আশঙ্কা জাগ্রৎ করিয়া লাভ কি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সে কথা গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যাইবার সময়ে দুষ্মন্তের প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি দেখাইয়া কহিলেন যে "রাজর্ষি যদি তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে এই অভিজ্ঞানটি তাঁহাকে দেখাইবে।"

এই অভিজ্ঞান লইয়াই শকুন্তলা নাটক। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ না থাকিলেও এই অভিজ্ঞানের বৃত্তান্তটি আগাগোড়া নাটকের আখ্যানের সহিত খাপ খাইত; কেবল দুষ্মন্তকে ধর্ম্মদার-প্রত্যাখ্যানকারী লম্পটরূপে চিত্রিত করিতে হইত, এইমাত্র।

ভবভূতিও একবার রামকে বাঁচাইবার জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছেন। বাল্মীকির রাম নিজের বংশমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য পতিপ্রাণা সীতাকে ছলে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ভবভূতি দেখিলেন যে, তাহাতে রামের চরিত্র

মলিন হইয়া যায়। সর্ব্বত্র ন্যায়বিচারই রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহার কাছে এক দিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, আর এক দিকে ন্যায়বিচার। বংশ যাউক, রাজ্য যাউক, নিরপরাধিনীকে শাস্তি দিব না—এইরূপই তাঁহার মনের অবস্থা হওয়া উচিত। বংশমর্য্যাদা-রক্ষা আর কন্যার বিবাহ দেওয়াও ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম—ন্যায়বিচার। রাম জানেন যে, সীতা নিরপরাধিনী। যে রাজা বংশমর্য্যাদা-রক্ষার্থ নিরপরাধিনীকে নির্ব্বাসিতা করেন, সে রাজার বংশমর্য্যাদা রক্ষা হয় না, সে রাজা সবংশে নির্ব্বংশ হন। ভবভূতি দেখিলেন যে, এ রামে চলিবে না। তাই অষ্টাবক্রের সমক্ষে রামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে,—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।"

[স্নেহ, দয়া এবং সুখ, এমন কি, যদি জানকীকে পর্য্যন্ত প্রজারঞ্জনহেতু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই।]

ভবভূতি দেখিলেন যে, রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজারঞ্জন। সেই প্রজারঞ্জনরূপ কর্ত্তব্যপালনের জন্য রাম নিরপরাধিনী সীতাকে বনবাস দিলেন। এইরূপে ভবভূতি যতদূর সম্ভব রামের চরিত্রকে দোষশূন্য করিয়া লইলেন।

ভবভূতি আর এক স্থলে রামকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা শূদ্রক যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার শিরশ্ছেদের পরে যে তিনি দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জনস্থান দেখাইতে লাগিলেন, এরূপ ব্যাপার রামায়ণে নাই। রামায়ণের রাম, শূদ্রক শূদ্র হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছিল, এই অপরাধে তাহাকে বধ করেন। ভবভূতি দেখিলেন, এ অত্যন্ত অবিচার। পুণ্য-কার্য্যের জন্য প্রাণদণ্ড? এ রামে চলিবে না। তাঁহার রাম তাই কৃপা করিয়া তরবারি দ্বারা শূদ্রককে শাপমুক্ত করিলেন।

কিন্তু কবিদ্বয় এরূপ কেন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

প্রথমতঃ, অলঙ্কার শাস্ত্র বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে এক শাস্ত্র আছে। যিনি যত বড় কবিই হউন না কেন, তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পুরাকালে সকলকেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইত। যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এমন কি, যাঁহারা বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অন্ততঃ মুখেও বেদ মানিয়া চলিতে হইত। এই কবি-দ্বয়কে সেই অলঙ্কার শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইয়াছে। এই অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি বিধান এই যে, নাটকের যিনি নায়ক, তাঁহাকে সর্ব্ব-গুণান্বিত ও দোষশূন্য করিতেই হইবে।

কেহ কেহ বলিবেন যে, এ নিয়ম অত্যন্ত কঠোর, এবং ইহা নাটককারের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু গানের তাল নৃত্যের ভঙ্গী, কবিতার ছন্দ, সৈন্যের গতি—সব মহৎ জিনিসের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। নিরঙ্কুশ বলিয়াই যে কবিরাও নিয়মের শাসন অতিক্রম করিতে পারেন, তাহা নহে।

নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্য ও নাটক সুকুমার কলা। নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্যে এত সৌন্দর্য্য। তবে এ নিয়ম উচিত কি অনুচিত, তাহাই বিচার্য্য।

আমার বিশ্বাস যে, নায়ক সর্ব্বগুণান্বিত হওয়া চাই, এই যে নিয়ম, ইহার উদ্দেশ্য এই যে নাটকের বিষয় মহৎ হওয়া চাই। এই জন্য প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেরই নায়ক রাজা, বা রাজপুত্র। এই নিয়ম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌গণ কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। Shakespeare-এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকগুলির নায়ক হয় সম্রাট, নয় রাজা বা রাজপুত্র; (Macbeth পরে রাজা হইয়াছিলেন এবং Othello এক জন General) ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণ যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতই তাঁহাদের চিত্রের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। Homer-এর ইলিয়ড রাজায় রাজায় যুদ্ধ লইয়া রচিত।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যে এ মত মানিয়া চলা হয় না। মহাকবি Ibsen-এর রচিত বিখ্যাত সামাজিক নাটকগুলির নায়ক সকলেই গৃহস্থ। বস্তুতঃ গৃহস্থের ব্যাপার লইয়াই "সামাজিক নাটক।" স্পেনীয় ও ওলন্দাজ ও ইংরাজ চিত্রকরগণ সামান্য মনুষ্য ও দৃশ্য চিত্রিত করিয়া জগন্মান্য হইয়াছেন। কিন্তু Shakes-

peare-এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকগুলির সহিত Ibsen-এর নাটকগুলির বোধ হয় তুলনা হয় না। সেইরূপ Rubens বা Turner-এর নাম বোধ হয় Raphael, Titian, Michael-angelo-র সহিত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিতে কেহ সাহসী হইবেন না।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মটি সাধারণতঃ ঠিক। বিষয় উচ্চ না হইলে নাটকের কার্য্যাবলীর একটা গরিমা অনুভূত হয় না। কোনও মহাচিত্রকর শুদ্ধ একটা ইটের পাঁজা চিত্রিত করেন নাই। হয়ত তিনি ইষ্টক-স্তূপ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষভাবে চিত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু এই চিত্র কখন Raphael-এর Madonna-র সহিত একাসনে স্থান পাইবে না। কোনও শ্রেষ্ঠ নাটককার (Ibsen পর্য্যন্ত) কেরাণীকে নাটকের নায়ক করেন নাই। লেখকের ক্ষমতা এরূপ চরিত্রাঙ্কনে পরিস্ফুট হইতে পারে; তাহাতে সূক্ষ্ম বর্ণনা ও দার্শনিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ নাটক Shakes-peare-এর Julius Caesar-এর সহিত এক পংক্তিতে বসিতে পাইবে না। এরূপ চিত্রে বা নাটকে দর্শক বা শ্রোতার হৃদয় স্তম্ভিত বা স্পন্দিত হয় না—কেবল কলাবিদের প্রকৃতি-বিজ্ঞানে একটা সহর্ষ বিস্ময় হয় মাত্র। কিন্তু প্রকৃত মহা রচনা কেবল ঐরূপ বিস্ময় উৎপাদন করে না। যেখানে কলাবিদের নৈপুণ্যই মনে উদিত হয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর ব্যাপার। অতি মহৎ ব্যাপারে দর্শক বা শ্রোতা চিত্রকর বা কবির অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে, তাহার রচনায় অভিভূত হইয়া যাইবে। যখন Irving অভিনয় করিতেছেন, তখন যদি মনে হয় যে, বাঃ! Irving ত সুন্দর অভিনয় করেন, তাহা হইলে সে উত্তম অভিনয় নহে। শ্রোতা Hamlet-এর কাহিনীতে Irving-এর অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তখনই বলিব, এই উত্তম অভিনয়। গ্রন্থকার সম্বন্ধেও তাই। যে নাটক পাঠ করিতে করিতে পাঠক মনে করিবে,—গ্রন্থকারের কি কৌশল, কি ক্ষমতা, কি সূক্ষ্ম দর্শন, কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান ইত্যাদি, সে নাটক প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর নাটক নহে। যে নাটক পাঠককে তন্ময় করে, পাঠকের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে, পাঠকের জ্ঞান লুপ্ত করে, তাহাই অতি উচ্চ-শ্রেণীর নাটক।

রাজার প্রেম, রাজার যুদ্ধ, রাজার উন্মত্ততায় অমনই একটা মোহ আছে। "রাজা" কথাই একটা ভাবের আধার। সে ভাব এই যে, ইনি সমস্ত জাতির প্রতিনিধি, সকলে ইঁহাকে মানে, সমস্ত জাতির তিনি মহিমা, বন্ধন, কেন্দ্র। রাজা রাস্তায় বাহির হইলে লোক তাঁহাকে দেখিতে রাস্তায় জড় হয়। তিনি রাজসভায় বসিলে লোক তাঁহার পানে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকে। রাজার ব্যাপারে একটা যেন নিগূঢ়ত্ব আছে। রাজা উঠিলে, রাজা উঠিলেন। রাজা শয়ন করিলে, রাজা শয়ন করিলেন। রাজা লম্পট হইলেও তিনি রাজা। রাজার ঘটনা শুনিতে ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্ত ভালবাসে। তাই দিদিমা গল্প করেন,—'এক যে ছিল রাজা, তিনি একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া দেখিলেন কি না—এক সুন্দরী রাজ-কন্যা।' রাজকন্যা না হইলে গল্প জমে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজার বিষয় বক্তা কি শ্রোতা কিছুই জানে না।

কিন্তু আমার বোধ হয় যে, অনেকটা সেই জন্য এই ব্যাপারে এতখানি মোহ। যে বিষয় জানি না, অথচ যাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু কখনও কখনও শুনিতে পাই, তাহার বিষয়ে আরও জানিবার কৌতূহল হয়। তাহার উপর এ আর কেহ নহে, রাজা। ঊর্দ্ধ্বনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে হয়; তাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ সৈন্য সমর-ক্ষেত্রে ধাবিত হয়; তাঁহার অর্থে প্রত্যহ লক্ষ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে; তাঁহার প্রাসাদ যেন একটা কক্ষাবলির অরণ্য। এই সকল কারণেই বোধ হয় ব্যাপারটা বেশ জমকাল মনে হয়।

নাটককারগণও রাজকাহিনী বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া মনে করেন; তাঁহারাও একটা প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র চান—যেখানে কার্য্যের গতি অবাধ। সমুদ্র নহিলে তরঙ্গ দেখাইয়া সুখ নাই।

এই জন্যই অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকেরই নায়ক রাজা। বিষয় মহৎ হইল। তাহার উপর সেই রাজা যদি স[illegible] হইলেন ত বিষয় মহত্তর হইল।

আমি বিবেচনা করি যে, নাটকের বিষয় মহৎ হইবে, এ নিয়ম সংগত। তবে রাজাকেই যে নায়ক করিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। গৃহস্থের মধ্যেও মহৎ প্রবৃত্তি দুর্লভ নহে। একজন সামান্য ব্যক্তিও কার্য্যে প্রকৃত বীর হইতে পারে। প্রকৃত শৌর্য্য, প্রকৃত সাহস, প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণতা—সামান্য ব্যক্তির কার্য্যাবলিতেও প্রদর্শিত হইতে পারে। গৃহস্থও নাটকের নায়ক হইতে পারে।

তবে সে গৃহস্থ মহৎ হওয়া চাই। নায়ক সর্ব্বগুণসম্পন্ন বা দোষবিরহিত হইবেন, ইহা একটু বেশী রকমের বাঁধাবাঁধি নিশ্চয়। এরূপ কঠোর নিয়মের দোষ—(১) সব নাটকই কতকটা এক ছাঁচে ঢালা হইয়া যায়; (২) চরিত্রটি অতিমানুষিক হইয়া যায়, স্বাভাবিক থাকে না; কারণ, প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দোষ আছেই। বর্ণিত মনুষ্যে দুষ্প্রবৃত্তির একেবারে অভাব থাকিলে সে মানুষ আর জীবন্ত মানুষ হয় না। সে কতকগুলি গুণের সমষ্টিতে পরিণত হয়। Idealistic শ্রেণীর নাটকে ইহা চলে। কিন্তু Realistic School-এর নাটকও জগতে আছে এবং তাহাও আবশ্যক। তাহাতে দোষশূন্য মানুষকে নায়ক করিলে অপ্রাকৃত নায়ক হয়।

তবে ইহা নিশ্চিত যে, একজন লম্পট বা পাষণ্ড কোনও নাটক বা কাব্যের নায়ক হয় না। তাহা চিত্রিত করিয়া জগতের সৌন্দর্য্য দেখান যায় না। যাহা প্রকৃত, তাহাই সুন্দর নয়। যাহা প্রকৃত, তাহাই যদি সুন্দর হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই সুন্দর;—এবং তাহা যদি হয়, তাহা হইলে, 'সুন্দর' শব্দটিরই প্রয়োজন নাই। কারণ, কুৎসিত আছে বলিয়াই 'সুন্দর' নামে কতকগুলি পদার্থকে পৃথক্ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অসুন্দরকে নাটকের নায়ক করিতে নাই। কোনও মহা চিত্রকর বা কবি অসুন্দর ব্যক্তি বা পদার্থ আলেখ্যে কেন্দ্রীয় চিত্র করিয়া আঁকেন নাই। তবে সুন্দরকে তুলনায় আরও সুন্দর দেখাইবার জন্য কুৎসিতকে চিত্রিত করা যাইতে পারে।

মহাকবি Shakespeare এ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের বিষয় মহৎ বটে, কিন্তু তাঁহার নায়কগণের বিশেষ কোনও গুণ নাই। Hamlet-এর গুণের মধ্যে পিতৃভক্তি। কিন্তু তিনি সমস্ত নাটকখানিতে কেবল ইতস্ততঃ করিয়াছেন। King Lear ত উন্মাদ। সন্তানের পিতৃভক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি জানেন কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাস। তাহার পরে তাঁহার প্রধান দুঃখ Regan ও Goner-ill তাঁহার পার্শ্বচর কাড়িয়া লইয়াছেন। পিতৃ-ভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—Ingratitude thou marble hearted fiend ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার আক্ষেপ উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। Othello ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এতদূর অন্ধ হইলেন যে প্রমাণ না চাহিয়াই সাধ্বী স্ত্রীকে বধ করিলেন। Macbeth ত নিমকহারাম। Antony কামুক। Julius Caesar দাম্ভিক। কিন্তু Shakespeare এই নাটকগুলিতে সেই সব চরিত্রদৌর্ব্বল্যের বা পাপ-প্রবৃত্তির ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। সব ক্ষেত্রেই পাপের নিষ্ফলতা বা আত্মহত্যা দেখাইয়াছেন। Goethe র Faustএও তাই।

কিন্তু Shakespeare এই গ্রন্থগুলিতে এত উচ্চ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার নায়কদিগের চারি দিকে তাহারা একটি জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সেই নাটকগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। Hamlet-এ Horatio, Polo-nius, Ophelia; Lear-এ Kent, Fool, Edgar, Cordelia; Othello-তে বিশুদ্ধ চরিত্রা Desdemona ও তাঁহার সহচরী Macbeth-এ Banquo ও Macduff Antony and Cleopatra-তে Octavious; Julius Caesar-এ Brutus ও Portia নায়ক-দিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তথাপি Shakespeare কেন এরূপ করিলেন? তাহার কারণ বিবেচনা করি এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গর্ব্বিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাঁহার কাছে সমধিক লোভ-নীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমধিক মুগ্ধ হইতেন। বিরাট ক্ষমতা বিরাট বুদ্ধি, বিরাট বিদ্বেষ, বিরাট অসূয়া বিরাট প্রতিহিংসা, বিরাট লোভ তাঁহার কাছে সমধিক লোভনীয় ছিল। নিরীহ শিশু পর

দুঃখকাতর বন্ধু বা ভক্ত চৈতন্য বোধ হয় তাঁহার মতে অতি ক্ষুদ্র চরিত্র। স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব তিনি যে একেবারে বুঝিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্যকে তিনি ক্ষমতা ও বাহিরের জাঁকজমকের নীচে স্থান দিয়াছেন।

প্রাচ্য কবিগণ একটা ধর্ম্মের মহিমায় মহীয়ান্ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষমতার মোহে একেবারে ভুলিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে অধিক প্রীতিপ্রদ ছিল। চরিত্রকে তাঁহারা ক্ষমতার নিম্নে স্থান দিতে স্বীকৃত ছিলেন না। তাঁহারা তাই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, নায়ক যে কেবল রাজা হইবে, তাহা নহে। নাটকের নায়কগণকে মহৎ করিতে হইলে, সেই রাজার সর্ব্বগুণান্বিত হইবার প্রয়োজন আছে। ভারতে মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন। তাঁহারা যথাসাধ্য স্ব স্ব নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে সর্ব্বগুণান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিদ্বয় উক্তরূপে তাঁহাদের নাটকের নায়ককে সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়েন নাই। রচনার স্থানে স্থানে নায়কের প্রতি কবিদ্বয়ের উদ্রিক্ত ক্রোধ গৈরিকস্রাবের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এবং প্রপীড়িতা নায়িকার প্রতি কারুণ্য ও অনুকম্পা ঝলকে ঝলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করিবার পূর্ব্বেও (যখন ক্রোধ হইবার কারণ হয় নাই) গৌতমী বলিতেছেন—

"ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমি এ তু
এবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কস্সঅ চরিত্র কিং ভণদু এক্ক
এক্কস্সিং॥"

[এই (শকুন্তলা) গুরুজনের কোনও অপেক্ষা করেন নাই এবং আপনিও বন্ধুবান্ধবকে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই, অতএব এই (শকুন্তলা এবং আপনার) আচরণ বিষয়ে মহর্ষি কণ্ব কি বলিবেন? যাহা করিয়াছেন, তাহাই সমুচিত বলিয়া জানিবেন।]

ইহা জ্বালাময় ব্যঙ্গ। প্রত্যাখ্যানের পরে শার্ঙ্গরব বলিতেছেন,—

"মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্যমত্তানাম্।"

[ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিদিগের এইরূপ মনোবিকার প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে।]

তাহার পর,—

"কৃতাবমর্ষামনুমন্যমানঃ সুতাং ত্বয়া
নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং পাত্রীকৃতো
দস্যুরিবাসি যেন॥"

[আপনি যে এই মুনি-তনয়াকে স্পর্শ করিয়াছেন, মহর্ষি কণ্ব তাহা জানিয়াও এখন ইহাতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। চৌর্য্যবস্তু যেমন দস্যুকেই প্রদান করা হয়, মহর্ষিও সেইরূপ আপনাকে নিজ তনয়া সম্প্রদান করিয়াছেন।]

তাহার পরে যখন প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা মুখে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন শার্ঙ্গরব তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন—

"ইত্থং প্রতিহতং চাপল্যং দহতি।"—

[চাপল্য হেতু যে প্রণয় করিয়াছিলে, তাহাই এখন দগ্ধ করিতেছে।]

চাপল্যের ফল; না জানিয়া শুনিয়া গোপনে প্রণয় করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। দুষ্মন্ত তাহাতে আপত্তি করিলে শার্ঙ্গরব কহিলেন,—

"আজন্মঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যস্তস্যা প্রমাণং
বচন জনস্য।
পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈর্বিদ্যেতি তে সন্তু
কিলাপ্তবাচঃ॥"

[যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে শঠতা শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তির কথা অপ্রমাণ হইল; আর যাহারা বাল্যাবধি পরপ্রতারণা বিদ্যাস্বরূপ শিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের কথাই সত্য বলিয়া গণ্য হইল!]

যাঁহারা প্রতারণাকে বিদ্যার ন্যায় অভ্যাস করেন, তাঁহাদের কথাই বিশ্বাসযোগ্য বটে। সর্ব্বশেষে যেভাবে গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে একটা রোষ প্রকাশ পায়,—সে রোষ কামুক রাজার প্রতি ও কামুকী শকুন্তলার প্রতি। ঋষিশিষ্য ও ঋষিকন্যার মুখে ও

আচরণে এই তীব্রতা দেখিয়া মনে হয় যে, উহাই কালিদাসের মনোগত ভাব।

ভবভূতিও রামকে অনেক বাঁচাইয়া চলিলেও, তৃতীয় অঙ্কে বাসন্তীর মুখে মনে হয়, তাঁহার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই ছায়াসীতা-বিষ্কম্ভকে বাসন্তী ব্যঙ্গের মর্ম্মভেদী বাণে রামকে বিদ্ধ করিতেছেন। একবার বলিতেছেন,—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তামথবা কিমিহোত্তরেণ॥"

[তুমি আমার জীবনস্বরূপা, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপা, তুমি নেত্রদ্বয়ের কৌমুদী, দেহের অমৃত,—এইরূপ শত শত প্রিয় বাক্য দ্বারা সেই সরলহৃদয়াকে প্রীতা করিয়া—যাক্, আর অধিক কথায় কায নাই।]

তাহার পর যখন রাম বলিতেছেন, "লোকে শুনে না কেন, তাহারাই জানে," তখন বাসন্তী বলিতেছেন,—

"অয়ি কঠোর যশঃ কিল তো প্রিয়ং কিমযশো
ননু ঘোরতরঃপরম্।"

[হে নিষ্ঠুর! যশই তোমার প্রিয় হইল! (কিন্তু) ইহার অধিক আর কি অযশ হইতে পারে?—]

পরে বার বার সেই চিরপরিচিত স্থান দেখাইয়া রামকে ভূত-সুখস্মৃতিতে জর্জ্জরিত করিতেছেন।

এরূপ হইবারই কথা। পৃথিবীতে এমন একজন মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, প্রপীড়িতের দুর্ভাগ্যে যাঁহার হৃদয় কাঁদে নাই। যে পাপী, তাহার দুর্ভাগ্যে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। সেইজন্য মাইকেল রাবণের জন্য কাঁদিয়াছেন, মিল্টন শয়তানের দুঃখে কাঁদিয়াছেন। কিন্তু যে নিরাপরাধা প্রপীড়িতা নারী, তাহার দুঃখে ত কাঁদিতেই হইবে। Desdemona-র মৃত্যুর পরে তাঁহার সহচরীর মুখে তীব্র ভর্ৎসনা দৈববাণীর মত শুনায়। শকুন্তলার সেই রোষ গৌতমীর মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বয়ং কামপরবশা হইলেও, তিনি মুগ্ধা তাপসী, নারী—প্রলুব্ধা, পরিত্যক্তা। তাঁহার দুঃখে কবিকে কাঁদিতেই হইবে। আর সীতা—আকাশ-পবিত্র-চরিতা, নক্ষত্রের মত ভাস্বরা, সেফালিকার মত সুন্দরী, যূথিকার মত নম্রা, জগতে অতুলনীয়া সীতা, তাঁহার জন্য পশু-পক্ষী কাঁদে, কবি কাঁদিবেন না? ইহার জন্য দেবোপম রামের উপর কবির একটা রোষ আসিয়া পড়ে। ভবভূতিরও আসিয়াছে। সেই রোষ বাসন্তীর মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভবভূতি যে অন্তিমে প্রণয়িযুগলের চির-বিচ্ছেদস্থলে মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি নিয়ম-রক্ষার্থ। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম এই যে,—নাটক সুখ-দৃশ্যে শেষ করিতে হইবে। Tragedy সংস্কৃতে হইবার যো নাই। এই নিয়ম সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ। যদি নায়ক পুণ্যবান্ হইল ত পুণ্যের ফল দুঃখ হইতে পারে না। পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় দেখাইতেই হইবে; নহিলে অধর্ম্মের জয় দেখিলে লোকের অধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা।

আমি এই নিয়মটির অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, বাস্তব-জীবনে অধর্ম্মের জয়ই বরং অধিক দেখা যায়। নহিলে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, প্রতারণায় পৃথিবী ছাইয়া পড়িত না। ধর্ম্মের যদি অন্তিমে জয় হইতই, তাহা হইলে, সেই সব উদাহরণ দেখিয়া অধিকাংশ মানুষই ধার্ম্মিক হইত। তাহা হইলে ধার্ম্মিক হওয়ার জন্য কেহ প্রশংসা পাইত না; মনুষ্য-জীবনে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম অনেক সময় আমৃত্যু শির অবনত করিয়া থাকে, এবং অধর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত উচ্চ শির করিয়া চলিয়া যায়। যীশুখৃষ্টের জীবন ও Martyr দের জীবন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

একদিন ইংলণ্ডেও Poetic Justice নামে একটি সাহিত্যিক নীতি ছিল। কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের সমুচিত বিকাশ হয় না দেখিয়া ইংরাজ নাট্যকারগণ তাহা এক রকম পরিত্যাগ করিলেন। কারণ, তাহাতে মনুষ্যজীবনের এক দিক্ সাহিত্যে উহ্যই থাকিয়া যায়।

সাহিত্যে যদি অধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় দেখান যায়, তাহা হইলে কি দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়?—কখনই নহে। ধর্ম্ম তখনই ধর্ম্ম, যখন সে আর্থিক লাভালাভের দিকে লক্ষ্য

করে না; যখন সে তাহার দুঃখে দারিদ্র্যে একটা গরিমা অনুভব করে; যখন ধর্ম্ম-পালনের সুখই ধর্ম্ম-পালনের পুরস্কারস্বরূপ গণ্য হয়। Latimer Cranmer যে তেজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, রাণা প্রতাপ যে বলে আমৃত্যু দুঃখ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার গরিমা কেবল যে দর্শক ও পাঠককেই মুগ্ধ করে, তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্য্য স্বয়ং ত্যাগীও উপভোগ করেন।

স্বর্গে যাইব বলিয়া ধার্ম্মিক হওয়া, ভবিষ্যতে সম্পৎশালী হইব বলিয়া সৎ হওয়া, আর প্রত্যুপকার পাইব বলিয়া উপকার করার নাম ধর্ম্ম নহে—স্বার্থ-সেবা। মোণ্ডা দেখাইয়া সত্যবাদী হইতে বলা নীতিশিক্ষা দিবার প্রকৃত উপায় নহে। যে শিক্ষা সত্যকে ক্ষুন্ন করে, তাহা সত্যের সহিত সংঘাতে বিচূর্ণ হইয়া যায়। তাহাই উচ্চ নীতি-শিক্ষা, যাহা সত্যকে ভয় করে না, আলিঙ্গন করে। নীতিশিক্ষা দিতে হয় ত বলিতে হইবে, "দেখ, চিরদিনই ধর্ম্মের পুরস্কার সম্পদ্ নহে, কখন বা ধর্ম্মের পুরস্কার—দুঃখ। কিন্তু সে দুঃখের যে সুখ, তাহার কাছে সম্পদ্ মাথা হেঁট করে।" যে প্রকৃত ধার্ম্মিক, সে ধর্ম্মের কোনও পুরস্কারই চায় না; সে ধার্ম্মিক হইয়াই সুখী। সে যে ধর্ম্মকে ভালবাসে, তাহা ধর্ম্মের পদবী দেখিয়া নহে, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া।

সত্যের অপলাপ করিয়া ধর্ম্ম বলবান্ হয় না। ধর্ম্মের পার্থিব অধোগতি সাহিত্যে দেখিয়া, যে ব্যক্তি ধর্ম্মে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, সে পিছাইবে না; পিছাইবে সে, যে ধর্ম্মকে পণ্য করিয়াছে, যে ধর্ম্মের বিনিময়ে কিছু চায়।

এই নীতির অনুসরণ করিয়া কালিদাস শেষে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন; ভবভূতি রামের সহিত সীতার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কালিদাস মহাভারতের আখ্যায়িকা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, ভবভূতি বিপদে পড়িয়াছেন।

উত্তররামচরিতের সপ্তম অঙ্কে, রাম, লক্ষ্মণ ও পৌরজন বাল্মীকি ও সীতার নির্ব্বাসন নাটকের অভিনয় দেখিতেছেন। সেই অভিনয়ে লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, সীতার ভাগীরথী-সলিলে ঝম্পপ্রদান হইতে তাঁহার রসাতলে প্রবেশ অবধি ইঙ্গিতে অভিনীত হইল। রাম

"ক্ষুভিতবাষ্পোৎপীড়নির্ভরপ্রমুগ্ধ"

(বিগলিতাশ্রুপ্রবাহ-আকুল ও মোহপ্রাপ্ত) হইয়া সেই অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। সীতা রসাতলে প্রবেশ করিলে, রাম "হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি চারিত্রদেবতে লোকান্তরং গতাসি" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন

"ভগবন্ বাল্মীকে, পরিত্রায়স্ব, পরিত্রায়স্ব, এষঃ কিং তে কাব্যার্থঃ।"

(ভগবন্ বাল্মীকি! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এ কাব্যের কি প্রয়োজন?)

নেপথ্যে দৈববাণী হইল,—

"ভো ভো সজঙ্গমস্থাবরাঃ প্রাণভৃতো মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যাঃ, পশ্যত ভগবতা বাল্মীকিনানুজ্ঞাতং পবিত্রমাশ্চর্য্যম্।"

[হে স্থাবর-জঙ্গম, মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য প্রাণিগণ! ভগবান্ বাল্মীকির অনুজ্ঞানুষ্ঠিত এই পবিত্র ও আশ্চর্য্য (বিষয়) অবলোকন কর।]

লক্ষ্মণ দেখিলেন,—

"মন্থাদিব ক্ষুভ্যতি গাঙ্গমম্ভো—
ব্যাপ্তঞ্চ দেবর্ষিভিরন্তরীক্ষম্।
আশ্চর্য্যমার্য্যা সহদেবতাভ্যাং
গঙ্গামহীভ্যাং সলিলাদুদেতি॥

[গঙ্গাজল যেন মথিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইতেছে, অন্তরীক্ষ দেবতা ও ঋষিগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কি আশ্চর্য্য! আর্য্যা (সীতা) গঙ্গা ও পৃথিবী এই দুই দেবীসহ জল হইতে উত্থিতা হইতেছেন।]

আবার নেপথ্যে ধ্বনি হইল,—

অরুন্ধতি জগদ্বন্দ্যে গঙ্গাপৃথ্ব্যৌ ভজস্ব নৌ।
অর্পিতেয়ং তবাভ্যাসে সীতা পুণ্যব্রতা
বধূঃ॥"

[জগৎপূজিতা অরুন্ধতি! আমরা গঙ্গা ও পৃথিবী এই উভয়ে পুণ্যব্রতা বধূ সীতাকে আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনি (ইহাকে রাম কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা করাইয়া) অনুগৃহীত করুন।]

লক্ষ্মণ কহিলেন, "আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্"।

রামকে কহিলেন, "আর্য্য পশ্য পশ্য।" কিন্তু দেখিলেন যে রাম তখনও মূর্চ্ছিত।

তাহার পরে প্রকৃত সীতা অরুন্ধতী সহ রামের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সঞ্জীবিত করিলেন। রাম উঠিয়া গুরুজনকে দেখিলেন। গঙ্গার ও বসুন্ধরার সহিত অরুন্ধতী রামের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"কথং কৃতমহাপরাধো ভগবতীভ্যামনু-
কম্পিতঃ"

(কি! আমি এত বড় অপরাধী হইয়াও দেবীদ্বয়ের অনুকম্পালাভ করিলাম!) বলিয়া রাম তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। অরুন্ধতী পরে সমবেত প্রজাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"ভো ভোঃ পৌরজানপদাঃ ইয়মধুনা ভগবতীভ্যাং জাহ্নবীবসুন্ধরাভ্যামেবং প্রশংস্য মমারুন্ধত্যাঃ সমর্পিতা পূর্ব্বং চ ভগবতা বৈশ্বানরেণ নির্ণীতপুণ্যচরিত্রা সব্রহ্মকৈশ্চ দেবৈঃ সংস্তুতা সবিতৃকুলবধূর্দেবযজনসম্ভবা সীতাদেবী পরিগৃহ্যত ইতি কথং ভবন্তো মন্যন্তে।"

[হে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ! ইনি (সীতা) সম্প্রতি ভগবতী জাহ্নবী ও পৃথিবী কর্ত্তৃক প্রশংসিতা হইয়া আমার নিকট অর্পিতা হইলেন, এবং পূর্ব্বেও ভগবান্ বৈশ্বানর কর্ত্তৃক পুণ্যচরিত্রারূপে নির্ণীতা ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা, এই সূর্য্যকুল-বধূ দেবযজনসম্ভবা সীতা পরিগৃহীতা হউন। এ বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন?]

লক্ষ্মণ কহিলেন—

"এবমার্য্যয়ারুন্ধত্যা নির্ভর্ৎসিতাঃ প্রজাঃ কৃৎস্নশ্চ ভূতগ্রাম আর্য্যাং নমস্করোতি লোকপালাশ্চ সপ্তর্ষয়শ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরুপতিষ্ঠন্তে।"

[আর্য্যা অরুন্ধতী কর্ত্তৃক প্রজাগণ এইরূপে তিরস্কৃত হইল, সমস্ত ভূতগ্রাম আর্য্যাকে নমস্কার করিতেছেন,—এবং লোকপাল ও সপ্তর্ষিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।]

অরুন্ধতীর আদেশে রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন। লব-কুশ প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা, আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের উপর যবনিকা পড়িল।

ভবভূতি এক অঙ্কেই করিলেন—অভিনয়ে বিয়োগ ও বাস্তবে মিলন। কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল —বাস্তবে বিয়োগ ও অভিনয়ে মিলন। কারণ, সীতার রসাতলে প্রবেশের পরে এ চাতুরী একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে। অভিনয়ে প্রদর্শিত এই গভীর করুণ-দৃশ্যের পরে কল্পিত মিলন মৃত্যুর পরে উন্মাদের হাস্যের ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর উপরে প্রভাতের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হয়, ক্রন্দনের পর ব্যঙ্গের মত প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন করিতেই হইবে। তিনি কাব্যকলাকে বধ করিয়া অলংকার শাস্ত্রকে বাঁচাইলেন।

কালিদাস বুদ্ধির সহিত এমন বিষয় বাছিয়া লইলেন, যাহাতে কাব্যকলা বা অলংকার শাস্ত্র কাহাকেও বধ করিতে হয় না। ভবভূতি এমন বিষয় বাছিয়া লইলেন, যাহা লইয়া অলংকার শাস্ত্র অক্ষুন্ন রাখিয়া নাটক হয় না।

এ নাটক এইরূপে শেষ করিয়া ভবভূতি শুদ্ধ কাব্যকলাকে হত্যা করেন নাই, Poetic Justiceকেও হত্যা করিয়াছেন। একজন অত্যাচারীকে অন্তিমে সুখী দেখিলে পাঠক কি শ্রোতা কেহই সন্তুষ্ট হয় না। ভবভূতি এ নাটকে সেইরূপই করিয়াছেন।

দুষ্মন্ত যে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কবি দেখাইয়াছেন যে, তাহা দুষ্মন্তের দোষজনিত নহে, ভ্রান্তিজনিত। সে ভ্রান্তিও দৈব, তাহাতে দুষ্মন্তের কোন দোষ ছিল না। কিন্তু রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রমাদবশতঃ নহে, স্বেচ্ছায়। প্রজাদের বাক্যে, বিচার না করিয়া, বিশ্রব্ধা, পতিগতপ্রাণা, আজন্মদুঃখিনী সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের কষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কষ্ট তাঁহার নিজের দোষেই হইয়াছিল। রামের কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সীতা-নির্ব্বাসন ন্যায়বিচার নহে। রাম নিশ্চিত ভাবিয়াছিলেন যে, সীতাকে বনবাস দিয়া তিনি রাজকর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা করেন নাই। রাজার কর্ত্তব্য নহে—প্রজারা যাহা বলে, তাহাই শোনা। রাজার কর্ত্তব্য,—ন্যায়বিচার। সীতা পত্নী বলিয়া কি প্রজা নহেন? মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রকে—প্রজারা চাহিলেই বনবাস দিতে হইবে, কি শূলে দিতে হইবে? Brutus পুত্রের বধের আজ্ঞা দিয়াছিলেন—পুত্র দোষী বলিয়া, প্রজা কর্ত্তৃক অভিযুক্ত বলিয়াই নহে। সীতা অভিযুক্তা। রাম জানেন, সীতা একান্ত নিরপরাধিনী। প্রজার নিকটও

যদি সীতাকে নিরপরাধিনী সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইত, তিনি নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে একটা অগ্নিপরীক্ষারও প্রস্তাব করিতে পারিতেন। কিন্তু কথাবার্ত্তা নাই, যেই অভিযোগ, অমনই বনবাস। সীতারও ত একটা অস্তিত্ব আছে। তাঁহার হৃদয়ও অনুভব করে। তাঁহাকে দুঃখ দিবার রামের অধিকার কি?—এরূপ রাম নিশ্চয়ই সীতাকে আবার পাইবার যোগ্য নহেন। পাইলেন না,—ইহাই Poetic Justice. ভবভূতির রাম প্রজারঞ্জন করিতে গিয়া মহত্তর কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইয়াছেন। সে কর্ত্তব্য ন্যায়-বিচার। তাহা তিনি করেন নাই। তিনি জাগ্রত দিবসে নিরপরাধিনী বিশ্রব্ধাকে বনবাস দিয়া আবার তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহেন। তিনি সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতি গড়াইয়াছেন সত্য, তিনি সীতার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বনে বেড়াইয়াছেন সত্য, কিন্তু সীতার প্রতি ন্যায়-বিচার তিনি করেন নাই। তিনি সীতাকে পাইবার যোগ্য নহেন। বাল্মীকি ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবভূতি এই মিলনে একত্র কাব্যকলা ও Poetic Justice উভয়েরই শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, সীতা নিজের পাতিব্রত্যে রামকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ উক্তি সীতার প্রতি ঘোরতর অপবাদ। সীতা তাঁহাকে হারাইয়াছিলেন, (কি দোষে জানি না) আবার পাইলেন (বিশেষ কি গুণে, তাহাও জানি না), দোষী এ স্থলে সীতা নহেন, দোষী রাম। রাম নিজ দোষে স্বপত্নী হারাইয়াছিলেন। এরূপ অপবাদ কেবল সীতার প্রতি নয়; এ দুর্নাম সমস্ত ধর্ম্ম-নীতির প্রতি। ইহা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে adding insult to injury.

(যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের গৃহের আসবাবস্বরূপ দেখেন, যাঁহারা নারীকে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব দিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা নারী-জাতিকে কাম-চক্ষে দেখেন, তাঁহারা আমার কথা বুঝিবেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, পতি-পত্নীর এই সম্বন্ধ যে, স্বামী চরিত্রহীন হইলে স্ত্রী তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও স্ত্রী একবার ভ্রষ্টা হইলে স্বামী তাহার স্কন্ধে কুঠারঘাত করিবে, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমার এই প্রয়াস নহে।) আমি স্বীকার করি যে, নারী দুর্ব্বল অসহায়, কোমল-প্রকৃতি; পুরুষের অধীনে তাহাকে থাকিতেই হইবে। আমরা জানি যে, পুরুষের চরিত্রশুদ্ধির অপেক্ষা নারীর সতীত্ব দশগুণ অধিক দরকার। কিন্তু তথাপি নারীর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অন্ততঃ ভারতবর্ষে—অনেক নারী জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, রাজ্য শাসন করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন। নারীজাতিকে তৈজসের মধ্যে ফেলিতে পারি না, তাহাকে উপভোগ্যমাত্র বিবেচনা করিতে পারি না, বরং অনেক বিষয়ে আমরা নারীকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। নারী শারীরিক বলে বা মানসিক উদ্যমে পুরুষ অপেক্ষা হীন বটে, কিন্তু সেবায় ও সহিষ্ণুতায়, স্নেহে ও স্বার্থত্যাগে, ধর্ম্মানুরাগে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; নারী দুর্ব্বল বলিয়াই পুরুষ তাহার উপর নিয়ত এই অত্যাচার করে।

সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত নারীর প্রতি পুরুষের সম্মান বাড়িতেছে। কেন না, সভ্যতার সহিত ক্রমে ক্রমে পুরুষের মহৎ প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ হইতেছে। করায়ত্ত শত্রুর প্রতিও সভ্য-জাতি সদয় ব্যবহার করে। আর যে জীবনের সঙ্গী, গৃহের জ্যোতি, বিপদে সহায়—সে করায়ত্ত বলিয়া সভ্য পুরুষ কি তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে? অনেক মনীষীর মতে নারী-জাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন দ্বারা জাতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব পরিমিত হইতে পারে। যখন এই আর্য্যজাতি জাতীয় উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের পুরুষ-জাতি নারী-জাতির প্রতি প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করিত। আমরা তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন এই ভবভূতির নাটকেই পাই। রাম সীতাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এবং সীতা যখন একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, রাম কহিতেছেন—"আজ্ঞাপয়।" ইহার উপর সভ্য ইংরাজও যাইতে পারেন নাই। সেই জাতির যদি কাহারও আজ এইরূপ ধারণা হয় যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিলেও চলে, না করিলেও চলে, তাহা হইলে বলিব,—আজ এ জাতির বড়ই দুর্দ্দিন!

রাম-সৈন্যের সহিত লবের যুদ্ধ ভবভূতি

পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ড হইতে লইয়াছেন। যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চে দেখান যায় না, সেইজন্য ভবভূতি বিদ্যাধরীর কথোপকথনে সে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতি তাঁহার নাটকে এই যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন—কবিত্ব হিসাবে। নাটকত্ব হিসাবে এ নাটকে যুদ্ধের অবতারণার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কবিত্ব হিসাবে এই যুদ্ধ-বর্ণনা—অমূল্য! পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইব।

আমরা এই দুইখানি নাটকের গল্পাংশে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখি। প্রথমতঃ দুইখানি নাটকই রাজার প্রণয়-কাহিনী। দ্বিতীয়তঃ দুই নাটকেই প্রণয়িনী অমানুষী-সম্ভবা। তাহার পরে উভয় নাটকেই নায়ক নায়িকাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দুইখানিতেই প্রত্যাখ্যাতা নায়িকা দৈবশক্তিবলে মাতৃালয়ে নীত হইয়া রক্ষিত হইলেন। শকুন্তলা হেমকূট পর্ব্বতে, সীতা রসাতলে। দুইটিতেই বিচ্ছেদের পরে নায়িকার পুত্র হইল, সেই পুত্রই মিলনের উপায়স্বরূপ হইল এবং শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন হইল।

কিন্তু নাটক দুইখানিতে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্য অধিক। শকুন্তলা নাটকে আমরা দেখি যে, এক কামুক রাজা শকুন্তলার রূপ দেখিয়া উন্মত্তবৎ; উত্তরচরিতে একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা সীতার গুণমুগ্ধ। একখানি নাটকের বিষয়—প্রণয়ের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস; আর একখানির বিষয়—দীর্ঘ সহবাসজনিত প্রণয়ের গভীর নির্ভর; একটিতে রাজা কিয়দ্দিনেই নায়িকাকে ভুলিলেন; আর একটিতে নায়ক বিয়োগে কেবল সীতার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। একজনের বহুমহিষী, আর একজন পত্নীকে বনবাস দিয়াও অনন্যপত্নীক।

নায়িকা সম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক বৈষম্য আছে। প্রথমতঃ, শকুন্তলা যুবতী, সীতা প্রৌঢ়া। শকুন্তলা তাপসী, সীতা রাজ্ঞী। শকুন্তলা উদ্দাম-প্রবৃত্তি, রাজাকে দেখিয়াই মুগ্ধ, বিবাহে কণ্বমুনির অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে তর সহিল না; সীতা ধীরা, বিশ্রব্ধা, রামের বাহু আশ্রয় করিয়াই চরিতার্থা। শকুন্তলা গর্ব্বিণী, সীতা ভয়-বিহ্বলা। বস্তুতঃ, শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী, সীতা সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসিনী।

সংক্ষেপে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নায়ক ও নায়িকা প্রকৃত প্রস্তাবে কামুক ও কামুকী, উত্তরচরিতের নায়ক ও নায়িকা দেব ও দেবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চরিত্রাঙ্কন

১। দুষ্মন্ত ও রাম

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, দুষ্মন্ত একজন ভীরু লম্পট মিথ্যাবাদী রাজা। তাঁহার রাজকীয় গুণরাশির মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই। তাঁহার যে গুণ ছিল, সকল রাজারই প্রায় সে গুণ থাকিত। তিনি মৃগয়া-শীল, শ্রমসহিষ্ণু, রণশাস্ত্রবিশারদ বীর ছিলেন—কিন্তু তিনি রঘুর মত দিগ্বিজয় করেন নাই; অর্জ্জুনের ন্যায় সমবেত কৌরব সৈন্য পরাজিত করেন নাই। দুষ্মন্তে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাই, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা নাই কর্ণের দাক্ষিণ্য নাই, ভীমের বল নাই, লক্ষ্মণের উৎসর্গ নাই, বিদুরের তেজ নাই; দুষ্মন্ত অতি সাধারণ ব্যাপার।

কালিদাস তাঁহার এই নাটকে দুষ্মন্তকে অনেক উঠাইয়াছেন, অনেক বাঁচাইয়া গিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতপ্রস্তাবে একটা নির্দ্দোষ চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর সুপেশী ও বিশাল বটে এবং তিনি মৃগয়া-শীলও বটে—

"অনবরতধনুজ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥"

[আতপসহিষ্ণু ও অনবরত শরাসন আকর্ষণ দ্বারা নিয়তই প্রাণিহিংসারূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেছেন, তজ্জন্য ঘর্ম্মোদ্গমও হইতেছে না, এই সমস্ত কারণে দেহ সবিশেষ ক্ষীণ হইলেও অত্যন্ত আয়ত বলিয়া সেই কৃশতা অনুভূত হইতেছে না, তথাপি ইনি পার্ব্বতীয় মাতঙ্গের ন্যায় মহাসারবিশিষ্ট বলিয়াই অনুভূত হইতেছেন।]

কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হয়?—ইহাতে এই-মাত্র প্রমাণ হয় যে, তিনি বিলাসে মগ্ন হইয়া দিবারাত্র অন্তঃপুরে বাস করেন না; তিনি শ্রমসহিষ্ণু। কিন্তু ইহা দোষহীনতা; গুণ নহে। এই শ্রমসহিষ্ণুতা দ্বারা তিনি কোনও মহৎ কার্য্য সাধন করেন নাই। মৃগয়া করিতে-ছেন,—ব্যাঘ্র কি ভল্লুক নহে, পলায়মান হরিণ। আর এই মৃগয়াকে মম্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্যসন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—যাহার জন্য সেনাপতি ইঁহার সপক্ষে ওকালতী করিতেছেন—

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুসাহযোগং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং
ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে
চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ
কুতঃ॥"

[মৃগয়া দ্বারা মেদের অপনয়ন হেতু উদর ক্ষীণ হইয়াছে, তজ্জন্য শরীরও লঘু এবং উৎসাহবিশিষ্ট হইয়াছে এবং প্রাণিগণের ভয় ও ক্রোধ জন্মিলে তাহাদের কিরূপ চিত্তবিকার হয়, তাহাও জানিতে পারা যায়, আর ইহাতে চঞ্চললক্ষ্যভেদ করিতে পারিলে ধনুর্দ্ধারীদিগের বিশেষ হর্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে। (অতএব মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ) যে মৃগয়াকে ব্যসন বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তাহা অযথার্থ বলিয়াই বোধ হইতেছে, এরূপ আমোদ আর কোথাও নাই।

কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষীণ যুক্তি। প্রাণিগণের চিত্তবিকার সম্বন্ধে জ্ঞান মৃগয়ায় যেরূপ হয়, তাহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই! Darwin কিংবা Lubbuck, মৃগয়া দ্বারা ইতর প্রাণি-গণের চিত্তবিকারাদি অবগত হয়েন নাই, আবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের এ সব জানিতে হইয়াছিল। মৃগয়ায় মানুষ মেদশ্ছেদকৃশোদর হয় বটে, কিন্তু প্রাণিহত্যা না করিয়াও বহুবিধ ব্যায়াম দ্বারা তাহা সংসাধিত হয়; এবং পৃথিবীতে চিত্তবিনোদনের উপায়েরও অভাব নাই। বস্তুতঃ সেনাপতি এ যুক্তিটুকু না দিলেও নাটকের সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি হইত না।

তাহার পরে কালিদাসের দুষ্মন্ত রাক্ষসের অত্যাচার-নিবারণের জন্য কণ্বমুনির আশ্রমে কতিপয় দিবস যাপন করিতে আমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন বটে; কিন্তু ঠিক সেই জন্যই তিনি সে আশ্রমে বাস করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। বিদূষক উচিত কথাই বলিয়াছিল যে—'এটি আপনার অনুকূল গলহস্ত।'

তদুপরি, রাজা মধ্যে মধ্যে এক একবার হুঙ্কার দিতেছেন বটে। যেমন তৃতীয় অঙ্কের শেষে—

"ভো ভোস্তপস্বিনঃ মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট
অয়মহমাগত এব" ইত্যাদি।

[হে তপস্বিগণ! ভয় করিবেন না, ভয় করিবেন না! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি।]

কিন্তু সে শৌর্য্য শরতের মেঘের মত—গর্জ্জে, বর্ষে না। তাঁহার কোনও বীরত্ব পুস্তকমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল হুঙ্কারমাত্র। কেবল সপ্তম অঙ্কে একবার দেখি, তিনি দানব দমন করিয়া স্বর্গ হইতে ফিরিতেছেন। কিন্তু সে ব্যাপার মাতলি যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা দুষ্মন্তের পক্ষে বড় গৌরবের কথা নহে—

"সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরবধ্য-
স্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তি-
স্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥"

[সেই দানব ত্বদীয় সখা পুরন্দরের অবধ্য। আপনিই রণমধ্যে তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন, ইহা অবধারিত হইয়াছে। দেখুন, যে নৈশ তমঃ বিনাশ করিতে দিবাকর সক্ষম হন না, চন্দ্রমা সেই অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন।]

সে দানবগণকে দেবরাজ বধ করিতে পারেন না যে, এরূপ নহে—তাহারা দেবরাজের অবধ্য—যেরূপ গো-জাতি হিন্দুর অবধ্য। এবং দেব-রাজের শৌর্য্য দিবাকরের ন্যায়, আর দুষ্মন্তের শৌর্য্য নিশাকরের ন্যায়, এরূপ স্তোকবাক্য মাতলি উহ্য রাখিলে দুষ্মন্ত বোধ হয় সমধিক তুষ্ট হইতেন। দেবরাজ তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সভায় বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে ইন্দ্রের সৌজন্য।

দুষ্মন্তের আর একটি গুণ এই যে, তিনি

ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বিপ্রবাক্যে আস্থাবান্ ছিলেন। কিন্তু সেরূপ আস্থাবান্,—ভারতের সকলেই ছিল। তাহাতে কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই। বরং দেখি, তিনি মহর্ষির আশ্রমে অতিথি থাকিয়া শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করায়—ঋষিদিগের প্রতি একটা প্রকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন এবং এক মহর্ষির পুণ্যাশ্রম কলুষিত করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার উচিত ছিল শাপ দুষ্মন্তকে দেওয়া। প্রতারিতা শকুন্তলাকে তিনি ক্ষমাও করিতে পারিতেন।

তাহার পরে দুষ্মন্ত মাতৃ-আজ্ঞা রাখেন বটে—কিন্তু বয়স্যকে দিয়া। "সখে মাধব্য! ত্বমপ্যম্বাভিঃ পুত্র ইব গৃহীতঃ" বলিয়া অপ্রীতিকর কার্য্যে মাধব্যকে সরাইলেন, স্বয়ং চলিলেন — "তপোবনরক্ষার্থম্" নহে — সেটা মিথ্যা কথা। তিনি চলিলেন শকুন্তলার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে। এই দ্বিতীয় অঙ্কেই রাজার সত্যবাদিতার পরিচয় পাই, তিনি বয়স্যকে বুঝাইলেন,—

"ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সহ বর্দ্ধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ॥"

[সকল কলাভিজ্ঞ নাগরিক বিষয়ী পুরুষ আমরাই বা কোথায়, আর যাহাদের কামভাব আবির্ভূত হয় নাই, মৃগশাবকের সহিত বর্দ্ধিত সেই ব্যক্তিগণই বা কোথায়? অতএব হে সখে! তোমার নিকট যাহা যাহা বলিলাম, ইহা সমস্তই অলীক পরিহাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, যথার্থ মনে করিও না।]

মহিষীদিগের অসূয়ার ও ভর্ৎসনার ভয়, রাজার এখন হইতেই হইয়াছে। কালিদাস হাজারই ঢাকুন, হাজারই রং মাখান, মনের পাপ যাইবে কোথায়! কালিদাস মহাকবি। এ ব্যাপারে যেরূপ মনের অবস্থা ঘটিবে, তাহা তাঁহাকে দেখাইতেই হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা তাঁহার লেখনীর মুখ দিয়া বাহির হইবেই।

প্রথম অঙ্কে দেখি, রাজা নিজের পরিচয় গোপন করিয়া শকুন্তলার সমক্ষে মিথ্যা কহিতেছেন। অথচ নিজে চোরের মত লুকাইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং যেটুকু বাকী রহিল, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। এ স্থলে রাজার লুকাইয়া শোনায় ও মিথ্যা পরিচয় দেওয়ায় কি সদুদ্দেশ্য থাকিতে পারিত! প্রবঞ্চনা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে লোকে করে না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ শকুন্তলাকে একটু যাচাইয়া লওয়া। আমি মহারাজ, এ কথা হঠাৎ বলিলেই শকুন্তলা প্রাণ খুলিয়া আর কথা কহিতেন না। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে একটু রসিকতা করা যাক্;—এইরূপ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কালিদাসের দুষ্মন্তের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ দেখিতে পাই যে, তিনি ধর্মভীরু। এমন কি, তাঁহার যাহা প্রধান কলঙ্কের কথা—শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান—কালিদাস ধর্মভয়কেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, তখন তিনি বলিতেছেন,—

"ভোস্তপস্বিনঃ! চিন্তয়ন্নপি ন খলু
স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি তৎ
কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং
মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।"

[তপস্বিগণ! চিন্তা করিয়াও দেখিলাম, ইঁহাকে যে কোনও কালে বিবাহ করিয়াছি, এরূপ স্মরণ হইতেছে না; তবে কিরূপে আমি গর্ভবতী কামিনীকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে অক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিব?]

কিন্তু ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য বিশেষ বাড়ে না। প্রত্যেক ভদ্রব্যক্তিরই আচরণ এই-রূপ। সুন্দরী রমণী দেখিলেই যাহার কামের উদ্রেক হয় এবং হইলেও যে ব্যক্তি তাহাকে দমন করিতে না পারে, সে মনুষ্যপদবাচ্য নহে, সে পশু। কালিদাসেরই মতে, রঘুবংশীয় প্রত্যেক রাজারই "মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি।" ইহাতে অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই।—Byron-এর Don Juan সংসারে বিরল। প্রায় প্রত্যেক সভ্য ব্যক্তিই পরদারকে মাতা বলিয়া জানে। এরূপ না হওয়াই নিন্দার কথা, হওয়ায় প্রশংসার বিষয় বিশেষ কিছু নাই।

কালিদাস তাঁহার দুষ্মন্তকে গুটিকতক মনোহর সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছেন।

প্রথমঃ, কালিদাস দুষ্মন্তকে একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে

রাজা স্বচিত্রিত শকুন্তলাচিত্র দেখিয়া, উৎকৃষ্ট চিত্রের লক্ষণ কি, তাহা বিদূষককে কহিয়া দিতেছেন—

"অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব
নাভিঃ স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো
ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং
স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ
বক্তীব মাম্॥"

[আরও এই চিত্র-ফলক সমতল হইলেও উহার স্তনযুগল উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ নীচ ও প্রকোষ্ঠে বলয় অতি উন্নত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, আর তৈলাক্ত বর্ণের শক্তি-বিশেষ হেতু অঙ্গে এই দৃশ্যমান মৃদুতা স্থায়িরূপে প্রকাশমান হইতেছে ও প্রণয়বশে যেন আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ অবলোকন করিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে আমাকে যেন কি বলিতেছেন।]

সেই চিত্র দেখিয়া স্বয়ং চিত্রার্পিত শকুন্তলাকে প্রকৃত শকুন্তলা বলিয়া মিশ্র-কেশীর ভ্রম হইতেছে। পরিশেষে সেই চিত্র দেখিতে দেখিতে স্বয়ং চিত্রকরের ভ্রমোন্মাদ হইল। তিনি শকুন্তলা-বদনকমলাভিলাষী চিত্রিত মধুকরকে দেখিয়া কহিতেছেন—

"অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে!
কিমত্র পরিপতনখেদমনুভবসি।
এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী
ভবন্তমনুরক্তা।
প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু
ত্বাং বিনা পিবতি॥"

[ওহে কুসুমলতার প্রিয় অতিথি! এখানে উড়িয়া বসিবার কষ্ট অনুভব করিতেছ কেন? —এই কুসুম-লতায় নিষণ্ণা তোমার প্রতি অনুরক্তা মধুকরী তৃষিতা হইয়াও তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তোমা ব্যতিরেকে সে মধুপান করিতেছে না।]

তথাপি মধুকর উড়িয়া গেল না দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন—

"ভো ন মে শাসনে তিষ্ঠসি, শ্রূয়তাং তর্হি
সম্প্রতি হি—
অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং পীতং ময়া
সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং দশসি চেদ্ভ্রমরপ্রিয়ায়া ত্বাং
কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্॥"

[তুমি আমার শাসন মানিলে না, তবে এখন শোন। হে ভ্রমর! আমি সুরতোৎসব-সময়ে, অম্লান অথচ নূতন তরুপল্লবের ন্যায় লোভনীয় প্রিয়ার যে বিম্বাধর অতি সদয়ভাবে পান করিতাম, তুমি যদি তাহাতে নিষ্ঠুররূপে দংশন কর, তবে এখনি আমি তোমাকে কমলের উদরমধ্যে বন্ধন করিয়া ফেলিব।]

বিদূষক দেখিলেন, রাজার চিত্তবিভ্রম হইয়াছে। তাই ভীত হইয়া রাজাকে বুঝাইলেন—

"ভো, চিত্তং কৃখু এদং।"

[মহারাজ! এ যে চিত্র।]

তখন রাজার চমক ভাঙ্গিল—"কথং চিত্রম্!"

এরূপ চিত্রনৈপুণ্য যাহার, তিনি একজন সাধারণ চিত্রকর নহেন।

পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব মধুর শ্লোকে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখি। শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া আসিয়া রাজা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বসিয়া নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে রাজা বিভোর হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতেছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

[জীবগণ সুখে থাকিলেও মনোহর বস্তু দর্শন এবং সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া যে উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হয়, তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের স্বভাবতঃ নিশ্চল জন্মান্তর-সৌহৃদ্য অজ্ঞান-পূর্ব্বক মনে মনে স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।]

রাজার কি যেন মনে পড়িতেছে, অথচ পড়িতেছে না। তিনি অগাধ সুখে একটা অগাধ বিষাদ অনুভব করিতেছেন; কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই একটি শ্লোকে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার সমাচ্ছন্ন প্রেম ও তাঁহার সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞান আমরা একত্র সম্মিলিত

দেখিতে পাই। এ প্রেম যেন দুর্ব্বাসার অভিশাপকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। এ সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞান যেন কবির কবিত্বকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। চিন্তা ও অনুভূতি, বিরহ ও মিলন, স্থৈর্য্য ও উচ্ছ্বাস এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যেন তরঙ্গায়িত নীল সমুদ্রের উপর প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে, ঘনকৃষ্ণ মেঘের উপরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ললিত জ্যোৎস্নার উপব বনানীর ছায়া আসিয়া লাগিয়াছে। Shakespeare এক স্থানে

> "If music be the food of love, play on :
> Give me excess of it, that surfeiting
> The appetite may sicken and so die
> That strain again : it had a dying fall
> O it came o'er my ear like the sweet south,
> That breathes upon a bank of violets
> Stealing and giving odour."

অতি সুন্দর। কিন্তু তাহাও এই শ্লোকেব কাছে লাগে না। এতখানি অর্থ তাহাব মধ্যে নাই। একসঙ্গে বিজ্ঞান ও কবিত্ব তাহাতে নাই। একসঙ্গে পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্ম তাহাতে নাই। একসঙ্গে অপ্সরার নৃত্য ও মর্ত্ত্যের বেদনা, প্রভাতের আশা আর সন্ধ্যার বিষাদ, মাতাব রোদন ও শিশুর হাস্য তাহাতে নাই।—এ শ্লোক অতুল।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার একটি প্রকৃত রাজকীয় সদ্‌গুণ দেখি। তিনি স্বয়ং রাজকার্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। পঞ্চম অঙ্কের বিষ্কম্ভকে রাজার রাজ্যশাসনপ্রথার একটি নমুনা পাই।

নগরপালকের শ্যালক ও রক্ষিদ্বয় এক ধীবরকে বাঁধিয়া আনিতেছে। ধীবর রাজ-নামাঙ্কিত অঙ্গুরী কোথা হইতে পাইল? ধীবর বুঝাইতেছে যে, সে এক রোহিত মৎস্যের উদরে সে অঙ্গুরীটি পাইয়াছে। নগরপালের শ্যালক অঙ্গুরীয়টি ঘ্রাণ করিয়া দেখিল; 'হাঁ, ইহাতে মৎস্যের গন্ধ আছে বটে' বলিয়া সে অঙ্গুরীয়টি লইয়া রাজার কাছে গেল। ইত্যবসরে, ধীবরকে মারিবার জন্য রক্ষিদ্বয়ের হাত শুড়্‌শুড়্ করিতেছে (এটা রক্ষীদের চিরকালই করে, দেখা যাইতেছে)। তাহার পর নগরপালের শ্যালক পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিল "নিগতং এদম্।" অমনই ধীবর মনে করিল, গিয়াছি—হা হতোঽস্মি।" তাহার পর নগর পালের শ্যালক ধীবরকে মুক্ত করিয়া দিতে কহিল, এবং ধীববকে বাজদত্ত পারিতোষিক দিল। বক্ষী কহিল যে, বেটা যমের বাড়ী থেকে ফিবে এল—বলিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ধীবরকে ছাড়িয়া দিল। ধীবব শূলদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল দেখিযা বক্ষীদেব যে বিশেষ ক্ষোভ হইয়াছিল, তাহা তাহার পরেই দেখিতে পাই। ধীবর সেই পারিতোষিকেব অর্দ্ধেক রক্ষিদ্বয়কে মদ খাইবার জন্য দিলে, তবে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপন হইল।

দেখা যাইতেছে যে, তখনও পুলিশের প্রভাব এখনকাব অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না। কয়েদীকে মারিবার জন্য তখনও তাহাদেব হাত শুড়্‌শুড়্ করিত। মানুষেব স্বভাব ইতরলোকেব হস্তে শক্তি, বালকেব হস্তে তরবারি ঘাতকেব হস্তে বল ইহাদের প্রায়ই একই অবস্থা ঘটে। তাহার পরে তখনকার পুলিসেব যে শুদ্ধ মারিতে নয়, উৎকোচ গ্রহণ করিতেও হাত শুড়শুড় করিত তাহাও এই দৃশ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত পশুবৎ মনুষ্যও দুষ্মন্তের রাজত্বে দূর হইতেও অপ্রিয় রাজাজ্ঞা পালন করিতে ইতস্ততঃ করে না। রাজার এইরূপ দৃঢ় কঠোর শাসন।

এই নাটকে রাজার আর একটি কোমলত্ব দেখি। দেখি—তিনি রাজ্ঞীদিগকে দস্তুরমত ভয় করেন। শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে রাজ্ঞী আসিয়া পড়িলে তিনি ভয়ে চিত্রখানি লুকান, রাজ্ঞীদের ভয়ে বয়স্যকে মিথ্যা করিয়া বলেন যে, তাঁহার কথিত শকুন্তলা-বৃত্তান্ত সমস্ত অমূলক পরিহাস; বিরহে রাজ্ঞীদের সমক্ষে সহসা অসতর্ক মুহূর্তে শকুন্তলাব নাম করিয়াই লজ্জায় অধোমুখ হয়েন।—ইহাতে

গুণ বলিব কি দোষ বলিব, তাহা জানি না। সময়বিশেষে ইহা গুণ, এবং সময়বিশেষে ইহা দোষ।

দুষ্মন্তের চিত্রনৈপুণ্য ও সংগীতাভিজ্ঞতা, উভয়ই কলাবিদ্যায় পারদর্শিতামাত্র, চরিত্রের গুণ নহে। তাঁহার চরিত্রে বিশেষ এমন কোন গুণরাশি নাই, যাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। মহাভারতের দুষ্মন্ত-চরিত্রের উপর কালিদাস গিয়াছেন বটে; তথাপি তিনি দুষ্মন্ত-চরিত্রকে একটি আদর্শ-চরিত্র করিতে প্রয়াসী হন নাই—এবং যদি হইয়া থাকেন ত কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার ন্যায় অতিথি কোনও গৃহে বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহার ন্যায় পতি কোনও নারী শিবের কাছে বর চাহিবেন না। তাঁহার ন্যায় বীর কোনও দেশে বরণীয় হইবেন না। তাঁহার মত রাজা হউক বলিয়া কোনও প্রজা ঈশ্বরের কাছে মাথা খুঁড়িবে না।

এই ব্যক্তি এই জগদ্বিখ্যাত নাটকের নায়ক। পাঠক কহিবেন, তবে কি হইল? এ দুষ্মন্ত-চরিত্রের যদি কোন বিশেষত্ব নাই, তবে এ নাটক এত জগদ্বিখ্যাত নাটক হইল কি প্রকারে! তাহার উত্তর এই যে, দুষ্মন্ত এইরূপ সামান্য-চরিত্র হইলেও কালিদাস তাঁহাকে লইয়া খেলাইয়াছেন চমৎকার। তাহাই এখন দেখাইব।

এই নাটকের বস্তুতঃ তিন ভাগ। প্রথম ভাগ প্রথম তিন অঙ্কে—প্রেম। দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে—বিচ্ছেদ। তৃতীয় ভাগ শেষ দুই অঙ্কে—মিলন। প্রথম ভাগে রাজার পতন, দ্বিতীয় ভাগে উঠিবার চেষ্টা, তৃতীয় ভাগে উত্থান।

দুষ্মন্তের চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহার এই পতনে ও উত্থানে। মৃগয়াসূত্রে আশ্রমে প্রবেশ করিবার পর শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার যতদূর সম্ভব পতন হইল। লুকাইয়া শোনা, মিথ্যা করিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া, শকুন্তলাকে দেখিয়াই আপনার উপভোগ্যা নারী বিবেচনা করা, মাতৃ-আজ্ঞায় উদাসীন হওয়া ও মাধব্যকে ছল করিয়া রাজধানী পাঠান এবং মিথ্যা বলা, এবং বিবাহান্তে কণ্বমুনির আগমনের পূর্ব্বেই চোরের মত পলায়ন করা—যতরূপ গর্হিত কাজ করা সম্ভব, তিনি করিয়াছেন। পাপাচারে কেবল একটিমাত্র পুণ্যের রেখা—তাঁহার গান্ধর্ব্ব বিবাহ। একমাত্র ইহাই তাঁহাকে প্রথম তিন অঙ্কে অনন্ত নিরয় হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার উঠিবার পথ রাখিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজধানীতে আসিয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়াছেন;—পতনের চরম সীমা। এই অঙ্কে দেখি, রাজা সেই বিস্মৃতি-সাগরে মগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন—একবার উপরে উঠিতেছেন, আবার ডুবিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সভায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেও রাজা সংগীত শুনিয়া উন্মনা হইতেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বর্ত্তমানে অতীত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। শকুন্তলা তাঁহার সভায় আসিলে সম্মুখে যখন ঋষিগণ শপথ করিতেছেন যে, শকুন্তলা তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা—তাঁহার তখন সন্দেহ হইতেছে,— "কিমত্রভবতী ময়া পরিণীত-পূর্ব্বা।" কিন্তু স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। শকুন্তলার "নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্য" দেখিতেছেন, তাঁহার লোভ হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ভাবিতেছেন, "ভবত্যনির্ব্বর্ণ্যং খলু পরকলত্রম্।" শকুন্তলার উন্মুক্ত বদনমণ্ডল দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি
মোক্তুম্॥"

[এইরূপে উপনীত অম্লানকান্তি মনোহর রূপ পূর্ব্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম কি না? এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া, নিশাবসানে ভ্রমর যেমন মধ্যভাগে তুষারবিশিষ্ট কুন্দ-পুষ্পকে তৎক্ষণাৎ ভোগ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমিও ইহার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ হইয়াছি।]

তথাপি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে একপদও বিচলিত হইতেছেন না। শকুন্তলা যখন বলিতেছেন—

"পোরব জুত্তং ণাম তুহ পুরা অস্সমপদে সব্ভাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং তধাসম

অপূব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ঈদিসেহি অক্‌খরেহিং পচ্চাক্‌খাদুং।"

[পৌরব! পূর্ব্বে আপনি আশ্রম-স্থানে আমার মন প্রণয়-প্রবণ দর্শন করিয়া, নিয়মপূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ সম্প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাক্ষর কিরূপে ব্যক্ত করিতেছেন? ইহা কি আপনার উচিত হইতেছে?]

তখন রাজা কর্ণে হাত দিয়া কহিলেন,

শান্তং শান্তম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে মাঞ্চ নাম
পাতয়িতুম্।
কূলংকষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমোঘং
তটতরুঞ্চ॥"

[ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। কূলংকষা নদী যেমন বিমল সলিলরাশি কলুষিত করে এবং তটস্থ তরুসকলকেও নিপাতিত করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ আমার সদাচারকে কলুষিত এবং আমাকেও নিপাতিত করিবার অভিলাষ করিতেছ।]

তৎপর শকুন্তলা যখন অংগুরীয় অভিজ্ঞান দেখাইতে চাহিলেন, রাজা উঠিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন,—"প্রথমঃ কল্পঃ।" যখন শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে অসমর্থ হইলেন, রাজা কহিলেন—

"ইত্থং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।"

[এই কারণেই লোকে বলিয়া থাকে যে, স্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্নমতি।]

তাহার পর অবিশ্বাসের উপরে অবিশ্বাসের ঢেউ আসিয়া তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তিনি এতদূর নিম্নে নামিয়া গেলেন যে, সমস্ত স্ত্রীজাতিকে (তাহার' মধ্যে তাপসী গৌতমী একজন) তিনি তীব্র ব্যংগে আক্রমণ করিলেন,—যাহা উদ্ধৃত করিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। তাহার পর শকুন্তলা তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলে, তাঁহার বিভ্রমবিবর্জ্জিত রোষ-রক্তিম বদন দেখিয়া আবার রাজার সন্দেহ হইতেছে—

"ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

অপিচ সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মামধিকৃত্য অকৈতবমিবাস্যাঃ কোপঃ সম্ভাব্যতে। তথাহ্যনয়া—

ময্যেবমস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষয়া স্মরস্য।"

[ইনি বক্রভাবে অবলোকন করিতেছেন না, ইঁহার চক্ষুও অতিশয় লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষরবিশিষ্ট এবং উহা লক্ষ্যীকৃত মাদৃশ পুরুষগণের প্রতি সংগত হয় না। অপিচ, ইঁহার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অকারণে আমার প্রতি এই রমণীর এরূপ কোপ কখন সম্ভব হয় না। আমি যে ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি এই কামিনী মদনানলে সন্তপ্ত হইয়াছে? ...কি আশ্চর্য্য! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল করিয়া থাকে।]

তৎপরে দুষ্মন্ত আবার বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইলেন।

এই অংকে দেখি, হাঁ, রাজা দুষ্মন্ত কামুক হউন, মিথ্যাবাদী হউন,—একটা মানুষ বটে। সম্মুখে অসামান্য রূপবতী যুবতী পতিত্ব ভিক্ষা করিতেছে। কখনও কাতরস্বরে, কখনও তর্জ্জন গর্জ্জনে। সেই রূপ—যাহাতে "দূরীকৃতাঃ উদ্যানলতা বনলতাভিঃ"; সেই রূপ—যাহা "মানুষেষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ"; সেই রূপ—যাহা দেখিয়া তিনি কামুকের কাজ করিয়াছিলেন, আতিথ্যের অবমাননা করিয়াছিলেন, ঋষির অভিশাপভয় তুচ্ছ করিয়াছিলেন; সেই রূপ এখনও ম্লান হয় নাই, এখনও শরীরলাবণ্য নাতিপরিস্ফুট। সে আসিয়া পতিত্ব ভিক্ষা চাহিতেছে। কিন্তু অপর দিকে ধর্মভয়। ঋষি ও ঋষিকন্যা সম্মুখে কখনও মিনতি করিয়া রাজাকে শকুন্তলার জন্য কহিতেছেন, কখনও বা বিনিপাতের ভয় দেখাইতেছেন! কিন্তু রাজা কি করিবেন, অপর দিকে ধর্ম্মভয়। একদিকে অমানুষীসম্ভব রূপ, ঋষির ক্রোধ, নারীর অনুনয়; আর একদিকে ধর্ম্মভয়।

তিনি ডুবিতেছেন, কিন্তু সন্তরণদক্ষ হস্তে উঠিবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন, পারিতেছেন

না। একটা দৈববল তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তিনি সেই কুজ্ঝটিকা হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন; যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ প্রবলবিক্রমে লৌহপিঞ্জর চূর্ণ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে তাহার প্রভুর গর্জ্জন শুনিয়াই অস্ফুট করুণ শব্দে শির নত করিতেছে। দুষ্মন্ত মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত দীপ্তশ্বাসে ফণা বিস্তার করিয়াই ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। এরূপ দৃশ্যে একটা মোহ আছে, উল্লাস আছে। হাঁ, দুষ্মন্ত একটা মানুষ বটে।

এই পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব্ব জিনিস দেখি। দেখি, অলক্ষ্যে একটা যুদ্ধ হইতেছে। একদিকে ক্ষত্রিয়ের তেজ, আর একদিকে ব্রাহ্মণের তেজ, ঋষিশিষ্যদ্বয় ও ঋষিকন্যা গৌতমী দুষ্মন্তকে কি ভর্ৎসনাই না করিয়াছেন! দুষ্মন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে এক পদ স্খলিত হইতেছেন না। অথচ ব্রাহ্মণের অভিশাপও শিরে বহন করিতে হইতেছে, ফেলিতে পারিতেছেন না।—অপূর্ব্ব!

আমি শকুন্তলার এই পঞ্চম অঙ্ক জগতের নাট্য-সাহিত্যে অতুল্য বিবেচনা করি। গ্রীক নাটকে এইরূপ পড়ি নাই, ফরাসী নাটকে পড়ি নাই, জার্ম্মান নাটকে এইরূপ দৃশ্য পড়ি নাই, ইংরাজি নাটকে পড়ি নাই।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখি যে, শকুন্তলার সহিত পরিণয়-বৃত্তান্ত বিরহী রাজার স্মরণ হইয়াছে। বসন্তোৎসব আসিয়াছে। তথাপি রাজভবন নিরুৎসব। চেটীদ্বয় কামদেবের অর্চ্চনার জন্য আম্রমুকুল পাড়িতেছে। কঞ্চুকী আসিয়া নিষেধ করিলেন। রাজা রাজ্যে বসন্তোৎসব রহিত করিয়া দিয়াছেন।

তাহার পরে কঞ্চুকী তাহাদের কাছে রাজার চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—

"রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং
সেব্যতে শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবনম্রশ্চিরম্॥"

[এখন তিনি সমস্ত রম্য-পদার্থের প্রতিই বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং এখন আর পূর্ব্বের মত অমাত্যাদিরাও প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করিতেছে না। রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হয় না, শয্যার উভয় দিকে *পার্শ্ব পরিবর্ত্তন* করিয়াই রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। আর যখন দাক্ষিণ্যপ্রযুক্ত অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে উচিতমত উত্তর প্রদান করিতে চান, তখন বচন স্খলিত হয় এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন।]

তাহার পর তাপসবেশধারী রাজা বিদূষক ও প্রতিহারীর সহিত প্রবেশ করিলেন। কঞ্চুকী তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং
বিভ্রৎকাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে॥"

[ইনি নানাবিধ ভূষণপ্রিয় হইলেও তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল বাম প্রকোষ্ঠে একগাছি মাত্র স্বর্ণবলয় পরিহিত রহিয়াছে, তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাসবায়ুদ্বারা অধরোষ্ঠ নিপীড়িত হইয়াছে এবং চিন্তাজনিত জাগরণ ঘটিয়াছে বলিয়া নয়নযুগল অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপে ইনি অতিশয় ক্ষীণ হইলেও স্বীয় গুণ দ্বারা শাণিত অস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।]

রাজা প্রতিহারীকে বলিলেন—

"বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভির্ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।"

[বেত্রবতি! আমার বাক্যানুসারে অমাত্য পিশুনকে বল, যে, অদ্য আমি অত্যন্ত নিশাজাগরণ হেতু ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না, আপনি যাহা কিছু পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিবেন, তাহা পত্রের মধ্যে আরোপিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।]

রাজকর্ম্ম সম্বন্ধে রাজা যথাযথ আদেশ দিলেন। কেবল কল্য রাত্রিজাগরণের জন্য তিনি আজ ধর্ম্মাসনে বসিতে অক্ষম; তথাপি বিশেষ কোন কাজ থাকিলে তিনি স্বয়ংই করিবেন।

তাহার পরে প্রিয় বয়স্যের সম্মুখে রাজা তাঁহার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। বিদূষক আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। রাজা অঙ্গুরীয়কে ভর্ৎসনা করিলেন—

"অয়ে ইদং তদসুলভস্থানভ্রংশে শোচনীয়ম্।
কথং নু তং কোমলবন্ধুরাঙ্গুলিং
করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।
অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষতে
ময়ৈব কস্মাদববীরিতা প্রিয়া॥"

[এই অঙ্গুরীয়ক অসুলভ স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহার অবস্থা শোচনীয়; অঙ্গুরীয়ক! তুমি কেন সেই কোমল ও বন্ধুর অঙ্গুলিবিশিষ্ট কর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সলিলে নিমগ্ন হইলে? অথবা ইহা ত অচেতন পদার্থ, দোষ-গুণ-বিচারে অক্ষম; কিন্তু আমি-বিশিষ্টরূপ হইয়াও —কেন প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিলাম!]

পরে রাজা শকুন্তলার উদ্দেশে কহিলেন,—

"প্রিয়ে! অকারণপরিত্যাগাদনুশয়দগ্ধহৃদয়-স্তাবদনুকম্পতাময়ং জনঃ পুনর্দ্দর্শনেন।"

[প্রিয়ে! অকারণ পরিত্যাগ হেতু অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, এখন পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর।]

তাহার পরে স্বাঙ্কিত শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে অভিভূত হইয়া বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তৎপরেই রাজকার্য্য আসিল। মন্ত্রী পরামর্শ চাহিয়া —"বিদিতমস্তু দেবপাদানং ধনবৃদ্ধির্নাম বণিক্ বারিপথোপ-জীবী নৌব্যসনেন বিপন্নঃ, স চানপত্যঃ, তস্য চানেককোটীসংখ্যং বসু, তদিদানীং রাজস্ব-তামাপদ্যতে ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি।"

[মহারাজের অবগতি হউক যে, জল-পথোপজীবী ধনবৃদ্ধি নামক বণিক্ নৌকা-নিমজ্জন হেতু প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও নিঃসন্তান, তাঁহার বহু কোটি-সংখ্যক রত্নাদি আছে, তাহা এখন রাজস্বামিকতা প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।]

রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাহার এক বিধবার গর্ভস্থ সন্তান আছে; সে সম্পত্তি পাইবে। তাহার পরে কহিলেন—

"*কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি।*
যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
ন স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি
ঘুষ্যতাম্॥"

[সন্তান আছে না আছে, তাহাতে কি প্রয়োজন? প্রজাগণ, স্নেহপরায়ণ যে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইবে, পাপ না থাকিলে, রাজা দুষ্মন্ত তাঁহাদের সেই সেই বন্ধু বলিয়া ঘোষিত হইবেন।]

এই স্থানে কবি তাঁহার নাটকের নায়ককে আর একবার খেলাইয়াছেন চরম। এত শোকেও রাজা রাজকার্য্য ভুলেন নাই। শাসন পূর্ব্বেরই মত যন্ত্রবৎ চলিতেছে। কিন্তু এই শাসনে রাজার শোকের ছায়া আসিয়া লাগিয়াছে। কঠোরে মধুর আসিয়া মিশিয়াছে। উপরে উদ্ধৃত রাজাজ্ঞায় আমরা দেখি যে, সে আজ্ঞায় তাঁহার শোক ও তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান, তাঁহার কর্ত্তব্য ও স্নেহ, তাঁহার বর্ত্তমান আর অতীত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনু রচনা করিয়াছে। নিঃসন্তান বণিকের সম্পত্তি রাজা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধি-কারীকে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্পত্তি দিতে হইবে। আবার বণিকের পুত্রহীনতা ও তাঁহার বিধবাদিগের শোক—তাঁহার নিজের পুত্রহীনতা ও শোকের সহিত আসিয়া মিলিল। আর রাজা-প্রজায় ভেদ নাই। সমান দুঃখ উভয়কে চষিয়া সমভূমি করিয়া দিল। তিনি অনুকম্পায় গলিয়া গেলেন। আর কে রাখে। "যার যার প্রিয় জন বিযুক্ত হইয়াছে (সে পাপী না হয় যদি) দুষ্মন্ত তাহার বন্ধু!"—চমৎকার!

সপ্তম অঙ্কে রাজা উঠিলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হেমকূট পর্ব্বতে কশ্যপের আশ্রমপ্রান্তে আবার তিনি শকুন্তলাকে পাই-লেন। দেখিলেন—

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

[ইনি এক্ষণে ধূসরবর্ণ বসন-যুগল পরিধান করিয়া আছেন, কঠোর ব্রত-ধারণ হেতু ইঁহার মুখ পরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, শিরো-

দেশে একটিমাত্র বেণী লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। এই শুদ্ধাচারিণী শকুন্তলাকে আমি অতিশয় নিষ্করুণ হইয়া পরিত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমার বিরহ-ব্রত ধারণ করিয়া আছেন।]

শকুন্তলার প্রতি তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ অত্যন্ত নীরস। প্রথমে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া তিনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে রাজার প্রতি বিরক্ত হইতে হয়।

"প্রিয়ে! ক্রৌর্য্যমপি যে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্। তদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানমিচ্ছামি।"

[প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায় আচরণ করিলেও তাহার পরিণাম সুখজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই হেতু এক্ষণে তোমার পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।]

তাহার পরেও তদ্রূপ।—

শকুন্তলা উত্তর দিলেন না। তাহার পরে রাজা আবার কহিলেন—

"স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা
প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী-
যোগম্॥"

[প্রিয়ে সুমুখি! পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় এক্ষণে মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে আমার সম্মুখস্থিত হইয়াছ; রাহুগ্রাসের পর এক্ষণে শশধরের রোহিণীযোগ হইয়াছে।]

তাহার পরে যখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্রের জয় হউক।'

'বাষ্পেন প্রতিরুদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্॥"

[প্রিয়ে! জয়-শব্দ বাষ্প দ্বারা স্তম্ভিত হইলেও আমার জয়ই হইয়াছে, যে হেতু আমি তোমার অসংস্কারে পাটলবর্ণ ওষ্ঠপুট-বিশিষ্ট আনন সন্দর্শন করিলাম।]

তখনও রাজা নিজের ভাগ্য ভাল, তিনি জয়যুক্ত, এই কথাই বলিতেছেন! কিন্তু পরে যখন শকুন্তলা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন রাজা—

"সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া॥"

[হে শোভনাঙ্গি! আমি পরিত্যাগ করায় তোমার মনে যে নিদারুণ পীড়া জন্মিয়াছে, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর; যে হেতু সেই সময়ে আমার কি এক প্রকার মনোমোহ উপস্থিত হইয়াছিল। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, মঙ্গলকর বিষয়ে ঘোর অজ্ঞানের কার্য্য এইরূপই হইয়া থাকে, যেমন অন্ধ ব্যক্তি মস্তকে বিনিক্ষিপ্ত মালাও ভুজঙ্গমাশঙ্কায় ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া থাকে।]

এই বলিয়া শকুন্তলার পদতলে পতিত হইলেন। তখন বুঝি, রাজা এতক্ষণ আত্ম-গোপন করিতেছিলেন; অনুভূতিকে একবার প্রশ্রয় দিলে সে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, আর কথা কহিবার অবসর দিবে না, সেই জন্যই তিনি এতক্ষণ অনুভূতিকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া কথা কহিতেছিলেন—

তৎপরে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইলেন; তাঁহাদের মিলন হইল।

পাঠক হয়ত এত সংক্ষেপে মিলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজা ষষ্ঠ অঙ্কে যখন বিলাপ করিতেছিলেন, তখন মিশ্রকেশী (মেনকার সখী) সেখানে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয় শকুন্তলাকে গিয়া বলিয়াছিলেন। কি হেতু রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কালিদাস রাজার বিলাপের সঙ্গে কৌশলে বিন্যস্ত করিয়া—এইরূপে শকুন্তলাকে শোনাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ মিলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অঙ্কে বিলাপটি কৌশলী কালিদাস এইরূপে কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাহার জন্য রাজার শেষাঙ্কে বিস্তৃত অনুতাপের প্রয়োজন হয় নাই। মিলন শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সপ্তম অঙ্কে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখিতে পাই। দেখি, তিনি শিশুবৎসল। তাঁহার পুত্রকে রাজা দেখিতেছিলেন (তখনও তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন

নাই) আর ভাবিতেছিলেন—

"আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা পুরুষ ভবন্তি॥"

[*অনিমিত্ত হাস্যদ্বারা যাহাদের দন্তমুকুল-* সকল ঈষৎ লক্ষিত হয়, যাহাদের বাক্যসকল অব্যক্ত অক্ষর দ্বারা রমণীয়, যাহারা প্রিয়জন-গণের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই তনয়-গণকে বহন করিয়া, তাহাদের অঙ্গ-সংলগ্ন ধূলিদ্বারা পুরুষেরা ধন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।]

তৎপরে তাহাকে স্পর্শ করিয়া—

"অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ
স্পৃষ্টস্য গাত্রে সুখিতা মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাৎ
যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্রসূতঃ॥"

[এই কোন্ ব্যক্তির কুলাঙ্কুরকে স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখ অনুভব হইল। কিন্তু এই বালক যাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য ব্যক্তি না জানি কতই সুখ লাভ করে।]

যে রাজা নাটকের প্রারম্ভে সামান্য কামুক-মাত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, নাটকের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে শিখি। নাটক-পাঠান্তে বুঝি যে, দুষ্মন্ত শুদ্ধ কামুক নহেন, তিনি প্রেমিক, পুত্রবৎসল, কবি, চিত্রকর, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা। কালিদাসের কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হই যে, তিনি কি সামান্য চরিত্র পাইয়াছিলেন, আর তাহাকে কিরূপ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

দুষ্মন্ত-চরিত্র অতীব মিশ্র চরিত্র—দোষ-গুণের মনোহর সমবায়। কালিদাস হাজারই অলঙ্কার শাস্ত্র বাঁচাইয়া চলুন, তাঁহার প্রতিভা যাইবে কোথায়? তিনি যে মানবচরিত্রবিৎ মহাকবি। একটি মহৎ মানব-চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন। তথাপি তিনি দুষ্মন্তকে সাধু ইন্দ্রিয়জিৎ বীরোত্তম মহাপুরুষ সাজাইতে পারেন না। হয় ত সাজাইতেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে মহাভারতে বর্ণিত সমস্ত প্রধান ঘটনাই উপেক্ষা করিতে হইত এবং তাহা হইলে দুষ্মন্ত-চরিত্র হইত না। হয়ত কামজয়ী অর্জ্জুন বা ত্যাগী ভীষ্মের চরিত্র হইত। কিন্তু মহাভারতকে তিনি ক্ষুণ্ন করিতে পারেন না। পাঠকের বোঝা দরকার যে, ব্যাপারটি দুষ্মন্তের ও শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী, হরগৌরীর বিবাহ নয়। সেই জন্য ঋষিগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা, শকুন্তলার প্রতি লাম্পট্য ইত্যাদি সমস্তই রাখিতে হইয়াছে। তাহা রাখিয়াও চরিত্র মহৎ করিতে হইবে। কালিদাস সে চরিত্রকে মহৎ করিলেন: সুন্দর করিলেন: কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্কটুকু মুছিলেন না। তাই বলিতেছিলাম যে, দোষে গুণে দুষ্মন্ত একটি মনোহর অপূর্ব্ব মিশ্র-চরিত্র।

২। শকুন্তলা ও সীতা

প্রতিভার অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার চরিত্রে আমরা কালিদাসের পূর্ণ বিকাশ দেখি।

প্রথম অঙ্কেই দেখি, বল্কল-পরিহিতা যুবতী শকুন্তলা অপর দুইটি যুবতীর সহিত তপোবনে পুষ্পবৃক্ষে জল-সেচনে নিযুক্তা। পুষ্পমধ্যে তিনটি যেন জীবিত পুষ্প। চারিদিকে তপোবনের ছায়া, শান্তি ও নির্জ্জনতা। শকুন্তলা নেপথ্যে সখীগণকে ডাকিতেছিলেন, "ইদো ইদো পিঅসহীও"। সেই মধুর আহ্বান পাঠক যেন কর্ণে শুনিতে পাইতেছিলেন। তাহার পরে যখন জলকুম্ভকক্ষে সখীসহ শকুন্তলা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইলেন, তখন দেখি—একখানা ছবি।

প্রিয়ংবদা, অনসূয়া ও শকুন্তলার কথোপ-কথনে আমরা শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই। অনসূয়া যখন দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "তাত কণ্ব, তোমার এই নবমালিকা-কুসুম-কোমলা দেহযষ্টিকে আল-বাল-পূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন!" শকুন্তলা কহিতেছেন, "শুধু তাত কণ্বের আদেশ নয়, ইহাদের প্রতি আমার সহোদর-স্নেহ বিদ্যমান আছে।"

এই একটি কথায় শকুন্তলার হৃদয়ের অনেক-খানি দেখিতে পাওয়া যায়। তরুলতাদের সহিত শকুন্তলার স্নেহ, যেমন মানুষ মানুষকে

ভালবাসে, সেইরূপ। সেই শান্ত তপোবনে অনসূয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সখী, কিন্তু তরুলতা ভাই ভগ্নী! তিনি যেন সেই শ্যাম-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যেন তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজের ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন। আর সখীদিগের সহিত তাহাদের বিষয় লইয়াই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে যে, চূত-বৃক্ষ অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে, অমনি তিনি কহিতেছেন—"দাঁড়াও সখি, ও কি বলে শুনিয়া আসি।" এই বলিয়া শকুন্তলা চূতবৃক্ষের নিকটে গিয়া তাহার শাখা ধরিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি প্রিয়ংবদার বোধ হইল, যেন একটি লতা সহকারকে জড়াইয়া ধরিল। অনসূয়া বলিলেন, "বনতোষিণী স্বয়ংবরা হইয়া সহকারকে আশ্রয় করিয়াছে। তুমি কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ?" শকুন্তলা উত্তর দিলেন, "বনতোষিণীকে যে দিন ভুলিব, সে দিন আপনাকেও বিস্মৃত হইব।"—এই বলিয়া পুষ্পিতা বনতোষিণীকে আর ফলভরে অবনত সহকারকে দেখিতে লাগিলেন। এত একাগ্রমনে দেখিতেছেন যে, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিলেন যে, শকুন্তলা এত স্নেহে ইহাকে লক্ষ্য করিতেছেন; তাহার কারণ এই যে, বনতোষিণী যেমন অনুরূপ পাদপের সহিত মিলিত হইয়াছে, শকুন্তলার মনের ভাব যে, সেও আপনার অনুরূপ বর লাভ করে। শকুন্তলা বলিলেন, "এটি তোমার মনোগত ভাব।" তাহার পর মাধবীলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ দেখিয়া সখীদিগের পরিহাসে ঐ একই ভাব দেখি! এ কি মধুর ভাব! এ অপূর্ব্ব সারল্যের কাছে মিরাণ্ডার সারল্য যেন ন্যাকামি বলিয়া মনে হয়।

সহসা এই শান্ত সরল স্বচ্ছ চরিত্রের উপর দিয়া মৃদু পবন-হিল্লোল বহিয়া গেল। সরসী-বারি কাঁপিয়া উঠিল। এক সুন্দর সৌম্য যুবাপুরুষ আসিয়া যেন সেই তপস্যা ভঙ্গ করিল। নিদ্রিত সুকুমার শিশু যেন জাগ্রৎ হইল। সহসা দেখিলাম, শকুন্তলা তাপসী হইয়াও নারী। দেখিলাম যে, এই হৃদয় শুধুই শান্ত স্নেহ ও নিরাবিল সারল্যেই গঠিত নহে। ইহাতে প্রেমিকের অধৈর্য্য আছে, ছল আছে, অসূয়া আছে। *অতিথি রাজাকে দেখিয়াই শকুন্তলার মনে তপোবন-বিরুদ্ধ ভাব আসিল। তিনি রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন।* এই প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার মনের বক্রতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। প্রথম অঙ্কেই যখন সখীদ্বয় শকুন্তলার মনোভাব জানিতে পারিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন—"শকুন্তলা! যদি এ সময় তাত কণ্ব উপস্থিত থাকিতেন।" শকুন্তলা যেন কিছু জানেন না, এইভাবে বলিলেন,—"তদো কিং ভবে।" অথচ মনে ভাবিতেছেন, তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত না। সখীদ্বয় উত্তর করিলেন—"তাহা হইলে জীবনসর্ব্বস্বদানেও এই অতিথিকে সমুচিত সৎকার করিতেন।" তদুত্তরে শকুন্তলা বলিলেন—

"অবেধ তুহ্যে কিম্পি হি অত্র কদুই মন্তেধ ণ বোবঅনং সুনিসসং"

[তোমরা দূর হও, কি একটা মনে করিয়া বলিতেছ, আমি তোমাদের কথা শুনিব না।]

মুখে বলিতেছেন তোমরা কি মনে ভাবিয়া এ কথা বলিতেছ, তাহা জানি না, অথচ সে কথা তিনি বেশ জানেন। তিনি মুখে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন, অথচ সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প নাই। চলিয়া যাইতে তাঁহার বল্কল শাখায় জড়াইয়া যাইতেছে। নারীর এই মধুর ছলনা—পদে পদে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার মনের স্বাভাবিক বক্রতা আরও বিকাশ পাইয়াছে। তিনি মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া সখীদের কাছে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রেমিকলাভে সখীদ্বয়ের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে প্রণয়পত্র লিখিতে উপদেশ দিলেন। শকুন্তলা প্রেমলিপি রচনা করিলেন।

"তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মথণোদিবা
রত্তিং পি।
নিক্কিব দাবই বলিঅং তুহহুত্তমনোরহাই
অঙ্গাইং।"

[জানি না হৃদয় তব, মোরে কিন্তু মনোভব
অহোরাত্র করে অংগে অতি তাপদান হে—
অতি তাপদান।
তব হস্তে মনোরথ, নাহি অন্য কোনও পথ.
করুণা বিহীন তব কঠিন পরাণ হে,—
কঠিন পরাণ।]

রাজা অন্তরাল হইতে সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি ক্রমে এই তাপসীত্রয়ের কাছে আসিলেন। তিনি যে পৌরব রাজা দুষ্মন্ত, এ বিষয় আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। পরে প্রিয়ংবদা রাজাকে কহিলেন,—"তেণ হি ইঅং নো পিঅসহী তুমং জ্জেব উদ্দিসিঅ ভঅবদা মথণেন ইমং অবখন্তরং বাবিদা তা অরিহসি অবভুববত্তী এ জীবিদং সে অবলম্বইদুং।"

[ভগবান কন্দর্প, আপনাকেই উদ্দেশ্য করিয়া আমার প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থান্তর প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের প্রিয়সখীর জীবন-ধারণের উপায়-বিধান করুন।]

এ কথা শুনিয়া শকুন্তলা স্বীয় ভবিষ্যং সপত্নীদিগের প্রতি বক্রোক্তি করিলেন—

"হলা অলং বো অন্তেউর বিরহ পজ্জস্সুএণ
রাজ্জসিনা অবরুন্ধেন"

[সখি! অন্তঃপুর কামিনীদিগের বিরহে উৎকণ্ঠিতচিত্ত এই রাজর্ষিকে উপরোধ করার প্রয়োজন নাই।]

এইখানে ভাবী সপত্নীদিগের প্রতি তাহার অসূয়ার ভাব দেখিয়া আমরা সমধিক বিস্মিত হই। এতও তিনি জানিতেন! বিবাহের প্রস্তাব ঠিক হইয়া গেল। রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, শকুন্তলাই তাঁহার প্রধানা মহিষী হইবেন। সখীদ্বয় দেখিলেন যে. এখন প্রণয়িযুগলকে প্রেমালাপ করিবার অবকাশ দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া সখীশ্বয় যখন ছল করিয়া শকুন্তলাকে রাজার সহিত একাকিনী রাখিয়া গেলেন. তখন শকুন্তলা সহসা একটু শঙ্কিত হইলেন। এইরূপ অবস্থা কখনও ঘটে নাই, তাই বোধ হয় তাঁহার এই ক্ষণিক সঙ্কোচ। তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা ধরিলেন। শকুন্তলা দেখিলেন তাঁহার মান যায়। তিনি বলিলেন, "ছাড়ুন ছাড়ুন, ধরিবেন না, আমি আমার প্রভু নহি" তাহার পর রাজা যখন প্রস্থানোদ্যতা শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধরিলেন, তখন শকুন্তলা কহিলেন, "পৌরব, বিনয় রাখুন, ঋষিরা চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন।" চলিয়া যাইয়াই শকুন্তলা ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "পৌরব, অভাগিনী শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন না।" কিন্তু শকুন্তলা একেবারে যাইলেন না। অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া রাজার অনুরাগ-কল্পিত বাণী শুনিতে লাগিলেন। পরে করভ্রষ্ট মৃণাল-বলয় খুঁজিবার ব্যপদেশে আবার রাজার সন্নিধানে আসিয়া বলয় পরিবার ছলে তাঁহার সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মুখ-চুম্বনে আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে নাম মাত্র। তাহার পরে গৌতমীর আগমনে রাজা লুক্কায়িত হইলে শকুন্তলা রাজাকে উদ্দেশে পুনরামন্ত্রণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এই তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়া আমরা ব্যথিত হই। হাজার হউক তিনি তাপসী। মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার আচরণ আরও সংযত হইত নিশ্চয়। কেহ কেহ বলেন যে, তৃতীয় অঙ্কের শেষভাগ কালিদাসের রচিত নয়; তাহা না হইলেও এ অঙ্কের প্রথম অংশেও নারীর পক্ষে পুরুষের প্রেমভিক্ষা করা কুলটারই শোভা পায়। স্বয়ংবরা হওয়া পতিত্ব-ভিক্ষা নহে—পতিত্ব-দান। যেখানে প্রেমালাপের পরে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানেও পুরুষই নারীর প্রেম যাচ্ঞা করে। আমরা Shakespeareএ দেখি বটে যে, মিরান্ডাই ফার্ডিনান্ডের প্রেমভিক্ষা করিতেছেন।—

"I am your wife, if you will marry me—If not I die your maid, to be your fellow you may deny me, but I'll be your servant whether you will or no."

কিন্তু সে ভিক্ষার মধ্যে এমন একটা সারল্য, গাম্ভীর্য্য ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে যেন বোধ হয় সে ভিক্ষাই দান। এ ভিক্ষা ভিক্ষা নহে—এ একটা প্রতিজ্ঞা। Ferdinand বিবাহ করুন না করুন তাহাতে Mirandaর কিছু যায় আসে না। তিনি যে Ferdinandকে বলিতেছেন, বিবাহ করিবে? কর; আমি

তোমার স্ত্রী হইব। বিবাহ করিবে না? করিও না, তোমার অনুরক্তা দাসী রহিব। তুমি কি চাও? বাছিয়া লও!" এ যেন রাজ্ঞী প্রজাকে দান করিতেছেন, ইহা প্রেমভিক্ষা নহে।

কিন্তু শকুন্তলার ভিক্ষা ভিক্ষা—কিংবা আত্মবিক্রয়। "দেখ আমি যদি তোমায় আমার যৌবন দিই,—এই ভাব। তুমি কি দিবে? কিছু দাও না দাও, আমায় রক্ষা কর"; এখানে কেবল দৈন্যজ্ঞাপন ও যাচ্ঞা।

আমার বিশ্বাস যে, আমাদের দেশে কালিদাসের সময়ে প্রেমের স্বর্গীয় ভাবটা কবিরা ঠিক করিতে পারেন নাই। বৈদিক যুগে কামের দুই স্ত্রী ছিল দেখিতে পাওয়া যায়—রতি ও প্রীতি। রতি ক্রমে ক্রমে তাহার সপত্নী প্রীতিকে নির্ব্বাসিত করাইল এবং কামের একমাত্র প্রেয়সী হইয়া দাঁড়াইল। হরকোপানলে মদন ভস্ম হইয়া 'অনঙ্গ' হয়েন। এই অনঙ্গ অবস্থা কিন্তু কাব্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। শারীরী কাম সাংসারিক হিসাবে পুরাতন কাব্যসাহিত্যে অত্যধিক নির্ভয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যেও পুরাকালে কামের অত্যধিক অত্যাচার ছিল। ক্রমে কাম পরিশুদ্ধ হইয়া Shelley ও Browningএর অশরীরী প্রেমে পরিণত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস স্বাভাবিক প্রতিভাবলে প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতির যে কতক আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা এই শকুন্তলাতেই দেখিতে পাই। কিন্তু তথাপি তিনি শকুন্তলায়ই হউক, বিক্রমোর্ব্বশীতেই হউক, আর মেঘদূতেই হউক, সময়ের হাত একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। অবশ্য শকুন্তলার প্রথম তিন অঙ্কে প্রেমের উচ্ছল অবস্থা। কিন্তু মেঘদূতে ত তিনি প্রেমের সংযত অনুরাগ দেখাইতে পারিতেন। তাহা তিনি দেখান নাই।

ভবভূতির সময়ে মনে হয় যে, প্রেম নিরাবিল হইয়া আসিয়াছিল। বিশুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে ভবভূতির কল্পনার উপরে কোনও দেশের কোনও কবি উঠিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভবভূতির এ বিষয়ে সুবিধা ছিল। তিনি প্রেমের বহুদিন-সহবাসজনিত নির্ভর দেখাইতেই বসিয়াছিলেন। কালিদাস সে সুযোগ পান নাই। তথাপি কালিদাস এ অবস্থা দেখাইবার সুযোগ একবার খুঁজিয়াও লইতে পারিতেন। তাই মনে হয়, কালিদাসের মনে এত উচ্চ ধারণা কখনও উদিত হয় নাই।

প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার যে তরুলতাদিগের প্রতি স্নেহ দেখি, চতুর্থ অঙ্কে আবার তাহাই দেখিতে পাই। তাহার সহিত কিন্তু প্রেম আসিয়া মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তন্ময় হইয়া তপোবনে দুষ্মন্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন—এত তন্ময় যে, দুর্ব্বাসার উপস্থিতি লক্ষ্য করিলেন না, তাঁহার অভিশাপ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলেন না। পরে কণ্বমুনি আসিলে শকুন্তলা তাঁহার সমক্ষে আসিয়া লজ্জিতভাবে
কণ্বমুনি ধ্যানে সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পতিগৃহে পাঠাইলেন।

যখন শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তখন তরুলতাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ হৃদয় ছাপিয়া উঠিতেছে। তিনি প্রিয়ংবদাকে কহিতেছেন—

"হলা পিয়ম্বদে অজ্জউত্তদংসনুস্সুআ-এবি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খদুক্খেণ চলণা মে পুরোমুহা ণ ণিবড়ন্তি।"

[প্রিয়ংবদে! আমি আর্য্যপুত্রের দর্শনে সমুৎসুক হইলেও আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করিতে আমার চরণ-যুগল আজ কোনও মতেই অগ্রসর হইতেছে না।]

শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন—যে পতির জন্য তিনি ধর্ম্ম ব্যতীত সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছেন বলিলেই হয়,—তথাপি এই তপোবন ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার পা উঠিতেছে না। তপোবনও যেন সেই আসন্ন বিরহে ম্লান। তখন শকুন্তলা সেই মাধবীলতাকে গিয়া কহিতেছেন,—লতাভগিনি, আমায় আলিঙ্গন কর। কণ্বকে কহিলেন,—"তাত, ইঁহাকে দেখিবেন"; সখীদ্বয়কে কহিতেছেন,—"এই বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম—দেখিও"; আবার কণ্বকে বলিতেছেন,—"এই গর্ভভারমন্থরা হরিণী প্রসব হইলে আমায় সংবাদ দিবেন।" তাহার পরে অনুগামী হরিণশিশুকে কহিতেছেন,—"বৎস,

আমার অনুগমন করিয়া কি হইবে? পিতা তোমায় লালনপালন করিবেন, ফিরিয়া যাও।" —বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শকুন্তলার এই ভাবটি এত কোমলকরুণ যে, পড়িতে পড়িতে প্রায় কাঁদিতে হয়, বলিতে ইচ্ছা হয়,—তাপসী, এদের মধ্যে ত বেশ সুখে ছিলে, এই তপোবনের শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে তোমার শান্ত প্রবৃত্তি ত বেশ মিলিয়াছে! এখানে তোমার কিসের অভাব ছিল?—এদের ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ? কিন্তু উদ্দাম প্রেম সকল বাধা নিষেধ তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়াছে। আর রাখে কে?

শকুন্তলার এই প্রেম অধীর, উদ্দাম, প্রবল। এ প্রেম হয় নিজবলে সর্ব্বজয়ী হইবে, নয় একটা প্রবল সংঘাতে চূর্ণ হইবে। শকুন্তলার প্রেম শেষোক্ত ধরণের। তাঁহার প্রেম যেরূপ প্রবল, তাঁহার চরিত্রের সেরূপ বল ছিল না। সাবিত্রী হইলে সব বাধা বিঘ্ন স্বীয় চরিত্রবলে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতেন। কিন্তু শকুন্তলা কোমল তাপসী, তাই তাঁহার প্রেম প্রবল ধাক্কা খাইল। তিনি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না। সে সংঘাতে সেই প্রেম চূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু বিবাহ তাহাকে ঘেরিয়া রক্ষা করিয়াছিল।

এই সংঘাত পঞ্চম অঙ্কে। এই পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার আর এক মূর্ত্তি দেখি। প্রথমতঃ রাজসভায় শকুন্তলার একটা সশঙ্ক সঙ্কোচ দেখিতে পাই। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত রাজসভায় যাইতে রাজপুরী সম্বন্ধে বিবিধ সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু শকুন্তলা যেন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, কোলাহল শুনিতে পাইতেছেন না। দেখিলে শুনিলে তিনিও বিস্মিত হইতেন। তিনি আসন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছেন; অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন। "আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে কেন?" ইহা আশঙ্কার লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরে গৌতমী ও শার্ঙ্গরব যখন রাজসভায় গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজাকে আদেশ করিলেন, রাজার উত্তর শুনিবার জন্য শকুন্তলা উৎকর্ণ হইয়া ভাবিতেছেন,—"কিন্ন কখু অজ্জউত্তো ভণিসসদি।"

[এখন আর্য্যপুত্রই বা কি বলেন?]

রাজা যখন বলিলেন,—

"অয়ে কিমিদমুপন্যস্তম্"

[ইঁহারা কি বলিতে লাগিলেন? ইহা ত আমার উপন্যাসের ন্যায় বোধ হইতেছে।]

শকুন্তলা তখনও প্রত্যাখ্যান আশঙ্কা করেন নাই। কেবল ভাবিলেন,—

"হদ্দী হদ্দী সাবলেবো সে বঅণাবক্-
খেবো।"

[হা ধিক্! হা ধিক্ ইঁহার বাক্যে যে অতিশয় গর্ব্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে।]

তাহার পরে রাজা যখন প্রশ্ন করিলেন,—"আমি ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম?" তখন শকুন্তলা ভাবিলেন, "সর্ব্বনাশ! যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম।" ভাবিলেন যে, রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় ত অস্বীকৃত। পরে রাজা যখন নিরবগুণ্ঠনা শকুন্তলাকে দেখিয়াও বিবাহ অস্বীকার করিলেন, তখন শকুন্তলা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। পাঠক, লক্ষ্য করিবেন যে, শকুন্তলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহেন নাই। এখন অনুরুদ্ধ হইয়া রাজাকে তিনি সানুরাগে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া ডাকিয়াই অভিমানে এ সম্বোধন প্রত্যাহার করিয়া সসম্মানে কহিলেন,—"পৌরব! ধর্ম্মমতে পাণিগ্রহণ করিয়া পরিশেষে অস্বীকার করা কি উচিত হইতেছে?" পরে শকুন্তলা রাজাকে বিবাহ-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যখন অঙ্গুরীয় দেখাইতে পারিলেন না, তখন আমরা তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারি। শেষে একবার শেষ প্রয়াস—পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কহিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন; ব্যর্থ হইলেন। এখনও আমরা শকুন্তলার রুদ্রমূর্ত্তি দেখি নাই। পরিশেষে যখন রাজা সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর চাতুরীর অপবাদ চাপাইলেন, তখন শকুন্তলার গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। তিনি সরোষে বলিলেন,—

অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্খসি? কো ণাম অণ্ণো ধম্ম-কঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্স তুহ অণুআরী ভবিস্সদি।"

[হে অনার্য্য! আপনার হৃদয়ের ন্যায় অনুমান করিয়া সকলকেই দর্শন করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম-কঞ্চুকের আবরণ দিয়া তৃণাচ্ছন্ন

কৃপ তুল্য আপনার ন্যায় শঠতাচরণ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়?]

প্রতারিতা নারীর সমস্ত লজ্জা, রোষ, ঘৃণা তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার রোষ-রক্তিম আনন দেখিয়া দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। সাধ্বী ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন,—

"তুম্হে জ্জেব পমাণং ধম্মত্থিদিঞ্চ
লোঅস্‌স।
লজ্জা বিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি
মহিলাও॥
সুট্‌ঠু দাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ
সমুবট্‌ঠিদা।"

[মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহ নাই। এরূপভাবে মহিলাকুল কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে? হে রাজন্! তবে কি আমি স্বেচ্ছা-চারিণী গণিকার ন্যায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি?]

পরে গৌতমী যখন তাঁহাকে বলিলেন,— "হায় বৎসে, পুরুবংশীয়েরা মহৎ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তুমি শঠের হস্তে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছ!" তখন শকুন্তলা মহা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন শকুন্তলা হতাশস্বরে কহিলেন,—"এ শঠও আমায় পরিত্যাগ করিল, তোমরাও করিলে!" এই বলিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতেই শার্ঙ্গরব ফিরিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"আঃ পুরোভাগিনি! কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে?" তখন শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজপুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিলেন,—

"ত্বং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথম-মেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি বিপর্য্যয়ে ত্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিতমেব।"

[রাজন্! উত্তমোত্তম গণকগণ পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছেন যে প্রথমেই আপনার চক্র-বর্ত্তি-লক্ষণযুক্ত একটি পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই মুনিদৌহিত্র যদি সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবে আনন্দ সহকারে ইঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট করাইবেন। তাহার বিপরীত হইলে, ইঁহার পিতার নিকট গমন করাই ধার্য্য রহিল।]

পুরোহিতের এই লজ্জাকর প্রস্তাব শুনিয়া শকুন্তলা কহিলেন,—"ভগবতি বসুন্ধরে, আমায় স্থান দাও!" আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বলি যে, যে কেহ আসিয়া এই প্রতারিতা অসহায়া বালিকাকে স্থান দাও! সকলে সেই সভা-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পুরোহিত পুনঃ-প্রবেশ করিয়া কহিলেন যে, "এক জ্যোতিঃ নামিয়া আসিয়া শকুন্তলাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।" তখন আমরা ভাবি যে, বাঁচা গেল! রাজার গৃহে পরীক্ষার্থ থাকার চেয়ে তাঁহার মৃত্যু শ্রেয়ঃ। শকুন্তলা রাজার প্রত্যাখ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপকে পদাঘাত করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইখানেই কালিদাসের কল্পনার মহত্ত্ব। এইখানেই শকুন্তলা-চরিত্রের চরম বিকাশ। এইখানেই সাধ্বী স্ত্রী ও অসতী স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। অসতী স্ত্রী যেমন এতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে যে, নিজের পুত্রহত্যা পর্য্যন্ত (যাহা মাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও ভীষণ) করিতে পারে, সাধ্বী সতী সেইরূপ এত উচ্চে উঠিতে পারে না যে, পতির (যাহার চেয়ে স্ত্রীর পূজ্য আর কেহ নাই) নিষ্করুণ অবমাননাকে তুচ্ছ করিয়া গর্ব্বভরে শিরঃ উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের পরিণামে কবি দেখাইলেন যে, দুষ্মন্তকৃত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান অন্যায়, যে ঋষির অভিশাপ সাধ্বীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সাধ্বীর মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে পারে না। সে অভিশাপ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে থাকে দূরে সসম্মানে, হাত যোড় করিয়া। দুর্ব্বাসার অভিশাপ শকুন্তলাকে দংশন করিয়া আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, শকুন্তলার পক্ষে এ ক্ষণিক যন্ত্রণামাত্র।

সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলা বিরহিণী—

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।

অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥"

[ইনি এক্ষণে ধূসরবর্ণ বসন-যুগল-পরিধান করিয়া আছেন, কঠোরতর ব্রত-ধারণ হেতু ইঁহার মুখ পরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, শিরোদেশে একটি মাত্র বেণী লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। হায়! এই শুদ্ধাচারিণী শকুন্তলাকে আমি অতিশয় নিষ্করুণ হইয়া পরিত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমার
ধারণ করিয়া আছেন।]

কিন্তু এ বিরহ পূর্ব্বোক্ত বিরহ হইতে ঈষৎ পৃথক্। প্রথম বিরহ প্রথম প্রেমেরই মত উচ্ছল, অনিয়ত। এ বিরহ—দৃঢ়, শান্ত, সংযত। প্রথম বিরহে আশঙ্কা ও সন্দেহ; এ বিরহে বিশ্বাস ও অপেক্ষা। এই বিরহে বিশেষত্ব আছে—একটা অপূর্ব্ব মাধুরী আছে।

এই অঙ্কেই শকুন্তলা-চরিত্রের একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখি। সে তাঁহার পুত্র-গর্ব্ব। তাঁহার প্রত্যাখ্যাত সমস্ত স্নেহ তাঁহার পুত্রের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কালিদাস তাহা নেপথ্যে দেখাইয়াছেন। নাটকে দেখিতে পাই যে, শকুন্তলার পুত্র অত্যধিক আদরে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহার মাতার নাম উচ্চারণ মাত্র সে তাহার ক্রীড়নকও ভুলিয়া যায়। শকুন্তলা বালকের সহিত অধিক কথা কহেন নাই। কিন্তু যে কয়টি কহিয়াছেন, তাহা অর্থে যেন কাঁপিতেছে। বালক যখন জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে?" তখন শকুন্তলা উত্তর করিলেন, "অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর!" এই উত্তরে পুত্র-স্নেহ, পতির অন্যায়, দৈবের অত্যাচার,—সব আছে। শকুন্তলা জানিতেন যে, তিনি কোন পাপ করেন নাই। তিনি কেবল সরলচিত্তে ভালবাসিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তথাপি এরূপ হইল কেন? এই উত্তরে পুত্রের প্রতি, স্বামীর প্রতি, বিধাতার প্রতি সাধ্বীর অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। পুত্র বুঝিল না, তাই নীরব রহিল। রাজা বুঝিলেন, তাই তিনি রোরুদ্যমানা শকুন্তলার পদতলে পতিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। বিধাতা এ কথা শুনিলেন, তাই তিনি তাঁহাদের মিলন সম্পাদন করিয়া দিলেন।

শকুন্তলা-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে এমন কিছু বিশেষত্ব পাই না। বিশেষত্বের মধ্যে তপোবনের সহিত তাঁহার একান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি কোমলা, প্রেমিকা, গর্ব্বিণী, পুত্রবৎসলা তাপসী। অন্যত্র তিনি সামান্যা নারী মাত্র। প্রথম অঙ্কে সখীদ্বয়ের সহিত কথাবার্ত্তা সাধারণ কুমারীর। প্রিয়ংবদা যখন পরিহাস করিলেন—বনতোষিণী
ন্না হইয়াছে, শকুন্তলা আমিও যেন অনুরূপ বর পাই—এইভাবে তাহার পানে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া আছেন। তাহার উত্তরে শকুন্তলা কহিলেন,—"এস দে অত্তণো চিত্ত-গদো মণোরহো।" এরূপ কথা-কাটাকাটি আধুনিক বঙ্গরমণী প্রতিনিয়তই করিয়া থাকে। তাহার পরে পরপুরুষের সম্মুখে প্রত্যেক বিবাহযোগ্যা বালিকাই শকুন্তলার মত লজ্জায় অধোমুখী হয়। তাহার পরে রাজাকে দেখিয়া প্রেমের উদয়,—

"কধং ইমং জনং পেক্খিঅ তপোবনবিরহিণো
বিআরস্স গমনীয়াহ্মি সংবুত্তা।"

[এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার তপোবন-বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?]

এরূপ প্রেমোদয়ও সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে love at first sight. প্রিয়ংবদা রাজাকে যখন শকুন্তলার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আরও যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন বোধ হইতেছে।" তখন শকুন্তলা তাঁহাকে অঙ্গুলীসঙ্কেতে শাসাইলেন। এরূপ ব্রীড়ার অভিনয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রিয়ংবদা রাজার কাছে শকুন্তলার বিবাহের কথা তুলিলে শকুন্তলা কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া যে কহিলেন,—"প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই কহিতেছে, আমি চলিলাম।" অথচ চলিয়া যাইবার জন্য আদৌ তাহার কোন অভিপ্রায় নাই। নারীর এই মধুর ছলনা ও পরে যাহাতে অনিচ্ছা নারীজনসমাজে দুর্লভ নহে।

এই নাটকের শকুন্তলা-চরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষ না থাকিলেও, ইহা কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাভারতের শকুন্তলাকে কালিদাস অনেক বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মহাভারতের শকুন্তলা কামুকী। কালিদাসের

শকুন্তলা প্রেমিকাতে আরম্ভ করিয়া দেবীতে শেষ হইয়াছেন। তদুপরি কালিদাসের শকুন্তলা স্নেহে, সৌহার্দ্দ্যে, তেজে, কারুণ্যে একটা মনোহর সৃষ্টি। মহাভারতের শকুন্তলাকে যে কালিদাস কতদূর উঠাইয়াছেন, তাহা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে, মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উক্তি, নাটকে বর্ণিত উক্তির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মহাভারতের শকুন্তলা তাঁহার জন্মের গর্ব্ব করিতেছেন। তিনি যে অপ্সরা মেনকার কন্যা, আর দুষ্মন্ত মানবমাত্র, এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেছেন।

এখানে শকুন্তলা মেনকার নাম করিয়া তাঁহার মোকদ্দমা যতদূর সম্ভব খারাপ করিয়াছেন। দুষ্মন্ত উত্তর দিতে পারিতেন যে, যে নর্ত্তকীর কন্যা, তাহার কথার আবার মূল্য কি!

কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে শকুন্তলা-চরিত্রের তেজে দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছেন। শকুন্তলার অবমাননায় তাঁহার সহিত সহানুভূতিতে পাঠক প্রায় কাঁদিয়া উঠেন।

শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী; ঋষি-কন্যা হইয়াও প্রেমিকা; শান্তির ক্রোড়ে লালিতা হইয়াও চপলমতি। তাঁহার লজ্জা নাই, সংযম নাই, ধৈর্য্য নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যার সহিত এক নিশ্বাসে তাঁহার নামোচ্চারণ করা চলে না। তবে কি গুণে তিনি এই জগদ্বিখ্যাত নাটকের নায়িকা হইলেন?

দুষ্মন্ত যে কারণে এই নাটকের নায়ক হইয়াছেন, শকুন্তলাও তাঁহার অনুরূপ গুণে এই নাটকের নায়িকা হইয়াছেন। শকুন্তলা-চরিত্রের মাহাত্ম্য (দুষ্মন্তেরই মত) পতনে ও উত্থানে।

প্রথম তিন অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। দুষ্মন্তের সহিত প্রেমে পড়িয়া তিনি নিজের সঙ্গে সখীদ্বয়ের সহিত চাতুরী আরম্ভ করিলেন—যাহা তাপসীর যোগ্য মনোভাব নহে। পরে তিনি দুষ্মন্তের সঙ্গে যেরূপ নির্লজ্জ রহস্যালাপ করিলেন, তাহা তাপসীর কেন, কোনও কুমারীর পক্ষেও লজ্জাকর। যদি শকুন্তলা মিরাণ্ডার মত সরলা সংসারানভিজ্ঞা হইতেন, তাহা হইলেও বুঝিতাম। কিন্তু তিনি সংসারেরই বিবাহযোগ্যা কুমারীর ন্যায় বক্রোক্তি ও অভিনয় করিতে শিখিয়াছেন। তিনি পরোক্ষে ভাবী সপত্নীদিগের প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। সর্ব্ব-শেষে প্রতিপালক পিতৃসম স্নেহময় মহর্ষির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দুষ্মন্তকে আত্মসমর্পণ—একেবারে অধঃপতনের প্রায় চরমসীমা। কুমারসম্ভবে যদিও শিব গৌরীর পূর্ব্ব-জন্মের পতি, তথাপি শিব যখন তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, গৌরী বলিলেন—পিতাকে জিজ্ঞাসা কর। কণ্বকে জিজ্ঞাসা করা শকুন্তলার সৌজন্য নহে, তাঁহার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল। এ কর্ত্তব্য তিনি পালন করেন নাই। কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে তিনি লজ্জিতা হইয়াছিলেন, অনু-তপ্তা হয়েন নাই। স্নেহময় কণ্ব তাঁহাকে ক্ষমার চেয়েও অধিক করিলেন; তথাপি তাঁহার অণুমাত্র অনুতাপ হইল না। তিনি বস্তুতঃ পতিতা হইলেন। তবে এ পতনে বিবাহই একটিমাত্র পুণ্যের রেখা। তাহাই দুষ্মন্তকে ও তাঁহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের উত্থানের পথ রাখিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল—তাঁহার প্রত্যা-খ্যানে। তাহার পর দীর্ঘ বিরহব্রত যাপন করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল। তাঁহাদের মিলনের অন্তরায় দূর হইলে স্বাভাবিক নিয়মবলে আবার তাঁহাদিগের মিলন হইল।

দুষ্মন্তেরই মত শকুন্তলা দোষে গুণে একটি মিশ্রচরিত্র। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য দোষে গুণে। দোষে গুণে সে চিত্র অতুলনীয়।

৩। সীতা

রাম ও দুষ্মন্তে যেরূপ প্রভেদ, সীতা ও শকুন্তলার চরিত্রে সেইরূপ প্রভেদ।

উত্তরচরিতে তিনবার সীতার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম অঙ্কে, তৃতীয় অঙ্কে ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে সীতার সমগ্র প্রকৃতি আমরা

একত্র দেখিতে পাই: তিনি কোমলা, পবিত্রা, ঈষৎ পরিহাসরসিকা, ভয়বিহ্বলা, রামময়-জীবিতা। যখন অষ্টাবক্র মুনি আসিলেন, *সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—*

"নমঃ তে অপি কুশলং মে সকলগুরুজনস্য আর্য্যায়াঃ চ শান্তায়াঃ।"

[আপনাকে প্রণাম, আমার সকল গুরু-- জনের এবং আর্য্যা শান্তার কুশল ত?]

অতি সসম্মান মিষ্ট-সম্ভাষণ। পরে কথায় কথায় যখন রাম অষ্টাবক্র মুনিকে কহিলেন যে, প্রজারঞ্জনার্থ যদি তাঁহার সীতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাঁহার দুঃখ নাই, তখন সীতা এই নিদারুণ প্রস্তাবে ব্যথিত হইলেন না, বরং যেন পরম গৌরব অনুভব করিলেন। তিনি কহিলেন,—

"অতএব রাঘবধুরন্ধরঃ আর্য্যপুত্র।"

[এই নিমিত্তই আর্য্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর।]

একেবারে আত্মচিন্তাশূন্য; যেন তাঁহার অস্তিত্ব রামে লীন হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাবক্র মুনি চলিয়া গেলে লক্ষ্মণ একখানি আলেখ্য লইয়া আসিলেন,—সেই আলেখ্যে রামের অতীত জীবনকাহিনী অঙ্কিত আছে। তিন জন সেই আলেখ্যদর্শনে ব্যাপৃত হইলেন। আলেখ্যে সীতার দৃষ্টি প্রথমেই রামের মূর্ত্তির উপর পড়িল। তিনি দেখিলেন, "জৃম্ভকাস্ত্রা উপস্তবন্তি ইব আর্য্য-পুত্রম্।" পরে মিথিলাবৃত্তান্ত দেখিতেও সীতার দৃষ্টি রামে নিবদ্ধ,—

"অস্মহে দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধমসৃণ-শোভমানমাংসলেন দেহসৌভাগ্যেন বিস্ময়-স্তিমিততাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরঃ-খণ্ডিতশঙ্করশরাসনঃ শিখণ্ডমুগ্ধমুখমণ্ডলঃ আর্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ।"

[আহা! উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলতুল্য শ্যামল স্নিগ্ধ, মসৃণ, শোভমান, মাংসল দেহ সৌন্দর্য্যযুক্ত, সৌম্য, সুন্দরাকৃতি, কাকপক্ষবৎ কর্ত্তিতকেশশোভিত বদনমণ্ডল আর্য্যপুত্র অনায়াসে শঙ্করধনু ভঙ্গ করিতেছেন, পিতা বিস্ময়স্তিমিত হইয়া তাহা দেখিতেছেন, (এই সমস্ত চিত্রপটে) অঙ্কিত হইয়াছে।]

সকলে জনস্থান-বৃত্তান্ত দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, লক্ষ্মণ সীতাকে তদ্বিরহে রোরুদ্যমান রামের মূর্ত্তি দেখাইলে সীতার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি ভাবিলেন,

"অয়ি দেব রঘুকুলানন্দ এবং মম কারণাৎ ক্লিষ্টঃ অসি!"

[দেব রঘুকুলানন্দ, তুমি আমার জন্য এত ক্লেশ পাইয়াছ?]

সীতার দুঃখ শুদ্ধ রাম কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া নহে,—সেরূপ দুঃখ সাধ্বীমাত্রেরই হয়। কিন্তু তাঁহার পরম দুঃখ যে, তাঁহারই বিরহে রাম কষ্ট পাইতেছেন।—এখানেই দেখি যে, আর কেহ নহে, এ সীতা।

সীতার এই ভাব সর্ব্বত্রই দেখি। তৃতীয় অঙ্কে যখন জনস্থানে রাম সীতাময়ী পূর্ব্ব-স্মৃতিতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সীতা কহিলেন,—

"হা ধিক্ হা ধিক্ মাং মন্দভাগিনীং ব্যাহৃত্য অমীলন্নেত্রনীলোৎপলঃ মূর্চ্ছিতঃ এব আর্য্যপুত্রঃ। হা কথং ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ-নিঃসহং বিপর্য্যস্তঃ। ভগবতি তমসে পরি-ত্রায়স্ব পরিবারস্ব জীবয় আর্য্যপুত্রম্॥

[হা ধিক্! হা ধিক্, আর্য্যপুত্র মন্দ-ভাগিনী আমার কথা বলিয়া নয়নপদ্ম নিমীলিত করিয়া মূর্চ্ছিত ও নিরুৎসাহ হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন! ভগবতি তমসে! রক্ষা করুন রক্ষা করুন, আর্য্যপুত্রকে বাঁচান।] পরে রাম উপবেশন করিয়া যখন কহিলেন,—

"ন খলু বৎসলয়া সীতাদেব্যা অভ্যুপ-পন্নোঽস্মি।"

[স্নেহশালিনী সীতাদেবী না আমায় আশ্বাসিত করিলেন?]

সীতা কহিতেছেন—

"হা ধিক্ হা ধিক্ কিমিতি মাং আর্য্যপুত্রঃ মার্গিষ্যতি।"

[হা ধিক্, আর্য্যপুত্র কি আমায় চাহিবেন?]

বাসন্তী যখন রামকে জনস্থান দেখাইতেছেন, রাম কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন, তখন সীতা বাসন্তীকে ভর্ৎসনা করিলেন—

"সখি বাসন্তি! কিং ত্বয়া কৃতং আর্য্য পুত্রস্য মম চ এতং দর্শয়ন্ত্যা।"

[সখি বাসন্তি! আমাকে এবং আর্য্যপুত্রকে এ সকল দেখাইয়া কি করিলে ?]

আবার "সখি বাসন্তি কিং ত্বং এবংবাদিনী প্রিয়ার্হঃ খলু সর্ব্বস্য আর্য্যপুত্রঃ বিশেষতঃ মম প্রিয়সখ্যা।" "সখি বাসন্তি বিরম বিরম।" "ত্বং এব সখি বাসন্তি দারুণা কঠোরা চ যা এবং আর্য্যপুত্রং প্রদীপ্তং প্রদীপয়সি।" "এবং অস্মি মন্দভাগিনী পুনঃ অপি আয়াসকারিণী আর্য্যপুত্রস্য।" "হা আর্য্যপুত্র মাং মন্দভাগিনীং উদ্দিশ্য সকলজীবলোক-মঙ্গলাধারস্য তে বারং বারং সংশয়িতজীবিত-দারুণঃ দশাপরিণামঃ হা হতাস্মি।"

[সখি বাসন্তি! তুমি কেন এ রকম কথা বলিতেছ? আর্য্যপুত্র সকলেরই প্রিয়, বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখীর।—সখি বাসন্তি! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।—তুমিও সখি বাসন্তি, এইরূপ দারুণ এবং কঠোর যে এইরূপ কাতর আর্য্যপুত্রকে যন্ত্রণা দিতেছ?—আমি এমনই মন্দভাগিনী যে পুনর্ব্বার আর্য্যপুত্রের ক্লেশের কারণ হইয়াছি।—হা আর্য্যপুত্র! তুমি সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার হইয়াও এই মন্দ-ভাগিনীকে লক্ষ্য করিয়া তোমার বারবার জীবনসংশয় ও দশান্তর হইতেছে।]

—সর্ব্বত্রই ঐ এক ভাব—রাম আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। "আর্য্যপুত্র আমায় এত দিনে ভুলিয়া যান নাই কেন? তাও যে ভাল ছিল। সকলমঙ্গলমূলাধার রামের তুচ্ছ আমার জন্য বারবার প্রাণসংশয় হইতেছে।"—এ প্রেম কি জগতে আছে! স্বামীর কল্যাণে সর্ব্বভূতের কল্যাণে আত্মবলিদান—এ প্রেম কি জগতে আছে! থাকে যদি, ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে প্রথম চিনিয়াছ। না থাকে যদি ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে প্রথম কল্পনা করিয়াছ। যে প্রেমে—অপমানে অভিমান নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, অবস্থায় বিপর্য্যয় নাই; —যে প্রেম আপনাতে আপনি পরিপ্লুত, যে-প্রেমের জয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাকবি Browning গায়িয়াছেন—

"You have lost me, I have found thee."

—এই প্রেম সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতেই এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত গায়িয়াছিলেন। এই গূঢ় তত্ত্ব সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের এক ব্রাহ্মণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবার বলি, ধন্য ভবভূতি!

একবার যেন সীতার ঈষৎ অভিমান হইয়া-ছিল। রাম যখন সেই সীতাশূন্য নির্জ্জন জনস্থানে বাষ্পগদ্‌গদ উচ্ছ্বসিত স্বরে সীতাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন, "প্রিয়ে জানকি!" সীতা "সমন্যুগদ্‌গদ" কহিলেন—

আর্য্যপুত্র অসদৃশং খলু এতৎ বচনং
অস্য বৃত্তান্তস্য।"

[আর্য্যপুত্র! এখন আর এ কথা শোভা পায় না।] নিরপরাধা আমায় বনবাসে দিয়া তাহার পর এ সম্বোধন শোভা পায় কি? মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রতি নিদারুণ অবিচার তাঁহার মনে আসিল, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া রসাতলে বাস যেন কাঁদিয়া উঠিল, প্রজাদিগের অপবাদের প্রতি অভিমান আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু এ মেঘ মুহূর্ত্তের। তাহার পরেই সীতা আবার সেই সীতা।

"অথবা কিমিতি বজ্রময়ী জন্মান্তরে সম্ভাবিতদুর্লভদর্শনস্য মাং এব মন্দভাগি-নীং উদ্দিশ্য বাৎসল্যস্য এবংবাদিনঃ আর্য্য-পুত্রস্য উপরি নিরনুক্রোশা ভবিষ্যামি। অহং এতস্য হৃদয়ং জানামি মম এষ ইতি।"

[অথবা একি! আর্য্যপুত্রের দর্শন দুর্লভ, তিনি এই হতভাগিনীর প্রতি প্রীতিমান্ এবং আমার উদ্দেশ্যে যখন এত কথা বলিতেছেন, তখন ইঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইব না। ইনি আমার হৃদয় জানেন, আমিও ইঁহার হৃদয় জানি।]

আর একবার সীতা অশ্বমেধ যজ্ঞে রামের সহধর্ম্মিণী কে, তাহা জানিবার জন্য "সোৎ-কম্প" উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যেই শুনিলেন যে, সে সহধর্ম্মিণী হিরন্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি, অমনই সীতা কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ইদানীং অসি ত্বং অস্মহে উৎখাতং মে ইদানীং পরিত্যাগলজ্জাশল্যং আর্য্যপুত্রেণ।" "ধন্যা সা যা আর্য্যপুত্রেণ বহুমন্যতে যা চ আর্য্যপুত্রং বিনোদয়ন্তী আশা-নিবন্ধনং জাতা দেবলোকস্য।"

[আর্য্যপুত্র! তুমি এখন আবার সেইরূপই হইলে; আহা, আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যাগরূপ

লজ্জাজনিত কণ্টক এখন উৎপাটিত হইল।— যে আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক বহুমানিতা এবং আর্য্য-পুত্রকে বিনোদন করে সেই ধন্যা এবং দেব-লোকের আশানিবন্ধন হয়।]

উপরি-উক্ত দুই স্থানে সীতার যাহা কিছু মানবীত্ব দেখি। অন্য সর্ব্বত্র তিনি দেবী। রাম গমনোন্মুখ হইলে সীতা কহিতেছেন,-

"ভগবতি তমসে কথং গচ্ছতি এব
আর্য্যপুত্রঃ॥"

[ভগবতি তমসে' আর্য্যপুত্র যাইতেছেন কেন?]

তমসা সীতাকে লইয়া 'কুশলবয়োর্বর্ষ-গ্রন্থিমঙ্গল" ক্রিয়া সম্পাদন করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলে সীতা কহিলেন,—

"ভগবতি প্রসীদ ক্ষণমাত্রং অপি দুর্লভং
জনং প্রেক্ষে।"

[ভগবতি! প্রসন্না হউন, ক্ষণমাত্র এই দুর্লভ ব্যক্তিকে দেখি।] রাম চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সীতা তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছেন,—

"নমঃ নমঃ অপূর্ব্বপুণ্যজনিতদর্শনাভ্যাং
আর্য্যপুত্রচরণকমলাভ্যাম্।"

[আর্য্যপুত্রের যে চরণকমলযুগল অপূর্ব্ব পুণ্যবলে দেখা যায়, সেই চরণযুগলে নমস্কার।]

এই সুরে সীতার হৃদয়ের মহাসঙ্গীত বিলীন হইয়া গেল।

আর একবার সীতাদেবীর সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হয়—সপ্তম অঙ্কে অভিনয় দর্শনে মূর্চ্ছিত রামকে কোমলকরস্পর্শে সঞ্জীবিত করিলেন, সেখানেও সীতা বলিতেছেন,—

"জানাতি আর্য্যপুত্রঃ সীতাদুঃখং
প্রমার্ষ্টুম্।"

[সীতার দুঃখ অপনোদন করিতে আর্য্যপুত্র জানেন।]

সীতার এই ভাবই এ নাটকে ফুটিয়াছে। নারীজনসুলভ অন্যান্য গুণের সঙ্কেতমাত্র কদাচিৎ আছে। লক্ষ্মণ যখন আলেখ্য দেখাইতেছেন, "এই আর্য্যা সীতা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি," তখন সীতা ঊর্ম্মিলাকে দেখাইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ইয়মপি অপরা কা?" এইখানে সীতার পরিহাসপ্রিয়তার ঈষৎ আভাস দেখি। তিনি ভয়বিহ্বলা, পরশুরামের চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছেন। চিত্রিতা সূর্পনখাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন, "হা আর্য্যপুত্র এতাবৎ তে দর্শনম্!" এই নাটকে তাঁহার গুরুজনে ভক্তি, পালিত পশুপক্ষীতে স্নেহ, পুত্রবাৎসল্য ইত্যাদিরও সঙ্কেত পাই। কিন্তু সে নামমাত্র। সীতা-চরিত্রের অন্য কোনও গুণ এই নাটকে ফুটে নাই।

বস্তুতঃ ভবভূতির নাটকে সীতার চরিত্রই ভাল ফুটে নাই। যাহা কিছু ফুটিয়াছে, তাহা কোমলত্ব ও অপার্থিব সতীত্ব। তাঁহার রাম যেমন স্ত্রৈণ বাঙ্গালী, তাঁহার সীতা সেইরূপ সাধ্বী বঙ্গবধূ। রামের প্রেমের বিশেষত্ব সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতিনির্ম্মাণ। আর সীতার প্রেমের বিশেষত্ব রামের ও জগতের হিতে আত্মবলিদান। এই দুই চরিত্রের মধ্যে রাম-চরিত্র একেবারে ফুটে নাই; সীতার চরিত্র তবু কতক ফুটিয়াছে। তথাপি আমরা চক্ষুর সম্মুখে সীতাকে দেখিতে পাই না, যেমন শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেখিতে না পাইলেও সীতাকে অন্তরে অনুভব করি, যেমন শকুন্তলাকে পারি না। ভবভূতির সীতা নাটকের নায়িকা নহেন; কবিতার কল্পনা।

বাল্মীকির সীতাও নাটকের নায়িকা নয়। তথাপি ভবভূতির সীতার অপেক্ষা সে সীতা স্পষ্ট, পরিস্ফুট। সর্ব্বত্র তাঁহার একটা গতি দেখিতে পাই। তিনি স্বেচ্ছায় রামের সঙ্গে বনবাসিনী হইয়াছিলেন, লঙ্কেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; পরিশেষে রামের তাচ্ছিল্যও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহ্য করিবার ভঙ্গিমাও অন্যরূপ। সীতা নির্ব্বাসনে রামকে যে কথা বলিবার জন্য লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা অভিমানিনী সাধ্বীর উক্তি।

"জানাসি চ যথা শুদ্ধা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ॥
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশো ভীরুণা বনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ॥
ময়া চ পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতিঃ ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ॥

যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথা পৌরেষু নিত্যশঃ।
পরমো হ্যেষ ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা॥
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহন্তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥
যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্য্যা পতির্বন্ধুঃ পতি-
গুরুঃ॥
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং
বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহ॥"

[আমি যে শুদ্ধাচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম। এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে, তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে, যাহাতে তাহা ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে।]

তাহার মধ্যে একটা তেজ আছে, সতীত্বের গর্ব্ব আছে, রাজ্ঞীত্ব আছে। লঙ্কাজয়ের পরে রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সীতা যে উত্তর দেন, তাহার দীপ্তিতে সমস্ত রামায়ণখানি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

"কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে॥
পৃথক্ স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং
পরিশঙ্কসে।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কান্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা॥
যদহং গাত্রসংস্পর্শঃ গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি॥
মদধীনন্তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী॥
সহসংবৃদ্ধভাবেন ছংসর্গেন চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি
শাশ্বতম্॥
প্রেষিতস্তে মহানীরে হনুমানবলোককঃ।
লঙ্কাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন
বিসর্জ্জিতা॥
প্রত্যক্ষং বানরস্যাস্য তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
ত্বয়া সন্ত্যক্তয়া বীরং ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া॥
ন বৃথা তে শ্রমেঽয়ং স্যাৎ সংশয়েৎ
যস্য জীবিতম্।
সুহৃজ্জনপরিক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব॥
ত্বয়া তু নৃপশার্দ্দূল রোষমেবানুবর্ত্ততা।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্॥
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিঞ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ
কৃতম্॥
ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাষ্পগদ্গদভাষিণী।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্॥
চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য
ভেষজম্।
মিথ্যাবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥

[যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে, সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতিকটু অবাচ্য রূক্ষ কথা কহিতেছ! তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ, ইহা অনুচিত। যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব, তাহাতে

দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল, আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহ সম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার সুহৃদ্‌গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্! তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচলোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্ব্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ। কিন্তু আমার জানকী নাম—কেবল জনকের যজ্ঞ-সম্পর্কে—জন্মনিবন্ধন নহে; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ, তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহি না।]

এ কথা যে ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোনও নারীর মুখে শুনিতে পাইব, এরূপ আশা করি নাই। ভাবিতে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, রক্ত উষ্ণ হয়, গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে যে, সেই আর্য্যযুগে আমাদেরই দেশে এক কবি সতীত্বের এই তেজের, এই আত্মাভিমানের, এই মহিমার কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রেমের এই অশরীরিণী বিশুদ্ধি, ঐশী আধ্যাত্মিকতা এরূপভাবে আর কেহ কোনও কাব্যে কল্পনা করিয়াছেন কি না, জানি না। এখানে সীতার প্রভাবে রামকে পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়।

আবার পরিশেষে নির্ব্বাসনান্তে প্রজা-মণ্ডলীর সমক্ষে স্বীয় সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য লজ্জাকর প্রস্তাবে সীতা যে নিদারুণ অভিমানে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

"সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা
কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং
ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"

[সকলকে সমাগত দেখিয়া কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন— যেহেতু আমি রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে রামকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকি, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেও জানি না এই কথা যখন সত্যই বলিয়াছি, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।]

তিনটিমাত্র শ্লোক। কিন্তু ইহার মধ্যে অর্থের সমুদ্র। পড়িতে পড়িতে সীতার সঙ্গে সহানুভূতিতে চোখে জল আসে, হৃদয় অভিভূত হয়।

ইহার সহিত ভবভূতির তরল কোমল সীতার তুলনা সম্ভবে না। ইহার সহিত তুলনা করিতে গেলে অষ্টম হেনরীতে প্রত্যাখ্যাতা ক্যাথারিনের উক্তির তুলনা করিতে হয়।

Sir, I desire you do me right and
justice
. . . Sir, call to mind,
Upward of twenty years
I have been blest
With many children by you;
if in the course

And process of this time
you can report
And prove it too against mine
honour ought
My bond to wedlock or my love
and duty
Against your sacred person,
in God's name
Turn me away—
My lord! my lord! I am a simple
woman, much too weak
To oppose your cunning you're
meak and humble mouthed.
You Sign your place and calling
in full seeming.
With meekness and humility;
but your heart
Is crammed with arrogance,
spleen and pride.

Wolseyকে রাজ্ঞী কহিতেছেন—

Sir,
I am about to weep;
but thinking that
We are a queen (or long have
dreamed) so certain
The daughter of a king,
my drops tears
I'll change to sparks of fire.

সত্য, ভবভূতি লঙ্কাজয়ের পর সীতার তেজ দেখাইবার মহা সুযোগ পান নাই। কিন্তু নির্ব্বাসনে ও নির্ব্বাসনান্তে সীতার অভিমান দেখাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসনদণ্ড সীতা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভবভূতি একেবারে তাহা দেখান নাই। আর অন্তিমে ত তিনি নিঃশব্দে রামসীতার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন।

কালিদাস কিন্তু একটি সুযোগও ছাড়েন নাই। প্রত্যাখ্যানে কাকুতি অনুনয় নিষ্ফল হইলে শকুন্তলা জ্বালাময় ব্যঙ্গে সে প্রত্যাখ্যানের উত্তর দিয়াছিলেন। মিলনের সময়েও পুত্র যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মা এ কে?" তখন তাঁহার উত্তর,—"ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।" সমস্ত শকুন্তলা নাটকখানির তত্ত্ব ঐখানে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মর্ত্ত্য ও স্বর্গ ঐ স্থানে মিলিত হইয়াছে।

সত্য, কালিদাসের শকুন্তলায় ক্যাথারিণের শান্ত স্থৈর্য্য নাই, তাঁহার রাজ্ঞীত্ব নাই। শকুন্তলার আচরণে—প্রথমে আশঙ্কা, পরে অনুনয়, পরিশেষে অভিমান ও ক্রোধ। ক্যাথারিণের আচরণে যুক্তি, গর্ব্ব, স্থির গাম্ভীর্য্য একত্র মিশিয়াছে। কিন্তু অবস্থাভেদে এ প্রভেদ ঘটিয়াছে। শকুন্তলা নবোঢ়া কিশোরী, রাজ্ঞী হইয়া এখনও বসেন নাই। তাঁহার রাজ্ঞীত্ব আসিবে কিরূপে! তাই তাঁহার উক্তি সরল, সর্ব্বদা একভাবব্যঞ্জক, হয় ভয়, নয় ক্রোধ, কিংবা অনুনয়। ক্যাথারিণ প্রৌঢ়া সংসারাভিজ্ঞা রাজ্ঞী। তাঁহার এ সকল ভাব পরিচিত, আয়ত্ত। তাঁহার হৃদয়ে বিভিন্ন অনুভূতিগুলি মিশিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছে। তাই ক্যাথারিণের উক্তি মিশ্র। দুঃখ, ক্রোধ, অনুনয়, আত্মমর্য্যাদা এক সঙ্গে মিশিয়াছে এবং প্রত্যেক পংক্তিতে সেগুলি একত্র নিহিত রহিয়াছে। কালিদাসের কোনও ত্রুটি নাই। কিন্তু ভবভূতি মহাসুযোগ পাইয়াও সীতার রাজ্ঞীত্ব ফুটাইতে পারেন নাই। কালিদাসের শকুন্তলার সহিত ভবভূতির সীতার তুলনা সম্ভবে না। শকুন্তলা একটা চরিত্র, সীতা একটা ধারণা। শকুন্তলা সজীব নারী, সীতা পাষাণ-প্রতিমা! শকুন্তলা উচ্ছল নদী, সীতা স্বচ্ছ হ্রদ। কালিদাসের শকুন্তলা হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, পড়িয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন উঠিয়াছেন; সীতা কেবল ভালবাসিয়াছেন। নির্ব্বাসনশল্যও তাঁহার সে ভালবাসাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই; নিষ্ঠুরতা সে ভালবাসাটাকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু সে ভালবাসা কোন কার্য্য করে নাই। সে ভালবাসা জ্যোৎস্নার মত গতিহীন, সূর্য্যমুখীর মত মুখাপেক্ষী, বিরহের মত করুণ, হাসির মত সুন্দর। ভবভূতি, বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন—চরম। কিন্তু বিষয় এত উচ্চ যে, তাঁহার কল্পনা সেখানে পৌঁছায় না। তিনি একটা অপূর্ব্ব সুন্দর স্বর্গীয় মূর্ত্তি গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু

তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন, যদি এই দেবীকে তিনি জীবনদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জগৎ এমন একটা ব্যাপার দেখিত, যেরূপ ব্যাপার কুত্রাপি কদাপি ঘটে নাই; যে মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মত্ত হইয়া 'মা মা' বলিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইত এবং তাঁহার চরণধূলির একটি রেণু পাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিত। কুমারসম্ভবের গৌরী এইরূপ ধরণের একটা ব্যাপার, কিন্তু এই সীতা তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উঠিত। ভবভূতির সীতা যেন কোন হেমন্তের উজ্জ্বল প্রভাতের শেফালিসুরভি স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নই রহিয়া গেল।

অন্যান্য চরিত্র

অন্যান্য চরিত্র নাটক দুইখানিতে নাই বলিলেও হয়। শকুন্তলা নাটকে রাজার বিদূষক, কঞ্চুকী, প্রতীহারী, মাতলি ইত্যাদি আছে। আর শকুন্তলার পক্ষে তাঁহার পিতা কণ্ব, সহচরী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া, অভিভাবিকা গৌতমী, আর কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব আছেন। এক দিকে সংসার আর এক দিকে আশ্রম। কিন্তু তাঁহারা এক রকম নাটকের দর্শকমাত্র। কোনও বিশেষভাবে ঘটনার সংযোগ বিয়োগ করেন নাই। তাঁহারা না থাকিলেও এ নাটক একরূপ চলিয়া যাইত।

শকুন্তলার কণ্বমুনি কেবল চতুর্থাঙ্কে দেখা দিয়াছেন। কি অপত্যবৎসল, কি প্রশান্ত কি প্রিয়ভাষী। তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় মাতৃহারা বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন, আবার পিতার ন্যায় আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। শকুন্তলা যে তাঁহার বিনা অনুমতিতে দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ নাই, অভিমান নাই। তিনি যেন কেবল স্নেহে ও আশীর্ব্বাদে পূর্ণ।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহচরী; পরিহাসরসিকা, স্নেহময়ী, আত্মচিন্তাশূন্যা। তাঁহারা এ নাটকে ঘটকীর কার্য্য করিতেছেন মাত্র।

কণ্বের ঋষিভগ্নী গৌতমী তেজস্বিনী ঋষিকন্যা। তিনি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার আচরণে ক্ষুব্ধা। শার্ঙ্গরব তেজস্বী ঋষিশিষ্য। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রতি তাঁহাদের তিরস্কার ক্ষুরধার, তীব্র।

বিদূষকের রসিকতায় বেশ একটু রস আছে। তাঁহার "অনুকূল গলহস্ত" চমৎকার। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বোধ হয় যে, তিনি শুদ্ধ বিদূষক নহেন, রাজার প্রকৃত বন্ধু।

উত্তরচরিতে লক্ষ্মণ, লব, কুশ, চন্দ্রকেতু, শম্বুক, বাল্মীকি, জনক, বাসন্তী, আত্রেয়ী, তমসা ও মুরলা আছেন। এ চরিত্রগুলির মধ্যে একটি চরিত্রও ফুটে নাই। কেবল লবের চরিত্রে অদ্ভুত শৌর্য্য দেখি।

লবের "কথমনুকম্পতে মামু"—এই এক কথায় আমরা লবের ক্ষাত্রিয় অভিমান ও তেজ দেখি।

চন্দ্রকেতু উদার বীর। দুই অঙ্কের মধ্যেই আমরা তাঁহার সৌম্য সহাস্য আনন দেখিতে পাই। লক্ষ্মণও ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা। জনক কন্যাবৎসল পিতা। বাল্মীকি পরশোককাতর মহর্ষি। আর শম্বুক বনানীর দর্শয়িতা। বাসন্তী, আত্রেয়ী, তমসা ও মুরলা সীতার দুঃখে দুঃখিনী। তাহার মধ্যে বাসন্তী একটু তেজস্বিনী। সীতার ব্যথা যেন তাঁহার নিজের ব্যথা। কিন্তু তাঁহাতে সীতার অভিমান নাই। সেটুকু যেন সীতা বাসন্তীকে দিয়াছেন। কৌশল্যা ও অরুন্ধতীর কোনও বিশেষত্ব নাই।

লক্ষ্মণ প্রথম অঙ্কে চিত্র দেখাইয়া ও শেষ অঙ্কে সীতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রকেতু লবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং লবের সহিত রামের পরিচয় দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। লব যুদ্ধ করিলেন এবং কুশ রামায়ণ গীত গায়িলেন। শম্বুক রামকে জনস্থান দেখাইয়া বেড়াইলেন। জনক, অরুন্ধতী ও কৌশল্যা সীতার দুঃখে কাঁদিলেন। বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিতে জর্জ্জরিত করিলেন। আত্রেয়ী বাসন্তীকে গুটিকতক সংবাদ দিলেন। দুর্ম্মুখ রামকে সীতার অপবাদবৃত্তান্ত জানাইলেন। তমসা ও মুরলা সীতাদেবীর জনস্থানে আগমনবার্ত্তা দিলেন এবং তমসা সীতার সহচরী রহিলেন। এ নাটকে ইঁহাদের কার্য্য এইখানেই সমাপ্ত।

নাটকত্ব

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস—তিনটিই মনুষ্যচরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গ-মাত্র। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবিত্ব দেখান। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষমাত্র; যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—কতকগুলি বর্ণনা। অজবিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষমাত্র। এ বিলাপে অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, যে কোনও প্রেমিক স্বামী সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্র-নির্ব্বিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব দেখানো।

উপন্যাসে, চরিত্রাবলী লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি; তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটিমাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে জন্যই উদ্দিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখন্ডগুলির মত; তাহাদের গতি এক দিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত:—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি শাখার মত:—চারি দিকে নানা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের আকার মোচার মত এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া এক স্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাক্‌বেথ্‌। উচ্চাশয় নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি; যেমন জুলিয়স্‌ সিজার্‌। নাটক প্রতিহিংসায় আরব্ধ হইলে, অন্তিমে প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে; যেমন হাম্‌লেট্‌।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটি নিয়ম আছে। মহাকাব্যে বা উপন্যাসে এরূপ বাঁধা-বাঁধি কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ হইত। নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পাবে; আখ্যান-বস্তু ততই মিশ্র হইতে পাবে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে, কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস এরূপ কোনও নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা—কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ। তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই। কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক্‌ করে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য-চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন এক দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল

পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য দিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছু না কিছু ধাক্কা পায়ই। কোনও মনুষ্যজীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। এক জন বেশ লেখাপড়া করিতেছিল, সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া দাস্য স্বীকার করিল। এইরূপ ঘটনাপরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল ধাঁজের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা নাটকের যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ দেখান চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেখানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন, দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য ব্যাপার হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না দেয়, ততক্ষণ নাটক চলিতেছে। যেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত নাও হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে। দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে তাহার সৃষ্টি হয়। যেমন উপরিউক্ত উদাহরণে ধরুন যদি নায়ক বা নায়িকার বা উভয়ের মৃত্যু হয়, কিংবা এক জন বা উভয়েই নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর কিছু বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই; তা সে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিতই হউক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখান হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক, যেমন—হ্যাম্‌লেট্‌ বা কিং লিয়র্‌। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান; যেমন—ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বুঝাইল যে, তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মূর্খ যেমনই তাহাই বুঝিল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল এক স্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। সে দ্বিধা স্ত্রীহত্যার দৃশ্যে। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষ্যায় নহে; সেখানে যুদ্ধ—রূপমোহে ও ঈর্ষ্যায়। ম্যাক্‌বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের। ডানকানকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, আতিথ্যে ও লোভে; কিং লিয়রের সে যুদ্ধ অন্য রকমের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও স্নেহে, অক্ষমতায় ও প্রবৃত্তিতে। হ্যামলেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্যে ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জম্‌কালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করে না। তাহা যে সে নাটককার দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটকে বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষমাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে বহুল পরিমাণে থাকে; যেমন সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা দ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তি-সমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যচরিত্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে, কিংবা গুণগুলি বাদ দিয়া দোষ-গুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচরিত্র দেখান হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্যচরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেবচরিত্র—মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি নাটকাকারে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থ-গুলিকে নাটক বলি না। ধর্ম্মগ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি সে চরিত্রের যতপ্রকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাঁহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাতে মনুষ্যচরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখান অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটক-কারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্ত-র্জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ব্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তর্বিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটা শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এই-রূপ কবিই মহাদার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা চাই; যথা—(১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতগতি, (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতা।

কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যানবস্তু দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রেম—(তাহার অঙ্কুর—তাহার বৃদ্ধি ও তাহার পরিণাম। দেখানই এ নাটকের উদ্দেশ্য, এ নাটক যাহা লইয়া আরম্ভ, তাহা লইয়াই শেষ। মূল ব্যাপার প্রেম, যুদ্ধ নয়। সেই প্রেমের সফলতা বা বিফলতা লইয়া প্রেমমূলক নাটক রচিত হয়। এ নাটকে প্রেমের সফলতা দেখান হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শকুন্তলা নাটকে ঘটনার ঐক্য আছে।

তাহার পরে নাটকে অন্য সব চরিত্র ঐ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমকাহিনীকে ফুটাইবার জন্য কল্পিত। নাটকে বর্ণিত সকল ঘটনা-গুলিই সেই প্রেমের স্রোতে, হয় বাধাস্বরূপ আসিয়া পড়িয়াছে, না হয় তাহাকে দ্রুততর আগাইয়া লইয়া যাইবার পক্ষে সহায় হইতেছে। বিদূষকের কাছে রাজার মিথ্যাবাদ, গোপনে বিবাহ, দুর্ব্বাসার অভিশাপ, অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, এগুলি মিলনের পক্ষে প্রতিকূল; বিবাহ, ধীবর কর্ত্তৃক অঙ্গুরীয় উদ্ধার, রাজার স্বর্গে নিমন্ত্রণ—এগুলি মিলনের অনুকূল। এমন একটি দৃশ্য এ নাটকে নাই, যাহা বাদ দিলে পরিণাম ঠিক বর্ণিতরূপ হইত। অতএব এ নাটকে ঘটনার সার্থকতাও আছে।

উপরন্তু দৃষ্ট হইবে যে, ঘাত প্রতিঘাতেই এ নাটক চলিয়াছে। প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার ও দুষ্মন্তের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে; এমন সময়ে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাতৃ-আজ্ঞা, ওদিকে গৌতমীর সতর্ক দৃষ্টি, গোপনে বিবাহ, কণ্বের ভয়ে রাজার পলায়ন, দুর্ব্বাসার অভিশাপ ইত্যাদি গল্পটিকে ক্রমাগত বক্রভাবে

অগ্রসর করিয়া লইয়া
চলিতে দিতেছে না।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অন্তর্বিরোধ দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অন্তর্বিরোধ প্রায় কোনও স্থানেই পরিস্ফুট হয় নাই; প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার জন্ম সম্বন্ধে রাজার কৌতূহল বাসনাপ্রসূত। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে দুষ্মন্তের ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু অসবর্ণে ত বিবাহ সম্ভবে না, তাই তিনি ভাবিতেছেন যে শকুন্তলা ব্রাহ্মণকন্যা কি না। সে দ্বিধা দুষ্মন্তকে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল।—তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা। বস্তুতঃ সন্দেহ হইবামাত্রই ভঞ্জন হইয়াছিল। কারণ, দুষ্মন্ত বলিতেছেন যে, তাঁহার যখন শকুন্তলায় আসক্তি হইয়াছে, তখন শকুন্তলার ক্ষত্রিয়কন্যা হইতেই হইবে। এখানে কোনও অন্তর্বিরোধ নাই।

মাতৃ-আজ্ঞা ও ঋষি-আজ্ঞায় কোনও সংঘর্ষ হইল না। মাতৃ-আজ্ঞা আসিবামাত্র তাহার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মাধব্য যাইবেন মাতৃ-আজ্ঞা রক্ষায়, রাজা যাইবেন ঋষি-আজ্ঞা-রক্ষায়—অর্থাৎ শকুন্তলার উদ্দেশে। তৃতীয় অঙ্কে যখন রাজা একাকী, তখন তিনি ভাবিতেছেন, —"জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।"

কিন্তু তৎপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, —"ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো হৃদয়ম্।"

Caesar-এর দিগ্বিজয়ের ন্যায় লালসার Vini Vidi Vici—যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই পরাজয়। তাহার পরে এই অঙ্কে রাজা একেবারে প্রকৃত কামুক। প্রকৃত অন্তর্বিরোধ যাহা হইয়াছে, তাহা পঞ্চম অঙ্কে।

দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতিভ্রম হইয়াছে। শকুন্তলাকে দেখিয়াই কিন্তু তাঁহার কামুক মন শকুন্তলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কেয়মবগুণ্ঠবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-
লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রা-
ণাম্।"

শকুন্তলার নাতিপরিস্ফুট শরীরটির উপরে একেবারে তাঁহার লক্ষ্য গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন শার্ঙ্গরব ও গৌতমী এই নাতিপরিস্ফুট-শরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে দুষ্মন্তকে বলিলেন, তখন দুষ্মন্ত কহিলেন,—"কিমিদমুপন্যস্তম্।"

গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেখাইলেন। তখন রাজা আবার

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি
মোক্তুম্॥"

[এইরূপে উপনীত অম্লানকান্তি মনোহর রূপ পূর্ব্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম কি না? এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া, নিশাবসানে ভ্রমর যেমন মধ্যভাগে তুষারবিশিষ্ট কুন্দপুষ্পকে তৎক্ষণাৎ ভোগ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমিও ইহার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ হইয়াছি।]

ইহা প্রকৃত অন্তর্বিরোধ। এক দিকে লালসা, আর এক দিকে ধর্ম্মজ্ঞান। মনের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। রাজা তথাপি স্মরণ করিতে পারিলেন না যে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন কি না। তিনি গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

"কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং
মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।"

এবার শকুন্তলা স্বয়ং মুখ ফুটিয়া কথা কহিলেন। "ইহা কি আপনার উচিত হইতেছে?" "ঈদিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খাদুং"। রাজা কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া কহিলেন,—"শান্তং পাপম্; সমীহসে মাং পাতয়িতুম্।"

শকুন্তলা অঙ্গুরীয় দেখাইতে গিয়া পারিলেন না। অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীভ্রষ্ট হইয়াছে। গৌতমী বলিলেন যে, অঙ্গুরীয়টি নিশ্চয় নদীস্রোতে পতিত হইয়াছে। তখন রাজা এমন কি গৌতমীকে পর্য্যন্ত শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।" এমন কি, রাজা এমন কঠোর হইলেন যে, গৌতমী যখন বলিলেন যে, "এই শকুন্তলা তপোবনে

বর্দ্ধিতা হইয়াছেন, শঠতা কাহাকে বলে, জানেন না।" তখন রাজা কহিলেন,—

"স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীনাং সংদৃশ্যতে
কিমুতঃ যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যাম্বিজৈঃ
পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি॥"

[মনুষ্যেতর জীবেও স্ত্রীজাতির স্বভাব-সিদ্ধ চতুরতা দৃষ্ট হয়, এ বিষয়ে বলিবার কি আছে? কোকিলা শূন্যে যাইবার পূর্ব্বে নিজ অপত্যকে অন্য পক্ষীর দ্বারা লালিত করাইয়া লয়।]

এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা রোষের সহিত কহিলেন,—"হে অনার্য্য! আপনার ন্যায় সকলকে ভাবেন...তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় শঠ আপনি! সকলেরই সে প্রবৃত্তি নয়, জানিবেন।" ক্রোধে তখন শকুন্তলা ফুলিতেছেন। রাজার তখন আবার সন্দেহ হইল।

"ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং বচোঽপি পুরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥"

[ইনি বক্রভাবে অবলোকন করিতেছেন না, ইঁহার চক্ষুও অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষরবিশিষ্ট এবং উহা মাদৃশ পুরুষগণের প্রতি সংগত হয় না।...]

শকুন্তলা তখন ঊর্দ্ধে হস্ত উঠাইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নাই। এরূপভাবে মহিলাকুল কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ আকাঙ্ক্ষা করে? আমি কি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকার ন্যায় আপনার কাছে আসিয়াছি?"

শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুষ্মন্ত নীরব। আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে তাঁহার মনে কি ঝড় বহিতেছিল। সম্মুখে রোরুদ্যমানা অপরূপ সুন্দরী তাঁহার পত্নীত্ব ভিক্ষা করিতেছে; তাহার সহায় ঋষি ও ঋষিকন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-ভয় তাঁহাকে টানিতেছে। একটা মহাসমর চলিয়াছে। শেষে ধর্ম্মভয়ই জয়ী হইল। একটি দৃশ্যে এতখানি অন্তর্বিরোধ অন্য কোনও নাটকে দেখিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না।

ষষ্ঠ অংকে রাজা প্রতীহারীকে কহিলেন, আজ তিনি ধর্ম্মাসনের কার্য্যসকল সম্যক্ প্রকারে পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন না। পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিয়া তাহার একটা বিবরণ তিনি যেন রাজার নিকটে প্রেরণ করেন। কঞ্চুকীকেও যথাযথ আজ্ঞা দিলেন। সকলে চলিয়া গেলে রাজা তাঁহার বয়স্যের নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। তাহার পর চেটী দুষ্মন্ত-চিত্রিত শকুন্তলার আলেখ্য আনিলে রাজা তাহা তন্ময়চিত্তে দেখিতেছেন।

বিদূষক আলেখ্য লইয়া প্রস্থান করিলে প্রতীহারী আসিয়া রাজকার্য্য রাজার নিকট 'পেশ' করিল। রাজা শুনিলেন যে, এক নিঃসন্তান বণিক্ জলমগ্ন হইয়াছে। রাজা আজ্ঞা দিলেন, "দেখ, ইনি সম্ভবত বহুপত্নীক; যদি তাঁহার কোনও অন্তঃসত্ত্বা ভার্য্যা থাকে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান পিতৃধনের অধিকারী হইবে।" তাহার পর প্রতীহারী গমনোদ্যত হইলে রাজা পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া কহি-লেন, সন্তান থাকে না থাকে, কি যায় আসে—

"যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন
বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি
ঘুষ্যতাম্॥"

[প্রজাগণ, স্নেহপরায়ণ যে যে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইবে, পাপ না থাকিলে, রাজা দুষ্মন্ত তাহাদের সেই সেই বন্ধু বলিয়া ঘোষিত হইবেন।]

তাহার পরে তাঁহার নিজের নিঃসন্তান অবস্থা স্মরণ হইল। পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ড-দান কে করিবে, তাহা ভাবিলেন। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মাধব্যের আর্ত্তনাদ তিনি শ্রবণ করিলেন। শুনিলেন যে, পিশাচ আসিয়া তাঁহার বন্ধুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাজা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন। ধনুর্ব্বাণ লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় মাতলি মাধব্যের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে জানাইলেন যে, ইন্দ্রদেব দৈত্যদমনে তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়া-ছেন। রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

এই অঙ্কে আর অন্তর্বিরোধ নাই বটে, কিন্তু রাজার রাজকর্ত্তব্যজ্ঞান, বিরহ ও অনুতাপ মিশিয়া যে এক অদ্ভুত করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

ভবভূতির নাটকে কিন্তু এ গুণগুলির একান্ত অভাব। ঘটনার একাগ্রতা উত্তরচরিতে আছে বটে। সীতার সহিত বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এই নাটকের প্রধান ব্যাপার। প্রথম অঙ্কে বিচ্ছেদ এবং সপ্তম অঙ্কে মিলন। কিন্তু ঘটনার সার্থকতা এ নাটকে নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্ক সম্পূর্ণ অবান্তর। এই কয় অঙ্কে কেবল একটি ব্যাপার আছে। তাহা রামের জনস্থানে প্রবেশ। দ্বিতীয় অঙ্কে শম্বুকের সহিত পঞ্চবটীদর্শন, তৃতীয় অঙ্কে ছায়াসীতার সমক্ষে রামের আক্ষেপ, চতুর্থ অঙ্কে জনক, কৌশল্যা, ও অরুন্ধতীর সহিত লবের পরিচয়, পঞ্চম অঙ্কে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ও ষষ্ঠ অঙ্কে কুশ-মুখে রামের রামায়ণ-গীতি-শ্রবণ—এগুলি না থাকিলেও সীতার সহিত রামের মিলন হইত। এ নাটকে যাহা কিছু নাটকত্ব, তাহা প্রথম ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে রাম অষ্টাবক্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন,—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা
জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি
মে ব্যথা॥"

[স্নেহ, দয়া এবং সুখ, এমন কি, যদি জানকীকে পর্য্যন্ত প্রজারঞ্জনহেতু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই।]

এইখানে নাটকের আরম্ভ। তাহার পরে আলেখ্যদর্শনে সীতার পুনর্ব্বার বনে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। ইহার সহিত পরিণামের কোনও সংস্রব নাই। এখানে কিন্তু ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঈষৎ সঙ্কেত আছে। পরে দুর্ম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ জ্ঞাপন করিল। ইহার চরম সার্থকতা আছে।

রাম কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এতদূর পর্য্যন্ত নাটক চলিতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চম অঙ্কে নাটক স্থগিত রহিল। আরব্যোপন্যাসের গল্পের শাখাগল্পের মত একটা প্রকাণ্ড ফ্যাঁকড়া চলিল। প্রভেদ এই, আরব্যোপন্যাসে গল্পের মনোহারিত্ব আছে, এখানে তাহা নাই।

সপ্তম অঙ্কে রাম বাল্মীকি-কৃত 'সীতা-নির্ব্বাসনে'র অভিনয় দেখিতেছেন। এইটি বাল্মীকির রামায়ণে-বর্ণিত সীতার পাতালে প্রবেশ লইয়া রচিত, কিন্তু নাটকে এ অভিনয়ের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। অভিনয় দেখিতে দেখিতে রাম অভিভূত হইলেন। সীতা আসিয়া রামকে বাঁচাইলেন। তাহার পরে উভয়ের মিলন হইল, এইমাত্র।

সত্য কথা বলিতে গেলে এ নাটকে সীতা নির্ব্বাসন ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, এই দুইটি ঘটনা না থাকিলেও নাটকের কোনও ক্ষতি ছিল না।

এ নাটকে অন্তর্বিরোধ নাই। যেই সীতাপবাদ, সেই নির্ব্বাসন। রামের বিলাপ যথেষ্ট আছে। কিন্তু "করিব, কি করিব না"—এ ভাব নাই। সংকল্পের সহিত কর্ত্তব্যের কোনও যুদ্ধই হয় নাই।

নাটকের নাটকত্বের আর একটি লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণ। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, উত্তরচরিতে কোনও চরিত্র পরিস্ফুট হয় নাই; কিন্তু 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' ।চত্রণ-কোশল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব শকুন্তলায় আছে। কিন্তু তদধিক কবিত্ব আমরা উত্তরচরিতে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

পরিচ্ছেদ

কবিত্ব

'কবিত্ব' শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। বিভিন্ন কোষকারগণ ইহার বিভিন্নরূপ অর্থ বুঝেন। Webster বলেন,—

'Poetry is the embodiment in appropriate language of beautiful or high thought, imagination or emotion, the language being rhythmical,

usually metrical, and characterised by harmonic and emotional qualities which appeal to and arouse the feeling and imagination.'

Chambers বলেন,—

'Poetry is the art of expressing in melodious words the thoughts which are the creations of feeling and imagination.'

এখানে high 'thought' এর কথা নাই। সমালোচকদিগের মধ্যে Mathew Arnoldএর স্থান অতি উচ্চে। তিনি বলেন,—

'Poetry is at bottom a criticism of life. The greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas of life.... Poetry is nothing less than the most perfect speech of man in which he comes nearest to being able to utter the truth.'

Mathew Arnoldএর সংজ্ঞা শুদ্ধ অতি উচ্চ কবিদের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর কবিরাও ত কবি—

Alfred Lyall বলেন,—

'Poetry is most intense expression of the dominant emotions and the higher ideals of the age.'

এখানে criticism of life এর কথা নাই।

'কবি কে,' ইহা লইয়া স্বয়ং কবিগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Bailey বলেন,—

'Poets are all who love, who
feel great truths,
And tell them; and the truth of
truth is love.'

Shakespeare ত কবিদিগকে উন্মত্তের দলে ফেলিয়াছেন।

'The lunatic, the lover
and the poet
Are of imagination all compact.'

কবির কাজ কি?—

'The poet's eye in a fine
frenzy rolling
Doth glance from heaven to
earth, from earth to heaven
And as imagination bodies forth
The form of things unknown,
the poet's pen
Turns them to shape, and
gives to airy nothing
A local habitation and a name.'

Milton বলেন,—

'A poet soaring in the high realm of his fancies with his garland and singing robes about him.'

অপিচ,—

Poetry ought to be simple,
sensuous and impassioned,
We poets in our youth
begin in gladness
But thereof come in the end
despondency and sadness.'

কবিদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ।

সংস্কৃতে আছে, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। 'রস' নয় প্রকার। বাক্য সেই রসসংযুক্ত হইলেই কাব্য হইল।—অত্যন্ত সহজ।

উপরে উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে বোধ হয় না যে, কোষকার, কবি ও সমালোচকগণ ইহার একই অর্থ বুঝিয়াছেন।

কবিত্ব কাহাকে বলে, ঠিক বোঝান শক্ত। ইহার রাজ্য এত বিস্তৃত ও বিচিত্র যে, একটি বাক্যে ইহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দেওয়া অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানাদি হইতে পৃথক্ করিয়া,—ইহা কি, তাহা না বলিয়া, ইহা কি নহে, তাহা বলিয়া, ইহাকে এক রকম বোঝান যাইতে পারে।

বিজ্ঞান হইতে কবিতা পৃথক্। বিজ্ঞানের ভিত্তি বুদ্ধি; কবিতার ভিত্তি অনুভূতি। বিজ্ঞানের জন্মস্থান মস্তিষ্ক, কবিতার জন্মভূমি

হৃদয়। বিজ্ঞানের রাজ্য সত্য, কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য।

কবিকুল-চূড়ামণি Wordsworth কবিতার রাজ্যকে, এমন কি, একটি পবিত্র তীর্থস্থান-স্বরূপ জ্ঞান করেন—যাহাতে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি তাঁহার Poets' Epitaph নামক কবিতায় এই বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছেন,—

'who would botanise
over his mother's grave.'

কার্লাইল বলেন, poets are seers বা prophets. বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে যে শৃঙ্খলা দেখেন, কবিগণ অনুভূতি দ্বারা সেই শৃঙ্খলা অনুভব করেন। এই শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে। সেই সৌন্দর্য্যই কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ না থাকিলে সন্তান বাঁচিত না; কারণ, সন্তান দুর্ব্বল, নিঃসহায়—এক পিতামাতার যত্নের উপরই শিশুর জীবন নির্ভর করিতেছে; সেই জন্য মাতা নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না ঘুমাইয়া সন্তানকে ঘুম পাড়ান, নিজের বক্ষের পীয়ূষ দিয়া সন্তানকে লালন করেন, নিজের জীবন দিয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠিত করেন। এই নিয়মে সংসার চলিতেছে। নহিলে সংসার অচিরে লুপ্ত হইত। কবি তর্ক করেন না। তিনি দেখান, মাতার স্নেহ কি সুন্দর,—ঈশ্বরের রাজ্যে কি চমৎকার শৃঙ্খলা! বিজ্ঞানের যুক্তি শুনিয়া সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য বুঝি। কবিতা পড়িয়া এই বাৎসল্যের প্রতি ভক্তি হয়। বৈজ্ঞানিক ও কবি ইঁহাদের মধ্যে জগতের উপকার কে বেশী করেন, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক, অর্থাৎ সৃষ্টির শৃঙ্খলার প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করা।

কিন্তু প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারই কাব্যের বিষয় হয় না। প্রাকৃতিক সত্য হইলেই তাহা সুন্দর হয় না। জগতে অনেক জিনিস আছে—যাহা কুৎসিত। বিজ্ঞান তাহা ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তাহা স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যায়। সেই জন্য অদ্যাবধি কোনও মহাকবি আহারাদি শারীরিক ক্রিয়াগুলি কাব্যে দেখান নাই। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও নাটকে তাহা দেখান সম্বন্ধে দস্তুরমত নিষেধ আছে। কোনও সুকুমার কলাই কুৎসিত দেখাইতে বসে না। যাহা মিষ্ট, যাহা সুন্দর, যাহা হৃদয়ে সুখকর অনুভূতির সঞ্চার করে, অথচ আমাদের পাশববৃত্তি উত্তেজিত করে না, তাহার বর্ণনা করা সুকুমার কলার একটি উদ্দেশ্য।

এখন অন্যান্য সুকুমার কলা হইতে কবিতাকে পৃথক্ করিতে হইবে। সুকুমার কলা সাধারণতঃ পাঁচটি;—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও কবিতা। ভাস্করের কাজ প্রস্তরমূর্ত্তি দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করা। চিত্রকর বর্ণ দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করেন। স্থপতি ও সঙ্গীতবিৎ প্রকৃতির অনুকরণ করেন না, নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন, স্থপতি—মৃৎপ্রস্তরে, ও সঙ্গীত—স্বরে। কবি মনোহর ছন্দোবন্ধে প্রকৃতির অনুকরণও করেন, নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিও করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাটকে কবিত্ব থাকা চাই। কিন্তু শুদ্ধ কবিত্ব থাকিলেই কাব্য নাটক হয় না। নাটকের অন্যান্য অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য্য। নাটকের রাজ্য অনন্ত মানবচরিত্র। এখন, মানবচরিত্রে সুন্দর ও কুৎসিত, এই দুই দিক্ই আছে। নাটকে মানুষের কুৎসিত দিক্‌টাও দেখানর প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ নাটকে মানবচরিত্রের কুৎসিত দিক্ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ সুন্দর দিক্ দেখান শক্ত। সেক্সপীয়র তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সমস্ত মানবচরিত্র মন্থন করিয়াছেন। তাঁহার King Lear নাটকে যেমন বন্ধুত্ব, পিতৃস্নেহ আছে, তেমনই পিতৃ-বিদ্বেষ ও ক্রূরতা—স্বেচ্ছাচারিত্ব আছে। তাঁহার Hamletএ এক দিকে ভ্রাতৃহত্যা ও লালসা আছে, অপর দিকে পিতৃভক্তি ও প্রেম আছে। Othelloতে যেমন সারল্য ও পাতিব্রত্য আছে, তেমনই জিঘাংসা ও অসূয়া আছে। Julius Caesarএ যেমন পতিভক্তি ও দেশভক্তি আছে, তেমনই লোভ ও দম্ভ আছে। Macbethএ যেমন রাজভক্তি ও সৌজন্য আছে, তেমনই রাজদ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতা আছে।

কিন্তু নাটকেও কুৎসিত ব্যাপার এরূপ অঙ্কিত করা নিষিদ্ধ, যাহাতে কুৎসিত ব্যাপারটি লোভনীয় হইয়া দাঁড়ায়। Schilier তাঁহার Robbers নামক নাটকে ডাকাতি ব্যাপারটিকে মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন বলিয়া, তিনি সমালোচকগণ কর্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

আবার কুৎসিত ব্যাপার বর্ণনা করিয়াই যদি ক্ষান্ত থাকে ত (সে কুৎসিত ব্যাপারের প্রতি বিদ্বেষ হইলেও) সে নাটক উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। নাটকেও বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করিতে হইবে—সুন্দরকে আরও বেশী ফুটাইবার জন্য। যে নাটকে সুন্দর কিছু নাই, সেখানে জঘন্য ব্যাপারের অবতারণা করা অমার্জ্জনীয়। এমন কি, নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের আতিশয্য ও প্রাধান্যও পরিহার্য্য। সেক্সপীয়রেরই Titius Andronicus কেবল বীভৎস ব্যাপারে পূর্ণ বলিয়াই ইহা অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছে এবং ইহা যে সেক্সপীয়রের রচনা, সেক্সপীয়রের উপাসকগণ তাহা স্বীকারই করিতে চাহেন না।

কালিদাস বা ভবভূতি ও দিকেই ঘেঁষেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের অবতারণাই করেন নাই। তাঁহারা যাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সৌন্দর্য্য হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন। অতএব, অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটক হইলেও কাব্য হিসাবেও নির্দ্দোষ। এই স্থানে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি হইতে এই দুইখানি নাটকের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য বহির্জগতেও আছে, অন্তর্জগতেও আছে। যে কবিগণ কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা কবি, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কবিরা মানুষের মনের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা মহত্তর কবি। অবশ্য, বাহিরের সৌন্দর্য্য ও অন্তরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে এই সৌন্দর্য্য ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, বহিঃপ্রকৃতির মাধুর্য্য ত ইতর জীবজন্তুও উপভোগ করে। কুক্কুর পূর্ণচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকে, মেঘ দেখিয়া ময়ূর পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করে, কেতকীগন্ধে সর্প আকৃষ্ট হয়, বেণুধ্বনি শুনিয়া হরিণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কাছে এই বাহিরের সৌন্দর্য্য শুদ্ধ ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। বাহিরের মাধুর্য্য মানুষের হৃদয়কে গঠিত করে। আমার বিশ্বাস যে, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির উৎপত্তিও—ঐ বাহিরের সৌন্দর্য্যবোধে। প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া স্নেহ বিকশিত হয়, সূর্য্য দেখিয়া ভক্তির উদ্রেক হয়, নীল আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘোচে, মৃদু-সংগীত শ্রবণে বিদ্বেষ দূর হয়।

তথাপি বাহিরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় কবির সমধিক কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। বাহিরের সৌন্দর্য্য অন্তরের সৌন্দর্য্যের তুলনায় স্থির, নিষ্প্রাণ, অপরিবর্ত্তনীয়। আকাশ চিরকাল যে নীল, সেই নীল, যদিও মাঝে মাঝে তাহা ধূসর হয়, বা মেঘাগমে কৃষ্ণবর্ণ হয়। সমুদ্র ও নদী তরঙ্গসংকুল হইলেও তাহার সাধারণ আকার একই রূপ থাকে। পর্ব্বত, বন, প্রান্তর, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি আকার পরিবর্ত্তন করে না বলিলেও চলে। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ে ঘৃণা ভক্তিতে পরিণত হয়, অনুকম্পা হইতে প্রেম জন্মে, হিংসা হইতে কৃতজ্ঞতা আসিতে পারে। এই পরিবর্ত্তন যিনি দেখাইতে পারেন, তিনি অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিয়াছেন; মানসিক প্রহেলিকাগুলি তাঁহার কাছে আপনিই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়তম জটিল সমস্যা তাঁহার কাছে সরল ও সহজ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে নূতন নূতন মোহিনী মানসী প্রতিমা মূর্ত্তিধারণ করিয়া পাঠকের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। তাঁহার ইঙ্গিতে অন্ধকার কাটিয়া যায়। তাঁহার যাদুদণ্ড-স্পর্শে নির্জ্জীব সজীব হয়। তাঁহার কবিত্ব-রাজ্য দিগন্তপ্রসারিত আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় রহস্যময়।

তদুপরি মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের কাছে কি বাহিরের সৌন্দর্য্য লাগে? কোন নারীর

রূপবর্ণনা পাঠকের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহাইতে পারে, যেমন উদ্ধৃত সামান্য কাঠুরিয়ার কৃতজ্ঞতার ছবিতে চক্ষে জল আসে? কবি দূরে যাক, Michaelangeloর কোন্ মূর্ত্তি, Raphaelএর কোন্ চিত্রফলক চোখে জল আনিতে পারে!

আর এক কথা—বহিঃসৌন্দর্য্য দেখাইবার প্রকৃত উপায়,—ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা। Turner-এর চিত্র এক মুহূর্ত্তে মিশ্র প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়, এক শত পৃষ্ঠায় ছন্দোবন্ধ তাহার শতাংশ দেখাইতে পারে না। কিন্তু কবিতা অন্তর্জগৎ যেরূপ স্পষ্ট সজীবভাবে দেখাইতে পারে, অন্য কোনও চিত্রকলা সেরূপ চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। চিত্রকলা নারীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গুণরাশি প্রকাশ করিতে পারে না।—মানুষের অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই, সেক্সপীয়র জগতের আদর্শ-কবি।

তাই বলিয়া বহির্জগৎ কাব্য হইতে বাদ দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং কার্য্যের বা প্রবৃত্তির সৌন্দর্য্যকে বহিঃ-সৌন্দর্য্যের 'পাটে' বসাইলে কাব্যের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। সেক্সপীয়র এই হিসাবেই Learএর মনের ঝটিকা বাহিরের ঝটিকার backgroundএ আঁকিয়া এক অপূর্ব্ব চিত্রের রচনা করিয়াছেন।

কালিদাস ও ভবভূতি, উভয়েই সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে উভয়বিধ সৌন্দর্য্যই দেখাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, কে কিরূপ আঁকিয়াছেন।

বহির্জগতের সুন্দর বস্তুর মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্যবর্ণনা সাধারণ কবিদিগের অত্যন্ত প্রিয়। তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণ রমণীর মুখ ও অবয়ব বর্ণনা করিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশে আবহমানকাল এই বর্ণনায় কৃতিত্ব কবিত্বের মানদণ্ডস্বরূপ গণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, যে এই বিষয়ে যত অত্যুক্তি করিতে পারে, সে তত বড় কবি —এইরূপ বিবেচিত হইত।

এক জন কবি বলিলেন,—

'শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুষমা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ অন্তরে কালিমা।'

ভারতচন্দ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠিলেন,

'কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা?
পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা!
বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।'

অনর্ঘরাঘবে কবি সীতার রূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মা সীতাকে সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র ও সীতার মুখ নিক্তিতে চড়াইলেন। সৌন্দর্য্য হিসাবে সীতার মুখ সমধিক সারবান্, অতএব ভারী হইল, সেই জন্য সীতা ভূতলে নামিয়া আসিলেন এবং চন্দ্র লঘু হওয়ার দরুণ আকাশে উঠিলেন।

এই সব বর্ণনার চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্‌মানীর রূপ-বর্ণনা কোনও অংশে হীন নহে।

কালিদাস তাঁহার নাটকের বহু স্থলে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সর্ব্বত্রই সজীব ও হৃদয়গ্রাহী।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্কে বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

"ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ।"

[শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সূক্ষ্মগ্রন্থিদ্বারা বল্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তন-যুগল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার নবীন দেহ, পাণ্ডুবর্ণ, পরিপক্ক পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায়, আপনার কান্তির শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।]

"অথবা কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলং ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"

[অথবা বল্কল ই'হার দেহের ঠিক উপযুক্ত না হইলেও, যে একেবারে অলঙ্কার শোভা ধারণ করে নাই, তাহা নহে। কমল শৈবাল-যুক্ত হইলেও রম্য, হিমাংশুর চিহ্ন মলিন হইলেও শোভাযুক্ত; তদ্রূপ, এই কৃশাঙ্গী বল্কল ধারণ করিয়াও অধিকতর মনোহারিণী; অপিচ; যাঁহাদের আকৃতি মধুর, তাঁহাদের কি না অলঙ্কার হয়?]

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা শকুন্তলার বর্ণনা করিতেছেন,—

"চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগান্
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥"

[দেহসৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া এইরূপ মনে হয়, যে বিধাতা জগতের সমগ্র নির্ম্মাণোপাদান একত্রিত করিয়া, সমস্ত রূপরাশি একস্থানে দেখাইবার জন্যই যেন অপরা একটি স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।]

আবার,—

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি
বিধিঃ॥"

[অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, নখচ্ছেদ-বিরহিত নবকিসলয় তুল্য অনাস্বাদিত অভিনব মধু-সম, ও অপরিহিত রত্নস্বরূপ; জানি না, বিধাতা কাহাকে ইহার ভোক্তা করিবেন।]

তৃতীয় অঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলার বর্ণনা,—

"স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং তদপি কমনীয়ং
বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-
র্নতু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥"

[উশীর-বিলেপনযুক্ত স্তন, একমাত্র মৃণাল-বলয় শিথিল, প্রিয়ার দেহ পীড়িত হইলেও কমনীয়, কামসন্তাপ ও নিদাঘ-সন্তাপ তুল্য হইলেও, গ্রীষ্মসন্তাপে যুবতীগণের দেহে এরূপ কমনীয়তা থাকে না, সুতরাং ইহা নিশ্চয় কাম-সন্তাপ।]

পঞ্চম অঙ্কে সভায় আগতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

"কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুট-
শরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব
পাণ্ডুপত্রাণাম্॥"

[তপস্বিগণের মধ্যবর্ত্তিনী পাণ্ডুপত্র মধ্যে কিসলয় তুল্য, অবগুণ্ঠনবতী, অনতিপরিস্ফুট দেহলাবণ্যবতী—এ রমণী কে?]

ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রার্পিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিতেছেন,—

"দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রযুগলং লীলাঞ্চিত-
ভ্রূলতং
দন্তান্তঃপরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্না-
বিলিপ্তাধরম্।
কর্কন্ধুদ্যুতিপাটলোষ্ঠরুচিরং
তস্যাস্তদেতন্মুখং
চিত্রেপ্যালপতীব বিভ্রমলসৎ-
প্রোদ্ভিন্নকান্তিদ্রবম্॥"

[অপাঙ্গ দীর্ঘ, নয়নযুগল বিস্তৃত, ভ্রূলতা বিলাসমনোহর, অধর, দন্তপংক্তির হাস্যকিরণ-চ্ছটায় বিলুপ্ত; ওষ্ঠ পক্কবদরীতুল্য কান্তি-বিশিষ্ট; প্রিয়ার বিলসিত স্বেদযুক্ত মনোহর এবং শোভাযুক্ত মুখমণ্ডল চিত্রার্পিত হইলেও যেন আলাপ করিতেছেন বোধ হয়।]

আবার,—

"অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ
স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ
সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং
স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ
বক্তীব মাম্॥"

[এই চিত্রফলক সমতল হইলেও, উহার স্তনদ্বয় উন্নত এবং নাভি গভীর বলিয়া বোধ হইতেছে, ও বলয় উন্নত দেখাইতেছে; তৈল-বর্ণপ্রভাবে অঙ্গের মৃদুতা স্থায়িভাবে প্রকাশ-মান, ও যেন প্রণয়বশে আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ দেখিতেছেন, ও স্মিতমুখে আমাকে যেন কি বলিতেছেন।]

সর্ব্বশেষে সপ্তম অঙ্কে রাজা শকুন্তলাকে দেখিতেছেন,—

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥"

[ধূসর-বসন-পরিহিতা, নিয়মপালন হেতু ক্ষীণমুখী, একবেণীধৃতা অতি নির্দ্দয়-হৃদয় আমার দীর্ঘ বিরহব্রত ধারণ করিতেছেন।]

ভবভূতি কদাচিৎ সীতার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। উত্তররামচরিতে তিনি দুইবার মাত্র সীতার বহিঃসৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দুইবারই সীতার মুখখানিমাত্র আঁকিয়াছেন। একবার রাম বিবাহের সময় সীতার রূপবর্ণনা করিতেছেন,—

"প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-
র্দশনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দবতী
মুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ॥

[মাতৃগণ বালিকা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠব-দর্শনে কি আনন্দিতাই হইয়াছিলেন। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনতিনিবিড় দন্তপংক্তি এবং মনোহর কুন্তল ও মুখশ্রী সুন্দর চন্দ্রকিরণ-সদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিম বিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি তাঁহাদের কি কৌতূহলই জন্মাইয়াছিল!]

রাম ভাবিতেছেন সীতার মুখখানি, আর তাহাও এই হিসাবে ভাবিতেছেন যে, এইরূপে জানকী মাতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

আর একবার তমসা বিরহিণী সীতার বর্ণনা করিতেছেন,—

"পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথের বনমেতি জানকী॥"

[মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ দুর্ব্বলগণ্ড দ্বারা মনোহর। করবী বিলুলিত, মূর্ত্তিময়ী, করুণরস, অথবা দেহধারিণী বিরহ-ব্যথার ন্যায় জানকী বনে আসিতেছেন।]

আবার সেই মুখখানিমাত্র! তাহাও আঁকিয়াছেন তাঁহার বিচ্ছেদদুঃখ বর্ণনা করিবার জন্য। অন্য সর্ব্বত্র রাম সীতার গুণরাশির কথাই ভাবিতেছেন। তিনি একটি শ্লোকে সীতার যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, দুষ্মন্ত তাহা বহু শ্লোকেও বর্ণনা করিতে পারেন নাই,—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো
মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন
বিরহঃ॥"

[ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নে অমৃতস্বরূপা, ইঁহার স্পর্শ শরীরে চন্দনরসস্বরূপ সুখপ্রদ এবং ইঁহার এই মৎকণ্ঠলগ্ন বাহু শীতল এবং কোমল মুক্তাহারস্বরূপ।]

রাম ভাবিতেছেন, সীতা তাঁহার গৃহলক্ষ্মী। আর আপনাকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, সীতার বিরহে তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব কি না? তাঁহার কি সীতার বাহ্যিক রূপের দিকে লক্ষ্য আছে! যাঁহার—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥"

[কমলনয়নে! তোমার এ বাক্যগুলি সন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়সমূহের মোহন ও সন্তর্পণস্বরূপ, কর্ণামৃত এবং মনের রসায়নস্বরূপ।]

তাঁহার রূপ রাম বর্ণনা করিবেন কিরূপে? যাঁহার কাছে থাকিয়া রাম—

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা
দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু
মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি
পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

[আমি স্থির করিতে পারিতেছি না যে, সুখভোগ করিতেছি কি দুঃখভোগ করিতেছি, আমি নিদ্রিত কি জাগরিত, অথবা কোন বিষ-প্রবাহ আমার দেহের এরূপ অবস্থা ঘটাইতেছে, কিংবা ইহা মাদকদ্রব্যজনিত মত্ততা।]

তাঁহার রূপ তিনি বর্ণনা করিবেন কিরূপে? যাঁহার স্পর্শ—

"প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥"

[এ কি হরিচন্দন-পল্লবের রসস্রাব, অথবা নিষ্পীড়িত চন্দ্রকিরণসমূহের রসের সেচন? ইহা সঞ্জীবন ঔষধির রসস্বরূপ আমার হৃদয়ে প্রসিক্ত হইয়া আতপ্ত জীবতরুকে পরিতৃপ্ত করিতেছে।]

আবার,—

"প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যেবার্দ্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ ক্বাসি
নন্দিনী॥"

[তোমার স্নেহসিক্ত শীতলস্পর্শ মূর্ত্তিমান্ প্রসন্নতার স্বরূপ হইয়া অদ্যাপি আমার হৃদয়কে আর্দ্রীভূত করিতেছে। কিন্তু আমার আনন্দদায়িনী তুমি কোথা?]

তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছে কি? যাঁহাকে রাম বিবেচনা করেন,—

"উৎপত্তিপরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ
তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ॥"

[ইনি আজন্মবিশুদ্ধা, ইঁহাকে পবিত্র করিবার জন্য আর কিছুর প্রয়োজন কি? তীর্থবারি এবং বহ্নি অন্য কর্ত্তৃক শুদ্ধির অপেক্ষা করে না।]

তাঁহার আর অন্য বর্ণনা কি হইতে পারে? রাম "কালিন্দীতটবট" ভুলিতে পারেন না কেন? না সেইখানে—

"অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতখেদা-
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥"

[যে স্থানে তুমি পথশ্রমে ক্লান্তা হইয়া আকম্পিত অথচ মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনে অত্যন্ত মর্দ্দনদায়ক এবং দলিত মৃণালের ন্যায় ম্লান ও শিথিল হস্ত আমার বক্ষে রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।]

বাস্তবিক সীতার বাহিরের রূপ দেখিবার অবসর ভবভূতির ছিল না। তিনি সীতার গুণে মুগ্ধ। ভবভূতির বর্ণনা এত পবিত্র, এত উচ্চ যে, তিনি সীতাকে মাতৃরূপে দেখিতেন। মাতার আবার রূপ কি? তিনি সর্ব্বাঙ্গে, অন্তরে বাহিরে, কথায় ভাবভঙ্গিমায় এক মাতা, আর কিছু নয়।

কালিদাসের কিন্তু একটি বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইবে যে, তিনি তাঁহার এই নাটকে সর্ব্বত্র শকুন্তলার রূপ নাটকত্ব হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দুষ্মন্তের মনের অবস্থা ও তাঁহার কার্য্যাবলী বুঝিবার জন্য এরূপ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। শুদ্ধ কবিত্ব হিসাবে তিনি কুত্রাপি শকুন্তলার রূপ-বর্ণনা করেন নাই। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত কেন শকুন্তলার প্রতি আসক্ত হইলেন, কবি তাহার কারণ দেখাইলেন। শকুন্তলা কুরূপা বা বৃদ্ধা হইলে দুষ্মন্ত তাহাতে আসক্ত হইতেন না। তাই রূপসী শকুন্তলার উদ্ভিন্নযৌবনের বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্ত বয়স্যের নিকট যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে কবি দেখাইতেছেন যে, রাজা কতদূর বিগলিত হইয়াছে; তিনি এ কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এরূপ বর্ণনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা নাই। কারণ, সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত। পঞ্চম অঙ্কে রাজা আবার শকুন্তলাকে দেখিতেছেন। আবার নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি। কিন্তু তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। পরে শকুন্তলার রোষ বুঝাইবার জন্য যতখানি প্রয়োজন, কবি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় তাহা হইতে এক পদ অগ্রসর হয়েন নাই। এখন রাজা মৃগয়া করিবার জন্য ছুটী লন নাই। এখন তিনি আলস্যজনিত কামান্ধ নহেন। এখন তিনি রাজা, প্রজাপালক, বিচারক। রূপ ভাবিবার তাঁহার সময় নহে। সপ্তম অঙ্কে, দুঃখপূত-হৃদয়ে আর কামের তাড়না নাই। বাহিরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইবার অবস্থা তাঁহার গিয়াছে। প্রপীড়িতা, প্রত্যাখ্যাতা, অপমানিতা শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার সেই কথাই মনে পড়িতেছে। তাঁহার লক্ষ্য বিরহব্রতধারিণী শকুন্তলার পবিত্র চিত্তের দিকে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই রূপ-বর্ণনায়

রাজার মনের অবস্থার একটি ইতিহাস লিখিত আছে। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অদ্ভুত নাটকত্ব।

ভবভূতি সীতার বাহিরের রূপ-বর্ণনা করেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কয়েকটি শ্লোকে সীতার মনের পবিত্রতা, তন্ময়তা, পতিপ্রাণতা, স্বর্গীয়তা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা শকুন্তলায় নাই।

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলি স্থিরসৌন্দর্য্যের বর্ণনা। বস্তুতঃ সে বর্ণনা শব্দলিপি। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সম্মুখে যেন একখানি আলেখ্য দেখিতেছি। আর এক প্রকারের বর্ণনা আছে, যাহা জীবন্মূর্ত্তির প্রতিকৃতি—চলৎ-সৌন্দর্য্যের চিত্র। যথা,—

রাজা ভ্রমরতাড়িত শকুন্তলাকে দেখিতে-ছেন—

"যতো যতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে
ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে
ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥"

[ভ্রমর যে যে দিকে যাইতেছে, সেই সেই দিকেই চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; ভয়-হেতু, কামশূন্যা হইয়াও, ভ্রূবিবর্ত্তন দ্বারা দৃষ্টির বিভ্রম শিক্ষা করিতেছেন।]

'অপিচ। সাসূয়মিব
চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো
বেপথুমতীং,
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকরহতাস্ত্বং খলু কৃতী॥"

[বহুবার বিকম্পিতার নয়নপ্রান্ত স্পর্শ করিতেছে, কর্ণপ্রান্তে বিচরণ করতঃ মৃদু-গুঞ্জনে যেন গোপনে কথা কহিতেছে, হস্তচালনা করিলেও উহার রতিসর্ব্বস্ব অধরসুধা পান করিতেছ! হে মধুকর! ফলভোগ হেতু তুমিই কৃতী।]

বৃক্ষসেচনকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা কহিতেছেন—

"স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ
বাহূ ঘটোৎক্ষেপণা-
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ
প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে
ঘর্ম্মান্তমাজালকং,
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ
পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥"

[ইঁহার স্কন্ধদ্বয় দুর্বল ও অবনত হইয়াছে এবং হস্ততল অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বারংবার জলকলস উত্তোলন করায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক হইয়া এখনও স্তনদ্বয়কে কম্পিত করিতেছে ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা কর্ণস্থিত শিরীষ-পুষ্পের অবরোধকারী অস্ফুট কোরকসমূহের আকার ধারণ করিয়াছে। আর কেশবন্ধন স্খলিত হওয়ায় এক হস্ত দ্বারা তাহা সংযমিত করিয়াছেন।]

রাজার প্রতি সমাকৃষ্ট শকুন্তলার প্রতি চাহিয়া রাজা কহিতেছেন,—

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্‌বচোভিঃ,
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখী সা,
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥"

[যদিও আমার বাক্যের সহিত স্বীয় বাক্য মিশ্রিত করিতেছেন না, তথাপি আমি কথা বলিলে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে থাকে, আর আমার মুখের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না, অথচ ইহার দৃষ্টি অন্যবিষয়েও অধিকক্ষণ থাকিতেছে না।]

"ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ,
প্রকামবিনতে ভ্রূবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥"

(অনুবাদ ইতঃপূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রণয়িনী শকুন্তলার বর্ণনা—

"অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্যনিমিত্তকথোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ॥"

[নয়নে নয়নে সঙ্গীত হইলে নয়ন ফিরাইয়া লন, অথচ অন্য কথা ব্যপদেশে হাসিয়া থাকেন; বিনয়হেতু কামবৃত্তি প্রকাশিত না করিলেও গোপন রাখেন না।]

আবার,—

"দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে,
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোহয়ন্তী,
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্ ॥"

["কুশাঙ্কুর দ্বারা চরণতল ক্ষত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল অমনি অকারণে দণ্ডায়মান থাকিলেন ও তাঁহার পরিহিত বল্কল শাখায় সংলগ্ন না হইলেও, বল্কল মোচন করিবার ছলে, স্বকীয় বদনাবরণও উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।]

ষষ্ঠ অঙ্কে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার বিষয়ে রাজা ভাবিতেছেন, আর সে ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন।

"ইতঃ প্রত্যাদিষ্টা স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী
ময়িক্রুরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥"

[আমি প্রত্যাখ্যান করিলে স্বজনগণের অনুগমনে প্রবৃত্তা হন, আবার মাননীয় পিতৃশিষ্য "তিষ্ঠ" বলিলে স্থির থাকিয়া নিষ্ঠুর মৎপ্রতি যে বাষ্পকলুষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা বিষযুক্ত শল্যের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে।]

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতেও শকুন্তলার বর্ণনা দুষ্মন্তের মনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা কামুক, পঞ্চম অঙ্কে ধার্ম্মিক বিচারক, ষষ্ঠ অঙ্কে অনুতপ্ত।

উত্তরচরিতে বালিকা সীতা ময়ূর নাচাইতেন কিরূপ, তাহার বর্ণনা ভবভূতি এইরূপ করিয়াছেন,—

"ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ,
প্রচলিতচতুর-ভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্ত্যমানঃ,
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি ॥"

[সন্তানের ন্যায় স্নেহপূর্ণ মনে নর্ত্তনশীলা তোমাকে স্মরণ হইতেছে, যৎকালে সঞ্চরণ-সময়ে আবরণাভ্যন্তরে মণ্ডলাবৃত্ত চক্ষু, বিচলিত সবিলাস ভ্রূসঞ্চারের দ্বারা মনোহর হইত এবং তুমি করপল্লব দ্বারা তাল দিতে থাকিতে।]

অঙ্গচালনায় মনোভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে কালিদাস অদ্বিতীয়, তাঁহার সহিত ভবভূতির এ বিষয়ে তুলনাই হয় না।

নারীর রূপ-বর্ণনায় ভবভূতির একটি বিশেষত্ব আছে। কালিদাস ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত-কবির নারী-সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় লালসা আছে। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা সর্ব্বত্র শৈল-নির্ঝরের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। কালিদাস নারীর বাহিরের রূপ লইয়া ব্যস্ত। ভবভূতি নারীর অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যস্ত। নারী 'তুঙ্গস্তনী', 'শ্রোণীভারাদলসগমনা', 'বিম্বাধরা' হইলেই কালিদাস যেন আর কিছু চাহেন না। রসাইয়া রসাইয়া তাঁহার নানা কাব্যের নানা স্থানে রমণীয় অবয়বের বর্ণন করিতে তিনি যেন একটা বিপুল আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু ভবভূতির কাছে নারী "গেহে লক্ষ্মীঃ, তাঁহার "বচনানি কর্ণামৃতানি", স্পর্শ "সঞ্জীবনৌষধিরসঃ, স্নেহার্দ্রশীতলঃ" তাঁহার পরিরম্ভ 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।' কালিদাসের রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিন্তু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপ-বর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতিঃ! কালিদাস যখন মাটীতে চলিয়া যাইতেছেন ভবভূতি তখন ঊর্দ্ধে বিচরণ করিতেছেন। কালিদাসের কাছে নারী ভোগ্যা, ভবভূতিব কাছে নারী দেবী।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালিদাস যে বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহার নায়ক এক জন কামুক। ভবভূতির নায়ক দেবতা। দুষ্মন্ত তপোবনে আসিয়া অবধি মদনোৎসব করিতে বসিয়াছেন। তিনি শকুন্তলার সরল নির্ম্মল তাপস ভাব দেখিতে পাইবেন কোথা হইতে? কিন্ত রাম বহুকাল সীতার সহিত বাস করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, তাঁহার অসীম নির্ভর, তাঁহার অগাধ প্রেম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। আর কি তাঁহার সীতার বাহিরের রূপের দিকে লক্ষ্য থাকে?

কালিদাস এ অবস্থায় আপনাকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যতখানি তাঁহার নাটকের

জন্য প্রয়োজন, তাহার অধিক তিনি একপদও অগ্রসর হন নাই। মহাকবি কল্পনাকে উচ্ছৃংখল হইতে দেন না। তিনি কল্পনার গতি রশ্মিসংযত করিয়া রাখেন। কালিদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ত অপূর্ব্ব। কিন্তু তিনি কতখানি লিখিতে পারিতেন, অথচ লেখেন নাই, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার অপূর্ব্ব গুণপনায় বিস্মিত হইতে হয়। বিষম গিরি-সংকটের একেবারে কিনারা দিয়া তাঁহার কল্পনার রথ প্রবলবেগে চালাইয়া গিয়াছেন অথচ পড়েন নাই। ভবভূতি ও পথেই চলেন নাই। সুতরাং তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রেমের স্বর্গ-রাজ্যে আপনার দেবীকে বসাইয়াছিলেন।

পুরুষ-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা কালিদাস বড় একটা করেন নাই। কেবল দ্বিতীয় অংকে সেনাপতির মুখে রাজার রূপবর্ণনা আছে—

"অনবরত-ধনুর্জ্যাস্ফালন-ক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশেন ভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদপলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥"

(অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে গিয়াছে দেখুন)—

ভবভূতি সীতার মুখে রামের রূপবর্ণনা একবার করিয়াছেন। চিত্রার্পিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতা কহিতেছেন—

"অম্মহে দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধ-মসৃণ-শোভমান-মাংসলেন দেহ-সৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিত তাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরখণ্ডিতশংকরশরাসনং শিখণ্ডমুগ্ধমুখ-মণ্ডল আর্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ।"

[আহা আর্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র লিখিত হইয়াছে! প্রস্ফুটিত নবনীলোৎপলবৎ শ্যামল, স্নিগ্ধ, কোমল, শোভাবিশিষ্ট দেহসৌন্দর্য্য; অবলীলাক্রমে হরধনু ভংগ করিতেছেন। কাক-পক্ষবৎ কেশশোভায় মুখমণ্ডল শোভিত এবং পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন।]

আর একবার লবের মুখে রামের রূপবর্ণনা পাই—

**"অহো পুণ্যানুভাবদর্শনোঽয়ং মহাপুরুষঃ—
আশ্বাসস্নেহভক্তীনামেকমালম্বনং মহৎ।
প্রকৃষ্টস্যেব ধর্ম্মস্য প্রসাদো মূর্ত্তিমত্তরঃ॥"**

[আহা এই মহাপুরুষের মূর্ত্তি পবিত্র প্রভাবসম্পন্ন, আশ্বাস, স্নেহ এবং ভক্তির একমাত্র মহৎ আশ্রয়স্বরূপ এবং মূর্ত্তিমান্ প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রসন্নতাস্বরূপ।]

কালিদাসের বর্ণনা এক জন দৃঢ়পেশী মহাকায় বীরের লক্ষণ-নির্দ্দেশমাত্র। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা একটি চিত্র।

"আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-
রব্যক্তবর্ণ-রমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অংকাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদংগ-রজসা পুরুষা ভবন্তি॥"

[অকারণ হাস্যে যাহাদের দন্তমুকুল ঈষৎ লক্ষিত, যাহাদের বচন অব্যক্ত অক্ষর দ্বারা রমণীয়, যাহারা স্বজনের ক্রোড়বাসপ্রিয়, এরূপ পুত্রগণকে বহন করিয়া ও তাহাদের গাত্রস্থিত ধূলিযুক্ত হইয়া পুরুষগণ ধন্য হইয়া থাকে।]

—একটি শ্লোকমাত্র। কিন্তু কি সুন্দর! দুষ্মন্তের মনের সংগে কি সুন্দর খাপ খাইয়াছে।

ভবভূতির দোষ—তিনি আরম্ভ করিলে আর থামিতে পারেন না। শ্লোকের উপর শ্লোক চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। এই দোষ লবকুশের বর্ণনায় বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-চরিতের পঞ্চমাংকে রাম লবকে দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন—

"ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানা-
মাবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ॥"

[জগৎরক্ষার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদের ন্যায় বেদরূপ রত্নাগারের রক্ষার্থ যেন ক্ষাত্রধর্ম্ম দেহধারণ করিয়া সমগ্র গুণের এবং সামর্থ্যের আধার এবং জগতের পুণ্যপুঞ্জস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।]

কুশকে দেখিয়া রাম ভাবিতেছেন—

"অথ কোঽয়মিন্দ্রমণিমেচকচ্ছবি-
র্ধ্বনিনৈবদত্তপুলকং করোতি মাম্।
নবনীলনীরধরধীরগর্জ্জিত-
ক্ষণবদ্ধকুড্মল-কদম্ব-ডম্বরম্॥"

[কে এ ইন্দ্রমণির ন্যায় শ্যামলকান্তি! কণ্ঠ-স্বরেই আমাকে পুলকিত করিতেছে। যেন

নবনীল নীরদের ধীর গর্জ্জনে কদম্বসমূহের মুকুল প্রস্ফুটিত হইতেছে।

পরে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া—

"মুক্তাচ্ছদন্তচ্ছবিসুন্দরীয়ং
সৈবৌষ্ঠি মুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।
নেত্রে পুনর্যদ্যপি রক্তনীলে
তথাপি সৌভাগ্যগুণঃ স এব॥"

[সেইরূপ মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল দন্তকান্তি দ্বারা মনোহর ওষ্ঠমুদ্রা এবং সেইরূপ কর্ণপাশ। তবে নেত্রদ্বয় নীলাভরক্তিম হইলেও তাহা নয়নানন্দপ্রদ।]

পুত্রদ্বয়ের সহিত রামের প্রথম সাক্ষাৎ একটি অপূর্ব্ব ছবি। একদিকে রামকে আর একদিকে শিশুদ্বয় লব ও কুশকে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখি। যেন একদিকে সিংহ, অন্যদিকে দুই সিংহশাবক দাঁড়াইয়া পরস্পরকে মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছে।

পঞ্চম অংকে শত্রুসৈন্য-বেষ্টিত লবকে চন্দ্রকেতু এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"কিরতি কলিতকিঞ্চিৎ-কোপরজ্যন্মুখশ্রী-
রনবরতনিগুঞ্জৎকোটিনা কার্ম্মুকেন।
সমর-শিরসি চঞ্চৎ পঞ্চচূড়শ্চমূনা-
মুপরি শরতুষারং কোঽপ্যয়ং বীরপোতঃ॥"

[ঈষৎসঞ্জাত ক্রোধরক্ত মুখকান্তি এবং চঞ্চল পঞ্চশিখাধারী কে এই বীরবালক, রণমুখে অনবরত ধনুষ্কোটির শব্দ করতঃ সৈন্যগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতেছে?]

"মুনিজনশিশুরেকঃ সর্ব্বতঃ সৈন্যকায়ে
নব ইব রঘুবংশস্যাপ্রসিদ্ধঃ প্ররোহঃ।
দলিতকরিকপোল-গ্রন্থিটঙ্কারঘোরং
জ্বলিত-শরসহস্রঃ কৌতুকং মে করোতি॥"

[একটি মুনিবালক, রঘুবংশেরই কোন নূতন অজ্ঞাত নাম বালকের ন্যায়, সমস্ত সৈন্যের প্রতি, গজদন্ডগ্রন্থি-বিদারক ঘোর টঙ্কারকারী সহস্র প্রজ্বলিত শরক্ষেপণ করতঃ আমার কৌতুক জন্মাইতেছে।]

আবার—

"দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোঽয়মুদীর্ণধন্বা।
দ্বেধা সমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥"

[ইনি সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উত্থিত করতঃ পশ্চাতে সৈন্য দ্বারা অনুসৃত হওয়ায়, যেন দুই দিক হইতে বায়ু-সঞ্চালিত মেঘমধ্যে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভিত

পুনশ্চ—

"সংখ্যাতীতৈর্দ্বিরদতুরগস্যন্দনস্থৈঃ পদাতৈ-
রত্রৈকস্মিন্ কবচনিচিতে মেধ্যচর্ম্মোত্তরীয়ে।
কালজ্যেষ্ঠৈরভিনববয়ঃ কাম্যকায়ে ভবদ্ভি-
র্যোঽয়ং বদ্ধো যুধি পরিকরস্তেন বো
ধিগ্‌ধিগস্মান্॥"

[তোমরা কবচধারী, পরিণতবয়স্ক, অসংখ্য রথী, সাদী, নিষাদী ও পদাতিক মিলিত হইয়া এই একাকী, মেধ্যচর্ম্ম উত্তরীয়ধারী কোমল-কান্তি তরুণ যোদ্ধার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তজ্জন্য তোমাদিগকেও ধিক্ এবং আমাকেও ধিক্।]

অপিচ—

"অয়ং হি শিশুরেককঃ সমরভারভূরিস্ফুরৎ-
করালকরকন্দলীকলিতশস্ত্রজালৈর্বলৈঃ।
ক্বণৎকনককিঙ্কিণীঝনঝনায়িতস্যন্দনৈ-
রমন্দমদদুর্দ্দিনদ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ॥"

[এই শিশু একাকী সমরক্ষেত্রে বহু-প্রজ্বলিত ভীষণ অস্ত্রধারী সৈন্যসমূহ এবং শব্দায়মান সুবর্ণঘণ্টারবকারী রথরাজি ও অজস্র মদবর্ষণকারী বারিদবৎ বারণগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছে।]

পুনরায়

"আগুঞ্জদ্‌গিরিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরং
জ্যানির্ঘোষমমন্দদুন্দুভিরবৈরাধ্মাতমু-
জ্জৃম্ভয়ন্।
বেল্লদ্ভৈরবরুন্ডমুন্ডনিকরৈর্ব্বীরো বিধত্তে
ভুবস্তৃপ্যৎকালকরালবক্ত্র বিঘসব্যাকীর্য্যমাণা
ইব॥"

[ঘোরতর দুন্দুভিরবে সম্বর্দ্ধিত এই বীরের জ্যা-নির্ঘোষ, গিরিকুঞ্জবাসী গজযুথের কর্ণপীড়াদায়ক এবং কালের করাল বদন কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত কবন্ধের বিচ্ছিন্ন মুন্ডসমূহের দ্বারা যেন রণভূমির তৃপ্তি সাধন করিতেছে।]

সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুকে ডাকিয়া লবকে দেখাইতেছেন—

"কুমার! পশ্য পশ্য—
ব্যপবর্ত্তত এব বালবীরঃ
পৃতনানির্মথনাৎ ত্বয়োপহূতঃ।
স্তনয়িত্নুরবাদিভাবলীনা-
মবমর্দ্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।"

[কুমার দেখ দেখ, যেমন দৃপ্ত সিংহশিশু মেঘগর্জ্জন শ্রবণে গজযূথ-বিমর্দ্দন-বিরত হইয়া প্রত্যাবৃত হয়, তদ্রূপ এই বীরবালক তোমার আহ্বানে সেনামথনে বিরত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে।]

ভবভূতির এ বর্ণনা চরম। কিন্তু এ বর্ণনা নাটকের উপযোগী নহে। যে বর্ণনা নাটকের আখ্যায়িকাকে অগ্রসর করে না, তাহা নাটকে পরিহার্য্য। কিন্তু কবিত্বহিসাবে ইহার কাছে কালিদাসের বালকের রূপবর্ণনা নিষ্প্রভ।

হয় ত কালিদাস দুষ্মন্তের বালককে কাব্য-হিসাবে বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হন নাই। সেই বালক-দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাবের বর্ণনাই কালিদাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কাব্য লিখিতে বসেন নাই, নাটক লিখিতে বসিয়াছেন। নাটকত্বহিসাবে সেই দৃপ্ত শিশুর বর্ণনা যতদূর প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক এক পদ তিনি অগ্রসর হন নাই। কিন্তু নাটকত্ব বজায় রাখিয়াও তিনি ভঙ্গীতে, বচনে ও দৃষ্টিতে সেই বীরশিশুর তেজ ও দর্প অঙ্কিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। সে সুযোগ তিনি হেলায় হারাইয়াছেন। সর্ব্বদমনের চেহারা আমরা কালিদাসের বর্ণনা হইতে কিছু ধরিতে পারি না। কিন্তু ভবভূতির লব ও কুশকে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখি—এত স্পষ্ট দেখি যে, তাঁহাদিগের উপর পাঠকেরই গাঢ় বাৎসল্যের উদয় হয়, রামের ত হইবেই। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাৎসল্যরসে কালিদাসকে ভবভূতির কাছে অতি ক্ষুদ্র দেখায়।

নারীর রূপবর্ণনায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ, পুরুষের ও শিশুর রূপবর্ণনায় ভবভূতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

জীবজন্তু-বর্ণনায় কালিদাস সিদ্ধহস্ত—

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততিস্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি॥"

[গ্রীবাদেশের বক্রতা হেতু মনোহর, নিয়ত অনুগামী রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, শরপতনাশঙ্কায় দেহের পশ্চাদ্ভাগ অধিকতর অগ্রে প্রবেশ করিয়াছে, শ্রম হেতু বিবৃত মুখ হইতে পতিত অর্দ্ধচর্ব্বিত নবতৃণসমূহে পথ আকীর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করতঃ অগ্রসর হইতেছে, যেন আকাশমার্গেই অধিকতর এবং ভূতলে অল্পপথই অতিক্রম করিতেছে।]

তাহার পরে অশ্বের বর্ণনা—

"মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ॥"

[মুখরশ্মি শিথিল হওয়ায় দেহের পূর্ব্ব-ভাগ সমধিক আয়তন এবং চামরাগ্র নিষ্কম্প শান্ত, কর্ণ উন্নমিত করিয়া স্বখুরোত্থিত রেণু-সমূহের অলঙ্ঘনীয় হইয়া মৃগের ন্যায় বেগে পথে ধাবিত হইতেছে, বোধ হয় যেন সন্তরণ দিতেছে।]

বর্ণনা দুইটি এত সজীব যে, যে কোন চিত্রকর এই বর্ণনা পড়িয়াই এই অশ্ব আঁকিতে পারিতেন।

ভবভূতি যজ্ঞাশ্ব বর্ণনা করিতেছেন—

"পশ্চাৎ পুচ্ছং বহতি বিপুলং তচ্চ ধূনোত্যজস্রং
দীর্ঘগ্রীবঃ স ভবতি খুরাস্তস্য চত্বার এব।
শষ্পাণ্যত্তি প্রকিরতি সকৃৎপিণ্ডকানাম্রমাত্রান্
কিং ব্যাখ্যাতৈর্ব্রজতি স পুনর্দূরমেহ্যেহি যামঃ।"

[পশ্চাদ্ভাগে বিপুলপুচ্ছ বহন করিতেছে এবং তাহা বহুবার কম্পিত হইতেছে; উহার

গ্রীবা দীর্ঘ এবং চারিটি খুর, তৃণ ভোজন করে এবং আম্রবৎ পুরীষ ত্যাগ করে। অথবা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? উহা দূরে বিচরণ করিতেছে, আইস আমরা তথায় যাই।]

এ উত্তম অশ্বের প্রয়োজনীয় গুণরাশির একটা ফিরিস্তি। বর্ণনাটি উত্তম হয় নাই। জীবজন্তুর বর্ণনায় উত্তররামচরিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

জড়প্রকৃতিবর্ণনা কালিদাস তাঁহার এই নাটকে কদাচিৎ করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কে কালিদাস রথের গতি বর্ণনা করিতেছেন—

"যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে
রথজবাৎ।"

[রথের বেগবশতঃ, যাহা দূরে সূক্ষ্ম দেখাইতেছিল, তাহা সহসা বৃহৎ হইতেছে; যাহা প্রকৃত বিচ্ছিন্ন তাহা যুক্তবৎ দেখাইতেছে; যাহা বক্র তাহা সমরেখাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; কিছুই ক্ষণমাত্র আমার চক্ষুর দূরে বা পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে না।]

রথ বেগে গমন করিলে পার্শ্বস্থ প্রকৃতির আকারে শীঘ্র যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, এ শ্লোক তাহার একটি সূক্ষ্ম সুন্দর ও যথাযথ বর্ণনা। পরে তপোবনের বর্ণনা করিতেছেন—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত
এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে
মৃগাস্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দ-
রেখাঙ্কিতাঃ॥

অপিচ—

কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা
ভিন্নো রাগঃ কিসলয়রুচামাজ্যধূমোদ্গমেন।
এতে চার্ব্বাগুপবনভুবিচ্ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং
নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি॥

[কোটরস্থিত শুকশাবকমুখভ্রষ্ট নীবার-কণাসকল তরুতলে রহিয়াছে, কোথাও বা ইঙ্গুদীফল পাতিতকারী নির্য্যাসযুক্ত উপল-খণ্ডসকল (তপোবনের) সূচক হইয়া রহিয়াছে, মৃগসকল বিশ্বাস সেতু গতিহীন হইয়া রথ-শব্দ সহ্য করিতেছে এবং জলাশয়ের পথসকল বল্কলাগ্র-নিঃসৃত বারিরেখা দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। আরও,—ক্ষুদ্রজলাশয়ের বায়ুচালিত জল দ্বারা বৃক্ষমূল ধৌত হইয়াছে, যজ্ঞীয় ধূমদ্বারা নবপল্লবের আরক্তিম বর্ণ মলিন হইয়াছে, ছিন্নকুশাঙ্কুরযুক্ত উপবন ভূমিতে মৃগশিশুসকল নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছে।]

এ বর্ণনাটির মনোহারিত্ব তপোবন না দেখিলে বোধ হয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। রাজা স্বর্গ হইতে অবরোহণ কালে পৃথিবীকে দেখিতেছেন—

"শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং
মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ
পাদপাঃ।
সন্ধানং তনুভাগনষ্টসলিলব্যক্ত্যা ব্রজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং
মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

[যেন পর্ব্বতসকল মস্তক উন্নমিত করিতেছে, ও তাহাদের শিখর হইতে পৃথিবী নিম্নে নামিতেছে। বৃক্ষসকলের স্কন্ধদেশ প্রকাশিত হওয়ায়, যেন পত্রমধ্য হইতে প্রকাশিত হইতেছে; নদীসমূহের যেগুলি বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহা সংলগ্ন দেখাইতেছে। যেন কেহ সমস্ত পৃথিবী তুলিয়া আমার পার্শ্বে আনিতেছে।]

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, তবে বুঝি পুরাকালেও ব্যোমযান ছিল এবং আরোহীর ইচ্ছামতে ব্যোমমার্গে বিচরণ করিত। নহিলে কালিদাসের অদ্ভুত কল্পনাশক্তিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রঘুবংশের এক স্থলে সমুদ্রের বর্ণনাপাঠে মনে হয়, কালিদাস নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, কালিদাস কখনও সমুদ্র চক্ষে দেখেন নাই—কল্পনায় দেখিয়াছিলেন। তাহা যদি হয়, ত ধন্য তাঁহার কল্পনা!

ভবভূতির উত্তরচরিত প্রকৃতিবর্ণনায় পূর্ণ।

রাম দণ্ডকারণ্য দেখিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও দেখিতেছেন—

স্নিগ্ধশ্যামা ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরূক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্‌গর্ভকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

[পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধ শ্যাম, কোথাও বা ভয়ঙ্কর রূক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝর্ঝরশব্দে দিগন্ত শব্দিত হইতেছে, কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য।]

—একটি সুন্দর বর্ণনা।

শম্বুক রামকে দেখাইতেছেন—কোথাও—

নিষ্কূজাস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি
প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো
যা স্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরঃ স্বেদদ্রবঃ
পীয়তে॥

[সীমান্তপ্রদেশসকলের কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের ভীষণ গর্জ্জন পরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর গর্জ্জনকারী ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসে জ্বালিত অগ্নি; কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।]

কোথাও—

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসু[illegible] বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বুনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

[এইস্থানে আনন্দিত পক্ষিসমন্বিত ও বেতসলতা—কুসুম-[illegible] শীতল স্বচ্ছবারি প্রবাহিত হইতেছে এবং ফলভরপরিণত শ্যামবর্ণ জম্বুসমূহের পতনে শব্দায়মানা খরস্রোতা নির্ঝরিণীসকল বহিয়া যাইতেছে।]

অপিচ—

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকয়ূনা-
মনুরসিত গুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা-
মভিদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দ গন্ধঃ।

[গিরিবিবরবাসী ভল্লুকশাবকদিগের থুৎকার শব্দের প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর এবং বারণগণ-কর্ত্তৃক বিভগ্ন শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকল হইতে শীতল, কটুকষায় গন্ধ বহির্গত হইতেছে।]

এরূপ ভীম গম্ভীর বর্ণনা কালিদাসে কুত্রাপি নাই।

রাম সেই পঞ্চবটী বনে দেখিতেছেন—

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহান্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিবমন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং
দ্রঢ়য়তি॥"

[সরিৎ বিপর্য্যস্ত হওয়াতে, যেখানে পূর্ব্বে স্রোত বহিত, সম্প্রতি সে স্থান পুলিনে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষসমূহও কোথাও ঘনীভূত কোথাও বিরলত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল পরে দেখার জন্য এই বনকে অন্য বনের ন্যায় মনে হইতেছে। কেবল এই শৈলরাজির সন্নিবেশ হেতুই—এই সেই বন বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।]

—চমৎকার।

উত্তরচরিতে আর একটি ব্যাপারের বর্ণনা আছে যাহা কালিদাস যেন বিবেচনা করিয়াই তাঁহার নাটক হইতে বাদ দিয়াছেন। সেটি যুদ্ধের বর্ণনা। এক দিকে লবপ্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্র-নিক্ষেপ দেখিয়া চন্দ্রকেতু কহিতেছেন—

"ব্যতিকর ইব ভীমস্তামসো বৈদ্যুতশ্চ
প্রণিহিতমপি চ[illegible]ং হিনস্তি।
অথ লিখিতমিবৈতৎ সৈন্যমস্পন্দমাস্তে
নিয়তমজিতবীর্য্যং জৃম্ভতে জৃম্ভকাস্ত্রম্॥"

"আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্
পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃ শ্যামৈর্নভো
জৃ[illegible]কপিল-
[illegible]দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে
নীলম্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রি-
কূটৈরিব॥"

[ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় এবং বিদ্যুৎপূর্ণ হওয়ায় চক্ষু একবার নিমীলিত ও একবার উন্মীলিত হইয়া ব্যথিত হইতেছে; সৈন্যসকল স্পন্দরহিত হইয়া চিত্রে লিখিতবৎ বোধ হইতেছে, ইহা অপ্রতিহতপ্রভাব জৃম্ভকাস্ত্রের স্ফুরণ।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

পাতালাভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উত্তপ্ত প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎকর্ত্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।]

অপরদিকে লব বিপক্ষসৈন্যকোলাহল শুনিয়া আস্ফালন করিয়া কহিতেছেন—

"অয়ং শৈলাঘাতক্ষুভিতবড়বাবক্ত্রহুতভুক্
প্রচণ্ডক্রোধার্চ্চির্নিচয় কবলত্বং ব্রজতু মে।
সমন্তাদুৎসর্পন্ ঘনতুমুলসেনাকলকলঃ
পয়োরাশেরোঘঃ প্রলয়পবনাস্ফালিত ইব॥"

[প্রলয়-পবন-পরিচালিত সাগরবারি-প্রবাহবৎ চারিদিকে বিচালিত ঘন তুমুল সৈন্যকোলাহল, পর্ব্বতাঘাত-ক্ষুব্ধ বাড়বানলসদৃশ আমার কোপানলরাশি দ্বারা প্রশমিত হউক।]

এক দিকে চন্দ্রকেতুর বিস্মিত প্রেক্ষণ, আর এক দিকে বালক লবের দর্প। পঞ্চম অঙ্ক সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে বোধ হয় অতুল।

পরে সেই যুধ্যমান বালকদ্বয় "সস্নেহানুরাগং নির্ব্বর্ণ্য" পরস্পরকে কহিতেছেন—

"যদৃচ্ছাসংবাদঃ কিমু কিমু গুণানামতিশয়ঃ
পুরাণো বা জন্মান্তরনিবিড়বন্ধঃ পরিচয়ঃ।
নিজো বা সম্বন্ধঃ কিমু বিধিবশাৎ
কোঽপ্যবিদিতো
মমৈতস্মিন্ দৃষ্টে হৃদয়মবধানং রচয়তি॥"

[ইঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইতেছে যে? এ কি কোনও অহেতুক পরিচয় মাত্র বা গুণাতিশয্যজনিত; অথবা জন্মান্তরের দৃঢ় স্নেহবন্ধনে বদ্ধ আত্মীয়ের মিলন, কিংবা কোনও দৈবদুর্বিপাকহেতু অপরিচিত স্বজনের সহিত মিলন?]

এটি কবিত্ব হিসাবে চমৎকার। কিন্তু নাটকে একই উক্তি এক সঙ্গে দুজনের মুখে দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

উত্তরচরিতের ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপকথনে আমরা এই যুদ্ধের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হই। সেই বর্ণনাও জীবন্ত। বীররসে ভবভূতি অদ্বিতীয়।

কালিদাসের কাছে কিন্তু এ সকল বিষয় বোধ হয় সবিশেষ মনোহর বোধ হয় নাই। তিনি যুদ্ধের বর্ণনা করিতে চাহিতেন, ত তাঁহার এই নাটকেই করিতে পারিতেন। দৈত্যগণের সহিত দুষ্মন্তের যুদ্ধ দেখাইয়া তিনি দুষ্মন্তের শৌর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। তিনি প্রকৃতির বর্ণনা যখন করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার কোমল দিক্‌টাই নিয়াছেন। ভবভূতি নিবিড় জনস্থানের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন—এরূপ বর্ণনার স্থান কি শকুন্তলায় ছিল না। দ্বিতীয় অঙ্কে, কি ষষ্ঠ অঙ্কে বৈচিত্র্য হিসাবে তিনি এরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বোধ হয় তিনি জানিতেন যে, তাহাতে তাঁহার হাত খুলিবে না। তাই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে দিকে, সেই দিকেই গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির কোমল দিক্ নিয়াছেন; আর তাহার বর্ণনাও করিয়াছেন চরম।

প্রথম অঙ্কেই তিনি যে আশ্রম উদ্যানের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা ধ্যান কর দেখি। দেখ দেখি, একটি অপূর্ব্ব ছবি দেখিতে পাও কি না। নির্জ্জন আশ্রম, পার্শ্বে তরুরাজি, সম্মুখে উদ্যান। সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, ভ্রমর উড়িয়া সেই পুষ্পে আসিয়া বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। গাছের উপরে পাখী ডাকিতেছে। সেই ছায়ানিবিড় সুগন্ধ স্তব্ধ আশ্রমপদে, সেই পুষ্পগুলির মধ্যে সেরা পুষ্প—তিনটি যুবতী তাপসী পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতেছেন। তাঁহাদের তরুণ দেহের উপর সূর্য্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। তরুণ গণ্ডে নিরাবিল আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও পুণ্যের জ্যোতিঃ, তাঁহাদের কাছে যেন অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, কেবল বর্ত্তমান মাত্র আছে। যেন তাঁহারা জন্মান নাই; মরিবেন না। তাঁহাদের শৈশব ছিল না, বার্দ্ধক্য আসিবে না। তাঁহারা আপনাতেই আপনি মগ্ন। তিনটি মুক্তা স্বর্ণ-

সূত্রে বাঁধা, তিনটি অনাঘ্রাত পুষ্প, তিনটি আনন্দ ও যৌবনের মূর্ত্তি।—কি সুন্দর ছবি!

আবার সপ্তম অঙ্কে আর একটি ছবি দেখ। কশ্যপের আশ্রমের অনতিদূরে একটি বালক সিংহশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাপসীদ্বয় তাহাকে ধমকাইতেছে, শিশু শুনিতেছে না। অদূরে দুষ্মন্ত দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। পরে বিরহিণী—কৃশা মলিনা একবেণীধারিণী শকুন্তলা ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরে সেই শান্ত নিস্তব্ধ হেমকূট পর্ব্বতের প্রান্তভাগে প্রণয়িযুগলের পুনর্মিলন দৃশ্য—যেন শান্তি অনঘ আনন্দের নন্দন-কানন।—কি সুন্দর!

শান্তরসের ছবি তাঁহার চেয়ে জগতে কে আঁকিতে পারিয়াছে! Shakespeare একবার চন্দ্রালোকে প্রেমিকযুগলের বর্ণনা করিয়াছেন—Jessica বলিতেছেন—How sweet the moonlight sleeps upon the bank. রমণীয়তায় সে ছবি এ ছবির কাছে লাগে কি?

চতুর্থ অঙ্কে আর একটি দৃশ্য দেখ। শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। কন্বমুনি তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন।

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং
সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্ব্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং
দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি
স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন
তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

[শকুন্তলা অদ্য পতিগৃহে যাইবে বলিয়া আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, অন্তর্গত বাষ্পভরে বাক্য অবরুদ্ধ হইতেছে এবং নয়নদ্বয় চিন্তায় জড়ীভূত হইতেছে। আমি অরণ্যবাসী তাপস, স্নেহবশে যখন আমারই এমন বিকলতা হইতেছে, তখন, যাহারা গৃহী, নূতন কন্যাবিয়োগ-দুঃখে না জানি তাহারা কতই ব্যথিত হয়।]

কন্ব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

"যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
পুত্রং ত্বমপি সম্রাজ্যং সেবপুরুমবাপ্নুহি।"

[শর্ম্মিষ্ঠা যেমন যযাতির বহুমত হইয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ স্বামীর বহুমত হও এবং তাঁহার যেমন সম্রাট পুত্র পুরু জন্মিয়াছিল, তুমিও সেইরূপ পুত্র লাভ কর।]

শকুন্তলা কন্বের আদেশে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

কন্ব শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে কহিলেন—

"বৎসৌ ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তাম্।"

[বৎসদ্বয়! তোমরা ভগিনীকে পথ দেখাইয়া দেও।]

তাঁহারা সে আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইলে কন্ব বৃক্ষগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"ভো ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ!
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং
যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন
যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং
সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

[হে সমীপবর্ত্তী বনদেবতা ও তপোবনতরুগণ, তোমাদের জলসেক অগ্রে না করিয়া যে জলপান করিত না; ভূষণপ্রিয় হইয়াও যে স্নেহবশে তোমাদের পল্লব ছিন্ন করিত না, তোমাদের প্রথম কুসুমোদ্‌গম হইলে যে উৎসব করিত, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।]

তাহার পরে শকুন্তলা সখীদ্বয়ের কাছে বিদায় লইলেন। শকুন্তলার মন ব্যাকুল। পতিগৃহে যাইতেও তাঁহার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে দেখাইলেন যে, আসন্ন বিরহে সমস্ত তপোবন ম্রিয়মাণ। শকুন্তলা লতাভগিনী মাধবীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাছে বিদায় লইলেন ও তাহাকে যত্ন করিবার জন্য তাত কন্বকে অনুরোধ করিলেন। কন্ব একটু মৌখিক কৌতক করিয়া উদ্বেগ দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। শকুন্তলা, সহকার ও মাধবীলতাকে সখীদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেই তাঁহারা "আমাদিগকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছ," বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কণ্ব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। শকুন্তলা কণ্বকে অনুরোধ করিলেন যে, গর্ভিণী মৃগী প্রসব করিলে যেন তিনি সংবাদ পান। শকুন্তলা গমনোদ্যত হইলে, মৃগশাবক তাঁহার পথ অবরোধ করিল। শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কণ্ব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পরে শেষ উপদেশ দিলেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেম্বৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।

[গুরুজনের শুশ্রূষা করিবে এবং সপত্নীগণের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করিবে, স্বামী তিরস্কার করিলেও রোষভরে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিও না, পরিজনবর্গের প্রতি দাক্ষিণ্যবতী হইও এবং ভোগে আসক্তা হইও না। যুবতীগণ এইরূপ করিলেই প্রকৃত গৃহিণী হইয়া থাকেন, অন্যথা কুলের পীড়াদায়িনী হয়।]

শকুন্তলা একবার কণ্বের ক্রোড়দেশ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আমি এক্ষণে পিতার ক্রোড়দেশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মলয় পর্ব্বত হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতার ন্যায় কিরূপে জীবন ধারণ করি!" পরে কণ্বের চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "পিতা বন্দনা করি।"

শেষে কণ্ব শোকাবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"বৎসে, মামেবং জড়ীকরোষি"

"অপযাস্যতি মে শোকং কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্।
উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ॥

[বৎসে! আমাকে এরূপ জড়ীভূত করিয়া ফেলিলে! তুমি পূর্ব্বে পর্ণশালা-দ্বারে যে নীবারবলি প্রদান করিয়াছিলে, তাহা অঙ্কুরিত দর্শনে আমার শোক কিরূপে দূরীভূত করিবে?]

এমন কোমল স্নেহকরুণ ছবি জগতে আর কে আঁকিতে পারিয়াছে?—কন্যাকে তাহার পতিগৃহে যাইবার জন্য প্রথম বিদায় দেওয়ার কারুণ্য যেন এই অঙ্কে উচ্ছলিয়া উঠিতেছে—স্থানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।

উত্তররামচরিতে করুণরসেরই প্রাদুর্ভাব বেশী—তাহা আমি পূর্ব্বে পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে কারুণ্য প্রায় বিলাপেই পূর্ণ। এরূপ কারুণ্য অতি সস্তাদরের। "ওগো মা গো" "ওরে তুই কোথায় গেলি রে—" এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদানোর শক্তি—উচ্চ অঙ্গের কবিত্বসূচক নহে। ইহা প্রায় সকলেই পারে। কর্ত্তব্য ও স্নেহ, শোক ও ধৈর্য্য, আনন্দ ও বেদনা, এই মিশ্রপ্রবৃত্তির সংঘর্ষণে যে কষায় অমৃত উৎপন্ন হয়, সেই অমৃত যিনি তৈয়ারি করিতে পারেন, যিনি মিশ্রপ্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মনুষ্যহৃদয়ের নিহিত কারুণ্যের দ্বার মুক্ত করিয়া দেন, ভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য একত্র রাশীকৃত করিয়া দেখাইয়া যিনি চক্ষে জল বাহির করিতে পারেন—তিনিই মহাকবি, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় রহস্য বুঝিয়াছেন। কালিদাসের কারুণ্য এই শ্রেণীর। ভবভূতির রামবিলাপ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর। তাহা কেবল চীৎকার, কেবল অনুযোগ।

ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিতে একটি প্রধান রসের অবতারণা করেন নাই। সেটি হাস্যরস। কিন্তু কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরসের মধুর সংমিশ্রণ করিয়াছেন। সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস হাস্যরসে অদ্বিতীয়। দুষ্মন্তের বয়স্যের পরিহাসগুলি দুই একবার প্রথম বসন্তের সমীরণের মত দুষ্মন্তের প্রণয়স্রোতস্বিনীর প্রবল প্রবাহের উপর দিয়া মৃদু হিল্লোল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজা মৃগয়ায় আসিয়া এক জন তাপসীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার নামটি করেন না। তাঁহার বয়স্য এই ব্যাপারে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছেন। তাঁহার কাছে প্রেমের চেয়ে সুখাদ্য বেশী প্রিয়। এমন সারবান্ রসনাতৃপ্তিকর পদার্থ ছাড়িয়া লোকে কেন যে প্রেমের পাকে পড়িয়া ঘুরপাক খায়—যাহাতে দস্তুরমত ক্ষুধামান্দ্য হয়, নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, কার্য্যে অমনোযোগ হয় এবং মনে অশান্তি

হয়—এই কথা ভাবিয়া তিনি অসীম বিস্ময় অনুভব করিতেছেন।

মাধব্যের পরিহাসের মধ্যে কিছু নিগূঢ় অর্থ আছে। তিনি এ গুপ্ত প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাহার অশুভ পরিণাম আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাই তিনি রাজাকে তাহা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজা পরে যখন তাঁহার কাছে অনুযোগ করিতেছেন যে, শকুন্তলাবৃত্তান্ত কেন তিনি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন নাই, তখন মাধব্য কহিলেন যে, রাজা ত সে সময়ে এ সমস্ত ব্যাপার অলীক পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। মাধব্যের এই উত্তরে যেন বেশ একটু নিহিত উপদেশ আছে বলিয়া বোধ হয়! ইহার অর্থ যেন—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

ভবভূতি উত্তররামচরিত হইতে হাস্যরস বর্জ্জন করিয়াছেন। একবার সীতা আলেখ্যার্পিত উর্ম্মিলার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে সহাস্যে কহিতেছেন, "দেবর! এ কে?" ইহা অবশ্য ঠিক রসিকতার হিসাবে বিচার্য্য নহে। ইহা মৃদু সস্নেহ পরিহাস। ভবভূতি বোধ হয় একেবারে রসিক ছিলেন না। কিংবা হাস্যরসকে তিনি অগ্রাহ্য করিতেন।

জগতে প্রায় কোন মহাকাব্য-রচয়িতা তাঁহার মহাকাব্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন নাই। ইয়ুরোপে প্রথম এরিষ্টফেনিস ও এসিয়ায় কালিদাস বোধহয় প্রথমে হাস্যরসকে তাঁহাদের মহানাটকগুলিতে স্থান দেন। পরে সেক্সপীয়র এ বিষয়ে এত অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রায় প্রত্যেক মহানাটকে চরম রসিকতা দেখিতে পাই। তাঁহার Henry V নাটকের Falstaff নামকরণ করিলে বোধ হয় ঠিক হইত। তাহার পরে Molieres বিশুদ্ধ হাস্যরসে নাট্যজগতে মহারথী হইলেন। Carventes শুদ্ধ এক হাস্যরসপ্রধান Don Quixote উপন্যাস দ্বারা এমন কি, সেক্সপীয়র ইত্যাদির সহিত একাসনে বসিতে স্থান পাইলেন। সর্ব্বশেষে Dickens তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বিশেষতঃ Pickwick Papers উপন্যাসে হাস্যরসের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিলেন। এখন আর হাস্যরসকে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরস এখন মাথা উঁচু করিয়া বসিতে পারে।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি হাস্যরস এত শ্রদ্ধেয়, তবে মহাকাব্যরচয়িতারা ইহার প্রতি কার্য্যতঃ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন কেন?

তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, মহাকাব্যের বিষয় অত্যন্ত গম্ভীর। মহাকাব্য—হয় দেবদেবী কিংবা দেবোপম বীরের চরিত লইয়া লিখিত হয়। এত গম্ভীর বিষয়ের সহিত রসিকতা মিশাইবার সাধ্য সকলের থাকে না। এরিষ্টফেনিস লিখিয়াছেন ত একবারে নিছক হাস্যরস লিখিয়াছেন। হোমার লিখিয়াছেন ত নিছক বীররস লিখিয়াছেন। গেটে গম্ভীর নাটকই লিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। জার্ম্মানজাতি গম্ভীরপ্রকৃতির জাতিই তাহারা হাস্যরসে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এই মিশ্র হাস্য ও গম্ভীররস সমভাবে ও একত্রে প্রথমে সেক্সপীয়র দেখাইতে সাহসী হ'ন। পরে ডিকেন্স্, থ্যাকারে, জর্জ্জ এলিয়ট ইত্যাদি তাঁহার পদানুসরণ করেন। এখন প্রত্যেক দেশে সভ্যতার প্রসারের সহিত হাস্যরস ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

তবে হাস্যরসেরও প্রকারভেদ আছে, কাতুকুতু দিয়াও হাসান যায়। তাহাতে হাস্য হইতে পারে, রস হয় না। মাতালের অর্থহীন অসংলগ্ন উক্তিতে হাসান অতি নিম্ন শ্রেণীর হাস্যরস। প্রকৃত হাস্যরস মানুষের মানসিক দৌর্ব্বল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্দ্ধ-বধির ব্যক্তি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া যদি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে "এ্যাঁ", তাহা সেই বধিরের শারীরিক বৈকল্য মাত্র; তাহা যদি কাহারও হাস্যের কারণ হয়, ত সে হাস্য একটা রস নহে। সে হাস্য এক জনকে পিছলাইয়া পড়িতে দেখিয়া হাস্য একই প্রকারের। কিন্তু সেই বধির ব্যক্তি যদি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, ত তাহাতে যে হাস্যের উদ্রেক হয়—তাহা রস। কেন না তাহার মূলে বধিরের মানসিক দৌর্ব্বল্য—অর্থাৎ আপনাকে বধির বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার অনিচ্ছা।

মনুষ্যহৃদয়ে যে সকল দৌর্ব্বল্য আছে, তাহার অসঙ্গতি দেখাইয়া হাস্যের উদ্রেক

করিলে, সেই দৌর্ব্বল্যের প্রতি আক্রোশে ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিতে মৃদু পরিহাসের সৃষ্টি হয়।

সেক্সপীয়র শেষোক্ত এবং সার্ভান্টেস প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্যরসে জগতে অদ্বিতীয়। সেরিডান প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও মলিয়ার শেষোক্ত শ্রেণীর। কবিদিগের মধ্যে Ingoldsby প্রথমোক্ত শ্রেণীর এবং Hood শেষোক্ত শ্রেণীর। কালিদাস শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ পরিহাসিক মহাকবি। মাধব্যের রসিকতা মৃদু। তাহার মধ্যে হুল নাই।

আর এক প্রকারের রসিকতা আছে, তাহা অতি উচ্চ ধরণের। তাহা মিশ্র রসিকতা। হাস্যরসের সঙ্গে করুণ, শান্ত, রৌদ্র ইত্যাদি রস মিশাইয়া যে রসিকতার সৃষ্টি হয়, তাহাকে আমি মিশ্র রসিকতা বলিতেছি। যে রসিকতা মুখে হাসি ফুটায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জলধারা বহাইয়া দেয়, কিংবা যাহা পড়িতে পড়িতে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে হৃদয়ে অনুভব করি, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি বিরল। কোন কোন সমালোচকের মতে Falstaffএর চরিত্রচিত্রণে সেক্সপীয়রের রসিকতা এই শ্রেণীর। কালিদাস এইরূপ রসিকতা সম্বন্ধে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। রসিকতা সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের সহিত কালিদাসের তুলনা হয় না।—সেক্সপীয়র এত উচ্চে।

চরিত্র-চিত্রণে এই মহাকবিই মনুষ্যচরিত্রের কোমল দিক্‌টা লইয়াছেন। ভবভূতি তাহার উপরে পঞ্চম অঙ্কে লবের চরিত্রে যে বীরভাব ফুটাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু।

বস্তুতঃ বিরাট গম্ভীর ভৈরব চিত্রণে ভবভূতি কালিদাসের বহু ঊর্দ্ধে। আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়। রমণীয় করুণ ছবি আঁকিতে কালিদাস যেমন, গম্ভীর করুণ ছবি আঁকিতে ভবভূতি তেমনই। কালিদাসের নাটককে যদি নদীর কলস্বরের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ভবভূতির এই নাটককে সমুদ্রগর্জ্জনের সহিত তুলনা করিতে হয়। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে, মনের ভাব বাহিরের ভঙ্গিমায় বা কার্য্যে প্রকাশ করিতে ভবভূতি কালিদাসের চরণরেণু মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নহেন। আমি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, ভবভূতি যে তাঁহার নাটকের নায়ক ও নায়িকার চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ফুটে নাই। তাহা সুন্দর, কিন্তু অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নায়ক নায়িকা কেহই তাঁহার প্রেম কার্য্যে দেখান নাই। কেবল বিলাপ আর স্বগতোক্তি। "প্রাণনাথ, আমি তোমারই" ইহা বলিলেই সাধ্বীর পতিপ্রাণতা সম্যক্ দেখান হয় না। পতিপ্রাণতার কার্য্য করা চাই। তবেই নাটকীয় চরিত্র ফুটে। রাম, কার্য্যের মধ্যে বিলাপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছেন, আর শূদ্ররাজাকে বধ করিয়াছেন। আর নীরবে সীতা সহ্য করিয়াছেন—নহিলে আর কি করিতে পারিতেন?—সে সহ্য করাও ফুটে নাই। ভবভূতির সীতা এক সরলা, বিহ্বলা, পবিত্রা, পতিপ্রাণা, নিরভিমানিনী পত্নীর অস্পষ্ট ছবি। এই ছবি যদি ভবভূতি কার্য্যে ফুটাইতে পারিতেন, সজীব করিয়া আঁকিতে পারিতেন, তবে এ ছবির তুলনা রহিত না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবভূতি বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন চরম। রাম দেবতা, সীতা দেবী। কালিদাসের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা তাঁহাদের তুলনায় কামুক ও কামুকী। কিন্তু দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র যাহাই হোক, সজীব। ভবভূতির রাম ও সীতা নির্জ্জীব। কালিদাসের মহত্ত্ব চিত্রাঙ্কনে, ভবভূতির মহত্ত্ব কল্পনায়।

ভাষা ও ছন্দোবন্ধ

একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার অন্যান্য গুণাগুণের সহিত তাহার ভাষা সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। চিন্তা বা ভাবসম্পদ কবিতা বা নাটকের প্রাণ, ভাষা তাহার শরীর। ভাষা যে ভাব প্রকাশ করিবার উপায় মাত্র, তাহা নহে; ভাষা সেই ভাবকে মূর্ত্তিমান্ করে। ভাষা ও ভাবের এরূপ নিত্য সম্বন্ধ যে ভাষাতত্ত্ববিদেরা সন্দেহ করেন, যে ভাষাহীন ভাব থাকিতে পারে কি না। যেমন দেহহীন প্রাণ কেহ দেখে নাই, তেমনি ভাষাহীন ভাব মনুষ্যের অগোচর।

এ বিষয়ে মীমাংসা না করিয়াও বলা চলে যে, যেরূপ প্রাণ ও শরীর, শক্তি ও পদার্থ

পুরুষ ও প্রকৃতি, সেইরূপ ভাব ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য। যাহা সজীব কবিতা, তাহাতে ভাষা ভাবের অনুগামী হয়। অর্থাৎ ভাব আপনার ভাষা আপনি বাছিয়া লয়। ভাব চপল হইলে, ভাষা চপল হইবে, ভাব গম্ভীর হইলে ভাষা গম্ভীর হইবে। না হইলে সে কবিতা অত্যুত্তম হয় না।

Pope তাঁহার Essay on Criticismএ লিখিয়াছেন,—

"It is not enough no harshness gives offence
The sound must seem an echo to the sense."

কবিতার ভাষা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে সুন্দর সমালোচনা হইতে পারে না। যেখানে একটি ক্ষুদ্র তটিনীর বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে মৃদুধ্বনি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে সমুদ্র বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে ভাষারও জলদনির্ঘোষ চাই। বঙ্গ-সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা চিরকাল ভাবের অনুগামী। তিনি যখন ক্রুদ্ধ শিবের সজ্জা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাষাও তদ্রূপ গম্ভীর, আবার যখন বিদ্যা মালিনীকে ভর্ৎসনা করিতেছে, তখন তাঁহার ভাষা তদ্বিপরীত।

মাইকেলও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। তিনি যখন শিবের ক্রোধ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ব্যবহৃত ভাষাতেই যেন তাহার অর্দ্ধেক বর্ণনা হইয়া গেল। আবার যখন সীতা সরমার কাছে তাঁহার কাহিনী কহিতেছেন, তখন তাঁহার শব্দগুলি মৃদু, সহজ ও সরল, এবং যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত। Browningএর ভাব ও ভাষা পরস্পরের সহিত খাপ খায় নাই। Browning ভাষার দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার ভাষা অনেক সময়ে কঠোর ও কৃত্রিম; কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুগামী। Tennysonএর ভাষা অতুলনীয়। পুরাতন ইংরাজি কবিগণ অর্থাৎ Byron, Shelley, Wordsworth ও Keats ভাষা ও ভাবের চমৎকাররূপে সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়াছেন। Wordsworthএর ভাষা স্বাভাবিক। কোন কোন সমালোচক বলেন, Wordsworthএর পদ্যের ভাষা গদ্যের মত। হোক; যদি গদ্য পদ্য অপেক্ষা ভাব সুন্দরতর রূপে প্রকাশ করে, আমরা পদ্য চাই না, গদ্যই চাই। Carlyle গদ্যে চরম কবিতা লিখিয়াছেন। Shakespeare ভাষা ও ভাব যেন একত্র গলাইয়াছেন। বস্তুতঃ যে কবির ভাষা ভাবের বিরোধী, সে কবি মহাকবি নহেন—হইতে পারেন না।

তাহার পরে ছন্দোবন্ধ যত ভাবের অনুরূপ হয়, ততই সুন্দর হয়। কিন্তু তাহার নির্ব্বাচনের উপর কাব্য-সৌন্দর্য্য তত নির্ভর করে না। Shakespeare এক অমিত্রাক্ষরে প্রায় তাঁহার সমস্ত ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়াছেন। Tennyson ও Swinburne ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজি কবির বিশেষ ছন্দোবৈচিত্র্য নাই। নৃত্যের ভাব প্রকাশ করিতে নাচনি ছন্দ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার একান্ত আবশ্যকতা নাই। তাহা নহিলেও চলে। কিন্তু ভাবের অনুরূপ ভাষা নহিলে চলে না।

আমাদের এই কবিদ্বয়ের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে কাহার শক্তি অধিক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উভয়েই সুন্দর ভাষার অধিকারী। তবে, ভাষার সারল্যে ও স্বাভাবিকতায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ। তিনি এমন কথা সব ব্যবহার করেন, যাহাতে ভাবটি যে শুদ্ধ হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা নহে, সেটি যেন প্রাণে বাজিতে থাকে। তাঁহার "শান্তমিদমাশ্রমপদম্" এই কথা শুনিতে শুনিতে আমরা আশ্রমপদটি যেন সত্যই চক্ষে দেখিতে পাই ও সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করি। তিনি যখন বলিতেছেন, "বসনে পরিধূসরে বসানা"—তখন যেন আমরা তাপসী শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

ভবভূতির উত্তরামচরিত ভাষাসম্বন্ধে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা অপেক্ষা হীন নহে। যেখানে যেরূপ ভাব, উভয় কবিরই সেই স্থানে সেইরূপ ভাষা। কিন্তু আভিধানিক অর্থ ও ধ্বনি ভিন্ন, ব্যবহৃত শব্দের আর একটি গুণ আছে।

প্রত্যেক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভিন্ন ও আর একটি অর্থ আছে। তাহার প্রচলিত ব্যবহারে সেই শব্দের সহিত কতকগুলি আনুষঙ্গিক ভাব বিজড়িত আছে। ইহাকে ইংরাজিতে শব্দের connotation বলে।

সাধারণতঃ শব্দ যত সহজ ও প্রচলিত হয়, ততই তাহা জোরাল হয়। কালিদাসের ভাষা এইরূপের। কালিদাসের ভাষা প্রায়ই প্রচলিত সামান্য সরল শব্দের সুন্দর সমাবেশ। উপরে উদ্ধৃত তাঁহার "শান্তমিদমাশ্রমপদম্" কিংবা "বসনে পরিধূসরে বসানা" অত্যন্ত সহজ সংস্কৃত। কিন্তু এই শব্দগুলির সার্থকতা কতখানি! ভবভূতি এই গুণ সম্বন্ধে কালিদাস অপেক্ষা অনেক হীন। তাঁহার ভাষা সমধিক পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক। প্রচলিত শব্দের তিনি পক্ষপাতী নহেন। দুরূহ ভাষা ব্যবহার করিতে তিনি বড় ভালবাসেন।

তাহার পর অনুপ্রাস।—কাব্যে অনুপ্রাসের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। Rhymeএর যে উদ্দেশ্য, অনুপ্রাসেরও সেই উদ্দেশ্য। একটা ধ্বনির বার বার পুনরালম্বনে একটি সঙ্গীত আছে। Rhymeএ প্রতি ছত্রের শেষ অক্ষরে তাহা ঘুরিয়া আসে, তাহাতে একটা শ্রুতিমাধুরী আছে। অমিত্রাক্ষরে যে মাধুর্য্য নাই; অনুপ্রাস তাহার অভাব পূর্ণ করে। কিন্তু যে ধ্বনিটির পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা মধুর হওয়া চাই। যাহা বিকট ধ্বনি, তাহার বারংবার আঘাতে বাক্যবিন্যাস শ্রুতি-মধুর না হইয়া নিশ্চয় শ্রুতিকঠোরই হইবে। সেরূপ শব্দ অপরিহার্য্য হইলে তাহার এক-ছত্রে একবার প্রয়োগেই যথেষ্ট। বীণার তারে বার বার ঘা দিলে সুন্দর লাগে বলিয়া ঢেঁকির কচকচানি ভাল লাগে না।

ভবভূতির অনুপ্রাসে বীণার ধ্বনির চেয়ে ঢেঁকির কচকচানিই অধিক। তাঁহার অনুপ্রাস সৃষ্টিতে একটু বেশ প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাঁহার "গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো" কিংবা "নীরন্ধ্রনীলনিচুলানি" বা "স্নেহাদনরালনাল-নলিনী" এরূপ অনুপ্রাসে আপত্তি নাই। ইহার সঙ্গে একটা সুস্বর আছে। কিন্তু "কূজৎকান্তকপোত-কুক্কুটকুলা কূলে কুলায়-দ্রুমা" একেবারে অসহ্য।

ভবভূতির ভাষা সারল্যে ও লালিত্যে কালিদাসের ভাষার অপেক্ষা হীন হইলেও প্রসার সম্বন্ধে কালিদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার রচনায় তিনি ললিত কোমলকান্ত পদাবলিও শুনাইতে পারেন, আবার জলদ-নির্ঘোষও শুনাইতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা যে কত গাঢ়, গম্ভীর হইতে পারে, তাহার চরম নিদর্শন ভবভূতির উত্তরচরিতের ভাষা।

ভাবকে গাঢ় অথচ সহজে বোধগম্য করাই-বার শক্তি মহাকবির আর একটি লক্ষণ। কোন কোন বড় কবিও মাঝে মাঝে ভাবকে এত গাঢ় করিয়া ফেলেন যে, বুঝিবার জন্য তাহার টীকার প্রয়োজন। অনেক অনুকূল সমালোচক কবির এই মহা দোষকে 'আধ্যাত্মিক' নাম দিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ও মাঘের এই দোষ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। এ বিষয়ে কালিদাস সকলের আদর্শ। ভবভূতি এ বিষয়ে বিশেষ দোষী। তিনি ভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে সমাসের ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার হাতে পড়িয়া এমন সুন্দর নিয়ম সমাস, পাঠকের পক্ষে ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যবহৃত সমাসগুলি কাব্যের ভূষণ না হইয়া ভারস্বরূপ হইয়াছে।

তাহার উপরে উপমা অবশ্য ভাষা কি ছন্দোবন্ধের অঙ্গ নহে। তাহা লিখিবার একটি ভঙ্গী, যাহাকে ইংরাজিতে style বলে। অনেকে বক্তব্য বিষয়টি উপমা না দিয়াই বুঝান। সে ধরণ—সরল ও অনলঙ্কৃত। অনেকে প্রচুর পরিমাণে উপমা দিয়া বক্তব্যটি বুঝান। তাঁহাদের ধরণ কিছু তির্য্যক, অলঙ্কৃত। এই উপমা যদি সুন্দর হয় ও উচিত স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। উপমা প্রয়োগ লেখার একটি বিশেষ ভঙ্গী বলিয়া, কালিদাস ও ভবভূতির উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

উপমা উত্তম বর্ণনার একটি অঙ্গ। উপমা বিষয়কে অলঙ্কৃত করে, বর্ণনাকে উজ্জ্বল করে, সৌন্দর্য্যকে রাশীকৃত করে, মনোরাজ্যের ও বহির্জগতের সামঞ্জস্য দেখাইয়া পাঠককে বিস্মিত করে এবং বক্তব্যকে স্পষ্টতর পরিস্ফুট করে। আমরা কথোপকথনে এত অধিক পরিমাণে উপমা ব্যবহার করি যে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 'ঘোড়ার মত দৌড়ান,' 'হাতীর মত মোটা',

'তালগাছের মত লম্বা,', 'দেখতে যেন রাজপুত্র', ষাঁড়ের মত চীৎকার', 'পটলচেরা চোখ', 'চাঁদপানা মুখ' ইত্যাদিরূপ উপমা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। তদুপরি, "মাথাধরা", "পা কামড়ান", "বসে পড়া" ইত্যাদিরূপে প্রয়োগ এত সাধারণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যে একরকম উপমা, এ কথা হঠাৎ মনেই আসে না।

উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। যেমন যশ কিংবা হাস্যকে কোন শুভ্রবর্ণের সহিত তুলনা করিতেই হইবে। একটি প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতগণ রাজার যশকে দধিবৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; পরে কালিদাস আসিয়া কহিলেন, "রাজংস্তব যশো ভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ।" অলঙ্কার শাস্ত্র বাঁচাইয়াও কালিদাস একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিলেন। এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কালিদাস তাঁহার নাটকে ও কাব্যে বহুতর নূতন উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নতর শ্রেণীর কবিকুল নূতন উপমা রচনায় অক্ষমতা-বশতঃ পুরাতন উপমা প্রয়োগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। পদ্মমুখী, মৃগাক্ষী, গজেন্দ্রগমনা এই সব মান্ধাতার আমলের পুরাতন উপমা সম্প্রদায়-বিশেষের কাছে প্রিয়। কিন্তু প্রধান কবি সেই সব পুরাতন গলিত উপমা ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহারা কল্পনা দ্বারা নূতন নূতন উপমার সৃষ্টি করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে, উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে কালিদাসের বিশেষ খ্যাতি আছে। "উপমা কালিদাসস্য।" কালিদাস নিশ্চয়ই উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে মাত্রা বাড়াইয়া ফেলেন। সেরূপ রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রারম্ভে প্রায় প্রতি শ্লোকে তিনি উপমা দিয়াছেন। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্থানে স্থানে উপমা লাগসই হয় নাই। যেমন—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

[বামন যেমন দীর্ঘকায় লোকের প্রাপ্য ফল লাভের জন্য হস্ত উত্তোলন করে, মন্দ কবিযশপ্রার্থী আমিও তদ্রূপ উপহাসাস্পদ হইব।]

এ উপমার চেয়ে বাঙ্গালায় প্রচলিত উপমা 'বামনের চাঁদে হাত' অনেক জোরাল। কালিদাস এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এইরূপ জোরাল উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥"

[সূর্য্যসম্ভূত বংশ কোথায়, আর অল্পমতি আমি কোথায়? আমি মোহবশে ভেলা সহায়ে দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছি।]

ইহার পার্শ্বে কালিদাসের কণ্টকল্পিত বামনের উপমাটি কি দুর্ব্বল! যেন উপমা একটা দিতেই হইবে। ইংরাজিতে Dryden কবিতার শ্রেণীবিশেষকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন;—

One (verse) for sense and
one for rhyme
Is quite sufficient at a time."

কালিদাসের—হইয়া দাঁড়াইয়াছে one for sense and one for simile.

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা উক্ত দোষে দুষ্ট নহে। তিনি যখন যে উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাহা উচিত স্থলে বসিয়াছে তখনই তাহা নূতনত্বে ঝক্‌মক্ করিতেছে, তখনই তাহা সুন্দর। তাঁহার "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেন" উপমা অতুল। তাঁহার 'কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রেষু' সুন্দর। তাঁহার "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্" চমৎকার।

কালিদাস ও ভবভূতির উপমাপ্রয়োগবিধি এক হিসাবে ভিন্ন শ্রেণীর। উপমা দিবার তিন প্রকার প্রথা আছে। (১) বস্তুর সহিত বস্তুর উপমা, এবং গুণের সহিত গুণের উপমা, যেমন চন্দ্রের মত মুখ বা মাতৃস্নেহের মত পবিত্র, (২) গুণের সহিত বস্তুর উপমা, যেমন স্নেহ শিশিরের মত (পবিত্র) বা হ্রদের মত স্বচ্ছ, চন্দ্রের মত শান্ত ইত্যাদি; (৩) বস্তুর সহিত গুণের উপমা, যেমন মনের মত (দ্রুত) গতি, বা সুখের মত (স্বচ্ছ শান্ত) নির্ঝরিণী, বা হিংসার মত (বক্র) রেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালিদাসে ও ভবভূতিতে এই ত্রিবিধ প্রথাই আছে। কিন্তু কালিদাসের উপমার একটি বিশেষত্ব, প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত উপমা

ব্যবহারে, এবং ভবভূতির উপমার বিশেষত্ব, শেষোক্তরূপ উপমা ব্যবহারে। কালিদাস বল্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে শৈবালবেষ্টিতা পদ্মের সহিত তুলনা করিতেছেন
সীতাকে (মূর্ত্তিমান) করুণ্য ও শরীরিণী বিরহ-ব্যথার সহিত তুলনা করিতেছেন।

কালিদাস বলিতেছেন—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ-
সংস্থিতা চেতঃ।"

চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং
নীয়মানস্য॥"

[বায়ুর প্রতিকূলে নীত নিশানের চীনাংশুকের ন্যায় শরীর অগ্রে যাইতেছে, পশ্চাতে অব্যবস্থিত চিত্ত

ভবভূতি বলিতেছেন—

"ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য
গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানা-
মাবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ।"

(অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)

এরূপ উদাহরণ নাটকদ্বয় হইতে ভূরি ভূরি দেওয়া যাইতে পারে।

বস্তুতঃ, যেরূপ কালিদাসের শকুন্তলার ধারণা আধিভৌতিক আর ভবভূতির সীতার ধারণা আধ্যাত্মিক, সেইরূপ কালিদাসের উপমাও বাস্তব বিষয় লইয়াই রচিত, আর ভবভূতির উপমাও মানসিক গুণ ও অবস্থা লইয়া রচিত। উপমা সম্বন্ধেও কালিদাস যেন মর্ত্ত্যে বিহার করিতেছেন এবং ভবভূতি আকাশে বিচরণ করিতেছেন।

উপমার আর একরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। যথা সরল ও মিশ্র। সরল উপমা সেইগুলি, যেগুলির মধ্যে একটিমাত্র উপমা আছে। মিশ্র উপমা সেইগুলি, যেগুলির মধ্যে একাধিক উপমা নিহিত আছে। "পর্ব্বতের মত স্থির" লালসার এটি সরল উপমা; কিন্তু "বিষাক্ত আলিঙ্গন" ইহা মিশ্র উপমা; প্রথমে লালসার অবস্থার সহিত আলিঙ্গনের তুলনা, তাহার পরে আলিঙ্গনের ফলের সহিত বিষের তুলনা।

ইয়ুরোপে উপমা প্রয়োগ প্রণালীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সরল উপমা ক্রমে মিশ্র উপমার আকার ধারণ করিয়াছে। Homerএর উপমা—বৈচিত্র্যে, প্রাচুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। বহুস্থলে, তিনি যখন উপমা দিতে বসেন, তখন উপমাকে ছাড়িয়া উপমেয়কে এরূপ সাজাইতে বসেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করেন যে, সেই উপমেয় স্বয়ং একটি সৌন্দর্য্যের নন্দনকানন হইয়া দাঁড়ায়; পাঠক সে মুহূর্ত্তে উপমানকে ভুলিয়া গিয়া উপমেয়ের প্রতি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। পোপ বলেন, he makes no scruple, to play with the circumstances. একটি উদাহরণ দেই—

"As from an island city seen afar, the smoke goes up to heaven when foes besiege.
And all day long in grievous
battle strive;
The leaguered townsmen from
their city wall;
But soon, at set of sun, blaze
after blaze
Flame forth the beacon fires, and
high the glare
Shoots up, for all that dwell
around to be
That they may come with ships to
aid their stress
Such light blazed heavenward
from Achilles' head."

এ স্থলে "at set of sun, blaze after blaze flame forth the beacon fires, and high the glare shoots up" এইটুকুই উপমা। বাকীটুকু অবান্তর। কিন্তু কবি এই ছবিটি এত যত্ন করিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া, বিশেষ করিয়া আঁকিয়াছেন, যে, তাহাই একটা সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

"Homeric simile is not a mere ornament. It serves to introduce

something which Homer desires to render exceptionally impressive . . . They indicate a spontaneous glow of poetical energy; and consequently their occurence seems as natural as their effect is powerful."

ভার্জ্জিল, ডান্টে ও মিল্টন এ বিষয়ে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মনে হয় যে, তাঁহাদিগের উপমাপ্রয়োগ ক্রমে ক্রমে জটিল হইয়াছে। মিল্টন তাঁহার উপমায় তাঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। উদাহরণতঃ তাহার একটি উপমা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"For never since created Man
Met such embodied force, as named with these
Could merit more than that small infantry
Warred on by cranes—though all the giant brood
Of Phelgra with the heroic race were joined
That fought at Thebes and Ilium, on each side
Mixed with auxiliar gods; and what resounds
In fable of romance of Uther's son
Begirt with British or Armoric knights;
And all who since, baptised or infidel,
Jousted in Asparamount or Montalban
Damasco or Morocco or Trebesond
Or whom Beserta sent from Afric shore
When Charleman with all his peerage fell
By Fontaorabia."

ইহা বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য। অথচ এতগুলি উপমা, উপমান বুঝিবার পক্ষে কিছুই সহায়তা করিল না। তাঁহার "as thick as leaves in Vallambrosa" উপমা প্রায় হাস্যকর। Vallambrosa কথাটি তিনি বিদ্যা খাটাইবার জন্য এবং একটি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। হোমার কিন্তু তাঁহার উপমাগুলি প্রকৃতি হইতে চয়ন করিয়াছেন। সেই জন্য সেগুলি সহজ, সরল, সুন্দর, বোধগম্য, এবং মহামূল্য। হোমার সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য রাশীকৃত করিয়াছেন, আর মিল্টন শুদ্ধ তাঁহার বিদ্যা দেখাইয়াছেন।

তথাপি উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, এই দুই মহাকবির উপমা দিবার ভঙ্গী এক রকম। বাঙ্গালার মহাকবি মাইকেল তাঁহার উপমাপ্রয়োগে কতক ইঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার "যথা যবে ঘোরবনে নিষাদ বিঁধিলে মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীমরবে ভূমিতলে পড়ে হরি—পড়িলা ভূপতি"—ইহারই দুর্ব্বল অনুকরণ।

মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সম্পূর্ণ অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি উপমায় অত পুঙ্খানুপুঙ্খে যান না। তিনি শুদ্ধ ইঙ্গিত করিয়া যান। তিনি হঠাৎ বলিবেন when we have shaffled off this mortal coil. মিল্টন এরূপ বলিতেন না। মিল্টন প্রথম কাসিয়া গলা শাণাইয়া লইতেন, তাহার পর যেন চারিদিকে একবার চাহিয়া লইতেন, তাহার পরে গম্ভীরভাবে আরম্ভ করিতেন—

As when in Summer ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেক্সপীয়রের ভাষাই উপমার ভাষা। তাহাতে উপমান ও উপমেয় একসঙ্গে মিশিয়াছে—সে মিলন এত ঘনিষ্ঠ, এত গূঢ় যে, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব; এ প্রণালী সেক্সপীয়র যেখানে খুলিবেন, সেই-

খানে পাইবেন। "Wearing honesty" "smooth every passion" "bring 'oil to fire snow to their colder moods" "turn their halcyon beaks with every gale and vary of their masters" "Heavy headed revel" "toxed of their nations" "pith and marrow of our attribute" "fiery footed steeds" ইত্যাদি।

কদাচিৎ সেক্সপীয়র উপমান ও উপমেয়কে ঈষৎ পৃথক্ করেন। যথা—

"Such smiling rouges, as these, like rats the holy cords atwain" "come evil might thou sober suited matron, all in black" ইত্যাদি। সেক্সপীয়রের যতই হাত পাকিয়াছে, ততই তাঁহার উপমা ঘনীভূত হইয়াছে; এমন কি, একটি বাক্যে দুই বা ততোধিক উপমার চাপ দিয়াছেন, এই ধরুন যেমন—"To take arms against a sea of troubles." আপদের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের সহিত সৈন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ—এতখানি অর্থ এইটুকুর মধ্যে নিহিত আছে।

কালিদাস ও ভবভূতির ঠিক এরূপ প্রথা নহে বটে, কিন্তু ইহার কাছাকাছি। পূর্ব্ব-কথিত শ্লোকগুলি পুনরায় উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক শ্লোকগুলি ওজন করিয়া দেখিবেন। কালিদাসের "বিভ্রমলসৎপ্রোদ্ভিন্ন-কান্তিদ্রবম্" ও ভবভূতিব "অমৃত-বর্ত্তির্নয়নয়োঃ" "শৈলঘাতক্ষুভিতবড়বাবক্ত্র-হুতভূক্" এই দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক আমার বক্তব্য বুঝিবেন।

এইরূপ মিশ্র উপমা ব্যবহার করা প্রভূত ক্ষমতা ও গুণপনার পরিচায়ক। এই কবি-দিগকে উপমা আর খুঁজিয়া ভাবিয়া বাহির করিতে হয় না, উপমা আপনি আসে। উপমা তাঁহাদের ভাষার, চিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কবি যেন স্বয়ং উপমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। এরূপ উপমা প্রয়োগ মহা-কবির একটি লক্ষণ।

উপমা যতই সরল হইতে মিশ্রের দিকে যাইতেছে, উপমার ভাষাও ততই মিশ্র ও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সমাস উপমাকে গাঢ় করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

বস্তুতঃ উপমা দিবার প্রকৃষ্ট প্রথা উপমেয় ও উপমানের প্রত্যেক অঙ্গ মিলান নহে; প্রকৃষ্ট প্রথা, উপমানের ইঙ্গিত দিয়া চলিয়া যাওয়া। বাকি পাঠক কল্পনা করিয়া লউন। পাঠকের শিক্ষা ও কল্পনার উপর অনেক নির্ভর করিতে হয়। যাঁহাদের সেরূপ শিক্ষা হয় নাই বা সেরূপ কল্পনার শক্তি নাই, মহাকবির কাব্য তাঁহাদের জন্য নহে।

ছন্দোবন্ধে উভয় কবিই প্রায় সমতুল্য। সংস্কৃত নাটকে বরাবর একই ছন্দ ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন ভাবানুসারে বা কবির ইচ্ছাক্রমে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ হয়। কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই তাঁহাদের নাটকে প্রায় সমস্ত প্রচলিত ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই ছন্দগুলি প্রায়ই সর্ব্বত্র বর্ণিত বিষয়ের উপযোগী। বিষয় লঘু হইলে হরিণী, শিখরিণী ইত্যাদি ছন্দ এবং বিষয় গুরু হইলে মন্দাক্রান্তা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ইত্যাদি ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য ছন্দের মধ্যে, মনে হয় যে, কালিদাস আর্য্যা ছন্দ ও ভবভূতি অনুষ্টুপ্ ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ভবভূতি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ কালিদাস অপেক্ষা অধিক ব্যবহার করিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার উত্তররামচরিত নাটকে গুরু বিষয়ের সমধিক অবতারণা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবিধ

মহাকাব্যে অতিমানুসিক ব্যাপারের অব-তারণা বহুদিন হইতে সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। মহাকাব্যে দেবদেবীগণ নিঃসঙ্কোচে মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন, মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের মতই হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন। খুব বড় বড় দেবতারা সাধারণতঃ ভক্তের মুরব্বিয়ানা করিয়াই ক্ষান্ত। হোমারেব ইলিয়ডে বর্ণিত যুদ্ধগুলি দেবদেবীর যুদ্ধ

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাইকেল তাঁহার মেঘনাদবধে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

নাটকে গ্রীক নাটককারগণ ভৌতিক ব্যাপারের বড় বেশী আয়োজন করেন নাই। সেক্সপীয়র এরূপ ঘটনার অবতারণা কদাচিৎ করিয়াছেন। জার্ম্মান ও ফরাসী নাটককারগণ এরূপ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। ফাউষ্ট প্রকৃতপক্ষে নাটক নহে, কাব্য। তবে ইব্‌সেন এ প্রথা বর্জ্জন করিয়াছেন।

কিন্তু সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে এরূপ ব্যাপার যথেষ্ট আছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তের স্মৃতিভ্রম, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার অন্তর্দ্ধান, দুষ্মন্তের ব্যোমপথে স্বর্গারোহণ ও মর্ত্ত্যাবরোহণ ঐরূপ ব্যাপার।

উত্তররামচরিতে ভাগীরথী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সীতার ও লবকুশের উদ্ধার, ছায়ারূপিণী সীতার পঞ্চবটী-প্রবেশ, নদীদ্বয় তমসা ও মুরলার কথোপকথন, ছিন্নশির শম্বুকের দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ ইত্যাদি ঐরূপ ব্যাপার।

নাটক হিসাবে উত্তররামচরিতের নাটক সমালোচনা করিলে তাহা কোনরূপেই টিকে না—তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অতিমানুষিক ব্যাপারগুলির প্রাচুর্য্য ভাবিয়া দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকে না, যে, ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটক হিসাবে লেখেন নাই, নাটকাকারে কাব্য হিসাবে লিখিয়াছেন। যদিও তিনি উত্তররামচরিতে সাত অঙ্ক রাখিয়া ইহাকে মহানাটক আখ্যা দিতে চাহেন এবং অলঙ্কারশাস্ত্র বাঁচাইবার জন্যই তিনি অন্তিমে রাম ও সীতার মিলন সম্পাদন' করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত; তথাপি তিনি ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, যে, অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়াও ইহাকে তিনি নাটক করিয়া গড়িতে পারেন নাই। তাই তিনি এই গ্রন্থে কল্পনার 'রাশ' ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস নাটক হিসাবেই অভিজ্ঞানশকুন্তলের রচনা করিয়াছিলেন। তবে তিনি এত অধিক পরিমাণে অতিপ্রকৃত ব্যাপারের অবতারণা করিলেন কেন?—দেখা যাউক।

প্রথমত', দুর্ব্বাসার শাপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই শাপ মূল উপাখ্যানে নাই। কালিদাস দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছেন; নহিলে, দুষ্মন্ত ধর্ম্মপত্নীত্যাগী সাধারণ লম্পট হইয়া দাঁড়ান; কিন্তু কালিদাসের এই কৌশলটি আমার বিবেচনায় সুন্দর হয় নাই।

প্রথমতঃ, অভিশাপে স্মৃতিভ্রম—অঘটনীয় ব্যাপার। যাহা অস্বাভাবিক, নাটকে তাহার স্থান নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এখনকার মাপকাটী দিয়া পুরাতন সাহিত্যের পরিমাপ করা চলে না। যেমন সেক্সপীয়রের সময় ভূত ও প্রেতিনীর অস্তিত্বে জনসাধারণের আস্থা ছিল, তেমনই কালিদাসের সময়ে ঋষির অভিশাপের সফলতায় লোকের বিশ্বাস ছিল। উক্ত কবিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে বসেন নাই; কি সত্য, কি অসত্য, ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসেন নাই।

ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কেহ নাটক বা কাব্য লিখিতে বসেন না। প্রচলিত বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাহার উপর যদি স্বয়ং কবিরই সেইরূপ বিশ্বাস হয় (উচিত হউক ভ্রান্ত হউক) ত কথাই নাই। সমালোচক কবির ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতার দোষ দিতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ সেই জন্য কবির নাটকত্ব বা কবিত্বের দোষ দিতে পারেন না। সমালোচক যদি নাটকীয় চরিত্রগত অসঙ্গতি কিংবা সৌন্দর্য্যের অভাব দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতিকূল সমালোচনার মূল্য আছে, নহিলে নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া কবি প্রচলিত বিশ্বাস কিংবা নিজের বিশ্বাস লইয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। তাহার মধ্যেই যদি অসঙ্গতি থাকে ত তাহা নাটকের দোষ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হ্যামলেটের প্রথমাঙ্কে হ্যামলেট তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি দেখিতেছেন। সে মূর্ত্তি তাঁহার বন্ধু হোরেসিও এবং অন্যান্য ব্যক্তিও দেখিতে পাইতেছেন। তখন বুঝি, প্রেত নামক একটা ব্যাপার সকলেই দেখিতে পায়। তাহা শুদ্ধ দর্শকের কল্পনা নহে, তাহা একটা বাস্তব ব্যাপার। তাহার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। কিন্তু হ্যামলেট তাঁহার মাতার সম্মুখে আবার সেই মূর্ত্তি দেখি-

তেছেন, কিন্তু তাঁহার মাতা সেই প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে কি সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে? ইহার ব্যাখ্যা কি এই যে, হ্যামলেট প্রথমবার যথার্থই ভূত দেখিতেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার অত্যন্ত উত্তেজিত মস্তিষ্ক হইয়া তাহা কল্পনা করিতেছেন? এরূপ ব্যাখ্যা ওকালতী, সমালোচকের সমালোচনা নহে। বরং হ্যামলেটের মাতার আলোকিত কক্ষে হ্যামলেটের এরূপ মানসিক ভ্রান্তি অসঙ্গত, এবং অন্ধকার রাত্রিকালে নির্জ্জন প্রান্তরে হ্যামলেটের এরূপ ভ্রান্তি সঙ্গত। হ্যামলেটের মাতার সহিত হ্যামলেটের কি এরূপ কথা হইয়াছিল, যাহার অব্যবহিত পরেই হ্যামলেট তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি কল্পনা করিতে বসিলেন?

কিন্তু কালিদাসের কল্পিত এই দুর্ব্বাসার শাপ এই [illegible]তিক কৌশলের অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমতঃ, দুর্ব্বাসা আসিয়া যে শকুন্তলার আতিথ্য ভিক্ষা করিলেন, তাহার কোনও কারণই নাটকে পাওয়া যায় না। কুত্রাপি উপাখ্যানের সহিত তাহার যোগ নাই। যদি আখ্যানবস্তুর কোনও অংশের সহিত সংস্রব রাখিয়া দুর্ব্বাসার আগমন কল্পিত হইত, তাহা হইলে, নাটককারের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। দুর্ব্বাসার আগমন উপাখ্যানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার; সেই জন্য ব্যাপারটি আখ্যানবস্তুর সহিত তেমন সঙ্গত হয় নাই।

সংসারে যে এরূপ ব্যাপার ঘটে না, তাহা নহে। বাহিরের সম্পূর্ণ ঘটনা আসিয়া মানবজীবনের গতিরোধ করে কিংবা তাহার গতি অন্য দিকে ফিরায়। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হয় বলিয়াই, উচ্চ কবির পক্ষে এরূপ কল্পনা শ্লাঘার কথা নহে। গলায় মাছের কাঁটা বাধিয়াও লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের নাটকে এরূপ আকস্মিক ঘটনার স্থান নাই। নাটকীয় কোন চরিত্রের মৃত্যু-সম্পাদন করিতে হইলে, আখ্যানবস্তুর সহিত পূর্ব্ব হইতে সংস্রব রাখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঘটনার পরিণতিস্বরূপ তাহার মৃত্যু-সম্পাদন করিতে পারিলে কবির গুণপনা প্রকাশ পায়।

তাহার উপর শকুন্তলার মানসিক অবস্থা যদি দুর্ব্বাসা জানিতেন, তাহা হইলে শকুন্তলাকে অভিশাপ না দিয়া বরং আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাওয়াই দুর্ব্বাসার কর্ত্তব্য ছিল। শকুন্তলা পতিধ্যানমগ্না। পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান; পতি সর্ব্বস্ব, ইহাই কি আদর্শ সতীর লক্ষণ নয়? যাহা সতীধর্ম্ম, তাহার পালনের জন্য এই অভিশাপ! এ কথা দুর্ব্বাসা যে একেবারে জানিতেন না, তাহা নহে। তিনি অভিশাপ দিতেছেন, "যাহার চিন্তায় বিভোর হইয়া তুই আমার অবমাননা করিলি, সে তোকে ভুলিয়া যাইবে।" অতএব শকুন্তলা কোনও মানুষের ধ্যান করিতেছিলেন, ইহা দুর্ব্বাসা জানিতেন। আর সে মানুষ যে শকুন্তলার অতি প্রিয়জন, তাহাও দুর্ব্বাসা জানিতেন, নহিলে "সে তোকে ভুলিয়া যাইবে", ইহা শাস্তিস্বরূপ কথিত হইত না। তবে যুবতী যে কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে, ইহা দুর্ব্বাসা জানিতেন। তিনি যদি এতদূরই জানিলেন, তবে শুদ্ধ দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিবাহবৃত্তান্তই তিনি জানিতে পারেন নাই এরূপ সিদ্ধান্ত একটু কেমন কেমন বোধ হয়। পত্নী পতির ধ্যান করিতেছে, ইহাতে পত্নীর অপরাধ কি? এ ত উচিত কার্য্য, এ ত ধর্ম্ম ইহার পুরস্কার কি অভিশাপ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুর্ব্বাসা কিরূপে জানিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন? যুবতী তাপসীর কি আর কোনও চিন্তা নাই যাহাতে সে তন্ময়ী হইয়া যাইতে পারে? মানিয়া লইলাম, দুর্ব্বাসা তপোবলে অন্যের মনের কথা জানিতে পারেন। কিন্তু অভিশাপ দিলেন কি দোষে?

কোনও বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা একটি প্রবৃত্তির অধীন হইয়া আতিথ্যধর্ম্মে অবহেলা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃত কথা নহে। শকুন্তলা আতিথ্য-ধর্ম্মে অবহেলা করেন নাই। অবহেলা হইত বটে, যদি দুর্ব্বাসার উপস্থিতি জানিয়াও শকুন্তলা অতিথিকে ফিরাইতেন। কিন্তু শকুন্তলার তখন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়।

তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় নিদ্রিত; এক কঠোর মধুর স্বপ্নাবেশে অভিভূত। সমালোচক কি বলিতে চাহেন যে, স্বামীর প্রতি ভার্য্যার এত বেশী অনুরাগ উচিত নহে, যাহাতে সে এক দণ্ডের জন্যও তন্ময়ী হইয়া যায়? অথচ প্রয়োজন হইলে, এই সমালোচকেরাই বলিয়া থাকেন যে, 'সতীর একমাত্র ধর্ম্ম পতি।'

শকুন্তলা কিছু অষ্টপ্রহরই দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন না। তিনি খাইতেছেন, গল্প করিতেছেন, উঠিতেছেন, বসিতেছেন। হয় ত এক দিন স্তব্ধ প্রভাতে নির্জ্জনে শান্ত তপোবনে কুটীর-প্রাঙ্গণে বসিয়া শূন্য-প্রেক্ষণে দূরে চাহিয়া নবোঢ়া বিরহিণী শকুন্তলা স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষুতে জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকের যেমন জ্বরের বিকার হয়, এ সেইরূপ একটা মানসিক বিকার। নবোঢ়া প্রথম বিরহিণীর এইরূপ হইয়াই থাকে। ইহা পাপ নহে। ইহা নিদারুণ অভিশাপের যোগ্য নহে। এ সময়ে তিনি অসীম অনুকম্পার পাত্রী, ক্রোধের পাত্রী নহেন। তাহার উপর শকুন্তলাই না হয় আতিথ্য-ধর্ম্মে অনাস্থা দেখাইয়াছেন, দুষ্মন্ত দেখান নাই; কিন্তু এই অভিশাপ হেতু শকুন্তলাই কষ্ট পান নাই; দুষ্মন্তও পরিশেষে কষ্ট পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, শকুন্তলার শাপাবসানে অভিশাপ দুষ্মন্তকে আশ্রয় করিল। দুষ্মন্তের দোষ কি?

অপর এক কবি-সমালোচক এই অভিশাপের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা এই যে, এইরূপ কামজনিত গুপ্ত বিবাহকে দুর্ব্বাসা অভিশপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কবিকল্পনা। এ অভিশাপে তাহার কোন নিদর্শন নাই।

দুর্ব্বাসার অভিশাপ পড়িলে, সন্দেহ থাকে না যে, শকুন্তলা পাপ-কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তিনি অভিশাপ দেন নাই। দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতেছেন, শকুন্তলা তাঁহাকে—দুর্ব্বাসা সম মুনিকে—অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া। দুর্ব্বাসার ক্রোধ, পাপের প্রতি ক্রোধ নহে, নিজের লাঞ্ছনার জন্য ক্রোধ। ইহাই এই অভিশাপের সহজ সরল অর্থ। অন্য অর্থ কষ্টকল্পনা।

আমার বিবেচনায় কালিদাস কেবল দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি দুষ্মন্তকে কতক বাঁচাইয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বাসাকে হত্যা করিয়াছেন। দুর্ব্বাসা যতই ক্রুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি ঋষি ত বটে। অর্জ্জুনের প্রতি প্রত্যাখ্যাতা উর্ব্বশীর অভিশাপ, পতিপ্রাণা শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার এই অভিশাপের অপেক্ষা অধিক হেয় বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাস দুর্ব্বাসাকে হত্যা করুন, তাহাতে তত যায় আসে না। কিন্তু তাঁহার এই অভিশাপ-সৃষ্টি অত্যন্ত অনিপুণ হইয়াছে। যেন, এ সময়ে সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, উচিত হউক, অনুচিত হউক, একটা ঋষির শাপ চাই; এইরূপ পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হয়।

তাহার পরে শকুন্তলার সখীর অনুরোধে এই অভিশাপের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন—'অভিজ্ঞান দেখাইলে স্মৃতিভ্রম ঘুচিবে।' ইহা ছেলে মানুষীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্যই এবং অন্তিমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন ঘটাইবার জন্যই যেন ইহা কল্পিত হইয়াছে। নহিলে কোথাও কিছু নাই, অভিজ্ঞানের কথা আসে কোথা হইতে? মিলনের অন্য উপায় ছিল। যেন দুর্ব্বাসা জানিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া গিয়াছেন এবং তাহা প্রথমে শকুন্তলা দেখাইতে পারিবেন না (কারণ, দেখাইতে পারিলে ত তৎক্ষণাৎ শাপাবসান ও নাটকের শেষ হইয়া গেল); এবং পরে তাহা দেখাইবেন—নহিলে মিলন হয় না এবং মিলন না হইলে অলঙ্কারশাস্ত্র সঙ্গত নাটক হয় না। যেন দুর্ব্বাসাই নাটকখানির রচনা করিতেছেন এবং নাটকখানিকে বাঁচাইবার জন্য পথ রাখিয়া যাইতেছেন।

তাহার পরে স্নানকালে অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, তাহা রোহিত মৎস্যের উদরস্থ হওয়া এবং ঠিক সেই মৎস্য ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া—এ সমস্ত ব্যাপার তৃতীয় শ্রেণীর নাটককারের উপযুক্ত কৌশল

বলিয়া বোধ হয়। সমস্তই যেন আরব্য উপন্যাস, নাটকের মজ্জাগত অংশ নহে।

পরিশেষে, দুষ্মন্তের দৈত্য-বিনাশার্থ স্বর্গে গমন এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক সেই দৈত্যের পরাজিত না হইবার কথিত কারণও পূর্ব্ববৎ বাহিরের ব্যাপার। কোনটিই নাটকের মূল আখ্যানের অংশ নহে, বা পরিণতির ফল নহে। এরূপ কৌশল নাটককার নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আনিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

বস্তুতঃ, অভিজ্ঞানশকুন্তলার যতখানি আখ্যানবস্তু কালিদাসের কল্পিত, তাহাতে আখ্যানবস্তু-গঠনে তাঁহার অক্ষমতাই প্রকাশ পায় বলিয়াই আমার বোধ হয়। ব্যাসদেবের মূল উপাখ্যান আদ্যোপান্ত স্বাভাবিক। কুত্রাপি কষ্টকল্পনা নাই, তাহার সমস্তই একটা প্রাকৃতিক জীবন—উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিণতি। একমাত্র দৈববাণী ভিন্ন অবান্তর আখ্যানের বহির্ভূত, আকস্মিক কোনও ব্যাপারের উল্লেখ-মাত্র নাই।

ভবভূতি নাটককার নহেন। তিনি আখ্যান-বস্তু-গঠনে নৈপুণ্য দাবী করেন না। বস্তুতঃ তাঁহার উত্তররামচরিতে আখ্যান-বস্তু কিছু নাই বলিলেও চলে। তাঁহার নাটক, বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জন্য তিনি সে দিকে হাইল ছাড়িয়া দিয়া কল্পনাকে অবাধ গতি দিয়াছেন।

ঘটনা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, সম্ভব কি অসম্ভব, তাঁহার তাহাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" এই সাহিত্যিক সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি এক রকম স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে, তিনি নাটককার নহেন, তিনি শুদ্ধ কবি।

সীতা নির্ব্বাসিতা হইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। গঙ্গাদেবী সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার পবিত্র বারি দ্বারা সীতার দুঃখ ধৌত করিয়া (তাঁহার মাত্রালয়ে) রাখিয়া আসিলেন। পতি-পরিত্যক্তা নারীর স্থান মাতৃ-অঙ্কে ভিন্ন আর কোথায়? পরিত্যক্তা দময়ন্তী এইরূপে তাঁহার পিতার গৃহেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবজাত-যমজ শিশুকে গঙ্গাদেবী বিদ্যাশিক্ষার্থ বাল্মীকির করে সমর্পণ করিলেন। সেই কোমল-হৃদয় মহর্ষি ভিন্ন আর কে সেই যুগ্ম শিশুকে সমধিক যত্নে, স্নেহে লালন-পালন করিতে পারিত?

কবির এরূপ অতিমানুষিক কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ছিল, জানি না। আমার বোধ হয়, বাল্মীকি-বর্ণিত সীতা-নির্ব্বাসন সমধিক মনোহর ও প্রাণস্পর্শী। ভবভূতির সৃষ্ট সীতার এই পাতাল-প্রবেশ-কল্পনায় কিছুমাত্র কবিত্ব নাই। ইহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে জ্যোতি দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার স্বর্গে উন্নয়নের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়।

শম্বুকের ব্যাপারটির একমাত্র উদ্দেশ্য—রামকে পুনরায় জনস্থানে লইয়া আসা, যাহাতে রাম সীতার বিরহ সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় মিছামিছি বেচারীকে হত করিবার প্রয়োজন কি? রাম যেরূপে অহল্যার শাপাবসান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শূদ্রমুনি শম্বুকের শাপাবসান করিলেন। এ ব্যাপারে সহৃদয়তা আছে, কিন্তু কবিত্বের বিশেষ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়কে মানবী-মূর্ত্তি দানে কবিত্ব আছে। যে কবি, তাহার কাছে সমস্ত প্রকৃতি সজীব। গিরি, নদী, বন, প্রান্তর, সকলেই অনুভব করে, সকলেরই একটা ভাষা আছে। কবি সেই ভাষা বুঝিতে পারেন। নদীর কুলুস্বরে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে একটা ভাষা আছে, এ কথা যে অকবি, তাহারও মনে আসে, কবির ত কথাই নাই। ভবভূতি মহাকবি, তাঁহার এই মহাকাব্যে এইরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও অতি সুন্দর হইয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কল্পনা 'ছায়া-সীতা'। এরূপ মধুর রূপক কল্পনা আমি কোনও কাব্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কল্পনা করুণ, কি চিত্র! রাম পুনরায় সেই পঞ্চবটী বনে আসিয়াছেন—যেখানে তিনি প্রথম যৌবনের প্রথম প্রণয় সম্ভোগ করিয়া-ছিলেন। তিনি সেই বনপথ, সেই শিলাতল, সেই কুঞ্জবন, সেই গোদাবরী দেখিতেছেন। বনপথ হরিত তৃণাচ্ছাদিত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; শিলাতল বেতসীলতায় অর্দ্ধেক ঢাকিয়া গিয়াছে; কুঞ্জবন আরও গাঢ় হইয়াছে;

গোদাবরী সরিয়া গিয়াছে। তাঁহারই পালিত করিকরভকটি মানুষ হইয়া, সেই নির্জ্জন বনে বিচরণ করিতেছে; সেই পালিত ময়ূর-শাবকটি বড় হইয়াছে—যাহাকে সীতা নাচাইতেন। সেই সবই আছে; কেবল সীতা নাই। কিন্তু সীতার ছায়া আছে; সীতার স্মৃতি আছে;—তাঁহাকে রাম ধরিতে চাহিতেছেন, অথচ পারিতেছেন না; তৎক্ষণাৎ সে মূর্ত্তি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে: সীতার কণ্ঠস্বর, স্পর্শ অনুভব করিতে না করিতে হারাইয়া যাইতেছে। এ স্বপ্ন, এ মৃগতৃষ্ণিকা, এ অসহ্য যন্ত্রণা, এ মর্ম্মন্তুদ বিরহব্যথা জগতে আর কোনও কবি কল্পনা করিয়াছেন কি না, জানি না। নাটক হিসাবে এরূপ কল্পনার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন থাকিতে পারে। হইতে পারে, রাম যে সীতার প্রতি এখনও পূর্ব্ববৎই অনুরক্ত, তিনি যে সীতার বিরহে কাতর, এ কথা সীতাকে জানাইবার প্রয়োজন ছিল। জানিলে, সীতা সে নিদারুণ বিরহে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারেন: কিংবা শেষ অঙ্কে বিনা বিলাপে ও বিনা আপত্তিতে নীরবে মিলন সম্পাদিত হইতে পারে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, দুষ্মন্তের বিলাপও এইরূপে মিশ্রকেশীর প্রমুখাৎ শকুন্তলাকে শোনান হইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এ বিষয়ে রামই দোষী; সীতা নিরপরাধা; রাম সীতাকে কাঁদাইয়াছিলেন। এখন সীতার পালা। এখন রাম কাঁদিবেন, আর বিনিময়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিবেন, সেই জ্বালার উপর অমৃত সেচন করিবেন। রাম সীতার অনুরক্ত হইলেও, এখনও তাঁহার কাছে সীতার অপেক্ষা যশই প্রিয়।

এখনও রাম সীতাকে পাইবার উপযুক্ত হন নাই। তন্ময় হইয়া সর্ব্বস্ব তুচ্ছ করিয়া তিনি সীতাকে এখনও ভাবিতে শিখেন নাই। সেই জন্য তিনি সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু সীতা সেইরূপ রামময়জীবিতা, সেই জন্য সীতা রামকে দেখিতে পাইতেছেন।

কোনও প্রবীণ বিজ্ঞ সমালোচক এই ছায়াসীতা বিষ্কম্ভকের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সীতা সত্যই পঞ্চবটী বনে আসেন নাই। সীতার সে স্থানে উপস্থিতি রামের কল্পনামাত্র। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে।

প্রথমতঃ, মূলের সহিত এ ধারণা সংগত হয় না। সীতামূর্ত্তি রামের ভ্রান্তিমাত্র হইলে, রামের আসিবার পূর্ব্বে সীতা পঞ্চবটী বনে আসিয়া পঁহুছিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সীতা যদি রামের কল্পনামাত্র হইতেন, তাহা হইলে, সীতা বরং রামেরই নয়নগোচর হইতেন, অপরের অগোচর থাকিতেন। কিন্তু ভবভূতি কল্পনা করিয়াছেন যে, সীতাকে কেবল তমসা দেখিতে পাইতেছেন, রাম দেখিতে পাইতেছেন না। কল্পনা যাহার, সেই ত প্রত্যক্ষবৎ দেখে। আর ছায়াসীতা যে রামের কল্পনামাত্র নহে, তাহা সীতার উক্তিগুলি দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। রাম 'সহধর্ম্মিণী' লইয়া যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সীতা সোৎকম্প হইতেছেন—ইহা কি রামের কল্পনা? লবকুশ পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে সীতার আক্ষেপ ত রামের কল্পনা হইতেই পারে না। কারণ, রাম তখনও পুত্রদ্বয়ের অস্তিত্বও অবগত ছিলেন না। তাহার পরে সীতা যে ভাবে রামকে ভাল করিয়া দেখিতে চাহিতেছেন এবং পরিশেষে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তাহাও রামের কল্পনা হইতে পারে না।

ছায়াসীতা রামের কল্পনা হইলে, ঐ বিষ্কম্ভকটির অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়। সীতার উদ্বেগ, সীতার আনন্দ, সীতার বিভ্রম, সীতার পতিপ্রাণতা, সীতার আত্মবলিদান—যাহা এই বিষ্কম্ভকে আছে, তাহা শুদ্ধ রামের কল্পনা বলিলে সীতাকে দস্তুরমত হত্যা করা হয়। আমার মনে হয় যে, ভবভূতি কবিত্ব হিসাবে কাল্পনিক সীতার কল্পনা করিয়াছিলেন; পরে সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিতে গিয়া, বিষয়টি সাজাইতে গিয়া, সত্য সীতাকে সেখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। এই বাস্তব ও অবাস্তব মিলিয়া যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

কালিদাসের সময়ের আচার-ব্যবহার—ভবভূতির সময়ের আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ

দেখি। প্রথমতঃ, ভবভূতির সময়ে বর্ণভেদের কঠোরতা কমিয়া আসিয়াছিল। দুষ্মন্ত তাপস-তাপসীদিগকে যেরূপ ভয় করিতেন, তাহাতে সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব অত্যধিক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। দুষ্মন্ত স্বীকার করিতেছেন,—

"যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদাত্যারণ্যকো হি নঃ॥"

[ব্রাহ্মণেতর বর্ণসকল হইতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল, কিন্তু অরণ্যবাসী তাপসগণ যে ধন দেন, তাহা অক্ষয়।]

ঋষিকুমারদ্বয় যখন রাজাকে ঋষিদিগের অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কিমাজ্ঞাপয়ন্তি—"

শকুন্তলার প্রতি যখন দুষ্মন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন দুষ্মন্ত "তপসো বীর্য্যম্" মনে করিয়া চিন্তাকুল; রাজসভায় রাজা গোতমী ও শার্ঙ্গরবের তীব্র ভর্ৎসনা যেরূপ ঘাড় পাতিয়া লইতেছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে দস্তুরমত ভয় করেন।

উত্তরচরিতে ব্রাহ্মণ-চরিত্র নাই বলিলেই হয়। যাঁহার আছেন, (বাল্মীকি ইত্যাদি) তাঁহারা সকলেই নিরীহ। ভবভূতির রাম অষ্টাবক্র মুনির সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন—যেরূপ বন্ধু বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাকে। অষ্টাবক্র প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "স্বস্তি রাম।" রাম উত্তর দিলেন, "অভিবাদয়ে ইত আস্যতাম্।" সীতা বলিলেন—"নমস্তে অপি কুশলং মে সকলগুরুজনস্য আর্য্যায়াশ্চ শান্তায়াঃ।"—অতি সাধারণ শীলতা। অষ্টাবক্র সবিনয়ে বলিলেন,—

"দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠস্ত্বামাহ—
বিশ্বম্ভরা ভগবতী ভবতীমসূত
রাজা প্রজাপতিসমো জনকঃ পিতা তে।
তেষাং বধূস্ত্বমসি নন্দিনী পার্থিবানাং
যেষাং গৃহেষু সবিতা চ গুরুর্বয়ঞ্চ॥
তৎ কিমন্যদাশাস্মহে কেবলং বীরপ্রসবা ভূয়াঃ।"

[দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ তোমাকে বলিয়াছেন যে—ভগবতী ধরিত্রী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন, প্রজাপতিতুল্য রাজা জনক তোমার পিতা এবং যে বংশের গুরুদেব স্বয়ং সবিতৃদেব ও আমি, তুমি নন্দিনি! সেই রাজবংশের বধূ। অতএব আর অধিক কি আশীর্ব্বাদ করিব? তুমি বীর-প্রসবিনী হও।]

রাম সবিনয়ে উত্তর করিলেন—

"লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥"

[লৌকিক সাধুগণের বাক্য অর্থের অনুসারী হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থ আদি ঋষিগণের বাক্যের অনুগামী হয়।]

তাহার পরে উভয় পক্ষই অতি সাধারণভাবে বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কোনও ত্রস্তভাব নাই। কোনও "যে আজ্ঞার" ভাব নাই। একটা সৌম্য সবিনয় সসম্মান ভদ্রব্যবহার মাত্র।

ভবভূতির সময়ে, মনে হয়, নারীর সম্মান কালিদাসের সময় অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে নারী ভোগ্যা। উত্তররামচরিতের নারী পূজ্যা। নারীজাতির এই বিভিন্ন পদবী আমরা নাটকদ্বয়ে পদে পদে দেখি। কেহ বলিতে পারেন যে, আচার-ব্যবহারের বৈষম্য। যাহা উপরে কথিত হইল, তাহা সাময়িক আচারের পার্থক্য না হইয়া, কবিদ্বয়ের রুচির পরিচায়ক হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, কবি যত বড়ই হউন, তিনি সময়ের বহু ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন না। কবির রচনায় সাময়িক আচার-ব্যবহারের কিছু না কিছু নিদর্শন থাকিবেই এবং এই দুই নাটকে তাহা প্রচুর-পরিমাণে আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটকের তুলনার সমালোচনা করিয়াছি। আমার শিক্ষা,

বুদ্ধি ও ধারণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষ-গুণ বিচার করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই। আধ্যাত্মিক অর্থ, যে কোনও গ্রন্থ হইতে কোনও না কোনরূপে বাহির করা যায়ই। এই নাটক-দ্বয়েরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি। কেহ বা বলিয়াছেন, এ নাটকে দেখান হইয়াছে, প্রেম কাম মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, তপস্যা তাহা সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুইখানি নাটকের শতপৃষ্ঠাব্যাপিনী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন। কিসের কি ব্যাখ্যা না হইতে পারে? যখন রামায়ণকে কোনও বিদেশী বৈজ্ঞানিক সমালোচক সূর্য্যের গতির বর্ণনামাত্র বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এরূপ কষ্ট-কল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি, এবং আংশিক সাদৃশ্যকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও ব্যাখ্যাই বিবেচনা করি না।

আমি উভয় নাটকের দোষের কথার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা পাঠকশ্রেণীবিশেষের প্রীতি-প্রদ হইবে না। হইতে পারে, যেখানে দোষের উল্লেখ করিয়াছি, সেই স্থানে আমি সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যদি আমার উক্তি অমূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমার ভ্রম, ধৃষ্টতা নহে।

আমার ধারণা এই যে, যে সমালোচনা বিষয়কে ভয় করিয়া অগ্রসর হয়, নামে মোহিত হইয়া মনস্থ করিয়া বসে যে, শুদ্ধ প্রশংসাবাদ করিব এবং যেখানে রচনা অর্থ-শূন্য মনে হয়, সেখানে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে বসিব, তাহা সমালোচনা নহে, তাহা স্তুতিবাদ। মহাকবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন অবশ্য ধৃষ্টতা। কিন্তু নিজের যুক্তিকে ও বিবেচনাশক্তিকে সমা-লোচ্য গ্রন্থের দাস্যে নিয়োগ বিবেকের ব্যভিচার।

এই উভয় নাটকে দোষ আছে বলিয়া, তাহাদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেক্সপীয়রের একখানিও নির্দ্দোষ নাটক নাই। মানুষের রচনা দোষ-বিবর্জ্জিত হইবার কথা নহে। কিন্তু যে কাব্যে বা নাটকে গুণের ভাগ অধিক, দুই একটি দোষ থাকিলেও তাহার উৎকর্ষের হানি হয় না।

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

কালিদাসের বিশ্বজনীন প্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, যে নাটক তিনি দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, তাহা পুরাতন ও নূতন অলঙ্কারশাস্ত্রকে বাঁচাইয়া, আচার, নীতি ও ধারণার পরিবর্ত্তন তুচ্ছ করিয়া, সর্ব্ব সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে, পর্ব্বতের মত অটলভাবে, এই দীর্ঘকাল 'মাথা উঁচু' করিয়া গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া আছে। এ রচনা ঊষার উদয়ের মত তখনও যেমন সুন্দর, এখনও তেমনিই সুন্দর। ভবভূতির এই মহারচনার মাহাত্ম্যও কালের অগ্রগতির সহিত বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বোধ হয় প্রতীত হইবে যে, এই দুই নাটকের তুলনা ঠিক সম্ভবে না। কারণ, একখানি নাটক; আর একখানি কাব্য। নাটক হিসাবে উত্তররামচরিত সম্ভবতঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের পদরেণুর সমতুল্য নহে। তবে কাব্য হিসাবে উত্তররামচরিতের আসন অভিজ্ঞান-শকুন্তলের বহু ঊর্দ্ধে। ধারণার মহিমায়, প্রেমের পবিত্রতায়, ভাবের তরঙ্গ-ক্রীড়ায়, ভাষার গাম্ভীর্য্যে, হৃদয়ের মাহাত্ম্যে উত্তররাম-চরিত শ্রেষ্ঠ। আবার ঘটনার বৈচিত্র্যে, কল্পনার কোমলত্বে, মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, ভাষার সারল্যে ও লালিত্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই নাটক প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তাহারা পরস্পরের সঙ্গী। অভিজ্ঞানশকুন্তল শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্না। উত্তররামচরিত নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। একটি উদ্যানের গোলাপ, আর একটি বনমালতী। একটি ব্যঞ্জন, অপরটি হবিষ্যান্ন। একটি বসন্ত, অপরটি বর্ষা। একটি নৃত্য, অপরটি অশ্রু। একটি উপভোগ, অপরটি পূজা।

মালতীমাধবের ভূমিকায় মহাকবি ভবভূতি যে গর্ব্ব করিয়াছিলেন, উত্তররামচরিতে তাহা সার্থক হইয়াছে—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

[যে কেহ আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে; তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়। আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন, অথবা কোথাও বিদ্যমান আছেন; কারণ, কালের অবধি নাই এবং পৃথিবী বহুবিস্তীর্ণা।]

অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়া মহাকবি গেটে যে উল্লাসোক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক।

"Wouldst thou see spring's blossoms and the fruits of its decline
Wouldst thou see by what the souls enraptured feasted fed
Wouldst thou have this earth and heaven in one sole name combine
I name thee Oh Sakuntala! and all at once is said."

আমাদের জন্ম সার্থক যে, যে দেশে কালিদাস ও ভবভূতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশে আমাদের জন্ম। যে ভাষায় এই দুই মহারচনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভাষা। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কবিদ্বয় যে নারীচরিত্রের বর্ণনা বা কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলা, সেই সীতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়া, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া, আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। আমরা বুঝি, আমরা জানি, আমরা অনুভব করি, এ চরিত্রদ্বয় জগতে শুদ্ধ আমাদেরই সম্পত্তি, আর কাহারও নয়। একসঙ্গে এত ব্রীড়ানম্রা, এত সুন্দরী, এত পবিত্রা, এত মুগ্ধা, এত কোমলহৃদয়া, এত অভিমানিনী, এত নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা, এত সহিষ্ণু—এ রমণীদ্বয় আমাদেরই, আর কাহারও নয়। ধন্য কালিদাস! ধন্য ভবভূতি!

সমাপ্ত

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী

বাগ্মী ও সংবাদপত্র*

মহাশয়, এখন একদল লোক হইয়াছেন, যাঁহারা দেশীয় বক্তা ও লেখকদিগের প্রতি গালিবর্ষণ ব্যবসা করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের এ প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে দমনীয়। আমাদের আধুনিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" এ প্রকৃতির পরিপোষক। কিছুদিন গত হইল বঙ্গবাসীতে "কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। আরও কয়েকবার ঐরূপ অর্থশূন্য প্রবন্ধ বঙ্গবাসীকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। ইঁহাদের মতে সুরেন্দ্র ও কেশব, "আর্য্যগাথা" ও "ভারত সঙ্গীত" ভারতের ভাবী মঙ্গলের বাধা। যেন বর্ক ও ডিমস্থিনিস্ মহাপাতকী; মুর ও ভল্টেয়ার নরকেরও অযোগ্য পাপী। এই সকল কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ যদি বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বলি যে, এরূপ শিক্ষা বঙ্গ হইতে শতযোজন দূরে পলায়ন করুক, অজ্ঞানের গাঢ়তম অন্ধকারকে সাদরে আলিঙ্গন করুক।

দেশে কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা স্বদেশের কোন প্রকার হিতকর কার্য্য করিতেছেন। এই অপরাধে বঙ্গবাসী ও তাঁহার সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি তাঁহাদিগের বিরোধী। এই অপরাধে তিনি তাঁহাদিগের উপর, বোধ হয়, উচ্চ নিঃস্বার্থ ক্রোধে বা গরীয়সী দেশহিতৈষিতায় চালিত হইয়া, জ্বলিত হৃদয়ে তীব্র গালিবর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী বাঙ্গালীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, এই সম্প্রদায়ের লোক অতি ভয়ানক, দেশের কণ্টক, শান্তির হন্তারক। তিনি আজ নূতন শিক্ষা দিতেছেন যে, শুদ্ধ বক্তৃতায় কার্য্য হইবে না, বাক্যে কার্য্য হইবে না। তবে বোধ হয়, সংবাদপত্রে অর্থশূন্য কুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলে হইবে। কারণ ইহা ব্যতীত আমরা বঙ্গবাসীর অন্য কোন স্বদেশহিতৈষিতার নিদর্শন পাই নাই।

বঙ্গবাসীর সম্প্রদায়ের লোকেরা বক্তৃতার উপর বড় বিতৃষ্ণ। যেন বক্তৃতা শুদ্ধ অনাবশ্যক নহে, নিতান্ত অনর্থকারক; কেবল অনুর্ব্বরা ভূমি নহে, উহা কণ্টকময় অরণ্য। ইঁহারা কি জ্ঞাত নহেন যে বক্তৃতায় জগতে কত মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছে? বক্তৃতায় ও লেখায় ইটালী জাগিয়াছিল; বক্তৃতায় উইলবার্ফোর্স্ (Wilberforce) দাসজাতির উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন; বক্তৃতায় মিরাবো (Mirabeau) উন্মত্ত ফ্রান্সকে দমিয়া রাখিয়াছিলেন ও বাঁচিলে হয়ত ফ্রান্সের সে প্রজ্বলিত সকল দাবানলস্বরূপ ললাটলিপি খণ্ডন করিতে পারিতেন; বক্তৃতায় ঈশা ঈশ্বরের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, বক্তৃতা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলদায়ী। যথার্থই দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত একটী জীবন শত বক্তৃতা অপেক্ষা ফলপ্রদ। অবশ্য, নিজে উপদেশ দিয়া নিজে পালন না করিলে উপদেশ অধিক ফলদায়ী হয় না। অবশ্য, শুদ্ধ বক্তৃতায় সন্তুষ্ট নহি, কার্য্য চাই। কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে অগ্রে বাক্য, পরে কার্য্য হইয়া আসিয়াছে। আরবীয় মহম্মদ একবারেই জগতের বিরুদ্ধে, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে একা তরবারি ধরেন নাই। ফ্রান্স বিনা বক্তৃতায় ও লেখায় জাগে নাই। অগ্রে হৃদয়োন্মাদী বাক্য, পরে জীবন্ত বিশ্বাস, পরে জ্বলন্ত অনুরাগ, পরিশেষে বিশ্ববিপ্লবী কার্য্য; ইহাই জগতের চিরন্তন নিয়ম, ইহাই মনুষ্য-জীবনের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল। কার্য্যের সময় আসিয়াছে কি না ঘটনা বিচার করিবে। ভারতে কি বক্তৃতার আবশ্যকতা নাই? যে সকল উন্নত ভাবে পূর্ণ হইয়া ইউরোপ এত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, আমাদের দেশে কি সে সকল মহৎ ভাব জনসাধারণ বুঝিয়াছে? বোধ হয় কিছুই বুঝে নাই। যে সকল অনুষ্ঠানে সমগ্র জাতির চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক, সে সকল অনুষ্ঠান একাকী হইতে পারে না বলিয়া, তাহা অবলম্বিত হইতেছে না। দেখুন না কেন আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" বিষয়ক সদনুষ্ঠান

---

* আমরা এই পত্রখানির উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু লেখকের মতামত ও লেষোক্তির জন্য আমরা দায়ী নহি।

সঃ ["আর্য্যদর্শন"]

কেন বিফল হইল? সমাজ-সংস্কার কি স্বদেশের অপরাপর হিতানুষ্ঠানে জাতীয় অনুরাগ উদ্দীপিত হইবার পূর্ব্বে জাতীয় সংস্কার ও বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়োজন। মন ফিরিলে হৃদয় ফিরিবে, হৃদয় ফিরিলে হস্ত কার্য্য করিতে উদ্যত হইবে। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের জাতি সাধারণের কি মন ফিরিয়াছে? জিজ্ঞাসা করি, এই জাতি সাধারণের মন ফিরাইবার জন্যে কি অগ্রে বক্তৃতা,- শিক্ষা এবং উপদেশের প্রয়োজন নাই? অনেক বাক্যব্যয় না করিলে কি সহজে শিক্ষা লাভ হয়!

যাহা হউক কার্য্য না পাইলেও যাহারা শুদ্ধ বক্তৃতা করে, দেশকে শিক্ষা দেয়, তাহাদিগের গ্লানি গাইব; স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া তাহাদিগকে গালি দিব, ঈশ্বর তাহা হইতে আমাদিগকে শত হস্ত দূরে রাখুন।

বাগ্মী বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা করেন বলিয়া স্পষ্টতঃ বঙ্গবাসীর লেখকদের দারুণ আক্রোশ। অবশ্য সাধারণের শিক্ষা আবশ্যক, দেশীয় ভাষায় বক্তৃতাও প্রয়োজনীয়। আমরা ভরসা করি যে দেশীয় ভাষার বক্তাও আছেন, যাঁহারা সাধারণকে শিক্ষা দেন। কিন্তু ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা তিন কারণে আবশ্যকীয়। প্রথমতঃ নিশ্চয়ই বঙ্গের ভাবী আশা অনেক পরিমাণে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ তাহারাই অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ক্রমে শিক্ষিত করিবে। প্রথমে তাঁহাদিগের শিক্ষা বস্তুতঃ সাধারণের শিক্ষা। তাঁহারা ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতায় অধিক আকৃষ্ট হন। বৃটেনের পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠ করিলে এ বিজেতৃ-ভাষা-প্রিয়তা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজি ব্যতীত কোন ভাষা সমগ্র ভারতে প্রচলিত নহে। সমগ্র ভারতকে কোন কথা বুঝাইবার একমাত্র সহজ উপায় ইংরাজি ভাষা। তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক বক্তৃতা ইংরাজের বিশেষ পাঠ্য। কারণ তাহাদিগের হইতে অনেক উপকারের প্রত্যাশা। আজ বাঙ্গালী বা ভারতবাসী যে বলপূর্ব্বক স্বত্ব ইংরাজদিগের হস্ত হইতে লইবে, সে দিন আসে নাই। সে দিন আসে নাই যে, ভারতবাসী আইরিশদিগের ন্যায় সদর্পে বলিবে "ইংরাজগণ! তোমরা জেতা, আমরা বিজিত সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া স্বত্বচ্যুত করিও না; আমাদের স্বত্ব আছে, তোমাদের বাধ্যতা আছে। অন্যায় করিলে ফলভোগ করিবে।" বাঙ্গালী যাহা চায়, ইংরাজদিগের হৃদয়নিহিত মহৎ প্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত করিয়া লইতে হইবে। তাহার জন্যই ইংরাজী বক্তৃতার আবশ্যকতা। লেখক যখন লিখিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় দেশহিতৈষিতা-প্রবর্ত্তনায় এত উষ্ণ হইয়াছিলেন, ভাষার স্রোত এতই লেখনী হইতে বহিয়াছিল যে, এ সকল ভাবিবার সময় পান নাই। অথবা ভাবিয়াছিলেন ভাষার অপূর্ব্ব ছটায় ভাবের বিচিত্র মধুরিমার নূতন প্রবর্ত্তিত নীতির নবীনতায় ও উজ্জ্বলতায় পাঠক এ সকল ভুলিয়া যাইবে।

লেখক বলিতে চান যে, বাগ্মীদিগের স্বার্থত্যাগ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি, লেখকের নিজের কোন স্বার্থত্যাগ আছে কিনা? ভাই, আগে আপনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তৎপরে অপরের আলস্য জন্য গালি দিতে অধিকারী হইতে পারিবে। বামকর-ন্যস্ত মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লেখনী চালান ব্যতীত তিনি নিজে কোন ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি? দুগ্ধফেনধবল নবনীতকোমল শয্যায় শুইয়া চিন্তা ভিন্ন নিজে স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিনা?

"Let us be serious should
such trials come,
Are they themselves
prepared for martyrdom."

বাগ্মীর নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দেশের শিক্ষার নিমিত্ত স্থান হইতে স্থানান্তর গমনে শীতরাত্রের হিমভোগে ও জাগরণে ও অনাহারে, গ্রীষ্মের তাপে ও ধূলায় ভ্রমণে কি তিনি কিছুই প্রশংসনীয় দেখিতে পান না? অবশ্য, ম্যাট্সিনির স্বার্থত্যাগের সহিত তুলনায় ইহা বলিবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু ভারত কি ইটালী? মনুষ্য সময়ের অধীন,—বাহ্য ঘটনাবলীর অধীন। ম্যাটসিনির সময়ে ইটালীর ও আধুনিক ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি সমান? বিনা মহৎ উদ্দেশ্যে অনাহারে ও শীত-জর্জ্জরিত দেহে মরিলেই কি স্বার্থত্যাগী হওয়া যায়? আর জগতে কয় জন ম্যাট্সিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

উঁহারা মানব জীবনের আদর্শ—দূরোচ্চ-স্থাপিত বাত্যা-অক্ষুব্ধ স্থির দীপালোক—যে যতদূর নিকটে যাইতে পারে সেই ততদূর মহৎ—ততদূর উদ্দেশ্য পূর্ণমনোরথ। ঠিক ম্যাট্‌সিনির ন্যায় অত দূর স্বার্থত্যাগ নাই বলিয়া লোকে নিন্দা, হেয়, গালিবর্ষণের যোগ্য পাত্র? সময় আসিলে ভারতেও আবার ম্যাটসিনি জন্মিবে। সময় আসিলে অতুলনীয় স্বার্থত্যাগী এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিবে। আজ একজন বক্তা ভ্রমে পতিত হইয়াও দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য—মান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কারাগারকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছেন। কাল এক জন আবার দেশের জন্য, জাতির জন্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। বঙ্গবাসী! ক্ষুব্ধ হইও না, নিন্দা করিও না, সে দিন আসিবে, আসিবে। তুমি নিশ্চল থাক। প্রকৃতি—জাতীয় জীবন—নিশ্চল থাকিবে না, উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

লেখক বলিতে পারেন যে বাগ্মী হইতে দেশের কি কার্য্য সাধিত হইতেছে? কিন্তু দেশ পরাজিত, কালচক্রে ঘূর্ণ্যমান ভারতের দগ্ধ ভাগ্য আজ পরের হস্তে। ইহাতে কি অধিক আশা করা যাইতে পারে? সেই বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ, যে কেবল কি বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে না, কিন্তু কি আশনীয়, তাহাও দেখে।* বিদেশীয়গণ রাজ্য শাসনে পিতৃতুল্য হইলেও, তাঁহারা বিজাতীয়। এ রাজ্য রামরাজ্য হইলেও ইহা পরের হস্তে। যেখানে তাহাদের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের সংঘাত হইবে, সেখানে কি আমাদের স্বার্থ বিচূর্ণ হইবার কথা নহে? তথাপি বক্তৃতায় অনেক কার্য্য হয়। নূতন অত্যাচারী বিধি বিলুপ্ত না হউক, কতক পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবার আশা আছে। বর্ক (Burke) অতি অল্প সময় উদ্দেশ্যে পূর্ণ মনোরথ হইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার বক্তৃতায় কিছু ফল দর্শে নাই? যখন বসওয়েল্ল (Boswell) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় নিষ্ফল হইবে জানিয়াও তিনি বক্তৃতায় এত পরিশ্রম স্বীকার করেন যে, ইহা লোকে আশ্চর্য্য বিবেচনা করে। তিনি উত্তর করিলেন যে, "যদি কোন পাণ্ডুলিপি বাধা সত্ত্বেও বিধিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাধানিবন্ধন বিধি কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমরা জয়লাভ না করি, তর্কে পরাস্ত করিব।" বর্ক হেষ্টিংসের বিচারে আপাততঃ অপূর্ণমনোরথ হইলেও তাহার ফল কি পরে দৃষ্ট হয় নাই?* তাই বলি বক্তৃতায় আপাততঃ ফল না দেখিতে পাইলেও, ফল পরে লক্ষিত হইবে। সত্য, আশা বিফল হইলে ক্ষোভ হয়; তাহার জন্য দোষী কি বক্তাগণ? হতভাগ্য আসামীর, বিচারে হারিলে, উকীলকে গালি দেওয়া যেরূপ অসঙ্গত, বক্তাগণকে গালি দেওয়া কি তদ্রূপ নহে? বঙ্গবাসী! দোষী বক্তাগণ নহে, দোষী আমাদিগের অভিশপ্ত দগ্ধ ললাটলিপি।

লেখক বলিবেন, বাগ্মীরা অনেক সময় অপব্যয় করেন। কিন্তু যাঁহারা সুখে আহার করিয়া নিদ্রা যান, আপন গৌরবে নিজগৃহে বসিয়া নিজগৌরব ধ্যান করেন, যাঁহারা মদ্য-পানে ও পাপাচারে জীবনের অধিক সময় যাপন করেন, যাঁহারা নিজ আবাসস্থল অশ্লীল আলাপনে ও কুৎসাচর্চ্চায় বারবিলাসিনীগৃহবৎ ঘৃণিত করিয়া তুলেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বাগ্মিগণ সময় অধিক অপব্যয় করেন; যাঁহারা অর্থের লোভে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে অর্থহীন, গ্লানিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বক্তাদিগের উদ্দেশ্য মহৎ নহে? আর যাঁহারা বিবাহরহস্য, গহনারহস্য ও মেমসাহেব লিখিয়া, সংবাদপত্রকে কলঙ্কিত করেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বক্তাগণ প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত নহেন? লোকরঞ্জন মহাব্রত, এই রঘুকুলগুরু-প্রদিষ্ট মহাবাক্য বুঝি আজ সার্থক হইল। রাম লোকরঞ্জনার্থে নিজের প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে যখন বনবাস দিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী যদি সেই লোকরঞ্জনার্থ সত্য, ন্যায় ও ভদ্রতাকে বিসর্জ্জন করিতে না পারিলেন তাহা হইলে আর মহত্ত্ব কি?

ইঁহারা বলেন যে বক্তাগণ সাধারণের অর্থ লইয়া অপব্যয় করেন, ইহা অসহনীয়। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র মহোদয়েরা

See Burke on American taxation.

* Life of Burke by Morley

বেশ্যানৃত্যগানে ও অন্যান্য সহস্র নীচামোদে যে ব্যয় করেন, তাহা অপেক্ষা কি এই ব্যয় দূষণীয়? বিড়াল কুক্কুরের বিবাহার্থ অকাতরে রাশীকৃত অর্থব্যয় অপেক্ষাও কি ইহা অপব্যয়? চাঁদা আদায় করিয়া লোকে যে বারয়ারিতে যাত্রা অভিনয় প্রদর্শন করে, তাহা হইতেও কি ইহা নিন্দনীয়? আর বক্তাদিগের কর্ত্তৃক ব্যয় এত অসহনীয়? হা ঈশ্বর! সেই উদ্দেশ্যে যে এত অল্প মুদ্রা সংগৃহীত হয়, ইহা কি অল্প ক্ষোভের বিষয়।

ইঁহারা বলেন যে যশোলিপ্সায় বক্তাগণ এই আন্দোলন করেন। আচ্ছা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যশোলালসা কি এতই হেয়—অর্থলোভ হইতেও ঘৃণ্য? অবশ্য, যাঁহারা যশের নিমিত্ত উৎসুক নহেন, দেশের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া যাইব, ইহাই যাঁহাদিগের বাসনা, তাঁহারা মহৎ, প্রকৃত দেশানুরাগী; তাঁহারা দেবোপম। অন্তরে তাঁহাদিগকে পূজা করি। কিন্তু যাঁহারা যশোলালসাতেও দেশকে উন্নত করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিদ্রিত, নিজ্জীব, জড়পদার্থ দেশবাসী হইতে সমধিক প্রশংসনীয়। যশ প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কয়জন সে যশোলাভে যত্নবান্ বা সমর্থ; যশ সুলভ নহে; প্রতি পণ্যবীথিকায়ই ইহা প্রাপ্য নহে।

যশোলালসা এক মহতী বিশ্বব্যাপিনী শক্তি। ইহা যেখানেই যায়, সেই স্থানেই অনিষ্ট উৎপাদন করে না। ইহা মনুষ্যকে যেমন নিকৃষ্টতম পশু করে, তেমনি ইহা মনুষ্যকে পূজ্য দেবতা করে; যেমন মনুষ্যকে দেশের অনিষ্ট প্রয়াসী দুর্ম্মদ কুচক্রী করে; সেইরূপ ইহা মনুষ্যকে দেশের নিমিত্ত প্রাণোৎসর্গী হিতৈষী করে।* ইহা দেশকে কণ্টকময় অরণ্য করে বটে, কখন আবার দেশকে সুবাসস্ফুটিত কুসুমালঙ্কৃত সুন্দর উদ্যানে পরিণত করে। তবে উন্মত্ত মানব যশোমাত্রকেই নিন্দা করিও না "Chatter not, sublime reader, common places of scoundrel moralists against ambition. In some cases ambition is a hopeful virtue; in others ambition was the virtue by which any others could flourish"† যখন দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, নিদ্রা ও অলসতা বিশ্বব্যাপী ধূমে সমাচ্ছন্ন, তখন কখন কখন যশোলিপ্সাই দেশহিতৈষী নাবিকের অটল, স্থির ধ্রুব-নক্ষত্র; ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নাবিক তরণী চালাইয়া যায়। তবে যশোলিপ্সা মাত্রই দূষণীয় নহে। যে যশোলিপ্সায় স্বদেশকে জগতের অলঙ্কার করিতে প্রয়াসী হয়, প্রতি সহৃদয় দেশবাসীই তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, সন্দেহ নাই।

মহাশয়! এই কুৎসা-প্রিয় লোকদিগের এরূপ আচরণের কারণ কি এই নহে যে, তাহারা নিজে অকর্ম্মণ্য, নিজ্জীব ও যশোলাভে অসমর্থ? কিন্তু পরে পরিশ্রম করিয়া যশোলাভ করিবে, ইহাও তাহাদিগের অসহনীয়। এই পরশ্রীকাতরতাই তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য পরের অবনয়ন। ঘৃণিত কীটসমূহ যেমন গলিত শব আহার করিয়া জীবনধারণ করে, এই সমস্ত লোক পরনিন্দা আহার করিয়া পরিপুষ্ট হয়।

বাগ্মীর বহিশ্চরিত্রে দোষারোপ করিয়া ইহারা ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া অন্তর্ব্বাটীর পবিত্র যবনিকা উদ্ঘাটন করিতে লজ্জা বোধ করে না। জুনিয়সের ঈর্ষ্যাহলাহল আছে, সামর্থ্য নাই; উইলকক্সের কুপ্রবৃত্তি আছে, তাহার প্রকাশ-ক্ষমতা নাই। শেলষে সত্যের আভাসও চাই। ইহাদিগের ক্ষিপ্ত কল্পনা অস্বাভাবিক বিষয় চিত্রিত করিতে অভিলাষী। ইহাদিগের ব্যাধিজর্জরিত মস্তিষ্কোদ্ভূত সৃষ্টি যথার্থ জীবনের সহিত মিলে কিনা চিন্তা করে না। পরিবারের অভ্যন্তরে বাগ্মী বিধবা মাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন, শয়ন-মন্দিরে পত্নীর সহিত কিরূপ আলাপ করিলেন ইহাই

* The same ambition can destroy or save
It makes a martyr as it makes a knave.
—Pope, Essay on Man.

† The Caesard by De Quincey.

ইহারা কলুষিত কল্পনায় রচনা করিবে ও লজ্জাহীন লেখনীতে প্রকাশ করিবে। এ দৃশ্য সত্য হইলেও অন্তর্ব্বাটীতে আমার আচরণ সাধারণের বিবেচ্য ও আলোচ্য নহে।

মহাশয়! এ প্রকার লোকের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। যাহারা অন্তর্ব্বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সাহসী ও তাহা অপরাঞ্জিত করিতে কাতর নহে; যাহারা নিজের স্বার্থের নিমিত্ত পরের প্রিয়তম স্বার্থ বিনাশ করিতে, শুভ্র যশ কলঙ্কিত করিতে উদ্যত, তাহাদিগকে অন্য সকলেই অতি হেয় ও ঘৃণ্য মনে করেন।

মহাশয় ভাবি নাই, কোন বঙ্গীয় লেখক অন্তঃপুরের পবিত্র আবরণ উন্মোচনে সাহসী হইবে। ভাবি নাই, যখন বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইয়াছিল, এ প্রকার কুরুচি প্রবন্ধসকল বঙ্গবাসীতে স্থান পাইবে। ভাবি নাই চৌর্য্যভাবে অন্তঃপুরপ্রবেশ ও এই পরশ্রীকাতর মস্তিষ্কজাত কাল্পনিক দৃশ্য। বঙ্গবাসীর স্তম্ভকে কলঙ্কিত করিবে। কিন্তু দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

বঙ্গবাসীর অবতার আজ নূতন ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছেন; যে "দেশ-হিতৈষিতায় স্বার্থত্যাগ চাই, হৃদয়ের শোণিত চাই; দেশ-হিতৈষিতা বড় শক্ত কথা।" বোধ হয় তিনি একথা না বলিলে আমাদের উপায় ছিল না। হা সুরেন্দ্র! মিছাই তুমি ম্যাট্‌সিনির স্বার্থত্যাগের বিষয় বক্তৃতা করিয়া মরিয়াছ। দেশ হিতৈষিতায় স্বার্থত্যাগ চাই; একথাও শিখাইতে পার নাই? নূতন অবতার আসিয়া সে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। মিছাই তুমি পরিশ্রম করিলে। ভাবিয়াছিলে যে, তোমার নাম স্মরণীয় হইবে। কিন্তু এবার বুঝি তোমার নাম লোপ হয়। আর তুমি বক্তৃতা করিলেও ত হৃদয়ের শোণিত দিতে পার নাই। বঙ্গবাসীর অবতার আজ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়ের শোণিত দিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গবাসী! যখন লিখিয়াছিলে, তখন "আমি নিজে কি" ইহা ভাবিতে কি বদন আরক্ত হয় নাই? মস্তক অবনত হয় নাই? অহো বিড়ম্বনা!

ইহা নিতান্তই সত্য যে, প্রকৃত দেশানুরাগ জগতে অতি বিরল। ইহা নিতান্ত সত্য যে, জগতে অধিক লোক স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন। ইহা নিতান্ত সত্য যে, জগতে ম্যাট্‌সিনি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জানি, প্রকৃত দেশানুরাগে নিজের প্রিয় পরিবারের সুখ বিসর্জ্জন চাই। জানি, প্রকৃত দেশানুরাগে স্বার্থত্যাগ চাই, প্রাণোৎসর্গ চাই। কিন্তু হা জগৎ! তোমাতে ইহা বিরল না হইলে, কি তুমি স্বর্গ হইতে না?

প্লেটো তাঁহার কল্পিত সাধারণতন্ত্র হইতে কবিগণকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। আজ নূতন প্লেটো কল্পিত রাজ্য হইতে বক্তাগণকে দূর করিতে চান। হা কেশব! হে সুরেন্দ্র! হা কালীচরণ! তোমাদের দশা কি হইবে? আজ বঙ্গবাসী পোপের ক্ষমতা হস্তে লইয়া তোমাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিতে চান। তোমরা নীরবে রোদন কর।

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর একতা কখন হইল না। আমরা একা বঙ্গবাসীর বিরোধী নহি। শুদ্ধ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইল না। এই সম্প্রদায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। কেহ কার্য্য করিলে অন্যে কেন সহিতে অক্ষম? গৃহবিচ্ছেদে ভারতের পরাধীনতা ঘটাইয়াছে। গৃহবিচ্ছেদে ভারত পরাধীন আছে ও থাকিবে। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদে কেন উন্নতির পথ রোধ করি?

সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ও লেখকগণ! তোমাদিগের ত বক্তাগণ নিন্দাবাদ করেন না। তোমরা বক্তাদিগের সহকারী, তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, উৎসাহ দিবে না—না, তাহাদিগের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা নিক্ষেপ করিতেছে!! সম্পাদকগণ! তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ; তোমরা দেশের পরিচালক, কেন না, সংবাদপত্র দেশের জীবন্ত ক্ষমতা। নেপোলিয়ন তিনখানি সংবাদপত্রকে যত ভয় করিতেন, সমস্ত শত্রুকে তত ভয় করিতেন না। আমরা দীনহীন মূর্খ পরাধীন বাঙ্গালী। কত দিন গৃহবিবাদে এ দূরবস্থায় রহিয়াছি, আর কত দিন থাকিব?

[“আর্য্যদর্শন”, চৈত্র ১২৮৯]

স্বরচিত জীবনী

ইংরেজি ১৮৬৩ সালে জুলাই মাসে আমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করি। নবম বর্ষ বয়সে যকৃৎ প্লীহাদি বহুব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্থান পরিবর্ত্তনার্থে আমি শান্তিপুরে প্রেরিত হই। সঙ্গে সমব্যাধিগ্রস্তা আমার স্বর্গীয়া কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। শান্তিপুরের ডাক্তারেরা আমাদের উপর বহুবিধ ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে আমাদের জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিলেন, এবং আমার স্বজনদিগকে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে অনুমতি করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার অবসর গ্রহণ করিলেন। আমার স্বজনেরা অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া আমাদিগকে মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বেচ্ছামত খাদ্য খাইতে দিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবস্থায় আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ক্ষীর দধি ও আমি ক্ষীর দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাই। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে আমরা উভয়ে আশ্চর্য্যরূপে দ্রুত আরোগ্য লাভ করিলাম ও উক্ত ডাক্তারদিগের প্রভূত বিস্ময়ের কারণ হইয়া রহিলাম।

এই সময়ে (বোধ হয় ১৮৭৩ সালে) একটি প্রবল বৃষ্টি হয়। তাহাতে শান্তিপুরে যে বাড়িতে ছিলাম, সে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়। আমরা সেই অর্দ্ধনিশীথে গৃহ ভূমিসাৎ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, সন্নিকটস্থ একটি ডাকঘরে আশ্রয় লই। আমি এক ভৃত্যের ক্রোড়ে বসিয়া একটি গোক্ষুরা সর্পের প্রতিবাসিস্বরূপ হইয়া বারান্দায় রক্ষিত একটি পাল্কীতে বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাই। এক রাত্রির মধ্যে দুই সঙ্কট। যাহা হউক, এই উভয় সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইয়া পরদিন প্রভাতে হর্ম্ম্যান্তরে যাই ও তাহার পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্তন করি।

আমার বিদ্যাভ্যাসের বৃত্তান্ত এইরূপ :

ইং ১৮৭৮ সালে আমি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় ও ১৮৮০ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ১৮৮২ সালে হুগলী কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় ও ১৮৮৪ সালের আরম্ভে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তাহার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ঐ বৎসরে এপ্রেল মাসে আমি কৃষিশিক্ষার্থে স্টেট স্কলারশিপ পাইয়া ইংলণ্ডে যাই এবং সেখানে এম. আর. এ. এম. ই. এবং এম. আর এ. সি. এই দুইটী ডিপ্লোমা পাইয়া ১৮৮৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দেশে প্রত্যাগমন করি।

বিলাত হইতে ফিরিয়াই সেটেল্‌মেন্ট কার্য্য শিখিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট আমাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (Central Provinces) পাঠান। সেখান হইতে ফিরিয়া আমি উক্ত কাজ শিখিতে আবার মোজাফরপুরে প্রেরিত হই। এই দুই কার্য্য ১৮৮৭ সালের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ সালে আমি শ্রীনগর ও বনোল স্টেটের আসিস্টান্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার হইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ধাপার পরগণায় যাই। সেখান হইতে মুঙ্গের ও তথা হইতে পূর্ণিয়ায় উক্ত কাজ শেষ করিয়া ১৮৯০ সালে আমি বর্দ্ধমান স্টেটে সুজামুটা পরগণায় সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন বৎসর কাল করি। উক্ত সেটেল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত একটী ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশে একটী উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারেরা জরীপে জমী বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সুজামুটা সেটেল্‌মেণ্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইন-বিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্ব্বে জমী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমীর পরিমাণ হস্তবুদে লেখা হয়। এমন কি এরূপ হওয়া সম্ভব যে, সেই জমী এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার নিকট বেশী খাজনা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজা যদি বেশী জমীর জন্য বেশী খাজনা দাবী করেন, ত তাঁহার দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন্ বেশী জমিটুকু অধিকার করিয়াছে। আরও ড্রেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমীর বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই। ঐ রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয় এবং তাহাতে

জজ সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময়ে স্যার চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেলমেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোট লাট ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেলমেণ্ট অফিসারদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তখনই তাহাই আইনে ঢুকাইয়া দেন; এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন। ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাইকোর্ট রুলিং অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে সেটেলমেণ্ট কার্য্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমী বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটি আপীলে স্যার চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নির্দ্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়াল হইতে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

উপরে সম্ভবতঃ আমার একটু অহমিকা প্রকাশ হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথাটি প্রকাশ করিবার প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমি সত্যই ইহা শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই উক্ত কার্য্যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটি উপকার সাধিত করিয়াছি—নিরীহ প্রজাদিগকে অন্যায় কর-বৃদ্ধি হইতে বাঁচাইয়াছি। ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য আর যে করিতে পারিব, তাহার আশা নাই।

ঐ সেটেলমেণ্টের পরে আমি সেটেলমেণ্ট কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাই ও ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দিনাজপুরে প্রেরিত হই। এবং ১৮৯৪ সালে তথা হইতে বঙ্গদেশে আবকারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক (Inspector) নিযুক্ত হইয়া আসি। সেই কার্য্য অদ্যাবধি করিতেছি।

শৈশবেই মেধাবী বলিয়া স্বজনমধ্যে আমার সবিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহারা আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা করেন। এবং তাঁহাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া পনর বৎসর বয়ঃক্রমে আমি মেহেরপুর ইস্কুল গৃহে তিনমাসে তিনটি বক্তৃতা করি (২টি বাঙ্গালায় ও একটি সংস্কৃতে)। এবং কৃষ্ণনগরে ফিরিয়াই এঙলো ভার্ণাকুলার স্কুলের হলে একটি তিনঘণ্টাব্যাপী বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করি। তাহাতে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উকিল শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। পরে আমাদের কালেজের ক্লাবে আমিই প্রধান ছাত্র-বক্তা ছিলাম। তাহাতে একবার ডাক্তার ওয়াটস্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুগলী কালেজে গিয়া কালেজ ক্লাসের ছাত্রদিগের ক্লাবে আমি সহকারী সভাপতিরূপে বহুদিন ছিলাম। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমার বিশেষ আসক্তি ছিল। আমার পিতা একজন সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি যখন ভৈরোঁ, আশোয়ার ইত্যাদির সুর ভাঁজিতেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতাম। শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। আর্য্যগাথায় প্রকাশিত নক্ষত্র বিষয়ক গীতটী আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি। ১৮৮২ সালে আমি আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ রচনা করি। তাহা প্রায় তখনকার সকল সাময়িক পত্রিকায় প্রভূত পরিমাণে প্রশংসিত হয়। পরে ১৮৮৩ সালে বিলাতে প্রবাসকালে আমি Lyrics of Ind নামক ইংরাজি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করি। তাহা দুই একখানি বিখ্যাত বিলাতি কাগজে (যেমন Westminister Review, Scotsman ইত্যাদি) অল্পাধিক প্রশংসিত হয় এবং কবি স্যার এড্উইন আর্ণল্ড অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া আমাকে এক পত্র লেখেন। বিলাত-প্রত্যাগত হইয়া ১৮৮৭ সালে আমি 'একঘরে' নামক একখানি সামাজিক পত্র ছাপাই ও তাহার জন্য শত্রু মিত্র প্রায় সকলের কাছেই গালি খাই। ১৮৯৩ সালে আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। তাহার বিশেষ প্রশংসাবাদ বা

নিন্দাবাদ কিছুই হয় নাই। কেবল 'সাধনায়' 'আর্য্যগাথা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবোষ্ণ সমালোচনা ও ভারতীতে 'আর্য্যগাথার গুটিকতক গান' নামক প্রশংসাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। ১৮৯৫ সালে আমার 'কল্কি অবতার' নামক প্রহসন বাহির হয়। ইংলিশম্যান পত্রে তাহার উপর একদিন একটি প্রশংসাপূর্ণ 'প্যারা' ও পরে আর একদিন একটি 'লিডারে' তাহার প্রশংসাবাদ বাহির হয় এবং বঙ্গবাসীতে একটী তীব্র মধুর সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে আর্য্যদর্শন, নব্যভারত ইত্যাদিতে লিখিতাম। বিলাতপ্রবাস কালে আমার মাননীয় ভ্রাতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক সম্পাদিত 'পতাকা' নাম্নী পত্রিকায় নিয়মিতরূপ বিলাতের চিঠি লিখি। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি প্রায়ই 'ভারতী', 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকায় লিখিয়া থাকি। সে লেখাগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

আমার পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমার পিতার নাম কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, মাতার নাম প্রসন্নময়ী দেবী। পিতা কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান ছিলেন, ও মাতা শান্তিপুরের অদ্বৈত ঠাকুরের বংশধর শ্রীকালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী ছিলেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমার বিলাতপ্রবাস কালে, সাত পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। আমার কনিষ্ঠ ভগিনীটী ১৮৯৬ সালে নিউমোনিয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৮৭ সালে আমি কলিকাতার হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করি।

[**"জন্মভূমি", কার্ত্তিক ১৩০৪**]

কীর্ত্তন

১

বাহির করছি খবর-কাগজ
এবার একখান নতুন রকম দাদা!
তার, একটি পাতা রইবে লেখা,
আর একটি পাতা রইবে সাদা!

অন্য রকম খবর-কাগজ পড়েই ফেলে দিতে হয়, কোনও কাজেই লাগে না। কিন্তু এ কাগজ সে রকম নয়। এর সাদা পাতায় চিঠি লেখা, বাজারের হিসাব রাখা, ধোপার হিসাব রাখা, পদ্য লেখা—সব চলবে। চাই কি,—

এর, জড় করে' সাদা পাতায়
যদি ইচ্ছা হয় ত বাঁধো খাতায়,
ইচ্ছা হয় ত বিক্রয় করো, কেহ দিবেনাক বাধা!

আবার যে পাতাটা লেখা, তা'তে অন্য কোনও উপকার না হোক, তা গৃহস্থের অনেক কাজে লাগবে। কাগজ অনেকখানি দেবো, ভাঁজ করে' কিংবা ভাঁজ না করেও অনেক কাজ চল্‌বে। যেমন, উনোনে আগুন জ্বালা, আবর্জ্জনা সাফ করা, ডুগডুগি তৈরী করা, ওজোন হিসাবে বিক্রয় করা,—সব চল্‌বে। উপরন্তু—

তা, নাড়লে গ্রীষ্মে হবে হাওয়া,
তা, পাতলে, হবে লুচি খাওয়া,
মাথায় দিলে হবে টুপী,
মুড়লে হবে জুতো বাঁধা।

তবে সে কাগজটা সাহিত্যিক হিসাবেও যে বড় কম যাবে, তা নয়। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি থিয়েটারনীতি, কি সুনীতি, কি কুনীতি, সব বিষয়েরই চর্চ্চা তাতে থাক্‌বে। আমরা বিপুল ব্যয়ে বহু পরিশ্রমে এই পত্রিকার জন্য অমানুষী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে এর লেখকপদে অভিষিক্ত করেছি। সকলের নাম দিতে গেলে আমাদের Handbill-এ কুলোয় না। তবে গুটিকতকের নাম করি—

হনুমানের সঙ্গে সর্ত্ত
লিখিবেন ভাগবতের অর্থ,
মর্কট লিখবেন কৃষিতত্ত্ব,
অর্থনীতি লিখবেন গাধা।

তার উপর আবার ভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কাগজে রীতিমত সংবাদ পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। আমেরিকা, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা (উত্তর ও

দক্ষিণ), নিউজীলন্ড, সুমাত্রা ও দক্ষিণ 'পোল'-এ যে দেশের আবিষ্কার হব-হব হয়েছে—সে দেশ, এক কথায় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সব জায়গায় special correspondent যোগাড় করেছি। কত নাম করব? তবে দু' এক জনের নাম করি,—

শুনুন, সে কাগজে লিখবে কে কে—
লুলু কামস্কট্কা থেকে,
সিংহল থেকে মন্দোদরী,
বৃন্দাবন থেকে রাধা!

["সাহিত্য", অগ্রহায়ণ ১৩১০]

বিষম সমস্যা

চন্দ্রবংশীয় মহাত্মা পঞ্চপান্ডবের পবিত্র প্রেম পুঞ্জীভূত হইয়া পাঞ্চালীর জন্য কুরুক্ষেত্রে যখন একটা কুরুক্ষেত্র উৎপন্ন করে, তখনও মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় নাই; এবং লক্ষ্মণ সেন যখন গৌড়ের রাজা, সে সময়ে পন্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি যদিও জন্মান নাই, তথাপি পুরাতত্ত্ববিৎরা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক না কেন, মৌর্য্য বংশীয় কেহ কখনও পঞ্চাননের পূজা করিয়া গৌড়ীয় নামক কোনও সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, পদ্মপুরাণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা বিম্বাবতীর সহিত ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীগোবর্দ্ধন সরকারের বিবাহ হওয়ার কথার আদৌ কোনও মূল নাই। সিরাজদ্দৌলা অতি দয়ালু ছিলেন, সে কথা প্রবাদ আছে। এমন কি, আমি তাঁহার সাময়িক ইতিহাস পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সিরাজদ্দৌলার অন্য নাম ছিল রাজপ্রভ পরমহংস। এরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তি না থাকিলেও, এটি নিশ্চিত যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কোনও নৃপতি সে সময়ে মীরগঞ্জে যান নাই।

ঠিক কোন্ বৎসর শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় বর্দ্ধমানে সেতার বাজাইতেছিলেন, তাহার নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। তবে সে সময়ে নবদ্বীপে লক্ষ্মণ সেন নামে কোনও নরপতি যে ছিলেন না, তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ ঘোষের একটি অশ্ব ছিল, তাহার নাম 'শৈবাৎ'। এ শৈবাৎ শব্দ শৈব শব্দের পঞ্চমীর এক বচন, কিংবা দৈবাৎ শব্দের অপভ্রংশ, তাহা জানিবার এখন উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা নিপাতনে সিদ্ধ। যাহা হউক, সব্যসাচী সেই অশ্বের একটি তত্ত্ব দিল্লী নগরীতে আবিষ্কার করেন। দিল্লী নগরীই পুরাতন হস্তিনাপুর, একথা শুনিতে পাওয়া যায়, এবং অর্জ্জুনের অপর নাম সব্যসাচী। অতএব, হরেকৃষ্ণ ঘোষ অর্জ্জুনের সমসাময়িক, বা পূর্ব্ববর্ত্তী? তিনি যদি অর্জ্জুনের পরবর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুন তাঁহার অশ্বের তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? অতএব সম্ভব, "হরে," শব্দ "শ্রী" শব্দের অপভ্রংশ। কিংবা ইহাও অসম্ভব নহে যে, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে "হরেকৃষ্ণ" বলিয়াও ডাকিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব ছিল, এ কথা কোনও পুরাণেই লেখে না। অতএব, এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তই হয় না।

এ সকল অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। পুরাকালে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ছিল না বলিলেই হয়। তাহার উপর সে সময়ে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সে যাহাই হউক, আমি বোধ হয় মহাশয়দিগের কাছে প্রমাণিত করিয়াছি যে, চন্দ্রগুপ্ত একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন।

জটিল পুরাতত্ত্ব ছাড়িয়া বর্ত্তমান সময়ে আসা যাউক। কারণ, প্রত্নতত্ত্বের সহিত আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোনও সংস্রব নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ যত দূর করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ সুধীবৃন্দের সমক্ষে বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইব।

ভদ্রগণ! এই ভারতবর্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে, সেটা যে একটা দেশ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না। ইহার জনসংখ্যা সম্বন্ধে ইহা সাহসের সহিত বলা যায় যে, এখানে পুরুষ ও নারী দুইই আছে। এ দেশের উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে ভারত সমুদ্র। জাপান হইতে তাতারে একটি রেখা

টানিলে, তাহার উত্তরে থাকে গ্রীস্। স্যালামিসের নীচেও সমুদ্র। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্র ঘুরে, একথা সকল জ্যোতির্ব্বেত্তাই স্বীকার করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের একটা সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

লোহের সহিত দ্রাক্ষারসের কোনও মূল্যবান সংস্রব না থাকিলেও, ইহা একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে, উত্তাপ যত বাড়ে, শীত তত কমে। বিদ্যুৎ আলোক প্রদান করে বটে, কিন্তু শব্দের গতি তাপমান যন্ত্রের দ্বারা পরিমিত হয় না। যবক্ষারজান বায়ব পদার্থ। বৃক্ষ তাহা বাতাস হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। সেইজন্য [illegible] কাব্যতীর্থ গীতার টীকা লিখিয়া উদ্ভিদ হইতে যবক্ষারজান বাহির করিতে পারেন নাই। ভূতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিলেও বোঝা যায় যে, বঙ্গদেশ এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। জীবাণু মনুষ্য শরীরেও আছে। পক্ষিজাতীয় সমস্ত জীবেরই পক্ষ আছে। সেই জন্য মানুষ যে বানর জাতি হইতে উদ্ভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, অর্থনীতি কখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা আর্য্যজাতি। সম্রাট্ আকবর যে পূর্ব্ববঙ্গের সেন-বংশীয় কেহ ছিলেন না, তাহা সপ্রমাণ করা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজন হইতেছে না।

অতএব হে বন্ধুগণ! আমাদের বর্ত্তমান নৈরাশ্যের এক ক্ষীণরেখা আমাদের গ্রামের পুষ্করিণী। আমাদের উপনিষদে জীবনের সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা আছে। মহাশয়েরা তাহা পাঠ করুন। আমি স্বয়ং তাহা পাঠ করিয়াছি কি না, সে বিষয়ে আমি কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না।

আজ যাঁহারা ভীতচকিতনেত্রে বর্ত্তমানের দিকে চাহিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বসৌন্দর্য্যের অখণ্ডমূর্ত্তি ধ্যান করুন, এবং কৃকলাসের সহিত অলাবু ভক্ষণ করুন, এবং নবীন উদ্যমে ব্যর্থতাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রবৃত্তিকে আত্মাভিমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমাদের পিতৃপিতামহদিগের তিতিক্ষার পরম বেদনার সুগম্ভীর আত্মগৌরব আমাদের মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যেন মনুষ্যত্বের সঞ্চার করে; এবং বিনাশকে স্বীকার করিয়াও ঐক্যের প্রতাপকে ক্ষুণ্ণ না করে। যাহা বিচিত্র, তাহা ধৈর্য্যকে বিচ্ছেদবহুল না করিয়া ক্ষুদ্রকে যেন সমগ্রের মধ্যে অবিচলিত সংঘাতে পরাস্ত করে। আমরা এই অশুভ যোগে ম্রিয়মাণ শক্তিপুঞ্জকে প্রমত্ত অভিব্যক্তির মধ্যে অব্যাহত রাখিয়া নিন্দাকে ঔদাসীন্য দ্বারা সংহত করিব এবং এই কৃত্রিমতার চাকচিক্য দ্বারা আপাতবুদ্ধির ঊর্ণনাভজালে পড়িব না। অধৈর্য্য কোনও কালে ধীরভাবে বিচার করিতে পারে না। এবং নিষ্ঠুরতা ধর্ম্মবুদ্ধিকে সংক্ষিপ্ত করে। অতএব, অনিষ্টকে শ্রদ্ধার আবরণে ঢাকিয়া ভাষার ইন্দ্রজালে তাহার অসংযমকে যেন আমরা বড় করিয়া না দেখি। সহিষ্ণুতার দুর্ম্মূল্যতা উত্তেজনার ভৈরব হুংকারে অধ্যবসায়কে ডিংগাইয়া যায়। অতএব হে বন্ধুগণ! আমি এই গাঢ় অন্ধকারের কৃষ্ণতাকে উদ্যত উন্মাদনার বিপ্লব হইতে বাঁচাইয়া লইয়া দেশের সমগ্র হিতকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাইব। কারণ, ঈশ্বরের নাম পরব্রহ্ম।

মহাশয়গণ! সূর্য্যের গতির সংগে প্রেমের বীর্য্যের একটু অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য সেই চন্দ্রবংশীয় গৌরবকে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত উত্তপ্ত লোহখণ্ডবৎ সংশ্লিষ্ট করিয়া, যবক্ষারজানের সার্থকতা—ভূতত্ত্বের মধ্যে জাগাইয়া তুলুক, এবং জীবাণুর সহিত অর্থনীতির অদ্ভুত সম্মিলন করিয়া পুষ্করিণীজাত উদ্ভিদকে সঞ্জীবিত করুক। এবং লক্ষ্মণ সেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও সিরাজদ্দৌলার মহিমায় মহিমান্বিত ভাগীরথীর বিশাল বক্ষের উপর বজরা ভাড়া করিয়া উজান দাঁড় টানিয়া ভূমার দিকে লইয়া যাউক। আমাদের তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। আমরা আজ সংকল্পকে বিকল্পে কণ্টকল্পিত করিয়া হ্রস্বর মধ্য দিয়া দীর্ঘ করিয়া তুলিব। কারণ গোবর্দ্ধন সরকার যাহাই বলুন না কেন সব্যসাচী এবং বক্তিয়ার খিলিজি যে সমকালীন ছিলেন না সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। বিশেষতঃ, যখন সত্য এক। স্বয়ং বিষ্ণু শর্ম্মাই বলিয়াছেন,—অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ।

মহাশয়গণ! আমার বক্তব্যটা আপনারা

ঠিক বুঝিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। সত্য কথাটা কি, আমি নিজেই সেটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আর সে বিষয়ে যতই ভাবিতেছি, ততই তাহা খুব শক্ত বোধ হইতেছে। তবে বক্তৃতা একটা করিতে হইবে, তাই করিলাম। আপনারা করতালি দিউন।*

["সাহিত্য", আষাঢ় ১৩১৫]

কাব্যে নীতি

দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।

কবিতা লিখিতে বলিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। সব-নায়ক আর নায়িকা। বঙ্কিমবাবুর অনুকরণে একটি নায়ক আর দুইটি নায়িকা হইলেই ভালো হয়। নায়িকা ততোধিক হইলেও ক্ষতি নাই।

আর তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইঁহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ, নয় ত টপ্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই। এখন, আমাদের দেশে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রেম অবৈধ প্রেম। কারণ, সমাজে ১২ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক ভদ্র-ঘরের অনূঢ়া কন্যা একরূপ পাওয়াই যায় না। আর ১২ বৎসরের পূর্ব্বে প্রেম হয় না। ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজি (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয়—দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।

ইংরাজিতেও কোর্টশিপ অবস্থার গান অনেক আছে বটে। কিন্তু "দাম্পত্য প্রেমে"র গানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে "দাম্পত্য প্রেম" ভিন্ন অন্যরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই, সেখানে "দাম্পত্য প্রেমে"র গান নাই বলিলেই হয়! হা অদৃষ্ট!

* পূর্ণিমা মিলনে পঠিত

উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। "সে আসে ধীরে", "সে কেন চুরি করে চায়", "দুজনে দেখা হলে" ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান—সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান। তাঁহার "তুমি যেও না এখনই", "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না" ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান। তাঁহার যে কয়টি গানকে "দাম্পত্য প্রেমের গান" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে,—তাহারা সেরূপ খ্যাতি লাভ করে নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ। স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত। তবে রবিবাবুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব কবিদিগের এই প্রভেদ যে, রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।

রবিবাবুর খণ্ডকবিতায়ও ঐ একইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়। নারীজাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃত্বের স্বসৃত্বের কথা মনে পড়ে না। নারী জাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার "মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।"

দোষ পাঠক ও শ্রোতারই অধিক, স্বীকার করি। তাহাদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রবাবুর এই ভক্তদের এই লালসা, সম্ভোগটুকু যেমন মধুর লাগে, নারীর সেবা, করুণা, সহিষ্ণুতা তেমন মধুর লাগে-না। কিন্তু বড় কবিদের উচিত নয়—পাঠক যাহা চায়, তাহাই দেওয়া। তাঁহাদের উচিত—পাঠক তৈরি করা।

এই সম্বন্ধে একটি বড় রকমের উদাহরণ না দিলে চলে না।

রবীন্দ্রবাবুর "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যটি লউন। এটি রবীন্দ্রবাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কি না! —তাই চিত্রাঙ্গদাই লইলাম।

মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি সংক্ষেপে এই;—

অর্জ্জুন মণিপুর রাজ্যে ভ্রাম্যমানা

চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এ গল্পটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল; কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা—এ ত সকলেই করে। রবীন্দ্র-বাবু যদি তাহা করেন, তাহা হইলে যে ব্যাসদেবের ধাপে তাঁহাকে নামিয়া যাইতে হইবে। রবীন্দ্রবাবু কোর্টশিপের অবতারণা করিলেন। হউক না অস্বাভাবিক, নূতন রকম ত হইল। "ডুববে না হায় ডুববে—একটা নতুন হবে সুর।" কোর্টশিপ নহিলে কখনও প্রেম হয়!

রবীন্দ্রবাবুর "কাব্যে"র গল্পাংশ এই;—বনমধ্যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জ্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধার করেন। অর্জ্জুন তখন সম্মত হয়েন। অর্জ্জুন সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন। তাহার পরে তাঁহাদের (বোধ হয়) বিবাহ হয়।

অদ্ভুত কোর্টশিপ! এ কোর্টশিপে একজন সামান্যা ইংরাজ নারী সম্মত হইত না। কিন্তু তাহা একজন হিন্দু রাজকন্যা যাচিয়া লইলেন! চমৎকার!

রবীন্দ্রবাবু অর্জ্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। অর্জ্জুন একজন কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে-সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জ্জুন—রাজপুত্র, পঞ্চপাণ্ডবের একজন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিতেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে, উর্ব্বশীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করেন; তিনি রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্ম্মনাশ করিলেন!

আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এ হেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। একজন যে-সে হিন্দু কুলবধূ যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে! আর বলিব কি—বর্ষকাল—দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, ধর্ম্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ, ভোগ; আর নির্লজ্জভাবে তাহার বর্ণনা, আর কেবল রূপটি নিজের নহে বলিয়া আত্মগ্লানি! দুঃখ তাহা নহে যে, "কল্য রাত্রিকালে কি করিলাম।" দুঃখ এই মাত্র—"হায় আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।" বর্ষকালের ভিতর, কি তাহার পরেও ব্যভিচারিণীর এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না!

তাহাই বুঝি যে, এই কাব্য দুর্নীতিমূলক হউক। ইহা মনুষ্য-স্বভাবের একখানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম, সব দেশেই নারী জাতির সম্পত্তি। একজন কুলাঙ্গনাকে এরূপ নির্লজ্জা কুলটা করিতে হইলে এতটা আয়োজন চাই! অর্থাৎ, কেন সে কুলটা হইল, তাহা দেখানো চাই। যদি একজন নাসিকাহীনা নারী আঁকে, তাহা হইলে কেন সে নাসিকাহীনা হইল, এ কথা অন্ততঃ ইঙ্গিতেও কাব্যে বোঝানো চাই। নহিলে এরূপ চিত্র কাব্যে অস্বাভাবিক। রবিবাবু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও আয়োজন দেখান নাই।

রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন, আর রবিবাবুকে 'chaste' কবি বলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ—indecent, কিন্তু immoral নয়। রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর কোনও সভ্যসমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না।

"অশ্লীলতা" ঘৃণার্হ বটে। কিন্তু "অধর্ম্ম" ভয়ানক। ঘরে ঘরে "বিদ্যা" হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি

বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোন কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

আমি "চিত্রাঙ্গদা"র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।

কোনও কোনও "ভক্ত" বলিবেন (একজন সেদিন বলিয়াছিলেন) যে, এ দুর্নীতি হউক, কিন্তু এ চমৎকার কাব্য। তাঁহারা যেন রাস্কিনের বাণী মনে রাখেন যে, যাহার মূলে দুর্নীতি, তাহা কাব্য হয় না। আর, যে কাব্য পড়িয়া কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর না করে, তাহা উচ্চ কাব্য নয়। সত্ত্বেও কাব্য চমৎকার হয় না। সূর্য্য না হইলে দিবা হয় না।

এই দুর্নীতি বঙ্গ সাহিত্যে ব্যাপিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা কাব্য খুলিলেই "দুজনে দেখা হোল", "প্রতি অঙ্গ কাঁদে", "সে চারু বদন", "রচেছি শয়ন"—এই-ই পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনার অভাব, অন্যদিকে তেমনই মানুষের মনঃপ্রকৃতির বর্ণনার অভাব। বাইরণ, শেলি, কীট্‌, ইত্যাদি কবিগণ প্রকৃতির নামে উন্মাদ। তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া স্বভাবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাহির হইতেছে। আর আমাদের দেশের কবিরা রমণীর পীন পয়োধর ও সরস অধর ছাড়া আর কিছুই জানিলেন না বুঝিলেন না। যে দেশের প্রকৃতি নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্ব্বতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে, নির্ঝরে, সৌরভে, ঝঙ্কারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না; আর, ধূমাচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের কবিগণ তাঁহাদের সেইটুকু সৌন্দর্য্য লইয়াই উন্মত্ত। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে!

তাহার উপরে মানুষের অন্তর্জগৎ। জননীর স্নেহ, স্ত্রীর তন্ময়তা, কন্যার সেবা, বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য, ভক্তের ভক্তি, ত্যাগীর ত্যাগ, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা,—এই সকল মহিমময়ী কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া, "সে কেন চুরি করে চায়" আর "জাগি পোহাল বিভাবরী", এই কি চিরদিন শুনিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবু ত সহস্রাধিক খণ্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম,—যাহার মূলে সম্ভোগ নহে, যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ—সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতায়ও আছে?

কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, "তাহা" না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব!" তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র। সে রবিবাবু minus প্রতিভা। সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্দ্ধেক তাহারা, অর্দ্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু। শুদ্ধ পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু দুর্নীতি plus শক্তি বড় ভয়ঙ্কর। তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। বাজীরাও পেশোয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন,—"বৃক্ষকাণ্ড কর্ত্তন কর, শাখাগুলি আপনিই শুকাইয়া যাইবে।"

রবিবাবুর কবিতার প্রাণহীন, ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিকপত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। সেদিন "প্রবাসী"র সম্পাদক এই প্রেমের পদ্য-রচয়িতাদের সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলি, সে বেচারীদের দোষ কি? তাঁহারা ভাবেন যে, যেই "জলভরে"র সঙ্গে "ছলভরে" মিলাইতে শিখিলেন, অমনিই কবি হইলেন! তাঁহাদের যেমন শেখাও, তেমনই ত তাঁহারা শিখিবেন। রবিবাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিয়াছেন। এমন কি, অনেক সময়ে they have out-Heroded Herod!

["সাহিত্য", জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬]

মোহিনী

১

সেদিন বসন্তের বায়ু বহিতেছিল। কোকিল ডাকিতেছিল। চন্দ্র হাসিতেছিল।

পুষ্করিণীর ধারে মোহিনী একাকিনী বসিয়া পুষ্করিণীর জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র-কিরণ দেখি

মোহিনীর স্বামী থাকিতেও তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী বহুদিন হইতে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অদ্য অতি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ইংরাজীতে তাঁহার শ্বশুরকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। কি উপায়ে বিলাতে তাঁহার সংসার চলিবে, বিলাতে তিনি কি করিবেন, কেন তিনি গৃহে ফিরিবেন না, এ সকল বৃত্তান্ত তিনি কিছুই লিখেন নাই। তাঁহার নিজের পিতার বিশেষ সঙ্গতি কিছুই ছিল না। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন অর্থের জন্য, স্ত্রীর জন্য নহে। তিনি শ্বশুরের অর্থে বিলাত গিয়াছিলেন। এরূপ জামাতা সুশীলচন্দ্র শ্বশুর মহাশয়কে কি প্রকারে ধীর, শান্ত এবং সংযতভাবে এরূপ পত্র লিখিলেন, মোহিনীর পিতা রমেশচন্দ্র নানা দিক্ হইতে প্রশ্নটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, তখন তিনি একটি মাঝারি রকমের দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া তাঁহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের গৃহে প্রয়াণ করিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ প্রবীণ ব্যক্তি। বহুতর কষ্টের তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া তিনি হাঁটিয়া গিয়াছেন। পায়ে ফোস্কা হইয়াছে, কিন্তু বসিয়া পড়েন নাই। দৈন্যের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি 'অনরে'র সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতে পুড়িয়া তাঁহার চরিত্র-স্বর্ণ কেবল বিশুদ্ধতর হইয়াছিল।

প্রাণকৃষ্ণ যখন তথাকথিত ব্যাপার শুনিলেন, তখন তিনি শিষ্ দিলেন; পরে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িলেন; পরে ভাবিলেন; পরিশেষে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন "হা।"

প্রাণকৃষ্ণ যখন অত্যন্ত করুণভাবে "হা" উচ্চারণ করিলেন, তখন রমেশ সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রাণকৃষ্ণ তাহার পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবেন।

কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ তাহা করিলেন না। তিনি সহসা উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন; রমেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে (অনধিক পাঁচ মিনিট কাল হইবে) প্রাণকৃষ্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "রমেশ বাড়ি যাও।"

রমেশ কহিলেন "বাড়ি যাইব কি! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।"

প্রাণকৃষ্ণ কহিলেন "চাও নাকি!—পাবে না।"

রমেশ। কেন!

প্রাণকৃষ্ণ। পরামর্শ দিবার কিছু নাই।

রমেশ। এখন মেয়ের কি হবে?

প্রাণকৃষ্ণ। ব্রহ্মচর্য্য শিখুক। মনে কর সে বিধবা।

রমেশ প্রাণকৃষ্ণের উত্তরটিকে অত্যন্ত সন্তোষকর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "মোটে ষোল বৎসরের মেয়ে।"

প্রাণকৃষ্ণ। ১০ বছর বয়সেও কি মেয়ে বিধবা হয় না? এই ছয় বৎসরকাল সে যে সধবা ছিল তার জন্য সমাজকে ধন্যবাদ দাও।

রমেশ। তোমার কি আর কিছু বলবার নাই?

প্রাণকৃষ্ণ। আছে। তোমার আর তিনটি মেয়ে আছে ত?

রমেশ। আছেই ত।

প্রাণকৃষ্ণ। তোমার কন্যার চেয়ে রৌপ্যের দিকে যার বেশী লক্ষ্য, তার সঙ্গে কদাপি কোন কন্যার বিবাহ দিও না। আর দেরী করো না। আমার আহার প্রস্তুত।

রমেশ। আমিও না হয় আমি এখানে খেলাম।

প্রাণকৃষ্ণ। ও! খাবে! বেশ। এই কথা বলিয়াই প্রাণকৃষ্ণ ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিনিট পনর পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন— "ওঠো আহার প্রস্তুত।"

রমেশ সে রাত্রিকালে সেখানে ভোজন করিলেন। কিন্তু অনেক প্রশ্নবাদ করিয়াও প্রাণ

কৃষ্ণের কাছে স্বীয় কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিমত আদায় করিতে পারিলেন না।

ইংলণ্ডের একটি পরিবারের "ড্রয়িংরুম" আলোকিত। সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী নারী একত্র সমবেত। তাহাদের ভূষার পারিপাট্যে, উজ্জ্বল আলোকে, নৃত্যে, সংগীতে সেই কক্ষটি ইন্দ্রালয় বলিয়া দর্শকের ভ্রম হইতে পারিত—যদি ইন্দ্রালয় তিনি চক্ষে পূর্ব্বে দেখিতেন।

তাহার পরে নৃত্য, তাহার পরে বিশ্রাম ও সুরা, তাহার পরে আবার নৃত্য। রাত্রি শেষে নৃত্য ভঙ্গ হইলে সুশীলচন্দ্র কম্পিত কলেবরে গৃহে চলিয়া আসিলেন।

সুশীলচন্দ্রের সহিত মার্গারেটের বিবাহের সব ঠিক, নিয়তির খড়্গ সুশীলচন্দ্রের স্কন্ধের উপর উঠিয়াছে, পড়িতে উদ্যত, এমন সময়ে প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নীলাম্বর তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুশীলচন্দ্র দিবাদ্বিপ্রহরে সোফায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। কল্যকার রাত্রি জাগরণের পর দুপেয়ালা কাফি এবং পাউন্ডখানেক ষ্টেক নিঃশেষ করিয়া তিনি রেনল্ডের মিষ্টরিস্ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রেনল্ড-খানি ভূতলে পড়িয়া গেল।

যখন সুশীলচন্দ্র যীশুখ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাত স্বর্গ ও মার্গারেটের অঙ্গীকৃত আলিঙ্গন একসঙ্গে অনুভব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নীলাম্বর দরোজায় টোকা দিয়া উত্তর না পাইয়াও সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন "হ্যালো সুশীল! নিদ্রিত!"

সুশীল। (উঠিয়া) শয়তানের দোহাই! কে তুমি? (সুশীল যেরূপ ইংরাজি বলিলেন আমি তাহা যথাসম্ভব বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলাম) নীলাম্বর একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "আমি নীলাম্বর।"

সুশীল। নীলাম্বর! হ্যালো! তুমি এখানে!

নীলাম্বর। আশ্চর্য্য হচ্ছ! এবার ছুটিটা ব্রাইটনে কাটাবো ঠিক করেছি।

সুশীল। তা যেন করেছো! কিন্তু—এই মাত্র বলিয়া সুশীল মাথা চুলকাইলেন; তাহার পরে ভ্রষ্ট কলার তুলিয়া লইয়া গলায় পরিলেন; পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া fireplace-এর উপরিস্থিত আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেকটাই ঠিক করিয়া লইলেন; পরে আসিয়া নীলাম্বরকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"চাটার্জ্জি, আমার সুখে সুখী হও।"

(সুশীল ইংরাজীতে যাহা কহিলেন, congratulate me, তাহা বাঙ্গালায় ভাষান্তর হয় না। যতদূর সম্ভব তাহা ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।)

নীলাম্বর তাহার হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন "ব্যাপারখানা কি, ব্যানার্জ্জি?"

সুশীল। তবে শোন। এই বলিয়া সুশীল পুনর্ব্বার fireplace-এর কাছে গিয়া তদুপরিস্থ তাক হইতে একটি সিগারেট কেস লইয়া নীলাম্বরকে দিলেন। নীলাম্বর তাহা হইতে একটি সিগারেট লইয়া ধরাইলেন। সুশীল সিগারেট কেসটি নীলাম্বরের হস্ত হইতে গম্ভীরভাবে লইয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। উভয়ে এইরূপে ভাবী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইলে সুশীল অতি কাতরভাবে কহিলেন "জানো, চ্যাটার্জ্জি, তুমি এসে আমার কি ভেংগেছো", বলিয়া দ্বারের দিকে অতীব মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইলেন। দ্বার যদি ভাঙ্গিয়া থাকিত তবে ত একটা শব্দ নিশ্চয়ই হইত। তিনি দ্বারের নিকটে গিয়া দ্বার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "কৈ দরজা ত ভাঙ্গেনি।"

সুশীল। শয়তান তোমায় গ্রহণ করুক। কে বলেছে যে, তুমি আমার ঘরের দ্বার ভেঙ্গেছো! তুমি যা ভেঙ্গেছো—সর্ব্বনাশ করেছো—ওহো জানো না—তুমি জানো না—সুখী তুমি যে, জানো না যে তুমি আমার কি ভেঙ্গেছো! কারণ তুমি আমার বন্ধু। আমার কি ভেঙ্গেছো তা যদি জান্তে, যদি বুঝতে পার্ত্তে, যদি ধারণা কর্ত্তে পার্ত্তে—তাহ'লে—তাহ'লে—এক কথায় দুঃখিত হতে। যাক, জানো না। সে ভালই হয়েছে! আমি কিছু মনে কর্ব্বো না। ভুলে যাবো, যদি ভোলা সম্ভব হয়।

নীলাম্বর। বল না আমি তোমার কি ভেঙেছি। আমি তার দাম দিতে প্রস্তুত আছি।

সুশীল। দাম!—চাটার্জ্জি! দাম দেবে, তার দাম তুমি দেবে! তোমার বাপের বিষয় বিক্রয় করেও তার দাম দিতে পারো না।

নীলাম্বর উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন। আবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন। কিছুই ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন না। শেষে অতি করুণ সুরে কতক স্বগত কহিলেন "ভাঙলাম কি!" তাঁহার সেই কাতরোক্তিটি মৃতবৎসা ছাগীর অস্ফুট ক্রন্দনের মত শুনাইল। তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে সুশীল বিচলিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "চাটার্জ্জি, তবে শোন, তুমি কি ভেঙেছো। আমি ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম জানো?"

নীলাম্বর। না।

সুশীল। আমি মার্গারেটকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তুমি সেই স্বপ্ন ভঙ্গ করেছো।

নীলাম্বর আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বাপের বিষয় বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। তিনি মার্গারেটের প্রতি সুশীলের অনুরাগের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না।

সুশীল আবার কহিলেন "আমি মার্গারেটকে— এ্যা— বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছি। বিবাহ এই তেসরা মার্চ। সব স্থির। তাই বলছিলাম বন্ধু আমার সুখে সুখী হও।"

যদি ঠিক সেই সময়ে গৃহকর্ত্রী স্বয়ং চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেন নীলাম্বর তাহাতে অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্যামপুকুরের গলির ১৫।১ নং ভবনস্থ রমেশচন্দ্রের কন্যা মোহিনীকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন; কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল শ্বশুরের অর্থেই বিলাতে আইন পড়িতে আসিয়া প্রতি ছুটিতে ব্রাইটনে সামুদ্রিক বাতাস সেবন করিয়া থাকেন; কারণ তিনি জানিতেন যে আইনে দ্বিবিবাহের (bigamy) শাস্তি বেশ একটু গুরুতর। তিনি জানিতেন না কেবল মানব-চরিত্র। মানুষ যে এতদূর হেয় কৃতঘ্ন হইতে পারে, তাহা কদাপি তিনি সম্ভব বিবেচনা করেন নাই।

নীলাম্বর কহিলেন "সে কি? এ যে দ্বিতীয় বার বিবাহ।"

সুশীল ব্যঙ্গহাসি হাসিলেন, কহিলেন— "হ্যাঁ তা জানি।"

নীলাম্বর। জেলে যাবে?

সুশীল। মার্গারেটকে নিয়ে জেলে কেন, হেলে অর্থাৎ নরকেও যেতে প্রস্তুত আছি। তুমি জানো না। তাকে দেখনি।

নীলাম্বর। নাই বা দেখলাম!

সুশীল। তার গায়ের রং তুহিনের চেয়ে শুভ্র।

নীলাম্বর। অনেক সাদা চামড়ার নীচে—

সুশীল। তার কেশদামও—ওঃ ঠিক যেন গোধূলি।

নীলাম্বর। হলেই বা—

সুশীল। তুমি দেখোনি, সে চুল নয়, উল।

নীলাম্বর। তার না হোক তোমার ত বটে। তার চুল উল হোক আর যাই হোক তুমি 'ফুল' হোয়ো না। শোন।

সুশীল। তার বক্ষ সমুদ্রের তরঙ্গের মত।

নীলাম্বর। বক্ষ সমুদ্রতরঙ্গের মত হলেই যে তার সঙ্গে কেবল একটিমাত্র সম্বন্ধ হতেই হবে, এ কথা কেউ বলেছে কি!

সুশীল। কেন শেলি!

নীলাম্বর। ঐ কথা বলেছে? নিয়ে এসো শেলি।

সুশীল। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা।

নীলাম্বর। ঐ কথা বলেছে? নিয়ে এসো সুন্দর পুরুষ সুন্দরী নারীর মধ্যে সম্বন্ধ ঐ একটি মাত্র। তাহলেও, একমাত্র বিবাহই এই পশুর প্রবৃত্তিকে মানুষের ধাপে তুলতে পারে। বিবাহে এক কর্ত্তব্যজ্ঞানই এই সম্বন্ধকে পবিত্র করে দেয়।

সুশীল। আমি ত তাকে বিবাহ কর্ত্তে

নীলাম্বর। এ বিবাহ নয়, এ স্বেচ্ছাচার। এ বিবাহ হয় না—ঈশ্বরের আইনেও হয় না, মানুষের আইনেও হয় না। একজনকে বিবাহ করে' এসে—

সুশীল। হিন্দুসমাজে কি দুই স্ত্রী হয় না? কুন্দনন্দিনী—

নীলাম্বর। উচ্ছন্ন যাক্ কুন্দনন্দিনী। কুন্দনন্দিনীও যা রোহিণীও তাই।

সুদূর বিলাতে ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে 'সোফা' শোভিত গৃহকক্ষে এরূপ কথোপকথন অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বাঙ্গালা উপন্যাস যে অনেক নব্যযুবকের মস্তক বিগড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্যকার দিনে এ অসংযত প্রবৃত্তির মাত্রা চড়িয়াছে। এ প্রবৃত্তি নব্যযুবকের কাছে বড় মনোরম, বড় প্রীতিপ্রদ। রেনল্ডের উপন্যাস এই প্রবৃত্তিতে আহুতি দিতেছে। এ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিতেই হইবে। কারণ এ ব্যাধি বড় সংক্রামক।

বলা বাহুল্য যে নীলাম্বরের যুক্তি সুশীলের প্রবৃত্তির গতিরোধ করিতে পারিল না। সুশীলের বিবাহ হইয়া গেল।

'আমার পুত্রের বিপক্ষে মোকদ্দমা আন্তে আমি নীলাম্বরকে লিখেছি।'—কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ সিদ্ধেশ্বর এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন।

রমেশ কহিলেন "সে কি ভট্টাচার্য্য মহাশয়! সে আপনার পুত্র।"

সিদ্ধেশ্বর। আমার ত্যজ্যপুত্র।

"আমার" বলিতে সিদ্ধেশ্বরের স্বর এরূপ উচ্চে উঠিয়াছিল যে রমেশ ভাবিয়াছিলেন যে সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয় তৎপরেই একটা অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ অভিশাপ উচ্চারণ করিবেন। কিন্তু যখন সে চীৎকার—"ত্যজ্যপুত্রে" মাত্র পর্য্যবসিত হইল তখন রমেশ কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন—"আর সে আমার জামাই—"

সিদ্ধেশ্বর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন "জামাই বটে।" কিন্তু এ ঝাল নিজের উপর ঝাড়িলেন, কি বৈবাহিকের উপর ঝাড়িলেন, তাহা বক্তা কি শ্রোতা কাহারও সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইল না। বৃদ্ধের স্বর কাঁপিতেছিল। রমেশ ইহার উত্তরে কি কহিবেন তাহা তাঁহার কোনরূপ মনে আসিল না। তিনি উত্তর খুঁজিতেছিলেন, এমন সময়ে ষ্টেশনে যাত্রীর কাছে প্রত্যাশিত ট্রেনের মত প্রিয় প্রাণকৃষ্ণ সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

রমেশ আশা করিয়াছিলেন যে প্রাণকৃষ্ণ বুদ্ধিবলে সিদ্ধেশ্বরকে তাঁহার ভীষণ সংকল্প হইতে বিরত করিবেন। প্রাণকৃষ্ণের ধীশক্তির প্রতি রমেশের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পুত্রকে নির্য্যাতন করার অস্বাভাবিকতা রমেশ বুঝিতেছিলেন, কিন্তু বুঝাইতে পারিতেছিলেন না। নৌকা ডুবু-ডুবু এমন সময়ে উপযুক্ত নাবিক উপযুক্ত স্থানে আসিয়া বসিল। তিনি উৎসুকভাবে প্রাণকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্রমে প্রাণকৃষ্ণ সিদ্ধেশ্বরের প্রতিজ্ঞা শুনিলেন। শুনিয়াই চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন "সাবাস।"

ইহা শুনিয়া রমেশ ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রাণকৃষ্ণের গাত্রে হস্ত দিয়া কহিলেন—"কিন্তু শোন প্রাণকৃষ্ণ"—

প্রাণকৃষ্ণ সেদিকে দৃক্‌পাত বা কর্ণপাত না করিয়া সাগ্রহে সিদ্ধেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আবার কহিলেন "সাবাস সিদ্ধেশ্বর! আজ মানুষের মত একটা মানুষ দেখলাম।"

রমেশ। কেন?

প্রাণকৃষ্ণ। রোমে ব্রুটস্ পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন তাই তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের দ্বিগুণ স্নেহ বক্ষে ধরে, এই বঙ্গদেশে কত ব্রাহ্মণ ব্রুটস্ আছে কে জানে! তাদের মধ্যে তুমি একজন। এসো আবার আলিঙ্গন করি।

রমেশ উঠিলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিলেন যে তর্কের এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহাতে তিনি না দাঁড়াইলে আর উপায় নাই। নহিলে তাঁহার উঠিয়া দাঁড়াইবার অন্য কোন কারণ লক্ষিত হইল না।

সিদ্ধেশ্বর। আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। তোমার ছেলে আমায় চিরকাল গুরুর মত ভক্তি করে। আমার কথা অমান্য কর্ব্বে না।

প্রাণকৃষ্ণ। সাধ্য কি? আমি তার উপর একটা 'তারে' খবর পাঠাচ্ছি। বাপের কথা ত সে কখনই অবহেলা কর্ত্তে পার্ব্বে না। এমন ছেলেই তৈয়েব করি নি, রমেশ।

এই প্রথম সে দিন প্রাণকৃষ্ণ রমেশের সহিত কথা কহিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ। আমি 'তার' পাঠাচ্ছি এখনই।

এই বলিয়া প্রাণকৃষ্ণ উঠিয়া দ্বারের কাছে যাইলে রমেশ অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে সিদ্ধেশ্বরের দিকে চাহিলেন। সিদ্ধেশ্বর কন্যার ব্যথা বুঝিলেন। নানারূপ বিপরীত অনুভূতি আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি কহিলেন "প্রাণকৃষ্ণ, দাঁড়াও।"

প্রাণকৃষ্ণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রমেশ। ক্ষমা কর।

সিদ্ধেশ্বর রমেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন "কিন্তু সে ক্ষমার যোগ্য নয়—পাষণ্ড।"

প্রাণকৃষ্ণ। ব্যভিচারী—

সিদ্ধেশ্বর। নরাধম।

প্রাণকৃষ্ণ। মহাপাপী—

এই সময়ে মোহিনী কক্ষে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "যাই হৌন, তিনি আমার স্বামী।"

এরূপ ঘটিবে রমেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ষোড়শী কন্যা এরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিবে, তাঁহার বৈবাহিকের সমক্ষে আসিয়া বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের সমক্ষে আসিয়া পড়িবে। এরূপ তিনি কখন প্রত্যাশা করেন নাই। নাটকে এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব জীবনে—সত্য কথাটা কি—তিনি এরূপ দেখেন নি। আমরাও স্বীকার করিতেছি যে আমরাও দেখি নাই। কিন্তু নারী হৃদয়ের ব্যথা, চাঞ্চল্য, নারী হৃদয়ের বল, আমরা অধম পুরুষ কতটুকু জানি।—নারী!—নারী! ঈশ্বর কি দিয়া তোমায় ঐ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে গড়িয়াছেন তিনিই জানেন। স্বর্গে দেবীরা কি এর চেয়েও সুন্দরী!

ফলকথা দাঁড়াইল এই যে সে টেলিগ্রাম গেল না। অন্য টেলিগ্রাম গেল। তাহার মর্ম্ম "নালিশ করাইও না। পুত্রকে বলিও যে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।"

সুশীলের বিবাহের পর এক বৎসর গিয়াছে। শ্বেতচর্ম্মের সখ তাঁহার ইতিপূর্ব্বেই মিটিয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ইংরাজ স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করবার অনুমতি পাইলেন। একদিন পরিত্যক্ত সুশীল আবার সেই ব্রাইটনে সমুদ্রধারে একা বসিয়া ভাবিতেছিলেন। স্ত্রীর অর্থ নিঃশেষ করিয়া নিজের রিক্ত পকেটে হস্ত দিয়া ভাবিতেছিলেন। এমন সময় আবার তাঁহার বন্ধু নীলাম্বর সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পূর্ব্বকথিত পত্র ও টেলিগ্রাম দেখাইলেন। সুশীলের চক্ষে জল আসিল। দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অন্যমনে পত্র ও টেলিগ্রাম বক্ষের পকেটে রাখিলেন।

মোহিনী চন্দ্রালোকে ভাবিতেছিলেন। দূরে সানাই বাজিতেছিল। সানাইয়ের তান কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

এমন সময়ে মোহিনীর মা আসিয়া ডাকিলেন "মোহিনী!"

মোহিনী। মা! এই যে যাচ্ছি। রাত্রি হয়ে গিয়েছে, জান্তে পারিনি।

যেন কত সঙ্কোচ। যেন অপরাধ তাঁহারই।

মোহিনীর মা কহিলেন "এসো মা, জামাই এসেছে।" মোহিনী উঠিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

["বঙ্গদর্শন", মাঘ ১৩১৬]

আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ

বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিদ্যাভ্যাসকালে বাইরণের Manfred ও Childe Harold-এর দুই Canto এবং মেঘদূত ও উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাত গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বারবার পড়িতাম: ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।

বিলাত যাইবার পূর্ব্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়

দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃ-দল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর Cato এবং Shakespeare-এর Julius Caesar-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গ-মঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।

বার বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। বার বৎসর হইতে সতের বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্য্য-গাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'দেবঘরে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা 'নব্য-ভারতে' প্রকাশিত হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া Sir Edwin Arnoldকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখেন ও সে কবিতা-গুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends-এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া "আষাঢ়ে" নামে প্রকাশ করি। সেই সময়ে আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় বাঙ্গালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া "আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ" নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কার্য্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।

আমি উপরে এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি; কারণ উপরি লিখিত প্রত্যেক ব্যাপারই আমার নাটক লিখিবার প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছিল।

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে "কল্কি অবতার" একমাত্র প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া "বিরহ" নাটক রচনা করি এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ "ত্র্যহস্পর্শ" রচনা করি এবং উহাও ষ্টারে অভিনীত হয়। পরে "প্রায়শ্চিত্ত" রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাও চলিতে-ছিল। মৎ-প্রণীত "সীতা" নাট্য-কাব্য নব-প্রভায় প্রকাশিত হয়। পরে "পাষাণী" নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি "তারাবাই" নাটক প্রকাশ করি।

যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। "তারাবাই" প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর

—মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে —অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর Milton-এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক্। Of Man's Disobedience ইত্যাদির একটা ঝঙ্কার আছে কিন্তু To be or not be that is the question—

ইহা ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত? কিন্তু তৎপরেই Who would bear the whips and scorns of time কিংবা For in that sleep of death what dreams may come ইহা দস্তুর মত কবিতা। দেখিলাম যে Shakespeare-এ খানিক গদ্য খানিক পদ্য তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালাতে "তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা যাবো" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়েই চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।

Carlyle-এর মতে সামান্য হইতে গম্ভীরতম এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতররূপে প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই।

বঙ্কিমবাবু গদ্য অনেক স্থলে পদ্য। Schiller, Lessing, Ibsen, Moliere ইত্যাদি মহা-নাট্যকারগণের বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schiller-এর গদ্যের ভাষা ও রূপক অনুপ্রাসে পদ্যের চৌদ্দপুরুষ।

তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেই জন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্ত্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেইজন্য আমি আমার তারাবাইয়ের পরবর্তী নাটকগুলি (রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবারপতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম, তখন একখানি অপেরা (সোরাব রুস্তাম) পদ্যে গদ্যে রচনা করি। কারণ 'অপেরা'র কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতিমধুর করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরাখানি অনেকস্থলে Shelleyর অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।

["নাট্য-মন্দির", শ্রাবণ ১৩১৭]

অভিনেতার কর্ত্তব্য

অভিনয়ের উদ্দেশ্য—নাটকে বর্ণিত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষবৎ দেখানো। কোন কোন পাঠকের কল্পনাশক্তি এরূপ প্রবল যে নাটক পাঠেই ঘটনাগুলি প্রায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান। কিন্তু সে শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা কম। অধিকাংশ ব্যক্তিই নাটকে অপেক্ষা অভিনয়ে নাটকটি হৃদয়ঙ্গম করেন। অতএব অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য এরূপ অভিনয় করা—যাহাতে নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়।

নাটকের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষবৎ দেখানোর একটা উপায় দৃশ্যপট, দ্বিতীয় উপায় পরিচ্ছদ, তৃতীয় উপায় অভিনয়। প্রথম দুইটি

উপকরণের জন্য অভিনেতা দায়ী নহেন। তিনি অভিনয়ের জন্য দায়ী।

কিরূপে উত্তম অভিনয় করিতে হয়, তাহা আমার মত দর্শকের জানিবার সম্ভাবনা কম। তবে বিলাতে অনেক অভিনয় দর্শন করিয়া যাহা আমার মনে হইতেছে, আমি আজ সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

অভিনয়ের তিনটি অংশ;—(১) আবৃত্তি, (২) মুখভঙ্গী ও (৩) অঙ্গভঙ্গী।

প্রথমতঃ—আবৃত্তি। অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ আবৃত্তি। এরূপ আবৃত্তি করিতে হইবে, যাহাতে স্বর অন্ততঃ এরূপ হইবে যাহাতে সমস্ত দর্শক-মণ্ডলী তাহা শুনিতে পায়। সেই উচ্চতার উপরে ভাব অনুসারে স্বর খেলিবে, তাহার নীচে কখন নামিবে না। সেরূপ উচ্চস্বর নিকটস্থ দর্শক-মণ্ডলীর নিকটে একটু অধিক উচ্চ বোধ হইবে নিশ্চয়। কিন্তু তাহার উপায় নাই। কোন কোন অভিনেতার স্বাভাবিক স্বরই এত গাঢ়—যে সেই স্বরই সমস্ত দর্শক-মণ্ডলী সাধারণতঃ শুনিতে পায়। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বর এইরূপ। এ একটা ভয়ানক রকম সুবিধা। মিষ্ট স্বর যেরূপ গায়কের প্রধান স্বাভাবিক গুণ, গাঢ় প্রবল স্বরও অভিনেতার পক্ষে প্রায় সেইরূপ। তবে মিষ্টস্বর না থাকিলে কাহারও গায়ক হইতে যাওয়া যেরূপ বিড়ম্বনা, এরূপ স্বর না থাকিলে কাহারও অভিনেতা হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা নহে। অভিনেতা স্বর উচ্চ করিয়া এ অভাব অনেকটা পূর্ণ করিতে পারেন। বিলাতে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত অভিনেতাদিগের hiss দূরতম শ্রোতা শুনিতে পান। বোধ হয় অভ্যাস দ্বারা এ শক্তি অনেকটা আয়ত্ত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ—স্বর উঠাইতে বা নামাইতে জানা মহা বিদ্যা। আমাদের দেশে চীৎকার করিলে করতালি পাওয়া যায় দেখিয়া অনেক অভিনেতা স্থানে স্থানে স্বর অতিশয় তীব্র করিয়া ফেলেন। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণ দর্শকের নহে। নিম্নস্বরে উত্তম অভিনয়ও আমাদের দেশে দর্শকবর্গকে মোহিত করে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস যে চীৎকার করিলে বীররস দেখানো হয়। বস্তুতঃ অনেক সময়ে তাহা হয় না। লোকে ক্রুদ্ধ হইলে উচ্চস্বরে কথা হয়। বীর সর্ব্বদাই যে ক্রুদ্ধ হইয়াই আছে তাহা নহে। পরন্তু প্রকৃত বীর কদাচিৎ সেরূপ উত্তেজিত হয়। কিন্তু বীররসে চীৎকার করিলেও তত যায় আসিত না। অনেকে করুণ রসেও চীৎকার করেন। যেখানে কোন রসই নাই, সেখানেও চীৎকার শুনিয়াছি। এ দোষটি আমাদের অভিনেতার মধ্যে অধিকাংশের আছে। অভিনয়ের স্বর খেলাইতে জানা বিদ্যাটি—গীত শিক্ষারই মত অভ্যাস করা চাই। এ বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার দ্বারা লাভ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ—কোন্ স্থানে ধীরে ও কোন্ স্থানে দ্রুত আবৃত্তি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান এ দেশের অতি অল্প অভিনেতারই আছে। চিন্তা করিয়া কথা কহিতে হইলে, কথাটি ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে হইলে, ভাবে অভিভূত হইলে লোকে ধীরে কথা কহে। আবার সময়াভাব বা ব্যস্ততা বুঝাইতে হইলে, উত্তেজিতভাবে অনুনয় করিতে হইলে, লোকে দ্রুত কথা কহে। এ সব মনস্তত্ত্বের কথা। অভিনেতৃগণ প্রায়ই এ বিষয়ে অজ্ঞ।

চতুর্থতঃ—স্বর ক্রমে ক্রমে উঠানো ও ক্রমে ক্রমে নামানোও অভিনয়ে প্রয়োজন হয়। একটি শব্দ দুই তিনবার পুনরুক্ত হইলে তিনটি এক স্বরে হইতে পারে না। হয় স্বর ক্রমে ক্রমে উঠিবে বা ক্রমে ক্রমে নামিবে। যেমন "আমি এ কথা বল্‌বো বল্‌বো বল্‌বো যতক্ষণ" ইত্যাদি; এখানে স্বর ক্রমে উঠিবে, নামিবে না। আবার ভাবে গদগদ হইয়া যদি কেহ বলে, "কি দেখলাম! কি দেখলাম! কি দেখলাম!"—সেখানে স্বর ক্রমে ক্রমে নামিবে, উঠিবে না। এতদ্ভিন্নও অভিনয়ে 'একঘেয়ে' ভাব যাহাতে না আসে, তাহার জন্যও স্বর খেলানো দরকার। এটি কখন কখন ঠিক স্বাভাবিক না হইতে পারে—কিন্তু অভিনয়ে তাহার প্রয়োজন হয়। নহিলে শ্রোতৃমণ্ডলী ক্রমে হাই তুলিবে।

তদুপরি আবৃত্তিতে কোথায় যতি (emphasis) পড়িবে—তাহাও একটি শিক্ষণীয়

ব্যাপার। বস্তুতঃ আবৃত্তির প্রধান অঙ্গ এই যতি। উত্তম অভিনেতা সর্ব্বাপেক্ষা এই যতি-দ্বারা অর্থ পরিস্ফুট করেন। যতি অনুসারে একটি বাক্যের ভিন্ন অর্থ হয়। যেমন "তুমি মহেন্দ্রকে পদাঘাত করিয়াছিলে।" ইহার তিন রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমে "তুমি"র উপর জোর দিয়া বলিলে বোঝায়, আর কেহ পদাঘাত করে নাই—তুমি পদাঘাত করিয়াছিলে। "মহেন্দ্র"র উপরে জোর দিলে অর্থ হয়, আর কাহাকেও পদাঘাত কর নাই, মহেন্দ্রকে পদাঘাত করিয়াছিলে। "পদাঘাতের" উপর জোর দিলে মনে হয় "চপেটাঘাত কর নাই, মুষ্ট্যাঘাত কর নাই, পদাঘাত করিয়াছিলে।" Antony-র বক্তৃতায়—I come to bury Caesar not to praise him এখানে যতি পড়িবে "burry"র উপরে ও praise-এর উপরে তবে অর্থ পরিস্ফুট হইবে। এই বিষয়ে স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী ওস্তাদ ছিলেন। উপযুক্ত যতি ভিন্ন আবৃত্তিই হয় না।

আরও এক কথা। ভাব অনুসারে স্বর কাঁপানো, স্বর গাঢ় করা ইত্যাদিও আবৃত্তির অঙ্গ। আমাদের দেশে অভিনেতৃগণের মধ্যে এ গুণের অত্যন্ত অভাব। ইহাও অভ্যাস করিতে হয়। Hamlet-এর বিখ্যাত Soliloquy "To be or not to be" ইহার দুই প্রকার আবৃত্তি শুনিয়াছি। একরূপ আবৃত্তিতে বোঝায় যে হ্যামলেট ভাবিতেছিলেন, যে তিনি আত্মহত্যা করিবেন কিনা। অপর এক আবৃত্তিতে ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে হ্যামলেট "আত্মহত্যা" জিনিষটাই একটি অপ্রাসঙ্গিক সমস্যা হিসাবে আলোচনা করিতেছেন।

আবৃত্তি কিরূপ করিতে হইবে তাহা প্রবন্ধে ঠিক বোঝানো যায় না, আবৃত্তি করিয়া দেখানো যায়। বিলাতে আবৃত্তি শেখাইবার অধ্যাপক আছে। উত্তম অভিনেতারা তাঁহাদের কাছে আবৃত্তি শিক্ষা করেন। এখানে ঐরূপ বিদ্যালয়ের অভাব আছে।

মুখভঙ্গী অভিনয়ের আর একটি অঙ্গ। অনুভূতি অনুসারে মুখের নানারূপ বিকার হয়। উল্লাসে মুখ দীপ্তবৎ হয়, দুঃখে ম্লান হয়,—আকস্মিক বিপদে অস্থিসারবৎ হয়। নির্ব্বোধ দ্রুত চোখ পিট্ পিট্ করে, কুচক্রীর দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়, হতাশের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়। অভিনয়ে এগুলি দেখাইতে হইলে মুখের পেশীর উপরে বিশেষ প্রভুত্ব থাকা চাই। এ বিদ্যা বহু প্রয়াস ও শিক্ষার ফল। তাহার উপর রঙ মাখার একরূপ কৌশল আছে, যাহাতে মুখ সহসা আরক্তিম বা পাণ্ডুর দেখায়। এখানে সে কৌশল খাটে না, তবে তাহার অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের দেশে এ বিদ্যার একেবারে অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পরিশেষে অঙ্গভঙ্গী। মানুষ কথা কহিবার সময় হাত পা নাড়েন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, মানুষ অনেক সময়ে ভাব-প্রকাশক ভাষার অভাব অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করে। কিন্তু এ কথা সব সময়ে খাটে না। মানুষ অনেক সময়ে ভাষার দ্বারা মনের ভাব সম্যক্ প্রকাশ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী করে। উদ্দেশ্য বোধ হয় অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবটি বেশী জোরের সহিত প্রকাশ করা। অনেক সময়েই কিন্তু মনের ভাবের গতি অনুসারে অঙ্গভঙ্গী আপনিই আসিয়া পড়ে। কাহার কাছে কিছু প্রকাশ না করিতে হইলেও, একাকী থাকিলেও চিন্তার সহিত অঙ্গভঙ্গী আসিয়া পড়ে। মন উত্তেজিত হইলে লোকে দ্রুত পাদচারণ করে, মনে একটা সংকল্প আঁটিতে হইলে তর্জ্জনী-দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করে। ভাবের সহিত তাহার উপযোগী অঙ্গভঙ্গী দেখানোও অভিনয়ের একটি অঙ্গ। এ বিষয়ে আমাদের দেশে অভিনেতারা উদাসীন নহেন। কিন্তু অঙ্গভঙ্গী সময়ে সময়ে ঠিক স্বাভাবিক হয় না।

অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য স্বাভাবিকরূপ অভিনয় করা। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারা বিলাতে অনেক সময়ে টীকাকারের কাজ করেন। অর্থাৎ কোন উক্তি বা ঘটনা সাধারণে একরূপ বোঝে; কিন্তু সেই অভিনেতারা অভিনয় ভঙ্গী দ্বারা তাহার অপররূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এরূপ কর্ত্তব্য পালনের এ দেশে এখনও প্রয়োজন হয় নাই। কারণ সেরূপ নাটক এ দেশে অভিনীত হয় না।

["নাট্য-মন্দির", ভাদ্র ১৩১৭]